ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি -অন্ত

চতুর্দশ খন্ড

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

(ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত)

চতুর্দশ খণ্ড

মূল

আবুল ফিদা হাফিয ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)

মূল কিতাব পরিমার্জন ও সম্পাদনায়

- ড. আহমদ আবূ মুলহিম
- ড. আলী নজীব আতাবী
- প্রফেসর ফুয়াদ সাইয়িদ
- প্রফেসর মাহদী নাসির উদ্দীন
- প্রফেসর আলী আবদুস সাতির

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (চতুর্দশ খণ্ড)
মূল : আবুল ফিদা হাফিয ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, মাওলানা আবু তাহের, মাওলানা বোরহান উদ্দীন
[ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৬০
ইফা অনুবাদ ও সংকলন : ৪১৭
ইফা প্রকাশনা : ২৯১৩
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯
ISBN : 978-984-06-1705-2
গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন
প্রথম প্রকাশ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০২০
চৈত্র ১৪২৬
শাবান ১৪৪১
মহাপরিচালক
আনিস মাহমুদ
প্রকাশক
ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০২-৮১৮১১৯১
প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ আবুল কালাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০২-৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৩৪৮.০০ (তিনশত আটচল্লিশ) টাকা

AL-BIDAYA WAN NIHAYA, 14th Vol. (Islamic History : First to Last, Vol. 14th): Written by Abul Fidaa Hafiz Ibn Kasir Ad-Dameshki (Rh.) in Arabic, translated into Bangla under the supervision of the Editorial Board of Al-Bidaya Wan Nihaya and published by Dr. Syed Shah Amran, Project Director, Islamic Books Publication Project-2nd phase, Islamic Foundation, Agargaon Sher-e Bangla Nagar, Dhaka- 1207, Phone : 02-8181191. March 2020

E-mail : ifapublicationproject@gmail.com
Website : islamicfoundation.gov.bd

Price : Tk. 348.00, US Dollar : 14.00

মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ, কুরসী, নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর, নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বৃহৎ মূল গ্রন্থটি মোট ৮ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে আরশ, কুরসী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী ঘটনাবলী তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলামপূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিতনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর-নশ্‌র, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা পবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবেঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন। বিজ্ঞজনদের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইব্‌ন কাসীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাসঊদী ও ইব্‌ন খালদূনের ন্যায় উচ্চস্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের চতুর্দশ খণ্ডের মাধ্যমে সর্বশেষ খণ্ডটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন!

আনিস মাহমুদ
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদিপিতা এবং সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়ায়ে কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন-হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলার বিশাল সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ এই গ্রন্থটি ৮ খণ্ডে সমাপ্ত, তবে অনূদিত গ্রন্থের কলেবর সঙ্গত কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

ইসলামের ইতিহাস চর্চাকারীদের জন্য গ্রন্থটি দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর সবগুলো খণ্ড অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় চতুর্দশ খণ্ডের অনুবাদের মাধ্যমে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে। সর্বশেষ অনূদিত গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত'।

গ্রন্থটি 'ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়' প্রকল্পের আওতায় প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, প্রুফ রিডার এবং প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদকমণ্ডলী

- মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন
- মাওলানা আবু তাহের
- মাওলানা বোরহান উদ্দীন

সম্পাদক

- ড. আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক

সূচিপত্র

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

চতুর্দশ খণ্ড

بسم الله الرحمن الرحيم

৬৯৮ হিজরী (৯ অক্টোবর ১২৯৮)

এ বছরটি যখন শুরু হয় তখন খলীফা ছিলেন আল-হাকিম আব্বাসী। নগরীর সুলতান ছিলেন আল-মানসূর লাজীন এবং মিসরে তাঁর নায়েব ছিলেন মামলূক সায়ফুদ্দীন মানকূতামির। শাফেয়ীদের বিচারক ছিলেন শায়খ তকিউদ্দীন ইব্‌ন দাকীকুল ঈদ। আর হানাফীদের বিচারক ছিলেন হুসামুদ্দীন আর-রাযী এবং মালিকী ও হাম্বলীদের বিচারক ছিলেন যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। শামের নায়েব ছিলেন সায়ফুদ্দীন কাবজাক আল-মানসূরী আর শামের বিচারক মন্ডলি ছিলেন তারা, যাদের নাম উপরে বর্ণিত হয়েছে। আর উজীর ছিলেন তাকিউদ্দীন তাওবা, এবং খতীব ছিলেন বদরুদ্দীন ইব্‌ন জামা'আ।

মুহাররম মাসের মাঝামাঝিতে সীস নগরী থেকে একদল সৈন্য এমন এক রোগের কারণে ফিরে আসে, যেটি তাদের কিছু লোককে আক্রান্ত করেছিল। ফলে সুলতানের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড তিরস্কার ও কষ্টের হুমকি সম্বলিত পত্র আসে। তিনি পত্রে এ-ও উল্লেখ করেন যে, সমস্ত বাহিনী যেন রাজ্যের উপ-প্রধান কাবজাক-এর নেতৃত্বে ওখানে চলে যায়। পত্রে তিনি কেউ কোন অজুহাত বা অন্য কোন কারণে বিলম্ব করলে তার জন্য শাস্তিও নির্ধারণ করেন। ফলে রাজ্যের উপ-প্রধান আমীর সায়ফুদ্দীন কাবজাক রওনা হয়ে যান এবং সকল সৈন্য তার সঙ্গে চলে যায়। প্রথা অনুযায়ী নগরীর অধিবাসীরাও তাদের বিদায় জানাতে বেরিয়ে আসে। নায়েব সাইফুদ্দীন এর সাথে এগিয়ে চলেন জনতা এবং তারা তার জন্য দু'আ করেন। তারা তাকে ভালবাসত।

বাহিনী সীস নগরীর উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলে। হিম্‌স পর্যন্ত পৌছার পর আমীর সায়ফুদ্দীন কাবজাক ও একদল আমীরের নিকট সংবাদ আসে যে, মুন্‌কাওতামির-এর কর্মকান্ডে সুলতানের মন খারাপ হয়ে গেছে। তারা আরো জানতে পারেন, সুলতান তাকে স্নেহ করেন বলে তার বিরোধিতা করছেন না। অগত্যা তাদের একটি দল নিজেরাই তাতার ও নাজাতে অভিযান পরিচালনা করতে একমত হন। তারা তাদের অনুগত যোদ্ধাদের নিয়ে হিমস্‌ থেকে রওনা হয়ে যান। তারা হলেন কাবজাক, বাযালী, বাকাতমুর আস-সালহাদার ও আল-আইলী। তারা বাধাহীন ভাবে এগিয়ে যেতে থাকেন। ফলে অনেক সৈন্য দামিশ্‌ক ফিরে আসে এবং পরিকল্পনা সব তালগোল পাকিয়ে যায়। জনগণ কাবজাক-এর জন্য আক্ষেপ করে। কারণ, তিনি ছিলেন একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষ। এ ঘটনাটি ঘটে এ বছরের রবিউল আখারে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আল-মানসূর লাজীন-এর হত্যাকান্ড এবং রাজত্ব মুহাম্মদ ইব্‌ন কালাউন-এর নিকট ফিরে আসা

রবিউল আখার মাসের উনিশ তারিখ শনিবার বারিদিয়্যা গোত্রের একদল লোক সংবাদ নিয়ে আসে যে, সুলতান আল-মালিকুল মানসূর লাজীন এবং তাঁর নায়েব সায়ফুদ্দীন মানকূতামার নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে আমীর সাইফুদ্দীন কারজী আল-আশরাফী ও তার সমমনা

আমীরদের হাতে এগারো তারিখ শুক্রবার রাতে কাজী হুসামুদ্দীন আল-হানাফীর উপস্থিতিতে। তিনি আল-মানসূর লাজীন-এর দরবারে বসে দু'জনে কথা বলছিলেন। কেউ কেউ বলেন: তারা দু'জন শতরঞ্জ খেলছিলেন। এমন সময় তাদের আগোচরে খুনীরা ঘরে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই তারা দ্রুত সুলতানের নিকট পৌছে গিয়ে তাঁকে হত্যা করে। আর পরে তারা তাঁর নায়েবকে ভোরবেলা হত্যা করে আবর্জনার মধ্যে ফেলে রাখে।

এ ঘটনার পর আমীরগণ তাদের ওস্তাদের পুত্র আল-মালিকুন নাসির মুহাম্মদ ইবন কালাউনকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে একমত হন। সে সময় তিনি কারখ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তারা লোক পাঠিয়ে তাকে কায়রোতে ডেকে পাঠান। আর তাঁর এসে পৌছানোর আগেই মিম্বরে মিম্বরে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। এদিকে শামের নায়েব কাবজাক-এর নিকট পত্র এসে পৌছায়। কিন্তু তিনি লাজীন-এর আক্রমণের ভয়ে আগেই পালিয়ে যান। দূতরা ধাওয়া করেও তাকে ধরতে পারেনি। ইতিমধ্যে তিনি নিজের খারাপ কর্মকান্ডের কারণে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে যান এবং পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কোন শক্তি নেই।

তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে যিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন, তিনি হলেন আমীর সায়ফুদ্দীন বালবান। সেই পরিস্থিতিতে যারা নগরীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন দুর্গের উপপতি ইলমুদ্দীন আরজুয়াশ এবং আমীর সায়ফুদ্দীন জা'আন। তারা এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন যেন উক্ত রাজ্যের আধিপত্য একমাত্র তাদেরই হাতে থাকে। তাদের মধ্যে আরো যিনি ছিলেন তিনি হলেন নগরীর হিসাব নিয়ন্ত্রক ও আলমারিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক জামালুদ্দীন ইউসুফ। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি এ দায়িত্ব পরিত্যাগ করে পূর্বের দায়িত্বে ফিরে যান। সেই সঙ্গে সাইফুদ্দীন জা'আন ও আল-বার-এর গভর্নর হুসামুদ্দীন-এর প্রতি নজর রাখতে শুরু করেন। সে সময়ে মিসরে আমীর সাইফুদ্দীন তাগজী নিহত হন। তিনি আন-নাসের-এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে চারদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাছাড়া লাজীন হত্যাকান্ডে নেতৃত্বদানকারী কারজীও খুন হন। ঘাতকরা তাদেরকে হত্যা করে আবর্জনার মধ্যে ফেলে রাখে। জনগণ তাগজীর মরদেহ খুঁজতে শুরু করে। তিনি সুশ্রী ছিলেন। এ ঘটনার পর নেতৃত্ব, সম্পদ ও রাজত্ব সুদূর পরাহত হয়ে যায়। এর স্থলে পরিদৃশ্য হয় কতগুলো কবর। সুলতান লাজীন এক স্থানে সমাধিস্ত হন। তাঁর পায়ের কাছে তদীয় নায়েব মানকূতামিরকে দাফন করা হয়। অন্যদেরকে সেখানেই তাদের পার্শ্বে দাফন করা হয়।

এদিকে সংবাদ আসে, আল-মালিকুন নাসির জুমাদাল উলার চার তারিখ শনিবার মিসর প্রবেশ করেছেন। দিনটি ছিল শুক্রবার। তাই সংবাদটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদ পাওয়ামাত্র বিচারক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ দূর্গে ঢুকে পড়েন। তারপর ইলমুদ্দীন আরজুয়াশ-এর উপস্থিতিতে বায়'আত গ্রহণ করা হয় এবং বড় বড় আলিম, কাজী ও আমীরদের উপস্থিতিতে দামেশক ও অন্যান্য মসজিদগুলোতে জুমার খুতবায় তার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। আবার সংবাদ আসে, আল-মালিকুন নাসির খলীফার পোশাক পরিধান করে কায়রোর মাঠে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে আছে পদাতিক সেনা ইউনিট। এই সংবাদও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে তার পত্র এসে পৌঁছায়। পত্রটি সকলকে পাঠ করে শোনানো হয়। তাতে তিনি প্রজাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করার আদেশ প্রদান করেন। ফলে জনতা তাঁর জন্য দু'আ করে।

আমীর জামালুদ্দীন আকুশ আল-আকরাম দামিশকের নায়েব নিযুক্ত হন। তিনি জুমাদাল উলার বাইশ তারিখ বুধবার আসরের আগে দামিশকে প্রবেশ করেন। তাঁর আগমনে জনগণ আনন্দিত হয় এবং তার জন্য প্রদীপ প্রজ্বলিত করে। অনুরূপভাবে শুক্রবার দিন যখন তিনি জুমার নামায আদায় করতে আসেন, মানুষ তখনও তার সম্মানার্থে বাতি জ্বালায়। কিন্তু দিন কয়েক পরই তিনি জা'আন ও আল-বার-এর গভর্নর লাজীন থেকে আলাদা হয়ে পূর্বের অবস্থানে ফিরে যান। আর আমীর হুসামুদ্দীন আল-ইসতিদার মিসরীয় বাহিনীর সেনাপতি এবং আমীর সায়ফুদ্দীন সাল্লার মিসরের নায়েব নিযুক্ত হন। তিনি রমজান মাসে অবৈধ মজুদদারির কারণে যে খাদ্যসংকট সৃষ্টি হতো তা দূর করে মিসরের উজিরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপর মজুদদারির অভিযোগে কারাসিনকার আল-মানসুরীকে পদচ্যুৎ করে সাবীবার উপ-প্রধানের দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু পরে হামাতের শাসনকর্তা আল-মালিকুল মুজাফফার মৃত্যুবরণ করলে কারাসিনকারকে হামাত প্রেরণ করা হয়।

লাজীন-এর শাসনামলের শেষ দিকে কাবজাক-এর নগরী ত্যাগ করার পরে শায়খ তকিউদ্দীন ইব্ন তায়মিয়্যাহ এক সমস্যার সম্মুখীন হন। একদল ফকীহ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান এবং তাঁকে কাজী জালালুদ্দীন আল-হানাফীর আদালতে উপস্থিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শায়খ তকিউদ্দীন উপস্থিত হননি। ফলে হামাতের হামবিয়া নামে পরিচিত একটি গোষ্ঠি তাঁর বিরুদ্ধে আকীদা সংক্রান্ত অপপ্রচার শুরু করে দেয়। অগত্যা আমীর সায়ফুদ্দীন জা'আন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে তাদের অধিকাংশ আত্মগোপন করে। আকীদাপন্থী কয়েকজনকে শাস্তি প্রদান করলে অন্যরা চুপ হয়ে যায়। শুক্রবার দিন শায়খ তকিউদ্দীন রীতি অনুযায়ী জামে মসজিদে মাহফিল করেন। সেখানে তিনি وَإِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ এই আয়াতের তাফসীর করেন। তারপর শনিবার দিন কাজী ইমামুদ্দীন-এর সঙ্গে মিলিত হন। সে সময় তাঁর নিকট এক দল বিশিষ্ট আলিমও উপস্থিত হন। তারা হামবিয়াদের ব্যাপারে আলোচনা করেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে তকিউদ্দীন-এর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। কিন্তু তকিউদ্দীন তার যথার্থ উত্তর প্রদান করে তাদেরকে নিরুত্তর করে দেন। ফলে সকল সমস্যা ও বিরোধ মিটে যায় এবং পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়। পরে শায়খ তকিউদ্দীন চলে যান। উল্লেখ্য, কাজী ইমামুদ্দীন-এর আকীদা ছিল পরিচ্ছন্ন এবং লক্ষ্য ছিল মহৎ।

এ বছর ইলমুদ্দীন সানজার আদ্দুয়াইদার বাবুল ফারজের অভ্যন্তরে একটি মাদ্রাসা ও দারুল হাদীস ওয়াক্‌ফ করেন এবং শায়খ আলাউদ্দীন ইবনুল আত্তারকে তার পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত করেন। তখন বিচারক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে আপ্যায়ন করেন। এরপর তিনি কারাসিনকার থেকে আলাদা হয়ে যান।

শাওয়াল মাসের এগারো তারিখ শনিবার ইলমুদ্দীন সানজার মাশহাদে উছমান– যেটি জামে মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক নাসিরুদ্দীন ইব্ন আব্দুল সালাম সংস্কার করেছিলেন– জয় করেন এবং উত্তর দিককার মাকসুরাতুল খাদাম অংশটিকেও তার সঙ্গে সংযুক্ত করে নেন। তারপর

একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তার ইমাম নিযুক্ত করেন। এক্ষেত্রে তিনি মাশহাদে আলী ইব্‌ন হুসায়ন যাইনুল আবিদীন (রা) এর অনুকরণ করেন।

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে কাজী হুসামুদ্দীন আর-রাযী সিরিয়ার বিচারকের পদে পুনর্বহাল হন এবং মিসরের বিচারকের পদ থেকে অপসারিত হন। আর তার পুত্র অপসারিত হন সিরিয়ার বিচারকের পদ থেকে। এ বছর যিলকদ মাসে সিরিয়ায় তাতারীদের ষড়যন্ত্রে ব্যাপক গুজব ছড়িয়ে পড়ে। আমরা কেবল আল্লাহরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

শায়খ নিজামুদ্দীন : আহমাদ ইব্‌ন শায়খ জামালুদ্দীন মাহমুদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আব্দুস সালাম আল-হাসরী আল-হানাফী মুহাররামের আট তারিখে মৃত্যুবরণ করেন এবং নয় তারিখ জুমুআর দিন মাকাবিরে সূফিয়ায় সমাধিস্থ হন। তিনি আলিম ছিলেন। তিনি কিছু কালের জন্য অস্থায়ী শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর নূরিয়ায় অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই দায়িত্ব পালন করেন শায়খ শামসুদ্দীন ইব্‌ন সদর সুলায়মান ইব্‌ন নাকীব।

জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ : জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হুসায়ন আল-বালখী, পরে মুকাদ্দাসী ও হানাফী। তিনি ছয়শত এগারো হিজরীর মধ্য শাবানে আল-কুদসে জন্মগ্রহণ করেন এবং কায়রোতে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। তিনি কিছুকাল জামেউল আযহারে অবস্থান করেন এবং তথাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি আল-কুদসে ফিরে যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেন। তিনি ঐ বছরের মুহাররাম মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ তাফসীর শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এ বিষয়ে তার সুবৃহৎ কলেবরের একটি গ্রন্থ আছে, যা তিনি পঞ্চাশটি তাফসীর গ্রন্থ থেকে সন্নিবেশিত করেন। মানুষ আল-কুদুসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করত এবং তাঁর দ্বারা বরকত লাভ করতো।

শায়খ আবু ইয়াকুব আল-মাগরিবী : মানুষ তার কাছে ভিড় জমাত। তিনি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মসজিদে আকসায় পড়ে থাকতেন। শায়খ তকিউদ্দীন ইবনে তায়মিয়া বলতেন: শায়খ আবু ইয়াকুবের আদর্শ হলো ইব্‌ন আরাবী ও ইব্‌ন সাবয়ীন-এর আদর্শ। তিনি ঐ বছরের মুহাররাম মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

তকিউদ্দীন তাওবাহ : তকিউদ্দীন তাওবাহ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাজির ইব্‌ন শুজা ইব্‌ন তাওবাহ আর-রিব্য়ী আত-তিকরীতি তিনি ছয়শত বিশ হিজরীর আরাফা দিবসে আরাফায় জন্মগ্রহণ করেন। দামিশকের উজীর পদে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একাধিক বার খাদামে স্থানান্তরিত হন। তিনি জুমাদাল আখিরার দুই তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন সকালে জামে মসজিদ ও আল-খাইল বাজারে তার সালাতুল জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর তাকে দারুল হাদীস আল-আশরাফিয়ার সন্নিকটস্থ কবরস্থানে সমাধিস্ত করা হয়। তাঁর জানাযায় বিচারপতিগণসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। তার মৃত্যুর পর ফখরুদ্দীন ইবনুশ

শায়রাজী নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, আর কোষাগারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আমীনুদ্দীন ইবনুল হিলাল।

আল-আমীরুল কাবীর : শামসুদ্দীন বীসারী। কালাউন থেকে শুরু করে তার আমল পর্যন্ত যত শাসক অতিবাহিত হয়েছেন, তিনি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন শাসক ছিলেন। তিনি মিসর দুর্গের কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। আল-উমাবী জামে মসজিদে তাঁর জন্য শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের উপপ্রধান আল-আকরাম এবং বিচারকমণ্ডলি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর জানাযায় উপস্থিত হন।

সুলতান আল-মালিকুল মুজাফ্‌ফর : তকিউদ্দীন মাহমুদ ইব্‌ন নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন তকিউদ্দীন উমর ইব্‌ন শাহেনশাহ ইব্‌ন আইয়ুব। তিনি হামাতের শাসনকর্তা এবং বংশ পরম্পরায় রাজবংশের সন্তান। তিনি যিলকদ মাসের একুশ তারিখ বৃহস্পতিবার মৃত্যুবরণ করেন এবং শুক্রবার রাতে সমাধিস্থ হন।

আল্‌মালিকুল আওহাদ : নাজমুদ্দীন ইউসুফ ইব্‌নু মালিক দাউদ ইব্‌ন মুআয্‌যাম। তিনি ছিলেন আল-কুদসের তত্ত্বাবধায়ক। তিনি এ বছরের যিলকদ মাসের চার তারিখ বুধবার রাতে সত্তর বছর বয়সে আল-কুদসে মৃত্যুবরণ করেন এবং বাবে হিত্তার সন্নিকটে রাবাতায় সমাধিস্থ হন। তাঁর জানাযায় বহুসংখ্যক মানুষ উপস্থিত হন। তিনি ধার্মিক বংশমর্যাদা ও দুর্বল-অসহায়দের প্রতি দয়ামায়ায় শ্রেষ্ঠ রাজাদের একজন ছিলেন।

কাজী শিহাব উদ্দীন ইউসুফ : তাঁর নাম কাজী শিহাব উদ্দীন ইউসুফ ইব্‌নু সালিহ মুহিব্বুদ্দীন ইব্‌নুন নাহহাস। তিনি হানাফী নেতাদের একজন। তিনি যানজানিয়া ও নাহিরিয়ার শিক্ষক ছিলেন। তিনি যিল্‌হজ মাসের তেরো তারিখে মায্‌যার বাসতানায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কাজী জালালুদ্দীন ইব্‌ন হুসামুদ্দীন যানজানিয়ার শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন।

নাস্‌রুদ্দীন আবুল গানায়িম : সালিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন মাহফুজ ইব্‌ন ছাছরী আত-তাগলিবী। স্বীয় ভাই কাজী নাজমুদ্দীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন ও শুনিয়েছেন। তিনি নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নথিপত্র সংরক্ষণ ও কোষাগারের দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি সকল রাষ্ট্রীয় পদ পরিত্যাগ করে হজ্জ সম্পাদন করেন এবং মক্কায় বসতি স্থাপন করেন। তারপর তিনি দামিশক চলে যান এবং সেখানে এক বছরেরও কম সময় অবস্থান করার পর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি যিলহজ মাসের আটাশ তারিখ শুক্রবার দিন মারা যান। জুমুআর নামাযের পর জামে মসজিদে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং কাসিয়ুনের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। সাহেবিয়াতে তাঁর জন্য শোক অনুষ্ঠান পালিত হয়।

ইয়াকুত ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্‌ : তার নাম আবুদ্দুর আল্‌-মুসতাসিমী আল-কাতিব, উপাধি জামালুদ্দীন, তিনি বংশগতভাবে রোমান। তিনি খুবই জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তার হস্তাক্ষর ছিল খুবই সুন্দর। তিনি এ বিদ্যায় বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সুন্দর সুন্দর কতগুলো আংটি তৈরি করেন। বাগদাদের বহু মানুষ তার দ্বারা আংটি প্রস্তুত করান। তিনি এ বছর বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর আকর্ষণীয় কতগুলো পংক্তি আছে। তার কয়েকটি পংক্তি যা আল-বারযালী স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ্য করেছেন তা নিম্নরূপ :

تجد دالشمس شوقى كلما طلعت . إلى محياك يا سمعى ويا بصرى
واسهر الليل فى أنس بلا ونس . اذ طيب ذكراك فى ظلماته يسرى
وكل يوم مضى لاأراك به . فلست محتسبا ماضيه من عمرى
ليلى نهار إذا مادمت فى خلدى . لأن ذكرك نور القلب والبصر

অর্থ: সূর্য যখনই উদিত হয়েছে, তা আমার উদ্দীপনাকে নবায়ন করেছে। হে আমার কর্ণ ও চক্ষু! তোমরা যতদিন সচল থাকবে, ততদিন এমনই হতে থাকবে।

সঙ্গীসহ থাকি, আর নিঃসঙ্গ থাকি, আমি নির্ঘুম রাত কাটাই। তবে গভীর অন্ধকারেই তোমার স্মরণ আমার প্রিয়।

যতগুলো দিন বিগত হয়েছে, তাতে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তাই বিগত জীবনকে আমি আমার আয়ুর অংশ মনে করি না।

আমি আমার রাতকে দিন জ্ঞান করি। যতদিন বেঁচে থাকব, এমনই মনে করব। কারণ, তোমার স্মরণ হচ্ছে, আমার হৃদয় ও চোখের আলো।

৬৯৯ হিজরী (২৮ সেপ্টেম্বর ১২৯৯)

এ বছর কাযানের ঘটনা সংঘটিত হয়। কেননা, বছরটি যখন শুরু হয়, উল্লিখিত খলীফা ও সুলতান কী অবস্থায় ছিলেন, তা উপরে বর্ণিত হয়েছে। আর মিসরের নায়েব সাল্লার, শামের নায়েব আকূশ আল-আফরাম এবং অন্য সকল শাসক কী অবস্থায় ছিলেন, তাও উপরে আলোচিত হয়েছে। সে সময়ে বারবার সংবাদ আসছিল যে, তাতারীরা সিরিয়া আক্রমণ করার পাঁয়তারা করছে। তাতে জনগণ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং মানুষ হালব ও হামাত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। হামাত থেকে দামেশক পর্যন্ত ঘোড়ার ভাড়া প্রায় দু'শ দিরহামে পৌঁছে গিয়েছিল।

মুহাররামের দুই তারিখ বুধবার সুলতানের সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মিসর ত্যাগ করার কারণে জনমনে আনন্দের উদ্রেক হয়। রবিউল আউয়ালের আট তারিখ শুক্রবার প্রচণ্ড বৃষ্টি ও কাঁদা উপেক্ষা করে সুলতান দামিশক প্রবেশ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে মানুষ বেরিয়ে পড়ে। তিনি গাজায় প্রায় দু'মাস অবস্থান করেন। এই ঘটনা তখনকার যখন তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তাতারীরা সিরিয়া আক্রমণে এগিয়ে আসছে। তারই প্রস্তুতি স্বরূপ তিনি দামেশক এসে তারিমায় অবতরণ করেন। তাঁর উপলক্ষ্যে নগরীকে সু-সজ্জিত করা হয়। তার পাত্রের সংখ্যা বেড়ে যায়। সে সময়টা ছিল কঠিন এবং অবস্থা ছিল নাজুক। নগরী আপন ভিটে ত্যাগ করে পালিয়ে আসা লোকদের দ্বারা ভরে গিয়েছিল। রাজ্যের উজির আল-আ'সার হিমসিম খেয়ে যান। তিনি সাহায্যের জন্য আমলাদের তলব করেন। তারা সেনাবাহিনীকে শক্তি যোগানের জন্য ইয়াতীম ও বন্দীদের সম্পত্তি ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে।

সুলতান রবিউল আউয়ালের সতেরো তারিখ রবিবার বাহিনী নিয়ে রওনা হয়ে যান। বাহিনীর একজন সৈন্যও অভিযানে গমন থেকে বাদ যায়নি। তাদের সাথে বিপুলসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীও যোগ দেয়। জনতা জামে মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদে নামাজে দু'আয়ে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করতে শুরু করে। তারা বিনয়-বিগলিত হয়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে।

কাযানের ঘটনা

সুলতান যখন সালমিয়া উপত্যকার সন্নিকটস্থ খাযান্দার উপত্যকায় উপনীত হন, তখন সেখানে রবিউল আউয়াল মাসের সাতাশ তারিখ বুধবার তাতারীদের মুখোমুখি হন। উভয় পক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। তাতারীরা মুসলমানদের পরাজিত করে। সুলতান পিছনের দিকে পালিয়ে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমীর-উজীর ও জনতার বহু সংখ্যক মানুষ নিহত হন। এই যুদ্ধে হানাফী মাযহাবের প্রধান বিচারপতি গুম হয়ে যান। তাতারীরা অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফয়সালা ছিল অমোঘ। মুসলমানরা এমনভাবে পলায়ন করে যে, কেউ কারো প্রতি চোখ তুলে তাকায়নি। অবশ্য পরে শেষ বিজয় মুত্তাকীদের পক্ষেই জোটে। ক্ষতি এতটুকু হয় যে, মুসলিম বাহিনী পিছপা হয়ে মিসরীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে। অনেকে দামিশক গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। দামিশকের অধিবাসীরা তাদের জীবন, পরিজন ও সহায়-সম্পদের ব্যাপারে প্রচণ্ড ভীতির মধ্যে ছিল। পরে তারা শান্ত হয়ে যায় এবং তাকদীরের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তকদীর এসে পড়লে ভয়-ভীতি কোনো উপকার করতে পারে না।

সুলতান একদল সৈন্যসহ বা'আলাবাক্কা ও বুকার উপকণ্ঠে ফিরে যান। তখন দামিশকের ফটকগুলো বন্ধ ছিল, আর দুর্গ ছিল দুর্ভেদ্য। আর খাদ্যদ্রব্যের দাম ছিল চড়া। পরিস্থিতি ছিল খুবই খারাপ। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল নিকটে। নগরীর একদল বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অন্যান্যরা পালিয়ে মিসর চলে যায়। যেমন-কাজী ইমামুদ্দীন শাফেয়ী, মালেকীদের কাজী আল-যাওয়াবী, তাজুদ্দীন শীরাজী, আল-বার-এর গভর্নর ইলমুদ্দীন সাওয়াবী, মদীনার গভর্নর জামালুদ্দীন ইবনুন নাহহাস ও মুহতাসিব প্রমুখ ব্যবসায়ী ও জনতা। নগরী জনশূন্য হয়ে পড়ে। দুর্গের উপপতি ব্যতীত আর কোন শাসক অবশিষ্ট ছিলেন না।

রবিউল আউয়ালের দুই তারিখ রবিবার রাতে বন্দিরা দরজা ভেঙে সুরক্ষিত কারাগার থেকে বেরিয়ে নগরীতে ছড়িয়ে পড়ে। তারা ছিল প্রায় দু'শ। তারা সাধ্যপরিমাণ লুণ্ঠন করে বাবুল জারিয়ায় গিয়ে উপণীত হয় এবং সেখানকার আল-যারানী দরজা ভেঙে সেখান থেকে বেরিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সব শক্তিই তাদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়।

অপরদিকে হারাফিশারা প্রকাশ্য নগরীতে চড়াও হয়ে বাগ-বাগিচার দরজা ভেঙে ফেলে এবং অনেক দরজা-জানালা খুলে নিয়ে অতি সস্তায় বিক্রি করে দেয়। এই ঘটনার পরপরই তাতার রাজা দামিশ্‌কের উপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং শায়খ তকিউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়া মাশহাদে আলীতে মিলিত হন। তারা কাযানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার থেকে দামিশ্‌কবাসীর জন্য নিরাপত্তা আদায় করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশেষে রবিউল আখার মাসের তিন তারিখ সোমবার রওনা হয়ে আল-নাবৃক-এর নিকট তার সঙ্গে মিলিত হন। শায়খ তকিউদ্দীন তার সঙ্গে মুসলমানদের পক্ষে জোরালো ও কঠিন ভাষায়

কথা বলেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। সেদিনই মুসলমানরা কাযানের দিক থেকে প্রবেশ করে বাদরানিয়ায় অবতরণ করে এবং তাওমা দরজা ব্যতীত নগরীর সবকটি ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। খতীব জুমার দিন জামে মসজিদে খুতবা দান করেন। কিন্তু তাতে সুলতানের নাম উল্লেখ করেননি।

নামাযের পর আমীর ইসমাঈল তাঁর কতিপয় সঙ্গীসহ তারূন-এর সন্নিকটে আয-যাহির বাগিচায় এসে অবতরণ করেন। তিনি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বার্তা উপস্থাপন করেন। এ মাসের আট তারিখ শনিবার তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে সেটি পাঠ করে শোনান এবং কিছু সোনা ও রূপা ছিটিয়ে দেন।

নিরাপত্তা ঘোষণার দ্বিতীয় দিন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনগণের নিকট ঘোড়া, অস্ত্র ও নগদ অর্থ তলব করা হয় এবং সেখানে অবস্থিত আল-মাদরাসাতুল কায়সারিয়্যায় বিশেষ অধিবেশন বসে।

এ মাসের দশ তারিখ সোমবার সাইফুদ্দীন কাবজাক আল-মানসূরী এসে ময়দানে অবতরণ করেন এবং তাতারী বাহিনীর নিকটে চলে যান। নগরীর প্রাণকেন্দ্রে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। একদল মানুষ নিহত হন এবং খাদ্যদ্রব্যের দাম অনেক বেড়ে যায়। কাবজাক দুর্গের উপপ্রধানের নিকট পত্র প্রেরণ করেন যে, যেন দুর্গটিকে তাতারীদের হাতে তুলে দেয়া হয়। কিন্তু উরজুয়াশ সে প্রস্তাব কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। অগত্যা কাবজাক নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সমবেত করে এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু তারা তার প্রস্তাবে সায় দিলেন না। তারাও তাতারীদের হাতে দুর্গ তুলে দেয়ার বিপক্ষে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেন। এমনকি তার এক তিল মাটিও নয়। কেননা, শায়খ তকিউদ্দীন ইবন তায়মিয়া দুর্গের নায়েবের নিকট এই মর্মে পত্র প্রেরণ যে, তার একটি ইটও অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত যদি শক্তি থাকে, তাকে তাদের হাতে সমর্পণ করো না। আর সিরীয়দের জন্য তাতেই বিরাট কল্যাণ নিহিত ছিল। কেননা, আল্লাহ্ এই দুর্গ ও আশ্রয়স্থলটিকে সিরীয়দের জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে স্থির করেছেন, যা আজীবন ঈমান ও সুন্নাতের আবাসরূপে বহাল থাকবে। এমনকি এক সময় ঈসা ইবন মারয়াম (আ) এখানেই আসমান থেকে অবতরণ করবেন।

কাবজাক যেদিন দামিশক প্রবেশ করেন, সেদিনই সুলতান ও তাঁর নায়েব সাল্লার মিসর প্রবেশ করেন। দুর্গে এ মর্মেই পত্র এসেছিল। সেখানে এই মর্মে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এতে মানুষের বল-শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঘটনা যা ঘটে, কবির ভাষায় তা ছিল নিম্নরূপ:

كيف السبيل الى سعاد ودونها. قلل الجبال ودونهن حتوف.

الرجل حافية ومالى مركب. والكف صفر والطريق مخوف.

“আমি কিভাবে সৌভাগ্যের নিকটে পৌছাব, তার সামনে যে অনেক পর্বতচূড়া, তার সামনে মৃত্যু!

আমার পায়ে নেই জুতো, নেই কোন বাহন। হাত হলো খালি, আর পথ হলো ভীতিকর।”

রবিউল আখারের চৌদ্দ তারিখ শুক্রবার দামিশ্‌কে মিগওয়াল-এর উপস্থিতিতে মিম্বরে কাযান-এর নামে সংক্ষিপ্ত খুতবা পাঠ করা হয় এবং নামাযের পর পদমর্যাদা অনুপাতে তার জন্য দু'আ করা হয়। এরপর কাবজাক-এর নেতৃত্বে সিরিয়ায় ফরমান পাঠ করে শোনানো হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার নিকট গিয়ে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপরই তিনি তাতারীদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এদিকে শায়খুল মাশায়িখ মাহমুদ ইব্‌ন আলী আল-কাবীরায় আগমন করেন।

রবিউল আখিরের পনেরো তারিখ শনিবার তাতারীরা দামিশকে সালেহিয়া গোত্র, মসজিদুল আসাদিয়া, মসজিদে খাতুন ও দারুল হাদীস আল-আশরাফিয়ায় লুণ্ঠন শুরু করে এবং এসময় আকিবিয়ায় অবস্থিত আত-তাওবা জামে মসজিদটি আগুনে পুড়ে যায়। কাজটি সম্পন্ন হয় তাতারীদেরই অন্তর্ভুক্ত খৃষ্টান গোত্র ফারজ ও আরমানের পক্ষ থেকে। তারা তথাকার বহুসংখ্যক অধিবাসীকে বন্দি করে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ তাদের অমঙ্গল করুন। অধিকাংশ মানুষ হাম্বলীদের সরাইখানায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাতারীরা সেটিও ঘিরে ফেললে উল্লিখিত শায়খুল মাশায়িখ তাদের থেকে সরাইখানাটি রক্ষা করেন এবং সেখানে আশ্রিতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাতারীরা তাঁর উপরও ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা সেখান থেকে শায়খ পরিবারের বহু কন্যা ও সন্তানকে বন্দী করে নিয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জুমাদাল উলার দুই তারিখে হাম্বলীদের সরাইখানাটি বন্ধ হয়ে গেলে তাতারীরা বহু সংখ্যাক পুরুষ ও নারীকে হত্যা করে। প্রধান বিচারপতি তকিউদ্দীন অনেক নির্যাতন ভোগ করেন। কথিত আছে যে, তাতারীরা সালেহিয়ার প্রায় চারশত লোককে হত্যা করে এবং বন্দী করে প্রায় চার হাজার ব্যক্তিকে। নাসেরী ও জিয়াইয়া সরাইখানা এবং খাজনা ইবনুল বাযওয়ারী থেকে বিপুল সংখ্যক কিতাব লুণ্ঠিত হয়। এই কিতাবগুলো ওয়াক্‌ফকৃত ছিল। তারা মাযমা গোত্রের সঙ্গেও সালেহিয়াদেরই মতো আচরণ করে। তদ্রূপ দারিয়া প্রভৃতি গোত্রের সঙ্গেও। তাদের ভয়ে মানুষ দারিয়ার জামে মসজিদে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে সেটির দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তাতারীরা জোরপূর্বক মসজিদটি খুলে অনেককে হত্যা করে এবং তাদের নারী ও সন্তানদের বন্দী করে ফেলে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

রবিউল আখিরের বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার শায়খ ইব্‌ন তায়মিয়া একদল সহচর নিয়ে তাতার সম্রাটের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং দু'দিন পর ফিরে আসেন। কিন্তু তাতার সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করার সুযোগ ঘটেনি। উজির সা'দুদ্দীন ও আর রশীদ মুশীরুদ্দৌলা আল-মাসলামানী ইব্‌ন ইয়াহুদী তাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তারা পুরো সময় তার পিছনে লেগে থাকে। তারা শায়খকে জানায়, অধিকাংশ তাতারী এখন পর্যন্ত কোন সম্পদের ভাগ পায়নি, অথচ তাদের কিছু না কিছু পাওয়া উচিত।

এদিকে নগরীতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, তাতারীরা দামিশকে ঢুকে পড়ার পাঁয়তারা করছে। এ সংবাদে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নগরী ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু পালিয়ে তারা যাবে কোথায়, কোথায় তাদের আশ্রয়! নগরী থেকে দশ হাজার ঘোড়া সংগ্রহ করা হয়। তারপর নগরীর উপর বিপুল পরিমাণ সম্পদে কর ধার্য করা হয়, যা বাজারের

ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে সামর্থ্য অনুপাতে আদায় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো কোন শক্তি নেই।

তাতারীরা জামে মসজিদের উপর থেকে দূর্গে নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্য মসজিদে মিনজানিক বা পাথর নিক্ষেপযন্ত্র স্থাপন করতে শুরু করে। তারা মসজিদের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়। তারা মসজিদের মাঠে অবতরণ করে মিনজানিকের কাঠ পাহারা দিতে এবং আশ-পাশের হাট-বাজার থেকে লুণ্ঠন করতে শুরু করে। তারা উরজুয়ান দূর্গের আশপাশের বাড়ি-ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেয়। যেমন-দারুল হাদীস আল-আশরাফিয়া প্রভৃতি থেকে শুরু করে আল-আদেলিয়াল কাবীরা পর্যন্ত সকল স্থাপনা। তিনি দারুস সা'আদতও জ্বালিয়ে দেন, যাতে তাতারীরা দুর্গ অবরোধের সময়ে উপর থেকে কোনো সাহায্য নিতে না পারে। জনগণ যার যার গৃহে বসে থাকে, যাতে তাতারীরা পরিখা ভরাট করার কাজে তাদের বেগার খাটাতে না পারে। রাস্তা-ঘাটে স্বল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। মসজিদে দু'চারজন ব্যতীত কোন মানুষ নামায পড়তে আসতো না। জুমার দিন কষ্টে-শিষ্টে এক কাতার মানুষেরও সমাগম ঘটেনি। একান্ত প্রয়োজনে কারো ঘর থেকে বের হতে হলে ছদ্মবেশে বের হত এবং দ্রুত ফিরে যেত আর ধারণা করত, সে হয়তো আর আপন পরিজনের নিকট ফিরতে পারবে না। আল্লাহ্ পাক নগরবাসীকে তাদেরই কর্মফল হিসেবে ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ-আস্বাদন করান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দিনে-রাতে চরম সংকটে নিপতিত হন। এমনকি তাদের থেকে বিপুল সম্পদ ও আওকাফ ছিনিয়ে নেয়া হয়। যেমন– জামে মসজিদ ইত্যাদি। পরে জামে মসজিদকে রক্ষা করার, তার আওকাফ বাড়িয়ে দেয়ার এবং কেড়ে নেয়া সম্পদ অস্ত্র ক্রয়ের কাজে ব্যয় করার ও হেজাজ প্রেরণের সার্কুলার জারি করা হয়। জুমাদাল উলার উনিশ তারিখে জুমার নামাযের পর জামে মসজিদে উক্ত ঘোষণাপত্র পাঠ করে শোনানো হয়।

সেদিনই সুলতান কাযান সিরিয়ায় স্বীয় নায়েবদের রেখে ষাট হাজার যোদ্ধা নিয়ে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁর পত্র আসে, "সিরিয়ায় আমার নায়েবদের রেখে ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে আমি রওনা হয়েছি। শপথ করেছি শরৎকালে ফিরে এসে মিশরীয় অঞ্চলে প্রবেশ করব এবং তা জয় করব। মধ্যখানে দুর্গ থাকার কারণে মিশরীয়রা সেখানে পৌছুতে পারছে না।

সায়ফুদ্দীন কাবহাক কাযান-এর নায়েব কাতলু শাহকে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে বের হন এবং তাঁর পিছনে পিছনে গমন করেন। তাদের চলে যাওয়ার আনন্দে দুর্গে সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু দুর্গ খোলা হয়নি। কাবজাক-এর রওনা হওয়ার দ্বিতীয় দিন উরজুয়াশ একদল দুর্গ সেনাকে জামে মসজিদে প্রেরণ করেন। তারা সেখানে স্থাপনকৃত মিনজানিকের কাঠগুলো ভেঙে ফেলে নিরাপদে দ্রুত দুর্গে ফিরে আসে। তাতারীদের দ্বারা নিপাতিত একদল লোকও দুর্গে গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগদান করে। তাদের মধ্যে একজন হলেন শরীফ আল-কাশ্মী। ইনি হলেন শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবুল কাসিম আল-মুরতাজা আল-আলাবী। কাবজাক-এর পক্ষ থেকে দূত এসে দামিশককে ঘোষণা দেয়-"তোমরা আনন্দিত হত, দোকান-পাট খুলে দাও এবং আগামীকাল সিরিয়ার সুলতান সাইফুদ্দীন কাবজাক-এর সঙ্গে

সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। ঘোষণা শুনে মানুষ আপন-আপন গৃহ থেকে উঁকি দিয়ে তাকায়। দেখে নগরীতে দাঙ্গা ও ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। নগরীর নেতৃবৃন্দ নির্যাতনের শিকার হয়ে কেটে পড়ে।

শায়খ ইলমুদ্দীন আল-বারযালী বলেন, শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন ইব্ন মুনজা আমাকে বলেছেন, তিনি তিন কোটি ছয় লাখ দিরহাম কাযান-এর কোষাগার থেকে দিয়ে এসেছেন। ঘুষ-উৎকোচে যা বিনষ্ট হয়েছে এবং অন্যান্য আমীর-উজীরগণ যা নিয়ে গেছেন, তার হিসাব এর বাইরে। তিনি আরো বলেছেন যে, কাযানের জন্য শায়খুল মাশায়িখ প্রায় ছয় লাখ দিরহাম, উসাইল ইব্নুন নাসীর আত-তূসী এক লাখ এবং আস-সাফী আস-সাখাবী আশি হাজার দিরহাম সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

জুমাদাল উলার পঁচিশ তারিখ বৃহস্পতিবার জোহরের পর সায়ফুদ্দীন কাবজাক দামিশক ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আল-আলইয়াকী ও একদল লোক। তাঁর মাথায় ছিল পাগড়ি। প্রাসাদে অবতরণ করে তিনি নগরীতে ঘোষণা করিয়ে দেন: "তোমাদের নায়েব কাবজাক ফিরে এসেছে। কাজেই তোমরা দোকান-পাট খুলে জীবিকার জন্য কাজ কর। আর কেউ প্রতারিত হয়ো না। দেশে চরম দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যস্বল্পতা বিরাজ করছে। জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত চড়া।"

সে সময়ে পণ্যের দাম চারশত দিরহাম পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। গোশত এক রেতেল প্রায় দশ দিরহাম। রুটি প্রতি রেতেল আড়াই দিরহাম। মিহি ময়দা প্রায় চল্লিশ দিরহাম। পনির এক উকিয়া এক দিরহাম। ডিম প্রতি পাঁচটি এক দিরহাম। অবশ্য মাসের শেষ নাগাদ কাবজাক পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবং মানুষের সমস্যা দূর হয়ে যায়।

মাসের শেষ দিকে কাবজাক নগরীতে ঘোষণা করেন: যেন মানুষ যার যার অঞ্চলে ফিরে যায়। একদল মানুষকে তাদের সহযোগিতা করার জন্য নিযুক্ত করেন। তাদের সঙ্গে কিছু সৈন্যও যুক্ত করে দেন। তার ফটকে প্রহরীর সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। জুমাদাল আখিরার চার তারিখ শুক্রবার দুর্গ ও কাবজাকের প্রসাদের দরজায় শুভসংবাদ প্রচার করা হয়। কাবজাক সেনাবহর নিয়ে নগরীতে ঘুরে বেড়ান এবং প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী সেনাকে 'খিরবাতুল লুসূস' অভিমুখে অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি রাজ্যময় রাজা-বাদশাহর ন্যায় চলাফেরা করেন এবং আদেশ-নিষেধ জারি করেন। তাঁর অবস্থা দাঁড়ায়, যেমনটি কবি বলেছেন:

يالك من قنبرة بمعمرى. خلالك الجو فبيضى واصفرى. ونقرى ماشئت ان تنقرى.

"ব্যাপার কী হে চড়ুই! তুমি আমার আলয়ে এসেছ যে! তোমার ভেতরটা তো ফাঁকা। যা হোক, এসেছই যখন, এখন ডিম পাড় আর শিস বাজাও। আর মন চাইলে জায়গাটাকে ডিম পাড়ার উপযোগী বানিয়ে নাও।"

তারপর তিনি মদ্যশালা প্রভৃতি স্থান মদ ও বেশ্যালয়গুলো দখল করে নেন এবং যাবে তাওমার বাইরে ইবনে জারাদার গৃহটিকেও মদ্যশালায় পরিণত করেন। এই উৎস থেকে তার প্রতিদিন এক হাজার দিরহাম আয় হতে শুরু করে। অথচ, এক সময় এটিকে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল। তিনি বিভিন্ন মাদ্রাসার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি প্রভৃতি থেকেও অর্থ গ্রহণ করেন।

ওদিকে বুলায়া অরাজকতা সৃষ্টি করে ও বিভিন্ন নগরী লুণ্ঠন করে আগওয়ারের দিক থেকে ফিরে আসে। তখন তার সঙ্গে ছিল বহুসংখ্যক তাতারী। তারা বহু জনবসতি ধ্বংস করে এবং সেগুলোর অধিবাসীদের হত্যা করে এবং শিশুদের বন্দি করে। দামিশক থেকে বুলায়ার জন্য আরো ট্যাক্স আসে। দূর্গ থেকে একদল লোক বের হয়ে একদল তাতারী হত্যা করে ও লুণ্ঠন করে। তাতে একদল মুসলমানও নিহত হয়। তারা তাতারীদের কাছে আশ্রয় গ্রহণকারী একদল লোককে ধরে নিয়ে আসে। কাবজাক নগরীর খতীব এবং একদল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই মর্মে অনুমতি প্রদান করেন যে, তারা দুর্গে প্রবেশ করে দূর্গের অধিপতির সঙ্গে সন্ধির বিষয়ে কথা বলবে না। তারা জুমাদাল আখিরার বারো তারিখ সোমবার দূর্গে প্রবেশ করে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু দূর্গপতি তাদের প্রস্তাবে সাড়া দেননি। তা না করে তিনি ভালোই করেন। আল্লাহ তাঁর মুখকে উজ্জ্বল করুন।

রজবের আট তারিখে কাবজাক বিচারপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ডেকে তাদের থেকে কাযান সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার শপথ গ্রহণ করেন। এতে তারা তাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

এদিন শায়খ তকিউদ্দীন ইব্ন তাইমিয়া বুলায়ার তাঁবুতে গিয়ে তার সঙ্গে মুসলমান বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে কথা বলেন। এভাবে তাদের অধিকাংশকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করে আনেন। তার নিকট তিনদিন অবস্থান করে তিনি ফিরে আসেন।

তারপর দামিশকের একদল বিশিষ্ট ব্যক্তি তার নিকট গমন করে। পরে তারা সেখান থেকে ফিরে আসার সময় পূর্ব ফটকের নিকট তিনি তাদের পরিধানের পোশাক ও পাগড়ি খুলে নিয়ে যান। ফলে তারা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ফিরে আসে। অবশ্য পরে তিনি তাদের অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোক আত্মগোপন করে।

রজবের তিন তারিখ নামাযের পর জামে মসজিদে দূর্গের নায়েব-এর পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা দেয়া হয়: "মিসরী বাহিনী সিরিয়া অভিমুখে এগিয়ে আসছে। শনিবার সন্ধ্যায় বুলায়া এবং তার তাতারী সহচররা বিদায় নিয়ে চলে যায় এবং অতি দ্রুত দামিশক ত্যাগ করে। এভাবে আল্লাহ্ তাদের থেকে মুক্তিদান করেন। তারা দামর ঘাঁটির উপর দিক থেকে এগিয়ে এসে উক্ত অঞ্চলে অরাজকতা সৃষ্টি করে। মাসের সাত তারিখ আসতে-না-আসতেই নগরীর উপকণ্ঠ তাদের থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্ দশ ও দেশের থেকে তাদের অমঙ্গল দূর করে দেন। কাবজাক জনতার মাঝে ঘোষণা করে দেন যে, পথ-ঘাট নিরাপদ হয়ে গেছে। এখন আর সিরিয়ায় একজন তাতারীও অবশিষ্ট নেই। কাবজাক রজবের দশ তারিখ মাকসুরায় জুমার নামায আদায় করেন। তার সঙ্গে এমন একদল মানুষ ছিল, যাদের সঙ্গে তীর-ধনুক তূনীর ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র ছিল। এভাবে নগরী নিরাপদ হয়ে যায়। জনতা মুক্তির আনন্দে তাদের রীতি অনুযায়ী বেরিয়ে আসে। কিন্তু একদল তাতারী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে জনতা যখন তাতারীদের দেখে, অমনি তারা পালিয়ে দ্রুত নগরীতে ফিরে যায় এবং লুণ্ঠন চালায়। তাদের কতিপয় নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ করে। এই দলটি ছিল সীমালংঘনকারী, যাদের কোন স্থিরতা ছিল না। কাবজাক দিক-দিশা হারিয়ে নেতৃস্থানীয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি দল নিয়ে, যাদের একজন হলেন ইয্যুদ্দীন ইব্ন কালানিসী-মিশরী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। উল্লেখ্য যে, মিশরী

বাহিনী রজবের নয় তারিখে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। এই মর্মে সংবাদও আসে। নগরীর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তাতে এখন আর কোন সৈন্য নেই। উরজুয়াশ নগরীতে ঘোষণা দেন, তোমরা প্রাচিরগুলো রক্ষা কর। তোমাদের যার কাছে যা অস্ত্র আছে, বের কর আর প্রাচীর ও ফটকগুলোকে এমনিতে ফেলে রেখ না। প্রতিজন মানুষ প্রাচীরে রাত কাটাও। যে ব্যক্তি নিজ গৃহে রাত কাটাবে সেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ফলে জনতা নগরীকে রক্ষার জন্য প্রাচীরে এসে সমবেত হয়। শায়খ তকিউদ্দীন ইবন তাইমিয়া প্রতি রাতে প্রাচীরে ঘুরে ঘুরে লোকদেরকে ধৈর্য ও যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন এবং তাদেরকে জিহাদ ও রসদ সামগ্রী মজুদ রাখার আয়াত পাঠ করে শোনাতে থাকেন।

রজবের সতেরো তারিখ শুক্রবার দামিশকে মিসরের শাসনকর্তার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। তাতে জনগণ আনন্দিত হয়। ইতিপূর্বে লাগাতার একশ' দিন দামিশক ও সিরীয়া নগরীগুলোতে কাযান-এর নামে খুতবা পঠিত হয়ে আসছিল। উক্ত জুমাদিনের সকালে শায়খ তকিউদ্দীন ইবন তায়মিয়া (রহ.) ও তার সহচরগণ মদশালা ও মদের দোকানগুলো পরিদর্শন করে মদের পাত্রগুলো ভেঙ্গে মদগুলো ফেলে দেন এবং এই অন্যায় কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একদল মানুষকে শাস্তি প্রদান করেন। তাতে মানুষ আনন্দিত হয়।

রজবের আঠারো তারিখ শনিবার ঘোষণা করা হয় যে, মিসরী বাহিনীর আগমন উপলক্ষ্যে নগরীকে সু-সজ্জিত করা হবে। রজবের উনিশ তারিখ রবিবার, আল-ফারজ ফটকটি খুলে দিয়ে সেটি আন-নাস্র ফটকের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তাতে মানুষ আনন্দিত হয় এবং তাদের সমস্যা বিদূরিত হয়। কেননা, ইতিপূর্বে তারা আন-নাস্র ফটক ব্যতীত অন্য কোন ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে পারতো না। শাবানের দশ তারিখ শনিবার দামিশ্কের শাসনকর্তা জামালুদ্দীন আকুশ আল-আফরামের নেতৃত্বে সিরীয় বাহিনী এসে পৌছায়। পরদিন অবশিষ্ট সৈন্যও এসে প্রবেশ করে। দুইজন আমীর—শামসুদ্দীন কারাসিনকার আল-মানসুরী ও সাইফুদ্দীন কাতালবাক উপস্থিত ছিলেন। তারা এক সাথে এসে পৌছায়। এদিন আল-আরীশ ফটক উন্মুক্ত করা হয়। এদিন কাজী জালালুদ্দীন আল-কাযবীনি আর্মেনিয়ায় আপন ভাই প্রধান বিচারপতি—যিনি মিসরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, এর স্থলে দারস প্রদান করেন। সোম, মঙ্গল ও বুধ এই তিন দিনে মিসরের নায়েব সায়ফুদ্দীন সাল্লারের নেতৃত্বে বাহিনীর অনুপ্রবেশ সম্পন্ন হয়। আল-মলিকুল 'আদিল কাতবাগা ও সায়ফুদ্দীন তাররাখী মহাসমারোহে তাদের অভ্যর্থনা জানান। তারা আল-মারজে অবতরণ করে। সুলতান ফিরে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে বের হয়েছিলেন। তাই তিনি মালেহিয়ায় পৌছে পরে মিসর ফিরে যান।

শাবানের পনেরো তারিখ বৃহস্পতিবার ইমামুদ্দীন-এর পরে কাজী বদরুদ্দীন ইবন জামাতাকে খতীবের দায়িত্বের সঙ্গে প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা হয়। সেদিন আমীনুদ্দীন আল-আজমী তার সঙ্গে হিসাব নিয়ন্ত্রকের পোশাক পরিধান করেন। সতেরো তারিখে তাজুদ্দীন সিরাজী, ফখরুদ্দীন ইবন শারাজীর পরিবর্তে নথিপত্র সংরক্ষণের পোশাক পরিধান করেন। এদিন আকবাহা উজির শামসুদ্দীন সানকার আল-আ'সার-এর ফটকে নথিপত্র বাঁধার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমীর ইয্যুদ্দীন আইবেক দুয়াইদার আন-নাজীবি আল বার-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে তিনি তাবলাখানার আমীরদের একজন ছিলেন। শা'বানের একুশ তারিখ

রবিবার শায়খ কামালুদ্দীন ইব্ন যামল্কানী উন্মুস সালিহে জালালুদ্দীন আল-কাযবীনির পরিবর্তে দারস প্রদান করেন।

এদিন শামসুদ্দীন ইব্ন সাফী আল-হারীরি হুসামুদ্দীন রুমীর পরিবর্তে হানাফী বিচারকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইনি রমযানের দুই তারিখে যুদ্ধে হারিয়ে গিয়েছিলেন। তিন রমযান দুর্গ থেকে প্রহরা তুলে নেয়া হয়। রমযানের প্রথম তারিখ শনিবার আমীর সাইফুদ্দীন সাল্লার ময়দানে আখদারের বিচারালয়ে উপবেশন করেন। সে সময়ে তাঁর নিকট অন্যান্য বিচারক ও আমীরগণ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী শনিবার আলী ইয্যুদ্দীন ক্ষমতার পোশাক খুলে ফেলেন এবং আপন পুত্র ইমাদুদ্দীনকে রাজকোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেন।

এদিন সাল্লার বাহিনীসহ মিসর এবং সিরীয় সৈন্যরা নিজ-নিজ ভূখণ্ডে ফিরে যায়। রমজানের দশ তারিখ সোমবার আলী ইব্ন সাফী ইব্ন আবুল কাসিম আল-বসরাবী আল-হানাফী আল-মুকাদ্দামিয়া নগরীতে দারস প্রদান করেন।

এ বছরের শাওয়াল মাসে এমন একদল লোককে চিহ্নিত করা হয়, যারা তাতারীদের আশ্রয় গ্রহণ করে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালায়। তাদের কতিপয়কে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়, কিছু লোকের চোখ উপড়ে ফেলা হয় এবং কিছু ব্যক্তির দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হয়। এভাবে অনেক কাণ্ড ঘটে। মধ্য শাওয়ালে আল-হাকামের নায়েব প্রধান বিচারপতি জামালুদ্দীন যারয়ী দাওলায়িলায় জামালুদ্দীন ইব্ন বাজরিকি 'দারস' প্রদান করেন। বিশ তারিখ শুক্রবার রাজ্যের নায়েব জামালুদ্দীন আকুশ আল-আফরাম দামিশকের একদল সৈন্যসহ আল-জারাদ ও কাসরাওয়ান পর্বতমালা অভিমুখে রওনা হন। তাছাড়া শায়খ ইব্ন তায়মিয়া একদল অনুসারী সঙ্গে নিয়ে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কারণ, তাদের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা ছিল ভ্রান্ত। তাছাড়া তারা তাতারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নানা অপকর্ম ও অরাজকতা সৃষ্টি করে। মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন করে, তাদের অস্ত্র ও ঘোড়া ছিনিয়ে নেয়। এবং অনেক লোককে হত্যা করে। কিন্তু তারা তাদের নগরীতে পৌঁছুলে তাদের নেতৃবৃন্দ শায়খ তকিউদ্দীন ইব্ন তায়মিয়ার নিকট এলে, তকিউদ্দীন তাদেরকে তাওবার আহ্বান জানান এবং সঠিক পথে ফিরে আসার উপদেশ প্রদান করেন। এতে অনেক কল্যাণ সাধিত হয় এবং উক্ত সন্ত্রাসীদের উপর বিরাট বিজয় অর্জন করেন। তারা সেনাবাহিনীর যেসব সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিল, তা ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয় এবং তাজউদ্দীন তাদের উপর বিপুল পরিমাণ সম্পদ কর হিসেবে ধার্য করে দেন, যা তারা 'বায়তুল মালে' নিয়ে জমা দেবে। তিনি তাদের সমুদয় জমি-জমা দখল করে নেন। অথচ, এর আগে তারা সেনাবাহিনীর আনুগত্য করতেন এবং রাষ্ট্রের আইন অমান্য করতেন না, সত্য অনুসরণ করতেন না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স) যা হারাম করেছেন, তাকে হারাম বলে স্বীকার করতেন না।

যিলকদ মাসের তেরো তারিখ রবিবার রাজ্যের উপ-প্রধান প্রত্যাবর্তন করেন। জনগণ দুপুর বেলা বা'আলাবাক্কা-এর পথে 'শামু' নামক স্থানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়। ষোল তারিখ বুধবার নগরীতে ঘোষণা দেয়া হয়, যেন মানুষ দোকানে-দোকানে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখে এবং জনতা তীরন্দাজির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ফলে বহু বাড়িতে তীরের প্রশিক্ষণ চলে এবং বাজারে-বাজারে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখে। প্রধান বিচারপতি এমর্মে নির্দেশ জারি করেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে

যেন তীর নিক্ষেপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। 'আলিমে দ্বীনগণ তীরন্দাজি শিক্ষা করেন এবং শত্রুরা আক্রমণ করলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ই সাহায্যকারী।

যিল্‌হজ মাসের একুশ তারিখে বাদশাহ নিজে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন বাজারের লোকদেরকে হত্যা করেন, প্রত্যেক বাজারের উপর একদল সেনা নিয়োজিত করেন এবং বাজারের লোকদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করে দেন। চৌদ্দ তারিখ বৃহস্পতিবার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের নেতা নিজামুল মুল্‌ক আল-হুসায়নী এর সাথে আত্মপ্রকাশ করে। দিনটি ছিল উৎসবের দিন।

এ বছর আরো যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তার মধ্যে একটি হলো, যাকারিয়ার কবরের শিয়রে নতুন করে বেতন-ভোগী ইমাম নিযুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন ফকীহ শরফুদ্দীন আবু বকর আল-হামাবী। আশুরার দিন কাজী ইমামুদ্দীন আশশাফেয়ী, হুসামুদ্দীন আল-হানাফী এবং আরো একদল লোক তাঁর নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁর মেয়াদকাল মাস কয়েকের বেশি স্থায়ী হয়নি। তারপরই হামাবী নিজ শহরে ফিরে যান এবং এই বেতনপ্রথা রহিত হয়ে যায়। সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

কাজী হুসামুদ্দীন আবুল ফাযায়িল

তাঁর নাম হলো আল-হাসান ইব্‌নু কাজী তাজুদ্দীন আবুল মুফাখির আহমাদ ইব্‌ন হাসান আনুশিরওয়ান আর-রাযী আল-হানাফী। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর যাবত মালতিয়ার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর দামিশক আগমন করলে তাকে এখানকার কাজী নিযুক্ত করা হয়। আবার পরে মিসর চলে গেলে তিনি সেখানকারও কাজী নিযুক্ত হন। সে সময়ে তাঁর পুত্র জালালুদ্দীন সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। তারপর তিনি সিরিয়া চলে গেলে শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে ফিরে আসে। পরে যখন সেনা-বাহিনী সালামিয়্যা উপত্যকার নিকটস্থ আল-খাযানদার উপত্যকায় কাযান-এর মোকাবেলায় অভিযানে বের হয়, তখন তিনিও তাদের সঙ্গে রওনা হন। কিন্তু তিনি পথে সারি থেকে হারিয়ে যান; পরে আর তার কেনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় সত্তর বছর। তিনি বিজ্ঞ আলিম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনেক কবিতা রচনা করেন। তাঁর জন্মস্থান হচ্ছে রোমের বাকীস নগরী। তিনি ছয়শত একত্রিশ হিজরীর মুহাররম মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আর হারিয়ে যান এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসের চব্বিশ তারিখ বুধবার। সেদিন বহুসংখ্যক বিশিষ্ট আমীর নিহিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর শামসুদ্দীন আল-হারীরী বিচারকের পদে অধিষ্টিত হন।

কাজী আল-ইমামুল আলী

তাঁর নাম ইমামুদ্দীন আবুল মাআলী উমর ইব্‌নুল কাজী সা'দুদ্দীন আবুল কাসিম 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন শায়খ ইমামুদ্দীন আবু হাফস উমর ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-কাযবীনি আশ-শাফেয়ী। তিনি ও তাঁর ভাই জালালুদ্দীন দামিশক গমন করলে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্তি লাভ করেন। পরে ইমামুদ্দীন, বদরুদ্দীন ইব্‌ন জামা'আর হাত থেকে দামেশকের বিচারকের পদটি কেড়ে নেয়। যেমনটি ছয়শত সাতাত্তর হিজরীর ঘটনাবলিতে আলোচিত

হয়েছে। তাঁর ভাই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তিনি সুন্দর চরিত্রের অধিকারী, অত্যন্ত অনুগ্রহ পরায়ণ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অপরকে কম কষ্ট দিতেন। তাতারীদের আগমনের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি মিসর সফরে চলে যান। কিন্তু মিসর পৌঁছে সেখানে এক সপ্তাহ অবস্থান করতে না করতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ছিচল্লিশ বছর বয়সে 'কুব্বাতুশ শাফেয়ীর' সন্নিকটে তাকে দাফন করা হয়। তারপর রাষ্ট্রক্ষমতা বদরুদ্দীন ইব্ন জামা'আর হাতে চলে আসে। এ পদটি ছিল তাঁর জন্য খতীবসহ অন্যান্য দায়িত্বের অতিরিক্ত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আমীনিয়ায় দার্স প্রদান করেন।

আল্-মুসনিদুল মুআম্মার আর-রিহ্লাহ

তাঁর নাম শারফুদ্দীন আহমাদ ইব্ন হিবাতুল্লাহ ইব্ন হাসান ইব্ন হিবাতুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন হাসান ইব্ন আসাকির আদ্-দামিশকী। তিনি ছয়শত চৌদ্দ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেন। তিনি জুমাদাল উলার পনেরো তারিখে পঁচাশি বছর বয়সে মারা যান।

আল-খাতীব আল্-ইমাম আল-আলিম

তাঁর নাম মুয়াফফিকুদ্দীন আবুল মা'আলী মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ফাদল আন-নাহরাওয়ানী আল-কুজায়ী আল-হামাবী। তিনি হামাতের খতীব ছিলেন। পরে আল-ফারুকীর পরিবর্তে দামিশ্কে খতীবের দায়িত্ব পালন করেন এবং আল-গায়যালিয়ায় অধ্যাপনা করেন। পরে ইব্ন জামা'আর কারণে পদচ্যুৎ হয়ে নিজ দেশে ফিরে যান। তারপর কাযানের বছর দামিশক গমন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

সদর শামসুদ্দীন

মুহাম্মদ ইবন্ সুলাইমান ইব্ন হামায়িল ইব্ন আলী আল-মাকদিসী। যিনি ইব্ন গানিম নামে পরিচিত। তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন এবং ব্যক্তিত্বশীল ছিলেন। তিনি আসরুনিয়ায় অধ্যাপনা করেন। আশি বছরের ও অধিক বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বিখ্যাত কাতিবদের একজন ছিলেন। তিনি সদর আলাউদ্দীন ইব্ন গানিম-এর জনক।

শায়খ জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মদ

'আব্দুর রহীম ইব্ন উমর ইব্ন উছমান আল-বাজরিকি আশ্-শাফেয়ী। কিছুদিন মুসিলে কর্মরত ছিলেন। সেখানে তিনি ফাতাওয়া প্রদান করতেন। পরে কাযানের বছর দামিশক চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে অবস্থানকালেও তিনি কিছুকাল একই দায়িত্ব পালন করেন এবং কালীজিয়া ও দাওলায়িয়ায় অধ্যাপনা করেন। তিনি আশ-শামস আল-আয়কীর নায়েব হিসেবে খতীবের দায়িত্ব পালন করেন এবং গাযালিয়ায় দারস প্রদান করেন। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন। আর ইনিই হলেন আশ-শামস মুহাম্মদ-এর পিতা, যিনি যিন্দিক হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। তার অনেক অনুসারী ছিলো। তারাও একই অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল এবং তিনি যা যা করতেন, তারাও তা-ই করতো। উক্ত জামালুদ্দীন জামিউল উসূলে,

ইবনুল আছীরের কতিপয় অনুচরের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার রচিত সুন্দর সুন্দর গদ্য ও পদ্য রয়েছে। মহান আল্লাহ্ ভালো জানেন।

৭০০ হিজরী (১৬ সেপ্টেম্বর ১৩০০)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন খলীফা, সুলতান ও বিভিন্ন প্রদেশের শাসকগণ সে অবস্থায় বিরাজ করছিলেন, যার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। তবে শাফেয়ী-হানাফী সম্পর্ক ছিল পূর্বের চেয়ে ভিন্ন। মুহাররমের তিন তারিখে আল-মুসতাখরিজ দামিশকের সব নাগরিকের সকল সম্পদ ও আওকাফ থেকে চার মাসের ট্যাক্স আদায় করতে উঠে পড়ে লাগেন। ফলে অধিকাংশ মানুষ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাতে প্রচণ্ড অরাজকতার জন্ম হয় এবং মানুষের জীবনে তীব্র সংকট দেখা দেয়।

সফর মাসের এক তারিখে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, তাতারীরা সিরিয়া আক্রমণ করতে আসছে এবং তারা মিসরে প্রবেশ করতে বদ্ধপরিকর। এ সংবাদে জনগণ ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে, তাদের দুর্বলতা আরো বেড়ে যায় এবং জ্ঞান-বুদ্ধি উঠে যায়। মানুষ পালিয়ে মিসর, কুর্ক, শোবক ও দুর্ভেদ্য দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতে শুরু করে। পাঁচশত গাধী মিসর গিয়ে পৌছে। প্রতিটি উট এক হাজার এবং গাধা পাঁচশত দিরহামে বিক্রি হয়। গৃহস্থালি সাজ-সরঞ্জাম, কাপড়-চোপড় ও খাদ্যদ্রব্য অতি সস্তায় বিক্রি হয়।

শায়খ তকিউদ্দীন ইব্ন তায়মিয়া সফর মাসের দুই তারিখে জামে মসজিদের মজলিসে বসেন এবং জনতাকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি জনতার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদীস উপস্থাপন করেন। পলায়নে তাড়াহুড়া করতে বারণ করেন এবং মুসলিম জনসাধারণকে তাদের সার্বভৌমত্ব ও সহায়-সম্পদ সুরক্ষায় অর্থব্যয়ে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, পলায়ন কাজে ব্যয় না করে সেই অর্থ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা কল্যাণকর। তিনি এই ভূখণ্ডে জিহাদ করা ফরয ঘোষণা করেন এবং অব্যাহতভাবে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। নগরীতে ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, সরকারী ছাড়পত্র ব্যতীত কেউ ভ্রমণ করতে পারবে না। ফলে, মানুষ চলাচল বন্ধ করে দিয়ে নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করে। মানুষ বলাবলি শুরু করে, "সুলতান কায়রো থেকে সৈন্য বাহিনী নিয়ে রওনা হয়েছেন। তাতে মানুষের মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে।" কিন্তু আসল ঘটনা হলো, দামিশকের কয়েকটি বাড়ি থেকে একদল মানুষ বের হয়। যেমন- ইবন্ ছাছরী, ইব্ন ফজলুল্লাহ, ইব্ন মান্জা, ইব্ন সুয়াইদ, ইব্নুয যামলাকানী ও ইব্ন জামাআর বাড়ি।

রবিউল আউয়ালের এক তারিখে তাতারীদের তৎপরতায় ভীতি পোক্ত হয়ে যায়। সংবাদ আসে যে, তারা বীরা পর্যন্ত পৌছে গেছে। নগরীতে ঘোষণা করে দেয়া হয় যেন, জনগণ সেনাবাহিনীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। মারজ থেকে রাষ্ট্রনায়কের পক্ষ থেকেও অনুরূপ নির্দেশ আসে। এ মাসের মাঝামাঝিতে তাদেরকে উপস্থিত হতে বলা হয়। তারা যার যার সাধ্য অনুযায়ী সরঞ্জাম ও অস্ত্রপাতি নিয়ে উপস্থিত হয়। খতীব ইব্ন জামা'আ প্রত্যেক নামাযের পর দু'আ কুনূত পাঠ করেন। অপরাপর মসজিদের ইমামগণও তাঁর অনুসরণ করেন। গুজব রটনাকারীরা সংবাদ ছড়িয়ে দেয় যে, তাতারীরা হালব পর্যন্ত পৌছে গেছে এবং হাল্বের শাসনকর্তা ভয়ে হামাত

পালিয়ে গেছেন। কিন্তু নগরীতে ঘোষণা করে দেয়া হয়, যেন জনগণ মন প্রফুল্ল রাখে এবং নিজ নিজ কাজে মনোনিবেশ করে। বলা হয় যে, ভয়ের কোনো কারণ নেই; সুলতান ও তাঁর বাহিনী অচিরেই এসে পৌছুবেন। সরকারের পক্ষ থেকে ট্যাক্স আদায় করা বন্ধ করে দেয়া হলেও জনগণ তাদের যা আদেশ করা হয়েছে, তার চেয়েও অধিক ট্যাক্স প্রদান করে। যারা প্রদান করেনি তাদের মাফ করে দেয়া হয়। নিঃসন্দেহে এসব কাজের শাস্তি শোচনীয় হয়ে থাকে এবং যারা এসব করে, তারা সফল হয় না।

তারপর সংবাদ আসে যে, মিসরের সুলতান সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মিসর থেকে রওনা হওয়ার পর আবার মিসর ফিরে গেছেন। ফলে ভীতি বেড়ে যায়, পরিস্থিতি কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। রাস্তায় এত কাদা ও পানি জমে যায় যে, মানুষের চলাচলে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

এসময়ে বহুসংখ্যক মানুষ পরিবার-পরিজনসহ হালকা ও ভারী বোঝা নিয়ে বেরিয়ে যায়। অথচ তাদের জন্য এ নগরী উত্তম ছিল, যদি তারা জানতো। তারা প্রচণ্ড কাদা ও কষ্ট সত্ত্বেও ছোটদেরকে বাহনে তুলে নেয়। বাহক পশুগুলো খাদ্যের স্বল্পতা, বৃষ্টির আধিক্য, প্রচণ্ড শীত, ক্ষুধার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।)

যখন জুমাদাল উলা মাসের নতুন চাঁদ উদিত হয় তখন মানুষ ভয়ে শক্তিশালী এক ভূখণ্ডে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। সুলতান তখনো এসে পৌছাননি। শত্রুরা নিকটে এসে পরেছে। শায়খ তকিউদ্দীন ইবন তায়মিয়া (রহ) এ মাসের এক তারিখে মারজে সিরিয়ার শাসনকর্তার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সে দিনটি ছিল শনিবার। তিনি তাদের সাহস প্রদান করেন, তাদের মনোবলকে চাঙ্গা করেন, হৃদয়কে ভাল করেন এবং তাদের সাহায্য এবং শত্রুর উপর জয়ী হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেছিলেনঃ

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.

"এরূপই হয়ে থাকে, কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করলেও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ নিশ্চয় পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।" (আল কুরআন-২২:৬০)

তিনি রবিবার দিন বাহিনীতে রাত যাপন করেন। পরে দামিশ্ক ফিরে যান। নায়েব ও আমীরকে তাকে মিসর গিয়ে সুলতানকে আসবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে আবেদন জানান। তিনি সুলতানের নিকট লোক প্রেরণ করেন। সুলতান তখন উপকূলে চলে গিয়েছিলেন। ফলে দূত তাঁর সাক্ষাৎ পায়নি। ইতিমধ্যে তিনি কায়রো ঢুকে যান এবং পরিস্থিতি কঠিন রূপ ধারণ করে। ইবন তায়মিয়া তাদেরকে বাহিনী প্রস্তুত করে সিরিয়া প্রেরণে উদ্বুদ্ধ করেন এবং বলেন, তোমরা যদি সিরিয়া এবং তার সহায়তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ, তাহলে আমরা তার জন্য অন্য কাউকে সুলতান নিযুক্ত করব, যিনি তাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন এবং শান্তির সময় তাকে শাসন করবেন, কিন্তু ইতিমধ্যে সেনা-বাহিনী তরবারী উঁচিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, যদিও তোমরা সিরিয়ার শাসক ও রাজা না হতে এবং তার অধিবাসীরা তোমাদের সাহায্য না করতো, তবুও তাদের সাহায্যকারী তোমাদের জন্য আবশ্যক

ছিল। বস্তুত যখন তোমরা তাদের শাসক ও রাজা, তারা তোমাদের প্রজা এবং তাদের সম্পর্কে তোমাদের জবাবদিহি করার দায়িত্ব রয়েছে, এমতাবস্থায় তাদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য কতখানি, তা তোমরাই বুঝে দেখ। তিনি তাদের মনোবল চাঙ্গা করেছেন এবং এই ভূখণ্ডে তাদের বিজয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এরপরে তারা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। সেনা-বাহিনী সিরিয়া গিয়ে উপনীত হলে মানুষ পরম আনন্দ লাভ করে। অথচ ইতিপূর্বে তারা নিজেদের জীবন, পরিজনও সহায়-সম্পদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। তারপর তাতারীদের এসে পৌছানোর শংকা পোক্ত হয়ে যায় এবং সুলতানের মিসর ফিরে যাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত হয়ে যায়। নগর প্রশাসক ইবনুন্নাহহাস জনতার মাঝে ঘোষণা দেন, যাদের সফর করার শক্তি আছে, তারা দামিশকে বসে থেকো না। এই ঘোষণায় নারী ও শিশুরা চিৎকার জুড়ে দেয়। জনতা চরম অপমান ও বাক্‌রুদ্ধ অবস্থায় দ্রুত ছুটতে শুরু করে। তারা ভয়ে প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠে। হাট-বাজার বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ নিশ্চিত হয়ে যায় যে, কেবল মহান আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই।

সিরিয়ার নায়েব প্রথম বছর যেখানে সুলতানের সঙ্গে যোগ দিয়ে একটি শক্তির অধিকারী থাকা সত্ত্বেও তাতারী বাহিনীর মোকাবেলা করে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হননি, সেখানে এখন পারবেন কীভাবে! তদুপরি তিনি পালাবার সংকল্প করেছেন। মানুষ বলাবলি করছে, দামিশকের একজন মানুষও শত্রুর আহারে পরিণত না হয়ে রক্ষা পাবে না। বহুসংখ্যক মানুষ পরিবারের বড়-ছোট প্রত্যেককে নিয়ে জনমানবহীন অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। জনতার মাঝে ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, যাদের জিহাদ করার নিয়ত আছে, তারা গিয়ে বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হও তাতারীদের এসে পৌছুতে আর দেরি নেই। ততক্ষণে দামিশকে বয়স্কদের অল্পসংখ্যক লোকই অবশিষ্ট থাকে। ইব্‌ন জামা'আ, হারীরি, ইব্‌ন ছাছরী ও ইব্‌ন মানজা সফরে রওনা হন। তাদের পরিবার-পরিজন আগেই মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে সংবাদ আসে যে, তাতারীরা সারকীন পর্যন্ত পৌছে গেছে। শায়খ যায়নুদ্দীন আল-ফারুকী, শায়খ ইব্রাহীম আররুকী, ইব্‌ন কাওয়ামা, শরফুদ্দীন ইব্‌ন তায়মিয়া ও ইব্‌ন খাবারা সুলতানের নায়েব আল-আফরামের নিকট গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে তাকে প্রত্যয় ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। তারা মাহনায় আরবের আমীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং শত্রুর মোকবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প করেন। তালাব সাল্লার দামিশক ত্যাগ করে আল-মারজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। তারা সত্যমনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তু হয়ে যান।

জুমাদাল উলার সাতাশ তারিখে শায়খ তকিউদ্দীন ইব্‌ন তায়ামিয়া দূতের দায়িত্ব পালন করে মিসরীয় অঞ্চল থেকে ফিরে আসেন। এসে তিনি মিসর দুর্গে আট দিন অবস্থান করে লোকদেরকে জিহাদ এবং শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করেন। ইতিমধ্যে দামিশকে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে যায়। এমনকি একটি খারুদান পাঁচশত দিরহামে বিক্রি হয়। পরিস্থিতি কঠিন আকার ধারণ করে। তারপর সংবাদ আসে যে, তাতার সম্রাট তার সেনাবাহিনীর স্বল্পতার কারণে সে বছরের জন্য ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরাতের কাছে অবতরণ করেছেন। এতে সকলে আনন্দিত হয় এবং মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। তারা আনন্দিত মনে আপন-আপন

গৃহে ফিরে যায়। জীবনে নিরাপত্তা বোধ করে। জুমাদাল আখিরায় যখন সংবাদ আসলো যে, তাতারীরা সিরিয়ায় আসছে না, তখন মানুষের দেহে প্রাণ ফিরে আসে এবং রাজ্যের নায়েব দামিশক ফিরে পান। তিনি আল-মারজে তাঁবু স্থাপন করে লাগাতার চার মাস সেখানে অবস্থান করেন। এটি বৃহৎ সরাইখানাগুলোর একটি। এসময় মানুষ নিজ-নিজ ভিটে মাটিতে ফিরে আসে। নাসিরিয়ার শিক্ষক কামালুদ্দীন ইব্‌ন শারীশিনী পালিয়ে কার্ক চলে যাওয়ায় তার পরিবর্তে শায়খ যায়নুদ্দীন আল-ফারুকী নাসিরিয়ায় দারস প্রদান করেন। অবশ্য পরে রমজান মাসে তিনি ফিরে আসেন। এ মাসের শেষ দিকে জামালুদ্দিন আয-যারয়ীর অনুপস্থিতির কারণে দাওলায়িয়ার তাঁর পরিবর্তে ইব্‌ন যাকী দারস প্রদান করেন। সোমবার দিন যিম্মিদেরকে যিম্মিসংক্রান্ত শর্তাবলি পাঠ করে শোনানো হয় এবং তারা তা যথাযথভাবে পালন করে। তাছাড়া তাদের রাষ্ট্রীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিষয়টিও চূড়ান্ত হয়। তারা লাঞ্ছনাকর জীবন অবলম্বন করে। এ বিষয়ে নগরীতে ঘোষণা প্রদান করা হয়। তাছাড়া নাসারাদের জন্য নীল পাগড়ি, ইয়াহুদীদের জন্য হলুদ পাগড়ি এবং সামিরাদের জন্য লাল পাগড়ি নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এই প্রক্রিয়া অবলম্বনে অনেক কল্যাণ সাধিত হয় এবং তারা মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। রমজানের দশ তারিখে দূর্গের নেতৃত্বে উরজুয়াশ ও আমীর সায়ফুদ্দীনের মাঝে অংশীদারীত্বের নির্দেশ আসে। বলা হয় যে, তাদের দু'জনের একজন একদিন এবং অন্যজন একদিন দুর্গের নেতৃত্ব প্রদান করতেন। কিন্তু উরজুয়াশ এই নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন।

শাওয়াল মাসে শায়খ শিহাবুদ্দীন ইব্‌ন মাজদ আলাউদ্দীন আল-কাওনাবীর পরিবর্তে ইকবালিয়ায় দার্‌স প্রদান করেন। যিল্‌কদ মাসের তেরো তারিখ শুক্রবার শামসুদ্দীন ইব্‌ন হারীরী কাজী জালালুদ্দীন উব্‌ন হুসামুদ্দীনকে হানাফী বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। কাজটি তিনি উজীর শামসুদ্দীন আল-আসার ও সুলতানের নায়েব আল-আফরাম-এর সম্মতিক্রমেই করেন। এ বছর তাতার রাজার দূতগণ দামিশক এসে পৌছায়। তারা প্রথমে দুর্গে অবতরণ করে, পরে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

শায়খ হাসান আল-কুরদী

তিনি শাগুর নামক অঞ্চলে নিজের এক বাগানে বাস করতেন। সেই বাগানের উৎপন্ন ফসল থেকে নিজেও খেতেন এবং অভ্যাগতদেরও খাওয়াতেন। বহু মানুষ তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসত। তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি গোসল করে মাথার চুলগুলো পরিপাটি করে, কিবলামুখী হয়ে কয়েক রাকাত নামায পড়েন। তারপর জুমাদাল উলার চার তারিখ সোমবার দিন মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল একশ বছরের বেশী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

আত-তূয়াশী ছফিউদ্দীন জাওহার আত-তাফলীসি

তিনি মুহাদ্দিস ছিলেন এবং হাদীস শ্রবণ ও সম্পদ অর্জনে যত্নবান ছিলেন। তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সত্যকর্মপরায়ন, কোমল স্বভাব সম্পন্ন পরহীতকামী ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার জীবনের সকল অর্জিত সম্পত্তি মুহাদ্দিসদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

আমীর ইযযুদ্দীন

তাঁর নাম মুহাম্মদ ইব্ন আবুল হায়জা ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল হায়দাবানী আল আরবালী। তিনি দামিশকের প্রশাসক ছিলেন। তিনি ইতিহাস ও কাব্য সাহিত্যের জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এসব বিষয়ে তার কিছু সংকলনও রয়েছে। তিনি 'দারবে সুয়ুরে' বাস করতেন। ফলে এ নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাকে বলা হতো দারব ইব্ন আবুল হায়জা। তিনি বলেন: সাতশত ছয় হিজরীতে আমরা যখন দামিশকে আসি, তখন সর্বপ্রথম এ স্থানেই অবতরণ করি। আল্লাহ্ শান্তিতে আমার জীবনের অবসান ঘটান। ইব্ন আবুল হায়জা আশি বছর বয়সে মিসর যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

আমীর জামালুদ্দীন আকুশ-আশ-শারীফি

যিনি পশ্চিমাঞ্চলীয় নগরীসমূহের শাসক ছিলেন। তিনি শাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রভাবশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

৭০১ হিজরী সন (৫ সেপ্টেম্বর ১৩০১)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন বিগত বছরের আলোচনায় শাসক হিসেবে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তখনও তারাই শাসক ছিলেন। সিরিয়ার শাসক ছিলেন আমীর সাইফুদ্দৌলাহ, দামিশকের শাসনকর্তা ছিলেন আল-আকরাম। বছরের শুরুর দিকে আমীর কাতালবাক উপকূলীয় অঞ্চলের শাসনক্ষমতা থেকে পদচ্যুত হন এবং তার স্থলে আমীর সাইফুদ্দীন ইস্তাদমার ক্ষমতা লাভ করেন। তাছাড়া শামসুদ্দীন আল-আসার মিসরের উজিরের পদ থেকে বরখাস্ত হন এবং সাইফুদ্দীন আক্জাবা আল্-মানসূরী 'গাজার' শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তার পরিবর্তে আমীর সাইফুদ্দীন বাহাদুর আস-সায়জারী দুর্গের অধিপতি নিযুক্ত হন। এই দুর্গটি রাহবায় অবস্থিত।

সফর মাসে তাতার রাজার দূতগণ মিসর থেকে দামশিক ফিরে আসে। ফলে রাজ্যের শাসনকর্তা, সেনাবাহিনী ও সাধারণ জনতা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

সফর মাসের মাঝামাঝি সময় শায়খ অলিউদ্দীন আস-সামারকন্দীর স্থলে শায়খ সাদরুদ্দীন আলী আল বসরাবী আল-হানাফী 'আন্-নুরিয়ার' অধ্যাপনার দায়িত্ব লাভ করেন। শায়খ অলিউদ্দীন সদর সুলায়মান-এর উত্তরসূরীদের পর ছয়দিন এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং চারটি পাঠ দান করেন। তারপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বিশেষ নেক লোকদের একজন ছিলেন। তিনি প্রত্যহ একশত রাকা'আত নফল নামায পড়তেন।

রবিউল আউয়াল মাসের উনিশ তারিখ বুধবার সূফীদের জোর আবেদনে প্রধান বিচারপতি ও প্রধান খতীব বদরুদ্দীন ইব্ন জামাআ আশ-শাম্সাতিয়া খানকাহ্র প্রধান শায়খের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। এ ঘটনা ঘটে শায়খ ইয়ুসুফ ইব্ন হামবিয়া আল-হামাবীর মৃত্যুর পর। তাতে সূফীগণ খুশী হন এবং পার্শ্বে এসে একত্রিত হন। এখানে ইতিপূর্বে অন্য কারো নিকট এতো লোকের সমাগম হয়নি। আর তাঁর পরে আমাদের এযুগ অবধি অন্য কারো নিকটেও এতো বিচারক, খতীব ও শায়খের সমাগম ঘটেছে বলে সংবাদ পাইনি।

রবিউল আউয়াল মাসের চব্বিশ তারিখ সোমবার আল-ফাত্হ আহমাদ ইব্নুছ-ছাকাফী মিসরের মাটিতে নিহত হন। কাজী যাইনুদ্দীন ইব্ন মাখলুক আল-আলিকী তার এই মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করেন। কারণ, তিনি শরীয়ত, আয়াতে মুহ্কামাত এবং আয়াতে মুতাশাবিহাতের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্ধ নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তুর্কি প্রভৃতি দেশের যেসব অশিক্ষিত ফাসিক লোকেরা তার নিকট আসতো, তিনি তাদের নিকট হারাম বিষয়াদিকে হালাল বলে বর্ণনা করতেন। যেমনঃ সমকামিতা, মদ ইত্যাদি। বাহ্যত লোকটি মর্যাদাসম্পন্ন এবং সুঠাম-সুদেহী ছিলেন। তিনি সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করে পরিপাটি হয়ে চলাফেরা করতেন। যখন তাকে হত্যার জন্য দুই প্রাসাদের মধ্যখানে দারুল হাদীস আল-কামিলিয়ার শিকের নিকট দাঁড় করানো হলো তখন তিনি কাজী তকিউদ্দীন ইব্ন দাকীকুল ঈদ-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। উত্তরে তকিউদ্দীন বললেন, আমার সম্পর্কে তুমি কী জান? তিনি বললেনঃ আমি আপনার মর্যাদা সম্পর্কে জানি। কিন্তু কাজী খাইবুদ্দীন আপনার নির্দেশেই এ কাজ করছেন। তারপরই কাজী জল্লাদকে গরদান বা ঘাড় উড়িয়ে দিতে নির্দেশ দেন। ফলে তার গরদান উড়িয়ে দেয়া হয় এবং তার মাথাটা নগরীতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লোকদের দেখানো হয় এবং ঘোষণা করা হয়, এ হলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবমাননার শাস্তি।

বারযালী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, রবিউল আউয়ালের মধ্যভাগে হামাতের কাজীর পক্ষ থেকে একখানা পত্র আসে। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি হামাতে বিভিন্ন প্রাণীর আকৃতিতে বড় বড় শিলাপাত হয়েছে। যেমনঃ হিংস্র পশু, সাপ, বিচ্ছু, পাখি, বকরী এবং এমন নারী ও পুরুষ, যাদের কোমর অত্যন্ত সরু। সীমান্ত অঞ্চলে কাজীর নিকট এ ঘটনার প্রমাণও রয়েছে। আর এর প্রমাণপত্র হামাতের কাজীর নিকট ও প্রেরণ করা হয়েছে।

রবিউল আখারের পনের তারিখে কাজী বদরুদ্দীন ইব্ন জামা'আ কামালুদ্দীন ইব্ন শুরায়শীর পরিবর্তে আন্-নাসিরিয়া আল-জাওয়ানিয়া দারস প্রদান করেন। কারণ, প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এ পদটি মূলত দামিশকের শাফেয়ী বিচারকের। ফলে পদটি ইবন্ শারায়শীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়।

জুমাদাল উলার উনত্রিশ তারিখ মঙ্গলবার সদর আলাউদ্দীন ইব্ন শরফুদ্দীন ইব্ন কালানিসী তাতারীদের হাতে বন্দী থাকার দুই বছর কয়েক দিন পর পরিবারের নিকট ফিরে আসেন। বন্দী থাকার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর অনুগ্রহ করেন এবং তিনি তাদের থেকে মুক্তি লাভ করে পরিবারের নিকট ফিরে আসেন। তাতে সকলে আনন্দিত হয়।

জুমাদাল আখিরার ছয় তারিখে কায়রো থেকে দূত এসে জানায় যে, আমীরুল মুমিনীন খলীফা আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ্ আল্-আব্বাসী মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর পুত্র আবুর-রবী সুলাইমান খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এবং তাকে আল্-মুসতাকফী বিল্লাহ অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। খলীফার জানাযায় সমস্ত মানুষ পায়ে হেঁটে উপস্থিত হয় এবং তাকে আলাস্ত নাফীমার সন্নিকটে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি চল্লিশ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। দূত এই ফরমানও নিয়ে আসে যে, এখন থেকে শামসুদ্দীন আল-হারীরী আল-হানাফী বিচারকের এবং শরফুদ্দীন ইব্ন হুরমুয নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। রাজ্যের

প্রতিনিধির আদেশে আল্‌-খাতুনিয়াহ আল্‌-জাওয়ানিয়্যার দায়িত্বভার কাজী জালালুদ্দীন ইবন হুসামুদ্দীন-এর হাতেই থাকে।

জুমাদাল আখিরার নয় তারিখ শুক্রবার দামিশকের জামে মসজিদে খলীফা আল-মুসতাকফি বিল্লাহ্‌র নামে খুতবা পাঠ করা হয়, তাঁর পিতার জন্য রহমত কামনা করা হয়, নাসিরিয়াকে ইবন্‌ শুরায়শীর হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং ইব্‌ন জামা'আকে সেখান থেকে বরখাস্ত করা হয়। জুমাদাল আখিরার চৌদ্দ তারিখ মঙ্গলবার ইবন্‌ শুরায়শী নাসিরিয়ায় দারস প্রদান করেন।

শাওয়াল মাসে সিরিয়ায় বিরাট একটি পঙ্গপাল এসে ফসল ও ফল-ফলাদি খেয়ে ফেলে। গাছের পাতাগুলো এমনভাবে খেয়ে ফেলে যে, গাছগুলো লাঠির মতো হয়ে যায়। অতীতে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

এ মাসে খায়বারের ইহুদীদের এক বৈঠক ডেকে পূর্ববর্তী ইয়াহুদীদের অনুরূপ জিযিরা প্রদানে বাধ্য বাধকতা আরোপ করা হয়। এর বিপরীতে তারা এমন এক খানা পত্র উপস্থিত করে, যে পত্রের মাধ্যমে তাদের ধারণা মুতাবেক রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের থেকে জিযিরা মওকুফ করে দেন। ফকীহগণ বিষয়টি অবহিত হয়ে প্রমাণ করে দেন যে, উক্ত পত্রটি মিথ্যা ও বানোয়াট। কেননা, তাতে দুর্বল শব্দাবলি, প্রত্যাখ্যাত ইতিহাস ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়া গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, তাদের এ পত্রখানা ভুল ও মিথ্যা। অগত্যা তারা জিযিয়া আদায়ে সম্মত হয়ে যায় এবং এই আশংকা বোধ করে যে, হয়তো তাদেরকেও তাদের পূববর্তীদের ন্যায় পরিণতি ভোগ করতে হবে। গ্রন্থকার বলেন, আমার বক্তব্য: আমি উক্ত পত্রখানা সম্পর্কে অবহিত হয়ে দেখতে পেলাম, তাতে খায়বার যুদ্ধের বছর হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর সাক্ষাত রয়েছে। অথচ সা'দ (রা) তার প্রায় দু'বছর আগে ইনতিকাল করেন।

পত্রের শেষে লিখা আছে: وكتب على ابن أبى طالب, অর্থাৎ, আর এটি লিখেছেন আলী ইবন্‌ আবী তালিব (রা);– অথচ এটি এমন একটি ভুল, যা আমীরুল মুমিনীন 'আলী (রা)-এর দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না। কেননা, ইলমুন্নাহ্‌র-এর আবিষ্কর্তা হযরত 'আলী (রা) কে এই অর্থে অভিহিত করা হয় যে, আবুল আসওয়াদ দুয়ালী তাঁরই পরামর্শে কাজটি আঞ্জাম দিয়েছিলেন। তাতে শুধু মুফরাদ অধ্যায়টি সংকলিত হয়েছিল। আর অন্যান্য অধ্যায়গুলো সংকলিত হয়েছে কাজী আল্‌-মাওয়ারদীর আমলে এবং আমাদের যুগের কিতাবসমূহে। আল্‌-মাওয়ারাসী আল্‌-হাবীতে এবং আশ্‌-শামিল-এর রচয়িতা তাঁর কিতাবে এবং আরো অনেকে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তারা এ বাক্যটি ভুল বলে প্রমাণিত করেছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

এ মাসে একটি হিংসুটে দল শায়খ তকিউদ্দীন-এর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযোগ উপস্থাপন করে যে, শায়খ তকিউদ্দীন হদ কায়েম করেন, শাস্তি প্রদান করেন এবং শিশুদের মাথা মুণ্ডন করে দেন। তিনি অভিযোগকারীদের সঙ্গে কথা বলে প্রমাণ করেন যে, তাদের অভিযোগ অসত্য। তখন পরিস্থিতি শান্ত হয়।

যিলকদ মাসে 'সীস' রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চল জয় হওয়ায় দামিশকের দুর্গে কয়েক দিন যাবত উৎসব পালিত হয়। সবশেষে মুসলমানরা গোটা রাজ্যই জয় করে ফেলে। এ মাসে ইযযুদ্দীন ইব্ন আয়সার ইব্ন মাযহার-এর পরিবর্তে নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব লাভ করেন।

যিলহজ্জ মাসের এক মঙ্গলবার ইয়াহুদী ধর্মনেতা আব্দুস সায়্যিদ ইব্ন মুহাযযাব তার সন্তানদের সহ দারুন আদল-এ এসে সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে রাজ্যের শাসক তাদের সম্মান করেন এবং উপঢৌকন দিয়ে তাদের বিদায় জানানোর আদেশ প্রদান করেন। সে রাতে কাজী ও আলিমদের উপস্থিতিতে বিরাট এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিপুল সংখ্যক ইয়াহুদী ইসলাম গ্রহণ করে। তারা ঈদের দিন সকালে তাকবীর বলতে বলতে মুসলমানদের সঙ্গে বের হয়। জনতা তাদের বিপুল সংবর্ধনা প্রদান করে।

যিলহজ্জের সতের তারিখে তাতার রাজার দূতগণ দুর্গে অবতরণ করে এবং তিনদিন পর কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তাদের রওনা হয়ে যাওয়ার দুদিন পর উরজুয়াশ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর দুই দিন পর সেনাবাহিনী সীস রাজ্য জয় করে ফিরে আসে। রাজ্যের শাসনকর্তা ও সেনাবাহিনী এগিয়ে গিয়ে তাদের স্বাগত জানায়। জনতা রীতি অনুযায়ী আনন্দ উল্লাস করার জন্য বেরিয়ে পড়ে। তারা বাহিনীর ফিরে আসায় এবং বিজয় অর্জনের ফলে আনন্দ প্রকাশ করে।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আমীরুল মু'মিনীন খলীফা আল্-হাকিম বিআমরিল্লাহ

তাঁর নাম আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্ন মুসতারশিদ বিল্লাহ আল-হাশেমী আল-আব্বাসী আল-বাগদাদী আল-মিসরী। ছয়শত একষট্টি হিজরীর শুরুর দিকে তাঁর হাতে খিলাফতের বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালনে চল্লিশ বছর পূর্ণ করেন। জুমাদাল উলার আঠারো তারিখ শুক্রবার রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল-খায়ল বাজারে আসর নামাযের পর তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর জানাযায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ পায়ে হেঁটে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আরুর রবী সুলাইমান খলীফা হবেন বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তিনি পুত্রের আনুগত্যের ব্যাপারে ফরমান জারি করেন। এ বছরের যিলহজ্জ মাসের বিশ তারিখ রবিবার সুলতানের উপস্থিতিতে সেটি পঠিত হয় এবং মিসরীয় ও সিরীয় অঞ্চলগুলোর মসজিদে মসজিদে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়। সংবাদদাতাদের মাধ্যমে খবর প্রতিটি ইসলামী রাজ্যে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।

আমীর ইযযুদ্দীন

আয়বেক ইব্ন 'আব্দুল্লাহ আন-নাজীবী আদ্-দুয়াইদার। যিনি দামিশকের গভর্নর এবং তথাকার 'তবলখানার' আমীর ছিলেন। তিনি উত্তম চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাঁর শাসনকাল দীর্ঘায়িত হয়নি। ইনতিকালের পর তাকে কাসিয়ূনে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি রবিউল আউয়ালের ষোল তারিখ মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেন।

শায়খ শরফুদ্দীন আবুল হাসান

'আলী ইব্ন শায়খ আল-ইমাম আল-'আলিম আল-হাফিস আল-ফকীহ তকিউদ্দীন আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন শায়খ আবুল হাসান আহমদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন ঈসা ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-ইউনানী আল-বা'লাবাক্কী। তিনি তার ভাই শায়খ কুতবুদ্দীন ইব্ন শায়খুল ফকীহ-এর বড় ছিলেন। শরফুদ্দীন ছয়শত একুশ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তাঁকে অনেক হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দীনের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ইবাদত গুজার, আমলকারী ও অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন। একদিন তিনি কুতুবখানায় অবস্থান করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করে প্রথমে লাঠি দিয়ে এবং পরে ছুরি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। তাতে অসুস্থ হয়ে তিনি কয়েকদিন বিছানায় পড়ে থাকেন। তারপর রমজানের এগারো তারিখ বৃহস্পতিবার বা'আলাবাক্কা-শহরে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে বাবে কতহায় দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে মানুষ গভীর শোক ও অনুশোচনায় ফেটে পড়ে। কেননা, তিনি ইল্ম, আমল, হিফযুল হাদীস, মানবপ্রেম, বিনয়, উত্তম চরিত্র ও মানবিকতায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে স্বীয় রহমত দ্বারা ঢেকে নিন।

সদর জিয়াউদ্দীন

আহমাদ ইবন্ হুসায়ন ইব্ন শায়খুস সালামিয়া। কাজী কুতুবুদ্দীন মুসার পিতা, যিনি সিরিয়া ও মিশরের এমন দুটি অঞ্চলের গর্ভনর ছিলেন, যেখানে সেনাবাহিনীর কোনো দখল ছিল না। তিনি যিলকদ মাসের বিশ তারিখ মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে কাসিয়ূনে দাফন করা হয়। রুহিয়ায় তার শোক পালন করা হয়।

ইলমুদ্দীন উরজুয়াশ

ইলমুদ্দীন উরজুয়াশ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ আল্ মানসূরী। তিনি সিরিয়ার দুর্গের অধিপতি ছিলেন। তিনি প্রভাবশালী, সাহসী ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। কাযান-এর আমলে তাতারীরা যখন সিরিয়া জয় করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তাঁকে মুসলমানদের আশ্রয়স্থলকে হেফাজত করার শক্তিদান করেন। তিনি মুসলমানদের দূর্গকে সুরক্ষিত রাখেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা এই লোকটির হাতে দুর্গটিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন। কেননা, তিনি শপথ নিয়েছিলেন যে, দুর্গের একটি প্রাণী বেঁচে থাকতে আত্মসমর্পণ করবেন না। অন্যান্য সিরীয় দুর্গগুলোও তাঁর অনুসরণ করে। যিলহজ্জ মাসের বাইশ তারিখ শনিবার রাতে তিনি দুর্গে মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন ভোরে তাকে দুর্গ থেকে বের করে তার জানাযা আদায় করা হয়। রাজ্যের শাসনকর্তাসহ প্রশাসনের সর্বস্তরের সকল কর্মকর্তা তাঁর জানাযায় উপস্থিত হয়। শেষে তাঁকে কাসিয়ূনের মাটিতে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

আল-আবরাকূহী আল্‌মিসরী

তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য মহান এক শায়খ। পূর্বসূরীদের সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব। নাম শিহাবউদ্দীন আবুল মা'আলী আহমাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ ইবন্ মুআয়্যাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আবু তালিব, আল-আবরাকূহী আল্-হামাদানী, পরে আল-মিসরী। ছয়শত

পঁচিশ হিজরীর রজব কিংবা শাবান মাসে সিরাজের আবরাকুহ অঞ্চলে তিনি জন্মলাভ করেন। বহু শায়খের নিকট থেকে তিনি বিপুলসংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। অনেক শায়খ তাকে সনদ প্রদান করেন। তিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী সুদর্শন শায়খ ছিলেন। হাজীদের বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার চারদিন পর তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

মক্কার শাসনকর্তা

আশ-শারীফ আবু নামী মুহাম্মদ ইব্ন আমীর আবু সা'দ হাসান ইব্ন আলী ইব্ন কাতাদা আল-হাসামী। তিনি চল্লিশ বছর মক্কার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি সহনশীল, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, বিজ্ঞ রাজনীতিক, প্রজ্ঞা ও মানবতাবোধের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। এ বছর তাঁর কাতিব ইসমাঈল ইব্ন উমর ইব্ন কাছীর আল-কুরাশী, আল-মিসরী আশ-শাফেয়ী জন্মলাভ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। মহান আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

৭০২ হিজরী (২৬ আগস্ট ১৩০২ খ্রি.)

এ বছরটির প্রথম চাঁদ যখন উদিত হয়, সেদিনও উল্লিখিত শাসকগণ পূর্বোল্লিখিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত ছিলেন। সফর মাসের দুই তারিখ বুধবার আনতারসূসের নিকটবর্তী আরওয়াদ উপত্যকা জয় হয়। উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য এটি ছিল একটি ক্ষতিকর অঞ্চল। প্রথমে মিসরীয় অঞ্চল থেকে সমুদ্রপথে আরোহী বাহিনী এসে পৌঁছায়। তাদের পিছনে আসে তারাবলিস বাহিনী। তারপরই বেলা দ্বি-প্রহরের সময় অঞ্চলটি জয় হয়ে যায়। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্রই জন্য। তার অধিবাসীদের প্রায় দুই হাজার লোক নিহত হয়। বন্দী হয় প্রায় পাঁচশত। এই অঞ্চলটির জয়ের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের জয় পূর্ণতা লাভ করে। মহান আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে তার অধিবাসীদের থেকে নিষ্কৃতি দান করেন।

সফর মাসের সতেরো তারিখ বৃহস্পতিবার দামিশকে দূত এসে প্রধান বিচারপতি ইব্ন দাকীকুল ঈদ-এর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করে। তার সাথে ছিল প্রধান বিচারপতি ইব্ন জামা'আ বরাবর লিখা সুলতানের পত্র। তাতে ইব্ন জামা'আর প্রতি মর্যাদার উল্লেখ ছিল। তাতে সুলতান তাকে তাঁর সান্নিধ্যে এসে মিসরের বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান। পত্র পেয়ে ইব্ন জামা'আ প্রস্তুত হয়ে যান। যখন তিনি রওনা হন, তখন রাজ্যের শাসক আল্-আফ্রাম ও আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁকে বিদায় জানাতে বেরিয়ে আসেন। ইব্ন দাকীকুল ঈদ-এর জীবনচরিত আল-ওয়াফিয়াতে আলোচিত হবে।

ইব্ন জামা'আ মিসর এসে পৌঁছুলে সুলতান তাকে অত্যাধিক মর্যাদা প্রদান করেন এবং পশম ও খচ্চরসহ তিনহাজার দিরহাম সমমূল্যের উপঢৌকন প্রদান করেন। তিনি রবিউল আউয়াল মাসের চার তারিখ শনিবার মিসরের বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর তাতারীদের দূতগণ মিসর আক্রমণের লক্ষ্যে রবিউল আউয়ালের শেষের দিকে মিসরে এসে উপণীত হয়।

রবিউল আখারের আট তারিখ বৃহস্পতিবার শরফুদ্দীন আল-ফাযারী শরফুদ্দীন আন্-নাসিখ-এর পরিবর্তে দারুল হাদীস আয-যাহিরিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইনি হলেন ইমামুল কারেসী আবু হাফস উমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন হাসান ইব্ন খাওয়াজা। তিনি সত্তর

বছর বয়সে এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সৎ কর্মপরায়ণ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। তিনি চমৎকার দারস প্রদান করতেন, যাতে একদল বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হতেন।

জুমাদাল উলার এগারো তারিখ শুক্রবার ইব্ন জামা'আর পরিবর্তে নাজমুদ্দীন ইবন্ ছাছরী সিরিয়ার বিচারপতির দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। আল-ফারী খতীবের দায়িত্ব লাভ করেন এবং আমীর রুকনুদ্দীন কইবারস আল-আলাবী নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োগ লাভ করেন। জনগণ তাদেরকে অভিনন্দন জানায়। রাজ্যের শাসনকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ খুতবা সোনার জন্য আল-মাকসুরায় উপস্থিত হন। নামাযের পর ইব্ন ছাছরীর নিয়োগপত্র পাঠ করে শোনানো হয়। পরে আশ্-শাবাকুল কামালীতে বৈঠক করে পুনরায় তার নিয়োগপত্র পাঠ করা হয়।

জুমাদাল উলায় ভূয়া পত্র রাজ্যের শাসনকর্তার হাতে পড়ে; তাতে লেখা ছিলঃ শায়খ তকিউদ্দীন ইব্ন তাইমিয়া, কাজী শামসুদ্দীন ইবনুল হারীরী, আমীর ও রাজ দরবারের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি তাতারীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে এবং তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করছে এবং উক্ত ব্যক্তিবর্গ কাব্হাককে সিরিয়ার শাসক নিযুক্ত করার পরিকল্পনা আঁটছে। আর শায়খ কামালুদ্দীন ইব্ন যাম্লিকামী তাদের আমীর জামালুদ্দীন আল-আকরাম-এর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করছে। অনুরূপ কামালুদ্দীন ইব্ন আত্তারও। রাজ্যের শাসনকর্তা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়ে বুঝে ফেললেন, এটি কারো মনগড়া পত্র। কে গড়ল, খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, সে হলো এক ফকীর, যে মিহ্বাবু সাহার পার্শ্বস্থিত এক বাড়ির পার্শ্বে বাস করত। তার নাম আল-ইয়াকরী। তাঁর সঙ্গে আছে আরো একজন যার নাম আহমাদ আল-গান্নারী। তারা উভয়েই দুষ্ট ও বাজে লোক বলে পরিচিত ছিল। তাদের সঙ্গে এই পত্রের খসড়া কপিও পাওয়া যায়। বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে রাজ্যের শাসনকর্তা তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেন। এরপর তাদেরকে জনসম্মুখে উপস্থিত করে যে ব্যক্তি তাদেরকে পত্রখানা লিখে দিয়েছিল তার হাত কেটে দেয়া হয়। সেই ব্যক্তি হলো— আত্-তাজ আল্-আনাদিলী।

জুমাদাল উলার শেষের দিকে আমীর সাইফুদ্দীন বালবান আল্-জুকনদার আল-মানসূরী উরজয়াশ-এর পরিবর্তে দূর্গের অধিপতির পক্ষে পুনর্বহাল হন।

সমুদ্রের একটি বিস্ময়কর ঘটনা

শায়খ ইলমুদ্দীন আল-বারযালী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেনঃ আমি কায়রো থেকে প্রকাশিত একটি কিতাবে পড়েছি জুমাদার আখিরার চার তারিখ বৃহস্পতিবার নীলনদ থেকে বিস্ময়কর আকৃতির একটি প্রাণী মানুফিয়ার ডাঙ্গায় উঠে আসে। মানুফিয়ার অবস্থান হচ্ছে, মানিয়্যা মাসউদ, ইস্তাবারী ও আর-রাহিব-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। প্রাণীটির আকৃতি হচ্ছেঃ তার রং লোমবিহীন মহিষের মতো। কানগুলো উটের কানের মতো। চোখ ও লিঙ্গ উষ্ট্রীর মতো। মাছের লেজসদৃশ দেড় বিঘত লম্বা একটি লেজ লিঙ্গটাকে ঢেকে রেখেছে। ঘাড়টা অজগরের ঘাসভর্তি চামড়ার মতো। মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠদ্বয় চালনির মতো। তার মুখের সামনের দিকে চারটি দাঁত আছে; দুটি উপরে, দুটি নিচে, যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য এক বিঘতের চেয়ে কম এবং প্রস্থ দুই আঙ্গুল। মুখের ভিতরে আটচল্লিশটি মাঢ়ি দাঁত আছে। একটি দাঁত আছে দাবার গুটির মতো।

হাত দুটির দৈর্ঘ্য ভেতরের অংশসহ মাটি পর্যন্ত আড়াই বিঘত। কনুই থেকে খুর পর্যন্ত অংশটা শিয়ালের পেটের মতো এবং গাঢ় হলুদ। সুরটা থালার ন্যায় চ্যাপ্টা, যাতে উটের নখের মতো চারটি নখ আছে। পিঠের প্রস্থ আড়াই হাত দৈর্ঘ্য। মুখমণ্ডল থেকে লেজ পর্যন্ত পনেরোটি পা। পেটে তিনটি পাকস্থলি আছে। গোশত লাল, দেখতে মাছের মতো, আর স্বাদ উটের গোশতের মতো। চামড়াটা চার আঙুল পরিমাণ পুরু, যার কর্তনে কর্তনে তরবারি ব্যর্থ। চামড়াটা পাঁচটি উটে করে বহন করা হয়েছে। ভারী হওয়ার কারণে সময় লেগেছে এক ঘন্টা। পর্যায়ক্রমে একটি একটি উটে করে সুলতানের সামনে দুর্গে নিয়ে আসা হয় এবং তা ঘাসে ভরে সুলতানের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

রজব মাসে তাতারীদের সিরিয়া অনুপ্রবেশের সংবাদ দৃঢ়তা লাভ করে, তাতে মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের ভীতি বেড়ে যায়। খতীব নামাযে কুনূত পাঠ করেন এবং বুখারী পাঠ করা হয়। মানুষ মিসরীয় বিভিন্ন নগরী ও অন্যান্য দুর্ভেদ্য দুর্গে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে শুরু করে। মিসরীয় সৈন্যদের ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসতে বিলম্ব হয়ে যায়, তাতে মানুষের ভয় আরো বেড়ে যায়।

এ মাসে নাজমুদ্দীন ইবন আবুত্যায়্যার আমীনুদ্দীন সুলাইমান-এর পরিবর্তে রাজ্য কারাগারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লাভ করেন। শাবান মাসের এক শনিবারে কাজী নাসিরুদ্দীন আব্দুস সালাম ইবন জামা'আর পরিবর্তে প্রধান শায়খের পদমর্যাদায় ভূষিত হন। জামালুদ্দীন আযারায়ী এ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। শাবানের দশ তারিখ শনিবার দূর্গ ও বিভিন্ন আমীরের দরবারে অপদার্থ তাতারীকে মোকাবেলায় সুলতানের বাহিনী নিয়ে রওনা হওয়ায় উৎসব পালিত হয়। ঠিক এদিনই পারজ-এর ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাটি হলো-ইস্তাদ্মার, বাহাদুর, কাজকান ও গারলু আল-আদেলী প্রমুখ ইসলামী নেতাগণ এক হাজার পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তাতারীদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হন। তাতারীরা সংখ্যায় ছিল সাত হাজার। উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুসলমানরা দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করেন এবং তাতারীরা পরাজিত হয়। মুসলমানরা তাতারীদের অনেককে হত্যা করে এবং অন্যদেরকে বন্দী করে ফেলে। অবশিষ্টরা পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের থেকে অনেক গনীমত লাভ করে এবং নিরাপদে ফিরে আসে। তাদের স্বল্পসংখ্যক লোককে শুধু আল্লাহ্ পাক শাহাদাত লাভে ধন্য করেন। যে কজন বন্দী হয়, চুক্তির মাধ্যমে শাবানের পনেরো তারিখ বৃহস্পতিবার তারাও ফিরে আসে।

শাকহাব ঘটনার সূচনা

আঠারো তারিখে মিসরী বাহিনীর বিরাট একটি দল এসে পৌছায়। আমীর রুকনদ্দীন বাইবারস আল-জাশামকীর, আমীর হুসামুদ্দীন লাজীন ওরফে ইসতাদার আল-মানসূরী ও আমীর সায়ফুদ্দীন কারাহী আল-মানসূরী তাদের মাঝে ছিলেন। তারপর আসে অপর একটি দল। তাদের মাঝে ছিলেন আমীর সালাহ ও আইবেক আল-খাযানদার। তাতে মানুষের হৃদয়ে শক্তি

আসে এবং তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। তবুও হালব, হামাত ও হেমস থেকে দলে-দলে মানুষের পলায়ন বন্ধ হয়নি। হালবী ও হামাবী বাহিনী হেমসের দিকে ধেয়ে যায়। কিন্তু পরে তারা ভীত হয়ে পড়ে, তাতারীরা তাদের পিষে ফেলে কিনা। ফলে তারা শাবানের পাঁচ তারিখ রবিবার আল-মারজে অবতরণ করে। তাতারীরা হেমস ও বা'আলাবাক্কা-এ পৌছে যায় এবং উক্ত অঞ্চলে ব্যাপক অরাজকতা চালায়। মানুষ অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে সুলতানের আগমনে বিলম্ব ঘটায় নগরী হতাশ হয়ে পড়ে। লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করে, এই মিসরী সৈন্যদের নিয়েও তাতারীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার শক্তি সিরীয়দের নেই। কারণ, তাতারীদের সংখ্যা বিপুল। এখন অপেক্ষা করে ধাপে-ধাপে অগ্রসর হওয়াই তাদের একমাত্র উপায়। মানুষ গুজব ছড়াতে শুরু করে। অগত্যা আমীরগণ উক্ত শনিবার ময়দানে সমবেত হয়ে শত্রুর মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ার শপথ নেয়, মনে সাহস সঞ্চয় করে এবং শহরে ঘোষণা করে দেয়, যেন কেউ শহর ত্যাগ না করে। তাতে জনতা শান্ত হয়ে যায়, বিচারকগণ জামে মসজিদে এজলাসে বসেন এবং ফকীহদের একটি দল ও সাধারণ মানুষ যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করে। শায়খ তকিউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ হামাত থেকে আগত বাহিনীটির প্রতি মনোযোগী হন। তিনি এ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদেরকে আমীর ও জনতার শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার অঙ্গীকারের কথা অবহিত করেন। শুনে তারাও তাতে সাড়া দেয় এবং তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। শায়খ তকিউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ আমীর ও জনতার নিকট অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন যে, এবার তোমরা অবশ্যই জয়লাভ করবে। উত্তরে আমীরগণ তাঁকে বলেন: বলুন, ইন্‌শা আল্লাহ্। তখন তিনি বলেন: ইন্‌শাআল্লাহ্। তবে এই ইন্‌শাআল্লা শর্ত নয়- নিশ্চয়তার অর্থে তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করেন। তার মধ্যে একটি হলো,

وَمَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ۔

"তবে কেউ অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।" (আল কুরআন- ২২:৬০)

এই তাতারীদের যুদ্ধের ধরণ কেমন ছিল, সে ব্যাপারে মানুষ নানা অভিমত ব্যক্ত করেছে। কেননা, তারা ইসলামের দাবীদার ছিল এবং ইমামের অবাধ্য ছিল না। অবশ্য তারা একটি সময় ইমামের অনুগত ছিল; পরে তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়। শায়খ তকিউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ বলেন, এরা ছিল সেই খারেজীদের অন্তর্ভুক্ত, যারা 'আলী ও মু'আবিয়ার আনুগত্য থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ধারণা ছিল, 'আলী ও মু'আবিয়ার চেয়ে তারাই ক্ষমতার বেশি হকদার ছিল। তারা ধারণা করতো যে, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের মাঝে তারাই অধিক হকদার। তারা মুসলমানদের এই বলে নিন্দাবাদ করতো যে, তারা অপরাধ ও অত্যাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। অথচ তারা নিজেরা ছিল পাপ-পংকিলতায় বহুগুণ বেশি নিমজ্জিত। 'আলিমগণ ও সাধারণ মানুষ বিষয়টি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ লোকদের বলতেন: তোমরা যদি আমাকে ওদের দলভুক্ত দেখ, আর দেখ আমার

শিয়রে কুরআন রাখা আছে, তাহলে তোমরা আমাকে হত্যা করে ফেলো। তাতেই মানুষ তাতারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস লাভ করে এবং তাদের অন্তর ও নিয়ত পোক্ত হয়ে যায়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য।

শাবান মাসে অর্থাৎ এপ্রিল মাসে সিরীয় বাহিনী অভিযানে রওনা হয়। তারা আল্-কাসওয়ার উপকণ্ঠে আল-জাস্‌রা নামক স্থানে ছাউনি ফেলে। কাজীগণ তাদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল বলাবলি করতে শুরু করে, তারা উপযুক্ত একটি যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নিতে বের হয়ে ভালোই করেছে। তাতারীরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠবে না। কারণ, আল-আরজে প্রচুর পানি আছে। এক দল বললো, শেষ পর্যন্ত তারা পালিয়ে গিয়ে সুলতানের সঙ্গে গিয়েই মিলিত হবে। বৃহস্পতিবার রাতে তারা আল্-কাসওয়ার সীমান্তের দিকে এগিয়ে যায়। ফলে তাদের পলায়নের ব্যাপারে মানুষের ধারণাই শক্তিশালী হয়ে যায়। ততক্ষণে তাতারীরা কারায় পৌঁছে যায়। কারো কারো মতে তারা কাতী'আয় পৌঁছে যায়। তাতে মানুষ প্রচণ্ড রূপে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে এবং শহরের এবং গ্রামের একজন মানুষও অবশিষ্ট থাকেনি। দুর্গ ও নগরী লোকে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং বাড়িঘর ও রাস্তাঘাটে মানুষের ভিড় জমে যায়। মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। শায়খ তকিউদ্দীন ইবন তাইমিয়্যাহ উক্ত মাসের বৃহস্পতিবার দিন সকালে বড় কষ্টে আন-নাস্‌র ফটক পেরিয়ে স্বচক্ষে যুদ্ধ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হন। অপর একদল লোকও তাঁর সঙ্গ নেয়। কিন্তু মানুষ ধারণা করে, তিনি পালিয়ে গেছেন। অনেকে তাকে তিরস্কার করতে শুরু করে এবং বলতে শুরু করে, আপনি আমাদেরকে পালাতে নিষেধ করে এখন নিজেই পালিয়ে যাচ্ছেন? কিন্তু তারা এ প্রশ্নের কোন উত্তর পায়নি এবং নগরী শাসকবিহীন হয়ে পড়ে। চোর-বাটপারদের দৌরাত্ম্য শুরু হয়ে যায়। তারা মানুষের সহায়-সম্পদ লুণ্ঠন করতে শুরু করে। ফলফলাদি, তরিতরকারী, গম ও অন্যান্য শস্য পরিপক্ব হওয়ার আগেই কেটে ফেলতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ ও সেনাবাহিনীর খবরা খবরের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে যায়। কাসওয়াগামী রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শহরে-নগরে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। নিরুপায় মানুষ কেবল মিনারে চড়ে ডানে-বামে এবং কাসওয়ার দিকে তাকাতে থাকে। কখনো বলাবলি করে, আমরা ধূলি দেখেছি। তাতে তারা শংকিত হয়ে পড়ে, এই ধূলি তাতার বাহিনীর কিনা? তারা এই ভেবে বিস্মিত হয় যে, আমাদের এমন অস্ত্রসজ্জিত বিশাল বাহিনীটি কোথায় গেল? তারা জানে না, আল্লাহ ওদের কী পরিণাম ঘটাবেন। আশা-আকাংক্ষা নিঃশেষ হয়ে যায়। মানুষ বিনীত কণ্ঠে দু'আ ও ক্রন্দন করতে শুরু করে। প্রতি ওয়াক্ত নামাযে ও সব সময়। এ ঘটনা শাবান মাসের উনিশ তারিখ বৃহস্পতিবারের। মানুষ অবর্ণনীয় ভীতির মধ্যে সময় কাটাতে থাকে। অথচ সমস্যার সমাধান তার নিকটেই ছিল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই সফল হয় না। যেমন- আবু রাযীন-এর হাদীসে এসেছে,

عَجَبَ رَبُّكَ مِنْ قُنُوْطِ عِبَادِهٖ وَقُرْبِ نَيْرِهٖ يَنْظُرُ اِلَيْكُمْ اَذِلِّيْنَ قَنِطِيْنَ فَيَظَلُّ يَضْحَكُ يَعْلَمُ اَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيْبٌ۔

"আল্লাহ্র বান্দা যখন তাঁর প্রতি নিরাশ হয়ে অন্যের নিকটবর্তী হয় তখন তিনি বিস্মিত হন। তিনি তোমাদের প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করেন, তখন তোমরা থাক, অপদস্থ ও হতাশ। তখন তিনি হাসেন। কেননা, তিনি জানেন তোমাদের সমাধান নিকটে।"

অপরাহ্নে দামিশকের এক আমীর ফখরুদ্দীন ইয়াস আল-মারকাবী জনগণকে শুভ সংবাদ প্রদান করেন। তা হলো, সুলতান এসে পৌঁছেছেন এবং মিসরীয় ও সিরীয় বাহিনী একত্রিত হয়ে গেছে। তিনি আমাকে আদেশ প্রেরণ করেছেন, যেন আমি একজন তাতারীকেও নগরীতে অবশিষ্ট না রাখি। পরে ঘটনা তা-ই ঘটলো। তাতারীরা মিসরী বাহিনীর পার্শ্ব দিয়ে দামিশক ছেড়ে চলে যায়, নগরীর উপর চড়াও হয়নি। তারা বলল, আমরা জয়লাভ করেছি। কেননা, নগরী আমাদের। আমরা যদি জয়লাভ করি তাহলে আমাদের আর কিছুর প্রয়োজন নেই। নগরীতে সান্ত্বনা বাণী প্রচার করা হয় এবং একথাও ঘোষণা দেয়া হয় যে, সুলতান পৌঁছে গেছেন। এসব সংবাদে মানুষ চিন্তামুক্ত হয়ে যায় এবং তাদের হৃদয় শান্ত হয়ে যায়। জুমু'আর রাতে কাজী তকিউদ্দীন আল-হাম্বলী নতুন মাসের তারিখ ঘোষণা করেন। কেননা, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ফলে বাতি ঝুলিয়ে সালাতুত তারাবীহ আদায় করা হয়। মানুষ রামাদান মাস ও তার বরকতের উসিলায় শুভ সংবাদ গ্রহণ করে। জুমু'আর দিনে জনতা অতিশয় চিন্তিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। কারণ, তখনো তারা খবরাখবর জানতো না। ইত্যবসরে আমীর শারফুদ্দীন গারলী এসে দুর্গপতির সাথে মিলিত হন। এরপর দ্রুত বাহিনীতে ফিরে যান। কেউ জানতে পারেনি, তিনি কী সংবাদ দিয়ে গেছেন। মানুষ ভীতি ও ভাবনার সাগরে ডুবে যায়।

শাকহাব ঘটনার বিবরণ

ভয়-ভীতি ও সংকটের মধ্য দিয়ে শনিবার দিনের সূচনা হয়। মানুষ মিনারের উপর থেকে নিজ বাহিনী ও শত্রুবাহিনীর যুদ্ধের অবস্থা দেখতে পায়। তাতেই তাদের প্রবল ধারণা জন্মে, যা ঘটবার তা আজই ঘটে যাবে। ফলে মানুষ মসজিদে-মসজিদে নগরীতে বিনয়-বিগলিত মনে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতে শুরু করে। নারী ও শিশুরা মাথা আবরণমুক্ত করে ছাদে উঠে যায়। নগরী এক মহা আর্তচিৎকারে ফেটে পড়ে। ঠিক সেই সময় মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হয়। তারপর মানুষ শান্ত হয়। জোহরের পর জামে মসজিদে একটি চিরকুট পাঠ করে শোনানো হয়। তাতে লিখা ছিলঃ "আজ শনিবার দ্বিতীয় প্রহরে সিরীয় ও মিসরী বাহিনী মারজুস সাকারে সুলতানের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।"

এ দিন জনগনের নিকট দুর্গের সুরক্ষা ও প্রাচীরের নিরাপত্তার জন্য দু'আ করা হয়। ফলে মানুষ মিম্বরে চড়ে ও নগরে-শহরে দু'আ করে। এভাবেই দিনটি অতিবাহিত হয়। দিনটি ছিল ভীতিপ্রদ ও আতংকজনক। রবিবার দিন সকালে জাগ্রত হয়ে মানুষ তাতারীদের পরাজয় সম্পর্কে বলাবলি করতে শুরু করে। মানুষ কাসওয়ার দিকে বেরিয়ে এসে কিছু না কিছু উপার্জন করে নিয়ে ফিরে যায়। ফেরার সময় তাদের সঙ্গে ছিল তাতারীদের মস্তক। তাতারীদের বিপর্যয় অল্প অল্প করে বাড়তে বাড়তে এক সময় শোচনীয় আকার ধারণ করে। কিন্তু প্রবল ভীতি এবং তাতারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে মানুষ বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারছিল না। জোহরের পর দুর্গপতির নিকট আসা সুলতানের পত্র পাঠ করে শোনানো হয়। তাতে সুলতান সংবাদ প্রেরণ করেন যে, বাহিনী শনিবার জোহরের সময় শাকহাব ও কাসওয়ায় সমবেত হয়েছে। তারপর আসর নামাযের পর দুর্গপতি সুলতানের নায়েব জামালুদ্দীন আকুশ আল-আকরাম-এর পক্ষ থেকে একখানা চিরকুট আসে। তাতে লেখা ছিল, শনিবার আসরের পর থেকে রবিবার দ্বি-প্রহর

পর্যন্ত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। তরবারী দিনে-রাতে সমানে তাতারীদের ঘাড়ে কাজ করতে থাকে। তারা পালিয়ে পাহাড় ও টিলায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাদের অল্প কজন ব্যতীত কেউই অক্ষত থাকতে পারেনি। সন্ধ্যানাগাদ মানুষ স্বস্তি লাভ করে এবং মহান ও মোবারক বিজয়ের জন্য আনন্দিত হয়। সেদিনেরই শুরু থেকে দূর্গে উৎসব পালিত হয়। জোহরের পর ঘোষণা দেয়া হয়, আজ সুলতান এসে দূর্গে অবস্থান গ্রহণ করবেন। কাজেই দূর্গ থেকে বেরিয়ে তোমরা তাঁকে স্বাগত জানাবে। এ ঘোষণার সাথে সাথে জনতা দূর্গ থেকে বের হতে শুরু করে।

মাসের চার তারিখ সোমবার সৈন্য-বাহিনী কাসওয়া থেকে দামিশক ফিরে আসে। এসে তারা জনতাকে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করে। এদিন শায়খ তকিউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ সঙ্গীদের নিয়ে জিহাদ থেকে নগরীতে ফিরে আসেন। ফলে মানুষ আনন্দ প্রকাশ করে তাঁর জন্য দু'আ করে এবং আল্লাহ্ তাঁর হাতে যে কল্যাণ দান করেছেন, তার জন্য তাঁকে অভিবাদন জানায়। ঘটনাটি ছিল, সিরীয় বাহিনী ইব্‌ন তাইমিয়্যার নিকট আবেদন জানায়। আপনি সুলতানের নিকট গিয়ে তাঁকে দামিশ্‌ক সফরের জন্য উৎসাহিত করুন। ফলে তিনি দামিশক যান এবং সুলতানকে দামিশ্‌ক আগমনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। সুলতান সেসময়ে মিসর প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করছিলেন। ইব্‌ন তায়মিয়্যা সঙ্গীদের নিয়ে সুলতানের নিকট আগমন করেন। সুলতান তাঁকে তাঁর সঙ্গে রনাঙ্গনে অবস্থান গ্রহণ করার আবেদন জানান। উত্তরে শায়খ তাকে বললেন, সুন্নত হলো: প্রত্যেক ব্যক্তি আপন জাতির পতাকাতলে অবস্থান গ্রহণ করবে। আমরা সিরীয় বাহিনীর লোক। কাজেই আমরা তাদের ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে অবস্থান করবো না। তিনি সুলতানকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, তাকে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলেন যে, এ যাত্রায় তাতারীদের বিরুদ্ধে আপনারাই জয়ী হবেন। উত্তরে আমীরগণ তাকে বললেন। বলুন, ইন্‌শা আল্লাহ্। তিনি বলেন: ইন্‌শাআল্লাহ্। তবে এই ইন্‌শাআল্লাহ্ শর্ত হিসেবে নয়; বরং নিশ্চয়তা হিসেবে। তিনি লোকদেরকে যুদ্ধকালীন সময় রোযা না রাখার ফাতাওয়া প্রদান করেন এবং নিজেও রোযা রাখা বর্জন করেন। তিনি সৈন্য ও আমীরদের মাঝে ঘোরাফেরা করতেন এবং হাতে করে কিছু নিয়ে তা থেকে আহার করতেন। উদ্দেশ্য ছিল, তাদের জানান দেয়া যে, রোযা না রেখে যুদ্ধের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা উত্তম। ফলে তার দেখাদেখি লোকেরা আহার করতো। তিনি সিরীয় সৈন্যদের মাঝে নবী (সা)-এর একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। নবী (সা) বলেছেন–

إِنَّكُمْ مُلَاقُوا الْعَدُوِّ غَدًا وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ.

"আগামীকাল তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছো। রোযা না রাখা তোমাদের পক্ষে অধিক শক্তিকারক।"

নবী (সা) মক্কা জয়ের দিন সাহাবীদের মাঝে রোযা না রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। যেমনটি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

খলীফা আব্দুর রবী সুলায়মান সুলতানের সাথে ছিলেন। যেমন সৈন্যরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং যুদ্ধ ঘোরতর রূপ লাভ করলো, তখন সুলতান সুদৃঢ়ভাবে অটল রইলেন। তিনি তাঁর ঘোড়াটিকে বেঁধে রাখতে আদেশ করেন, যাতে তিনি পালাতে না পারেন। সেই

মুহূর্তে তিনি আল্লাহ্র নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেদিন নেতৃস্থানীয় আমীরদের একটি দল নিহত হন। রাজ দরবারের ওস্তাদ আমীর হুসামুদ্দীন লাজীন আর রুমী তাঁর সঙ্গে অগ্রগামী আট আমীর, সালাহুদ্দীন ইবন্ মালিকুস সাঈদ আল কামিল ইবনুস সাঈদ ইব্ন সাকিহ্ ইসমাঈল তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বিশিষ্ট আমীরদেরও কতিপয় নিহত হন। তারপর সেদিনই আসরের সময় মুসলমানদের উপর বিজয় অবতীর্ণ হয়। মুসলমানরা শত্রুপক্ষের উপর জয়লাভ করে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

রাতে তাতারীরা পর্বতচূড়া ও টিলা-ডিবিতে উঠে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সুযোগে মুসলমানরা তাদেরকে ঘিরে ফেলে পাহাড়া দিতে থাকে, যাতে তারা পালাতে না পারে এবং ভোর অবধি তীর ছুঁড়তে থাকে। মুসলমানরা তাদের এতসংখ্যক লোককে হত্যা করে, যার সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। তারপর জীবিতদের রশিতে বেঁধে নামিয়ে এনে ঘাড় উড়িয়ে দিতে শুরু করে। কিন্তু এক পর্যায়ে মুসলমানদের অবহেলায় তাদের কিছু লোক নিস্তার পেয়ে যায়। পালাতে গিয়ে তারা বিভিন্ন উপত্যকা ও মরণফাঁদে আটকা পড়ে। তাদের একটি দল অন্ধকারের কারণে ফোরাত নদীতে ডুবে মারা যায়। এভাবে আল্লাহ্ মুসলমানদের দুশ্চিন্তা দূর করে দেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

সুলতান রমজানের পাঁচ তারিখ মঙ্গলবার দামিশক প্রবেশ করেন। সে সময়ে খলীফা তাঁর সামনে ছিলেন। তাঁদের প্রত্যাগমন উপলক্ষ্যে নগরীকে সজ্জিত করা হয়। শুক্র, শনি ও রবিবারের সকল অনুসারী আনন্দ প্রকাশ করে। সুলতান আল-কাসরুল আবলাক ও ময়দানে অবতরণ করেন। তারপর বৃহস্পতিবার দিন তিনি দুর্গে ফিরে গিয়ে সেখানে জুমার নামায আদায় করেন এবং নগর প্রধানদের উপহার প্রদান করে নিজ নিজ নগরীতে ফিরে যেতে আদেশ করেন। মানুষের মন স্থির হয়ে যায়, হতাশা ও চিন্তা বিদূরিত হয় এবং জনতার হৃদয়-মন আনন্দিত হয়। সুলতান ইব্ন নাহহাসকে শহরের শাসনক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দিয়ে তার জয়গায় আমীর আলাউদ্দীন আইদাগদীকে মনোনয়ন দান করেন। আল-খাস-এর গর্ভনর সলিমুদ্দীনকে গভর্নরের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে তার স্থলে আমীর হুসামুদ্দীন লাজীন আস্-সাগীরকে মনোনীত করেন। তারপর দামেশকে রমজান ও ঈদ পালন করার পর তিনি শাওয়ালের তিন তারিখ মঙ্গলবার মিসরীয় অঞ্চলে ফিরে যান।

এ সময় সূফীগণ দামিশকের শাসনকর্তা আল-আকরাম-এর নিকট আবেদন জানায়, শায়খ ছফিউদ্দীন আল-হিন্দীকে প্রধান শায়খ নিযুক্ত করুন। ফলে তিনি শাওয়ালের ছয় তারিখ শুক্রবার নাসিরুদ্দীন ইব্ন আব্দুস সালাম-এর পরিবর্তে তাকে নিয়োগ দান করেন। শাওয়ালের তেইশ তারিখ মঙ্গলবার সুলতান কায়রো প্রবেশ করেন। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে রাস্তায় জনতার ঢল নামে এবং কায়রো নগরীকে সুসজ্জিত করা হয়।

এ বছরের যিল্হজ মাসের তেইশ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। ঘটনার পুরোটিই ঘটে মিসরীয় ভূখণ্ডে। ভূমিকম্পের কারণে সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌযানগুলো ভেঙে যায়, বাড়িঘর ধ্বসে পড়ে এবং এত অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে, যার সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। তাছাড়া প্রাচীরগুলো ফেটে যায়। এ যুগে এমন

ভূ-কম্পন কেউ দেখেনি। সিরিয়ায়ও তার কিছুটা ধাক্কা লাগে। কিন্তু তা ছিল অন্য সকল অঞ্চলের তুলনায় লঘু।

যিল্‌হজ মাসে শায়খ আবুল ওলীদ ইবনু হাজ আল-আশবালী আল-আলিফী দামিশকের জামে মসজিদে শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আস-সাল্‌হাজীর মৃত্যুর পর মালিকী মাযহাবের ইমাম নিযুক্ত হন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

ইব্‌ন দাকীকুল ঈদ

তাঁর নাম-আশ্‌-শায়খুল ইমামুল আলিমুল আল্লামা আল-হাকিম কাজিউল-কুজাত তকিউদ্দীন ইব্‌ন দাকীকুল ঈদ আল্‌-কুশায়রী আল্‌-মিসরী। তিনি ছয়শত পঁচিশ হিজরীর শাবান মাসের পঁচিশ তারিখ শনিবার হেজাজের ইয়ামবা নগরীর উপকূলীয় এক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। হাদীস অন্বেষনে তিনি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন এবং এ বিষয়ে সনদ ও মতন মিলে বেশ কটি গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যতিক্রমধর্মী ও উপকারী। তৎকালে ইলমের নেতৃত্ব তাঁর হাতে ছিল। তাঁর মর্যাদা ছিল সকলের উর্ধ্বে। ছাত্ররা তাঁর কাছে ভিড় জমাত। তিনি বহু জায়গায় দারস প্রদান করেন। সব শেষে ছয়শত পচাঁত্তর হিজরীতে মিসরীয় অঞ্চলের বিচারকের পদ এবং দারুল হাদীস আল-কামিলিয়ার শায়খের দায়িত্ব তাঁর হাতে আসে। একবার শায়খ তকিউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইব্‌ন দাকীকুল ঈদ তাঁর বিদ্যা দেখে বলেন, আপনার মতো মানুষ আর সৃষ্টি হবে বলে আমি মনে করি না। তিনি গম্ভীর ও স্বল্পভাষী ছিলেন, ছিলেন মানুষের হিতকামী বিজ্ঞ আলিম। তাঁর চমৎকার কিছু কবিতা আছে। সফর মাসের এগারো তারিখ শুক্রবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনই আল্‌-খায়ল খাজারে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের শাসক ও আমীরগণ তাঁর জানাযায় উপস্থিত হন। তাকে 'আল-ফিরাকাতুস সুগরায়' দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ্ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

শায়খ বুরহানুদ্দীন আল্‌-ইসকান্‌দারী

তিনি ইব্রাহীম ইব্‌ন ফালাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং দীনদার ও সুবিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি ছয়শত তেত্রিশ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং শাওয়াল মাসের চব্বিশ তারিখ মঙ্গলবার পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। সাওয়া নামক স্থানে মাসকয়েক অবস্থান করার পর তাঁর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

সদর জামালুদ্দীন ইব্‌ন 'আত্তার

তিনি হলেন- মাহমুদ ইব্‌ন আবুল ওয়াহ্‌শ আসাদ ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন ফিতয়ান আশ-শায়বানী। তিনি শ্রেষ্ঠ লোকদের একজন এবং মুত্তাকী ছিলেন। কাসিয়ুনের এক কবরস্থানে তাকে

দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে মানুষ আক্ষেপ করে। কেননা, তিনি মানুষের অনেক উপকার করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

আল্-মালিকুল আদিল যায়নুদ্দীন কাতবাগা

তিনি ছারখাদ এরপর হামাতের শাসনকর্তা থাকা অবস্থায় ঈদুল আযহার দিন শুক্রবার হামাতে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তাঁর লাশ কাসিয়ূনের আরবিবাতুন নাসিরী নামক কবরস্থানে নেয়া হয়। এই কবরস্থানের আরেক নাম ছিল আল্-আদিলিয়া। এটি একটি কন্টকাকীর্ণ মনোরম কবরস্থান, যার একাধিক ফটক ও মিনার ছিল। এর নামে অনেক ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল, যার আয় দ্বারা ক্বারী মুয়াযযিন ও ইমামদের ভাতা দেয়া হতো। তিনি আল্-মনসুরিয়ার আমীরদের শীর্ষস্থানীয়দের একজন ছিলেন। আল্-আশরাদ খলীল ইবন্ মানসূর-এর হত্যাকান্ডের পর তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করেন। পরে লাজীন তাঁর থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে দামিশকের দূর্গের দখল হাতে নেন। তারপর দূর্গ চলে যায় ছারখাদ-এর হাতে। এক সময় লাজীন নিহত হন এবং আন্-নাসির ইবন কালাউন রাজ্যের ক্ষমতা হাতে নেন। সে পর্যন্ত দূর্গ তার দখলেই থাকে। এ সময়ে আল্-আদিল হামাতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাবৎসল রাজা-বাদশা ও আমীর-নবাবদের একজন ছিলেন।

৭০৩ হিজরী (১৫ আগষ্ট ১৩০৩)

এ বছরটির নতুন চাঁদ যখন উদিত হয়, তখনও উল্লিখিত শাসকগণ পূর্ববৎ অবস্থায় ছিলেন। সফর মাসে শায়খ কামালুদ্দীন ইবন শুরায়শী আল-উমাবী জামে মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন এবং এর জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হয়। তিনি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন এবং জনতার মাঝে একাকার হয়ে যান। কিন্তু এ বছরেরই রজব মাসে তিনি পদত্যাগ করেন।

সফর মাসে শায়খ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী কাফারকতনার খতীবের দায়িত্ব লাভ করেন এবং তথায় অবস্থান গ্রহণ করেন। শায়খ যায়নুদ্দীন আল-ফারেকী এ বছর মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে বালখার একটি অঞ্চলের উপশাসক নিযুক্ত করা হয়। তিনি এ অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি এলে তাঁর সঙ্গে আল-ফারেকীর দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা হয়। তখন শরফুদ্দীন আল-ফাযারীকে খতীবের এবং শায়খ কামালুদ্দীন শয়াইশীকে আশ্-শামিয়াতুল বারানিয়া ও দারুল হাদীসের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এটি হয় শায়খ তকিউদ্দীন ইবন তাইমিয়্যার ইংগিতে। আন্-নাসিরিয়্যাকে তাঁর থেকে নিয়ে শায়খ কামালুদ্দীন ইবন্ যামলিকানীকে প্রদান করা হয় এবং এ ব্যাপারে তাঁর থেকে স্বাক্ষর নেয়া হয়। শায়খ শরফুদ্দীন ইমামত ও খিতাবাতের অর্থাৎ ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার সুন্দর কুরআন পাঠ, সুললিত কণ্ঠ এবং উত্তম চরিত্রের কারণে তাঁর নিয়োগে জনতা আনন্দিত হয়। কিন্তু রবিউল আউয়ালের বাইশ তারিখ সোমবার মিসর থেকে শায়খ সদরুদ্দীন ইবন উকীল-এর নিকট দূত আসে। অবশ্য তার আগেই তার নিকট এই মর্মে আদেশনামা আসে যে, তাঁর হাতে অধ্যাপনার যে দায়িত্ব বিদ্যমান রয়েছে, তার সাথে আল-ফারেকীরও সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে। ফলে তিনি রাজ্যের শাসনকর্তার সঙ্গে

প্রাসাদে মিলিত হন এবং তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে জামে মসজিদে চলে যান। তার জন্য দারুল খিতাবাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। তিনি সেখানে অবস্থান করেন। জনতা এসে তাঁকে স্বাগত জানায়। কারী ও মুআযযিনগণ তাঁর নিকট এসে হাজির হয়। তিনি জনতাকে নিয়ে আসরের নামায আদায় করেন। এভাবে তিনি দুদিন ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। দুদিনের মাথায় জনতা তাঁর নামায ও খুতবায় দুঃখ প্রকাশ করে এবং শাসনকর্তার নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। ফলে রাজা তাঁকে খতীবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে কেবল দারস ও দারুল হাদীসের দায়িত্বে বহাল রাখেন। পাশাপাশি খিতাবাতের পদে শায়খ শরফুদ্দীন আল-ফাযারীর নামে ফরমান আসে। শায়খ শরফুদ্দীন জুমাদাল উলার সতেরো তারিখ শুক্রবার খুতবা দান করেন। তাঁকে মূল্যবান পোশাক উপহার দেয়া হয়। তাতে জনতা আনন্দিত হয়। শায়খ কামালুদ্দীন ইবন যামলিকানী ইবন উকীল-এর হাত থেকে আশ্‌শামিয়াতুল বারানিয়ার অধ্যাপনার দায়িত্ব বুঝে নেন। প্রথমোক্ত দুটি মাদ্রাসার দায়িত্বও পূর্ববৎ বহাল থাকে। আমার ধারণা মতে সে দুটি মাদ্রাসা হলো আল্ আযরাবিয়া ও আশ্‌শামিয়াতুল জাওয়ামিয়্যাহ।

জুমাদাল উলার বারো তারিখে দূত এই মর্মে ফরমান নিয়ে আসে যে, আসসানজারীকে দুর্গপতির পদে পুনর্বহাল করা হোক এবং ইয্‌যুদ্দীন আল্‌হামাবীর স্থলে আমীর সাইফুদ্দীন আল-জুনদারানীকে হিমসের শাসক নিযুক্ত করা হোক। উল্লেখ্য, ইয্‌যুদ্দীন আল-হামাবী তখন মৃত্যুবরণ করেন।

রমজানের বারো তারিখ শনিবার তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য মিসর থেকে অভিযানে বের হয়। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় দামিশকের দুই হাজার সৈন্য। তারা হিমসের অধিপতি আল-জুকনদারানীকে সঙ্গে নিয়ে নেয়। সকলে হামাত গিয়ে উপনীত হয়। এখানে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় হামাতের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন কাবহাক পরে এসে পৌঁছায় তারাবলিসের নায়েব ইসতাদমার, আরো এসে যোগ দেয় হাসবের নায়েব কারাসিনকার। এবার তারা দুই দলে বিভক্ত হয়। একদল কাবহাকের নেতৃত্বে আলতিয্যার উপকণ্ঠ ও রোম দুর্গ অভিমুখে রওনা হয়। অপর দল রওনা হয় কারাসিনকার-এর নেতৃত্বে। তারা দারবান্দাতে ঢুকে পড়ে এবং তালহামদুনকে অবরোধ করে ফেলে। দীর্ঘ অবরোধের পর যিলকদ মাসের তিন তারিখে তারা বলপ্রয়োগে দুর্গটির দখল বুঝে নেয়। এর জন্য দামশকে উৎসব পালন করা হয়। সীস শাসনকর্তার সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি হয় যে, জায়হান নদী থেকে হালব পর্যন্ত এবং মাওয়ারাউন্নাহারের নগরী থেকে শুরু করে আশপাশের সমস্ত অঞ্চল মুসলমানদের হয়ে যাবে। আরো চুক্তি হয় যে, দুই বছরের মাথায় মুসলমানরা আক্রমণ করার অধিকার সংরক্ষণ করবে। এই চুক্তির ঘটনা ঘটে আরমানের বেশ কিছু আমীর ও নেতার নিহত হওয়ার পর উক্ত সেনাবাহিনী বিজয়ী বেশে দামেশক ফিরে আসে। তারপর মিসরীয় বাহিনী তাদের অগ্রসেনানী আমীর সালাহ-এর নেতৃত্বে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

বছরের শেষের দিকে কাযান-এর মৃত্যু এবং তাঁর ভাই খারবান্দার ক্ষমতায় আরোহনের ঘটনা ঘটে। ইনি হলেন তাতার সম্রাট কাযান। তার নাম মাহমুদ ইব্ন উরগুন আবগা। ঘটনাটি ঘটে শাওয়ালের চৌদ্দ, এগারো কিংবা তেরো তারিখে হামাদানের সন্নিকটে। সেখান থেকে তাকে শাম নামক স্থানে তাঁর ইযাবরীন কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। কথিত আছে যে, তিনি

বিষে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই খারবান্দা মুহাম্মদ ইব্ন উরতুন রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হন। তাঁকে অলি-মালিক গিয়াসউদ্দীন উপাধি দেয়া হয়। ইরাক, খোরাসান ও অন্যান্য নগরীতে তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়।

এ বছর মিসরের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন সাল্লার হজ্জ করেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিল চল্লিশজন আমীর এবং আমীরদের সকল সন্তান মিসরের উজির আমীর ইয্‌যুদ্দীন আল-বাগদাদীও তাদের সঙ্গে হজ্জ করেন। বারাকাতে তার স্থলে নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ আশ-শায়খীকে নিয়োগ দান করা হয়। সাল্লার মহা সমারোহে রওনা হন। মিসরী হাজী কাফেলার আমীর ছিলেন ইরাক আল্-হুসামী।

শায়খ সফিউদ্দীন প্রধান শায়খের পদ পরিত্যাগ করেন। এ পদে কাজী আব্দুল করীম ইব্ন কাজিউল কুজাত মুহিউদ্দীন ইব্ন যাকীকে নিয়োগ দান করা হয়। যিলকদের এগারো তারিখ শুক্রবার তিনি খানকায় উপস্থিত হন। ইবন্ সামরী, ইয্‌যুদ্দীন আল্-কালামিসী, আস্-সাহিব ইব্ন মায়সার, মুহতাসিব একদল মানুষ তাঁর নিকট উপস্থিত হন।

যিল্‌কদ মাসে বড় মাপের এক কমান্ডার তাতারীদের থেকে পালিয়ে ইলামী রাজ্যে ফিরে আসে। তিনি হলেন আমীর বদরুদ্দীন জংকী ইবনুল বাবা। তার সঙ্গে ছিল আরো প্রায় বিশ ব্যক্তি। তারা জুমার দিন জামে মসজিদে এসে হাজির হয়। তারপর মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তাকে সাদরে বরণ করা হয় এবং আল্‌ফ-এর শাসক নিযুক্ত করা হয়। অঞ্চলটির অবস্থান ছিল আমিদ নগরীতে। তিনি সুলতানের হিতকামনা করতেন, তাঁর সঙ্গে পত্রযোগাযোগ রাখতেন এবং তাতারীদের গোপন সংবাদ অবহিত করতেন। এ কারণে পাসিরিয়া রাজ্যে তার মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল।

তাতার শাসক কাযানের যেসব সভাষদ মারা যায়ঃ

আশ্-শায়খ আল্-কুদওয়া আল্-আবিদ আবু ইসহাক

আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মা'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল করীম আর- রুকী আল-হাম্বলী। তিনি প্রাচ্য বংশোদ্ভূত ছিলেন। জন্ম রুকায়, ছয়শত সাতচল্লিশ হিজরীতে। ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করেন এবং কিছুসংখ্যক হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি দামেশ্‌ক এসে জামে মসজিদের পূর্ব মিনারের নিচতলায় পরিবারসহ বসবাস করেন। তিনি বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলের কাছে সম্মানিত ছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাষী এবং অধিক ইবাদতকারী ছিলেন। তিনি সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন, সৎ লোকদের সঙ্গে ওঠাবসা করতেন, কোমল ভাষায় কথা বলতেন এবং অধিক পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন। তিনি জগতের অন্য সব মানুষের তুলনায় শক্তিশালী তাওয়াজ্‌জুহর অধিকারী ছিলেন। তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ও মূলনীতিদ্বয়ে অভিজ্ঞ 'আলিম ছিলেন। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ ও ভাষণ রয়েছে। আছে চমৎকার কিছু কবিতা। তিনি মুহ্‌াররমের পনেরো তারিখ শুক্রবার রাতে নিজ বাড়িতে ইন্তিকাল করেন। জুমার নামাজের পর তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। আস-সাফ্‌হ এ শায়খ আবু উমর-এর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযা এক বিশাল সমাবেশের রূপ ধারণ করেছিল। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁর কবরকে মর্যাদায় ভূষিত করুন।

এ মাসে দারুল আফরাম-এর ওস্তাদ আমীর যাইনুদ্দীন কারাজা মৃত্যুবরণ করেন এবং আন-নাহ্‌র এর সন্নিকটে ময়দানুল হাসার কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আব্দুস সালাম

তিনি ইব্‌ন হাম্বলী নামে পরিচিত। মুসলিম বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে যে কজন মহান ব্যক্তি থাকা-এর নিকট যাওয়া-আসা করেছিলেন, ইনি তাঁদের একজন ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন এবং আপন রহমতে তাঁকে জান্নাতে নসীব করুন।

খতীব জিয়াউদ্দীন

তিনি হলেন আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইব্‌ন খতীব জামালুদ্দীন আবুল ফারজ্ আব্দুল ওয়াহহাব ইব্‌ন আলী আহমাদ ইব্‌ন আকীল আস্-সুলামী। তিনি ও তাঁর পিতা প্রায় ষাট বছর বা'অলাবাক্কা-এর খতীব ছিলেন। তিনি ছয়শত চৌদ্দ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং আল-কাযবিনী থেকে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ভালো মানুষ ছিলেন, ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী এবং বিখ্যাত ন্যায়পরায়নদের একজন। তিনি সফর মাসের- তিন তারিখ সোমবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁকে বাবে সাতহায় দাফন করা হয়।

শায়খ যায়নুদ্দীন আল-ফারেকী

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ফিহ্‌র ইবনু হাসান আবু মুহাম্মদ আল-ফারেকী। তিনি শাফেয়ীদের শায়খ। তিনি ছয়শত তেত্রিশ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন, ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করেন এবং একাধিক মাদ্রাসায় দারস প্রদান করেন। তিনি দীর্ঘ কাল যাবত ফাতাওয়া প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন। কাযান-এর হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনিই দারুল হাদীসকে পুনঃনির্মান করেন। নবাবীর পর থেকে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ সাতাশ বছর তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেন। সেই সঙ্গে ছিল আশ্-শামিয়াতুল বারানিয়া এবং আল্-উমাবী জামে মসজিদের খতীবের দায়িত্ব। তিনি শেষোক্ত দায়িত্বটি মৃত্যুর পূর্বে নয় মাস পালন করেন। তিনি দারুল খিতাবাতে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। জুমার দিন আসরের পর সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। শনিবার সকালে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। বাবুল খিতাবাতের নিকট ইব্‌ন ছাছরী, আল-খায়ল বাজারে হানাফী কাজী শামসুদ্দীন ইবন্ হারীরী এবং আস-সালেহিয়ার নিকট হাম্বলীদের কাজী তকিউদ্দীন সুলায়মান তাঁর জানাযায় ইমামত করেন। এরপর নিজ পারিবারিক কবরস্থান তথা শায়খ আবু উমর (রহ)-এর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর শরফুদ্দীন আল্-ফাযারী খিতাবাতের, ইব্‌ন ওয়াকীল দারুল হাদীসের শায়খের এবং ইব্‌ন যামলিকানী আশ-শামিয়াতুল বারানিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

আল্-আমীরুল কবীর ইয়বুদ্দীন আইবেক আলহামাবী

তিনি কিছুকাল দামেশকের নায়েব-এর দায়িত্ব পালন করেন। পরে তাকে এ পদ থেকে অপসারণ করে সারখাদ পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার মৃত্যুর এক মাস পূর্বে তাকে এ পদ থেকে অপসারণ করা হয়। তার মৃত্যুর এক মাস পূর্বে তাকে হিমসের নায়েব নিযুক্ত করা হয়। তিনি রবিউল আখারের বিশ তারিখে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। অবশেষে নিজ কবরস্থানের পশ্চিম দিকে ইব্ন কাওয়াম-এর পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্-কাযাব মসজিদের গোসলখানাকে তারই নামে 'হাম্মামুল হামাবী' নামকরণ করা হয়েছে। এই মসজিদটি তিনিই তাঁর শাসনামলে নির্মাণ করেছিলেন।

উজির ফাতহুদ্দীন

তিনি হলেন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন খালিদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন নাস্র ইব্ন সাকার আল-কুরাশী আল-মাখযূমী ইব্ন কায়সারানী। তিনি মহান শায়খ ছিলেন। তিনি সাহিত্যিক, কবি এবং রাজদরবারের অনুগ্রহ ধন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কিছুকাল দামিশকের উজিরের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর কিছুদিন মিসরের একস্থানে অবস্থান করেন। ইলমে হাদীসে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্ব ছিল। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখিত সাহাবীদের নাম বিষয়ে তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে এবং বড় দুইটি খণ্ডে উক্ত সাহাবীদের কিছু হাদীসও সংকলন করেন। এই গ্রন্থটি তিনি দামিশকের আল্-মাদ্রাসাতুল নাসিরিয়ার নামে ওয়াকফ করে দেন। হাকিম আদ্-দিমরাতী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। দিমরাতীর শায়খদের মধ্যে ইনিই সর্বশেষে মৃত্যুবরণ করেন। ইনি রবিউল আখারের একুশ তারিখ শুক্রবার কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সিরিয়ার কারসারিয়া বংশোদ্ভূত। তাঁর দাদা মুআফফিকুদ্দীন আবুল বাকা খালিদ নুরুদ্দীন শহীদ-এর উজির ছিলেন। তিনি চমৎকার হস্তাক্ষর জানতেন। পাঁচশত আটাশি হিজরীতে সালাহুদ্দীন-এর আমলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইব্ন নাস্র ইবন্ সাকার চারশত আটচল্লিশ হিজরীতে ফিরিঙ্গি আগ্রাসনের আগে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। চারশত সত্তর হিজরীর পর ফিরিঙ্গি আগ্রাসনের সময় তাঁর পরিজন হলিব চলে যায় এবং তারা সেখানেই বসবাস করে। তিনি কবি ছিলেন। তার একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থও রয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল।

এই ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা ইব্ন কাছীর-এর পিতার জীবনচরিত

এ বছর আব্বাজান মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হলেন খতীব শিহাবুদ্দীন আবু হাফ্স উমর ইব্ন কাছীর ইব্ন জুবান কাছীর ইবন্ জুবান। তিনি ছিলেন- বনূ হাসালার কারশী গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই গোত্রটি অভিজাত বলে খ্যাত ছিল। কৌলিন্য ছিল তাদের হাতে। আমাদের শায়খ আল্-মাযী এতদসংক্রান্ত কিছু তথ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিস্মিত হন। সে কারণেই তখন থেকে তিনি আমার নিকট পত্র লিখতে শুরু করেন। আল্-কারশী একটি গ্রামের নাম। তার অপর নাম ছিল শারকুরীন গারবী বসরী। তিনি ছয়শত চল্লিশ হিজরীর শেষের দিকে উক্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং বসরায় আমাদের নিকট ইল্মে দ্বীন অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইমাম আবু

হানীফার (র)-এর মাযহাবের উপর রচিত আল-বিদায়াহ গ্রন্থ পাঠ করেন এবং যুজাজীর জুমাল মুখস্ত করেন। ইলমুন্নাহু ও আরবী ভাষায়ও তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি আরবের বিভিন্ন কবিতা মুখস্থ করেন। এমনকি তিনি প্রশংসা শোক ও নিন্দা বিষয়ক ভালো ভালো মানোত্তীর্ণ কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি বুসরার বিভিন্ন মাদ্রাসায় উষ্ট্রীর ঘরে অবস্থান করতেন। সেখানে মানুষ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো। এটি ছিল মানুষের কাছে উট্ বাঁধার বিখ্যাত স্থান। তবে তথ্যটি সঠিক কিনা আল্লাহ্ই তা ভালো জানেন। অবশ্য পরে তিনি পূর্ব বসরার গ্রামে খতীবের দায়িত্ব নিয়ে চলে যান এবং ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব অবলম্বন করেন। তিনি নবাবী ও শায়খ তকিউদ্দীন আল-ফাযারী থেকে ইলমে দ্বীন হাসিল করেন। আমাদের শায়খ আল্লামা ইবনুয্‌যামলিকানী আমাকে বলেছেন, শায়খ শিহাবুদ্দীন শায়খ তকিউদ্দীন আল-ফাযারীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। উক্ত অঞ্চলে তিনি প্রায় বারো বছর অবস্থান করেন। তারপর তিনি তার মায়ের জন্মভূমি মাজিদাল গ্রামে খতীবের দায়িত্ব নিয়ে চলে যান। সেখানে তিনি দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি সব সময় নেক-আমল ও অধিক পরিমাণে কুরআন-তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করেন। তিনি চমৎকার ভাষণ দিতেন। তার অনেক বাণী মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। এটি ছিল তার দীনদারী, বাকপটুতা ও মধুর ভাষার কারণে। তিনি শহরে অবস্থান করাকে প্রাধান্য দিতেন। কারণ, সেখানে মমতা এবং নিজেরও পরিজনের হালাল খাদ্য পাওয়া যেত। তাঁর একাধিক সন্তান ছিল। বড়জনের নাম ছিল ইসমাঈল, তারপর ইউনুস ও ইদরীস। এরা এক মায়ের সন্তান। আরেক মায়ের সন্তানরা হলো আব্দুল ওহহাব, আব্দুল আযীয ও মুহাম্মদ এবং কয়েক বোন। তারপর আমি- সকলের ছোট। আমার নাম রাখা হলো বড় ভাইয়ের নামে ইসমাঈল। কারণ, তিনি দামিশ্‌ক গিয়ে প্রথমে পিতার নিকট কুরআন হিফয করেন। ইলমুন্নাহু বিষয়ে লিখিত মুকাদ্দামা পাঠ করেন। আল্লামা তাজুদ্দীন আল্‌-ফাযারীর নিকট আততামবীহ ও তার ব্যাখ্যা মুখস্ত করেন এবং উসূলে ফিকাহর উপর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করেন। এসব তথ্য আমাকে আমার শায়খ ইবন্ যামলিকামী বলেছেন। তারপর তিনি কর্মজীবনে আত্মনিয়োগ করার পর একদিন আশশামিয়াতুল বারামিয়ার ছাদ থেকে পড়ে যান। তার কয়েকদিন পরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে পিতাজি অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়েন এবং তার নামে শোক গাথাঁ আবৃত্তি করেন। পরে যখন আমি জন্মগ্রহণ করি, তখন পিতাজি তার নামে আমার নাম রাখেন ইসমাঈল। ফল দাঁড়াল এই যে, আব্বাজানের বড় সন্তানও ইসমাঈল এবং সর্বশেষ ও সর্ব কনিষ্ঠ সন্তানও ইসমাঈল। আল্লাহ্ সেই লোকটির উপর রহমত নাযিল করুন, যিনি গত হয়ে গেছেন এবং বর্তমানদের জন্য কল্যাণ রেখে গেছেন। আমার পিতা সাতশত তিন হিজরী জুমাদাল উলায় মাজিদাল গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন এবং উক্ত গ্রামের উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চলের কবরস্থানে যাবতুনের নিকট তাকে দাফন করা হয়। আমি তখন ছোট ছিলাম- তিন বছরের শিশু মাত্র। বিষয়টি অনুভব করতে পারি স্বপ্নের মতো। তারপর আমরা কামালুদ্দীন আব্দুল ওহহাব-এর সঙ্গে সাতশত সাত হিজরীতে দামিশক ফিরে আসি। আমাদের তিনি ভাইয়ের মতো ছিলেন এবং আমাদেরকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন সাতশত পঞ্চাশ হিজরীতে। আমি তারই হাতে ইলমে দ্বীন অর্জনে আত্মনিয়োগ করি। আল্লাহ্

তাঁর উসিলায় আমার জন্য সহজকে সহজ করে দেন এবং কঠিনকেও সহজ করে দেন। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

আমাদের শায়খ হাফিয ইলমুদ্দীন আল-বারযালী তার গ্রন্থে লিখেছেন: শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাদ আল্-কুদসী আমাকে খতীব শিহাবুদ্দীন সম্পর্কে এরূপ তথ্য প্রদান করেছেন। মুহাদ্দিস শামসুদ্দীন ইব্‌ন সাদ-এর লেখা থেকেও আমি তা উদ্ধৃত করেছি। অনুরূপভাবে হাফিয আল-বারযালীর লিপি থেকেও বড় জাহাজসমূহের দ্বিতীয় জাহাজে বসে আমি এ বিষয়ে অবহিত হয়েছি।

বসরার এক গ্রামের খতীব উমর ইব্‌ন কাছীর বলেন, তিনি এক মহান ব্যক্তি ছিলেন। তার ভালো ভালো কিছু কবিতা আছে। তাঁর কিছু ধাঁধা মুখস্ত ছিল। তাঁর অনেক সাহস ও শক্তি ছিল। আমি আমাদের শায়খ তাজুদ্দীন আল-ফাযাভীর উপস্থিতিতে তাঁর থেকে কিছু কবিতা লিখে নিয়েছিলাম। তিনি সাতশত তিন হিজরীর জুমাদাল উলায় বসরার মাজিদাল গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত গ্রামের খতীব শিহাবুদ্দীন আবু হাফ্স উমর ইব্‌ন কাছীর আল-কুরাশী ছয়শত সাতাশি হিজরীর মধ্য শাবানে আমাদেরকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

৭০৪ হিজরী (৪ আগস্ট ১৩০৪)

যখন এ বছরের নতুন চাঁদ উদিত হয় তখন খলীফা, সুলতান, প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উল্লিখিত অবস্থায়ই ছিলেন। রবিউল আউয়ালের তিন তারিখ শনিবার আল-হাকিম জামে মসজিদে দারস ও অজিফার কার্যক্রম শুরু হয়। সাতশত দুই হিজরীর শেষের দিকে মিসরে সংঘটিত ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হওয়ার পর আমীর বাইবারস আল্-জাশানকীর আল-মানসূরী মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করে এই কার্যক্রম শুরু করেন। চারজন বিচারপতিকে চার মাযহাবের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তাছাড়া সা'দুদ্দীন আল-হারেছীকে শায়খুল হাদীস, আছীরুদ্দীন আবু হায়্যানকে শায়খ-সুন্নাহ্, শায়খ নূরুদ্দীন আশ্‌শাতনফীকে সাত কিরাতের শায়খ এবং শায়খ আলাউদ্দীন আল-কারনারীকে শায়খ ইফাদাতুল 'উলূম নিযুক্ত করেন।

জুমাদাল আখিরায় আমীর রুকনুদ্দীন বাইবারস এবং আমীর সাইফুদ্দীন বকতিমোর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে তারা দুজন দামিশকের বড় দুই প্রহরীতে পরিণত হন।

রজব মাসে শায়খ তকিউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়্যার দরবারে এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হয়, যে বড় ও অনেক প্রশস্ত দালাক পরিধান করত। তার নাম আল-মুজাহিদ ইব্রাহীম আল-কাত্তান। শায়খ পোশাকটি ছিড়ে ফেলার আদেশ দেন। সঙ্গে-সঙ্গে চতুর্দিক থেকে লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে পোশাকটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। লোকটি লম্বা চুলওয়ালা ছিল। শায়খ তার মাথাটা মুড়িয়ে দিতে আদেশ করেন। নখগুলো অনেক লম্বা ছিল। শায়খ সেগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। তাছাড়া মুখের উপর ঝুলন্ত সুন্নত পরিপন্থী গোঁফও কেটে ফেলেন। অবশেষে তাকে অশ্লীল কথা, মস্তিষ্ক বিকৃতকারী বস্তু যথা হাশীশ, হারাম খাবার ইত্যাদি থেকে তাওবা করার নির্দেশ দেন।

তারপর হাজির করা হয় শায়খ মুহাম্মদ খাব্বায আল-বালাসীকে। তাকেও হারাম বস্তু খাওয়া এবং যিম্মীদের সঙ্গে মেলামেশা করা থেকে তাওবা করার আহ্বান জানান। তার নামে এই মর্মে ফরমান জারি করেন যে, সে যেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা এবং অন্য যেসব বিষয়ে তার জ্ঞান নেই, সেসব বিষয়ে কথা না বলে।

ঠিক এমাসে শায়খ তকিউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ মসজিদুত্তারীখে গিয়ে তাঁর অনুসারী ও পাথর মিস্ত্রিদের একটি পাথর খণ্ডকে ভেঙে ফেলার আদেশ করেন। পাথরটি কাবিত নদীর তীরে স্থাপিত ছিল। মানুষ সেটি যিয়ারত করত এবং তার নামে মানত করতো। শায়খ তকিউদ্দীন পাথরটি ভেঙে ফেলেন এবং মুসলমানদেরকে তার ও তার শির্‌ক থেকে নিষ্কৃতি দান করেন। তিনি মুসলমানদের থেকে এমন একটি সংশয় দূর করে দেন, যার অপকারিতা ছিল বিরাট। এ কারণে এবং এ ধরনের আরো কিছু কারণে একদল মানুষ তাকে হিংসা করে এবং তাঁর শত্রু হয়ে যায়। অনুরূপ ইব্‌ন আরাবী ও তার অনুসারীদের সঙ্গে তাঁর কথা বলাও এই হিংসা-বিদ্বেষের একটি কারণ। তথাপি তিনি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করেননি এবং কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। বড়জোর তারা তাকে শুধু আটক করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তারপরও তিনি কথা বলা বন্ধ করেননি, না মিসরে, না সিরিয়ায়। তিনি শত্রুর কোন আচরণেরই তোয়াক্কা করেননি। তারা তাঁকে ধরে বন্দি করে রাখে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে। সকলকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হতে হবে এবং তাঁর নিকট হিসাব দিতে হবে।

রজব মাসে প্রধান বিচারপতি নাজমুদ্দীন ইব্‌ন ছাছরী মাদ্রাসা আল-আদিলিয়া আল-কাবীরায় ইজলাসে বসেন এবং মাদ্রাসা ভবন পুনঃনির্মানের পর সিংহাসন তৈরি করেন। কাযান-এর ঘটনার পর মাদ্রাসাটি বিধ্বস্ত থাকার কারণে আর কেউ সেখানে বিচারকার্য পরিচালনা করেননি। শায়খ বুরহানুদ্দীন আল-ফাযারীর নিকট রাজ কোষাগারের দায়িত্ব গ্রহণের ফরমান আসে। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। এরপর শায়খ কামালুদ্দীন ইবনুয যামালিকামীর নিকট ফরমান আসে খাযানার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণের এবং তিনি তা গ্রহণ করেন এবং তাঁকে মূল্যবান পোশাক উপহার দেয়া হয়। তিনি জুমার দিন কর্মস্থলে যোগদান করেন। এই দুটি দায়িত্ব ছিল নাজমুদ্দীন ইব্‌ন আবুত্তায়্যিব এর হাতে। তিনি মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্‌র রহমতের কোলে চলে গেছেন।

শা'বান মাসে একদল মানুষ মধ্য শাবানের অনুষ্ঠানাদি বাতিল করাবার চেষ্টা করে। তারা এই মর্মে আলিমদের পত্রাবলিও সংগ্রহ করে। এ বিষয়ে তারা রাজ্যের নায়েবের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হননি; বরং তারা তাঁকে উত্তেজিত করে তোলে এবং মধ্য শাবানের রাতে নামাযও পড়া হয়।

রমাযানের পাঁচ তারিখে শায়খ কামালুদ্দীন ইবনুশ্‌শুরায়শী বায়তুল মালের দায়িত্ব নিয়ে মিসর থেকে এসে পৌছান। সাত রমযানে পোশাক পরিধান করেন এবং আশশাবাকুল কামালীতে ইব্‌ন ছাছরীর নিকট গিয়ে উপস্থিত হন।

শাওয়ালের সাত তারিখে মিসরের উজির নাসিরুদ্দীন ইব্‌ন শায়খী পদচ্যুৎ হন, তার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর এ মর্মে সার্কুলার জারি করা হয় এবং যিলকদ মাসে মৃত্যুবরণ

করা পর্যন্ত তাকে শাস্তি দেয়া হয়। তার স্থলে সাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আতাকে উজীরের পদে নিয়োগ দেয়া হয় এবং তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়।

যিলকদ মাসের বাইশ তারিখ বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি জামালুদ্দীন আয-যাওয়াবী আশ্-শামস মুহাম্মদ ইব্‌ন জামালুদ্দীন ইব্‌ন 'আব্দুর রহমান আল্ বাজারিকিকে হত্যা করার এবং তার রক্ত প্রবাহিত করাবার রায় প্রদান করেন, যদিও সে তাওবা করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তার বিরুদ্ধে কুফরীর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল। এই মামলায় যারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন, তাদের একজন হলেন শায়খ তাজদুদ্দীন আত্তুনসী আল্লাহবী আশ-শাফেয়ী। রায় শুনে আল-বাজরিকি পালিয়ে প্রাচ্যে চলে যায়। সেখানে দুই বছর অবস্থান করে। পরে উক্ত বিচারপতির মৃত্যুর পর ফিরে আসে। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

যিলকদ মাসে রাজ্যের শাসনকর্তা শিকারে যান। রাতে একদল আরব বেদুঈন তাদের উপর আক্রমণ চালায়। আমীরগণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের প্রায় অর্ধেক লোককে হত্যা করে ফেলে। সাইফুদ্দীন বাহাদুর তামার নামক এক আমীর আরবদের তুচ্ছ জ্ঞান করে তাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। ফলে তাদের এক ব্যক্তি বর্শা দ্বারা আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলে। অগত্যা আমীরগণ পুনরায় আক্রমণ করে আবারো তাদের কিছু লোককে হত্যা করে। তারা তাদের এক ব্যক্তিকে ধরে ফেলে। তাদের ধারণা ছিল, সে-ই উক্ত আমীরকে হত্যা করেছিল। ফলে দুর্গের নিচে ফাঁসি দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। আর আমীর সাইফুদ্দীন বাহাদুরকে আলাসতু কবরস্থানে দাফন করা হয়।

যিল্‌কদ মাসে শায়খ শামসুদ্দীন ইব্‌নুন্নাকীব এবং একদল আলিম দারুল হাদীস আন-নূরিয়্যা ওয়াল কাত্তযিয়্যার শায়খ আলাউদ্দীন ইব্‌ন আত্তার-এর জারিকৃত ফাতাওয়ার উপর আপত্তি উত্থাপন করেন। ফাতাওয়াটি শাফেয়ী মযহাবের পরিপন্থী ছিল। আর তাতে অনেক ভ্রান্তিও ছিল। তাতে শায়খ আলাউদ্দীন সংশয়াপন্ন হয়ে পড়েন এবং হানাফীদের শরণাপন্ন হন। পরে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং নিজ পদমর্যাদায় তাকে বহাল রাখা হয়। পরে এ তথ্য রাজ্য শাসকের কানে পৌঁছে যায়। তিনি অভিযোগকারীদের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এ মর্মে সার্কুলার জারি করেন। অবশ্য পরে উভয় পক্ষের মাঝে সমঝোতা হয়ে যায় এবং রাজ্য শাসকও এই মর্মে সার্কুলার জারি করেন, যেন ফকীহদের মাঝে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়।

যিল্‌হজ্জ মাসের এক তারিখে শায়খ তকিউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ একদল সহচর সহ আল-জারাদ ও আস্-সাকরাওয়ানীন পর্বতে গমন করেন। নাকীবুল আশরাফ যাইনুদ্দীন ইব্‌ন আদনানও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তারা সেখানকার একদল মানুষকে তাওবা করার আহ্বান জানান এবং তাদেরকে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য করেন। এরপর তিনি বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

শায়খ তাজুদ্দীন ইব্‌ন শামসুদ্দীন ইব্‌ন রিফায়ী

তিনি দীর্ঘকাল উম্মে উবায়দায় আহমাদিয়াদের শায়খ ছিলেন। তাঁর থেকে ফকীরদের অনুমতিপত্র লিখে নেয়া হতো। তাঁর মৃত্যুর পর তাকে বাতায়িহে তাঁর পূর্বসূরীদের নিকট দাফন করা হয়।

সদর নাজমুদ্দীন ইব্ন উমর

ইব্ন আবিল কাসিম ইব্ন আব্দুল মুনঈম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন আবিল কাতায়িব ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবিত্তায়্যিব। তিনি বাইতুল মালের প্রতিনিধি এবং কোষাগারের সংরক্ষক ছিলেন। একই সময়ে তিনি আলমারিস্তান আনূরী প্রভৃতিরও দায়িত্বশীল ছিলেন। জুমাদাল আখিরার পনেরো তারিখ বুধবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং 'বাবুস সাগীরে' পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

৭০৫ হিজরী (২৪ জুলাই ১৩০৫)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখনও খলীফা আল-মুসতাক্ফী বিল্লাহ সুলতান আল-মালিকুন নাসির এবং উল্লিখিত শাসকবর্গ পূর্ববর্ণিত অবস্থায়ই ক্ষমতাসীন ছিলেন।

এ সময় সংবাদ আসে যে, একদল তাতারী গোপনে হালব বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছে। সে কারণে হালব নগরীতে ব্যাপক মাতম হয়।

মুহাররম মাসের এক তারিখে প্রধান বিচারপতি ইমামুদ্দীন-এর ভাই জালালুদ্দীন আল-কাযবিনী ইবন্ ছাছরীর নায়েব হিসেবে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। দুই তারিখে রাজ্যপাল সিরিয়ার অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে রওনা হন। একই তারিখে তাঁর আগে ইব্ন তাইমিয়্যার নেতৃত্বে অপর একদল সৈন্য রওনা হয়েছিল। তারা আল জারাদ, আর রাকাজ ও তায়ামিনা নগরীতে গিয়ে উপণীত হয়। শায়খের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার পর এবার নায়েবুস সালতানাত আল-আকরাম স্বয়ং তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হন। ফলে মহান আল্লাহ্ শত্রুবাহিনীর উপর তাদেরকে বিজয় দান করেন। তারা তাদের বহুসংখ্যক লোককে হত্যা করে। তারা তাতারীদের অনেক ভূমি দখল করে নেয়। নায়েব আল্-আকরাম শায়খ ইব্ন তায়মিয়্যা এবং সেনাবাহিনীকে সঙ্গে করে দামিশক ফিরে আসেন। এই যুদ্ধে শায়খের উপস্থিতির কারণে অনেক কল্যাণ সাধিত হয়েছে। শায়খ এই যুদ্ধে ইল্ম ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ফলে শত্রুপক্ষের হৃদয় তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ভাবনায় ভরে উঠে।

জুমাদাল উলার এক তারিখে কাজী আমীনুদ্দীন আবুবকর ইব্ন কাজী ওজীহুদ্দীন 'আব্দুল আজীম ইব্ন রিফায়ী আল্-মিসরী ইয্যুদ্দীন ইব্ন মুবাশ্যির-এর পরিবর্তে নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে কায়রো থেকে দামিশক আগমন করেন।

আহ্মাদিয়াদের সঙ্গে শায়খ ইব্ন তাইমিয়্যার ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি

জুমাদাল উলার নয় তারিখ শনিবার আহমদী ফকীরদের বিপুলসংখ্যক লোক আল্-আবাক প্রাসাদে রাজ্যের শাসনকর্তার নিকট উপস্থিত হয়। শায়খ তকিউদ্দীন ইব্ন তাইমিয়্যাহও উপস্থিত হন। তারা আমীরদের উপস্থিতিতে রাজ্যের শাসনকর্তার নিকট দাবি জানায়, শায়খ তকিউদ্দীন যেন তাদের উপর শাসন করা থেকে বিরত থাকেন এবং তাদের ভালো-মন্দ তাদেরই হাতে ছেড়ে দেন। উত্তরে শায়খ তাদেরকে বলেন, এটা সম্ভব হবে না। প্রত্যেক মানুষের জন্য কথায়

ও কাজে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি এই দুটি থেকে বেরিয়ে যায়, তার নিন্দা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শায়খের এই উত্তরে তারা তার সঙ্গে এমন শয়তানী আচরণ করতে চাইল, যেমনটি তারা বিভিন্ন মজলিসে করে। শায়খ বলেন, এসব হলো শয়তানী ও বাতিল আচরণ। আর তাদের অধিকাংশ আচরণই প্রতারণা ও অপবাদমূলক। তাদের কেউ যদি আগুনে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হয়, তা হলে সে প্রথমে গোসলখানায় প্রবেশ করে ভালোভাবে শরীরটা ধুয়ে নিক এবং মোটা কাপড় ও মশকের পানি দ্বারা শরীরটা ঘষে মেজে পরিষ্কার করে তারপর আগুনে প্রবেশ করুক, যদি সে সত্যবাদী হয়। যদি ধরে নেয়া হয় কোন এক বিদআতী গোসল করার পর আগুনে প্রবেশ করে, তবে তা লোকটির সৎকর্মপরায়ণতা ও কারামাত প্রমাণ করে না। বরং তার অবস্থা তো শরীয়ত বিরোধী দাজ্জালদের অবস্থার অনুরূপ। এমতাবস্থায় এর বিপরীত চরিত্রের ব্যক্তির অবস্থা কী হতে পারে, তা তোমরাই অনুমান করে নাও! এবার মুনীবি-এর শায়খ শায়খ সালিহ এগিয়ে এসে বলেন, আমাদের চরিত্র আমাদেরই থাকুক! আপনি তো ব্যয় করেন তাতারীরা আক্রমণ করলে। শরীয়ত বাস্তবায়নে আপনি কোনো ব্যয়ই করেন না। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকের মুখ থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। অবশেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তারা গলা থেকে লোহার তওক খুলে ফেলবে, আর যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বেরিয়ে যাবে, তার ঘাড় উড়িয়ে দেয়া হবে। শায়খ নিজে আহমদিয়াদের রীতি-নীতির উপর একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে তিনি তাদের অবস্থা নীতি-আদর্শ, ভ্রান্ত চিন্তা এবং তাদের কোন মতামত কুরআনের অনুরূপ এবং কোনটি কুরআন প্রত্যাখ্যান করে, তা তুলে ধরেন। আল্লাহ্ তাঁর হাতে সুন্নাতের বিজয় দান করেন এবং বিদআতীদের পতন ঘটান। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য।

এ মাসের মধ্য দশকে জালালুদ্দীন ইবন মা'বাদ, ইয্যুদ্দীন ইবন খাত্তাব ও বাকতাশ আল্-হুমামীর মামলুক সাইফুদ্দীন বকতিমোর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং মর্যাদার পোশাক পরিধান করেন। তারা সিংহাসনে আরোহন করেন এবং আল-জারাদ, কাসরাওয়ান ও বুকা পবর্তমালাকে তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

রজবের তিন তারিখ বৃহস্পতিবার মানুষ ইস্তিস্কার সালাতের জন্য সাতহুল মায়যায় সমবেত হয় এবং সেখানে মঞ্চ স্থাপন করে। রাজ্যের শাসনকর্তা এবং সকল কাজী, আলিম ও ফকীর বেরিয়ে পড়েন। সেখানে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে সারগর্ভ এক ভাষণ প্রদান করা হয়। মানুষ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু সেদিন বৃষ্টিপাত হয়নি।

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহর তিন মজলিসের প্রথম মজলিস

রজব মাসের আট তারিখ সোমবার কাজী ও আলিমগণ রাজ্যপতির নিকট তাঁর প্রাসাদে উপস্থিত হন। শায়খ তকিউদ্দীন ইবন তায়মিয়্যাহও তাদের মাঝে ছিলেন। উক্ত মজলিসে শায়খ তকিউদ্দীন আল-ওয়াসিতিয়্যাহর আকীদা পাঠ করে শোনানো হয় এবং তার কিছু অংশ নিয়ে বিশ্লেষণ করা, আর কিছু অংশ দ্বিতীয় মজলিসের জন্য রেখে দেয়া হয়। এরপর তারা উক্ত মাসের বারো তারিখ শুক্রবার নামাযের পর আবার সমবেত হন। এই মজলিসে শায়খ ছফিউদ্দীন আল-হিন্দীও উপস্থিত হন। তিনি শায়খ তকিউদ্দীন-এর সঙ্গে অনেক কথা বলেন। কিছু কিছু

ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। অবশ্য পরে তারা সমঝোতায় উপণীত হন যে, শায়খ কামালুদ্দীন ইব্নুয্‌যামলিকানী শায়খ তকিউদ্দীন-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে দেবেন। জনতা শায়খ কামালুদ্দীন ইব্নয্‌যামলিকানীর মর্যাদা, উন্নত প্রতিভা ও সুন্দর আলোচনায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে যে, তিনি বিতর্কে ইব্ন তাইমিয়্যার সমকক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। অবশ্য পরে 'আকীদা গ্রহণ করা, না করার প্রশ্নে ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরে শায়খ সম্মানিত অবস্থায় নিজ গৃহে ফিরে যান।

আমার নিকট সংবাদ এসেছে যে, যেদিন জনগণ তাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী শায়খ ইব্ন তাইমিয়্যার সম্মানার্থে বাবুন নাস্‌র কুসাঈন পর্যন্ত বাতি বহন করে। তাছাড়া এসব অনুষ্ঠানে তিনি সুলতানের পক্ষ থেকে অজিফার কিতাব বহন করতেন, আর তাঁকে একাজে প্রেরণের প্রেরণা জোগাতেন মালিকীদের কাজী ইব্ন মাখ্‌লূফ। শায়খুল জানাশানকীর শায়খ নাস্‌র আল আম্বাজী ছিলেন তাঁর শত্রু পক্ষের অন্তর্ভুক্ত। তার কারণ এই ছিল যে, শায়খ তকিউদ্দীন ইব্ন তাইমিয়্যাহ আল-মাম্বাজীর সমালোচনা করতেন এবং তাকে ইব্ন আরাবীর ভক্ত বলে অভিহিত করতেন। একদল ফকীহ এমন ছিলেন যে তারা সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্যতা হঠাৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ে বাঁধাদানে একক অধিকার জনসাধারণের আনুগত্য ও ভালোবাসা, অনুসারীদের আধিক্য, সত্যের উপর অটল থাকা এবং ইল্‌ম ও আমলের কারণে ইব্ন তাইমিয়্যাকে হিংসা করতেন। এক সময়ে রাজ্যপতির অনুপস্থিতির কারণে দামিশ্‌কে খুব অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। কাজী একদল শায়খকে তলব করেন এবং তাদের কতিপয়কে লঘু শাস্তি প্রদান করেন। এরপর একদা ঘটনাক্রমে শায়খ জামালুদ্দীন আল-মুযী আল-হাকিম বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মী'আদুল বুখারী পাঠ করার পর কুব্বাতুন নাস্‌র-এর নিচে বুখারীর আফ্‌আলুল ইবাদ কিতাব থেকে জাহমিয়্যাদের দলীল খণ্ডন পরিচ্ছেদটি পাঠ করেন। ফলে উপস্থিত কোনো কোনো ফকীহ ক্ষিপ্ত হন এবং শাফেয়ীদের কাজী ইব্ন ছাছরীর নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। ইব্ন ছাছরী ছিলেন শায়খ জামালুদ্দীন-এর শত্রু। ফলে তিনি আল-মুযীকে কারারুদ্ধ করেন। এ সংবাদ পেয়ে শায়খ তকিউদ্দীন মর্মাহত হন এবং কারাগারে গিয়ে নিজে তাকে সেখান থেকে বের করে আনেন এবং সরাসরি প্রাসাদে চলে যান। সেখানে তিনি কাজী সাহেবকে পেয়ে যান। তারা দু'জনে জামালুদ্দীন আল-মুযীর ব্যাপারে বাক্য বিনিময় করেন। এ সময় ছাছরী প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে কোনো প্রকারে হোক তিনি তাকে পুনরায় জেলে পাঠাবেন। অন্যথায় নিজে পদত্যাগ করবেন। অগত্যা রাজ্যশাসক কাজী সাহেবকে খুশি করার লক্ষ্যে আল-মুযীকে পুনরায় কারারুদ্ধ করার আদেশ প্রদান করেন। ফলে কাজী ইব্‌ন্ ছাছরী তাকে দিন কয়েক আ-কাওসিয়ায় আটক রেখে পরে ছেড়ে দেন। রাজ্যশাসক ফিরে আসলে শায়খ তকিউদ্দীন তাঁকে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে যা কিছু ঘটে তা সব অবহিত করেন। শুনে রাজ্যশাসক মর্মাহত হন এবং রাজ্যে ঘোষণা করে দেন যে, কেউ যেন আক্বীদা বিষয়ে কোনো কথা না বলে। যে ব্যক্তি এ কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে তার বাড়ি ও দোকান-পাট বাজেয়াপ্ত করা হবে। এভাবে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এই তিন বিতর্ক অনুষ্ঠানে সংঘটিত ঘটনাবলির ধরণ কীরূপ ছিল, সে বিষয়ে লিখিত শায়খ তকিউদ্দীনের একটি পরিচ্ছেদ আমি দেখেছি। তারপর শাবানের সাত তারিখে রাজ ভবনে তৃতীয় মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। লোকেরা উল্লিখিত বিশ্বাসে একমত

হওয়ার লক্ষ্যে সমবেত হয়। এদিন ইব্‌ন ছাছরী বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। কারণ, তার কানে যায় যে, উক্ত মজলিসের উপস্থিতিদের কেউ কেউ তাঁর ব্যাপারে আপত্তিকর উক্তি করেছেন। আর তা ছিল ইব্‌নুয্‌যামলিকানীর পক্ষ থেকে। পরে শাবানের ষোল তারিখে সুলতানের পত্র আসে। তাতে তিনি ইব্‌ন ছাছরীকে বিচারকের পদে ফিরিয়ে আনতে আদেশ করেন। আর সুলতান এটি করেন মাম্বাজীর ইংগিতে। পত্রের ভাষ্য ছিল: আমরা শুনেছি, শায়খ ইব্‌ন তাইমিয়্যার একটি মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা তার অন্যান্য মজলিসগুলোরও সংবাদ পেয়েছি। আরো জানতে পেরেছি, তিনি পূর্বসূরীদের মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এসবের মাধ্যমে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ থেকে তাকে মুক্ত করতে চেয়েছি।

তারপর রমজানের পাঁচ তারিখ সোমবার আরেকটি পত্র আসে। তাতে জাগানের দিনগুলোতে শায়খ ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ ও কাজী ইমামুদ্দীন আল-কাযবীনির মাঝে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁকে ও কাজী ইব্‌ন ছাছরীকে মিসর নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। ফলে তারা দু'জন মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। শায়খের সঙ্গে তার একদল সহচরও রওনা হয়। তারা ক্রন্দন করে এবং তাঁর ব্যাপারে শত্রুর আশংকা ব্যক্ত করে। রাজ্যের উপপ্রধান আল্-আফরাম তাঁকে মিসর যাওয়া বর্জন করার পরামর্শ দেন এবং বলেন, আমি এ ব্যাপারে সুলতানকে পত্র লিখব এবং বিষয়টি নিষ্পত্তি করে দেব। কিন্তু শায়খ তাতে সম্মত হননি। তিনি আল-আকরামকে বলেন, আমার মিসর যাওয়ায় মধ্যে বৃহৎ স্বার্থ ও অনেক উপকারিতা রয়েছে।

যাহোক, শায়খ মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। জনতা তাকে বিদায় জানাতে এবং তাকে দেখার জন্য ভিড় জমায়। এমনকি তারা তাঁর বাড়ির দরজা থেকে শুরু করে দামিশ্‌ক ও কাসওয়ার মধ্যখানে অবস্থিত জাসুরা পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। সকলের চোখে অশ্রু, হৃদয়ে ব্যথা।

শনিবার দিন শায়খ গাজায় প্রবেশ করেন। সেখানকার জামে মসজিদে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তারপর তারা দুজন একসঙ্গে কায়রো প্রবেশ করেন। মানুষের হৃদয়গুলোও শায়খের সঙ্গে মিসর ঢুকে পড়ে। তারা রমজানের বাইশ তারিখ সোমবার মিসর প্রবেশ করেন। কারো কারো মতে তারা মিসর প্রবেশ করেন বৃহস্পতিবার। শুক্রবার নামাযের পর দুর্গে শায়খের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সমাবেশে দেশের বিচারপতি ও শীর্ষস্থানীয় প্রশাসক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হন। শায়খ তাঁর স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিতর্ক ও আলাপচারিতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। শাম্‌স ইব্‌ন আদনান তার প্রতিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি ইব্‌ন মাখলূক আল-মালিকীর উপস্থিতিতে দাবি উত্থাপন করেন যে, শায়খ ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ বলে থাকেন যে, আল্লাহ্ প্রকৃত অর্থেই 'আরশে অবস্থান করেন এবং বর্ণ ও শব্দ দ্বারা কথা বলেন। বিচারক তাঁর জবাব তলব করলে শায়খ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। তাঁকে বলা হলো, স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিন। তিনি বলেন, আমার ব্যাপারে মীমাংসা কে করবে? বলা হলো, মালিকী কাজী। শায়খ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি কীভাবে আমার ব্যাপারে ফয়সালা দেবেন? আপনি তো আমার প্রতিপক্ষ। শায়খের এ কথায় তিনি প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন এবং শায়খের বিরুদ্ধে ফরমান জারি করিয়ে তাঁকে কয়েকদিন যাবত বুরুজে

আটক করে রাখেন। তারপর ঈদের রাতে সেখান থেকে বের করে তাঁকে, তাঁর ভাই শরফুদ্দীন 'আব্দুল্লাহ ও যাইনুদ্দীন 'আব্দুর রহমানকে আল-জুব নামে পরিচিত কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়।

মিসরের শাসনকর্তা জাশানকীরের শায়খ আল-মাম্বাজীর ইঙ্গিতে ইব্ন ছাছরীর বিচারকের পদে নিয়োগ নবায়ন করা হয়। তিনি যিলকদ মাসের ছয় তারিখ শুক্রবার দামিশকে ফিরে আসেন। কিন্তু জনতা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। জামে মসজিদে তার নিয়োগপত্র পাঠ করে শোনানো হয়। তারপর এমন একখানা পত্র পাঠ করা হয়, যাতে শায়খ তকিউদ্দীন-এর সমালোচনা এবং তাঁর আকীদার বিরুদ্ধাচরণের উল্লেখ ছিল। এ কথাও লিখা ছিল যে, সিরীয় অঞ্চলগুলোতে এ বিষয়টি ঘোষণা করে দেয়া হোক। ফলে তার মাযহাবের অনুসারীরা ইব্ন তাইমিয়ার বিরুদ্ধাচরণে উঠে-পড়ে লাগে। মিসরেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। জাশানকীর ও তার শায়খ আল্-মাম্বাজী এ কাজের নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং ফকীহ ও ফকীরদের বিপুলসংখ্যক লোক এ কাজে তাদের সহায়তা করেন। এভাবে ব্যাপক আকারে ফিত্না ছড়িয়ে পড়ে। আমি আল্লাহ্‌র নিকট সব ধরনের ফিতনা থেকে পানাহ চাই। মিসরীয় অঞ্চলে হাম্বলীরা চরমভাবে অপদস্থ হয়। কেননা, তাদের বিচারপতির ইল্‌ম ছিল কম, পুঁজি ছিল সামান্য। তিনি হলেন শরফুদ্দীন আল-হাররানী। ফলে তার অনুসারীরা যা পরিণতি ভোগ করার করেছে এবং তাদের অবস্থা যা হওয়ার হয়েছে।

রমজানে হারামে নববীর খাদেমদের পক্ষ থেকে একখানা পত্র আসে। সেই পত্রে সুলতানের নিকট এই মর্মে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছে যে, হারামে নববীর কয়েকটি ফানুস বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা মাতহারার নিকটে অবস্থিত যাকুস সালামের নিকটে মিনার নির্মাণ করা হবে। সুলতান বিষয়টির অনুমোদন দিয়ে দেন। সবগুলো ফানুসের মধ্যে দুটি ছিল সোনার যার ওজন ছিল এক হাজার দিনার। সেই দুটি বিক্রি করে মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। সিরাজুদ্দীন উমরকে খতীবের দায়িত্বের পাশাপাশি এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বও অর্পন করা হয়। কিন্তু বিষয়টি রাফেজীদের নিকট কষ্টের কারণ হয়ে যায়।

যিলকদ মাসের বারো তারিখ বৃহস্পতিবার মিসর থেকে ডাক আসে। তাতে শামসুদ্দীন ইব্ন হুসায়নীকে বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে সে পদে শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন দাউদ আল্-আযরায়ী আল্-হানাফীকে এবং শায়খ তাজুদ্দীন আল্-ফাযারীর পুত্র শায়খ বুরহানুদ্দীনকে আপন চাচা শায়খ শরফুদ্দীন-এর পরিবর্তে খতীবের দায়িত্বে নিয়োগ প্রদান করা হয়। শরফুদ্দীন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তারা এ মাসের তেরো তারিখ শুক্রবার মর্যাদার পোশাক লাভ করেন এবং দায়িত্ব বুঝে নেন। শায়খ বুরহানুদ্দীন চমৎকার এক খুতবা প্রদান করেন। সেই জুমায় বহু সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তার থেকে যাদরায়িয়ার অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে নেয়া হবে, তখন তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পাঁচদিনের মাথায় খতীবের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। ফলে খতীবের পদ শূন্য পড়ে থাকে। সহকারী খতীব নামায ও খুতবার দায়িত্ব পালন করেন। ঈদুল আয্‌হা এসে পড়ে; কিন্তু তখনও কোনো খতীব নেই। রাজ্যের উপ-প্রধান এ বিষয়ে পত্র লিখেন। উত্তরে শায়খ

শরফুদ্দীনের অধ্যাপনার দায়িত্ব বহাল রাখার ফরমান জারী করা হয়। তাতে লিখা হয়, আমরা তার যোগ্যতা সম্পর্কে জানি এবং এও জানি যে, তিনি বাদরায়িয়ার অধ্যাপনার দায়িত্ব পরিত্যাগ করবেন না। ফলে আল-কায়সী জামালুদ্দীন ইবৃন রাহবীকে খতীব নিযুক্ত করা হয়। ইতিপূর্বে তিনি বাদরানিয়ায় কর্মরত ছিলেন। তিনি খতীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সুলতানী সার্কুলার মোতাবেক এ বছরের সফর মাসে দায়িত্বে যোগদান করেন। এবার আল-ফাযারী খতীবের পদ থেকে ইস্তফা দান করে নিজ ঘরে বসে থাকেন। রাজ্যের নায়েব এ বিষয়ে তাকে পত্র লিখেন। কিন্তু তিনি অব্যাহতির উপর অটল থাকেন এবং জীবনে আর কখনো উক্ত পদে ফিরে যাবেন না বলে জানিয়ে দেন। এক বর্ণনা আছে, তিনি দায়িত্বপালনে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। রাজ্যের উপপ্রধান যখন বিষয়টি নিশ্চিত হন, তখন তিনি তাকে তার মাদ্রাসায় ফিরিয়ে দেন এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে এই মর্মে সার্কুলার জারি করেন এবং ইবনুস্ যামলিকানীর পরিবর্তে শামসুদ্দীন ইবন্ খাতীরিকে কোষাগারের দায়িত্ব প্রদান করেন। এ বছর আমীর শরফুদ্দীন হাসান ইবৃন হায়দার লোকদের সাথে নিয়ে হজ আদায় করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

শায়খ ঈসা ইবৃন শায়খ সাইফুদ্দীন রাহ্বী

শায়খ ঈসা ইবৃন শায়খ সাইফুদ্দীন আর-রাহবী ইবৃন সাবিক ইবৃন শায়খ ইয়ূনুস আল-কায়সী। মৃত্যুর পর পশ্চিম দামেশ্‌কের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আল-ওরাকা নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। মুহাররম মাসের সাত তারিখ মঙ্গলবার তার জন্য শোক পালন করা হয়।

আল-মালিকুল আওহাদঃ

ইবৃন মালিক তকিউদ্দীন শাদী ইবৃন মালিকুয যাহির মুজীরুদ্দীন দাউদ ইবৃন মালিকুল মুজাহিদ আসাদুদ্দীন শেরেকোহ ইবৃন নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবৃন আসাদুদ্দীন শেরেকোহ ইবৃন শাদী। তিনি সফর মাসের দুই তারিখে মঙ্গলবার শেষ দিবসে জাবালুল জারাদে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল সাতান্ন বছর। মৃত্যুর পর তাকে তার পারিবারিক কবরস্থান আসাফ্হে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি শ্রেষ্ঠ রাজাদের একজন ছিলেন এবং বিভিন্ন রাজা ও আমীরদের সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি কুরআনের হাফেজ ছিলেন। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর অনেক মান-মর্যাদা ছিল।

সদর আলাউদ্দীন

'আলাউদ্দীন' আলী ইবৃন মা'আলী আল-আনসারী আল-হাররানী আল-হাসিব। তিনি উজিরের পুত্র হিসেবে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি অংক শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তার দ্বারা বহু মানুষ উপকৃত হয়েছে। তিনি এ বছরের শেষের দিকে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁকে কাসিয়ূনে দাফন করা হয়। তিনি অংক শিখেন আল-হাযিরী থেকে আর হাযিরী শিখেন আলাউদ্দীন আত-তুযূরী থেকে।

খতীব শরফুদ্দীন আবুল আব্বাস

আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ইব্‌ন সিবা ইব্‌ন জিয়া আল্-কাযারী। আশ্-শায়খ, আল-ইমাম, আল-আল্লামা। শাফেয়ীদের শায়খ আল্লামা তাজুদ্দীন 'আব্দুর রহমান-এর ভাই। তিনি ছয়শত ত্রিশ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং সে যুগের বিভিন্ন শায়খ থেকে উপকৃত হন। যেমন-ইব্‌ন সালাহ, ইবনু সাখাবী প্রমুখ। তিনি ইল্‌মে ফিক্‌হ অর্জন করেন, ফাতাওয়া প্রদান করেন, বিতর্ক করেন, গভীর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সমসাময়িকদের উপর নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি আরবী ভাষা, কিতাব ও হাদীসে নববীর ওস্তাদ ছিলেন। কুরআন পাঠ করে শোনানোর জন্য বিভিন্ন শায়খের নিকট যাতায়াত করতেন। তিনি বিশুদ্ধভাষী এবং মধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মজলিস বিরক্তির উদ্রেক করতো না। তিনি কিছুকাল তিব্যিয়্যাহ ও আররিবাতুন নাসিরীতে অধ্যাপনা করেন। পরে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে জাররাহ'র জামে মসজিদের খতীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপর সাতশত তিন হিজরীতে আল্-ফারেকীর মৃত্যুর পর তিনি দামিশ্‌কের জামে মসজিদের খতীব নিযুক্ত হন। পচাঁত্তর বছর বয়সে এ বছরের শাওয়াল মাসের নয় তারিখ বুধবার সন্ধ্যায় তিনি মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। বৃহস্পতিবার সকালে বাবুল খিতাবায় তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাবুস সগীরে পিতা ও ভাইয়ের নিকট তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলের উপর রহমত নাযিল করুন। তাঁর মৃত্যুর পর তারই ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

আমাদের শায়খ আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল্-হাফিযুল কাবীর আদ্-দিময়াতী

তিনি হলেন শায়খ, ইমাম, আলিম, হাফিয, শায়খুল মুহাদ্দিসীন শরফুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন ইব্‌ন খলিফ ইব্‌ন আবুল হাসান ইব্‌ন শারফ ইবন্ মুসা আদ-দিময়াতী। বার্ধক্য ও শক্তিহীনতা সত্ত্বেও সে সময় হাদীস ও ভাষা জ্ঞানের পতাকা ছিল তাঁর হাতে। পাশাপাশি তাঁর উন্নত সনদ ও বিপুলসংখ্যক বর্ণনা ও উন্নত রচনা ছিল। পৃথিবীর সকল স্থান থেকে ছাত্ররা তাঁর নিকট জ্ঞান লাভের জন্য আসতো। তিনি ছয়শত তেরো হিজরীর শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর হাদীস শ্রবণের প্রথম ঘটনা ঘটে ছয়শত বত্রিশ হিজরীতে ইসকান্দারিয়ায়। তিনি বিভিন্ন শায়খের নিকট বহু হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ পূর্বক বিপুল জ্ঞান অর্জন করেন। কিন্তু তিনি কাউকে জ্ঞানার্জনে বারণ করেননি এবং কার্পণ্যও দেখাননি; বরং তা অকাতরে ব্যয় করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন ও জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছেন। তিনি মিসরের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসকের দায়িত্বও পালন করেন। মানুষ তাঁর দ্বারা অনেক উপকৃত হয়। তাঁর সিরিয়া, হিজায, আল-জাযীরা, ইরাক ও মিসরীয় অঞ্চলসমূহে যেসব শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি তাদের সকলের কবিতা নিয়ে দুই খণ্ডের একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। তাদের সংখ্যা এক হাজার তিনশরও বেশি। সনদ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত তাঁর আল-আরবাঈন নামক একখানা গ্রন্থ আছে। একটি গ্রন্থ আছে 'আসর নামায' সংক্রান্ত। এ কিতাবটি অত্যন্ত উপকারী। শাওয়ালের ছয় দিনের রোযার উপরও একখানা গ্রন্থ আছে। এটি অপূর্ব এক সংকলন। তাঁর রচিত নামাযের পর যিক্‌র তাসবীহ সংক্রান্তও একটি গ্রন্থ আছে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বাড়াবাড়ি পরিহার করে সান্ত্বনাময় জীবনযাপন করে ছাওয়াব অর্জন করা বিষয়ক কটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। এভাবে

বহু চমৎকার গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তিনি মৃত্যুর সময় পর্যন্ত হাদীস শোনানোর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। হাদীস লেখানোর এক মজলিসেই রোযা রাখা অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাঁকে তার বাস ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনই তিনি যিলকদ মাসের দশ তারিখ, রবিবারের দিন কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন 'বাবুন-নাসরের' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগম হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

৭০৬ হিজরী (১৩ জুলাই ১৩০৬)

যখন এ বছরটির নতুন চাঁদ উদিত হয়, তখন উল্লিখিত শাসকমণ্ডলি পূর্ববৎ অবস্থায় বিরাজ করছিলেন এবং শায়খ তকিউদ্দীন ইব্ন তাইমিয়্যাহ আল-জাবাল দুর্গের আল-জুব্ব কারাগারে বন্দী ছিলেন। বুধবার দিন কালাসার ইমাম শায়খ শামসুদ্দীন-এর নামে খতীব পদে নিয়োগ প্রাপ্তি সংক্রান্ত সংবাদ আসে। ঘটনাটি ঘটে রবিউল আউয়াল মাসে। এর জন্য তাকে স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু তিনি এ দায়িত্বগ্রহণে অনীহা এবং অপারগতা প্রকাশ করেন। রাজ্যের উপ-প্রধান শিকারে গিয়ে অনুপস্থিত থাকার দরুণ তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের কাজটি সম্পন্ন হয়নি। পরে যখন তিনি এসে পৌঁছেন তখন বিষয়টি অনুমোদন দিলে শায়খ শামসুদ্দীন মাসের বিশ তারিখ জুমাদিবসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি উক্ত মসজিদে প্রথম বারের মতো যে নামায আদায় করেন, তা ছিল শুক্রবারের ফজর নামায। তারপর তিনি মর্যাদার পোশাক পরিধান করেন এবং সেদিনই খুতবা দান করেন।

রবিউল আউয়ালের আঠারো তারিখ বুধবার তাজুদ্দীন ইব্ন সালিহ ইব্ন তাআম্মুর ইব্ন খান আল্-জাবুরীর পরিবর্তে কাজী নাজমুদ্দীন আহমাদ ইব্ন আব্দুল মুহসিন ইব্ন হাসান দামিশকী শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাজুদ্দীন ইবন্ সালিহ প্রবীণ, মর্যাদাবান, দীনদার, মুত্তাকী এবং সু-শাসক ছিলেন। তিনি ছয়শত সাতান্ন হিজরী সনে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পরে ইব্ন ছাছরী ক্ষমতা লাভ করলে তাঁর কর্তৃত্বে অনীহা প্রকাশ করেন।

রবিউল আখারের বিশ তারিখ রবিবার কায়রো থেকে ডাক আসে। তাতে কাজী শামসুদ্দীন আল-আযরায়ী আল্-হানাফীর নিয়োগ নবায়নের কথা উল্লেখ ছিল। মানুষ ধারণা করে, এই পত্রে ইবনুল হারীরীকে বিচারকের পদে নিয়োগদান সংক্রান্ত। ফলে তারা তাকে মুবারকবাদ জানানোর জন্য দূতের সঙ্গে জাহিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। জনতা রীতি অনুযায়ী নিয়োগপত্র পাঠ করার জন্য সমবেত হয়। শায়খ ইলমুদ্দীন আল-বারযালী পত্রটি পাঠ করতে শুরু করেন। পড়তে-পড়তে যখন নাম পর্যন্ত পৌঁছে যান তখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পত্রটি ইব্ন হারীরী সম্পর্কে নয়; বরং সেটি আরযায়ী নিয়োগ সম্পর্কে। মানুষ পত্রের শ্রবণ বন্ধ করে দূতের সাথে আরযারীর নিকট গমন করে। হারীরী ও উপস্থিত জনতা মনঃক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে।

দূতের সঙ্গে আরো একখানা পত্র ছিল। তাতে শায়খ কামালুদ্দীন ইব্ন যামলিকানীকে কায়রোতে তলব করা হয়। এতে তিনি সন্দেহে নিপতিত হন এবং অনুসারীরা এই ভেবে শংকিত হয়ে পড়ে যে, শায়খ তকিউদ্দীন-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের নায়েব তাঁর প্রতি সদয় হন এবং তাকে মিসর গমন থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য।

জুমাদাল উলা মাসের নয় তারিখ বৃহস্পতিবার শায়খ ইবৃন বাররাক দামেশক প্রবেশ করেন। সে সময়ে তার সঙ্গে ছিল একশত ফকীর, যাদের প্রত্যেকই ছিল শশ্রুমণ্ডিত ও গোঁফমণ্ডিত, ঠিক সুন্নতের বিপরীত। তাদের মাথায় ছিল জটবাঁধা চুল। তাদের সঙ্গে ছিল কতগুলো ঘন্টা, ঘাড় ও কাঠের ছড়ি। তারা মুনাইবিতে অবতরণ করে এবং রাওয়াকুল হানাবিলায় জুমার জামাতে উপস্থিত হয়। তারপর আল-কুদস অভিমুখে রওনা হয়। এক পর্যায়ে তারা আল-কুদ্স গিয়ে উপণীত হয়। এরপর তারা মিসরীয় অঞ্চলে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু তারা অনুমতি প্রাপ্ত হয়নি। অগত্যা তারা দামিশক ফিরে যায় এবং সেখানেই রমজানের রোযা রাখে। তারপর দামিশকে গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ার দরুণ তারা পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে চলে যায়। তাদের শায়খ বাররাক ছিলেন রোমান, দোকাতের কোনো এক গ্রামের অধিবাসী এবং আল-আরবায়ীন বংশের সন্তান। কাযানের নিকট তার একটি বাড়ি ছিল। সেখানে তিনি বসবাসও করতেন। কিন্তু তার উপর কাযান একটি নেকড়ে লেলিয়ে দিলে এবং নেকড়েটি তাকে সন্ত্রস্ত করে তুললে তিনি সে অঞ্চল ত্যাগ করে পালিয়ে যান। কিন্তু পরে তিনি তার প্রিয়ভাজনে পরিণত হন। কাযান একদিনে তাকে ত্রিশ হাজার দিরহাম দান করলে তিনি সব বিলিয়ে দেন। এর ফলে কাযান তাকে তার প্রিয়পাত্র হিসেবে বরণ করে নেন। তার অনুসারীদের রীতি ছিল তারা মানুষকে নামায পরিত্যাগ করতে দিত না। কেউ এক ওয়াক্ত নামায ত্যাগ করলে তিনি তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন। তিনি মনে করতেন যে, তার এই পথটি হল ধ্বংসের পথ এবং এটি উপহাস বই নয়। এর জবাব হিসেবে এমনটিই যুক্তিযুক্ত। উদ্দেশ্য হলো ভিতর বা অন্তর পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করা। আমরা তো বিচার করি বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে। গোপন রহস্যাবলি আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

জুমাদাল আখিরার ছয় তারিখ বুধবার নাজীবিয়্যার শিক্ষক বাহাউদ্দীন ইউসুফ ইবৃন কামালুদ্দীন আহমাদ ইবৃন আব্দুল আযীয আল-আজমী আল-হালবী পরলোকগত শায়খ জিয়াউদ্দীন আত-তূসীর পরিবর্তে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইবৃন ছাছরী ও একদল বিজ্ঞ আলিম তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হন।

এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে দামিশকের জামে মসজিদে সালাতুর রাগায়িব আদায় করা হয়। ইবৃন তাইমিয়্যাহ কর্তৃক বাতিল ঘোষণার চার বছর পর এ নামায আদায় করা হয়। সেদিন রাতে দ্বাররক্ষী রুকনুদ্দীন বহিরারস আল্-আলারী উপস্থিত হয়ে জনতাকে এ রাতে জামে মসজিদে যেতে বারণ করেন এবং মসজিদের দরজাগুলো বন্ধ করে দেন। ফলে বহু মানুষ রাস্তায় রাতযাপন করে এবং তারা অনেক কষ্ট ভোগ করে। তিনি জামে মসজিদকে অনর্থক ও অন্যায় কাজ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

রমজানের সতোরো তারিখে কাজী তকিউদ্দীন আল-হাম্বলী মুহাম্মদ আল-রাজরিকীতে হত্যা করার আদেশ প্রদান করেন। লোকটি আল্-মালেকীর নিকট যারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ প্রদান করেছিল, তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করছে বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। এই শত্রুতা সম্পর্কে যারা তার বিপক্ষে সাক্ষাৎ দিয়েছিল, তারা হলেন, নাসিরুদ্দীন ইবৃন 'আব্দুস সালাম, যায়নুদ্দীন ইবৃন শরীফ আদনান এবং কুতবুদ্দীন ইবৃন শায়খুস সালামিয়া প্রমুখ।

এ বছর কামালুদ্দীন ইবন যামলিকানী শিহাবুদ্দীন আল-হানাফীর পরিবর্তে আমীরদের নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ ঘটনাটি ঘটে রমযানের শেষের দিকে। তাকে মর্যাদার চাদর ও অন্যান্য পোশাক পরিধান করানো হয়। সেটি পরিধান করে তিনি দারুল আদলে উপস্থিত হন।

ঈদুল ফিতরের রাতে মিসরের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন মাল্লার তিনজন কাজী এবং একদল ফকীহকে সমবেত করেন। কাজীগণ হলেন, শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলী। আর ফকীহগণ হলেন, আল-কাজী, আল-জায়রী ও আল্-নামরাবী। তারা শায়খ তকিউদ্দীন ইবন তাইমিয়্যাহকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে কথা বলেন। উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ এর জন্য নানা শর্ত আরোপ করেন। তার মধ্যে একটি হলো, তাকে কিছু-কিছু আকীদা প্রত্যাহার করতে হবে। তারা এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য তাকে ডেকে পাঠান। কিন্তু তিনি আসতে অস্বীকৃতি জানান এবং অনড় থাকেন। পরপর ছয়বার তার নিকট দূত যায়। কিন্তু তিনি না আসার ব্যাপারে অনড়ই থাকেন। তিনি তাদের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করেননি এবং কোনো জবাবও দেননি। ফলে মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে কোনো ফলাফল ছাড়াই যার যার মতো ফিরে যায়।

শাওয়াল মাসের দুই তারিখ বুধবার রাজ্যের উপপ্রধান আল-আকরাম কাজী জালালুদ্দীন আল-কাযবীনিকে কাল্লাসার ইমাম পরলোকগত শায়খ শামসুদ্দীন-এর পরিবর্তে দামিশকের জামে মসজিদে নামাযের ইমামতি ও খুতবাদানের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি সেদিনই যোহর নামাযের ইমামতি করেন এবং পরবর্তী জুমা'য় খুতবা দান করেন। তারপর তাঁর এই ইমামত ও খুতবা দান অব্যাহত থাকে। এমনকি কায়রো থেকে এই মর্মে নিয়োগপত্র এসে পৌঁছায়। যিল্কদের এক তারিখে রাজ্যের নায়েব কাজী, আমীর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন এবং তারা তাঁর খুতবার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

যিলকদের এক তারিখে রাজ্যের নায়েবে আমীর জামালুদ্দীন আল-আফরাম কর্তৃক সালেহিয়ায় আর-রিবাতুন নাসিরীর সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত মসজিদটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। তার জন্য তিনি একজন খতীব নিযুক্ত করে দেন, যিনি জুমা'র দিন খুতবা দান করতেন। তিনি হলেন কাজী শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ইয্য আল্-হানাফী। রাজ্যের নায়েব ও কাজীগণ উপস্থিত হয়ে উক্ত খতীবের খুতবায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। শিহাবুদ্দীন আল-হানাফী নামাযের পর উক্ত মসজিদে একটি দস্তরখান বিছিয়ে দেন। এই লোকটিরই প্রচেষ্টা ও উৎসাহে মসজিদটি নির্মিত হয়। ফলে চমৎকার একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তাদের সকলকে কবুল করুন।

যিল্কদ মাসের তিন তারিখে ইবন ছাছরী দারিয়ার খতীব কাজী সদরুদ্দীন সুলায়মান ইবন হিলালি ইবন শিব্‌ল আল-জাবারীকে জালালুদ্দীন আল-কাযবীনির পরিবর্তে শাসনকার্যে তার নায়েব নিযুক্ত করেন। কারণ জালালুদ্দীন আল-কাযবীনি খতীবের দায়িত্ব পালন করায় রাষ্ট্রীয় কাজ আঞ্জাম দিতে ব্যর্থ হয়ে পড়েন।

যিল্কদের উনিশ তারিখ শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সদরুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন্ শায়খ ছফিউদ্দীন আল্-হানাফী আল্-বসরাবী আল্-আযরুয়ীর পরিবর্তে-হানাফীদের বিচারকের দায়িত্ব নিয়ে কায়রো থেকে দামিশকে চলে আসেন। সেই সঙ্গে তাঁর আন্-নূরিয়া এবং আল্-

মুকাদ্দামিয়ার অধ্যাপনার দায়িত্বও বহাল থাকে। জনতা বের হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁকে অভিনন্দন জানায়। তিনি আল্-নূরিয়ায় বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং বনু উমাইয়া জামে মসজিদের পূর্ব কোনে আল্-মাকসূরাতুল কিনদিয়্যায় তাঁর নিয়োগপত্র পাঠ করে শোনানো হয়।

যিল্হজ্জ মাসে আমীর ইয্যুদ্দীন ইব্ন সুব্‌রা আমীর জামালুদ্দীন আকূশ আর-রুসতুমীর পরিবর্তে গভর্নর পদে নিযুক্ত হন এবং সুলতানের পক্ষ থেকে শরফুদ্দীন-এর পরিবর্তে তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র ইয্যুদ্দীন ইব্ন হামযা আল-কালানিসীর নামে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিয়োগদান সংক্রান্ত পত্র আসে। কিন্তু ইয্যুদ্দীন বিষয়টিতে বিব্রতবোধ করেন।

যিল্হজ্জের আটাশ তারিখ রাজ্যশাসককে আল-জুব কারাগার থেকে শায়খ তকিউদ্দীন-এর বিষয়ে এক খানা পত্র আসার সংবাদ দেয়া হয়। তিনি পত্র খানা নিয়ে আসতে আদেশ দেন। পত্র খানা আনা হলে সেটি জনতাকে পাঠ করে শোনানো হয়। রাজ্যশাসক পত্র পাঠ শুনে শায়খের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর ইল্ম, দীনদারী, বীরত্ব ও দুনিয়াবিমুখিতার তার প্রশংসা করেন এবং বলেন, তাঁর মতো মানুষ আমি আর দেখিনি। পত্র খানা প্রমাণ করে কারাগারে শায়খের আল্লাহমুখিতা ছাড়া আর কোনো ব্যস্ততা ছিল না এবং তিনি কারো নিকট থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করেননি; এমনকি রাষ্ট্রীয় খোরপোষও নয়। এ জাতীয় কোনো বস্তু দ্বারা তিনি নিজেকে কলঙ্কিত করেননি।

এ মাসের সাতাশ তারিখ বৃহস্পতিবার শায়খ তকিউদ্দীনের দুই ভাই শরফুদ্দীন ও যায়নুদ্দীনকে কারাগার থেকে সুলতানের নায়েব সাল্লারের নিকট তলব করা হয়। ইব্ন মাখলূক আল-মালিকীও মজলিসে উপস্থিত হন। তাদের মাঝে দীর্ঘ আলোচনা হয়। অবশেষে দলীল-প্রমাণে শরফুদ্দীন কাজী আল-মালিকীর উপর জয়লাভ করেন। শরফুদ্দীন কাজী মালিকীর এমন কয়েকটি ভুলও ধরিয়ে দেন। আলোচনা ছিল, আরশ, কালাম ও শানে নুযূল সম্পর্কে।

যিল্হজ্জের বাইশ তারিখ শুক্রবার নাসরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন শায়খ ফখরুদ্দীন জামালুদ্দীন ইউসুফ আল্-আজমীর পরিবর্তে হিসাবরক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে মিসর থেকে দামিশক পৌঁছান। তাঁকে চাদর পরিধান করানো হয়, তিনি পদবীর পোশাক পরিধান করেন এবং সাতশত সাত হিজরীতে উক্ত পোশাক পরিধান করে শহর প্রদক্ষিণ করেন। এ বছর মক্কার হেরেমে প্রায় এক লাখ মানুষের সমাগম ঘটে আর সিরিয়া থেকে আমীর রুকনুদ্দীন বাইবারস আল-মাজনুন লোকদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

কাজী তাজুদ্দীন

তিনি হলেন সালিহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হামিদ ইব্ন আলী আল-জা'দী আল-শাফেয়ী। তিনি দামিশকের উপশাসক ও আল-নাসিরিয়ার পরিচালক এবং নির্ভরযোগ্য, দীনদার, ন্যায়পরায়ণ, স্বল্পে তুষ্ট দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছয়শত সাতান্ন হিজরী সন থেকে শাসকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অনেক বিজ্ঞ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং সুদর্শন পুরুষ

ছিলেন। ছিয়াত্তর বছর বয়সে এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এবং আস্-সাফহে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর নাজমুদ্দীন দামেশকী শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

শায়খ জিয়াউদ্দীন তূসী

তিনি হলেন আবু মুহাম্মদ 'আব্দুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আশ-শাফেয়ী। আন্-নাজীবিয়্যার শিক্ষক এবং আল্-হাবী ও মুখতাসার ইব্‌ন হাজিব-এর ব্যাখ্যাতা। তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী শায়খ ছিলেন। তাঁকে আল-নাসিরিয়্যায় দ্বিতীয়বারের মতো ফিরিয়ে নেয়া হয়। জুমাদাল উলার উনিশ তারিখ বুধবার গোসলখানা থেকে বের হওয়ার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বৃহস্পতিবার বাবুন নাসরের চত্বরে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের উপপ্রধান এবং একদল আমীর ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর জানাযায় উপস্থিত হন। তাকে আস্-সূফিয়ায় দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর বাহাউদ্দীন ইব্‌ন আজমী মাদ্রাসার অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন।

শায়খ জামালুদ্দীন ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ আত-তায়্যিবী

তিনি ইব্‌ন সাওয়াবিলী ও আস-সাওয়াবিলুত তাসাত্ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রাচ্যের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন এবং বড় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি উপরিউক্ত মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

শায়খ সাইফুদ্দীন আর রাজীহি

তিনি হলেন ইব্‌ন সাবিক ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন ইউনুস। তিনি ছিলেন ইউনুসিয়ার শায়খ। মৃত্যুর পর রজব মাসের সাত তারিখ জামে মসজিদে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর তাকে বাবে তাওমার ভিতরে, যেখানে তিনি বাস করতেন, সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এটি দারে আমীনুদ্দৌলা নামে পরিচিত ছিল। অবশেষে তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিচারক ও আমীরদের বিপুলসংখ্যক লোক উপস্থিত হন। সরকার ও ভক্তদের নিকট তাঁর বিরাট মর্যাদা ছিল। তার মাথার খুলি ছিল অনেক মোটা এবং মাথায় কোন চুল ছিল না। মৃত্যুর সময় তিনি অনেক সম্পদ ও সন্তান রেখে যান।

আমীর কারিসুদ্দীন আর-রাওয়াদী

তিনি রমজানের শেষ দশকে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর দিনকয়েক আগে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেন। নবী (সা) তাকে বলেছেন, 'তুমি ক্ষমাপ্রাপ্ত' কিংবা এ জাতীয় অন্য কোনো কথা। ইনি হুসামুদ্দীন লাজীন এর আমীরদের একজন।

দামিশকের খতীব শায়খ শামসুদ্দীন

তিনি হলেন শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন শায়খ আহমাদ ইব্‌ন উছমান আল-খালাতী। তিনি আল্-কালাসার ইমাম ছিলেন এবং সুদর্শন শায়খ ছিলেন। তিনি অনেক ইবাদত করতেন। তাঁর চেহারায় সব সময় গাম্ভীর্য ও প্রশান্তি বিরাজ করতো। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর আল্-কালাসার ইমামতের দায়িত্ব পালন করেন। পরে কোনো আবেদন ছাড়াই তাঁকে দামিশকের জামে মসজিদের খতীবের পদ গ্রহণ করার জন্য তলব করা হয়। আর তিনি সেখানে অত্যন্ত সুচারুরূপে সাড়ে ছয় মাস দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সুরেলা সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি সংগীত

বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তবে এর জন্য দীনদারী ও ইবাদতে তার কোনো ব্যাঘাত ঘটত না। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং বাষট্টি বছর বয়সে শাওয়ালের আট তারিখ বুধবার দারুল খিতবায় হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। জামে মসজিদে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার জামাত লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। পরে আল-খাইল বাজারে পুনরায় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের উপপ্রধান, আমীর ও সাধারণ জনতা তাঁর জানাযায় উপস্থিত হন। হাট-বাজার বন্ধ হয়ে যায়। শেষে তাকে 'সাফহে কাসিয়ূনে' নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

৭০৭ হিজরী (৩ জুলাই ১৩০৭)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন উপরিউক্ত শাসকমণ্ডলী পূর্ববৎ অবস্থায় বিরাজ করছিলেন এবং শায়খ তকিউদ্দীন ইবন তাইমিয়্যাহ মিসরের আল-জাবাল দুর্গে বন্দী ছিলেন। মুহাররমের শুরুর দিকে সুলতান আল-মালিকুন নাসির আমীর ইবন সাল্লার ও জাশানকীর-এর উপর রাগ করে দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে থাকেন এবং আমীরদ্বয় নিজ নিজ গৃহে বসে থাকেন। একদল আমীর তাদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে, দুর্গ অবরুদ্ধ হয় এবং মহা সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায়। হাট-বাজার বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তারা সুলতানের সঙ্গে পত্রযোগাযোগ করে। তাতে পরিস্থিতি শক্ত হয়ে আসে বটে; কিন্তু মন কষাকষি অব্যাহত থাকে এবং উক্ত আমীরদ্বয় পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠে। সুলতান বাহনে চড়ে আগমন করেন এবং আপোস মীমাংসা সম্পাদিত হয়।

মুহাররম মাসে তাতার ও কীলানবাসীদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘটনার সূত্রপাত এভাবে যে, তাতার রাজা কীলানবাসীদের নিকট তাদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে তার বাহিনীতে যাওয়ার জন্য একটি রাস্তা দাবি করে। কিন্তু কীলানবাসী তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে তাতার রাজা খারবান্দা ষাট হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করেন। চল্লিশ হাজার কাত্‌লুশাহ'র সাথে আর বিশ হাজার জুবানের সাথে। অগত্যা কীলানবাসী তাদেরকে সুযোগ প্রদান করে। তাতার বাহিনী তাদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যায়। এরপর তারা নৌ-অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু এবার কীলানবাসী তাদের উপর পেট্রল ছুঁড়ে মারে। ফলে তাদের অনেকে ডুবে মারা যায়, অন্যরা পুড়ে মারা যায়। তারা নিজহাতে বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করে। ফলে অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত সবাই প্রাণ হারায়। নিহতদের একজন ছিলেন- তাতারীদের বৃহৎ দলটির কমান্ডার কাত্‌লুশাহ। তাতে তাতার রাজা খারবান্দা কীলানবাসীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। কিন্তু কাত্‌লুশাহর মৃত্যুতে তিনি আনন্দিত হন। কারণ কাত্‌লুশাহ খারবান্দাকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এই ঘটনায় খারবান্দা মুক্তি পেয়ে যান। তারপর নিহত হয় বুলায়া। পরে তাতার রাজা শায়খ বাররাককে প্রেরণ করেন। শায়খ বাররাক কীলানবাসীদের নিকট গিয়ে একখানা পত্র পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু কীলানবাসী তাকে হত্যা করে ফেলে এবং লোকদেরকে তার থেকে মুক্তিদান করে। এরপর তারা নিজ দেশকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে। তারা ছিল আহলে সুন্নাহ যাদের অধিকাংশ ছিল হাম্বলী মাযহাবের অনুযায়ী, যাদের মাঝে বিদআতের অনুসারীও ছিল।

সফর মাসের চৌদ্দ তারিখ শুক্রবার প্রধান বিচারপতি বদরুদ্দীন ইব্ন জামা'আ আল-জাবাল দুর্গে দারুল আওহাদীতে শায়খ ইব্ন তাইমিয়্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মাঝে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তারপর নামাযের আগে তারা পরস্পর আলাদা হয়ে যান। কিন্তু শায়খ তকিউদ্দীন কারাগার থেকে বের না হওয়ার ব্যাপারে অটল থাকেন। এরপর রবিউল আউয়ালের তেইশ তারিখ শুক্রবার আমীর হুসামুদ্দীন মাহনা ইব্ন ঈসা স্বয়ং কারাগারে আসেন এবং শায়খ ইব্ন তাইমিয়্যাহকে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে জোর অনুরোধ জানান। শায়খ ইব্ন তাইমিয়্যাহ তাঁর অনুরোধ রক্ষার্থে বেরিয়ে আসেন। এবার আমীর হুসামুদ্দীন তাঁকে সাল্লার-এর নিকট যেতে অনুরোধ জানান। তিনি সেখানেও যেতে সম্মত হন। কতিপয় ফকীহ সাল্লারের বাড়িতে তার সঙ্গে মিলিত হন এবং তাদের মাঝে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর আসর নামাযের বিরতির পর মাগরিবের সময় তারা আবার মিলিত হন এবং শায়খ ইব্ন তাইমিয়্যাহ সাল্লারের নিকট রাতযাপন করেন। এরপর সুলতানের নির্দেশ মুতাবেক তারা রবিবার সারা দিন বৈঠক করেন। কিন্তু এ বৈঠকে কোনো বিচারক উপস্থিত হননি। বরং পূর্বেকার দিনগুলোর চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক ফকীহ সমবেত হন। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, ফকীহ নাজমুদ্দীন ইব্ন রাফা', আলাউদ্দীন আত্-তাজী, ফখরুদ্দীন বিনতে আবী সা'দ, ইযযুদ্দীন আন-নামরাবী ও শামসুদ্দীন ইব্ন আদ্নান প্রমুখ ফকীহগণ। তারা বিচারপতিগণকে উপস্থিত হতে আহ্বান জানান। কিন্তু তারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকেন। কেউ রোগের অজুহাত দেখান, কেউ অন্য কিছু। কেননা, তাদের ইব্ন তাইমিয়্যার জ্ঞান-গভীরতা সম্পর্কে জানা ছিল এবং তারা এ-ও জানতো যে, যারা উপস্থিত হয়েছে, তাদের একজনও ইব্ন তাইমিয়্যার সঙ্গে পেরে উঠবে না। অগত্যা রাজ্যের উপ-প্রধান তাদের ওজর গ্রহণ করেন এবং তাদের উপস্থিতির কিংবা বৈঠকের একটি শুভসমাপ্তির ব্যাপারে সুলতানের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও উপ-প্রধান তাদের উপস্থিত হতে কাউকে বাধ্য করেননি। শায়খ রাজ্যের উপ-প্রধানের সঙ্গে রাতযাপন করেন। আমীর হুসামুদ্দীন মাহনা এসে শায়খ তকিউদ্দীনকে সঙ্গে করে দামিশক নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু সাল্লার তাকে এই মর্মে ইংগিত করেন যে, না শায়খ মিসরেই অবস্থান করবেন, যাতে মানুষ তাঁর মর্যাদা ও ইল্মের প্রমাণ লাভ করে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয় এবং তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওদিকে শায়খ তাঁর ব্যাপারে কী কী ঘটনা ঘটে, সেসব উল্লেখ করে সিরিয়ায় একখানা পত্র লিখেন।

বারযালী বলেন, এ বছরের শাওয়াল মাসে কায়রোতে সূফীগণ শায়খ ইব্ন তাইমিয়্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং তারা ইব্ন আরাবী প্রমুখের ব্যাপারে সরকারের সাথে আলোচনা করেন। তারা বিষয়টি নিষ্পত্তির ভার শাফেয়ী বিচারপতির হাতে ন্যস্ত করেন। ফলে ইব্ন তাইমিয়্যা বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মজলিসে ইব্ন আতা তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু তার একটিও প্রমাণিত হয়নি। আর তিনি বলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যায় না এবং আক্ষরিক অর্থে নবী (সা) ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যায় না। অর্থাৎ রাসূল (সা) কে উসিলা বানিয়ে এবং তাঁর সুপারিশ নিয়ে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যায়। ফলে উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ বলেন, এই বক্তব্যে তাঁর কোনো অপরাধ প্রমাণিত হয় না। কাজী ইব্ন জামা'আ

অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই বক্তব্য শিষ্টাচারের স্বল্পতা প্রমাণ করে। ফলে কাজীর সমীপে এই মর্মে একখানা পত্র উপস্থাপন করা হয় যে, তাঁর সঙ্গে শরীয়তের দাবি অনুসারে আচরণ করা হোক। উত্তরে কাজী বলেন, এ জাতীয় অপরাধীর বেলায় যা বলা যায়, আমি তা বলে দিয়েছি। এরপর সরকার তাকে এইমর্মে স্বাধীনতা প্রদান করে যে, হয় তাকে কয়েকটি শর্ত দিয়ে দামিশ্‌ক কিংবা ইসকান্দারিয়া পাঠিয়ে দেয়া হোক, নতুবা তাকে বন্দি করে রাখা হোক। তিনি বন্দি করাকে গ্রহণ করে নেন। কিন্তু একদল লোক শর্ত মেনে নিয়ে তাঁকে দামিশক সফরের পরামর্শ প্রদান করে। অগত্যা তিনি তাঁর অনুসারীদের সন্তুষ্টির জন্য তাদের দাবি মেনে নেন। পরে তিনি শাওয়ালের আঠারো তারিখ রাতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেন। পরদিন তারা তার পিছনে অপর একজন দূত প্রেরণ করে। কিন্তু শায়খ ও তার সফর সঙ্গীরা তাকে ফিরিয়ে দেন। ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ প্রধান বিচারপতি ইব্‌ন জামা'আর নিকট উপস্থিত হন। সে সময়ে তাঁর নিকট একদল ফকীহও উপস্থিত ছিলেন। তাদের কেউ তাকে বলেন, সরকার তো কয়েদখানা ছাড়া আর কিছুতে রাজি নয়। কাজী বলেন, এতে তার জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তিনি শামসুদ্দীন আত-তুনিসীকে নায়েব নিযুক্ত করে তাকে শায়খ ইব্‌ন তাইমিয়্যাকে কয়েদ করার রায় প্রদানের অনুমতি দান করেন। কিন্তু শামসুদ্দীন তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে তো কোনো অপরাধ প্রমানিত হয়নি। এরপর তিনি নুরুদ্দীন আয-যাওয়াবী আল-মালিকীকে অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু নুরুদ্দীন তাতে বিস্ময় প্রকাশ করেন। অবশেষে শায়খ যখন দেখলেন, তাঁকে বন্দি করতে তারা বিলম্ব করছে, তখন তিনি বললেন, আমিই স্বেচ্ছায় কারাবরণ করছি এবং কল্যাণের দাবি আদায় করছি। উত্তরে নুরুদ্দীন আয-যাওয়াবী বললেন, তাঁকে তাঁর উপযুক্ত স্থানে রাখা হোক। তাকে বলা হলো, সরকার আটক বলতে যা বোঝায় তাছাড়া আর কিছুতে সম্মত নয়। অগত্যা তাঁকে তকিউদ্দীন ইব্‌ন বিনতুল আয়ায্ যখন কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন বিচারপতিদের যে কারাগারে রাখা হয়েছিল, সেখানে তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং তাঁর কাছে একজন খাদেম থাকতে দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। এ সবকিছুই ঘটেছে নাস্‌র আল্-মাম্বাজীর ইংগিতে। কেননা, সরকারে তার মর্যাদা ছিল। ইনি ভাবী সুলতান আল জাশানকীর এবং সরকারের অন্যান্য লোকদের বিবেকের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন। সুলতানও তাঁর কাছে দুর্বল ছিলেন। শায়খ কারাগারে আবদ্ধ হন। মানুষ তাঁর নিকট ফাতাওয়া তলব ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে থাকে। তাঁর নিকট আমীর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে এমন জটিল ও কঠিন ফাতাওয়া আসতে থাকে, যার সমাধান দিতে ফকীহগণ সক্ষম ছিলেন না। অথচ তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সেসবের এমন সমাধান দিতেন, যা দেখে মানুষের মাথা ঘুলিয়ে যেত। এসবের পর শায়খের জন্য সালেহিয়ায় একটি মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। শায়খ কায়রোতে ইব্‌ন শাকীরের বাড়িতে অবতরণ করেন। জনতা দিনে-রাতে তার নিকট এসে জমায়েত হয়।

রজব মাসের ছয় তারিখ শায়খ কামালুদ্দীন ইব্‌ন যামলিকানী পরলোকতাত ইউসুফ আল্-আজমীর পরিবর্তে আল-মারিস্তানের নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি দোমাশে কিছুকাল আটক ছিলেন। এর ছয় মাস আগে নাজমুদ্দীন ইব্‌ন আল-বাসরাবী এলাকাটি দখল করে নেন। আজমী আমনতদারীর গুণে গণান্বিত ছিলেন। মধ্য শাবানের রাতে বিদআত হওয়ার কারণে এই রাতের নামায নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং জামে মসজিদকে ইতর ও নিম্নশ্রেণীর

লোকদের থেকে রক্ষা করা হয়। এতে অনেক কল্যাণ সাধিত হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য।

রমজান মাসে সদর নাজমুদ্দীন আল-বসরাবী আগমন করেন। সাথে নিয়ে আসেন শামসুদ্দীন আল-খাতীবির পরিবর্তে কোষাগার তত্ত্বাবধানের নিয়োগপত্র। ইতিপূর্বে হিসাবের যে দায়িত্ব ছিল তাতেও বহাল থাকেন। রমজানের শেষের দিকে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়। ইতিপূর্বে বেশ কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে কাটে। বৃষ্টি হওয়ায় মানুষ আনন্দিত হয় এবং জিনিসপত্রের দাম সস্তা হয়ে যায়। অতিবৃষ্টির কারণে মানুষ ঈদগাহে যেতে পারেনি। ফলে তারা জামে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করে। রাজ্যের উপ-প্রধান উপস্থিত হয়ে আল-মাকসূরায় নামায আদায় করে ফিরে যান। এ বছর হজের আমীর ছিলেন সাইফুদ্দীন বালবান আল-বদরী-আত-তাতারী।

এ বছর কাজী শরফুদ্দীন আল-বারিযী হামাত থেকে এসে হজ আদায় করেন। যিল্‌হজ মাসে আয-যাহিরিয়্যার সন্নিকটে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যার সূত্রপাত ঘটে ফারান আল-আওতিয়া থেকে। অবশ্য পরে মহান আল্লাহ দয়াপরবশ হন এবং তার অনিষ্ঠ থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করেন।

এ বছর আব্বাজানের মৃত্যুর পর আমরা বসরা থেকে দামিশক চলে আসি। এসে আমরা প্রথমে আত-তূরীনের সন্নিকস্থ সাগাতুল আতীকায় দারবে সুয়ূর তথা দারবে ইব্‌ন আবুল হায়জায় বসবাস করি। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম পরিণতির জন্য প্রার্থনা করি।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আমীর রুকনুদ্দীন বর্বীবারস

তিনি আল্‌-আজমী আস-সালিহী এবং আল-জালিক নামে পরিচিত। আল্‌-মালিকুস সালিহ-এর আমলে আল-জামদারিয়ার নেতা ছিলেন নাজমুদ্দীন আইউব। আমীর ছিলেন আল-মালিকুয যাহির। তিনি সরকারের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিত্ব এবং বিপুল সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি জুমাদাল উলায় রামাল্লায় মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে তিনি ভূমি বন্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্যুরপর তাকে আল্‌-কুদসে নিয়ে দাফন করা হয়।

শায়খ সালিহ আল্‌-আহমাদী আর-রিফায়ী

তিনি ছিলেন মায়াম্মার শায়খ। তাতারীরা যখন দামিশক আগমন করে, তখন তারা তাকে অনেক সম্মান করে। তাতারের উপপ্রধান কাত্‌লুশাহ যখন আগমন করে, তখন সে তাঁর নিকট এসে অবস্থান গ্রহণ করে। ইনিই রাজ-প্রাসাদে শায়খ ইব্‌ন তাইমিয়্যাহকে বলেছিলেন, আমরা যত সম্পদ ব্যয় করি তাতারীরা এলে; শরীয়ত বাস্তবায়নের বেলায় তা করা যাবে না।

৭০৮ হিজরী (২১ জুন ১৩০৮)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখনো উল্লিখিত শাসকগণ নিজ নিজ দায়িত্বে বহাল ছিলেন। এ বছর শায়খ তকিউদ্দীনকে কারাগার থেকে বের করে আনা হয় এবং মানুষ তাঁর সাক্ষাৎ, ইল্‌ম অর্জন ও ফাতাওয়া নেয়ার জন্য তাঁর পার্শ্বে এসে ভিড় জমায়।

রবিউল আউয়ালের এক তারিখে খিজির ইব্ন আলিকুয যাহির, আমীর নাজমুদ্দীন থেকে পৃথক হয়ে যান। ফলে তাকে বুরুজ থেকে বের করে দেয়া হয় এবং তিনি কায়রোতে আল-আকরাম-এর গৃহে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারপর এ বছর রজব মাসের পাঁচ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জুমাদাল উলার শেষের দিকে যাইনুদ্দীন আশ-শারীফ ইব্ন আদনান-ইবন্ যামালিকানীর পরিবর্তে মালিকুল উমারার নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর সেই সঙ্গে ইব্ন আবী খায়ীরীর পরিবর্তে তাকে জামে মসজিদেরও পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। নাজমুদ্দীন ইব্ন দামিশকী-নাজমুদ্দীন ইব্ন হিলালের পরিবর্তে য়াতীম বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন।

রমজান মাসে আস-সাহিব আমীনুদ্দীন রিফাকী দামিশকের নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব থেকে পদচ্যুৎ হন এবং মিসর চলে যান। এ বছর কামালুদ্দীন আশ্-শুরায়শী রাজকোষাগারের দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নেন এবং এই অব্যাহতির উপর অটল থাকেন। তাকে পূর্ব পদে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যান্য দায়িত্বশীলদের যখন পদমর্যাদার পোশাক পরিধান করানো হয়, তখন তিনি তা পরিধান করা থেকে বিরত থাকেন। পরবর্তী বছরের আশুরার দিন পর্যন্ত তিনি এই অবস্থায় থাকেন। অবশেষে নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে তার নিয়োগপত্র নবায়ন করা হয়।

এ বছর আল-মালিকুন নাসির মুহাম্মদ ইব্ন কালাউন মিসরীয় অঞ্চল থেকে হজের উদ্দেশ্যে বের হন। ঘটনাটি ঘটে রমজানের ছাব্বিশ তারিখে। আমীরদের একটি দল তাকে বিদায় জানাতে বের হলে তিনি তাদের ফিরিয়ে দেন। কার্ক অতিক্রমকালে তাঁর জন্য একটি পুল তৈরি করা হয়। কিন্তু তিনি এর মাঝবরাবর পৌঁছুলে পুলটি ভেঙে যায়। তবে যারা তাঁর সামনে ছিল, তারা নিরাপদ থাকে, আর ঘোড়া তাঁকে নিয়ে লাফিয়ে পড়ে। ফলে তিনিও নিরাপদ থাকেন। কিন্তু যারা তাঁর পিছনে ছিল, তারা পড়ে যায়। তারা সংখ্যায় ছিল পঞ্চাশজন। আর তাদের চারজন মৃত্যুবরণ করে। অবশিষ্ট অধিকাংশ পুলের নিচের খাদে পড়ে যায়। কুর্কের উপ-প্রধান আমীর জামালুদ্দীন আকুশ এই ভেবে লজ্জিত হয়ে পড়েন যে, পাছে সুলতান ঘটনাটি পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে বলে সন্দেহ করে বসেন কিনা! ওদিকে সুলতান চৌদ্দ হাজার লোকের খাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু এই দুর্ঘটনার কারণে তা আর অনুষ্ঠিত হয়নি।

এরপর আল-মালিকুন নাসির নায়েব পদে নিযুক্ত হন এবং তাকে মিসর চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। তিনি মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। সুলতান কুর্ক একাকী রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিচার বিভাগে উপস্থিত হয়ে সকল কাজ নিজে আঞ্জাম দিতেন। ওদিকে মিসর থেকে তাঁর স্ত্রী এসে সেখানকার দুরবস্থা ও অর্থসংকটের বিষয়টি অবহিত করে।

ইব্ন তাইমিয়ার শত্রু আল্-মাম্বাজীর প্রচেষ্টায় গঠিত আল্-মালিকুল মুয়াফফর রুকনুদ্দীন বাইবারস আল্-জাশানকীর-এর রাজ্য প্রসঙ্গে

আল-মালিকুন নাসির যখন কুর্কে স্থিত হন এবং সেখানেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তিনি সরকারী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ বিষয়ে মিসরে পত্র লিখেন। প্রথমে

এই অব্যাহতি মিসরের বিচারকের পদের বেলায় কার্যকর করেন এবং পরে সিরিয়ার বিচারপতির পদের বেলায়। শাওয়ালের তেইশ তারিখ রবিবার আসরের পর আমীর সাইফুদ্দীন সাল্লারের বাসভবনে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মানুষ আমীর রুকনুদ্দীন বাইবারস আল-জাশানকীরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। উক্ত বায়'আত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ যেমন-আমীর প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন এবং তারাও তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাকে আল্-মালিকুল মযাফফার উপাধি প্রদান করেন। তিনি বাহনে চড়ে দুর্গে গমন করেন। অন্যরা তার সামনে সামনে হেঁটে যায়। তিনি দুর্গে অবস্থিত রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। এ জন্য উৎসব পালিত হয় এবং দেশময় এ সংবাদ ছড়িয়ে দেয়া হয়।

যিল্‌কদ মাসের এক তারিখে আমীর ইখুদ্দীন আল-বাগদাদী দামিশক গিয়ে পৌছেন। সেখানে তিনি আল-আবলাক প্রাসাদে উপ-রাষ্ট্রপ্রধান, কাজী, আমীর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি তাদেরকে মিসরবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিত আন-নাসির-এর পত্র পাঠ করে শোনান এবং এ তথ্যও অবহিত করেন যে, আন-নাসির রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বিচারপতিগণ তাঁর এই অব্যাহতি মেনে নিলেও হাম্বলীরা তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রক্ষমতা পরিত্যাগ করতে পারে না, যদি না তাকে বাধ্য করা হয়। পরে তাকে অব্যাহতি প্রদান করে তার স্থলে অন্য একজন নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি তাদের থেকে সুলতান আল্-মালিকুল মুযাফফরের জন্য অঙ্গীকার আদায় করেন। এ উপলক্ষে উৎসব পালন করা হয় এবং নগরীকে সুসজ্জিত করা হয়।

প্রাসাদে আমীরদেরকে আল্-মালিকুন নাসির-এর পত্র পাঠ করে শোনানো হয়। তাতে লিখা ছিল, আমি দশ বছর মানুষকে সঙ্গ দিয়েছি। আর এখন কার্কে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। শুনে আমীরদের একটি দল কেঁদে ফেলেন এবং অনীহার সঙ্গে বায়'আত হন।

আমীর রুকনুদ্দীন বাইবারস আল্-জাশানকীরের স্থলে আমীর সাইফুদ্দীন ইব্‌ন আলী, তারআকীর স্থলে-সাইফুদ্দীন বালখাস এবং বানখাস-এর স্থলে আমীর জামালুদ্দীন আকুশকে যিনি কুর্কের উপ-প্রধান ছিলেন, নিয়োগ প্রদান করা হয়। জুমার দিন দামিশক প্রভৃতি অঞ্চলের মসজিদগুলোতে আল্-মুযাফফরের নামে খুতবা পাঠ করা হয়। তাতে উপপ্রধান আল-আফরাম ও বিচারপতিগণ উপস্থিত হন। যিলকদের উনিশ তারিখে রাজ্যের উপ-প্রধানের নিয়োগপত্র ও মর্যাদার পোশাক এসে পৌছায়। কাজী মুহিউদ্দীন ইব্‌ন ফজলুল্লাহ প্রাসাদে আমীরদের উপস্থিতিতে নিয়োগপত্রটি পাঠ করেন। সে সময়ে তারা প্রত্যেকে মর্যাদার পোশাক পরিহিত ছিলেন। আল-মুযাফফর যিল্‌কদের সাত তারিখ শনিবার কালো পোশাক ও গোল পাগড়ি পরিধান করে বাহনে আরোহন করেন। সরকারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও রাষ্ট্রীয় পোষাক পরিধান করে তাঁর আগে আগে যান। খলীফার পক্ষ থেকে যিনি সুলতানের নিয়োগপত্রটি বহন করে নেন তিনি হলেন জিয়াউদ্দীন আন্-নাসায়ী। তার শুরুটা ছিল এ রকমঃ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ। কথিত আছে যে, সেদিন তিনি কায়রোতে প্রায় এক হাজার দুইশত ব্যক্তিকে মর্যাদার পোশাক পরিধান করান। সেদিন বিপুল মানুষের সমাগম হয়েছিল। তিনি দিন কতক আনন্দ উপযাপন করেন। তাঁর শায়খ ছিলেন আল্-মাম্মাজী। অবশ্য তাঁর নিয়ামত কেড়ে নিয়ে যান।

এ বছর ইব্ন জামা'আ দুর্গে খুতবা দান করেন এবং শায়খ আলাউদ্দীন আল-কাওনাবী আশ-শারীফার অধ্যাপনার দায়িত্ব বুঝে নেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

শায়খ সালিহ উছমান আল-হালবূনী

তিনি ছিলেন মিসর বংশোদ্ভূত। তিনি মিসরের হালবূন ও অন্যান্য গ্রামে কিছুকাল অবস্থান করেন। কিছুকাল কাটান রুটি বর্জন করে। মুরীদদের একটি দল তাঁর নিকট ভিড় জমায়। মুহাররম মাসের শেষের দিকে বারার নামক গ্রামে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। সিরিয়ার উপপ্রধান বিচারকবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একটি দল তাঁর জানাযায় উপস্থিত হন।

শায়খ আস্‌সালিহ

আবুল হাসান আলী ইবন্ মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর আল-হাররানী আল-হাম্বলী। তিনি আতিয়্যা মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি ইব্ন মুকরী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেন এবং বিভিন্ন হাম্বলী মাদ্রাসার ফকীহ ছিলেন। তিনি ছয়শত চৌত্রিশ হিজরীতে হাররানে জন্মগ্রহণ করেন এবং এ বছর রমযানের শেষ দশকে দামশকে মৃত্যুবরণ করেন এবং কাসিয়ূন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর আগে শায়খ যাইনুদ্দীন আল-হাররানী গাজায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্য শোক পালন করা হয়। আল্লাহ্ তাদের উপর রহমত নাযিল করুন।

সায়্যিদ আশ্-শারীফ যাইনুদ্দীন

আবু আলী আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আদনান আল্-হুসায়নী নাকীবুল আশরাফ। তিনি বিজ্ঞ আলিমে দীন, স্পষ্টভাষী ও বাক্‌পটু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মু'তাযিলী মতবাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং বিচারপতিদের ও অন্যান্যদের উপস্থিতিতে তিনি ইমামিয়া মতবাদের বিপক্ষে বিতর্ক করতেন। মৃত্যুর অল্প কদিন আগে তিনি জামে মসজিদ পরিচালনা ও আল্-আকরামের নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পঞ্চান্ন বছর বয়সে যিল্‌কদ মাসের পাঁচ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন এবং বাবুস সাগীরে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

আশ-শায়খুল জলীল জহিরুদ্দীন

তিনি হলেন আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবুল ফজল ইব্ন মান'আ আল্-বাগদাদী। তিনি আপন চাচা আফীফুদ্দীন মানসূর ইব্ন আনআর মৃত্যুর পর মক্কার হারাম শরীফের শায়খের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং দীর্ঘসময় বাগদাদে অবস্থান করেন। তিনি চাচার মৃত্যুর পর মক্কায় চলে যান। তখন তাকে হারামের শায়খের পদে আসীন করা হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সে দায়িত্ব পালন করেন।

৭০৯ হিজরী (১১ জুন ১৩০৯)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন খলীফা ছিলেন আল-মুসতাক্ফী আমীরুল মমিনীন ইব্ন হাকিম বিআমরিল্লাহ আল-আব্বাসী এবং সুলতানুল বিলাদ ছিলেন আল-মালিকুল মুযাফফার রুকনুদ্দীন বাইবারস আল-জাশানকীর। তাঁর নায়েব ছিলেন মিসরে আমীর সাইফুদ্দীন সাল্লার, সিরিয়ায় আকুশ আল-আফরাম এবং মিসর ও সিরিয়ার কাজী পূর্বে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা।

সফর মাসের শেষ রাতে শায়খ তকিউদ্দীন ইব্ন তাইমিয়্যাহ আমীর মুকাদ্দিমের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কায়রো থেকে ইস্কান্দারিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। মুকাদ্দিম তাঁকে সুলতানের বাসভবনে নিয়ে তার একটি বুরুজে বসতে দেন। তাঁকে সুপরিসর বুরুজের প্রতিটি কোণে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখানো হয়। মানুষ তার নিকট আসা-যাওয়া করতো এবং ইলমের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনায় লিপ্ত হতে শুরু করে। তারপর তিনি অভ্যাস অনুযায়ী জামে মসজিদে জুমার নামাযে এবং অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেন। তিনি শনিবারদিন ইস্কান্দারিয়ায় প্রবেশ করেন। দশদিন পর দামিশকে তার সংবাদ পৌঁছায়। এ খবর শুনে দামিশকের মানুষ ব্যথিত হন এবং জানাশকীর ও তার শায়খ মাম্বাজী তাঁর কোন ক্ষতি করে কিনা, তা ভেবে শংকিত হয়। ফলে মানুষ তার জন্য বেশি বেশি দু'আ করতে শুরু করে। তার কারণ ছিল, ইস্কান্দারিয়া যাওয়ার সময় তাঁর অনুসারীদের কাউকে তিনি সঙ্গে নেননি। ফলে তাঁর জন্য মানুষের মন ছোট হয়ে যায়। মানুষ শংকিত হয়ে পড়ে, তাঁর শত্রু নাসরুল মাম্বাজী তাঁর কোন ক্ষতি করে ফেলে কিনা, এজন্য শায়খের সঙ্গে তার শত্রুতার কারণ ছিল, শায়খ তকিউদ্দীন জাশানকীর ও তার শায়খ নাসরুল মাম্বাজীর বিরুদ্ধে কথা বলতেন। তিনি বলতেন, তাঁর দিন শেষ হয়ে গেছে, তার ক্ষমতার সমাপ্তি ঘটেছে এবং তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। তিনি এই দুজন, ইব্ন আরাবী ও তার অনুসারীদেরও সমালোচনা করতেন। ফলে, তারা পরিকল্পনা আটে নির্বাসনের মতো করে তাকে ইস্কান্দারিয়া পাঠিয়ে দেব, যাতে সে দেশের কেউ সাহসিকতার সঙ্গে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু শত্রুপক্ষের এই আচরণ জনসাধারণের হৃদয়ে তাঁর ভালবাসা, নৈকট্য, তাঁর দ্বারা উপকৃত হওয়ার ধারা ও মর্যাদা বাড়িয়ে তোলে। তাঁর ভাইয়ের পক্ষ থেকে একখানা পত্র আসে, তাতে তিনি লিখেন, 'প্রিয় ভাই! তুমি নিরাপত্তার আশায় নিরাপদ স্থানে অবতরণ করেছ। কিন্তু এখানে অবস্থান করতে দেয়ার পিছনে আল্লাহ্র শত্রুদের পরিকল্পনা আছে। তারা তোমার ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। অবশ্য আমাদের বেলায় সে ছিল এক মর্যাদা। তারা ধারণা করেছিল, এ প্রক্রিয়ায় শায়খের পতন ঘটবে। কিন্তু ফল বিপরীত ফলেছে এবং পরিণতি সকল দিক দিয়ে উল্টো হয়েছে এবং শত্রুরা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়েছে। প্রতিজন সীমান্ত নাগরিক ভাইজানের ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে গেছে। তিনি প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের হাদীসের প্রচার-প্রসার করছেন, যা তাদের চোখগুলোকে শীতল করছে; আর এসব শত্রুদের কণ্ঠনালীতে কাঁটা হয়ে বিদ্ধ হচ্ছে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁর আগমনে তাদের ঐক্য ও সকল ষড়যন্ত্র তছনছ করে দেন, তাদের শক্তি বিনষ্ট করে দেন। তাদের অনেক লোক তাওবা করে এবং তাদের একজন নেতাকেও তাওবা করতে বাধ্য করে।

শায়খ সাধারণ জনতা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যথা-আমীর, কাজী, ফকীহ, মুফতী, শায়খ ও একদল মুজতাহিদের মাঝে অবস্থান করতে থাকেন। তা ছিল তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা, মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ। তবে যারা অজ্ঞতাবশত মুখ ফিরিয়ে রাখে, তাদের কথা ভিন্ন। তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে জন সমাগমে বিশেষভাবে তাদের নাম ধরে ধরে অভিসম্পাত করে। আর এটি হয়েছে ঘরে উপবিষ্ট নাসরুল মাম্বাজীর নিকট। তিনি ভয়ে ও অপমানে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, যা বর্ণনার অতীত। মোটকথা, শায়খ ইব্ন তাইমিয়ার ভাই আরো বহু কথা উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য শায়খ তকিউদ্দীন ইব্ন তাইমিয়্যাহ ইস্কান্দারিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে আট মাস অবস্থান করেন। সেখানে তিনি সুপরিসর, মনোরম ও পরিচ্ছন্ন এক বুরুজে অবস্থান করেন, যার দুটি মুখ ছিল; একটি ছিল সমুদ্রের দিকে এবং অপরটি ছিল শহরের দিকে। আর তাতে যে কেউ প্রবেশ করতে পারতো। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ফকীহগণ তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করতেন। সেখানে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে ও আনন্দে সময় অতিবাহিত করেন।

রবিউল আউয়ালের শেষের দিকে ইব্ন তাইমিয়ার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করার ফলে আল-মাম্বাজীর ইংগিতে শায়খ কামালুদ্দীন আয-যামলিকানী আলমারিস্তানের ক্ষমতা থেকে পদচ্যুৎ হন এবং তদস্থলে শামসুদ্দীন আব্দুল কাদির ইব্ন খাতীরি নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

কাজী শারফুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল গনী ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন নাস্র ইব্ন আবুবকর আল্-হাররানীর মৃত্যুর পর রবিউল আখারের তিন তারিখ মঙ্গলবার মিসরের শায়খুল হাদীস আশ-শায়খুল ইমাম হাফিয সা'দুদ্দীন আবু মাহমুদ মাসউদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মাসউদ ইব্ন যায়নুদ্দীন আল-হারিছী মিসরে হাম্বলীদের কাজী নিযুক্ত হন।

জুমাদাল উলায় মুযাফফরিয়া সরকারের পক্ষ থেকে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে মদ, বেশ্যালয় ও তার অধিবাসীদের উৎখাত করার সার্কুলার জারি হয়। ফলে সরকারের এই আদেশ পালিত হয়। তাতে মুসলমানরা অত্যাধিক আনন্দিত হয়।

জুমাদাল আখিরার এক তারিখে শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইব্ন শারীফুদ্দীন হাসান ইব্ন হাফিয জামালুদ্দীন আবু মূসা আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হাকিম আব্দুল গনী আল্-মুকদাসীর নামে দামিশকে হাম্বলীদের কাজী পদে নিযুক্তির পত্র আসে। তাকে এই নিয়োগ প্রদান করা হয় আত্-তাকী সুলায়মান ইব্ন হামযার পরিবর্তে। কারণ, তিনি আল-মালিকুন নাসির-এর রাষ্ট্রক্ষমতা ত্যাগ করার বিষয়ে কথা বলেছিলেন। এও বলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় নয় বরং বাধ্য হয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। অথচ তিনি কথাটা সঠিক বলেছেন।

জুমাদাল আখিরার বিশ তারিখে রুস্তমীর পরিবর্তে আমীর সাইফুদ্দীন বক্তিমোর আল-হাজিব-এর নামে নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ সংক্রান্ত পত্র আসে। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। পরে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব আসে আমীর ইয্যুদ্দীন আহমাদ ইব্ন যাইনুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মাহমুদ ওরফে ইব্ন কালানিসীর নামে। তিনি তা গ্রহণ করেন এবং উক্ত পদ থেকে আল-বাসরাবীকে বরখাস্ত করা হয়।

এ মাসে সূফীদের দাবি অনুসারে প্রধান বিচারপতি ইব্ন জামা'আ কায়রোর সাঈদুস সা'আদার শায়খের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারা প্রতি জুমায় একবারের জন্য তাদের নিকট উপস্থিতিতেই সম্মতি জ্ঞাপন করেন। উক্ত পদ থেকে শায়খ কারীমুদ্দীন আল্-আয়কীকে বরখাস্ত করা হয়। কারণ, তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বরখাস্ত করেছিলেন। তারা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। ফলে প্রশাসন তাঁকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করে এবং তাঁর সঙ্গে সাধারণ মানুষের অনুরূপ আচরণ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অভিযোগ ছিল। তিনি শায়খ ইব্ন তাইমিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেন। ফলে, আল্লাহ্ তাঁকে তাঁরই সহচর ও বন্ধুদের হতে অপদস্থ করিয়ে যথাযথ শাস্তি প্রদান করেন।

রজব মাসে দামেশকে ভীতি বেড়ে যায় এবং নগরীর আশপাশ থেকে মূল ভূখন্ডে এটি ঢুকে পড়ে। তার কারণ ছিল, সুলতান আল-মালিকুন নাসির ক্ষমতায় ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কার্ক থেকে দামেশক রওনা হন। আমীরদের একটি দল তাঁর প্রতি সমর্থন দেয়। তাঁর সঙ্গে পত্র আদান-প্রদান করে এবং তাঁর হিতকামনা করে। মিসরীয় আমীরদের একটি দলও তাকে সমর্থন জোগায়। ওদিকে জনমনে দামিশকের নায়েব আল-আফরামের কায়রো সফরের কানাঘুষা শুরু হয়। তারা একথাও বলাবলি করতে শুরু করে যে, তিনি বিশাল একদল লোকের সঙ্গে যাবেন। এতে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে এবং বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত নগরীর ফটক খোলা হয়নি। বিষয়টি তালগোল পাকিয়ে যায়। অগত্যা বিচারপতিগণ এবং অনেক আমীর রাজপ্রাসাদে সমবেত হয়ে আল্-মালিকুল মুযাফ্ফরের জন্য নতুনভাবে বায়'আত গ্রহণ করে।

শনিবার দিন শেষ বেলা আসরের পর নগরীর ফটক খোলা হয়। জনতা আন্ নাস্‌র ফটকে ভিড় জমায়। তারা অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গ্রাম এলাকার লোকজনও নগরীতে এসে ভিড় জমায়। ফলে নগরীতে জনসংখ্যা বেড়ে যায়। আল্-মালিকুন নাসির-এর খামান পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার সংবাদ আসে। তাতে সিরিয়ার নায়েব শংকিত হয়ে পড়েন। তিনি এই মর্মে আশংকা ব্যক্ত করেন যে, নায়েব তাকে হত্যা করতে আসছেন। ফলে তার নগরীতে প্রবেশে বাঁধা দান করেন। দু'জন আমীর রুকনুদ্দীন বাইবারস আল-মাজনূন ও বাইবারস আল-আলামী তাঁর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। আমীর সাইফুদ্দীন বক্‌তিমোর হাজিবুল হিজাব তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে ফিরে যেতে পরামর্শ দেন এবং তাঁকে এই মর্মে সংবাদ প্রদান করেন যে, মিসরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি তার নেই। আমীর সাইফুদ্দীন বাহাদুরও তাঁর নিকট গিয়ে তাকে অনুরূপ পরামর্শ প্রদান করেন। অগত্যা তিনি রজবের পাঁচ তারিখ মঙ্গলবার দামেশক ফিরে যান। তখন সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, সুলতান আল-মলিকুন নাসির কার্কে ফিরে গেছেন। তাতে মানুষ স্বস্তি লাভ করে। ওদিকে রাজ্যের উপপ্রধান প্রাসাদে ফিরে যান। মানুষ যার যার গৃহে ফিরে যায় এবং তাতে সুস্থিরভাবে বসবাস করতে শুরু করে।

আল-মালিকুন নাসির মুহাম্মদ ইব্ন মালিকুল মানসূর কালাউন-এর দেশে প্রত্যাবর্তন আল্-মুযাফ্ফর জাশানকীর বাইবারস-এর পতন এবং তার ও তার শায়খ নাসরুল মাম্বাজী আল্ ইত্তিহাদী আল-হালূলী

এ বছর শাবানের তেরো তারিখ আল্-মালিকুন নাসির এর দামিশক আগমনের সংবাদ আসে। শুনে আমীর সাইফুদ্দীন কাতলুবাক ও আলহাজ বাহাদুর কার্কে তাঁর নিকট গিয়ে তাকে

দামেশকে চলে আসতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাতে দামেশকের নায়েব বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি অনুসারীদের একদল লোক নিয়ে শাবানের ষোল তারিখে রওনা হন। সে সময় শাকীফ আরবুনের শাসনকর্তা ইব্ন সাবৃহও তার সঙ্গে ছিলেন। তিনি সকলকে সাথে নিয়ে কার্ক থেকে রওনা হন এবং আল-আকরাম এর নিকট নিরাপত্তা চেয়ে পত্র-প্রেরণ করেন। শাবানের সতেরো তারিখ সোমবার রাতে মুআযযিনগণ মিনারে মিনারে তাঁর জন্য দু'আ করে। তারা ভোর নাগাদ দু'আ অব্যাহত রাখে এবং তাঁর আগমনে আনন্দ অনুভব করতে থাকে। জনতার মাঝে নিরাপত্তার ঘোষণা দেয়া হয়। জনগণকে দোকান-পাট খুলতে এবং নিজ নিজ ঘরে নিরাপদে বসবাস করতে বলা হয়। মানুষ সাজসজ্জায় মেতে ওঠে এবং উৎসব পালন করে। মঙ্গলবার রাতে জনতা ছাদে ঘুমায় যাতে সুলতান যখন প্রবেশ করবেন, তখন যেন তাঁকে ভালোভাবে দেখতে পায়। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার লক্ষ্যে কাজী, আমীর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও বেরিয়ে আসেন।

এই গ্রন্থের রচয়িতা ইব্ন কাছীর বলেছেন, মঙ্গলবার দিন দ্বিপ্রহরের সময় যারা সুলতানের প্রবেশ প্রত্যক্ষ করেছিল, আমি তাদের মাঝে ছিলাম। তিনি ঈদগাহের দিক থেকে আসছিলেন। সে সময় তার গায়ে রাজকীয় জাঁক-জমকপূর্ণ পোশাক বিরাজ করছিল। তাঁর ঘোড়ার পায়ের নিচে রেশমী গালিচা বিছানো ছিল। তিনি তা অতিক্রম করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে সেগুলো গুটিয়ে নেয়া হয়। আমীরগণ তাঁর ডানে ও বাঁয়ে ও সামনে হাঁটতে শুরু করে। জনতা তাঁর জন্য দু'আ করতে থাকে, যার শব্দে গোটা পরিবেশ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ফলে সেদিনটি উৎসবের দিনে পরিণত হয়েছিল।

শায়খ ইল্‌মুদ্দীন আল-বারযালী বলেন, সে সময়ে তাঁর মাথায় সাদা পাগড়ি ও লাল মুকুট ছিল। সেদিন যিনি সুলতানের মাথার উপর ছাতা ধারণ করেছিলেন, তিনি হলেন আলহাজ বাহাদুর। তখন তার গায়েও স্বর্ণখচিত মহামূল্যবান রাজকীয় পোশাক ছিল।

যাহোক, সুলতান যখন দুর্গ পর্যন্ত পৌছেন, তখন তাঁর জন্য পুল তৈরি করা হয়। দুর্গের আমীর সাইফুদ্দীন আস্‌-সানজারী বেরিয়ে তাঁর নিকট এসে তাঁর সম্মুখে মাটি চুম্বন করে। সুলতান তাকে বলেন, আমি এখন এখানে অবতরণ করব না। বলেই তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে আল-কাসরুল আবনাক অভিমুখে এগিয়ে যান। আমীরগণ তাঁর সামনে সামনে এগিয়ে যায়। জুমুআর দিন তাঁর নামে খুতবা পাঠ করা হয়।

এ মাসের বাইশ তারিখ শনিবার সকালে দামিশকের নায়েব আমীর জামালুদ্দীন আকুশ আল-আকরাম সুলতানের অনুগত হিসেবে এসে পৌছান। এসে তিনি সুলতানের সামনে ভূমি চুম্বন করেন। সুলতান পায়ে হেঁটে এসে তাকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁর রীতি অনুযায়ী তাকে নায়েব পদে আসীন করার অনুমোদন প্রদান করেন। সুলতানের প্রতি আল্‌-আফরামের এই আনুগত্যে জনগণ আনন্দিত হয়। হামাতের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন কাবহাক এবং তারাবলিসের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন ইসতাদমারও শাবানের চব্বিশ তারিখ সোমবার সুলতানের নিকট এসে পৌছান। জনতা তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং সুলতান আল্‌-আকরামের সঙ্গে যেভাবে সাক্ষাৎ করেছিলেন, এই দু'জনের সঙ্গেও সেভাবে সাক্ষাৎ করেন।

এদিন সুলতান হাম্বলীদের বিচারকের পদটি তকিউদ্দীন সুলায়মানকে ফিরিয়ে দেয়ার ফরমান জারি করেন। জনতা তাকে সম্ভাষণ জানায়। তিনি প্রাসাদে সুলতানের নিকট এসে তাঁকে সালাম জানান। পরে তিনি জাওযিয়া চলে যান। সেখানে তিনি তিন মাস বিচার কার্য পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় জুম'আ মাঠে আদায় করা হয়। এ জুমুআর জামাতে সুলতান, বিচারপতিগণ, শীর্ষস্থানীয় আমীর প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ ও অসংখ্য সাধারণ জনতা তাঁর পার্শ্বে এসে দন্ডায়মান হন।

এদিন হালবের নায়েবে আমীর কারাসিনকার আল্-মানসূরী সুলতানের নিকট এসে পৌছান। রমজানের চার তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি সুলতানের নিকট আসরের পরে এসে হাজির হন। সে সময়ে কাজী ও কারীগণ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রমজানের পাঁচ তারিখেও জুমুআর নামায মাঠে আদায় করা হয়। তারপর নয়ই রমযান বুধবার সুলতান দামেশক ত্যাগ করেন। সে সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইব্ন ছাছরী, সদরুদ্দীন আল-হানাফী, কাজী আল-আসাকির, খতীব জালালুদ্দীন, শায়খ কামালুদ্দীন ইব্ন যামলিকানী, সেনাবাহিনী এবং সিরিয়ার পূর্ণ সেনাবাহিনী। সবকটি নগরী ও রাজ্য থেকে এসে তারা সুলতানের নিকট সমবেত হয়েছিলেন। তাঁর নায়েবে আমীরগণও সঙ্গে ছিলেন। সুলতান গাজায় পৌছে সকলের সাথে সেখানে প্রবেশ করেন। আমীর সাইফুদ্দীন বাহাদুর ও মিসরীয় আমীরদের একটি দল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা সুলতানকে সংবাদ জানান যে, আল্-মালিকুল মুযাফ্ফর ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তারপর সুলতানের নিকট মিসর থেকে আমীরদের আগমনের ধারা অব্যাহত থাকে। তারাও তাকে উক্ত সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করে। তাতে সিরীয়দের অন্তর আনন্দিত হয় এবং তারা উৎসব পালন করে।

এই ঈদে অপ্রীতিকর একটি ঘটনা ঘটে। তাহলো, খতীবের নায়েব শায়খ তকিউদ্দীন আল-জাযরী, যিনি 'মাকাজাই' নামে পরিচিত ছিলেন, অভ্যাস অনুযায়ী তিনি পতাকা নিয়ে ঈদগাহে রওনা হন। তিনি নগরীতে শায়খ মাজদুদ্দীন আত-তূনিসীকে নায়েব নিযুক্ত করে আসেন। কিন্তু তারা ঈদগাহে পৌছে দেখেন, ঈদগাহের খতীব নামায শুরু করে দিয়েছেন। অগত্যা ফলে তিনি পতাকাগুলো ঈদগাহের আঙিনায় পুঁতে রেখে সঙ্গীদের নিয়ে আলাদা নামায আদায় করেন এবং খুতবা দান করেন। অনুরূপ ইব্ন হাসসান ঈদগাহের ভিতরে জামাত করেন। ফল দাঁড়ালো যে, সেদিন এই মাঠে দুই নামায ও দুই খুতবা অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের জানা মতে এরূপ আর কখনো ঘটেনি।

সুলতান আল্-মালিকুল নাসির-এর আল-জাবাল দুর্গে প্রবেশের ঘটনা এ বছরের ঈদুল ফিতরের দিনের শেষ বেলায় সংঘটিত হয়। দুর্গে প্রবেশ করে তিনি সাল্লার-এর নামে শোবক ভ্রমনের ফরমান জারি করেন এবং আমীর সাইফুদ্দীন বক্তিমোর আল্-জুকনদারকে মিসরে তাঁর নায়েব নিযুক্ত করেন। ইনি সাবছের নায়েব ছিলেন। আর সিরিয়ার নায়েব নিযুক্ত করেন আমীর কারাসিনকার আল-মানসূরীকে। এ ঘটনা ঘটে শাওয়ালের বিশ তারিখে। তার দুদিন পর সাহেব ফখরুদ্দীন আল্-খালীলিকে উজির নিযুক্ত করেন। তাছাড়া কাজী ফখরুদ্দীন কাতিবুল আমালিক বাহাউদ্দীন আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুযাফ্ফার আল্-হুলীর মৃত্যুর পর মিসরে সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাহাউদ্দীন 'আব্দুল্লাহ শাওয়ালের দশ তারিখ জুমার

রাতে মৃত্যুবরণ করেন। ইনি মিসরের শীর্ষস্থানীয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। তিনি কিছু হাদীসও বর্ণনা করেছেন। আমীর জামালুদ্দীন আকুশ আল্-আকরামকে এ সময় ছারখাদের নায়েব পদে পুনর্বহাল করা হয়। অপর দিকে আমীর যাইনুদ্দীন কাতবাগা আল-জামদারিয়ার নথিপত্র সংরক্ষণ এবং সাইফুদ্দীন আকবাহার-এর পরিবর্তে দারুল ইস্তাদারিয়ার শিক্ষকের পদ নিয়ে আলোচনার জন্য দামিশক গমন করেন। এভাবে প্রশাসন উলট-পালট হয়ে যায় এবং বিরাট এক বিপ্লব সূচিত হয়।

শায়খ ইলমুদ্দীন আল্-বারযালী বলেন, সুলতান 'ঈদুল ফিতরের দিন মিসর প্রবেশের পর সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন, তা হলো, তিনি শায়খ ইবন্ তাইমিয়্যাহকে সসম্মানে ইস্কান্দারিয়া থেকে ডেকে পাঠান। তিনি এসে পৌছার এক বা দুদিন পর শাওয়ালের দুই তারিখে তিনি শায়খ সুলতানের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং এ মাসের আট তারিখে সুলতানের সান্নিধ্যে এসে পৌছান। শায়খ যখন ইস্কান্দারিয়া থেকে রওনা হন, তখন তাঁর জন্য দু'আ করতে বিপুলসংখ্যক লোক বেরিয়ে আসে। তিনি জুমু'আর দিন সুলতানের সঙ্গে মিলিত হন। সুলতান তাকে মর্যাদা দান করেন এবং তাঁর মুখোমুখি হন। তিনি পায়ে হেঁটে মজলিসে এসে উপস্থিত হন। সেখানে মিসরী ও সিরীয় বিচারকগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি শায়খ ও বিচারপতিদের মাঝে আপস-মীমাংসা করে দেন।

শায়খ কায়রোতে অবতরণ করেন এবং মাশ্হাদুল হুসায়নের সন্নিকটে অবস্থান করেন। সাধারণ মানুষ আমীর ও সেনা সদস্যরা তাঁর নিকট যাতায়াত করতে থাকে। অনেক ফকীহ ও বিচারপতি সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝির জন্য তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকেন। জবাবে তিনি বলেন, যত লোক আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

এই মজলিস এবং তাতে সুলতান আমীরদের পক্ষ থেকে যে মর্যাদা ও প্রশংসা লাভ করেন কাজী জামালুদ্দীন ইব্ন কালানিসী আমাকে সেসবের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। অনুরূপ প্রধান বিচারপতি মনসুরুদ্দীন আল্-হানাফীও আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। তবে ইব্ন কালানিসীর বিবরনই অধিক বিস্তারিত। কেননা, সে সময়ে তিনি আসাফিরের কাজী ছিলেন। তারা উভয়ে উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, শায়খ তকিউদ্দীন ইব্ন তাইমিয়্যাহ যখন সুলতানের নিকট গমন করেন তখন তাঁকে দেখামাত্র সুলতান উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে হেঁটে দরবারে চলে যান এবং দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। তারপর তাকে সঙ্গে করে এমন এক কক্ষে চলে যান, যেখানে বাগিচার দিকে একটি জানালা ছিল। তারা সেখানে বসে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন। তারপর যখন সুলতান ফিরে আসেন, তখন শায়খের হাত ছিল সুলতানের হাতে। সুলতান উপবেশন করলে তাঁর ডানদিকে বসেন মিসরের কাজী ইব্ন জামা'আ এবং বাম দিকে বসেন উজির ইব্ন হাম্বলী। আর নিচে প্রথমে বসেন ইব্ন ছাছরী, তারপর সদরুদ্দীন আলী আল্-হানাফী। আর শায়খ তকিউদ্দীন বসেন সুলতানের সম্মুখে, ঠিক তাঁর চোখের সামনে। উজির নিদর্শন হিসেবে যিম্মিদের সাদা পাগড়ি ব্যবহারের পুনঃ অনুমতি দান বিষয়ে কথা বলেন। তিনি যুক্তি দেখান, তারা তো সরকারকে বছরে সাত লাখ দিনার ট্যাক্স দেয় যা সাধারণ পরিমাণের চেয়ে বেশিই বটে। তার বক্তব্যের পর সকলে নীরব থাকে। তাদের

মাঝে মিসরের বিচারকগণও মিসর ও সিরিয়ার বড় বড় আলিমগণ উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইব্ন যামলিকানী।

ইব্ন কালানিসী বলেন, আমি উক্ত মজলিসে ইব্ন যামলিকানীর পাশে ছিলাম। আলিম ও কাজীদের কেউ কথা বলেননি। ফলে সুলতান তাদের বললেন, আপনাদের বক্তব্য কী? অর্থাৎ তিনি আলোচ্য বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চান। কিন্তু কেউ কথা বললেন না। শায়খ তকিউদ্দীন দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুজে বসে থাকেন। অবশেষ মাথা তুলে এ বিষয়ে সুলতানের সঙ্গে কঠোর ভাষায় কথা বলেন এবং অত্যন্ত জোরালো ভাষায় উজিরের বক্তব্য খণ্ডন করেন। তিনি উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন, আর সুলতান সহানুভূতি ও কোমল ভাষায় তাঁকে থামানোর চেষ্টা করছিলেন। শায়খ অত্যন্ত জোরালো ও সারগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন, যার অনুরূপ কিংবা কাছাকাছি বক্তব্য দেয়াও কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি উজিরের বক্তব্যে একমত পোষনকারীদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। তিনি সুলতানকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

রাজকীয় জাঁক জমকপূর্ণ মজলিসে আপনি এই প্রথমবার উপবেশন করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্ষণস্থায়ী জগতের তুচ্ছ সম্পদের জন্য আপনি সেই মজলিসে যিম্মিদের সাহায্য করেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, আপনি তাঁকে স্মরণ করুন যে, তিনি আপনার রাজ্য আপনার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার শত্রুকে পরাস্ত করেছেন এবং আপনাকে আপনার শত্রুদের উপর বিজয়ী করেছেন। সুলতান বললেন, যিনি এ বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় তুলে দিয়াছেন তিনি হলেন অলি-জাশানকীর। শায়খ বললেন, জাশানকীর যা করেছে, আপনার ফরমান অনুপাতেই করেছে। কারণ, সে আপনার নায়েব ছিল। শায়খের এ বক্তব্যে সুলতান বিস্মিত হন এবং আলোচনা অব্যাহত রাখেন। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও চুলছেঁরা বিশ্লেষণ হয়। সুলতান শায়খ সম্পর্কে, তাঁর দীন, সত্যনিষ্ঠতা ও বীরত্ব সম্পর্কে উপস্থিত অন্য সকলের তুলনায় ভালো জানতেন।

সুলতান ও শায়খ যে কক্ষে নির্জনে বসেছিলেন, সেখানে তাদের দু'জনের মাঝে যা যা আলোচনা হয়, শায়খ তকিউদ্দীনের নিকট আমি সব শুনেছি। শুনেছি, সুলতান শায়খের নিকট কতিপয় বিচারকের হত্যার ব্যাপারে ফাতাওয়া তলব করেন। কারণ, তাঁরা তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি শায়খকে কতিপয় বিচারপতি তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়ন এবং জাশানকীরের হাতে বায়'আত গ্রহণ সংক্রান্ত ফাতাওয়া বের করে দেখান। আরো যুক্তি দেখান যে, তারা তো আপনারও বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং আপনাকে কষ্ট দিয়েছে। সুলতান শায়খকে তাদের মৃত্যুদণ্ডের ফাতাওয়াদানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন। তাতে শায়খ সুলতানের মতলব বুঝে ফেলেন। তিনি কাজী ও আলিমদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শুরু করেন এবং তাদের একজনেরও সঙ্গে অসদাচরণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি সুলতানকে বলেন, আপনি যদি তাদেরকে হত্যা করেন, তাহলে পরে তাদের মতো লোক আর পাবেন না। উত্তরে সুলতান বলেন, তারা আপনাকে কষ্ট দিয়েছে এবং একাধিকবার আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। শায়খ বলেন, আমাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে যে কষ্ট দিয়েছে, আল্লাহ্ই তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আমি নিজের জন্য কোন

প্রতিশোধ নেব না। শায়খ শেষ পর্যন্ত নিজের এই মতের উপর অটল থাকেন। অবশেষে সুলতান তাদের প্রতি সহনশীল হয়ে যান এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

মালিকীদের কাজী ইব্‌ন মাখলূফ বলেন, আমরা ইব্‌ন তাইমিয়্যার ন্যায় মানুষ আর দেখিনি। আমাদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়েছিলো; কিন্তু আমরা তাঁর উপর জয়লাভ করতে পারিনি। উল্টো তিনি আমাদের উপর জয়ী হন। আর জয়ী হয়েও তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। সুলতানের সাথে মিলিত হওয়ার পর সুলতান কায়রোতে অবস্থান করে ইলমের বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। মানুষ তাঁর প্রতি ধাবিত হয়, তাঁর নিকট আসা-যাওয়া, ফাতাওয়া তলব শুরু করে এবং তিনি লিখিত ও মৌলিকভাবে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে শুরু করেন। ফকীহগণ এসে এসে তাঁর সঙ্গে তাদের যা কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুরু করেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমি সব ক্ষমা করে দিয়েছি। শায়খ তাঁর পরিবারের নিকট একখানা পত্র লিখেন। তাতে তিনি মহান আল্লাহ্ তাকে যে নিয়ামত ও বিপুল কল্যাণ দান করেছেন, তা অবহিত করেন এবং তাঁর যত কিতাব ছিল, তাদের থেকে সেসব তলব করেন এবং এ কাজে জামালুদ্দীন আল-মুযীর সাহায্য নিতে বলে দেন। কেননা, এসব কিতাব কোথা থেকে কীভাবে বের করে আনা যাবে, তা তাঁর জানা ছিল। এই পত্রে তিনি আরো বলেন, সত্যের উন্নতি, অগ্রগতি ও বিজয় অবশ্যম্ভাবী, আর অন্যায়ের অধঃপতন ও ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ্ আমার প্রতিপক্ষের গর্দানকে অবনমিত করে দিয়েছেন। তাদের নেতৃস্থানীয়রা সমঝোতার প্রস্তাব করেছে, যার বিবরণ দিতে গেলে পত্র অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। আমি তাদেরকে এমন কিছু শর্ত দিয়েছি, যার মধ্যে ইসলাম ও সুন্নাহ্‌র মর্যাদা সংরক্ষণ আর মিথ্যা ও বিদআতের ধ্বংস নিহিত রয়েছে। তারা আমার সকল শর্ত মেনে নিয়েছে। আমি তাদের কোন কোন শর্ত মান্য করতে অস্বীকার করেছি, যতক্ষণ না তারা আমার সকল শর্ত বাস্তবায়ন করে দেখাবে। আমি তাদের কোনো কথা বা ওয়াদার উপর নির্ভর করছি না। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত এবং ইসলাম ও সুন্নাহর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের কোনো দাবি মানতে সম্মত নই। তিনি ইয়াহূদী নাসারাদের মূল্যোৎপাটন, তাদের লাঞ্ছনা এবং তারা যে অপমান ও লাঞ্ছনাকর অবস্থায় রয়েছে তার উপর ছেড়ে দেয়ার বিষয়ে সুলতানের সঙ্গে যে আলোচনা করেছেন, চিঠিতে তাও বিস্তারিত উল্লেখ করেন। মহান আল্লাহ্ই সব ভালো জানেন।

শাওয়াল মাসে সুলতান একদল আমীরকে আটকে রাখেন, যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ। শাওয়ালের ষোল তারিখে কায়স-এর হুরান গোত্র ও ইয়েমেনবাসীর মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে বিপুলসংখ্যক মানুষ নিহত হয়। সাওদার সন্নিকটে উভয় পক্ষের প্রায় এক হাজার মানুষ নিহত হয়। সাওদাকে তারা বলে 'সুওয়াইদা' আর উক্ত ঘটনাকে বলে 'সুওয়াইদার' ঘটনা। সে যুদ্ধে পরাজয় হয় ইয়েমেনের। তারা কায়সকে ছেড়ে পালিয়ে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দামেশ্ক চলে যায়। অপরদিকে কায়স রাষ্ট্রের ভয়ে পালিয়ে যায়। ফলে গ্রাম শূন্য এবং ফসলাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

যিল্‌কদের ছয় তারিখ বুধবার আমীর সাইফুদ্দীন কাব্‌হাক আল-মানসূরী হালবের নায়েব হয়ে আসেন। এসে তিনি প্রাসাদে অবতরণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল মিসরী আমীরদের একটি

দল। তারপর তিনি উক্ত আমীর ও সৈন্যদের নিয়ে হালব চলে যান। ওদিকে আমীর সাইফুদ্দীন বাহাদুর আমীর সাইফুদ্দীন ইসতাদমার-এর পরিবর্তে নায়েব হিসেবে তারাবলিস যাওয়ার উদ্দেশ্যে দামিশক ত্যাগ করেন। সুলতানের সঙ্গে সফর করেছিল এমন একদল লোক যিল্‌কদে মিসর গিয়ে পৌছায়। তাদের কয়েকজন হলেন হানাফী মাযহাবের প্রধান বিচারপতি সদরুদ্দীন ও মহিউদ্দীন ইব্‌ন ফজলুল্লাহ্ প্রমুখ। কাজী সদরুদ্দীন আল্-হানাফী মিসর থেকে ফিরে আসার পর আমি তাঁর নিকট গিয়ে একদিন অবস্থান করি। সে সময় তিনি আমাকে বলেন, আপনি কি ইব্‌ন তাইমিয়্যাহকে ভালবাসেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি হাসিমুখে আমাকে বললেন, আপনি একটি চমৎকার বস্তুকে ভালবেসেছেন। তারপর ইব্‌ন কালানিসীর অনুরূপ আলোচনা উপস্থাপন করেন। তবে ইব্‌ন কালানিসীর উপস্থাপনা ছিল পূর্ণাঙ্গ।

আল্-জাশানকীরির হত্যাকাণ্ড

এ অপদার্থটা একদল সহচর নিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি আমীর সাইফুদ্দীন কারাসিন্‌কার আল্-মানসূরী আল্-আকরাম এর পরিবর্তে সিরিয়ার নায়েব নিযুক্ত হয়ে মিসর থেকে রওনা হয়ে যিল্‌কদের সাত তারিখে গাজায় পৌছেন। সেখানে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে তিনি একদল লোকের উপর আঘাত হানেন। ঘটনাক্রমে সেখানে তিনশত সঙ্গীর মাঝে জাশানকীর উপস্থিত ছিল। কারাসিনকারের লোকেরা তাকে ঘিরে ফেলে। তার সঙ্গীরা তাকে ফেলে এদিক-ওদিক কেটে পড়ে। ফলে তারা কারাসিনকারকে আটক করে ফেলে এবং সাইফুদ্দীন বাহাদুর তাকে নিয়ে ফিরে যান। খাতারায় পৌছার পর ইসতাদমার তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা আসামীকে সুলতানের হাতে তুলে দেন। সুলতান তাকে তিরস্কার করেন। সেটি ছিল জাশানকীরের সঙ্গে সুলতানের চুক্তির মেয়াদের শেষ সময়। ফলে তাকে হত্যা করে ফারাক্বায় দাফন করা হয়। আপন শায়খ মাম্বাজী তার কোনো উপকার করেনি। সে অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হয়।

কারাসিন্‌কার যিলকদের পঁচিশ তারিখ সোমবার দামিশক প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি রাজপ্রাসাদে অবতরণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইব্‌ন ছাছরী, ইব্‌ন যামলিকানী, ইব্‌ন কালানিসী, আলাউদ্দীন গানিম এবং একদল মিসরীয় ও সিরীয় আমীর। খতীব জালালুদ্দীন আল্-কাযবীনি তাদের আগে মাসের বাইশ তারিখ বৃহস্পতিবারই পৌছে যান। তিনি যথারীতি শুক্রবার খুতবা দান করেন। পূর্ববর্তী শুক্রবার, তথা মাসের উনত্রিশ তারিখে দামিশকের জামে মসজিদে কাজী বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন ইউসুফ ইবন্ হাদ্দাদ আল্-হাম্বলী রাজ্যের নায়েবের অনুমতিক্রমে খুতবা দান করেন। নামাযের পর কাজী শীর্ষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে তাঁর নিয়োগপত্র পাঠ করে শোনানো হয় এবং পরে তাকে মহামূল্যবান মর্যাদার পোশাক পরানো হয়। তিনি লাগাতার বিয়াল্লিশ দিন ইমামত ও খিতবাতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কিন্তু পরে এক সুলতানী ফরমানে খতীব জালালুদ্দীনকে উক্ত পদে ফিরিয়ে আনা হয়। তিনি পরবর্তী বছরের মুহাররম মাসের বারো তারিখ বৃহস্পতিবার দায়িত্বে যোগদান করেন।

যিল্‌হজ মাসে কামালুদ্দীন ইব্‌ন শারাজী মাদ্‌রাসা আশ-শামিয়্যা আল-বারানিয়্যার দারস প্রদান করেন। তিনি শায়খ কামালুদ্দীন ইব্‌ন যামনিকানীর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দায়িত্বটি গ্রহণ করেন। এ কাজে ইস্‌তাদমার তাকে সহযোগিতা করেন। এ মাসে তাতার রাজা খারবান্দা

দেশে রাফেজী মতাদর্শের প্রসার ঘটান এবং প্রাথমিক পর্যায়ে খতীবদেরকে খুতবায় আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) ও তাঁর পরিবার ব্যতীত অন্য কারো নাম উল্লেখ না করার আদেশ প্রদান করেন। আল-আযাজ রাজ্যের খতীব যখন এখানে এসে পৌছান, তখন তিনি ভীষণ ক্রন্দন করেন। তাঁর সঙ্গে জনতাও ক্রন্দন করে। তিনি মিম্বর থেকে নেমে পড়েন এবং খুত্‌বা সমাপন করতে ব্যর্থ হন। পরে অপর একজন খুতবা সম্পন্ন করে নামাযের ইমামতি করেন। উক্ত শহরে আহ্‌লুস সুন্নাহ্‌র একটি দল বিদ্‌আতী হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। এ বছর রাষ্ট্রীয় গোলযোগ ও ব্যাপক মতবিরোধের কারণে সিরিয়ার কোনো মানুষ হজ করেনি।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

খতীব নাসিরুদ্দীন আবুল হুদা

আহমাদ ইব্‌ন খাতীব বদরুদ্দীন ইয়াহইয়া ইব্‌ন শায়খ ইয্‌যুদ্দীন ইব্‌ন আব্দুস সালাম। নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদুল আকীবার খতীব ছিলেন। তিনি আল্‌-উমাবী জামে মসজিদ প্রভৃতিতে দায়িত্ব পালন করেছেন। মুহাররম মাসের পনেরো তারিখ বুধবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং আল-আকীবা জামে মসজিদে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে 'বাবুস সাগীরে' তাঁর পিতার নিকট দাফন করা হয়। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন এবং বদরুদ্দীন এর মৃত্যুর পর তিনি খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। রাজ্যের নায়েব, বিচারপতিগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট উপস্থিত হন।

মিসরে হাম্বলীদের কাজী

তিনি হলেন শরফুদ্দীন আবু মুহাম্মদ 'আব্দুলগনী ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন আবুবকর আল্‌-হাররানী। তিনি ছয়শত পঁয়তাল্লিশ হিজরীতে হাররানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং মিসর এসে রাজ কোষাগারের তত্ত্বাবধান ও আস্‌-সালিহিয়ার অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। পরে তাঁর উপর বিচারের দায়িত্বও ন্যস্ত করা হয়। তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রবিউল আউয়ালের চৌদ্দ তারিখ শুক্রবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন এবং ফারাকায় তাকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সাদুদ্দীন আল-হারিছী তাঁর স্থলে আসীন হন।

শায়খ নাজমুদ্দীন

আইউব ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন মুযাফফর আল্‌-মিসরী ওরফে মুয়াযযিন আন-নাজীবি। তিনি দামিশকের জামে মসজিদের মুআয্‌যিনদের প্রধান এবং খতীবদের নেতা ছিলেন। তিনি আকার-গঠনে সুশ্রী এবং উচ্চকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। জুমাদাল উলার এক তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর এ দায়িত্ব পালন করেন।

আমীর শামসুদ্দীন সানকার আল্‌-আসার আল-মানসূরী

তিনি একসঙ্গে মিসরের ওজারত ও নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি সিরিয়ায় একাধিকবার নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। দামিশকে তার একটি

বিখ্যাত বাড়ি ও একটি বিখ্যাত বাগান ছিল। তাঁর গায়ে অনেক শক্তি ছিল। ছিল উঁচু হিম্মত ও বিপুল সম্পদ। তিনি মিসরে ঐ বছর মৃত্যুবরণ করেন।

আমীর জামালুদ্দীন আকুশ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ্ আর-বাসীমি

তিনি ছিলেন দামেশকের নথিপত্র সংরক্ষণকারী। তার আগে তিনি পশ্চিমাঞ্চলে আশ্-শারীফির মৃত্যুর পর গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর অনেক প্রতিপত্তি ছিল। তিনি জুমাদাল উলার উনিশ তারিখ শনিবার মৃত্যুবরণ করেন এবং শায়খ রাসলান গম্বুজের সামনে অবস্থিত আরেক গম্বুজের পার্শ্বে সকালবেলা তাকে দাফন করা হয়। তিনি স্বচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন। তার মৃত্যুর পর আকবাজা নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন।

আত্-তাজ্ ইব্ন সাঈদুদ্দৌলাহ

এ বছরের শাবান কিংবা রজব মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি খাঁটি মুসলিম ছিলেন এবং ছিলেন রাষ্ট্রদূত। জাশানকীর-এর শায়খ নাসরুল মাম্বাজীর সহচর হওয়ার সুবাদে জাশানকীর-এর নিকট তার বেশ মর্যাদা ছিলো। তাঁকে উজীর হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিলো, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পদে তাঁর ভাগিনা কারীমুদ্দীন আল্-কাবীরকে সমাসীন করা হয়।

শায়খ শিহাবুদ্দীন

তিনি ছিলেন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবুল মুকাররম ইব্ন নাস্র আল-ইস্পাহানী। তিনি উমাবী জামে মসজিদের মুআয্যিনদের প্রধান ছিলেন। তিনি ছয়শত দুই হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স থেকে এ বছরের যিল্কদ মাসের পাঁচ তারিখ বুধবার মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত আযানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিজ্ঞ লোক ছিলেন। মহান আল্লাহ্ ভালো জানেন।

৭১০ হিজরী (৩১ মে ১৩১০)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন খলীফা ছিলেন আল্-মুসতাকফী বিল্লাহ্ আবুর রবী সুলায়মান আল-আব্বাসী। দেশের সুলতান ছিলেন আল্-মালিকুন নাসির মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর কালাউন। এ সময় শায়খ তকিউদ্দীন ইব্ন তাইমিয়্যাহ সসম্মানে মিসরে অবস্থান করেন। মিসরের নায়েবে আমীর ছিলেন সাইফুদ্দীন বাকতিমোর আমীরু খাযানদার। তাঁর বিচারক মণ্ডলি আগে যাঁরা ছিলেন, তারাই ছিলেন। তবে হাম্বলী কাজী ছিলেন ভিন্ন একজন যার নাম সা'দুদ্দীন আল-হারিছী। মিসরের উজির ছিলেন ফখরুদ্দীন আল্-খালীলি। সেনা-অধিনায়ক ছিলেন ফখরুদ্দীন কাতিবুল মামালীক। আর সিরিয়ার নায়েব ছিলেন কারাসিনকার আল-মানসূরী। আর দামিশকের বিচারক মণ্ডলি ছিলেন তাঁরা, যাঁরা বিগত বছরও ছিলেন। হালবের নায়েব ছিলেন কাবহাক। আর তারাবলিসের নায়েব ছিলেন আলহাজ বাহাদুর। আর সারখাদের নায়েব ছিলেন আল-আকরাম।

এ বছরের মুহাররম মাসে শায়খ আমীনুদ্দীন সালিম ইবন আবুদ্দারীন বায়তুল মালের যিম্মাদারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মসজিদে হিশামের ইমাম আশ্-শামিয়াতুল জাওয়ানিয়া অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শায়খ সদরুদ্দীন সুলায়মান ইব্ন মূসা আল-কুর্দী গ্রহণ করেন আল্-আবরাবিয়ার অধ্যাপনার দায়িত্ব। তারা দু'জন উক্ত দায়িত্ব ইব্ন উকীল থেকে তাঁর মিসর অবস্থানের সুবাদে ছিনিয়ে নেন। ইব্ন উকীল মুযাফফরের নিকট গমন করেছিলেন। কিন্তু মম্মামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিলো বলে তিনি তাকে একাধিক দায়িত্ব দিয়ে সেখানেই আটকে রাখেন। অবশ্য পরে সুলতানী ফরমান নিয়ে উভয় মাদ্রাসায় ফিরে আসেন। ফলে উভয় স্থানে একমাস, মতান্তরে সাতাশ দিন অবস্থান করেন। কিন্তু পরে আবার আমীন সালিম ও সদর কুর্দীকে মাদ্রাসায় ফিরিয়ে আনা হয়। মুহাররমের সতেরো তারিখে খতীব জালালুদ্দীন খতীবের পদে ফিরে আসেন এবং উক্ত পদ থেকে আল্-বদর ইবন্ হাদ্দাদকে অপসারিত করা হয়। সোমবার দিন আস্-সাহিব শামসুদ্দীন জামে মসজিদ, বন্দী ও আওকাফের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে তাঁকে মর্যাদার পোশাক পরিধান করানো হয় এবং তাঁর সহযোগী হিসেবে জামে মসজিদের দায়িত্ব শরফুদ্দীন ইব্ন ছাছরীকেও নিয়োগ দেয়া হয়। শরফুদ্দীন ইতিপূর্বে জামে মসজিদের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। আশুরার দিন ইস্‌তাদ্‌মার হামাতের নায়েব নিযুক্ত হয়ে দামিশক গমন করেন এবং সাতদিন পর সেখান থেকে জামাতের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

মুহাররম মাসে বদরুদ্দীন ইব্ন হাদ্দাস শামসুদ্দীন ইব্ন খাতীরির পরিবর্তে আলমারিস্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আযরাবিয়ার সূত্রে সদরুদ্দীন ইব্ন আরহাল ও সুলায়মান আল্-কুর্দীর মাঝে বিবাদ ঘটে। তারা ওয়াকীল-এর নিকট একখানা পত্র লিখেন, যাতে ইব্ন ওয়াকীন-এর নিন্দাবাদ লাঞ্ছনাকর বিষয়াবলিসহ তার কাফির হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। ফলে ইব্ন ওয়াকীল কাজী তকিউদ্দীন সুলায়মান আল্-হাম্বলীর আদালতে মামলা দায়ের করেন। কাজী তার মুসলমান হওয়া এবং তার রক্তের হিফাযতের পক্ষে রায় প্রদান করেন। তিনি তার শাস্তি মওকুফ করেন, আর তাকে তাঁর বিশ্বস্ততার কারণে রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদায় পুনর্বহালের রায় প্রদান করেন। এসব ছিলো হাম্বলীদের অপপ্রচার। কিন্তু আল্‌মারিস্তান ও আযরাকিয়া তার হাত থেকে ছুটে সুলায়মান কুর্দীর হাতে এবং আশ্-শামিয়াতুল জাওয়ানিয়া আমীন সালিমের হাতে চলে যায়। তাঁর হাতে থাকে শুধু দারুল হাদীস আল-আশ্‌রাফিয়া। সফর মাসের সাত তারিখ সোমবার রাতে নাজ্‌ম মুহাম্মদ ইব্ন 'উছমান আল্-বসরাবী সিরিয়ার উজীর পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে মিসর থেকে এসে পৌঁছান। সাথে করে তিনি তাঁর ভাই ফখরুদ্দীন সুলায়মান-এর নামে হিসাব রক্ষক পদের নিয়োগ পত্র নিয়ে আসেন। তারা দুই ভাই জামে মসজিদে দুটি পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দার্‌ব ইব্ন আবুল হায়জার অবতরণ করেন। পরে তিনি উজির বাবুল বারীদের সন্নিকটে অবস্থিত দারুল আসারে চলে যান। তিনি শায়খ জালানুদ্দীন-এর ভাই ইয্‌যুদ্দীন আহমাদ ইব্ন কালানিসীকে কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।

রবিউল আউয়ালের এক তারিখে কাজী জামালুদ্দীন আব্-যার'আী ইব্ন জামাআর পরিবর্তে মিসরের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে যিলহজ্জ মাসে তাঁর থেকে তিনি শায়খুল মাশয়িখের পদটি কেড়ে নিয়ে সেটি আল-কারীম আল্-আইকীর হাতে তুলে দেন। তাঁর থেকে খতীবের দায়িত্বও নিয়ে নেয়া হয়। সিরিয়ায় কাজী শামসুদ্দীন ইব্ন হারীরির নিকট

মিসরীয় অঞ্চলসমূহের কাজীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে দূত আসে। ফলে তিনি রবিউল আউয়ালের বিশ তারিখে রওনা হয়ে যান। তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য একদল লোক তাঁর সঙ্গে বের হয়। তিনি সুলতানের নিকট গিয়ে পৌঁছুলে সুলতান তাকে মর্যাদার সঙ্গে বরণ করেন এবং হানাফীদের বিচারক আন-নাসিরিয়া আস্-সালিহিয়ার অধ্যাপনা এবং আল-হাকিম জামে মসজিদের দায়িত্বে সমাসীন করেন। এবং সুলতান কাজী শামসুদ্দীন আস্-সারুজীকে উক্ত পদসমূহ থেকে অপসারিত করেন। পদচ্যুৎ হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এ মাসের পনেরো তারিখ দামিশক থেকে সাত এবং কায়রো থেকে চৌদ্দজন আমীরকে অপসারণ করা হয়। রবিউল আখারে সুলতান আমীর সাইফুদ্দীন সাল্লারকে তলব করেন। ডাক পেয়ে সাল্লার নিজেই সুলতানের দরবারে হাজির হন। সুলতান প্রথমে তাকে তিরস্কার করেন এবং পরে এক মাসের মধ্যে তার সমুদয় সম্পদ ও ক্ষমতা নিয়ে নেন। তারপর তাকে হত্যা করে ফেলেন। তার কাছে প্রচুর সম্পদ তথা পশু, অস্ত্র, দাস-দাসী, খচ্চর-গাধা এবং সামান্য জমি পাওয়া যায়। মনি-মানিক্য ও সোনা-রূপা পাওয়া যায় সামান্য। যার পরিমাণ বলা সম্ভব নয়। মোটকথা, তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ দ্বারা বিরাট একদল লোককে নিজের অনুগত বানিয়ে রেখেছিলেন। আর সেই সূত্রেই তাকে বড় দানশীল, মহানুভব এবং রাষ্ট্র ও জনগণের বন্ধু মনে করা হতো। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

উল্লেখ্য যে, আমীর সাইফুদ্দীন সাল্লার ছয়শত আটানব্বই হিজরী থেকে এ মাসের চব্বিশ তারিখ বুধবার নিহত হওয়া পর্যন্ত মিসরের নায়েবের দায়িত্ব পালন করেন। তাকে বৃহস্পতিবার রাতে আল্-ফিরাকায় কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন।

রবিউল আখিরে কাজী শামসুদ্দীন ইব্ন মুঈয আল্-মানাফী শামসুদ্দীন আল-হারীরির পরিবর্তে আয্-যাহিরিয়্যায় দারস প্রদান করেন। তাঁর মামা হানাফীদের প্রধান বিচারপতি আস-সদর আলী এবং অন্যান্য কাজী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এ মাসে আমীর সাইফুদ্দীন ইস্তাদমার এক কাজে দামেশক গমন করেন। তিনি শায়খ সদরুদ্দীন ইব্ন ওয়াকীল-এর অনুরক্ত ছিলেন। ফলে তিনি ওয়াকীল-এর নামে দারুল হাদীসের পরিচালনা এবং আলআযরাবিয়ার অধ্যাপনায় নিয়োজিত হওয়ার ফরমান জারি করেন। কিন্তু তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহন করেন নি। ইতিমধ্যে ইস্তাদ্মার তার কাজ সম্পাদন করে ফিরে যান।

তার দুইদিন পর আস-সালিহিয়ায় ইব্ন দরবাস-এর বাসভবনে একটি ঘটনা ঘটে। আমীর সাইফুদ্দীনকে অবহিত করা হয় যে, ইব্ন দারবাস-এর ঘরে কিছু আপত্তিকর বিষয় পাওয়া গেছে। সালেহিয়ার একদল লোক, হাম্বলী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তার ঘরে মিলিত হয়েছে। রাজ্যের নায়েব সাইদুদ্দীন সংবাদ পেয়ে এ ব্যাপারে তার নিকট পত্র লিখেন। উত্তরে ইব্ন দারবাসকে ধর্মীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নির্দেশ আসে। ফলে দারুল হাদীস আল্-আশরাফিয়া তার হাত থেকে বেরিয়ে যায়। অবশিষ্ট থাকে শুধু দামিশক, যার জন্য কোনো বেতন-ভাতা ছিল না। অবশেষে-তিনি রমজানের শেষের দিকে হালব চলে যান। সেখানে হালবের নায়েব ইস্তাদমার তাকে জামে মসজিদের ছোট খাট একটি দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। এরপর তাকে সেখানকার অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন এবং তার সঙ্গে সদয় আচরণ করেন। উল্লেখ্য যে, আমীর ইস্তাদমার জুমাদাল আখিরায় পরলোকগত সাইফুদ্দীন

কাবৃহাক-এর পরিবর্তে হালবের নায়েব পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং আমীর ইমাদুদ্দীন ইস্‌মাঈল ইব্‌ন আফজাল 'আলী ইব্‌ন মাহমুদ ইব্‌ন তকিউদ্দীন উমর ইব্‌ন শাহেনশাহ ইব্‌ন আইউব-এর মৃত্যুর পর হামাতের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। অপরদিকে জামালুদ্দীন আকুশ আল্‌-আকরাম আলহাজ বাহাদুর-এর পরিবর্তে ছারখাদ থেকে তারাবলিসের নায়েব পদে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।

শাবানের ষোল তারিখ বৃহস্পতিবার শায়খ কামালুদ্দীন ইবন্ যাম্‌নিকানী ইব্‌নুল ওয়াকীল-এর পরিবর্তে দারুল হাদীস আল-মাশয়াফিয়ার শায়খের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাফসীর হাদীস ও ফিকাহ বিষয়ে পাঠদান করেন। তিনি উত্তমভাবে পাঠদান করতেন। কিন্তু পনেরো দিন অতিবাহিত হতে না হতে জামালুদ্দীন ইবন্ শুরায়শী তাঁর থেকে উক্ত পদটি কেড়ে নেন এবং রমযানের তিন তারিখ শনিবার উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শাবান মাসে সিরিয়ার নায়েব কারাসিনকার আল-মাকসূরার সম্প্রসারণের ফরমান জারি করেন। ফলে মুয়ায্‌যিনদেরকে কুব্বাতুন নাস্‌রের নিচে আর রুকনাইনিল মুয়াখখিরাইনে সরিয়ে নেয়া হয় এবং কিছুদিনের জন্য জামে মসজিদে জানাযার অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। পরে এর অনুমতি দেয়া হয়।

রমজানের পাঁচ তারিখে ফখরুদ্দীন ইয়াস, যিনি রোম দুর্গের নায়েব ছিলেন যাইনুদ্দীন কোতবাগা আল-মানসূরীর পরিবর্তে নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে দামেশক গমন করেন। শাওয়াল মাসে শায়খ ওলিউদ্দীন আলী ইব্‌ন ইসমাঈল আল্‌-কারনাবী পরলোকগত শায়খ কারীমুদ্দীন আব্দুল করীম ইবন্ হুমায়ূন আল্‌-আয়কির পরিবর্তে মিসরী রাজ্যগুলোর শায়খুল মাশারিখের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর লেখনি প্রতিভা ও সাহস ছিলো। তাকে মহা মূল্যবান রাজকীয় পোশাক পরিধান করানো হয়। সাঈদুস সু'আদা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। যিলকদ মাসের তিন তারিখ বৃহস্পতিবার আস্‌-সাহিব ইয্‌যুদ্দীন আল্‌-কালামিস আন্‌-নাজম আল্‌ বসরাবীর পরিবর্তে সিরিয়ার উজীরের পোশাক পরিধান করেন। আন্‌-নাজম উজীরের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

যিল্‌কদ মাসের ষোল তারিখ বুধবার শায়খ কামালুদ্দীন ইবন্ যামলিকামী আশ্‌ শামিয়াতুল বারামিয়ার অধ্যাপনার দায়িত্বে ফিরে যান। এ দিন তকিউদ্দীন ইব্‌ন সাহিব শামসুদ্দীন ইবন্ মালিউস্ আল্‌-উমাবী জামে মসজিদের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হালবের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন ইসতাদ্‌মার যিলহজ মাসের দুই তারিখে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং মিসর প্রবেশ করেন। অনুরূপভাবে তার কয়েক দিন বীরার নায়েব সাইফুদ্দীন জারগামও অপসারিত হন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দীন আবুল 'আব্বাস

তিনি হলেন আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন 'আব্দুল গণী আস্‌সারুজী আল্‌-হানাফী যিনি হিদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। কিছুকাল মিসরে শাসকের দায়িত্ব পালন করেন এবং মৃত্যুর দিনকয়েক আগে পদচ্যুত হন। রবিউল আখারের বারো তারিখ

বৃহস্পতিবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং আশ্-শাফেয়ীর নিকটে তাকে দাফন করা হয়। ইলমে কালাম বিষয়ে শায়খ ইব্ন তাইমিয়্যার বিরুদ্ধে তার নানা আপত্তি ছিল। কিন্তু শায়খ তকিউদ্দীন কয়েক খণ্ডের গ্রন্থ রচনা করে সেসব অভিযোগের জবাব দেন এবং তার দলীল খণ্ডন করেন। এ বছর সাল্লার হত্যার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

আস্-সাহিব আমীনুদ্দৌলাহ

আবুবকর আল্-ওয়াজীহ আব্দুল আজীম ইব্ন ইউসুফ ওরফে ইবনুর রাককাকী ও আল্হাজ্জ বাহাদুর। তিনি হলেন তারাবলিসের নায়েব। তিনি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। হাল্বের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন কাবহাকও মৃত্যুবরণ করেন এবং জুমাদাল আখিরার দুই তারিখে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি বিচক্ষণ ও সাহসী মানুষ ছিলেন। তিনি লাজীন-এর আমলে দামিশকের নায়েবের দায়িত্ব পালন করেন। পরে লাজীনের ভয়ে তাতারীদের নিকট চলে যান এবং আরো পরে তাতারীদের সঙ্গ ছেড়ে চলে আসেন। কাযান-এর বছর তার হাতে মুসলমানরা মুক্তি লাভ করেছিল, যেমনটি উপরে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু পরে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। হালবে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেই পরিস্থিতি বহাল থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর ইস্তাদমার তার স্থলাভিষিক্ত হন। ইনিও বছরের শেষ দিকে মৃত্যুবরণ করেন।

শায়খ কারমুদ্দীন ইব্ন হুমায়ুন আল-আয়কী

তিনি ছিলেন মিসরের শায়খুল মাশায়েখ। আমীরদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল। তিনি একবার শায়খের পদ থেকে অপসারির হয়েছিলেন এবং তাঁর স্থলে ইব্ন জামা'আ নিয়োগ লাভ করেছিলেন। তিনি শাওয়াল মাসের সাত তারিখ শনিবার রাতে সাঈদুস সু'আদার খানকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর শায়খ আলাউদ্দীন আল্-কিরানাবী তার স্থলাভিষিক্ত হন।

ফকীহ ইয্যুদ্দীন আব্দুল জলীল

তিনি হলেন আন্-নামরাবী আশ্-শাফেয়ী। তিনি বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। মিসরের নায়েব সাল্লার-এর সঙ্গ লাভ করেন এবং তার উসিলায় দুনিয়ার উন্নতি লাভে ধন্য হন।

ইব্নুর রাফ'আ

ইনি হলেন আল্-ইমামুল আল্লামা নাজমুদ্দীন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ, আত-তাম্বীহ গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা। এটি ছাড়া তার আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ফকীহ, বিজ্ঞ আলিম এবং বহু বিষয়ের ইমাম ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাদের সকলের উপর রহমত নাযিল করুন।

৭১১ হিজরী (২০ মে ১৩১১)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন উল্লিখিত শাসকগণ যে যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থায়ই বহাল থাকেন। ব্যতিক্রম ছিল শুধু মিসরের উজিরের ব্যাপারটি। কেননা তিনি অপসারিত হয়েছিলেন এবং তাঁর স্থলে সাইফুদ্দীন বকতিমোর উজির নিযুক্ত হয়েছিলেন। আন্-নাজমুদ্দীন আল-বাসরাবীও অপসারিত হয়েছিলেন এবং তাঁর স্থলে ইয্যুদ্দীন আল্-কালামিসী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং অপরদিকে ইব্ন তাইমিয়্যাহর ইংগিতে তারাবলিসের নায়েব পদে নিযুক্তি লাভ

করেছিলেন। হামাতের নায়েব আল্-মালিকুল মুআয়্যাদ তাঁর পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। নায়েব ইস্তাদমার এক শূন্যতা সৃষ্টি করে মৃত্যুবরণ করেন। আরগুন আদ্দাওয়াদার আন্-নাসিরী দামেশ্ক গমন করেন। উদ্দেশ্য ছিল কারাসিনকারকে দামেশক থেকে বদলি করে হালবের দূত বানিয়ে প্রেরণ করা এবং সাইফুদ্দীন কারায়াকে দামেশ্কের নায়েব নিযুক্ত করা। সে সময়ে হালব ও আরবের অধিকাংশ সৈন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল। কারাসিনকার আল্-মানসূরী মুহাররমের তিন তারিখ তাঁর সকল সহায়-সম্পদ ও ভক্ত-অনুসারীদের নিয়ে দামিশক ত্যাগ করেন। সেনাবাহিনী তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য বেরিয়ে পড়ে। তাঁকে হালবে নিযুক্ত করার লক্ষ্যে আরগুনও তাঁর সঙ্গে গমন করেন। দুর্গের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন বাহাদুর আস-সানজারীর নিকট এই মর্মে আদেশ আসে যে, তিনি যেন নায়েব এসে পৌঁছানো পর্যন্ত দামিশকের বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। উজির ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ তার নিকট আসেন এবং তিনি নায়েব পদে সমাসীন হন। এভাবে তার ক্ষমতা শক্তিশালী হয়ে যায় এবং উজিরের ক্ষমতাও পাকাপোক্ত হয়। আর এভাবে তিনি একাধিক ক্ষমতার অধিকারী হন। একটি পদ লাভ করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইমাদুদ্দীন। তার দায়িত্ব ছিল গোপন তথ্যাদির সংরক্ষণ। এ পদটি তার হাতে দীর্ঘদিন বহাল থাকে। নায়েবুস সাল্তানা সাইফুদ্দীন কুরায়া আল্-মানসরীর নায়েব নিযুক্ত হয়ে দামেশ্ক আগমন করেন। মুহাররামের একুশ তারিখ বৃহস্পতিবার জনতা তাকে স্বাগত জানানোর জন্য বের হয় এবং তারা প্রদীপ প্রজ্বালিত করে। মুহাররমের চব্বিশ তারিখে মাকসুরাতুল খিতাবাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। সফরের তেরো তারিখ বৃহস্পতিবার আন্-নাজ্মুল বাসরাবী প্রথা অনুযায়ী আমীরের পোশাক পরিধান করেন এবং অন্য দশজন আমীরের সঙ্গে বাহনে চড়ে রওনা হন।

রবিউল আউয়ালের সতেরো তারিখ বুধবার চারজন বিচারক জামে মসজিদে সাক্ষীর আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈঠক করেন। কারণ, তাদের কারো কারো পক্ষ থেকে জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছিল। এ তথ্য পেয়ে রাজ্যের নায়েব ক্রুদ্ধ হন এবং উক্ত আদেশ জারি করেন। এই আদেশে তাদের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি।

এদিন শরীফ নাকীবুল আশরাফ আমীনুদ্দীন জাফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহিউদ্দীন আদনান শিহাবুদ্দীন আল্-ওয়ামিতীর পরিবর্তে নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত হন এবং তকিউদ্দীন ইব্ন যাকীকে শায়খুল মাশায়িখ পদে পুনর্বহাল করা হয়।

এদিন ইব্ন জামা'আকে দামেশকের আন্-নাসিরিয়ার অধ্যাপক এবং জিয়াউদ্দীন আন্-নাসীরীকে আশ্-শাফেয়ীর অধ্যাপক এবং চলুই জামে মসজিদের খতীব এবং কারাগারের যিম্মাদার নিযুক্ত করা হয়। আমীনুল মুল্ক আবু সাঈদকে রবিউল আখারে সাইফুদ্দীন বকতিমোর আল্-হাজিব-এর পরিবর্তে মিসরের উজিরের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

এ মাসে উজির ইয্যুদ্দীন ইব্ন কালানিসীর উপর নজরদারি আরোপ করা হয় এবং দুইমাসের জন্য তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। রাজ্যের নায়েব তাঁর উপর বেজায় ক্ষিপ্ত ছিলেন। অবশ্য পরে বিষয়টি শান্ত হয়ে যায়। রবিউল আখারের এগারো তারিখে বদরুদ্দীন ইব্ন জামা'আকে দারুল হাদীস আল্-কামিলিয়া তুলূন জামে মসজিদ আস্-সালেহিয়া ও আন-নাসেরিয়ার অধ্যাপনার পাশাপাশি মিসরের শাসক পদে পুনর্বহাল হন। তিনি সুলতানের পক্ষ

থেকে অনেক অনুকম্পা লাভ করেন। জামালুদ্দীন আয্-যারয়ী আল্-আসকারের বিচার ও আল্-হাকিম জামে মসজিদের অধ্যাপনার দায়িত্বে বহাল হন এবং তাঁর নামে এই মর্মে ফরমান জারি করা হয় যে, তিনি আদালতে হানাফী ও হাম্বলী কাজীদের মধ্যখানে সুলতানের নিকট উপবেশন করবেন।

ইবন্ কালানিসী আলমানসরীর রামছা তাওজা ও ফুসালিয়ায় অবস্থিত ত্যাজ্যসম্পত্তি ক্রয় করেছিলেন। জুমাদাল উলার এক তারিখে কাজী নাজমুদ্দীন আদ্-দামেশকী নায়েব ইব্ন ছাছরীকে এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল ঘোষণার আদেশ দানের রায় প্রদান করেন। কারণ, এই ক্রয়-বিক্রয় বাজার মূল্য অনুপাতে সংঘটিত হয়নি। কিন্তু অন্যান্য বিচারকগণ একে কার্যকর বলে ঘোষণা দেন। কালানিসীকে দারুস সা'আদায় তলব করে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তার বিপক্ষে আদেশ জারি করা হয়। কিন্তু পরে প্রধান বিচারপতি তকিউদ্দীন হাম্বলী এই ক্রয়-বিক্রয়ের বিশুদ্ধতা এবং দামিশকীর রায় বাতিলের রায় প্রদান করেন। এরপর অন্য সকল বিচারকও হাম্বলীর অনুরূপ রায় প্রদান করেন।

এ মাসে দামিশকবাসীর বিপক্ষে এক হাজার পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়োজিত করা হয়। প্রত্যেক অশ্বারোহীর ভাতা ধার্য করা হয় পাঁচশত দিরহাম করে। এই ব্যয় চাঁপানো হয় জনগনের সম্পদ ও ওয়াকফের সম্পত্তির উপর। ফলে মানুষ প্রচণ্ডরূপে ব্যথিত হয়। তারা খতীব জালালুদ্দীন-এর নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করে। খতীব বিষয়টি বিচারপতিদের নিকট উত্থাপন করেন। জনগণ এ মাসের তেরো তারিখ সোমবার সকালে সমাবেশে মিলিত হয়। তারা মুসহাফে উসমানী নবী নিদর্শন ও জাতীয় পতাকা নিয়ে সমাবেশে যোগদান করে। তারা শাওকাবে দণ্ডায়মান হয়। কুরায়া তাদের দেখে তাদের উপর ক্ষেপে ওঠেন এবং কাজী ও খতীবকে গালাগাল করেন। তিনি মাজদুদ্দীন আত্-তূনিসীকে প্রহার করেন এবং তাদের সকলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। অবশ্য পরে জামিনে তাদের ছেড়ে দেন। তাতে মানুষ অনেক ব্যথিত হয়। পরিণামে আল্লাহ্ও তাকে ছাড়েননি। দশদিন যেতে না যেতেই হঠাৎ এক আদেশে আসে। সেই আদেশ তিনি পদচ্যুত হয়ে বন্দি হন। তাতে জনতা অত্যন্ত আনন্দিত হয়।

কথিত আছে যে, শায়খ তকিউদ্দীন সিরীয়াবাসীদের সম্পর্কে উক্ত সংবাদ পেয়ে বিষয়টি সুলতানকে অবহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সুলতান দূত প্রেরণ করে এর জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি আমীর সাইফুদ্দীন আরগুন আদ্দাওয়াদারকে প্রেরণ করেন। তিনি গিয়ে রাজভবনে অবতরণ করেন। জুমাদাল উলার তেইশ তারিখে আমীর সাইফুদ্দীন কুরায়া মহামূল্যবান রাজকীয় পোশাক পরিধান করেন। পোশাকটি পরিধান করে তিনি চৌকাঠে চুম্বন করেন। তারপর তিনি মাওকাবে এসে হাজির হন। সেখানে দস্তরখান বিছানো হয়। ঠিক সেসময় আমীরদের উপস্থিতিতে তাকে বন্দি করে কুর্কে গারলু আল্-আদিলী ও বাইবারস আল-মজনূনের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। ইয্যুদ্দীন আল্-কালানিসীও দারুস সা'আদার তারসীম থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি জামে মসজিদে জোহর নামায আদায় করে নিজ ঘরে ফিরে যান। তাঁর সম্মানার্থে প্রদীপ জ্বালানো হয় এবং মানুষ তার জন্য দু'আ করে। তারপর তিনি দারুল হাদীস আল্-আশরাফিরায় ফিরে যান। সেখানে তিনি কার্কের নায়েব আমীর জামালুদ্দীন-এর ফিরে আসা পর্যন্ত প্রায় বিশ দিন অবস্থান করেন।

এ মাসে সিফাতের আমীর সাইফুদ্দীন বকতিমোরকে আটক করা হয়। তার স্থলে কুর্কে বাইবারস আদ-দাওয়াদার আল-মানসূরীকে নিয়োগ দান করা হয়। গাজার নায়েবকেও আটক করে তার স্থলে আল্-জাবিলীকে নিয়োগ দান করা হয়। এভাবে কুর্কের কারাগারে হালবের নায়েব ইসতাদ্‌মার মিসরের নায়েব বক্‌তিমোর দামেশকের নায়েব কুরায়া, সিফাতের নায়েব কাত্‌লুবাক, গাজা ও বানহামের নায়েব কাল্‌তানমায একত্রিত হন। জামালুদ্দীন আকুশ আল্-মানসূরী, যিনি কুর্কের নায়েব ছিলেন, তিনি দামিশকের নায়েব নিযুক্ত হয়ে রবিউল আখারের চৌদ্দ তারিখ বুধবার দামেশক গমন করেন। মানুষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর সম্মানার্থে বাতি জ্বালায়। তাঁকে নায়েব পদে বহাল করতে আল-খাতীবি তাঁর সঙ্গে আসেন। তিনি ছয়শত নব্বই হিজরী থেকে সাতশত নয় হিজরী পর্যন্ত সুনামের সঙ্গে কুর্কের নায়েবের দায়িত্ব পালন করেন। ইয্‌যুদ্দীন আল-কালানিসী নায়েবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে আসেন। জুমা বারে নায়েব, কাজী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সুলতানের পত্র পাঠ করে শোনানো হয়। তাতে প্রজাদের প্রতি সদয় আচরণ করার এবং কুরায়ার আমলের বাকী থাকা ট্যাক্স মওকুফ করে দেয়ার আদেশ ছিল। ফলে মানুষ অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং সুলতানের জন্য দু'আ করে।

উনিশ তারিখ সোমবার আমীর সাইফুদ্দীন বাহাদুয়াস সিফাতের নায়েব পদের পোশাক পরিধান করেন। তিনি চৌকাঠ চুম্বন করে মঙ্গলবার সিফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এদিন সদর বদরুদ্দীন ইব্‌ন আবুল ফাওয়ারিস দামেশকের নথিপত্র সংরক্ষণ পদের এ পোশাক পরিধান করেন। এটি ছিল শরীফ ইব্‌ন আদনান-এর সহকারী পদ। তার দুদিন পর সুলতানের উকিল পদে ইয্‌যুদ্দীন ইব্‌ন আল্-কালানিসীর নিয়োগপত্র এসে পৌঁছায়। ইতিপূর্বে তিনি এ পদেই কর্মরত ছিলেন। উজীরের পদের প্রতি তাঁর অনীহা ছিলো বলে তাকে উক্ত পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

রজব মাসে ইব্‌ন সালউস শামসুদ্দীন আদনান-এর পরিবর্তে আওকাফের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাবানে রাজ্যের নায়েব সশরীরে কারাগারে গিয়ে নিজ হাতে বন্দিদের মুক্ত করে দেন। ফলে হাট-বাজার প্রভৃতিতে তাঁর জন্য দু'আ করার প্রবণতা বেড়ে যায়। এদিন আস্-সাহিব ইয্‌যুদ্দীন ইবন্ কালানিসী মিসর থেকে এসে নায়েবের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাকে মর্যাদার পোশাক পরিধান করান। তিনি সাথে করে একখানা পত্র নিয়ে আসেন যাতে তাকে মর্যাদা দান এবং সুলতানের প্রতিনিধি ও বিশেষ বিভাগের দায়িত্ব পালনের এবং দামিশকে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল, তার অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ ছিলো। আর এ কথারও উল্লেখ ছিল যে, সুলতান এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না এবং তিনি একাজে কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেননি। এ কাজে তার সহযোগী ছিলো রাষ্ট্রীয় বিশেষ বিভাগের দায়িত্বশীল কারীমুদ্দীন ও আমীর সাইফুদ্দীন আরগুন আদ্দাওয়াদার। শাবান মাসে ইবন্ ছাছরী তার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ ও অঙ্গীকারের রীতি বন্ধ করে দেন। অন্যরাও তাই করেন। কিন্তু মালিকী তাদের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন। রমজানে দূত যায়নুদ্দীন কাতবাগা আল-মানসূরীর নামে প্রহরী প্রধানের এবং তূগান-এর পরিবর্তে আমীর বদরুদ্দীন মালতুবাত আল-কিরমানীর নামে নথিপত্র সংরক্ষণের পদে নিয়োগ দানের বার্তা নিয়ে আসে। তাদের দুজনকে একসঙ্গে পোশাক পরিধান করানো হয়। এ মাসে দামিশক দুর্গের নায়েব বাহাদুর আস-সানজারী সাইফুদ্দীন বালবান আল-বদরীকে দুর্গের

অধিপতি নিযুক্ত করে নিজে মিসর গমন করেন। তারপর দিনের শেষে তিনি আল-বীরার নায়েব পদে পুনঃনিযুক্ত হয়ে সেখানে চলে যান। ইতিমধ্যে সংবাদ আসে যে, বাগদাদের কাসীদা পাঠকারী একদল মুসলমানদের উপর প্রথমে কঠোরতা আরোপ করা হয়। পরে তাদের মধ্য থেকে ইব্‌ন উকাব ও ইবন্ বদরকে হত্যা করা হয়, আর উবায়দাকে মুক্তি দেয়া হয়। ফলে সে নিরাপদে ফিরে আসে। শাওয়াল মাসে হজের আমীর বাহাদুরাসের ভাই আমীর আলাউদ্দীন তাইবাগা হাওদায় চড়ে ভ্রমণে বের হন।

যিলকদ মাসের শেষের দিকে সংবাদ আসে যে, আমীর কারাসিনকার হিজাযের পথে বারাকা এসে পৌঁছেছেন এবং মাহনা ইব্‌ন ঈসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রাণের ভয়ে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সে সময়ে তার সঙ্গে তার কনিষ্ঠজনদের একদল লোক ছিলো। তারপর সেখান থেকে তিনি তাতারের নিকট চলে যান এবং আল-আকরাম ও যারদাকাশ তার সঙ্গে যোগ দেন। যিল্‌কদের বিশ তারিখে আমীর সাইফুদ্দীন আরগুন পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে দামিশক পৌঁছেন এবং তারা হেমসের সীমান্ত অভিমুখে রওনা হয়। যিল্‌হজের সাত তারিখে শায়খ কামালুদ্দীন ইব্‌ন শুরাইশী প্রতিনিধি পদে পুনর্বহাল হয়ে মিসর থেকে এসে পৌঁছান। তার সঙ্গে ছিলো সিরীয় বাহিনীর বিচারপদের নিয়োগপত্র। নয় তারিখে তাঁকে মর্যাদার পোশাক পরিধান করানো হয়। এদিন সাইফুদ্দীন মিল্লীর নেতৃত্বে মিসরীয় অঞ্চল থেকে তিন হাজার লোক এসে পৌঁছায়। তারা সঙ্গীদের পিছনে পিছনে উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য অভিমুখে রওনা হয়। মাসের শেষে শিহাবুদ্দীন কাশ্‌গরী কায়রো থেকে এসে পৌঁছান। তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন শায়খুল মাশায়িখের নিয়োগপত্র। এসে তিনি খানকায় অবতরণ করেন এবং কাজী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে খানকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইবন্ যাকী খানকা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এ মাসে সদর আলাউদ্দীন ইব্‌ন তাজুদ্দীন ইব্‌ন আছীর মিসরে গোপন তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং শরফুদ্দীন ইব্‌ন ফজলুল্লাহ উক্ত পদ থেকে বিদায় নিয়ে আপন ভাই মুহিউদ্দীন-এর স্থলে দামিশকে গোপন তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুহিউদ্দীন প্রকাশ্য বিষয়াবলির বালাম লেখার দায়িত্বও যথারীতি পালন করে যান। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আশ্-শায়খ আর-রঈস বদরুদ্দীন

ইনি হলেন- মুহাম্মদ ইব্‌ন রঈসুল আতিব্বা আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন তারখান আল-আনসারী। সাদ ইব্‌ন মু'আয আস সুয়াইদী, তথা সুয়াইদা হূরান-এর বংশধর। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি রবিউল আউয়ালে শাবলিয়ার সন্নিকটস্থ নিজ বাগিচায় মৃত্যুবরণ করেন এবং ষাট বছর বয়সে তাকে তাঁর পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শায়খ শা'বান ইব্‌ন আবূবকর ইব্‌ন উমার আল্-আরবালী

ইনি হলেন, উমায়্যা জামে মসজিদের হালবিয়্যার শায়খ। তিনি সৎকর্মশীল ও বরকতময় ছিলেন যার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহীত ছিলো। যিনি অনেক ইবাদাতগুজার ও দরিদ্রব্যসন

ছিলেন। তাঁর জানাযার জামাত বিশাল এক সমাবেশের রূপ ধারণ করেছিলো। রজবের উনত্রিশ তারিখ শনিবার যোহর নামাযের পর জামে' মসজিদে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং আস্-সূফিয়ায় তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো সাতাশি বছর। তিনি কিছু হাদীস বর্ণনা করেন এবং বড় বড় শায়খগণ তাকে সনদ প্রদান করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

শায়খ নাসিরুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইব্রাহীম

ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আযীয আল-উছমানী। তিনি প্রায় ত্রিশ বছর 'আল্-মুসহাফুল উছমানী'র খাদেমে ছিলেন। মৃত্যুর পর রমজানের সাত তারিখে বাদ জুমু'আ তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে আস-সূফিয়ায় দাফন করা হয়। তাঁর প্রতি রাজ্যের নায়েব আল-আকরামের প্রবল ভক্তি ছিলো। তাঁর মৃত্যুতে তিনি একজন স্বজনকে হারান। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি বছর।

শায়খ সালিহ্ আল্-জলীলুল কুদ্ওয়াহ

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন শায়খ আল্কুদওয়াহ ইব্রাহীম ইব্ন শায়খ 'আব্দুল্লাহ আল্-উমাবী। তিনি রমজানের বিশ তারিখে সাফ্হে কাসিয়ূনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জানাযায় আমীর কাজী ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ উপস্থিত হন। আল-মুযাফফারী জামে মসজিদে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর পিতার নিকটে তাকে দাফন করা হয়। সেদিন আস-সালেজিয়ার বাজার বন্ধ রাখা হয়। মানুষের কাছে তাঁর মর্যাদা ছিলো। এবং তিনি যার জন্য যা সুপারিশ করতেন, তাই গৃহীত হতো। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কয়েক খণ্ডে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি প্রায় সত্তর বছর বয়স পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

ইব্নুল ওয়াহীদ আল্-কাতিব

ইনি হলেন সদর শরফুদ্দীন আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন শরীফ ইব্ন ইউসুফ আয-যারয়ী ওরফে ইব্নুল ওয়াহীদ। তিনি বায়বোর বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর রচনা বিষয়ে জ্ঞান ছিলো। তিনি হস্তলিপিতে তৎকালের সকলের সেরা ছিলেন এবং মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হয়। তিনি মর্যাদা সম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। শাওয়ালের ষোল তারিখে তিনি মিসরের আল্-মারিস্তান আল্-মানসূরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

আমীর নাসিরুদ্দীন

মুহাম্মদ ইব্ন ইমামুদ্দীন হাসান ইব্ন আন-নাসায়ী। তিনি তাবাল খানার আমীরদের একজন। যিনি বান্দাকের শাসনকর্তা। সাইফুদ্দীন বালবানের পর উক্ত পদে আসীন হন। রমজানের শেষ দশকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আত-তামীমি আদ্-দারী

তিনি ঈদুল ফিত্‌রের দিন মৃত্যুবরণ করেন এবং কারাফাতুস সুগরায় তাকে দাফন করা হয়। তিনি মিসরে উজিরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি

অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং কোনো কোনো ছাত্র তাকে হাদীস পাঠ করে শুনিয়েছেন। যিল্‌কদ মাসে দামিশকে আল্‌-আমীরুল কাবীর ইস্‌তাদমার-এর মৃত্যুর সংবাদ আসে। সে সময়ে বানখাস কার্ক দূর্গে বন্দি ছিলেন।

আল-কাজী আল-ইমামুল আল্লামা আল-হাকিম

সা'দুদ্দীন মাসউদ আল্‌-হারিছী আল-হাম্বলী। তিনি মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন, সংকলন করেন, সদন লাভ করেন এবং গ্রন্থ রচনা করেন। এসব শিল্প, সনদ ও মতনে তাঁর দীর্ঘ হাত ছিলো। তিনি সুনানে আবু দাউদের একটি অংশের বেশ চমৎকার ব্যাখ্যা লিখেছেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

৭১২ হিজরী (৯ মে ১৩১২ সাল)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখনও উল্লিখিত শাসকবর্গ পূর্ববৎ অবস্থায় বিরাজ করছিলেন। মুহাররম মাসের পাঁচ তারিখে আমীর ইয্‌যুদ্দীন আযদামার আর-রাযদাকাশ এবং আরো দু'জন আমীর আল্‌-আফরাম এর উদ্দেশ্যে রওনা হন। তারা প্রথমে কারাসিনকার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কারাসিনকার তখন মাহনার নিকট অবস্থান করছিলেন। তারা সুলতানের নিকট পত্র প্রেরণ করেন, যেন তারা আগুনের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার আবেদন জানাচ্ছিলেন। এ সফরে এই বার্তা নিয়ে দূত আসে যে, যেন আল্‌-আকরাম, কারাসিনকার ও যারফাকাশ-এর অনুচরবৃন্দ এবং তাদের সঙ্গে যত লোকের সম্পর্ক আছে, তাদের সকলের প্রতি নজর রাখা হয়। মাহনার রুটি বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শাসনক্ষমতায় তার স্থলে তার ভাই মুহাম্মদকে নিয়োগ দান করা হয়। উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ থেকে বাহিনী আরগুনের সঙ্গে ফিরে আসে। কারাসিনকার ও তার সহচরদের দ্বারা জনতা অনেক চিন্তা ও পেরেশানীতে নিপতিত হয়। সাওদী আলবের নায়েব নিযুক্ত হয়ে মিস্‌র থেকে এসে পৌঁছান। দামেশক অতিক্রমকালে জনতা ও সেনাবাহিনী তাকে একনজর দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ে। তারা রাস্তার দুইধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। দামিশকের নায়েব জামালুদ্দীন-এর দামিশকে তলব সংক্রান্ত ফরমানটি পড়ে শোনানো হয়। তিনি তৎক্ষনাৎ বাহনে চড়ে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। মিসর পৌঁছে তিনি লাজীন-এর অনুপস্থিতিতে তার নায়েব পদে নিযুক্তির ব্যাপারে কথা বলেন। সেদিন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ও সালামিয়ার শায়খ কুতুবুদ্দীন মূসার মিসর যাওয়ার ডাক পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিনের শেষে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। রবিউল আউয়ালের দশ তারিখে কাতবুল আমালীক ফখ্‌রুদ্দীন আল-কাতিব-এর পরিবর্তে তাকে মিসরের সেনা-অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। ফখ্‌রুদ্দীন আল-কাতিব-এর অপসারণের পাশাপাশি তার সমুদয় সম্পত্তিও ক্রোকের আদেশ জারি করা হয়।

এ মাসের এগারো তারিখে কাজী তকিউদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন মুঈন 'উমর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আউজ আল্‌-আকদিসী মিসরে হাম্বলীদের শাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইনি হলেন হাম্বলীদের প্রথম বিচারক শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ হাম্মাদ-এর মেয়ের পুত্র। আমীর

সাইফুদ্দীন তামার আল্-আফরাম এর পরিবর্তে তারাবলিসের নায়েব নিযুক্ত হয়ে আগমন করেন। সেই সঙ্গে আল-আফরামকে তাতারীদের নিকট যাওয়ার জন্য আদেশ দেয়া হয়।

রবিউল আখারে হিমসের নায়েব বাইবারস আল-আলায়ী, বাইবারস আল্-মাজনূন তূগান এবং আরো ছয়জন আমীরকে একই দিনে আটক করা হয় এবং তাদেরকে বেঁধে কুর্ক নিয়ে যাওয়া হয়। এ মাসে মিসরের নায়েব আমীর রুকনুদ্দীন বাইবারস আদ্-দাওয়াদার আল্-মানসূরীকেও আটক করা হয় এবং তার স্থলে আরগুন আদ্-দাওয়াদারকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তাছাড়া সিরিয়ার নায়েব জামালুদ্দীন কুর্কের নায়েব, মিসরের প্রহরী প্রধান শামসুদ্দীন সানকার এবং আরো পাঁচজন আমীর গ্রেফতার হন। তাদের প্রত্যেককে কুর্ক দুর্গের একটি বুরুজে আটকে রাখা হয়। এ মাসে বাবুল সালামিয়ার অভ্যন্তরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তাতে অনেক বাড়ি-ঘর পুড়ে যায়। ইব্‌ন আবুল ফাওয়ারিস এবং শরীফ কুবানীর ঘর দুটিও পুড়ে যায়।

তান্‌কায্-এর সিরিয়ার নায়েব পদে আসীন হওয়া

রবিউল আখারের বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার আমীর সাইফুদ্দীন ইব্‌ন তানকায ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল্-মালিকী আন-নাসিরী কার্কের নায়েব-এর আটকের পর দামেশকের নায়েব হয়ে আগমন করেন। সে সময় তার সঙ্গে ছিলো সুলতানের দাসদের একটি দল। তাদের একজন হলেন আলহাজ আরাকতায়া আলী হায়্যিয বাইবারস আল্-আলায়ী। জনতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং তাঁকে পেয়ে তারা বেজায় আনন্দিত হয়। তিনি দারুস সা'আদায় অবতরণ করেন। তাছাড়া তাঁর মিসর গমনের সময়ও বেজায় উল্লাস সংঘটিত হয়। সেদিনটি ছিলো আগস্টের চব্বিশ তারিখ। তিনি জুমুআর দিন আলমাকসুরায় খুত্‌বায় উপস্থিত হন এবং তাঁর সম্মানার্থে তাঁর চলার পথে বাতি জ্বালানো হয়। ইব্‌ন ছাছরীর নামে আদেশ নামা আসে যেন সেনাবাহিনীর বিচারকের পদটি তাঁকে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তিনি আওকাফের দায়িত্ব পালন করবেন। ফলে পূর্বের রীতি অনুযায়ী সিরীয় রাজ্যগুলোর নায়েব পদে অন্য কেউ তার অংশীদার হবে না। শামসুদ্দীন আবু তালিব ইব্‌ন হামীদ-এর নামে ফরমান আসে, তিনি ইব্‌ন শায়খুস সুলামিয়ার পরিবর্তে সেনাবাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন। সেই সঙ্গে তাঁর মিসরে অবস্থানেরও আদেশ জারি করা হয়। তার কয়েক দিন পর সেনাবাহিনীর অধিনায়ক সদর মুঈনদ্দীন হিবাতুল্লাহ্ ইব্‌ন খাশীশ এসে পৌছান এবং ইব্‌ন হামীদকে ইব্‌ন বদর-এর পদে অভিষিক্ত করেন। অপর দিকে ইব্‌ন বদর তারাবলিসের সেনাপ্রধান হয়ে তারাবলিস চলে যান। আরগুন মিসরের নায়েব পদে আসীন হন। কাতিবুল মামালীক ফখ্‌রুদ্দীন নিজ দায়িত্বে ফিরে যান। সেই সঙ্গে কুতুবুদ্দীন ইব্‌ন শায়খুস সালামিয়াকেও তার সঙ্গে পূর্বপদে বহাল রাখা হয়।

এ মাসে শায়খ মুহাম্মদ ইবন্ কাওয়াম তাঁর একদল সৎকর্মশীল সঙ্গীকে নিয়ে ইব্‌ন যুহ্‌রা আল্-মাগরিবীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ইব্‌ন যুহরা কালানসার ব্যাপারে কথা বলতেন। তারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে যাতে তার বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআনের অবমাননার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল। এই অভিযোগও দাঁড় করানো হয়েছিলো যে, তিনি আলিমদের সমালোচনা করে থাকেন। ফলে তাকে আদালতে হাজির করা হয়। তিনি আদালতের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ফলে তার জীবন রক্ষা করা হলেও তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়।

তাকে নগরীর ভিতরে ও বাইরে ঘোরানো হয়। সে সময় তার মাথা ছিলো উন্মুক্ত, চেহারা বিবর্ণ ও পিঠ আঘাতপ্রাপ্ত। ঘোষণা করা হচ্ছিলো, এ হলো বিদ্যা ছাড়া ইল্‌মের সমালোচনা করার শাস্তি। এরপর তাকে আটক করে পরে ছেড়ে দেয়া হয়। ফলে তিনি কায়রো পালিয়ে যান। তারপর শাবান মাসে তিনি ফিরে এসে পূর্বের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন। এ মাসে বাহাদুরাস সাগাদের নায়েবের পদ নিয়ে দামিশক গমন করেন এবং জনতা তাকে অভিনন্দন জানায়। এ মাসে সুলতানের পক্ষ থেকে দামেশকে এই মর্মে পত্র আসে যে, কেউ যখন অর্থ ও ঘুষের মাধ্যমে নিয়োগ না পায়। কেননা, এই প্রক্রিয়া অযোগ্য লোকদের নিয়োগ লাভের পথ সুগম করে তোলে। যামলিকানীর পত্রখানা যথাযথভাবে পাঠ করে শোনানো হয়। এর পেছনে কার্যকর ভূমিকায় ছিলেন শায়খ তকিউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ (রহ)।

রজব ও শাবানে দামেশ্‌কের মানুষ শংকিত হয়ে পড়ে। তার কারণ, তাতারীরা সিরিয়া আগমনের জন্য তৎপরতা শুরু করেছিলো। তাতে মানুষ ভীত ও শংকিত হয়ে ওঠে। তাদের অনেকে নগরী ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে উদ্যত হয় এবং বিভিন্ন ফটকে গিয়ে ভিড় জমায়। এ ঘটনা ঘটে রমজান মাসে। ভয় দিন দিন বাড়তে থাকে। কেননা, তাতারীরা রাহবা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। অনুরূপভাবে সংবাদ ছড়ায় যে, এসব ঘটেছে কারাসিনকার ও তার অনুসারীদের ইংগিতে। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

রমজানে এই মর্মে সুলতানের পত্র আসে যে, কেউ হত্যা করলে কোনো নাগরিক যেন তাকে শাস্তি না দেয়। বরং ঘাতককে ধরে আইনের হাতে তুলে দিয়ে শরীয়তের বিধান মুতাবেক কিসাস গ্রহণ করে। ইব্‌ন যামালকাজী রাজ্যের নায়েব ইব্‌ন তানকায-এর উপস্থিতিতে যথাযথভাবে পত্রখানা পাঠ করে শোনান। এই আদেশ জারির নায়ক ছিলেন ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ। তাঁর আদেশেই সুলতান এই পত্র ও এর আগের পত্রটি জারী করেন।

রমজানের শুরুর দিকে তাতারীরা রাহবায় এসে পৌঁছায় এবং বিশ দিন নগরীটি অবরোধ করে রাখে। রাহবার নায়েব বদরুদ্দীন মূসা আল্-আযদাকাশী পাঁচদিন যাবত তাদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করে তাদেরকে প্রতিহত করেন। কিন্তু রশীদুদ্দৌলাহ এই মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন যে, তারা যেন সুলতান খারবান্দার নিকট যায় এবং তাকে কোনো উপঢৌকন প্রদান করে, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। ফলে কাজী নাজমুদ্দীন ইসহাক খারবান্দার নিকট গমন করেন এবং তাকে পাঁচটি উন্নত জাতের ঘোড়া ও দশটি উট উপহার প্রদান করেন। সুলতান সারবান্দা সেগুলো গ্রহণ করে নিজ দেশে ফিরে যান। ইতিমধ্যে হাল্‌ব, হামাত ও হেমস নগরী জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং তার বেশির ভাগ জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু পরে তারা যখন জানতে পারে যে, তাতারীরা রাহবা থেকে ফিরে গেছে, তখন তারা আপন আপন অঞ্চলে ফিরে আসে। সর্বত্র শুভ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়, উৎসব পালিত হয়, ইমামগণ কুনূত পড়া ছেড়ে দেন, খতীব ঈদের দিন খুতবা দান করেন এবং জনগণকে এই নিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করেন। তাতারীদের ফিরে যাওয়ার কারণ ছিলো পশুর ঘাসের অভাব, রসদের দুর্মূল্য এবং ব্যাপক মৃত্যু। যে দুই ব্যক্তি তাদের সুলতানকে ফিরে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তারা হলেন রশীদ ও জুবান।

শাওয়ালের আট তারিখে সুলতানের তাতারীদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া উপলক্ষ্যে উৎসব পালন করা হয়, শাওয়ালের পনেরো তারিখ কাফেলা রওনা হয়। তাদের আমীর ছিলেন হুসামুদ্দীন লাজীন আস্-সাগীর যিনি আল-বার এর গভর্নর ছিলেন। ইতিমধ্যে মিসরীয় বাহিনী এসে পৌছায়। সুলতানের আগমন ও তাঁর দামিশক প্রবেশের ঘটনা ঘটে শাওয়ালের তেইশ তারিখ। তাঁর আগমনে জনতা দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তিনি দুর্গে অবতরণ করেন। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে নগরীকে সাজানো হয় এবং উৎসব পালন করা হয়। তিনি সে রাতেই প্রাসাদে চলে যান এবং আল্-মাকসুরায় জামে মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করেন এবং খতীবকে মর্যাদার পোশাক পরিধান করান। তিনি সোমবার দিন আদালতে উপবেশন করেন। তাঁর উজির আমীনুল মুল্ক মাসের বিশ তারিখ মঙ্গলবার আগমন করেন। সুলতানের সহচর শায়খ তকিউদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্ন তাইমিয়্যাহ যিলকদের এক তারিখ বুধবার এসে পৌছান। তিনি সাত বছর দামিশকে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর দুই ভাই ও একদল সহচর। বিপুলসংখ্যক মানুষ তাকে দেখার জন্য বেরিয়ে আসে। তাঁর আগমনে জনতা আনন্দিত হয়। এমনকি একদল নারীও তাঁকে দেখতে বেরিয়ে আসে। সুলতান মিসর থেকে তাঁর সঙ্গ নেন এবং যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু পরে যখন যুদ্ধ না হওয়া নিশ্চিত হয় এবং তাতারীরা নিজ দেশে ফিরে যায়, তখন তিনি বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে যান এবং আল-কুদ্স পরিদর্শন করে কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। তারপর তিনি আজলূন, সাওয়াদ ও যারা' ভ্রমণ করেন। শায়খ যিলকদের এক তারিখে দামেশক এসে পৌছান। দামেশকে প্রবেশ করে তিনি দেখতে পান, সুলতান চল্লিশজন খাস আমীরকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র হিজাজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। দিনটি ছিল যিল্কদের দুই তারিখ বৃহস্পতিবার।

দামিশকে পৌছে শায়খ সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ইলমের বিস্তার, কিতাব রচনা মানুষকে ফাতাওয়া প্রদান, হস্তলিপি এবং শরয়ী বিধি-বিধানে গবেষণা ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নিজ গবেষণা মুতাবেক তিনি কোনো কোনো বিধানে মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামদের অনুকূলে ফাতাওয়া প্রদান করতেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের বিপরীত ফাতাওয়া দিতেন। তিনি নিজ গবেষণা থেকে যে সব ফাতাওয়া প্রদান করেছেন, সেগুলো বহু খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। সেসব ফাতাওয়ায় তিনি কুরআন সুন্নাহ এবং সাহাবা ও পূর্বসূরী আলিমদের উক্তি দ্বারা দলীল প্রদান করেছেন।

পরে সুলতান যখন হজ্জে গমন করেন, তখন তিনি বাহিনীকে সিরিয়ায় ছড়িয়ে দেন এবং আরগুনকে দামিশকে রেখে যান। জুমুআর দিন শায়খ কামালুদ্দীন আয্-যামলিকানী ইব্ন শুরাইশীর পরিবর্তে রাজ কোষাগারের দায়িত্বশীলের পোশাক পরিধান করেন। পরে আশ্-শাবাক দামেশক এসে উপস্থিত হন এবং সুলতানের উজীরের সাথে কথা বলেন। তিনি বিপুল অর্থ সম্পদ দাবি করেন এবং দাবি আদায়ের নিমিত্তে অনেক পীড়াপীড়ি করেন। তিনি নেতৃস্থানীয় একদল লোককে হেনস্তা করেন। তাদের একজন হলেন ইব্ন ফজ্লুল্লাহ মুহিউদ্দীন। এ মাসে শিহাবুদ্দীন ইব্ন জাহ্বাল পরলোকগত নাজমুদ্দীন দাউদ আল্-কুরদীর পরিবর্তে বায়তুল মুকাদ্দাসের আস্-সালিহিয়ায় অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। নাজমুদ্দীন দাউদ প্রায় ত্রিশবছর উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন। ইব্ন জাহ্বাল ঈদুল আয্হার পরে আল্-কুদ্সের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

এ বছর কাফজাক যার অপর নাম তাগতাইজায-এর রাজা মৃত্যুবরণ করেন। তার রাজত্বকাল ছিল তেইশ বছর আর তিনি বয়স পেয়েছিলেন আটত্রিশ বছর। তিনি সাহসী ও সুপুরুষ ছিলেন। তিনি তাতারী মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন এবং প্রতিমা ও তারকার উপাসনা করতেন। তিনি শাসক ও চিকিৎসকদের সম্মান করতেন এবং মুসলমানদেরকে অন্য যে কোনো মতাদর্শের অনুসারীদের তুলনায় বেশি শ্রদ্ধা করতেন। তার বাহিনী ছিলো ভয়ংকর প্রকৃতির যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পেরে ওঠা কারো পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কেননা, তারা সংখ্যায় ছিল বিপুল এবং শক্তি ও অস্ত্রে ছিল অসাধারণ। কথিত আছে যে, একবার তিনি তার বাহিনীর প্রতি দশজন থেকে একজন করে বাছাই করেছিলেন। এই বাছাইকৃত সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো এক লাখ পঞ্চাশ হাজার। তিনি এ বছরের রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র উজবক খান রাজার আসনে আসীন হন। তিনি মুসলমান ছিলেন। ফলে তিনি নিজ দেশে ইসলামের বিস্তার ঘটান এবং ইসলামবিরোধী নেতাদের অনেককে হত্যা করেন। তার শাসনামলে ইসলাম অন্য সকল মতবাদের উপর জয়ী হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। তিনি আমাদেরকে ইসলাম ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

মারদীনের শাসনকর্তা আল্-মালিকুল মানসূর

ইনি হলেন নাজমুদ্দীন আবুল ফাতাহ গাজী ইব্‌ন মালিকুল মুযাফফার কারা আল সালান ইব্‌ন মালিকুল সাঈদ নাজমুদ্দীন গাজী ইব্‌ন মালিকুল মানসূর নাসিরুদ্দীন আরতাক ইব্‌ন গাজী ইব্‌ন মুনী ইব্‌ন তামারতাকা ইব্‌ন গাজী ইবন্ আরতাক আল্-আরতাকী। এরা সকলে বহু বছর যাবত মারদীনের শাসক ছিলেন। তিনি মান্যবর, সুদর্শন, প্রভাবশালী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পালকিতে চড়ে ভ্রমণ করতেন, যাতে তার কোনো কষ্ট না হয়। রবিউল আখারের নয় তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং নিজ মাদ্রাসার নিকট তাকে দাফন করা হয়। তার বয়স সত্তরে উপণীত হয়েছিলো। তাঁর রাজত্বকাল ছিলো প্রায় বিশ বছর। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল্-আদিল ক্ষমতায় আরোহন করেন এবং সতেরো দিন রাজত্বে বহাল থাকেন। তারপর রাজা হন তাঁর ভাই আল-মানসূর।

আমীর সাইফুদ্দীন বাত্‌লুবাক আশ্-শায়খী

তিনি দামেশকের শীর্ষস্থানীয় আমীরদের একজন ছিলেন।

আশ্-শায়খ আস্-সালিহ

তিনি হলেন নুরুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হারুন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হারুন 'আলী ইবন্ হামীদ আছ্-ছালাবী আদ্-দামিশকী। কায়রোর হাদীস ও তার সনদের পাঠক। ইবন্ যুবাইদী ইব্‌ন লায়ছী, জাফর আল-হামদামী ও ইবন্ শীরাজী প্রমুখ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমামুল 'আল্লামা তকিউদ্দীন আস-সুবুকী তাকে শায়খ উপাধি প্রদান

করেন। তিনি খুবই সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। রবিউল আখারের উনিশ তারিখ মঙ্গলবার সকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জানাযায় বিপুল লোকের সমাগম ঘটে।

আল-আমীরুল কাবীর আল্-মালিকুল মুযাফ্ফার

শিহাবুদ্দীন গাজী ইব্ন মালিকুন নাসির দাউদ ইব্ন মু'আয্যাম। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং বিনয়ী লোক ছিলেন। তিনি রজবের বারো তারিখে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে কায়রোতে দাফন করা হয়।

প্রধান বিচারপতি

তিনি হলেন শামসুদ্দীন আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইবন্ দাউদ ইব্ন খাযিম আল্-আযরায়ী আল্-হানাফী। তিনি বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি অধ্যাপনা করেন, ফাতাওয়া প্রদান করেন এবং এক বছর দামিশকে হানাফীদের বিচারের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি পদচ্যুত হয়ে কিছুকাল আশ্-শাবালয়ার অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তারপর মিসর গিয়ে সাঈদুস সু'আদায় পাঁচদিন অবস্থান করেন। তিনি রজবের বাইশ তারিখ বুধবার মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

৭১৩ হিজরী (২৮ এপ্রিল ১৩১৩)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন বিগত বছর যারা শাসক ছিলেন, তারাই বহাল থাকেন। সুলতান পরে আর হিজাজ গমন করেননি। আমীর সা'দুদ্দীন তাজলীম মুহাররমের এক তারিখ শনিবার হিজাজ থেকে আগমন করে সংবাদ প্রদান করেন যে, সুলতান নিরাপদ আছেন, তিনি পবিত্র মদীনা থেকে তাঁর থেকে আলাদা হয়েছেন এবং এতক্ষণে তিনি নগরীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। সুলতানের নিরাপদ থাকার সংবাদে জনতা আনন্দ প্রকাশ করে। পরে দূত এসে সংবাদ প্রদান করে যে, সুলতান মুহাররমের দুই তারিখ রবিবার কুর্কে প্রবেশ করেছেন। মুহাররমের এগারো তারিখ মঙ্গলবার তিনি দামেশক প্রবেশ করেন। প্রথা অনুযায়ী জনতা তাঁর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসে। আমি তাঁর এই হজ থেকে ফিরে আসা দেখেছি। সে সময়ে তাঁর ঠোঁটের উপর একখণ্ড কাপড় লেপটানো ছিলো। তিনি এসে প্রাসাদে অবতরণ করেন এবং মুহাররমের চৌদ্দ তারিখে আল্-মাকসূরায় জুমুআর নামায আদায় করেন। একইভাবে পরবর্তী জুমুআও তিনি ওখানেই আদায় করেন। তিনি মুহাররমের পনেরো তারিখে মাঠে বল খেলেন। পরে মুহাররমের এগারো তারিখ শনিবার তিনি আস-সাইব শামসুদ্দীন গাবরিয়ানকে নথিপত্রের যিম্মাদার এবং ফখ্রুদ্দীন ইয়াস আল্-আসারীকে আল্-কিরমানীর পরিবর্তে নথিপত্র বাঁধার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। আল-কিরমানী রাহবার নায়েব পদে ফিরে যান। সুলতান তাদের দু'জন এবং তাঁর উজিরকে মর্যাদার পোশাক পরিধান করান। তিনি ইব্ন ছাছরী এবং আল-ফখ্র কাতিবুল মামলীককেও মর্যাদার পোশাক পরান। আল্-ফখর হজের সময় সুলতানের সঙ্গে ছিলেন। তিনি শরফুদ্দীন ইব্ন ছাছরীকে দেওয়ানের প্রহরী নিযুক্ত করেন। ফখ্রুদ্দীন ইব্ন শায়খুস সালামিয়া জামে মসজিদের এবং বাহাউদ্দীন ইব্ন আলীম আল্-আওকাফ এবং মুকাওবিসী শাদ্দুল

আত্তকাফের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তারপর মুহাররমের সতেরো তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে মিসরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওনা হন। তাঁর অগ্রে ও সাথে সৈন্য সামান্ত রওনা হয়। সফরের শেষের দিকে শায়খ সদরুদ্দীন আল-ওয়াকীল মূসা ইবনে মাহনা ও আমীর আলাউদ্দীন তাম্বাগা তাদাম্মুরে মাহনার সঙ্গে মিলিত হন। পরে তাম্বাগা ও ইবন ওয়াকীল কায়রো ফিরে যান।

জুমাদাল আখিরায় আমীনুল মুল্‌ক এবং তাঁর সঙ্গে একদল শীর্ষস্থানীয় লোককে আটক করা হয় এবং তাদের বিপুলসংখ্যক সম্পদ ক্রোক করা হয়। আমীনুল মুল্‌কের পরিবর্তে বদরুদ্দীন ইবন তুর্কমানীকে নিয়োগ দান করা হয়, যিনি ইতিপূর্বে কোষাগারের দায়িত্বশীল ছিলেন। রজবে চারটি মিম্‌জানিক তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। একটি রাখা হয় দামিশক দুর্গে, আর তিনটি নিয়ে যাওয়া হয় কুর্কে। দুটি দ্বারা মীদান দরজার উপর আঘাত হানা হয়। সেখানে রাজ্যের নায়েব তানকায এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত হন। শাবানে সেই খালটির খননকার্য সম্পন্ন হয়। যেটি হালবের নায়েব হালবে খনন করেছিলেন। তার দৈর্ঘ্য ছিলো সাজুর নদ থেকে কাবীক নদ পর্যন্ত চল্লিশ হাজার হাত। যার প্রস্থ ছিল দুই হাত এবং গভীরতা ছিল দুই হাত। তাতে ব্যয় হয় তিন লাখ দিরহাম। এ কাজে তিনি সকলের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেন, কারো প্রতি কোন অবিচার করেননি।

শাওয়ালের আট তারিখ শনিবার একটি কাফেলা দামিশকে থেকে রওনা হয়। তার আমীর ছিলেন সাইফুদ্দীন বাল্‌বায়া আত-তাতারী। এ বছর হামায়ের শাসনকর্তা এবং রোম ও গারবার একদল লোক হজ্জ করেন। যিল্‌হজ্জের ষোল তারিখ শনিবার কাজী কুতুবুদ্দীন মূসা ইবন শায়খুস সালামিয়া সিরীয় বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে মিসর থেকে আগমন করেন। এর আগেও তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। রমজানে মুঈনদ্দীন ইবন খাশীশ মিসরে আস-সাহিব শামসুদ্দীন ইবন গাবরিয়াল-এর নিকট আগমন করেন। সেনা-অধিনায়কের কাছে এসে পৌঁছানোর দুদিন পর জায়গীর প্রথা বিলুপ্তির শুভসংবাদ আসে। সুলতানের এ বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের চার মাস পর এই ঘটনা ঘটলো।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আশ্‌-শায়খ আল্‌-ইমাম আল্‌ মুহাদ্দিস

তিনি হলেন ফখ্‌রুদ্দীন আবু আমর আফ্‌ফান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আবুবকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ আত-তূসী। তিনি রবিউল আখারের এগারো তারিখ শনিবার মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন এবং এক হাজারেরও বেশি শায়খ তাঁকে সনদ প্রদান করেন। তিনি বড় বড় কিতাব পাঠ করেন। তিনি সহীহ বুখারী শরীফ ত্রিশ বারেরও বেশি পাঠ করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করুন।

ইয্‌যুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আদ্‌ল

তিনি হলেন শিহবুদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন ইলিয়াস আর-রাহাবী। তিনি আওকাফ প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আমীনুল মুল্‌ক-এর খাস লোকদের একজন ছিলেন। মিসরে আটক করে বেঁধে তাকে আল্‌-মাদরাসাতুল আযরাকিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ সময়ে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং জুমাদাল আখিরার উনিশ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে

মাদ্রাসা আযরাকিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর। তিনি ইব্‌ন তাবারযাদ আল্‌-বিশদী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং পরদিন বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তিনি দুটি পুত্রসন্তান রেখে যান। তারা হলো জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ও ইয্‌যুদ্দীন।

আশ্‌-শায়খুল কাবীর আল্‌-মুকরী

তিনি হলেন শামসুদ্দীন আল্‌-মুকসায়া। তিনি হলেন আবুবকর ইব্‌ন উমর ইবনুস সাব' আল্‌-জাযরী, ওরফে আল-মুকসায়া। তিনি নায়েব খতীব ছিলেন। তিনি মানুষকে সাত কেরাত প্রভৃতি দুর্লভ কেরাত শিক্ষা দিতেন। ইলমুন নাহ্‌তে তাঁর অগাধ পান্ডিত্ব ছিলো। তিনি মুত্তাকী ও মুজ্‌তাহিদ ছিলেন। জুমাদাল আখিরার একুশ তারিখ রবিবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন এবং পরদিন সাফ্‌হে কাসিয়ুনে আর রিবাতুন নাসিরীর মুখোমুখি সমাধিস্থ হন। তাঁর বয়স আশি অতিক্রম করেছিলো। আল্লাহ্‌ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

৭১৪ হিজরী (১৭ এপ্রিল ১৩১৪)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখনও বিগত বছর যেসব শাসক যে পদে ছিলেন, সে পদেই সকলে বহাল ছিলেন। ব্যতিক্রম শুধু উজির আমীনুল মুল্‌ক। তাঁর স্থলে বদরুদ্দীন আত্‌-তুর্কমানী আসীন হন। মুহাররমের চার তারিখে আস্‌-সাহিব শামসুদ্দীন গাবরিয়াল নথিপত্র সংরক্ষের দায়িত্ব নিয়ে মিসর থেকে ফিরে আসেন এবং তার সহচররা তার সাথে সাক্ষাৎ করে। মুহাররমের দশ তারিখ শুক্রবার রাজ্যের নায়েব, কাজী ও আমীরগণের উপস্থিতিতে মঞ্চে সুলতানের পত্র পাঠ করে শোনানো হয়। তাতে ছয়শত আটানব্বই হিজরী থেকে সাতশত তেরো হিজরী পর্যন্ত যারা আটক বা বন্দি ছিলো, তাদের মুক্তি দেয়ার আদেশ ছিল। তাতে সুলতানের জন্য দুআর পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। পত্রখানা পাঠ করেন কারী জামালুদ্দীন আল-কালানিসী, আর সেটির প্রচারক ছিলেন সদরুদ্দীন ইব্‌ন সাব্‌হ আল-মুআয়যিন। তারপর আরেক জুমু'আয় অপর একটি ফরমান পাঠ করা হয়। তাতে কারাবন্দিদের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেয়ার ঘোষণা ছিলো। এই ঘোষণাও ছিলো যে, প্রতি জন বন্দি থেকে আধা দিরহামের বেশি যেন না নেয়া হয়। আরেক ফরমানে কৃষকদের নিকট থেকে জোরপূর্বক আনা সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। এই পত্রটি পাঠ করেন ইব্‌নু যামলিকানী, আর তাঁর পক্ষ থেকে প্রচার করেন আমীনুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুয়ায়যিন আন-নাজীবি। মুহাররমে সুলতান ফকীহ নুরুদ্দীন আলী আল-বিকরীকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং তাকে হত্যা করতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু আমীরগণ তাঁর জন্য সুপারিশ করেন। ফলে সুলতান তাকে দেশান্তর করেন এবং ফাতাওয়া ও ইল্‌ম বিষয়ে কথা বলতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তার অপরাধ ছিলো তিনি কথায় কথায় কাফির ফাতাওয়া দিতেন এবং মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতেন।

সফরের এক তারিখ শুক্রবার ইবন্‌ যামলিকানী মঞ্চে রাজ্যের নায়েব ও কাজীর উপস্থিতিতে একটি রাষ্ট্রীয় পত্র পাঠ করেন। সেই পত্রে কায়সার ও নাবীজের জামানত বাতিল ঘোষণার আদেশ দেয়া হয়। ফলে জনগণ সুলতানের জন্য দু'আ করেন। রবিউল আউয়ালের

শেষের দিকে কাজীগণ সাক্ষীদের ব্যাপারে জামে মসজিদে মিলিত হন এবং তারা তাদেরকে মসজিদে বসতে নিষেধ করে দেন। আরো আদেশ জারি করেন যে, যেন তাদের কেউ দুই কেন্দ্রের কোনোটিতে অবস্থান না করে। তারা যেন কিতাবের প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা না করে এবং সাক্ষী আদায়ের জন্য বিনিময় গ্রহণ না করে, আর জীবনধারণে যেন ন্যায়নীতি রক্ষা করে। পরে তারা এ বিষয়ে পুনরায় বৈঠক করেন এবং তৃতীয় বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু তারা একক সিদ্ধান্তে পৌছুতে এবং কাউকেই তার কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ব্যর্থ হন।

এ মাসের পঁচিশ তারিখ বুধবার ইব্‌ন ছাহ্রীর গৃহে বদরুদ্দীন ইব্‌ন বিজয়ানকে নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং তার কিছু কিছু কেরাতে তারা সমালোচনা করেন। ফলে তিনি কেরাতের দারস সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন। কিন্তু কিছুদিন পর পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করলে তাকে অনুমতি প্রদান করা হয়। তিনি জোহর ও আসর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে জামে মসজিদে বসেন। যথারীতি তার মজলিস চালু হয়ে যায়। রজবের মাঝামাঝিতে হাল্‌বের আমীর সাইফুদ্দীন সাওদী মৃত্যুবরণ করেন এবং পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মিসরের রক্ষী প্রধান আলাউদ্দীন তাম্বাগাকে তার স্থলে নিযুক্ত করা হয়। শাবানের নয় তারিখে শরীফ শরফুদ্দীন আদনানকে তার পরলোকগত পিতা আমীনুদ্দীন জাফর এর নাকাবাতুল আশরাফ পদে অভিষিক্ত করা হয়। আমীনুদ্দীন জাফর গত মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

শাওয়ালের পাঁচ তারিখে কায়লানের শাসনকর্তা রাজা শামসুদ্দীন ইব্‌ন দুবাহ ইব্‌ন মালিক শাহ ইব্‌ন রুস্তমকে সাফ্‌হে কাসিয়ূনে তার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি এ বছর হজ করার উদ্দেশ্যে রওনা হন। গাবাগিব নামক স্থানে পৌছুবার পর রমজানের ছাব্বিশ তারিখ শনিবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরে তাঁকে জানাযা আদায় করে দামিশক নিয়ে দাফন করা হয়। এই কবরস্থানটি তাঁরই জন্য ক্রয় করে প্রস্তুত করা হয়েছিল। আল্‌-মুযাফফরী জামে মসজিদের পূর্ব প্রান্তে মাকারিয়ার সন্নিকটে এটি একটি প্রসিদ্ধ কবরস্থান। তিনি পঁচিশ বছর কালানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হায়াত পেয়েছিলেন চুয়ান্ন বছর। মৃত্যুর সময় তিনি অসিয়ত করে যান যেন তার পক্ষ থেকে একদল মানুষ হজ করে। ফলে, শাওয়ালের তিন তারিখে কাফেলা রওনা হয়। তার আমীর ছিলেন সাইফুদ্দীন সান্‌কার আল-ইব্রাহীম ও তাঁর কাজী যাবদানির বিচারক মুহিউদ্দীন।

যিল্‌কদের সাত তারিখ বৃহস্পতিবার কাজী বদরুদ্দীন ইব্‌ন হাদ্দাদ দামিশকের হিসাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে কায়রো থেকে আগমন করেন। ফলে ফখ্‌রুদ্দীন সুলায়মান আল্‌-বাসরাবীর পরিবর্তে তাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়। ফখ্‌রুদ্দীন সুলায়মানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলে সুলতানকে ঘুষ দিয়ে স্বপদে বহাল হওয়ার জন্য ঘোড়া ক্রয় করতে আল-বারিয়্যা অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত মাসের সতেরো তারিখ আল্‌-বারিয়্যায় মৃত্যুবরণ করেন। তার মরদেহ বুসরা নিয়ে যিল্‌কদের আট তারিখে তাঁর বাপ-দাদাদের কাছে দাফন করা হয়। তিনি সুদর্শন যুবক ছিলেন। ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং সুদেহী পুরুষ।

এ মাসের শেষের দিকে ছাগাদের নায়েব বালবান তুবায়া আল-মান্‌সূরী গ্রেফতার হয়ে কারাবন্দি হন এবং তার স্থলে সাইফুদ্দীন বালবায়া আলবদরী অধিষ্ঠিত হন। যিলহজের সাত তারিখে শারফুদ্দীন 'ঈসা ইব্‌ন আল্‌-বারকাসীর পরিবর্তে আমীর আলাউদ্দীন 'আলী ইব্‌ন মাহমুদ

ইব্ন মাবাদ আল-বালাবাক্কীকে অধিষ্ঠিত করা হয়। ঈদুল আযহার দিন আমীর আলাউদ্দীন ইব্ন সাবৃহ মিসর থেকে এসে পৌঁছান। তার বিরুদ্ধে আরোপিত কঠোরতা প্রত্যাহার করা হয় এবং আমীরগণ তাকে সালাম করেন।

এ মাসে আমীনুল মুল্ককে মিসরের পরিদর্শকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং আস-সাইব বাহাউদ্দীন আন্-নাসায়ীকে সা'দুদ্দীন হাসান ইব্ন আফ্ফানীর পরিবর্তে কোষাগারের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। এ মাসে সুলতানের পক্ষ থেকে সিরীয় বাহিনীর জন্য আদেশ আসে যেন তারা হালবের উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং সিরিয়ার নায়েব তানকায পুরো বাহিনীর অগ্রে থাকেন। আমীর সাইফুদ্দীন বক্তিমোর আল্-আবু বকরীর নেতৃত্বে মিসর থেকে ছয় হাজার যোদ্ধা এসে পৌঁছায়। তাজলীস, বদরুদ্দীন আল্-উজীরি, কাত্শামী, ইব্ন তায়বারস, শাতী ও ইব্ন সাল্লার প্রমুখ তাদের মাঝে ছিলেন। তারা সিরিয়ার নায়ের তান্কায-এর নেতৃত্বে হালবীয় অঞ্চল অভিমুখে এগিয়ে যায়।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

হালবের নায়েব সাওদী

তিনি রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে তার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। ইনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইলিহা নহর চালু করেছিলেন। এ কাজের জন্য তিনি প্রায় তিন লাখ দিরহাম ব্যয় করেছিলেন। তিনি উত্তম স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

আস্-সাহিব শারফুদ্দীন

তিনি হলেন শারফুদ্দীন ইয়াকুব ইব্ন হুরমুয্। তিনি তার পরিজন ও স্বজনদের প্রতি সদাচারী ছিলেন। তিনি এ বছরের শাবান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

শায়খ রশীদ আবুল ফিদা ইসমাঈল

আবু মুহাম্মদ আল্-কুরাশী আল্-হামাদী। ওরফে ইব্ন মুআল্লিম। তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও মুফতীদের একজন ছিলেন। জ্ঞানের নানা বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি ছিলেন এবং মানুষের কোলাহল থেকে দূরে থাকতেন। তিনি কিছু দিন আল্-বালবিয়্যায় দারস প্রদান করে, পরে তা তাঁর পুত্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে মিসর চলে যান এবং সেখানে বসবাস করেন। তাঁকে দামিশকের বিচারকের পদের জন্য প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। তার বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। রজবের পাঁচ তারিখ বুধবার ভোর রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং আল্-ফারাকায় তাঁকে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

শায়খ সুলায়মান আত্-তুর্কমানী

তিনি পাগল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি আলবীনে নিজের খানকায় বসতেন। তার আগে তিনি বাবুল বারীদের তাহারাতে অবস্থান করতেন। তিনি অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন

করতেন না এবং নামায পড়তেন না। তার বেশ কিছু ভক্ত-মুরীদ ছিলো। পাগলদেরও কিছু ভক্ত থাকে কিনা, তাই। তারা মনে করতো তার কাশ্‌ফ হয় এবং তিনি একজন নেক্‌কার মানুষ। তাকে বাবুস সগীরে দাফন করা হয়। সেদিন অনেক তুষারপাত হয়েছিলো।

সৎকর্মপরায়ণা আবেদা এক নারী

উম্মে যায়নাব ফাতেমা বিনতে আব্বাস ইব্‌ন আবুল ফাত্‌হ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্‌-বাগদাদিয়্যাহ। তিনি কায়রোর প্রাণকেন্দ্রে শাওয়ালের নয় তারিখ মারা যান। বিপুলসংখ্যক মানুষ তাঁর জানাযায় উপস্থিত হয়। তিনি বিজ্ঞ আলিমা নারীদের একজন ছিলেন। তিনি সৎ কাজের আদেশ করতেন, অন্যায় কাজে বাঁধা দিতেন। তিনি আহমদিয়াদের নারী-পুরুষের সহাবস্থান নীতির বিরোধিতা করতেন এবং তাদের এবং বিদআতীদের মূলনীতির প্রতিবাদ জানাতেন। এসব মিশনে তিনি এমনসব কাজ করতেন, যা পুরুষরাও করতে সক্ষম হতো না। তিনি শায়খ তকিউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়্যার মজলিসে উপস্থিত হয়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি শুনতে পান যে, শায়খ তকিউদ্দীন তাঁর প্রশংসা করেন এবং তার ইল্‌ম ও মর্যাদার বিবরণ প্রদান করেন। তাঁর বেশি বেশি প্রশ্ন করা, ভালো ভালো প্রশ্ন করা এবং দ্রুত বোঝা এসব গুণের কারণে শায়খ তকিউদ্দীন তাঁর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকতেন। তিনি অনেক মহিলাকে কুরআন খতম করিয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন আমার স্ত্রীর মা শায়খ জামালুদ্দীন আল-মুযীর স্ত্রী আয়েশা বিনতে সিদ্দীক। আর তিনি তাঁর কন্যা আমার স্ত্রী, আমাতুর রহীম যায়নাবকে কুরআন পড়িয়েছেন। আল্লাহ্‌ তাদের সকলের উপর রহমত নাযিল করুন এবং স্ত্রীর রহমত ও জান্নাত দ্বারা তাদের সম্মানিত করুন। আমীন।

৭১৫ হিজরী (৭ এপ্রিল ১৩১৫)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন পূর্ববর্তী বছরের শাসকগণ যে যে অবস্থায় ছিলেন সে সেখানেই বহাল থাকেন।

মাল্‌তিয়া জয়

মুহাররমের এক তারিখ সোমবার সাইফুদ্দীন তানকায বাহিনী নিয়ে মালতিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাদের প্রতিপক্ষও আপন পতাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং তাদের যেসব সৈন্য ও অস্ত্র ছিলো, তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। দিনটি ছিলো শুক্রবার। ইব্‌ন ছাছরীও বাহিনীর সঙ্গে বের হন। কেননা, তিনি আসাকিরের কাজী এবং সিরিয়ার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তারা মাসের এগারো তারিখে হামবে প্রবেশ করেন। ষোল তারিখে সেখান থেকে রোমীয় শহর মালতিয়াতে গিয়ে উপণীত হন। মুহাররমের একুশ তারিখ তারা নগরী অবরোধ শুরু করে। অধিবাসীরা নগরীটি দুর্ভেদ্য করে তোলে এবং ফটকগুলো বন্ধ করে দেয়। কিন্তু পরে যখন তারা অবরোধকারীদের সেনাসংখ্যার আধিক্য দেখতে পান, তখন তার শাসনকর্তা ও বিচারপতি বেরিয়ে এসে নিরাপত্তার আবেদন জানান। তারা শুধু মুসলমানদের নিরাপত্তা প্রদান করে ভিতরে ঢুকে আরমান ও খৃষ্টানদের কিছু লোককে হত্যা করে এবং বহু লোককে বন্দি করে। কিছু মুসলমানও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মুসলিম বাহিনী বিপুল পরিমাণ মালে গনীমত লাভ করে।

মুসলমানদের থেকেও বিপুল পরিমান সম্পদ নিয়ে তিন দিন পর মুহাররমের চব্বিশ তারিখ মঙ্গলবার তারা আইনে তাবের মারজে দাবিকে ফিরে যায়। দামিশককে সুসজ্জিত করা হয় এবং উৎসব পালন করা হয়।

সফর মাসের এক তারিখে মালতিয়ার নায়েব সুলতানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। মাসের মাঝামাঝি সময়ে মালতিয়ার কাজী শরীফ শামসুদ্দীন এসে পৌছান। উক্ত নগরীর কতিপয় মুসলিম নাগরিকও তাঁর সঙ্গে আসেন। রবিউল আউয়ালের ষোল তারিখ জুমুআ দিবসের ভোরবেলা তানকায দামিশকে প্রবেশ করেন। সে সময়ে সিরীয় ও মিসরীয় বাহিনী তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকে। জনতা যথারীতি তাদের স্বাগত জানানোর লক্ষ্যে বেরিয়ে আসে। মিসরীরা কিছুদিন অবস্থান করার পর তারা কায়রো চলে যায়। মালতিয়া জুবানের জায়গীর ছিলো। তাতার রাজা উক্ত অঞ্চলটিকে তার জন্য ছেড়ে দেন। তখন তিনি জনৈক কুর্দীকে তার নায়েব নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি সীমালংঘন করেন ও জুলুম করেন। ফলে, তার অধিবাসীরা সুলতান আন-নাসের এর নিকট পত্র লিখে তাঁর প্রজা হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে। অবশেষে তানকায বাহিনী এসে যখন নগরীটি দখল করে এবং যা করার তা করে। তারপর জুমান এসে নগরীটি পুনর্গঠন করেন এবং আরমান প্রভৃতি গোষ্ঠীকে সেখানে ফিরিয়ে আনেন।

এ মাসের উনিশ তারিখ আমাদের হাতে বক্তিমোর আল্-হাজির ও আই্দাগদী শাকী গ্রেফতার হয়। তার কারণ হলো, তারা সুলতানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সংবাদ পেয়ে সুলতান তাদের গ্রেফতার করেন এবং তাদের মালামাল ক্রোক করেন। তদন্তে বকতিমোরের বিপুল সম্পদ বেরিয়ে আসে। এ মাসে তাজলীস কায়রো থেকে রওনা হয়ে দামিশক হয়ে তারাবলিসের এক প্রান্তসীমায় গিয়ে পৌছেন। পরে তিনি দ্রুত ফিরে আসেন। সে সময় তারাবলিসের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন তামীর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। দামেশকে আমীর সাইফুদ্দীন বাহাদুরাস গ্রেফতার হন এবং তাকে কায়রো নেয়া হয়। তার স্থলে তারাবলিসের নায়েব পদে কাসনায়াকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। মানুষ তার জন্য দুঃখিত হয় এবং দু'আ করে।

রবিউল আখারের একুশ তারিখ বৃহস্পতিবার ইয্যুদ্দীন ইব্ন মুবাশ্শির হিসাব নিয়ন্ত্রক ও আল্-আওকাফের দায়িত্বশীল হিসেবে দামিশক আগমন করেন। ইব্ন হাদ্দাসকে হিসাবের দায়িত্ব থেকে এবং বাহাউদ্দীনকে আওকাফের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। জুমাদাল উলার তেরো তারিখ সোমবার রাতে শাম্বলী মসজিদের সামনে বাবুস সাগীরের অভ্যন্তরে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তাতে অনেকগুলো দোকান, বাড়ি-ঘর ও মাল-সম্পদ পুড়ে যায়। জুমাদাল আখিরার ষোল তারিখ বুধবার এক বালতিয়ার কাজী শরীফ শামসুদ্দীন মাদ্রাসা আল খাতুনিয়্যা আল্-বারানিয়ায় কাজিউল কুজাত আল-হামাদী আল-বাসরাবীর পরিবর্তে দারস প্রদান করেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তিনি মর্যাদাসম্পন্ন ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রায় বিশ বছর মালতিয়ার কাজী ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন।

জুমাদাল আখিরার চার তারিখ বৃহস্পতিবার ইব্ন হাদ্দাদকে হিসাবের দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ইব্ন মুবাশ্শির আওকাফের দায়িত্বশীল হিসেবে বহাল থাকেন। জুমাদাল আখিরার নয় তারিখ বুধবার ইব্ন ছাছরী আতাবুকিয়ায় শায়খ সফিউদ্দীন আল্-হিন্দীর পরিবর্তে

দার্‌স প্রদান করেন। পরবর্তী বুধবার ইব্‌ন যামলিকানীও আল-হিন্দীর পরিবর্তে আয্‌-যাহিরিয়া আল্‌-জাওয়ানিয়ার দারসে উপস্থিত হন। আল-হিন্দীর জীবনালোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত হবে। রজবের শেষের দিকে কুর্কের নায়েব আমীর আকুশকে কারাগার থেকে বের করে আমীর পদে পুর্নবহাল করা হয়।

শাবান মাসে পাঁচ হাজার সৈন্য হালব নগরী থেকে ধেয়ে এসে আমিদ নগরীর উপর আক্রমণ চালায়। তারা অনেক শহর জয় করে নেয়, লোকদের হত্যা করে, বন্দি করে এবং নিরাপদে ফিরে যায়। যাদেরকে বন্দি করে তাদের এক পঞ্চমাংশই হলো চার হাজার ব্যক্তি। রমজানের শেষের দিকে কারাসিনকার আল মানসূরী বাগদাদ এসে পৌছান। সে সময়ে তার সাথে ছিলো তার স্ত্রী আল-খাতুন–তাতার রাজা আবগার কন্যা। খারবান্দা তার খিদমতে হাজির হয়ে মুসলমানদের বিভিন্ন অঞ্চল লুণ্ঠন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। উল্টো মিসর শাসনকর্তার পক্ষ থেকে এক ঘাতক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি। বরং ঘাতককে ধরে হত্যা করা হয়।

রমজানের ষোল তারিখ বুধবার ফকীহ ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আল মিসরী ওরফে ইবন্‌ কাতিব কাত্‌লুবাক আল্‌-আদিলিয়াতুস সগীরায় দারস প্রদান করেন। তার শিক্ষক কামালুদ্দীন ইব্‌ন যামালিকানী পদত্যাগ করায় তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। সেদিন তাঁর নিকট বিচারপতিগণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, খতীব ও ইব্‌ন যামলিকানী নিজে উপস্থিত থাকেন।

এ মাসে আল-ওয়ারিকীন ও আল-লিবাদীনের সন্নিকস্থ আল্‌-কায়সারিয়া ভবনটির যার প্রসিদ্ধ নাম আদ-দাহশাহ, নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় এবং ব্যবসায়ীগণ তাতে বসতি গ্রহণ করেন। এর ফলে জামে মসজিদের আওকাফ আলাদা হয়ে যায়। আর তা ঘটে আস-সাহিব শামসুদ্দীন-এর দায়িত্ব গ্রহণের পর।

শাওয়ালের আট তারিখে আহমাদ আর-রুসীকে হত্যা করা হয়। তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হয় যে, তিনি ওয়াজিবসমূহ বর্জন করেন এবং হারাম বিষয়াদিসমূহকে হালাল জানেন, তাকে অবজ্ঞা করেন এবং কুরআন-সুন্নাহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। ফলে আল-মালিকী তার মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করেন। যদিও সে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে তাকে ধরে বেঁধে হত্যা করা হয়। এ দিন সিরীয় কাফেলার রওনা হওয়ার ঘটনা ঘটে। তার আমীর ছিলেন সাইফুদ্দীন তাকতিমোর ও তার কাজী মালতিয়ার কাজী। এ বছর হামাত, হালব ও মারদীনের কাজী, মালিকুল উমারা, তামকায এর কাতিব মুহিউদ্দীন এবং তার জামাতা ফখরুদ্দীন আল-মিসরী হজ আদায় করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

শরফুদ্দীন আবু 'আব্দুল্লাহ

মুহাম্মদ ইব্‌ন আদল ঈমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল ফজল মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল ফাতহ নাসরুল্লাহ ইবনুল মুযাফফর ইব্‌ন আসআদ ইব্‌ন হামযাহ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আত-তামীমি আদ-দামেশকী ইব্‌ন কালানিসী। ছয়শত ছেচল্লিশ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন

এবং রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ইতিপূর্বে তিনি ব্যাবস্থাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করে পরে তা ছেড়ে দেন। মৃত্যুর সময় তিনি বেশ কজন সন্তান ও বিপুল অর্থ-সম্পদ রেখে যান। তিনি সফরের বারো তারিখ শনিবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন এবং কাসিয়ূনে তাকে দাফন করা হয়।

শায়খ ছফিউদ্দীন আল্-হিন্দী

আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহীম ইব্ন মুহাম্মদ আল্-আরনাবী আশ্-শাফেয়ী আল-মুতাকাল্লিম। তিনি ছয়শত চুয়াল্লিশ হিজরীতে হিনদে জন্মগ্রহণ করেন এবং নানার কাছে লালিত-পালিত হন। তিনি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। ছয়শত সাতষট্টি হিজরীর রজব মাসে দিল্লী থেকে গিয়ে হজ্জ করেন এবং কয়েক মাস মক্কায় অবস্থান করেন। তারপর ইয়েমেনে প্রবেশ করেন। ইয়েমেনের রাজা আল্-মুযাফফার তাকে চারশত দিরহাম দান করেন। তারপর মিসর গিয়ে চার বছর সেখানে অবস্থান করেন। তারপর তিনি ইন্তাকিয়ার পথে রোম গিয়ে কাওনিয়ায় এগারো বছর বিসওয়াসে পাঁচ বছর এবং কায়সারিয়ায় এক বছর অবস্থান করেন। কাজী সিরাজুদ্দীন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাকে সম্মান করেন। তারপর ছয়শত পঁচাশি হিজরীতে দামিশক গিয়ে সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং রাওয়াহিয়া, দাওলাইয়া, জাহেরিয়া ও আতাবুকিয়ায় দারস প্রদান করেন। তিনি উসূল ও কালাম শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করেন এবং দীনি ইল্ম ও ফাতাওয়া বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি তার রচিত সবগুলো কিতাব দারুল হাদীস আল-আশরাফিয়ায় ওয়াকফ করে দেন। তাঁর মাঝে সদাচরণ ও আত্মীয়বাৎসল্য ছিল। তিনি সফর মাসের উনত্রিশ তারিখ বুধবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন এবং আস-সূফিয়া কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুর সময় একমাত্র জাহেরিয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব ছিলনা এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর উক্ত মাদরাসায় ইব্ন যামলিকানী দারস প্রদান করেন। ইব্ন ছাছরী দায়িত্ব নেন আতাবুকিয়ার।

আল্-কাজী আল্-মুমনাদ আল মামার আর-রিহ্লাহ

তকিউদ্দীন সুলায়মান ইব্ন হামযাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন উমর ইবন্ শায়খ আবু উমর আল-মুশাদিনী আল-হাম্বলী। তিনি ছিলেন দামিশকের শাসনকর্তা। তিনি ছয়শত আটাশ হিজরীর পনেরো রজব মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অনেক হাদীস শ্রবণ করেন। নিজে নিজে হাদীস পাঠ করেন, ইলমে দীন অর্জন করেন এবং পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং হাদীস চর্চা করেন। চরিত্রে ও মানবতায় সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শহর থেকে ফিরে এসে আল্-জাওযিয়ার শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়ার পর হঠাৎ মারা যান। আদ্-দায়রে নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর তার অবস্থার অবনতি ঘটে। অবশেষে যিল্কদের একুশ তারিখ সোমবার রাতে মাগরিবের নামাযের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন তাঁর দাদার কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম ঘটে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

শায়খ আলী ইব্ন শায়খ আলী আল-হারীরী

তিনি তার সময়ের লোকদের মাঝে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁর বয়স যখন দুই বছর তখন তাঁর পিতা মারা যান। তিনি জুমাদাল উলায় নাসর নামক গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

আল্‌-হাকীম আল্‌-ফাজিল আল্‌-বারি

বাহাউদ্দীন আব্দুস সাইয়িদ ইব্‌ন মুহায্‌যাব ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আত্‌-তাবীব আল্‌-কাহ্‌হাল। তিনি অন্য ধর্ম থেকে ইসলামে দীক্ষিত হন। পরে সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করেন। কেননা, তিনি বুঝে-শুনে মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর হাতে তাঁর গোত্র ও অন্যান্য গোত্রের বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সকলের শ্রদ্ধা ভাজন ছিলেন। এর আগে তিনি ইহুদী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। মহান আল্লাহ্‌ তাঁকে হিদায়াত দান করেন। জুমাদাল আখিরার ছয় তারিখ শনিবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং সেদিনই সাফহে কাসিয়ূনে তাকে দাফন করা হয়। ইয়াহুদী ধর্মের অসারতা প্রমাণ করার পর তিনি ইব্‌ন তাইমিয়াহর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ্‌ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

৭১৬ হিজরী (২৬ মার্চ ১৩১৬)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন বিগত বছরের শাসকগণ স্ব-স্ব অবস্থায় বহাল থাকেন। ব্যতিক্রম শুধু দামিশকের হাম্বলী নেতা। তিনি এর আগের বছর মৃত্যুবরণ করেন। মুহাররম মাসে সেনাবিলুপ্তির দাবি মুতাবেক মিসরের বিভক্তির কাজ সম্পন্ন হয় এবং বাহিনীকে সুলতানের নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়। সুলতান সবক'টি রাজ্যে ট্যাক্স মওকুফ করে দেন। এ মাসে আকীদাগত কারণে হাম্বলী ও শাফেয়ীদের মাঝে সংঘাত বাঁধে। তারা উভয় পক্ষ দামিশকে অভিযোগ উত্থাপন করে। ফলে তাদেরকে দারুস সাআদায় রাজ্যের নায়েবের নিকট হাজির করা হয়। নায়েব তাদের মাঝে আপস করে দেন। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। দিনটি ছিল মুহাররমের ষোল তারিখ মঙ্গলবার।

সফর মাসের ষোল তারিখ শনিবার প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন মাযরূ আল্‌-হাম্বলীর নিয়োগপত্র পাঠ করা হয়। তাঁকে পরলোকগত তকিউদ্দীন সুলায়মান-এর পরিবর্তে হাম্বলীদের বিচার এবং তাদের আওকাফের দায়িত্বে নিয়োগ দান করা হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। তাঁর নিয়োগলাভের তারিখ যিল্‌হজ্জের ষোল তারিখ। এই নিয়োগপত্র বিচারপতিবৃন্দ, আস-সাহিব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে পঠিত হয়। এরপর তারা পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে যায়। সে সময় তার গায়ে ছিল মর্যাদার পোশাক। দারুস সা'আদায় গিয়ে তিনি নায়েবকে সালাম করেন। তারপর তিনি আস-সালেহিয়ায় চলে যান। পরদিন তিনি আল্‌-জাওযিয়ায় অবতরণ করে পূর্বের রীতি অনুযায়ী আদেশ-নিষেধ জারি করেন। দিন কয়েক পর তিনি শায়খ শরফুদ্দীন ইব্‌ন হাফিযকে নায়েব নিযুক্ত করেন।

সফর মাসের সাত তারিখ শায়খ কামালুদ্দীন ইব্‌ন শুরাইশী মিসর থেকে এসে পৌছান। প্রতিনিধির পদ তার কাছে ফিরে আসার ফরমান নিয়ে আসেন। তাঁকে মর্যাদার পোশাক পরানো হয়। সেই পোশাক পরিধান করে তিনি নায়েবকে সালাম করেন। এ মাসে উজির ইয্‌যুদ্দীন ইব্‌ন কালানিসী ধৃত হয়ে আযরাবিয়ায় নীত হন এবং তাকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম জরিমানা করা হয়। পরে জরিমানা আদায় করে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। তিনি বিশেষ পদের দায়িত্ব থেকে

অব্যাহতি গ্রহণ করেন। রবিউল আখারে ফজল ইব্ন ঈসা মিসর থেকে এসে পৌছান এবং তাঁর ও তার ভাতিজা মূসা ইব্ন মাহনার নামে জায়গীর ঘোষণা করা হয়। মাহনা তাতার রাজ্যে অনুপ্রবেশ এবং তাদের রাজা খরিবান্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন বলে এদেরকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জুমাদাল উলার ষোল তারিখ সোমবার ইব্ন ছাছরী সূফীদের আবেদন এবং রাজ্যের নায়েবের পক্ষে তাদের আহবানে সামিসাতিয়্যার শায়খুল মাশায়িখ পদে আসীন হন। ফলে তিনি সামিসাতিয়্যা এসে হাজির হন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হয়। তিনি শরীফ শিহাবুদ্দীন আবুল কাসিম মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান ইবন্ 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্দুর রহীম ইব্ন আব্দুল করীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হাসান ইব্ন হুসাইন ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা ইব্ন জাফর আস-সাদিক-এর পরিবর্তে উক্ত পদে সমাসীন হন। ইনি হলেন কাশানগার। তিনি তেষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং আস্-সূফিয়ায় তাকে দাফন করা হয়। জুমাদাল আখিরায় সিরিয়ার নায়েব অফিসের দায়িত্বশীল বাহাউদ্দীন ইব্রাহীম ইব্ন জামালুদ্দীন ইয়াহইয়া আল-হানাফী ওরফে ইব্ন উলইয়া পরলোকগত শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল কাদির আল-খাতীবি আল-হাসিব আল-কাসিব-এর পরিবর্তে নযরুদ্দাওয়াবীনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একাধিক উচ্চপদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যেমন- কোষাগার, জামে মসজিদ ও আল-মারিস্তান ইত্যাদি। যখন যিনি রাজ্যের নায়েব ছিলেন, আল-মারিস্তানের দায়িত্ব তাঁরই হাতে বহাল থাকে। রজব মাসে হিমসের শাসনকর্তা আমীর শিহাবুদ্দীন কারতায়া পরলোকগত আমীর সাইফুদ্দীন তুর্কিস্থানীর পরিবর্তে তারাবলিসের নায়েব পদে স্থানান্তরিত হন এবং আমীর সাইফুদ্দীন ইরাকতায়া হিমসের নায়েব পদে আসীন হন। সাইফুদ্দীন তাকতায়া আন-নাসিরী সাইফুদ্দীন তায়বাগার পরিবর্তে কুর্কের পদে নিযুক্ত হন।

রজব মাসের দশ তারিখ, বুধবার কাজী শামসুদ্দীন দামিশকী বাহাউদ্দীন ইউসুফ ইব্ন জামালুদ্দীন আহমাদ ইব্ন যাহিরী আল্-আজমী আল-হালবী সাবতুস সাহিব কামালুদ্দীন ইবন্ আদীম-এর পরিবর্তে আন-নাজীবিয়্যায় দারস প্রদান করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং আদীমের কবরস্থানে মামা ও পিতার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। শাবান মাসের শেষের দিকে মিসরে হাম্বলীদের কাজী শরফুদ্দীন আব্দুল গনীর ভাই কাজী শামসুদ্দীন ইব্ন ইযযুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আল্-হাররানী আস্-সাহিব ইযযুদ্দীন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুবাশ্শির-এর পরিবর্তে আওকাফের দায়িত্ব নিয়ে দামেশক এসে পৌছেন। আস্-সাহিব ইযযুদ্দীন রজবের এক তারিখে দামেশকে মারা যান। ইতিপূর্বে তিনি দামিশকে বিভিন্ন দেওয়ানের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মিসর, হাসাবা ও ইস্কান্দারিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও অফিস নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে শেষ জীবনে দামেশকের আওকাফের দায়িত্ব ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব অবশিষ্ট ছিল না। তিনি আশি বছর বয়স পেয়েছিলেন। মৃত্যুর পর কাসিয়ূনে তাকে দাফন করা হয়।

শাওয়ালের শেষের দিকে সিরীয় কাফেলা রওনা হয়। কাফেলার আমীর ছিলেন সাইফুদ্দীন আস-সাল্হাদার আম-নাসিরী, যিনি দামেশকে দারুত তার রাজ্যের নিকট বসবাস করতেন। মিসর থেকে সাইফুদ্দীন আদ-দাওয়াদার ও প্রধান বিচারপতি ইব্ন জামাতা হজ্জ পালন

করেন। তিনি এ বছর তাঁর পিতা খতীব জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করেন। তিনি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যিলকদ মাসে আমীর সাইফুদ্দীন তানকায বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গিয়ে বিশ দিন নিখোঁজ থাকেন। এ মাসে আমীর সাইফুদ্দীন বক্‌তিমোর আল-হাজিব মিসর থেকে দামিশক এসে পৌছেন। ইতিপূর্বে তিনি কারাগারে আটক ছিলেন। পরে তাকে ছেড়ে দিয়ে সম্মানিত করা হয় এবং সাকাদের নায়েব নিযুক্ত করা হয়। তিনি দামিশকে যাবতীয় কাজ সমাধা করে সাকাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কাজী হুসামুদ্দীন আল-কাযবীনি সাকাদের বিচারকের দায়িত্ব থেকে তারাবলিসের বিচারের দায়িত্বে বদলি হন এবং সাকাদের বিচারকের পদ দামিশকের কাজীর হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। ফলে ইব্‌ন ছাছরী শরফুদ্দীন আল্‌-হাওয়ান্দী সাফাদের বিচারকের পদে অভিষিক্ত হন। ইতোপূর্বে তিনি তারাবলিসের শাসনকর্তা ছিলেন। বক্‌তিমোর আল্‌-হাজিব তুয়াশীর সঙ্গে জহীরুদ্দীন মুখতার ওরফে আয্‌-যারয়ী পরলোকগত তুয়াশী জহীরুদ্দীন মুখতার আল্‌-বালসাতায়ন-এর পরিবর্তে দুর্গের কোষাগারের দায়িত্ব নিয়ে এসে পৌছান।

এ মাসে তথা যিলকদ মাসে তাতার রাজা খারবান্দা মুহাম্মদ ইব্‌ন আরগুন ইব্‌ন আবগা ইব্‌ন হালাকু খান-এর মৃত্যুর সংবাদ এসে পৌছে। তিনি ইরাক, খোরাসান, ইরাকুল আজম, রোম, আযারবাইজান, আর্মেনীয় রাজ্যসমূহ ও দিয়ারেবকরের রাজা ছিলেন। তিনি রমজানের সাতাশ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন এবং তারই প্রতিষ্ঠিত নগরী যার নাম আল-সুলতানিয়ার কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার বয়স ত্রিশ অতিক্রম করেছিলো। তিনি উদার ও খেলাপ্রেমী মানুষ ছিলেন। প্রথমে সুন্নাহ্‌র অনুসারী থাকলেও পরে রাফেজী হয়ে যান এবং রাফেজী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নাসীরুদ্দীন আত্‌-তূসীর ছাত্র শায়খ জামালুদ্দীন ইব্‌ন মাযহার আল-হুল্লীর সান্নিধ্য অবলম্বন করেন এবং নিজের অনেক স্বার্থ উদ্ধার করেন। তিনি তাকে একাধিক নগরী জায়গীররূপে দান করেন। এ বছর মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত তিনি উক্ত ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তার শাসনামলে বড় বড় বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিরাট বিরাট বিপদের ঘটনা ঘটেছিলো। তার মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা জনগণ ও দেশকে শান্তিদান করেন। তার মৃত্যুর পর তার এগারো বছর বয়স্ক পুত্র আবু সাঈদ সিংহাসনে আরোহন করেন। সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আমীর জুবান। উজীরের পদে 'আলী শাহ্‌ আত্‌-তাবরীযি বহাল থাকেন। ক্ষমতায় আসীন হয়ে তিনি প্রজাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেন এবং যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তার পিতাকে বিষপানে হত্যা করার অভিযোগ ছিলো, তাদেরকে হত্যা করেন। তার ক্ষমতা গ্রহণের শুরুর দিকে বহু মানুষ তার সঙ্গে খেলা করে। অবশ্য পরে তিনি ইনসাফ ও সুন্নাহ্‌ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। প্রথমে হযরত আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর প্রতি খুত্‌বা চালু করার আদেশ প্রদান করেন। তারপর উছমান (রা) এর নামে এবং তারপর আলী (রা)-এর নামে; ও তাতে মানুষ আনন্দিত হয় এবং এই পদক্ষেপের কল্যানে সকল ফিত্‌না, অরাজকতা এবং সেইসব হত্যাকান্ড যেগুলো উক্ত স্থানে ইস্‌ফাহান, বাগদাদ, ইরাক ও সারা ভূখন্ডের অধিবাসীদের মাঝে সংঘটিত হচ্ছিলো তা স্থিমিত হলো।

মক্কার শাসনকর্তা আমীর খামীসা ইব্‌ন আবু নামী আল্‌-হাসানী তাতার রাজা খারবান্দাকে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার লক্ষ্যে রওনা হয়েছিলেন। ফলে রাফেজীরা তাকে সাহায্য

করে এবং খোরাসানের বিশাল একটি বাহিনী তার সঙ্গে দিয়ে দেয়। কিন্তু খারবান্দার মৃত্যুতে তার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং খামীসা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। সে সময়ে তাতারের রাফেজীদের বড় মাপের এক নেতা তার সঙ্গে ছিল। যার নাম ছিল দলিকান্দী। তিনি হেজাজে রাফেজী মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার জন্য বিপুল পরিমান সম্পদ জোগাড় করেছিলেন। পথে তাদের সঙ্গে মাহনার ভাই আমীর মুহাম্মদ ইব্ন ঈসার সাক্ষাৎ ঘটে। তার সঙ্গে ছিল একদল আরব। তিনি তাদের ও তাদের সঙ্গীদের উপর আক্রমণ করে তাদের সাথে থাকা সমুদয় মাল-সম্পদ লুট করে নেন। আল-মালিকুন নাসির ও তার প্রজাগণ তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। সুলতান তাঁকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। তিনি অনুগত লোকটির মতো তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হন। পথে সিরিয়ার নায়েব তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। সুলতানের নিকট পৌছুলে তিনিও তাকে সম্মান করেন। পরে শায়খ ইব্ন তাইমিয়্যাহর নিকট দলিকান্দী থেকে ছিনিয়ে আনা সম্পদের ব্যাপারে ফাতাওয়া তলব করা হয়। শায়খ ফাতাওয়া প্রদান করেন যে, এই সম্পদ মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজের জন্য ব্যয় করা হোক। কেননা, এই সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিলো সত্যের বিরোধিতা এবং সুন্নাতের বিরুদ্ধে বিদ্আতের সাহায্যের জন্য।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

এ বছর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন, তাদের কয়েকজন হলেন ইয্যুদ্দীন আল-মুবাশ্শির, শিহাব আল্-কাশানগরী, শায়খুল মাশায়িখ এবং আন্-নাজীবিয়্যার শিক্ষক আল্-বাহাউল আজমী এ বছর আল-মায্যার খতীব নিহত হন। এক পাহাড়ী ব্যক্তি এক বাজারে কুঠারের আঘাতে তাকে হত্যা করে। গুরুতর আহত হয়ে কয়েকদিন জীবিত থেকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঘাতককে ধরে উক্ত বাজারেই উপযুক্ত সাজা প্রদান করা হয়। ঘটনাটি ঘটে রবিউল আউয়ালের তেরো তারিখ শনিবার। তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। তখন তাঁর বয়স ষাট অতিক্রম করেছিলো।

আশ্-শারফ সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আরবশাহ

তিনি হলেন ইব্ন আবুবকর আল্-হামদানী। তিনি জুমাদাল আখিরায় মৃত্যুবরণ করেন এবং আন্-নায়রাব কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি সৎকর্মশীল ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং কিছু কিছু বর্ণনাও করেন।

আত-তায্কিরাতুল কিন্দিয়্যার লেখক ইব্ন আরাফাহ

তিনি হলেন আশ্-শায়খ, আল্-ইমাম, আল্-মুকরী, আল্-মুহাদ্দিস, আন-নাহবী, আল্-আদীব, 'আলাউদ্দীন আলী ইবন্ মুযাফফর ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন উমর ইব্ন যায়দ ইব্ন হিব্বাতুল্লাহ আল্-কিন্দী আল-ইস্কান্দারানী, পরে আদ-দামিশকী। তিনি দুইশরও বেশি শায়খের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন এবং সাত কিরাত পাঠ করেন। তিনি অনেক ইল্ম অর্জন করেছেন। তিনি ভালো ভালো মানসম্পন্ন কবিতা রচনা করেন এবং 'ইলমে নাহু বিষয়ে পঞ্চাশ খণ্ডের একটি কিতাব রচনা করেন। কিতাবখানাকে তিনি বহু জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। যার বেশির ভাগই কবিতা। তিনি তার নাম রেখেছেন আত্-তাযকিরাতুল কিন্দিয়া। এই কিতাবখানাকে

তিনি সামীসাতিয়ার জন্য ওয়াক্‌ফ করেছেন। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষর ও অংক শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি নানাভাবে মানুষের সেবা করেছেন। তিনি দীর্ঘ দশ বছর দারুল হাদীস আন-নাফীসিয়্যার শায়খের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একাধিকবার সহীহ বুখারী পাঠ করেন এবং হাদীস শোনান। তিনি শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার আশ্রয় গ্রহণ করতেন। রজবের সতেরো তারিখ বুধবার রাতে মসজিদ সংলগ্ন এক বাগিচায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং আল্‌-মাযযায় তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ছিয়াত্তর বছর।

আত্‌-তুয়াশী জহীরুদ্দীন মুখ্‌তার

তিনি হলেন, আল-বাকনাসী দুর্গের খাযানদার এবং দামেশকের তলবখানাসমূহের আমীরদের একজন। তিনি মেধাবী ও সচেতন আলিম ছিলেন। তিনি কুরআনের হাফিয ছিলেন এবং সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি দামিশক দুর্গে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি দামিশক দুর্গের ফটকের সন্নিকটে ইয়াতীমদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ওয়াকফ করে দেন, তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ইয়াতীমদের জন্য পোশাক ও ভাতা চালু করে দেন এবং নিজে তাদের যাবতীয় খরচাদি বহন করতেন এবং তাদের নিয়ে আনন্দ করতেন। তিনি আল্‌-জাবিয়া ফটকের বাইরে একটি কবরস্থান তৈরি করে তার জন্য দুটি গ্রাম ওয়াকফ করে দেন এবং তার নিকটেই সুন্দর একটি মসজিদ নির্মাণ করে তার জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করে দেন। এটিই ছিলো উক্ত অঞ্চলের প্রথম কবরস্থান। তাঁকে শাবানের দশ তারিখ বৃহস্পতিবার উক্ত কবরস্থানেই দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। তিনি সুঠাম সুদেহী ও উত্তম চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাঁর চেহারায় সদা প্রশান্তি, গাম্ভীর্য ও প্রভাব বিরাজ করতো। সরকারের নিকট তাঁর বিরাট মর্যাদা ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই নামে নাম জহীরুদ্দীন মুখতার আয-যারয়ী কোষাগারের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন।

আমীর বদরুদ্দীন

তিনি হলেন- মুহাম্মদ ইবন ওয়াযীরি। তিনি প্রথম সারির আমীরদের এক জন ছিলেন। তিনি অনেক মর্যাদাবান ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। একবার মিসরের বিচারালয়ে তিনি সুলতানের নায়েব নিযুক্ত হয়েছিলেন। আল-মায়সারার হাজিব বা দারোয়ান ছিলেন। তিনি আওকাফ এবং বিচারক ও শিক্ষকগণ সম্পর্কে সমালোচনা করেন। পরে তিনি দামিশকে বদলি হয়ে যান। শাবানের ষোল তারিখ তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং খান আন্‌-নাজীবির উপরে ময়দানুল হাছায় তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় বিপুল পরিমাণ সম্পদ রেখে যান।

আশ্‌-শায়খাতুস সালিহা

তিনি হলেন উমর ইবন আস'আদ ইবন মান্‌জারের কন্যা। তিনি সহীহ বুখারী ইত্যাদির বর্ণনাকারিনী। তিনি সৎকর্মশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি শাবানের আঠারো তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন এবং কাসিয়ূনের আল্‌-মুযাফফরী জামে মসজিদের সন্নিকটস্থ পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

কাজী মহিব্বুদ্দীন

তিনি হলেন আবুল হাসান ইব্ন কাজিউল কুজাত তকিউদ্দীন ইব্ন দাকীকুল ঈদ। তাঁর পিতা নিজ শাসনামলে তাঁকে তাঁর নায়েব নিযুক্ত করেন এবং হাকিম বিআমরিল্লাহ্র কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। তিনি আল-লাহিরিয়ায় অধ্যাপনা করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। রমজানের উনিশ তারিখ সোমবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রায় ষাট বছর হায়াত পান। তাঁকে আল-কারাদায় তাঁর পিতার পাশে দাফন করা হয়।

আশ্-শায়খাতুস সালিহা

তিনি হলেন আব্দুর রহমান ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ আল্-হারয়ানিয়া; শায়খ তকিউদ্দীন ইব্ন তাইমিয়াহর মা। তিনি সত্তরের অধিক বয়স লাভ করেন। তার কোন কন্যা সন্তান ছিল না। তিনি শাওয়ালের চব্বিশ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন এবং আস-সূফিয়ায় তাকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম ঘটে। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

শায়খ নাজমুদ্দীন মূসা ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ

তিনি হলেন আল্-জীলি, তারপর আদ্-দামিশকী। তিনি কাতিব ও বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি ইব্ন বাছীছ নামে পরিচিত। তিনি তৎকালে হস্তাক্ষর শিল্পের পুরোধা ছিলেন। বিশেষত দুই নুকতা ও তিন নুকতা বিশিষ্ট বর্ণের ক্ষেত্রে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবত তিনি মানুষকে হস্তাক্ষর শিক্ষা দেন। যারা তাঁর নিকট হস্তাক্ষর শিখেছেন, আমিও তাদের একজন। আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি সুন্দর ও সুদর্শন শায়খ ছিলেন। তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা জানতেন। তিনি যিল্কদের তেরো তারিখ মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেন এবং আল-বাবুস সাগীরের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পয়ষট্টি বছর।

শায়খ তকিউদ্দীন আল্-মুসিলী

তিনি হলেন আবু বকর ইব্ন আবীল কারম্। মিহরাবুস সাহাবার সন্নিকটস্থ কিরাতের শায়খ এবং সুদীর্ঘ কাল মী'আদে ইব্ন আমির-এর শায়খ ছিলেন। মানুষ প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবত তাল্কীন ও কিরাত বিষয়ে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়। বহু মানুষকে তিনি কুরআন খতম করিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সফর করতেন এবং সত্যায়ন সংগ্রহ করতেন। শিশুরা বলতো: অমুক আমাদেরকে কয়েক রাতে কুরআন খতম করিয়েছেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি ভালো ও দীনদার মানুষ ছিলেন। যিল্কদের সতেরো তারিখ মঙ্গলবার রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

আশ্-শায়খুস সালিহ্ আয্-যাহিদ আল্-মুকরী

আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন হাজী সালামা ইব্ন সালিম ইবন্ হাসান ইব্ন ইয়ামবু আল-মালীনি। তিনি ছিলেন দামিশকের জামে মসজিদের বিখ্যাত সালিহদের একজন। তিনি হাদীস বহু শ্রবণ করেন এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর মানুষকে হাদীস শিক্ষা দেন। তিনি সন্তানদেরকে কঠিন কঠিন বর্ণে বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষা দিতেন। এক রোগের কারণে তাঁর মুখ থেকে লালা ঝরতো। ফলে তিনি সব সময় মুখের নিচে একটি পাত্র বহন করতেন। তিনি চুরাশি বছর বয়স পেয়েছিলেন।

যিল্‌কদ মাসের বারো তারিখ শনিবার তিনি মাদ্রাসা সারিমিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন এবং বাবুস সাগীর আল্‌-কামদানাবীর সন্নিকটে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগম ঘটেছিল, যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

শায়খ সদর ইব্‌ন ওয়াকীল

তিনি হলেন আল্লামা আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন শায়খ, ইমাম, মুসলমানদের মুফতী যাইনুদ্দীন 'উমর ইব্‌ন মাক্কী ইব্‌ন আব্দুস সামাদ ওয়ফে ইব্‌ন মারহলি ও ইব্‌ন ওয়াকীল। তিনি তৎকালের শাফেয়ীদের শায়খ এবং মর্যাদা সম্পন্ন এবং ইল্‌ম ও নানাবিধ জ্ঞানে সমকালের বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি মাযহাব বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তবে ইল্‌মুন্নাহু বিষয়ে তেমন পারদর্শী ছিলেন না। ফলে যামাখ্‌শারীর মুফাস্‌সাল পড়া সত্ত্বেও তাঁর অনেক ভুল হয়ে যেত। তাঁর বেশ ক'টি পাণ্ডুলিপি ছিল। ছয়শত পয়ষট্টি হিজরীর শাওয়াল মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন শায়খের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। তার মধ্যে মুসনাদে আহমাদ ও ছয় কিতাব পাঠ করেছেন ইব্‌ন আলান-এর নিকট। সহীহ্-মুসলিমের বৃহৎ অংশ তিনি পাঠ করেন দারুল হাদীসে আমীর আরবালী, 'আমেরী ও আল-মুবীর নিকট। হাদীসের আলোচনায় তিনি চিকিৎসা, দর্শন ও ইলমুল্ কালাম বিষয়েও আলোচনা করতেন। এ জাতীয় আলোচনা তিনি অধিক পরিমাণে করতেন। অথচ এগুলো 'ইলমে দীন নয়। তিনি চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করতেন। মজার মজার চুটকি নিয়ে তার একটি গ্রন্থ ছিল। তাঁর একদল সহচর ছিল যারা তাঁকে হিংসাও করতো, আবার ভালোও বাসত। অন্যরা শুধুই হিংসা করতো ও বিদ্বেষ পোষণ করতো। তারা তাঁর নানা সমালোচনা করতো ও বদনাম ছড়াতো। তিনি নিজের উপর এভাবে জুলুম করতেন যে, তিনি লজ্জার চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন এবং যে যা দিতো, তা-ই গ্রহণ করতেন। শায়খ ইব্‌ন তাইমিয়্যার সঙ্গে তিনি শত্রুতা পোষণ করতেন এবং অনেক মজলিসে তাঁর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতেন। অপরদিকে তাঁর অগাধ ইলমের কথা স্বীকার করতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতেন। কিন্তু তার মতাদর্শের বিরোধিতা করতেন এবং তার দলবল থেকে দূরে থাকতেন। শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাও তাঁর ইল্‌ম ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করতেন এবং কর্মকাণ্ড ও মন্দ কর্মের আলোচনা উঠলে তিনি তার মুসলমান হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন। তিনি বলতেন, ইব্‌ন ওয়াকীল ভালো-মন্দ একাকার করে ফেলেছিলেন এবং প্রবৃত্তির প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন বটে; কিন্তু কতিপয় হিংসুক যা বলছে ও সমালোচনা করছে, তিনি তেমন ছিলেন না। তিনি মিসর ও সিরিয়ার বিভিন্ন মাদ্রাসায় এবং দামেশকের দুই শামী আযরাবিয়া ও দারুল হাদীস আল্‌-আশরাফিয়ায় অধ্যপনা করেন। তিনি কিছুকাল খতীবের দায়িত্বও পালন করেন। কিন্তু পরে গণপ্রতিরোধের মুখে তা ছাড়তে বাধ্য হন। এরপর তিনি রাজ্যের নায়েব আল্‌-আকরাম-এর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন। তিনি এমন বহু কাজ করেন যার উল্লেখ সম্ভব নয় এবং তার অপকর্মের ফিরিস্তি দেয়াও অসম্ভব। পরে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, তিনি দামেশক ত্যাগ করে হাল্‌ব চলে যেতে বাধ্য হন। সেখানে গিয়ে তিনি অবস্থান করেন এবং শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন। তারপর তিনি আরগুণ ও তানবাগার সাহচর্যে থেকে দূত মারফত সুলতান ও মাহনার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর মিসরে এক বাড়িতে অবস্থান করেন এবং সেখানেই মাশ্‌হাদুল হুসায়ন-এ দারস প্রদান করেন। যিল্‌হজ্জের চব্বিশ তারিখ সকালে আল-হাকিম জামে মসজিদের

সন্নিকটস্থ নিজ বাড়িতে তিনি মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত উক্ত দায়িত্বে বহাল থাকেন। সেদিনই কারাফার সেনা-অধিনায়ক আল-কাজীর কবরস্থানে শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন আবু হামযার সন্নিকটে তাকে দাফন করা হয়। দামিশকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছুলে পরবর্তী বছরের মুহাররমের তিন তারিখ জুমার পর দামিশকের জামে মসজিদে তাঁর জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া হয়। একদল মানুষ তাঁর জন্য শোক পালন করেন। তাদের একজন হলেন ইব্ন গানিম আলাউদ্দীন, আল্-কাজ কাজী ও আল-মযাদী। এরা তারই দলভুক্ত ছিলেন।

শায়খ ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল আল্-ফাওয়ীঃ

ইনি হলেন তাজলীস-এর প্রতিনিধি। আল্-বারানিয়াতুল গারযিয়্যায় বাবুস্ সাগীরে তাজ্লীস-এর জন্য তিনি বিলাসবহুল ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর শক্তি ও সামর্থ ছিলো। তিনি রাফেজী মতবাদের লোক ছিলেন।

একদিন হঠাৎ করে রাজ্যের নায়েব তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি নায়েবকে প্রহার করতে শুরু করেন। অগত্যা নায়েবও মিহমায দ্বারা তাঁর মুখে আঘাত করেন। ফলে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যান এবং আরাফার দিন মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনই সাফহে কাসিয়ূনে তাঁকে দাফন করা হয়। বাবুল ফারাদীসের বাইরে তাঁর একটি বাড়ি ছিলো।

৭১৭ হিজরী (১৬ মার্চ ১৩১৭)

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন শাসকগণ বিগত বছর যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায়ই বহাল থাকেন। সফর মাসে দামিশকের যানিয়াস নদীতীরে হাকরুম সামাকের সামনে বাবুন নাসরের বাইরে সিরিয়ার নায়েব মালিকুল উমারা তানকায যে জামে মসজিদটির উদ্বোধন করেছিলেন, সেটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কাজী ও 'আলিমগণ তার কিবলা নির্ণয়ে দ্বিধায় নিপতিত হন। শেষ পর্যন্ত মাসের পঁচিশ তারিখ শনিবার তকিউদ্দীন ইব্ন তায়মিয়্যার অভিমতই সঠিক বলে সাব্যস্ত হয় এবং তারা সুলতানের নির্দেশে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। সুলতানের নায়েব এ কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। এই সফরে প্রলয়ংকরী এক ঢল বা'আলাবাক্কা নগরীর বিপুলসংখ্যক মানুষকে ধ্বংস করে এবং বহু ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়। ঘটনাটি ঘটে সফর মাসের সাতাশ তারিখ মঙ্গলবার।

ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ

হঠাৎ করে উক্ত নগরীতে বজ্রপাত শুরু হয়। সেইসঙ্গে নামে শিলা ও বৃষ্টি। তাতেই জনপদ সয়লাভ হয়ে যায়। তার পরই উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসে চল্লিশ হাত উঁচু প্রলয়ংকরী এক ঢল। অথচ, নগরীর দেওয়ালের উচ্চতা হলো পাঁচ হাত। ঢলের তোড়ে মাটিতে পাঁচশত হাত লম্বা এবং ত্রিশ হাত চওড়া গর্ত হয়ে যায়। নগরীর সবকিছু তছনছ করে দিয়ে এই ঢল পশ্চিম দিকে চলে যায়। এই ঢল যখন নগরীতে প্রবেশ করে তখন নগরবাসী সকলেই ছিল বেখবর। নগরীর দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি ধ্বংস হয়ে যায়। এই ঢল জামে মসজিদেও প্রবেশ করে। মসজিদে একজন মানুষের উচ্চতার দেড়গুণ সমান পানি ঢুকে পড়ে। পানি মসজিদের পশ্চিম দিকের দেওয়ালেরও উপরে উঠে যায়। মসজিদের সকল সম্পদ, কুরআন-কিতাব সব নষ্ট হয়ে যায়। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে বহু পুরুষ নারী ও শিশু প্রাণ হারায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া

ইন্না ইলাইহি রাজিউন। জামে মসজিদে শায়খ আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন শায়খ 'আলী আল্-হারীরি একদল ফকীরসহ ডুবে যান।

কথিত আছে, এই ঘটনায় ফকীরদের ব্যতীত বালাবাক্কার অধিবাসীদের একশত চুয়াল্লিশ ব্যক্তি মারা যায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি-ঘরের সংখ্যা ছিল ছয়শত। গাছ-গাছালি ধ্বংস হওয়া বাগান ছিল বিশটি। আর যেসব ঘরে পানি ঢুকে ঘরের জিনিসপত্র নষ্ট করেছে; কিন্তু ঘর ধ্বংস হয়নি এমন ঘরের সংখ্যা অনেক।

এ বছর নীলনদের পানি অনেক বেড়ে যায়, যেমনটি অতীতে কখনো হয়েছে বলে শোনা যায়নি। নীলের উপচেপড়া পানিতে অনেক মানুষ প্রাণ হারায়। এই জলোচ্ছ্বাসে মুনিয়াতু সিরাজ ডুবে গিয়ে মানুষের অনেক সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এ বছরের রবিউল আখারের এক তারিখে হালবের বাহিনী আমিদ নগরীতে লুণ্ঠন চালায়। তারা লুণ্ঠন করে ও বন্দি করে নিরাপদে ফিরে যায়। এ মাসের উনত্রিশ তারিখে মালিকীদের কাজী মিসর থেকে সিরিয়া আগমন করেন। তিনি হলেন আল্-ইমামুল আল্লামা ফখরুদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন সালামা আল্-ইসকান্দারী আল্-মালিকী। তিনি প্রধান বিচারপতি জামালুদ্দীন আয-যাওয়াবীর পরিবর্তে দামিশকে বিচারকের পদ নিয়ে আসেন। আয্‌যাওয়াবী দুর্বলতা ও কঠিন রোগের কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেছিলেন। কাজী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর এসে পৌছানোর দু'দিনের মাথায় জামে মসজিদে তাঁর নিয়োগপত্র পাঠ করা হয়। দিনটি ছিলো মাসের বারো তারিখ। তাঁর নায়েব ফকীহ নুরুদ্দীন আস-সাখাবীও এসে পৌছান। এসে তিনি জুমাদাল উলায় জামে মসজিদে দারস প্রদান করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হন এবং মর্যাদা, ইল্‌ম, নিষ্ঠা, প্রভাব ও দীনদারীর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তার নয় দিন পর পদচ্যুৎ আয্-যাওয়াবী মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দামেশকে ত্রিশ বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

এ বছর আমীর সাইফুদ্দীন বাহাদুরাসকে কুর্কের কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে কায়রো নিয়ে যাওয়া হয় এবং সুলতান তাকে সম্মান দেখান। সিরিয়ার নায়েবের ইংগিতে মুতাবিয়া তাকে কুর্কের কারাগারে বন্দি করে রাখেন। কারণ, সিরিয়ার নায়েব ও তার মাঝে মালতিয়ায় এক অঘটনও ঘটেছিলো। শাওয়ালের নয় তারিখ বৃহস্পতিবার হজ্জ কাফেলা রওনা হয়। এই কাফেলায় হজের আমীর ছিলেন সাইফুদ্দীন কাজ কানী আল-মানসূরী। হজ্জ পালনকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রধান বিচারপতি নাজমুদ্দীন ইব্ন ছাছরী, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শরফুদ্দীন, কামালুদ্দীন ইব্ন শারাজী, কাজী জালালুদ্দীন আল্-হানাফী, শায়খ শরফুদ্দীন ইব্ন তাইমিয়্যাহ এবং আরো অনেকে।

এ মাসের ছয় তারিখে শায়খ শরফুদ্দীন ইব্ন আবী সালাম-এর মৃত্যুর পর কাজী জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন শায়খ কামালুদ্দীন আশ্-শুরায়শী আল্-জারুজিয়ায় দারস প্রদান করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট উপস্থিত হন। এ মাসের উনিশ তারিখে ইব্ন যাম্‌লিকানী ইব্ন সালাম-এর পরিবর্তে আযরাবিয়ায় দারস প্রদান করেন। এ মাসে শায়খ শরফুদ্দীন ইব্ন তাইমিয়্যাহ তাঁর ভাইয়ের অনুমতিক্রমে তাদের উভয়ের ভাই বদরুদ্দীন কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ

ইবৃন খালিদ-এর মৃত্যুর পর আল-হাম্বলিয়ায় দারস প্রদান করেন। তারপরই শায়খ শরফুদ্দীন হজে গমন করেন। এ সময়ে শায়খ তকিউদ্দীন নিজে দারসে এসে উপস্থিত হন। বিপুলসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রমুখ তাঁর নিকট হাজির হন। ভাইয়ের ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর ফিরে আসার পরও ইতিমধ্যে সংবাদ আসে যে উপকূলীয় নগরী, তারাবলিস প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মদ ও অশ্লীলতা পুরোপুরি তুলে দেয়া হয়েছে। সেসব অঞ্চলের প্রজাদের থেকে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স মওকুফ করা হয়েছে এবং আন্-নাসীরিয়ার প্রতিটি গ্রামে একটি করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

শাওয়ালের আটাশ তারিখ মঙ্গলবার সকালে আশ-শায়খুল ইমামুল আল্লামা শায়খুল কুত্তাব শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইবৃন সুলাইমান আল-হালবী পরলোকগত শরফুদ্দীন আব্দুল ওয়াহহাব ইবৃন ফজলুল্লাহর পরিবর্তে দামেশকের গোপন রহস্যাদি লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়ে মিসর থেকে দামিশকে এসে পৌছান। যিল্কদের কোনো এক শনিবার আস-সাহিব শামসুদ্দীন গাবরিয়াল সামসামিয়ায় দারস প্রদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি মালিকীদের জন্য সংস্কার করা হয়েছিলো। বিভিন্ন ফকীহ এখানে দারস প্রদান করেছেন। রাষ্ট্রের উপপ্রধান ফকীহ নুরুদ্দীন আলী ইবৃন আব্দুল বাসীর আল-মালিকীর জন্য এখানকার অধ্যাপনার দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা ছিল। বিচারপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট উপস্থিত হতেন। এই উপস্থিত হওয়া ব্যক্তিদের একজন হলেন শায়খ তকিউদ্দীন ইবৃন তাইমিয়্যাহ। ইবৃন তাইমিয়্যাহ ইসকান্দারিয়া থেকেই তাঁকে চিনতেন। এ মাসে দাখওয়ারিয়ায় শায়খ জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবৃন শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমাদ আল-কাহ্হাল দারস প্রদান করেন। ইনি রাজ্যের নায়েব তালকায-এর এক ফরমানে আমীনুদ্দীন সুলায়মান আত-তাবী-এর পরিবর্তে চিকিৎসা বিষয়ক প্রধানের দায়িত্বও গ্রহণ করেন।

এ মাসে একটি ঘটনা ঘটে। তা হলো মারদীনে একদল ব্যবসায়ী একত্র হয়। তাদের সঙ্গে মিলিত হয় আরো একদল মানুষ। তারা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। দুই মনযিল পথ অতিক্রম করে তারা 'রাসূল আইন' নামক স্থানে পৌছুলে তাদের সঙ্গে ষাটজন তাতারী অশ্বারোহীর সাক্ষাৎ হয়। তাতারী অশ্বারোহীরা তাদের উপর তীর দ্বারা আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করে ফেলে। সত্তরজন শিশু ছাড়া তাদের একজন লোকও প্রাণে রক্ষা পায়নি। তাতারীরা বলেঃ কে আছ, এদেরকে হত্যা করবে? তাদের একজন বললোঃ এক শর্তে আমি তাদের হত্যা করতে পারি। আর শর্ত হলোঃ আমাকে গনীমতের সম্পদ থেকে অতিরিক্ত ভাগ দিতে হবে। পরে এই লোকটি সবকটি শিশুকে হত্যা করে ফেলে। এই দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ীদের সর্বমোট ছয়শত ব্যক্তি নিহত হয়, তন্মধ্যে তিনশত ছিল মুসলমান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। তারা লাশগুলো পাঁচটি কূপে নিক্ষেপ করে। তাতে কূপগুলো ভরে যায়। আল্লাহ্ তাদের উপর রহমত নাযিল করুন। একজন তুর্কমাণী ব্যক্তি ছাড়া তাদের একজন লোকও রক্ষা পায়নি। এই লোকটি পালিয়ে 'রাসূল আইনে' গিয়ে যা কিছু দেখে এবং এই নির্মম ঘটনার যা যা প্রত্যক্ষ করে তার বিবরণ প্রদান করে। সংবাদ শুনে দিয়ারে বকরের শাসনকর্তা অনুসন্ধান চালিয়ে ধরে তাতারীদের সব কজনকে হত্যা করে ফেলে। দুই ব্যক্তি ছাড়া তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখেননি। আল্লাহ্ তাদেরকে আর ঐক্যবদ্ধ না করুন, তাদের কোন কল্যান না করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জাবালা ভূখণ্ডে পথভ্রষ্ট আল্‌মাহদীর বিদ্রোহ

এ বছরে নাসীরীয়া সম্প্রদায় সরকারের আনুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ সম্প্রদায়ে এক ব্যক্তি ছিল, যাকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মুহাম্মাদ ইবন্ আল্-হাসান আল্ মাহদী আল্-কাইম বিআমরিল্লাহ বলে ডাকতো। সে কোন কোন সময় আলী ইবন্ আবু তালিবকে (রা) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা বলে দাবী করতো। অথচ আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা কাফিরদের বিভিন্ন প্রকার অপবাদ থেকে মহা পবিত্র। সে আবার কোন কোন সময় নিজেকে মুহাম্মাদ ইবন্ আবদুল্লাহ প্রশাসক বলে দাবী করতো। সে মুসলমানদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে এবং নাসীরীয়া সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবীদের বহু লোককে নিজের দলের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। তাদের প্রত্যেক সদস্যের জন্যে এক হাজার মুদ্রা ভাতাসহ বিভিন্ন শহরের প্রশাসক ও প্রতিনিধি হিসেবে নির্ধারণ করে। আল্-মাহদীর লোকেরা জাবালা শহর আক্রমণ করে এবং তা দখল করে নেয়। এলাকার বহু লোককে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। সেখানে তারা এক শ্লোগান দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে : لَا إِلٰهَ إِلَّا عَلِيٌّ অর্থাৎ আলী ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা আরো শ্লোগান দেয় : لَا حِجَابَ إِلَّا مُحَمَّدٌ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি গোপন রহস্যের মালিক নয়। অথবা মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত অন্য কোন অন্তরায় নেই। তাদের আরো শ্লোগান হল : لَا بَابَ إِلَّا سَلْمَانُ অর্থাৎ সালমান ব্যতীত অন্য কারো দরজা উন্মুক্ত নয়। তারা হযরত আবু বকর (রা) ও উমার (রা) কে গালি গালাজ করে। নগরবাসীরা চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে : "হায় ইসলাম! হায় বাদ্শাহী! হায় নেতা! সে সময় তাদের জন্য না ছিল কোন সাহায্যকারী এবং না ছিল কোন কল্যাণকামী। তারা কাঁদছিল এবং তারা মহান আল্লাহ্‌র কাছে আর্তনাদ করছিল এ পথভ্রষ্ট নরাধম ব্যক্তিটি নগরবাসীদের সম্পদ লুণ্ঠন করে ও ছিনিয়ে নেয় এবং এগুলো তার সাথী ও সমর্থকদের মধ্যে বিলি বণ্টন ও বিতরণ করে দেয়। আল্লাহ্ তাদের সকলের অনিষ্ট করুন। সে তাদেরকে বলে, মুসলমানদের বাকী আছে না কোন সুনাম এবং না কোন ক্ষমতা। সে আরো বলে: যদি আমার সাথে এ দশজন যোদ্ধা ব্যতীত আর কেউ না থাকে তাহলেও আমরা সবগুলো শহর জয় করে নেবো। অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে সে এসব শহরগুলোতে ঘোষণা করে দেয় যে, শুধু দশজন দশজন করে পরস্পরের মধ্যে এ শহরগুলো বণ্টন করে দেয়া হলো। সে তার সাথীদের নির্দেশ দিল, বর্তমান মসজিদগুলোকে যেন ধ্বংস করে সরাইখানায় পরিণত করা হয়। মুসলমানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের কাছে বন্দী হয়ে এসেছিল তাকে তারা বলতো, বল : لَا إِلٰهَ إِلَّا عَلِيٌّ অর্থাৎ আলী ব্যতীত অন্য কোন

ইলাহ নেই।' তারা আরো বলতো, وَاسْجُدْ لِإِلٰهِكَ الْمَهْدِيِّ অর্থাৎ তোমার খোদা আল্ মাহদীকে সিজদা কর" الذى يحى ويميت অর্থাৎ যিনি হায়াত দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন; ويكتب لك فرمان আর তোমার জন্যে একটি শাহী ফরমান লিপিবদ্ধ করে দিতে পারেন। তারা প্রস্তুতি নিতে লাগলো এবং খুব বড় বড় অঘটন ঘটাতে লাগল। তখন দেশের সেনাসদস্যগণ তাদের প্রতি তলোয়ার উত্তোলন করে ও তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে আর তাদের অনেককে হত্যা করে। এভাবে তাদের বহু লোক নিহত হয়, এমনকি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আল-মাহদীও নিহত হয়। সে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের দিকে ধাবিত হবার কালে তাদেরকে সামনে থেকে পরিচালিত করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা হাজ্জের ৩ ও ৪ নং আয়াতে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيْدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيْهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ.

"মানুষের মধ্যে কতক লোক অজ্ঞানতা বশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বাকবিতণ্ডা করে এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে। তার সম্বন্ধে এ নিয়ম করে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে প্রজ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে।"

একই সূরার ১০নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ (সেদিন তাকে বলা হবে;) "এটা তোমার কৃত কর্মেরই ফলাফল।"

এ বছরে আল-আমীর হুসামুদ্দীন মাহনা ও তাঁর পুত্র সুলাইমান ছয় হাজার লোক নিয়ে এবং তার ভাই মুহাম্মদ ইবন্ ঈসা চার হাজার লোক নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। কিন্তু মাহনা কোন মিসরী কিংবা সিরীয়ান লোকের সাথে সাক্ষাত করেননি। মিসরীয়দের মধ্যে ছিলেন কাজলীগ ও অন্যান্যরা। মহান আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত। এ বছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন হলেন :

১. আস্-শায়খ আস সালিহ

তাঁর পূর্ন নাম ছিল আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ আল্-মুন্তাযাহ। তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান ব্যক্তি যিনি উত্তম বিষয়ে ও বিভাগে লেখাপড়া করেন। তিনি التنبيه। والعمدة ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন। জনগণ এই গ্রন্থের মাধ্যমে উপকৃত হন। এটা নিয়ে তারা তাঁর সামনে আগমন করতো এবং তিনি তাতে সংশোধন করতেন। জনগণ জামে মসিজদের সিন্দুকের কাছে এ কিতাব নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনার জন্যে বসতেন। তিনি এ বছরের মুহাররম মাসের ছয় তারিখ সোমবার রাতে ইনতিকাল করেন। সুফীয়া নামক জায়গায় তাকে দাফন করা হয়, বর্ণনাকারী বলেন : তিনি তার العمدة। ও অন্যান্য গ্রন্থে সংশোধন করেন।

২. আস শায়খ শিহাবুদ্দীন আর রুমী

তাঁর পূর্ণনাম ছিল আহমাদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ ইব্রাহীম ইবন্ আল্-মারাগী। আইনীয়া নামক স্থানে তিনি দারস পেশ করেন। পশ্চিম মাকসুরায় অবস্থিত হানাফী মিহ্রাবে তিনি ইমামতী করতেন। তখন তাদের মিহ্রাব সেখানেই ছিল। তিনি আল্-খাতুনীয়া প্রতিষ্ঠানে পাঠদান কর্মসূচি সম্পাদন করতেন। তিনি আস-সুলতান আল্ আফরামের নায়েবেরও ইমামতী করতেন। মধুর স্বরে বিশুদ্ধ উচ্চারণে তিনি কিরাত পাঠ করতেন। সুলতানের দরবারে তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। প্রায়ই সুলতান পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে বিকাল বেলায় যেতেন তিনি তাঁর কাছে ঘরের ঐ কোনা দিয়ে প্রবেশ করতেন, যা তিনি উত্তর পূর্ব কোণে বড় মাঠের দিকে তৈরী করেছিলেন। তিনি যখন মুহররম মাসে ইন্তিকাল করেন এবং আস্ সুফীয়ার তাকে দাফন করা হয়, তখন তাঁর দুই সন্তান ইমাদুদ্দীন ও শারফুদ্দীন তাঁর মিশনের হাল ধরেন।

৩. আস্ শায়খ আস্ সালিহ আল আদল

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল কামারুদ্দীন 'উছমান ইবন্ আবুল ওয়াফা ইবন্ নিয়ামতউল্লাহ আল ইয়াযী তিনি ছিলেন পর্যাপ্ত ধনসম্পদ, অত্যধিক মান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। তিনি ঘাট হাজার দীনার ও মণিমুক্তার একটি বড় আমানত তার মালিকের কাছে পৌছিয়ে দেন। এ আমানত সম্বন্ধে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন লোক জানত না। মালিক যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিরস্ত্র নিহত হন। তিনি ছিলেন গাজার নায়েব ইয্যুদ্দীন আল-জারাহী। তিনি তাঁর কাছে এ আমানত গচ্ছিত রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি মালিকের কাছে তা আদায় করে দেন। এজন্য তাকে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদান দিন। আর এজন্যই যখন তিনি রবীউস সানী মাসের ২৩ তারীখ মঙ্গলবার দিন ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর জানাযায় এত অধিক লোক উপস্থিত হয়েছিল, যার সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এমনকি বলা হয়েছে যে, এরকমের অন্য কোন জানাযায় পূর্বে কখনও এরূপ সমাবেশ ঘটেনি। তাকে বাবুস সগীরে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

৪. প্রধান বিচারপতি

তাঁর পূর্ব নাম ছিল : জামালুদ্দীন আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ সুলাইমান ইবন্ ইউসুফ আয্-যাওয়ায়ী। তিনি ৬৮৭ হিজরী সন (১৩০৭ খৃ.) থেকে দামেস্কে মালিকী মাযহাবের কাযী বা বিচারক নিযুক্ত হন। তিনি মরক্কো থেকে মিসরে আগমন করেন এবং সেখানে কাজে যোগদান করেন। তিনি সেখানকার মুহ্তারাম ওস্তাদগণ থেকে বিদ্যা অর্জন করেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন আস-শায়খ ইয্যুদ্দীন ইব্ন 'আবদুস সালাম। অতঃপর তিনি ৬৮৭ হিজরী সাল (১৩০৭ খৃ.) এ দামিস্কে বিচারপতি নিযুক্ত হন। তাঁর জন্ম ছিল প্রায় ৬২৯ হিজরী সাল (১২৪৯ খৃ.)। তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসরণ করেন। তাঁর যামানায় তিনি আস-সাম-সা মীয়াহকে আবাদ করেন এবং আম্মারাতুন নূরীয়াহকে সংস্কার করেন। তিনি সহীহ মুসলিম ও মুয়াত্তা মালিকের হাদীসসমূহ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইমাম মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি কাযী আইয়াজ এর كتاب الشفا অধ্যয়ন করেন। ইন্তিকালের বিশ দিন পূর্বে

তিনি বিচারকের পদ থেকে পদচ্যুত হন। এটা ছিল তার জন্যে কল্যাণকর। কেননা তিনি কাযী থাকা অবস্থায় ইনতিকাল করেননি। তিনি মাদরাসা সামসামীয়াহতে জমাদিউস সানী মাসের ৯ তারিখ বৃহস্পতিবার ইনতিকাল করেন। জুমার সালাত আদায়ের পর তার সালাতে জানাযা পড়া হয়। মসজিদে তারীখের সামনাসামনি বাবুল মাগীরের কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। জনগণ তাঁর সালাতে জানাযায় ব্যাপক হারে হাযির হন এবং তাঁর প্রভূত প্রশংসা করেন। তিনি ইমাম মালিক (র)-এর ন্যায় আশি বছর অতিক্রম করেন। তবে তিনি মাযহাব অনুসরণের হিসেবে তাঁর হায়াতের সতর বছরে পৌছতে পারেননি।

৫. আল কাযী আস-সদর আর রাইস

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : রাইসুল কুত্তাব শারফুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহাব ইবন্ জামালুদ্দীন ফাদ্লুল্লাহ্ ইবন্ আল হালী আল কারশী আল্-আদভী আল্-মা'মারী। তিনি ৬২৯ হিজরী সাল (১২৪৯ খৃ.) এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং হাদীস অন্বেষণকারীদের খিদমত করেন। তাতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এমনকি তিনি মিসরে লেখালেখির কাজ শুরু করেন। অতঃপর দামিস্কে গোপনীয় পত্রালাপের দায়িত্বে স্থানান্তরিত হন। রামাদানের ৮ তারিখে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ কাজে নিয়োজিত থাকেন। তাঁকে কাসিয়ুনে দাফন করা হয়। তিনি প্রায় নব্বই বছর বেঁচেছিলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতাসমূহ দ্বারা যথাযথ উপকৃত হন। উলামায়ে কিরাম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অতি উত্তম ও উঁচু, বিশেষ করে ইব্ন তাইমীয়্যাহ এবং নেককার বান্দাদের সম্পর্কে। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করুন।

তাঁর পরে দামেস্কে গোপনীয় পত্রালাপের গুরু দায়িত্বে নিয়োজিত আল-শিহাব মাহমুদ, পরে আলাউদ্দিন ইবন্ গাণিম এবং জামালুদ্দনি, ইবন্ নাবাতাহ তাঁর শোক গাঁথা রচনা করেন।

৬. আল্-ফকীহ, আল্-ইমাম আল্-আলিম আল্-মুনাযির

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শারফুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ আল্-হুসাইন ইবন্ আল্-ইমাম কামাল উদ্দীন আলী ইব্ন ইসহাক ইব্ন সালাম আদ-দামেস্কী আস্-শাফিঈ, তিনি ৬৭৩ হিজরী সাল (১২৯৩ খৃ.) এ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জারুদীয়া ও আয্রায়ীয়াহ নামক জায়গায় লেখাপড়া করেন এবং লেখাপড়ায় পারদর্শিতা অর্জন করেন ও তথায় কাজে যোগদান করেন। তিনি যাহিরিয়া মতবাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দারুল আদলিতে ফাতোয়া প্রদান করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার মনের অধিকারী খুব সাহসী ও অনুগ্রহ পরায়ণ। তিনি অনুভূতির শক্তিতে শক্তিমান, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংরক্ষণ, বাগ্মিতা ও বিতর্ক শাস্ত্রে কৃতজ্ঞতাভাজন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি রামাদান মাসের ২৪ তারিখ ইন্তিকাল করেন এবং ছেলে মেয়ে ও প্রচুর ঋণ রেখে যান। তাঁর স্ত্রী বিন্ত যাওরিয়ান তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করেন। তার থেকে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করুন এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ্ দয়া করুন।

৭. আস্ সাহিব আনীসুল মুলূক

তাঁর পুর্ণ নাম ছিল বদরুদ্দীন আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম আল্ আরবিলী। তিনি ৬৩৮ হিজরী সালে (১২৫৮ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যচর্চায় তিনি মনোনিবেশ করেন এবং এতে

পারদর্শিতা অর্জন করেন। আর এর দ্বারা বাদশাহদের কাছে তার রুজী রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আশ্ শায়খ আলামুদ্দীন তার জীবনীতে তাঁর রচিত একটি কবিতা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন :

وَمُدَامَةٌ خَمْرٌ تُشْبِهُ خَدًّ مِنْ * أَهْوَي وَدَمْعِيْ يُسْقَى بِهَا قَمَرًا

"শরাব আমার কাছে আমার প্রবৃত্তি, খায়েশ ও অশ্রুর গাল সদৃশ, যার দ্বারা চন্দ্রকে তৃপ্ত করা যায়।"

তিনি একজন গায়িকা সম্বন্ধে বলেন,

عَزِيْزَةٌ هَيْفَاءَ نَاعِمَةِ الصِّبَا طَوْعَ الْعِنَاقِ مَرِيْضَةَ الْأَجْفَانِ

غَنَّتْ وَمَاسَ قِوَامُهَا فَكَأَنَّهَا الُ وَرْقَاء تَسْجَعُ فَوْقَ غُصْنِ الْبَانِ-

"সে হল একটি বাজপাখী সদৃশ, পাতলা কোমর বিশিষ্ট স্ত্রীলোক, কোমল কৈশরী অনুগত যুবতী, নেশাগ্রস্থ চাহনীর অধিকারিণী।"

সে যখন গান গায় তখন তার পাগুলো সম্প্রসারিত হয়ে যায়, তখন সে যেন মাদী চিতাবাঘের ন্যায় বান বৃক্ষের ডালাগুলোর উপরে কবিতা আবৃত্তি করছে।

৮. আস-সদর আর-রাইস শরফুদ্দীন মুহাম্মাদ

তাঁর পূর্ণনাম ছিল শরফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ জামালুদ্দীন ইব্রাহীম ইবন্ শারফুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন্ আমীনুদ্দীন সালিম ইবন্ আল্-হাফিয বাহাউদ্দীন আল-হাসান ইব্ন হাব্বাতুল্লাহ ইবন্ মাহফূয ইবন্ সাসারী। তিনি হিজায গমন করেন। যখন তিনি তার সাথী সঙ্গী নিয়ে বুরদী নামক স্থানে পৌছেন, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিনি ইনতিকাল পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন ও তালবীয়া পড়ছিলেন। জনগণ ব্যাপকহারে তার সালাতে জানাযায় হাযির হন এবং এরূপ সাফল্যমণ্ডিত মৃত্যুর জন্যে তারা প্রাণভরে আকাংখা করতে থাকেন। তার মৃত্যু ছিল জুমার দিন, দিনের শেষ ভাগে যিলহাজ্জ মাসের ৭ তারিখ। আর শনিবার এক প্রহরের সময় বাবুল হাজ্জুন কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। মহান আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁর ঠিকানাকে মহিমান্বিত করুন।

৭১৮ হিজরী সাল (১৩৩৮ খৃ.)

আল্-খলীফা এবং আস্-সুলতান দুই জনই চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমনকি রাজ্যের নবাব ও কাযীগণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। শুধুমাত্র দামিস্কের মালিকী কাযী, তিনি চিন্তিত হননি। তিনি আল্লামা ফখরুদ্দীন ইব্ন কালামাহ। তিনি কাযী জামালুদ্দীন আয্-যাওয়ায়ী (র)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। মুহররম মাসে দীপাকল, পূর্বাঞ্চলীয় শহরসমূহ যেমন সানজার, মুসিল, মারদীন ও তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে মুদ্রাস্ফীতি, মারাত্মক দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, স্বল্পবৃষ্টি, তাতারীদের ভীতি, খাদ্যাভাব, অত্যধিক মূল্যস্তর, খোরপোষের স্বল্পতা, গৃহপালিত পশুর মড়ক এবং বালা মুসীবতের শিকার হওয়ার খবর আসে। ফলে মানুষ যা কিছু পায় তাই খেতে আরম্ভ করে দেয় যেমন

জড়জগতের বস্তুসমূহ, জন্তু জানোয়ার ও মৃত দেহ ইত্যাদি। তারা যাবতীয় মালপত্র ও জিনিসপত্র বিক্রি করে দেয়, এমনকি তারা তাদের ছেলে মেয়ে ও পরিবার পরিজনের সদস্যদেরকে বিক্রি করে ফেলে। একটি পুত্র সন্তান পঞ্চাশ দিরহাম, এমনকি তার চেয়েও কম মূল্যে বিক্রি করা হয়। তবে তাদের অনেকেই মুসলমান সন্তানদের খরিদ করতো না। এক মহিলা চীৎকার দিয়ে বললো : সে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী, তাহলে তার থেকে তার সন্তান খরিদ করা হবে। আর সেও এমূল্য দিয়ে উপকৃত হতে পারবে। আবার ক্রেতার জন্যে এমন একটি লোক অর্জিত হবে, যে ভবিষ্যতে তার আহারের ব্যবস্থা করতে পারে এবং সে ভাল ভাবে জীবন যাপন করতে পারবে এবং মাহিলাটিও ধ্বংস থেকে বেঁচে যাবে। (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)। এরূপ আরো ঘটনা সংঘটিত হয় যার বর্ণনা অতিশয় দীর্ঘ আর যা মানুষও শুনতে চায় না। তাদের মধ্যে থেকে একটি দল সংখ্যায় প্রায় চার হাজার। তারা মুরাগা নামক একটি অঞ্চলে যখন গমন করে তখন তাদের উপর একটি বিরাট বরফ খণ্ড পতিত হয়, যার ফলে তাদের সকলেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আবার তাদের একটি দল তাতারীদের একটি বিভাগের সংস্পর্শে আসে ও তাদের সংগী হয়। যখন তারা একটি টিলার কাছে পৌঁছে তখন তাতারীরা টিলায় উঠে যায়, কিন্তু তারা স্থানীয়দেরকে কষ্ট না করার অজুহাতে উপরে উঠতে নিষেধ করে। ফলে তারা সকলেই সেখানে মৃত্যুবরণ করে। লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযুল হাকীম অর্থাৎ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত কারো কোন কাজ করার ক্ষমতা ও শক্তি নেই।

সফর মাসের ৭ তারিখ সোমবার সকালে সারাদেশের বাদশাহী বিশেষ ওয়াকীল কাযী করিমুদ্দীন 'আবদুল করীম ইবন্ আল্ আলম হাব্বাতুল্লাহ দামিস্কে আগমন করেন এবং দারুস সা'আদাতে অবতরণ করেন। আর তিনি সেখানে চারদিন অবস্থান করেন। সেখানে তিনি জামিউল কাবীবাতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এ মসজিদটিকে জামে কারীমুদ্দীন বলা হয়। এরপর তিনি বায়তুল মাকদিস যিয়ারত করার জন্য চলে যান। তিনি বহু প্রাচুর্যময় সাদকা প্রদান করেন। তিনি তার ভ্রমন সমাপ্ত করার পর জামে' মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সফর মাসের ২ তারিখ তারাবলুস শহরের উপর দিয়ে তুরকি মানদের ন্যায় একটি প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হয়। ফলে তাদের বহু মালপত্র বিনষ্ট হয়ে যায়। তাদের আমীর নিহত হয়। তার নাম ছিল তারালী। তাঁর স্ত্রী, ২ মেয়ে, ২ নাতী, বাদী ও অন্য এগার জন নিহত হয়। বহু উট ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু ধ্বংস হয়। ঘরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ঘুর্ণি ঝড়ের দরুণ দশ বর্শা পরিমাণ উঁচুতে উটগুলোকে নিক্ষিপ্ত করা হয়। এরপর প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয় এবং একটি বিরাট বরফখণ্ড আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে প্রায় চব্বিশটি গ্রামে বহু ফসলাদি বিনষ্ট হয়ে যায়। এ ফসল গুলো কর্তন করে আর ঘরে উঠানো সম্ভব হয়নি। সফর মাসে আল্-আমীর সাইফুদ্দীন তাগাই আল্-হাসিলীকে সিফাতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে বহিস্কারাদেশ দেন। তখন তিনি সেখানে দুইমাস অবস্থান করেন। তার সঙ্গী ছিলেন আমীনুদ্দীন, যিনি তারাবলুসের ওয়াকফ এস্টেটগুলো নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক প্রদানের শর্তে দেখাশুনা করতেন।

আশ্-শায়খ আলামুদ্দীন বলেন রবীউল আউয়াল মাসের ১৫ তারিখ বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দীন ইবন্ মুসলিম, আশ্-শায়খ আল্-ইমাম আল্-আল্লামাহ তাকী উদ্দীন ইবন্

তাইমীয়াহ এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তালাক সম্পর্কে শপথ করার বিষয় নিয়ে ফতোয়া না দেয়ার জন্য তাকে ইশারা করেন। আশ্-শায়খ তার নসীহত মান্য করেন এবং তিনি যে টার দিকে ইশারা করেছেন তার ও ফতোয়া প্রদানকারী একদল আলিমের খাতিরে সেই মতে তিনি প্রতিউত্তর করেন। অতঃপর জুমাদাল উলা মাসের পহেলা তারিখ সুলতানের নিকট থেকে ডাক মারফত একটি পত্র পান, যার মাধ্যমে আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীনকে তালাক সম্পর্কে শপথ করার বিষয়ে ফতোয়া দিতে নিষেধ করা হয়। এ সম্পর্কে একটি মজলিস অনুষ্ঠিত হয় এবং সুলতানের পরিকল্পনা অনুযায়ী অবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হয়। আর এ সম্পর্কে শহরেও ঘোষণা দেয়া হয়। এ পরিকল্পনা আসার পূর্বে বড় বড় মুফ্তীদের একটি দল আল্-কাযী ইবন্ মুসলিম আল্-হাম্বলীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তারা তাকে বলেন, তিনি যেন আশ্-শায়খকে তালাকের বিষয়ে ফাতোয়া থেকে বিরত থাকার জন্যে নসীহত করেন। অতঃপর আশ্-শায়খ তাঁর নসীহত সম্বন্ধে অবগত হন। আরো জানতে পারেন যে, ফিতনা ও বিপর্যয়ের উত্তেজনা দমনের উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়েছে। এ মাসের ১০ তারিখ শিফাত নামক স্থানে সাইফুদ্দীন তাগাইর কাছে ডাক যোগে এ আদেশ পৌছানো হয় এবং হিমসের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব বদরুদ্দীন আল্ কিরমানীকে প্রদান করা হয়।

এ মাসেই রাসীদুদ্দৌলা ফাদ্লুল্লাহ ইবন্ আবুল খায়ের ইবন্ 'আলী আল হামাদানী নিহত হন। তিনি আসলে আতর বিক্রেতা ইয়াহুদী ছিলেন। অতঃপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আবির্ভূত হন। সৌভাগ্যের ছোঁয়া তাঁর মধ্যে লেগে যায়। তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও তার অভিমত প্রাধান্য লাভ করে। তিনি ওয়াসীরদের পদ মর্যাদার নিয়ন্ত্রণে চলে যান। তিনি এত পরিমাণ প্রচুর সম্পদ, ধন দৌলত ও সৌভাগ্যের অধিকারী হন, যার কোন সীমা পরিসীমা নেই এবং তা ছিল বর্ণানাতীত। তিনি ইসলামের অনুগত বলে প্রকাশ করতেন। তাঁর ছিল বিভিন্ন অনন্য গুণাবলী। তিনি কুরআনুল কারীমের তাফসীর করেন এবং বহু ইসলামী কিতাবপত্র রচনা করেন। তাঁর ছিল বহু ছেলে মেয়ে এবং রাশি রাশি ধন সম্পদ। তিনি আশি বছরের আয়ুতে পৌছেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের বিষয়ে ছিল তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য। আসলে তিনি মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করেন। ৭১২ হিজরী কালে (১৩৩২ খৃ.) সিরিয়া থেকে তাতারী বাদশার ফেরত আসার বিষয়টি তিনি চূড়ান্ত করেন। এ বিষয়ে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি নসীহত করতেন। অথচ বহুলোক তার মধ্যে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তারা তার দীন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তাকে অপবাদ দিয়েছেন। আর তার তাফসীর সম্পর্কেও বিভিন্ন অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন। এর মধ্যে সন্দেহ নেই যে, তিনি ছিলেন কিছুটা বিভ্রান্ত, অস্থির ও অস্বাভাবিক। তার কাছে ছিল না কোন উপকারী বিদ্যা বা জ্ঞানের কথা, না কোন কল্যাণময় কাজ কর্ম। যখন আবু সাঈদ রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করেন, তখন তিনি আলী-আল হামাদানীকে বরখাস্ত করেন। তিনি তখন একটি নির্দিষ্টকালের জন্যে বেকার হয়ে পড়েন। অতঃপর জুবান তাকে ডেকে পাঠান এবং তাকে বলেন : তুমি কি সুলতান খায়বান্দাকে বিষপান করিয়েছ? তখন তিনি বলেন "পূর্বে আমি ছিলাম অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপমাণিত, অতঃপর এ সুলতানের যুগে ও তাঁর পিতার যুগে আমি ছিলাম অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধার পাত্র। সুতরাং আমি কেমন করে তাকে বিষপান করাতে পারি? অথচ অবস্থা হল এরূপ?

অতপর চিকিৎসকদেরকে হাযির করানো হল এবং তারা সুলতান খায়বান্দার রোগ সম্বন্ধে তৈরীকৃত ব্যবস্থাপত্র পর্যালোচনা করেন ও তা নিরীক্ষা করেন। রাশীদুদদৌলা ইশারা দিলেন, যাতে তাকে ভিতরের অবশিষ্টাংশ বের করার জন্যে দাস্ত করানো হয়। তাকে প্রায় সত্তর বার ভিতরের অবশিষ্টাংশ বের করার জন্যে দাস্ত করানো হয়। তিনি শেষ পর্যন্ত ভুল চিকিৎসার দরুণ ইন্তিকাল করেন। রাশিদুদদৌলাকে বলা হয় যে, তুমি খায়বান্দা (সুলতান) কে হত্যা করেছ। সুতরাং তাকে খায়বান্দার পুত্র ইব্রাহীম হত্যা করে এবং তার সমস্ত সম্পদ ও মালপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। এতে অনেক বস্তু সামগ্রী পাওয়া যায়। তার অংগ-প্রত্যংগগুলো কর্তন করা হয়। আর প্রত্যেকটি অংগ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। তাবরীযে তার কর্তিত মাথার কাছে ঘোষণা করা হয় যে, এটা এমন এক ইয়াহুদীর কর্ষিত মাথা যে মহান আল্লাহ্র কালাম পরিবর্তন করেছে। তার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক। অতঃপর তার শরীরটা পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আলী শাহ।

এ বছরে জমাদিউল আউয়াল মাসে মিসরে মালিকী মাযহাবের বিচারপতি নিযুক্ত হন ৮৪ বছর বয়সে মৃত জয়নুদ্দীন ইবন্ মাখলুফের পরিবর্তে তাকীউদ্দীন আল্-আখনাই। বিচার কার্যে তার অভিজ্ঞতা ছিল ৩৩ বছরের। রজব মাসের ১০ তারিখ বৃহস্পতিবার সালাহউদ্দীন ইউসুফ ইবন্ আল-মালিক আল্-আওহাদ সুলতানের অনুমোদনক্রমে আমীরত্বের পোশাক পরিধান করেন। রজবের শেষের দিকে হিমসের বহির সীমানায় বিরাট বন্যা দেখা দেয়, তাতে বহু বস্তুসামগ্রী বিনষ্ট হয়ে যায়। এ বন্যার পানি শহরে প্রবেশ করতে চেয়েছিল, কিন্তু খন্দক তার অন্তরায় সৃষ্টি করে। শা'বান মাসে তানকুয দ্বারা বাবুন নসরের বহিরাংশ আবাদ করে জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং শাবান মাসের ১০ তারিখই তাতে জুমার সালাত আদায় করা হয়। এতে খুতবা পাঠ করেন আশ্-শায়খ নজমুদ্দীন আলী ইবন্ দাউদ ইবন্ ইয়াহইয়াহ আল্-হানাফী। তিনি আল্-ফাকাজাসী নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি একজন বিদ্বান লোক ছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জুমার সালাতে রাষ্ট্রপতি, বিচারপতিগণ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, কারীগণ ও সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এটা ছিল একটি সম্মেলন দিবস। পরবর্তী জুমায় জামে' আল্-কাবীবাতিতে খুতবা প্রদান করা হয়। সুলতানের ওয়াকীল কারীমুদ্দীন এ জামে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এর জুমার সালাতে বিচারপতিগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হাযির ছিলেন। এর জুমার খুতবা পাঠ করেন আশ্-শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবৃন আবদুল ওয়াহিদ ইবৃন ইউসুফ ইবৃন রাযীন আল্-হারানী আল্-আসাদী আল্-হাম্বলী। তিনি ছিলেন মুরুব্বী শ্রেণীর সৎকর্মপরায়ণশীলদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি পরহেযগার, ইবাদতগুযার, উৎসর্গকারী, কর্তব্যপরায়ণ, খোশকণ্ঠস্বর ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। রামাদান মাসের ১১ তারিখ আশ-শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ আন-নাকীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে প্রশাসক হওয়ার জন্য আগ্রহ সহকারে হিমসের দিকে রওয়ানা হন। জনগণও তাকে বিদায় জানাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েন।

এ মাসেই পালামিয়ায় একটি বিরাট বন্যা সংঘটিত হয়। আবার সোবাকেও অনুরূপ বন্যা দেখা দেয়। শাওয়াল মাসে উটের পিটে করে কাফেলা বের হয়। কাফেলার আমীর ছিলেন আল্-আমীর আলাউদ্দীন ইবন্ মাবাদ যিনি ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক। তার কাযী ছিলেন যায়নুদ্দীন ইবন্

কাযী আল্-খালীল, যিনি হাল্বের প্রশাসক ছিলেন। এ বছর গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে যারা হজ্জব্রত পালন করেন, তারা হলেন :

আশ্-শায়খ বুরহানুদ্দীন আল্-ফাযারী, কামালুদ্দীন ইবনুস্ শারীরী, তাঁর ছেলে এবং বদরুদ্দীন ইবনুল্ আত্তার।

যুলহাজ্জ মাসের ২১ তারিখ আল্-আমীর ফখরুদ্দীন ইয়াস আল্-আসরী দামিস্কের সরকারী কার্যালয় থেকে তারাবলুসের আমীর পদে বদলী হন। যুলহাজ্জ মাসের ১৭ তারিখ জুমার দিন জামে মসজিদে জুমার সালাত অনুষ্ঠিত হয়। দামিস্কে বাবু শারকী অর্থাৎ পূর্ব দরজার বাহির দিক দিয়ে অবস্থিত সরকারী কার্যালয়ের পর্যবেক্ষক শামসুদ্দীন গাবারইয়াল এ মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। দারার ইবনুল আযূরের ধারে আল্ কায়াতালাহর মহল্লার নিকটে মসজিদটি অবস্থিত। এ মসজিদে খুতবা দেন আশ-শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন তাদমিরী, যিনি আন্নীরবাণী বলে পরিচিত ছিলেন। যারা ইবাদত ও পরহেযগারীতে প্রসিদ্ধ নেককার, মুরুব্বী তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি শায়খুল ইসলাম ইবন্ তাইমিয়াহ এর সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উক্ত জুমার সালাতে খতীবসহ কাযীদের ও গণ্যমান্য লোকদের একটি দল উপস্থিত ছিলেন।

যুল্হাজ্জ মাসের ২০ তারিখ সোমবার দিন তুরবাতু উম্মিস সালিহতে শিক্ষক নিযুক্ত হন আল্ হাফিয আল্-মুহাদ্দিস আল্-শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ উসমান আয-যাহবী। তিনি কামালুদ্দীন ইবন্ আশ্-শারীশীর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শাওয়াল মাসে হিজাযের পথে ইন্তিকাল করেন। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানে তার শিক্ষকতার মেয়াদ ছিল ৩৩ বছর। আশ্-শায়খ আয্-যাহবীর নিকট একদল বিচারক উপস্থিত হয়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে এ পাঠদান কর্মসূচিতে উপস্থিত করানো হয় আল-ফকীহ যাইনুদ্দীন ইবন্ আযীদান আল্-হাম্বলীকে। তিনি বা'লাবাক্কা থেকে আগমন করেন। তিনি স্বপ্নে দেখে তার আগমনের বিষয়টি নির্ধারণ করেন। তিনি অর্ধ নিদ্রায় তা দেখেন। তার মধ্যে রয়েছে ওলটপালট করে ফেলা ও অসংলগ্ন কথা বলা এবং কথা বেশি বলা যা সাধারণত মধ্যম ধরনের সঠিক মেজায থেকে হয় না। তিনি নিজ হাতে কাজে অব্যাহতি। যোগদান করার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন। তার কোন এক বন্ধু তা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করেন। তাকে আল্-কাযী আশ্ শাফিয়ী বিদায় দেন। হত্যার হাত থেকে তাকে রক্ষা করেন, কিন্তু তাকে ভর্ৎসনা করা হয়। তার বিরুদ্ধে শহরে ঘোষণা করা হয়, ফাতাওয়া প্রদান থেকে তাকে বিরত রাখা হয় এবং তাকে বিয়ে শাদীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়। অতঃপর তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। বুধবার সকালে তুরবাতু উম্মিল সালিহিতে বদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন্ বাদজান, কারীদের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি মৃত আশ্-শায়খ মাজদুদ্দীন আত-তুনিসীর স্থলাভিষিক্ত হন। তার কাছে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিদ্বান লোকজন উপস্থিত হন। বর্ণনাকারী বলেন, ঐদিন আমি ও তার কাছে হাযির ছিলাম। এর পূর্বে আল্ আকরা আল্ আশরাফীয়াহতে তার পরিবর্তেও শিক্ষকতা করেন আশ্-শায়খ মুহাম্মদ ইবন্ খুরুফ আল্-সুশিলী। যুল হাজ্জ মাসের ২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার দারুল হাযীয আল আশরাফীয়াহতে শিক্ষকতা করেন আশ্-শায়খ, আল্-আল্লামাহ আল্-হাফিয আল্-হুজ্জাত, আমাদের শায়খ আমাদের উপকারী বান্ধব, আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবন্ আয্-যাকী 'আবদুর রহমান ইবন্ ইউসুফ আল্-মাযী। তিনিও

কামালুদ্দীন ইবন্ আশ্-শারীশীর স্থলাভিষিক্ত হন। কোন মুরুব্বী ব্যক্তি তার পাঠদানে হাযির হয়নি, কেননা কারো কারো মনে তার যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছুটা সংশয় ছিল। যদিও তার পূর্বে তার থেকে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি আর নিযুক্তি দেয়া হয়নি। তার থেকে বড় মাপের হাফিযও পাওয়া যায়নি এবং তাদের মধ্য থেকে যার মধ্যে অধিক অভিযোগ রয়েছে, এরূপ লোক আর নেই। কেননা, এ ধরনের লোকজন তার দারসে উপস্থিত হয়নি। তিনি তার কাছে তাদের উপস্থিতিকেই বেশি ভয় করতেন। তাদের পরে তার সাথে লোকজনের ছিল বন্ধুত্ব। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। এ বছর সেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের জীবনেতিহাস নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. আশ্-শায়খ আস্-সালিহ আল্-আবিদ আন্-নাসিক

তিনি ছিলেন পরহেযগার, সংসার ত্যাগী, আদর্শবান, প্রগতিশীল, অগ্রগামী মুরুব্বী ও নেতৃস্থানীয় সুসন্তান। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ ওবায়দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ আশ্-শায়খ আস্-সালিহ উমর ইবন্ আস-সাইয়েদ আল্-কুদওয়াতু আন্-নাসিক আল্-কাবীর আল্-আরিফ আবু বকর ইবন্ কাওয়াম ইবন্ আলী ইবন্ কাওয়াস আল্-বালিসী। তিনি বালিসে ৬৫০ হিজরী সালে (১২৭০ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবন্ তাবারযাদের সাথীদের থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি ছিলেন বড় একজন শায়খ। তিনি ছিলেন হাসিমুখ ও উত্তম ব্যহারের অধিকারী। প্রত্যেকের উপকার সাধন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন। বিশেষ করে ইবাদত ও কল্যাণমুখী কার্যাবলীর জন্যে তিনি ছিলেন খুব বিখ্যাত। স্বৈরাচারী কাযানের সাথে কথোপকথন ও মূলাকাতের দিনটি ছিল আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবৃন তাইমিয়ার সাথে যাদের সাক্ষাত হয়েছিল, সে দিনগুলোর মধ্যে অন্যতম। এতে শায়খুল ইসলাম তাকীউদ্দীনও আল্-কাযানের কথাবার্তা, সাহসিকতা ও নির্ভীকতা প্রদর্শনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি তার দুভাষীকে বলেন, 'কাযানকে বলে দাও : তুমি তোমাকে মুসলমান ধারণা করছ; তোমার সাথে রয়েছে মুয়াযযিন সকল, বিচারপতি, ইমাম এবং শায়খ। আমরা যতদূর অবগত রয়েছি, তাতে দেখা যায়, তুমি আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছ এবং আমাদের শহর পর্যন্ত পৌঁছেছ– এটা কেন? তোমার বাপ ও দাদা হালাকু খান বলে পরিচিত দুই জনই ছিল কাফির। তারা আমাদের মুসলিম দেশে শুধু যুদ্ধ করেনি, বরং তারা আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে ওয়াদা অঙ্গীকার করেছে। আবার তুমিও ওয়াদা অঙ্গীকার করেছ, তবে তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ এবং তুমি যা বলেছ, তা পূরণ করনি। বর্ণনাকারী বলেন : এভাবে কাযান, কাতলুশাহ ও অন্যান্য বিজেতার সাথে তার কথোপকথন হয়। কিন্তু সর্বাবস্থায় ইবন্ তাইমিয়াহ মহান আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখেন। তিনি সত্যের আশ্রয় নেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেননি। বর্ণনাকারী আরো বলেন : একবার কাযান এক দল লোকের কাছে খাদ্য পরিবেশন করেন। ইবৃন তাইমিয়াহ ব্যতীত সকলে খাদ্য গ্রহণ করেন। ইবৃন তাইমিয়াহকে জিজ্ঞেস করা হলো : আপনি খাচ্ছেন না কেন? তিনি উত্তরে বলেন : আমি কেমন করে তোমাদের খাদ্য খাই, তোমরা সব কিছুই মানুষের থেকে লুণ্ঠন করে নিয়েছ এবং মানুষের গাছপালা কেটে এগুলো দিয়ে রান্নাবান্না করেছ? বর্ণনাকারী বলেন : তখন কাযান তাঁর থেকে দু'আ চান। তিনি দু'আর মধ্যে বলেন : হে আল্লাহ্! যদি তোমার এ বান্দা প্রশংসিত হন, তোমার বাণী সমুন্নত করার জন্যে তিনি লড়াই করে থাকেন এবং শুধু

তোমার দীন প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন, তাহলে তাকে সাহায্য কর, তার হাতকে মজবুত কর এবং তাকে বিভিন্ন ভূখণ্ড ও মানব গোষ্ঠীর অধিপতি কর। আর যদি তিনি লোক দেখানো ও সুনাম অর্জন করার জন্যে পার্থিব সুখ শান্তি অর্জন করার জন্য তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে, ইসলাম ও ইসলাম পন্থীদেরকে অপমানিত করার জন্য লড়াই করে থাকেন, তাহলে তাকে লাঞ্ছিত কর, তাকে পরাজিত কর, তাকে ধ্বংস কর ও তার শক্তি মিসমার করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন : কাযান তাঁর দু'আর সময় আমীন আমীন বলছিলেন এবং তার দুই হাত উঠিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন; আমরা আমাদের জামা কাপড় গুটিয়ে ফেলছিলাম। কেননা যদি তাকে হত্যার হুকুম দেয়া হয়, তাহলে হয়ত তার রক্ত আমাদের গায়ে এসে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন : যখন আমরা তার নিকট থেকে বের হয়ে আসলাম, তখন তাকে প্রধান বিচারপতি নজমুদ্দীন সাফারী ও অন্যান্যরা বলেন : তুমি আমাদেরকে এবং তোমার নিজেকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলে। আল্লাহ্র শপথ! আমরা এখন থেকে আর তোমার সাথী হব না। তখন তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ! আমিও তোমাদের সাথী হব না। বর্ণনাকারী বলেন : আমরা কিছুদূর অগ্রসর হলাম। তিনি নিজের ইচ্ছায় একটু পিছনে পড়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিল তার সাথীদের একটি দল। অতঃপর কাযানের সাথীদের মধ্য থেকে কিছু শাসনকর্তা ও আমীর তাঁর সম্বন্ধে সংবাদ শুনলেন এবং তাঁর কাছে তাঁর দু'আর বরকত নেয়ার জন্যে আগমন করেন। তিনি তখন দামিস্কের দিকে গমন করছিলেন। তারা তাঁর দিকে নজর করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন আল্লাহর শপথ তিনি যখন দামিস্কে পৌছেন, তখন তার কাফেলায় প্রায় তিনশত অশ্বারোহী সদস্য ছিলেন। আর আমিও তাঁর সঙ্গীদের একজন ছিলাম। তবে যারা তার সংগী হবার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন, তাদের উপর তাতারীদের একটি দল আক্রমণ করে এবং তাদের সকলকে লুণ্ঠন করে। বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনার বর্ণনাটি এবং এ ধরনের বর্ণনা আমি একদল বর্ণনাকারী থেকে শুনেছি। এরূপ বর্ণনা পূর্বেও করা হয়েছে।

আশ্-শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন কাওয়াস সফর মাসের ২২ তারিখ সোমবার রাতে আস্-সালিহীয়া, আন-নাসিরীয়া ও আল্-আউলিয়া এর পশ্চিম পাশের বিখ্যাত মুসাফির খানায় ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তার সালাতে জানাযা পড়া হয় এবং তাকে সেখানেই দাফন করা হয়। তার সালাতে জানাযা ও দাফন কার্যে বহুসংখ্যা লোকের সমাগম হয়। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইব্ন তাইমিয়াহ ছিলেন অন্যতম। তিনি তাকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। আশ্-শায়খ মুহাম্মদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কিংবা অন্য কোন উৎস থেকে মাসোয়ারা চালু ছিল না। তার মুসাফির খানায় থাকার জন্যে কোন মাসোয়ারা কিংবা ওয়াকফও ছিল না। এ মাসোয়ারা কয়েক বার তার জন্যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তার সাথে সাক্ষাত করা হতো। তার ছিল প্রগাঢ় বিদ্যা বুদ্ধি ও মর্যাদা। তার অনুধাবন করার শক্তি ছিল নির্ভুল। তার ছিল পরিপূর্ণ মারেফাত। তাঁর আকীদাও ছিল বৈজ্ঞানিক ও চমৎকার। তিনি বিশুদ্ধ বিবেকের অধিকারী ছিলেন। রাসুল (সা)-এর হাদীস ও সালফ্ সালিহিনের অমিয়বাণী ও তরীকাকে তিনি পছন্দ করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি মহান আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করতেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং রহমতের বৃষ্টি দ্বারা তার কবরকে সিঞ্চিত করুন।

২. আশ্-শায়খ আস্-সালিহ, আজল আদীব আল বারি' আশ্-সারির আল্-মাজীদ।

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল তাকীউদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন্ আশ্-শায়খ আহমাদ ইবন্ তামাম ইবন্ হাসান আল্-বালী, অতঃপর আস্-সালিহী আল্-হাম্বলী। তিনি মুহাম্মাদ ইবন্ তামামের ভাই ছিলেন।

তিনি ৬৩৫ হিজরী সাল (১২৫৫ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং বিদ্বান লোকদের সংস্পর্শে ছিলেন। তিনি চমৎকার অবয়ব ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি পবিত্রতর আত্মার অধিকারী ছিলেন। তিনি ভাল প্রতিবেশী ও উত্তম সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন অধিক কৌতুক প্রিয়। তিনি হিজাযে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি ইবন্ সাবয়ীন ও তাকী আল্-হুরানীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ইবৃন মালিক ও তাঁর পুত্র বদরুদ্দীন থেকে علم النحو অধ্যয়ন করেন। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি তার সংস্পর্শে ছিলেন। আশ্-শিহাব মাহমুদ ৫০ বছর তার সংস্পর্শে ছিলেন। তিনি তাঁর পরহেজগারী ও সংসার ত্যাগের জন্য তার প্রশংসা করতেন। রবীউস সানী মাসের ৩ তারিখ শনিবার রাতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

সাফাহ নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। আশ্শায়খ আলামুদ্দীন আল্-বারযালী তার জীবনী লেখার সময় তাঁর কয়েকটি কবিতা উল্লেখ করেন :

اَسُكَّانُ الْمَعَاهِدِ مِنْ فُؤَادِىْ. لَكُمْ فِىْ خَافِقٍ مِنْهُ سُكُوْنُ.

اُكَرِّرُ فِيْكُمْ اَبَدًا حَدِيْثِىْ. فَيَحِلُوْ وَالْحَدِيْثُ لَهُ شُجُوْنَ

وَاُنَظِّمُهُ عَقِيْقًا مِنْ دُمُوْعِى. فَتَنْثِرُ الْمَحَاجِرُوْ اَلْجُفُوْنُ.

وَابْتَكِرُ الْمَعَانِىْ فِىْ هَوَاكُمْ. وَفِيْكُمْ كُلُّ قَافِيَةٍ تَهُوْنُ.

وَاسْئَلُ عَنْكُمُ الْبُكَاءُ سِرًّا. وَسِرُّ هَوَاكُمْ سِرٌّ مَصُوْنُ.

وَاغْتَبِقُ النَّسِيْمَ لاَنَّ فِيْهِ. شَمَائِلُ مِنْ مَعَاطِفِكُمْ تَبِيْنُ.

فَكَمْ لِىْ فِىْ مُحَبَّتِكُمْ غَرَامٌ. وَكَمْ لِىْ فِى الْغَرَامِ بِكُمْ فُنُوْنُ.

অর্থাৎ "আমার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত বাসিন্দারা আমার অন্তরের কর্মচঞ্চলতায় তোমাদের জন্যে রয়েছে শান্তি। তোমাদের ক্ষেত্রে আমার বক্তব্যকে সব সময় পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করি, সুমধুর মনে হয়, অথচ কোন কোন সময় এ বক্তব্য আমার মনকে চিন্তাগ্রস্থ করে তোলে। আমার অশ্রু দিয়ে আমার অন্তরের জন্য আকীক পাথর সদৃশ মালা গাঁথি। অতঃপর এ মালার সুগন্ধি চোখের পিচুটি ও চোখের পাতার চতুর্দিকে ছড়ায়। তোমাদের কাউছার অর্থ ও সন্ধান আমি খুঁজে বেড়াই, তবে তোমাদের সদিচ্ছার প্রতিটি ছন্দই অতিশয় সহজ বোধ্য। আমি তোমাদের অশ্রুর মূল রহস্য খুঁজে বেড়াই, তবে তোমাদের সদিচ্ছার রহস্য খুবই সংরক্ষিত। আমি বিকাল বেলার মিষ্টি মধুর হাওয়ার খুঁজে থাকি, কেননা এ হাওয়ায় তোমাদের পরস্পরের দয়া প্রদর্শনের নিদর্শনসমূহ বিকশিত হয়ে থাকে। তোমাদের মহব্বতে আমাকে কতইনা

সীমাহীন অব্যাহত বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। আবার তোমাদের ব্যাপারে সম্মুখীন হওয়া অব্যাহত সীমাহীন বিপদাপদের প্রকারভেদও রয়েছে।

৩. প্রধান বিচারপতি যয়নুদ্দীন

তাঁর পূর্ণনাম ছিল 'আলী ইবন্ মাখ্লুফ ইবন্ নাহিদ ইবন্ মুসলিম ইবন্ মুনায়ম ইবন্ খালফ আন্ নুবিরী আল্-মালিকী। তিনি ৬৩৪ হিজরী (১২৫৪ খৃ.) সালে দিয়ারে মিসরিয়ায় বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন, হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও হাদীস শাস্ত্রে প্রভূত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইব্ন শাশের পর তিনি ৮৫ বছর বয়সে বিচারকের আসনে আসীন হন। বর্তমান বছর পর্যন্ত তার বিচার কার্যের দিনগুলো প্রলম্বিত হয়। ফিকাহবিদ, সাক্ষ্য প্রদানকারীদের ও আগন্তুকের কাছে তিনি ছিলেন অতিশয় সম্মানী, বিশ্বাসী ও স্নেহপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি জমাদিউস ছানী মাসের ১১ তারিখ বুধবার রাতে ইনতিকাল করেন। মিসরের মুকতাম নামক টিলার পাদ দেশে তাকে দাফন করা হয়।

মিস্বারে তাঁর পর বিচারপতির আসন অলংকৃত করেন তাকীউদ্দীন আল্-আখনায়ী আল্-মালিকী।

৪. আশ্-শায়খ ইব্রাহীম ইব্ন আবুল আ'লা

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল, আশ্ শায়খ ইব্রাহীম ইবন্ আবুল আ'লা আল্-মুক্রী আস্-সীত (স্বর্ণকর) তিনি ইব্ন শা'লান বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রাচীন পারসিক হস্তলিপিতে পারদর্শী ছিলেন। তার উচ্চস্বর বিখ্যাত হওয়ার কারণে তাকে সর্বশেষ বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়া হতো। তিনি জুমার দিন জমাদিউস সানী মাসের ১৩ তারিখ কৈশরে ইন্তিকাল করেন। তাকে কাসিউন টিলার পাদদেশে দাফন করা হয়।

৫. আশ্-শায়খ আল্-ইমাম আল্ আলিম আয্-যাহিদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইব্ন আবুল কাশিম আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবু জাফর আহমাদ ইব্ন খালফ ইব্ন ইব্রাহীম ইবন্ আবু ঈশা ইব্ন আলহাজ্জ আন্-নাজীবী আল্-কারতাকী, অতঃপর আল্-আশ্বিলী। তিনি ৬৩৮ হিজরী সালে (১২৫৮ খৃ.) ইসবীলীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কর্ডোবা শহরে তাঁর পরিবারটি ছিল একটি শিক্ষিত, বাগ্মী ও বিচারকের পরিবার। যখন ফ্রান্স কর্ডোবা দখল করে, তখন তারা ইসাবীলীয়াতে স্থানান্তর হন। এরপর তাদের সম্পদ ও কিতাবগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ইবন্ আহমার তার দাদা আল্কামীকে বিশ হাজার দীনারের বিনিময়ে ফেরত পায়। তাঁর পিতা ও দাদা ৬৪১ হিজরী সালে (১২৬১ খৃ.) ইনতিকাল করেন। তাই তিনি ইয়াতীম অবস্থায় বেড়ে উঠেন।

অতঃপর তিনি হজ্জব্রত পালন করেন এবং সিরিয়ার দিকে প্রত্যাগমন করেন। এরপর তিনি দামিস্কে ৮৪ বছর বয়সে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ইমাম বুখারীর পুত্র ও অন্যান্য মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি নিজ হাতে প্রায় এক শত খণ্ড কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। তিনি

মাদরাসাতুস সালিহীয়ায় জুমার দিন আযানের সময় ইনতিকাল করেন। এটা ছিল রজব মাসের ১৮ তারিখ। আসরের পর তাঁর সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। দামিস্কের বাবুস সাগীরে অবস্থিত আল্-কান্দালাওয়াতীতে তাকে দাফন করা হয়। তার জানাযায় বহু লোকের সমাগম হয়েছিল।

৬. আশ্-শায়খ কামালুদ্দীন ইবনু শারীশী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল, আহমাদ ইবনুল ইমামুল আল্লামাহ জামালুদ্দীন ইব্‌ন আবু বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ শাহ মান আল্ বিকরী আল্-ওয়ারিলী আস্-শারীশী। তাঁর পিতা ছিল-মালিকী মাযহাব অবলম্বী। পূর্বে এ সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা রাখা হয়েছে। তিনি কিন্তু শাফিয়ী মাযহাবে সম্পৃক্ত হন। তাতে দক্ষতা অর্জন করেন। বহু রকমের বিদ্যা তিনি অর্জন করেন। তিনি লেখনীতে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি তার লেখনীতে অনেক সময় পরস্পর বিরোধীভাব ধারার সন্নিবেশ ঘটান। তিনি ফাতাওয়া প্রদান করতেন এবং পাঠদান করতেন। তিনি বেশ সংখ্যক মাদরাসা ও উচ্চপদের তত্ত্বাবধায়ক ও প্রভাষক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সর্ব প্রথম তুরবাতি উম্মুস কালিহির দারুল হাদীসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ৬৮৫ হিজরী সাল (১৩০৫ খৃ.) হতে তার মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ইবনুল জামায়াহ থেকে বিচার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি তা পরিত্যাগ করেন। তিনি বায়তুল মাল থেকে সরকারী ভাতা গ্রহণ করেন। সানীয়া বারানিয়া ও নাপিরীয়াহতে তিনি বিশ বছর পাঠ দান করতেন। অতঃপর ইব্‌নুল জামাত ও য়াইনুদ্দীন আল্-ফারিকী তার হাত থেকে পাঠদানের দায়িত্ব কেড়ে নেন।

অতঃপর তিনি আবার তাদের থেকে পাঠদানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং কাসীয়ুনে অবস্থিত আর রিবাত আন্-নাসিরী প্রতিষ্ঠানেও একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষকতা করেন। এছাড়া তিনি দারুল হাদীস আল্-আশ্‌রাফীয়াহ প্রতিষ্ঠানে আট বছর শিক্ষকতা করেন। তাকে যে কোন দায়িত্ব দেয়া হয়, তা সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে সর্বদিকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এ বছরই তিনি হজ্জব্রত পালনের ইচ্ছে পোষণ করেন। অতঃপর তিনি তার পরিবার নিয়ে রওয়ানা হন। হাসা নামক স্থানে এ বছরের শাওয়াল মাসের শেষের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। আর সেখানে তাকে দাফনও করা হয়। আল্লাহ তাকে রহম করুন। তারপর সরকারী ভাতা গ্রহণ করেন জামালুদ্দনি ইবন্ আল্-কালালি। নাসিরীয়াহ এ পাঠদান করেন কামালুদীন ইবন্ আশ্-শারীসী। দারুল হাদীস আল্-আশরাফীয়াতে পাঠদান করেন আল্-হাফিয জামালুদ্দীন আল্-মাসী, উম্মুস সালিহতে পাঠদান করেন আশ শায়খ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী। আর আর-রিবাতুন নাসিরীয়াতে পাঠদান করেন তার সন্তান জামালুদ্দীন।

৭. আশ্-শিহাব আল-মুক্‌রী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আহমাদ ইবন্ আবু বকর ইবন্ আহমাদ আল্-বাগদাদী নাকীব আল্-আশরাফ আল্-মুনয়াম্মীন। ভাষার গদ্য ও পদ্যে তার বহু পদমর্যাদা দেখতে পাওয়া যায়, যা ঘটনাসমূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং যেগুলোতে শোক প্রকাশ করা হয় কিংবা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তিনি শিখেছিলেন সঙ্গীত ও জাদু বিদ্যা এবং মৃত্তিকা বিদ্যা। যে সব মজলিসে খেল

তামাশা, মাস্তিপনা, অর্থহীন কাজ করা ও দরাজ হস্তে ব্যয় করা চলতো সেগুলোতে তিনি উপস্থিত থাকতেন। এক সময় তিনি বৃদ্ধ বয়সের দরুন এগুলো সব ছেড়ে দেন। এ ব্যাপারে এবং অনুরূপ বিষয়সমূহে বলা হয়ে থাকে :

ذَهَبْتَ عَنْ تَوْ بَتِهِ سَائِلًا - وَجَدْتَّهَا تَوْبَةَ اِفْلَاسٍ -

অর্থাৎ তুমি তার তাওবার কথা ভুলে গিয়েছ এ প্রশ্ন করার পর? তুমি কি তার তাওবাকে অনর্থক তওবা পেয়েছ? তিনি ৬৩৩ হিজরী সাল (১২৫৩ খৃ.) দামিস্কে জন্মগ্রহণ করেন। যুলহাজ্জ মাসের ৫ তারিখ শনিবার রাতে ৮৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। বাবুস সাগীরের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি তার নিজের জন্যে কবর তৈরী করে রেখেছিলেন। আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করুন।

৮. প্রধান বিচারপতি ফখরুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন্ সালাম আল্ ইস্কান্দারী আল্-মালিকী। তিনি ৬৭১ হিজরী সালে (১২৯১ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন এবং বহু শাস্ত্রে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি আল্-ইসকান্দায়াহ শাসন ক্ষমতা অর্জন করছিলেন। তখন তার চরিত্র, দ্বীনদারী ও দুঃসাহসিকতার প্রশংসা করা হয়েছিল। এর পূর্বে তিনি সিরিয়ার বিচারকের পদে সমাসীন ছিলেন। তিনি সেখানে দেড় বছর সুনামের সাথে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করেন। তিনি এ বছরের যুলহজ্জ মাসের পহেলা তারীখ বুধবার সকালে শামসামীয়াহতে ইনতিকাল করেন এবং বাবুস সাগীরের আল্-কান্দালাভীর পাশে তাকে দাফন করা হয়। তার সালাতে জানাযায় বহুলোকের সমাগম হয়। জনগণ তাঁর প্রতি তাদর শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং তার বহু প্রশংসা করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করুন।

৭১৯ হিজরী সাল (১৩৩৯ খৃ.)

বছরের প্রথম দিন শুরু হয়। প্রশাসকগণ তাদের পূর্ববর্তী পদে বহাল থাকেন। পহেলা মুহরমের রাতে দামিস্কে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হয়। এর ফলে রাজধানী শহরের বেষ্টনী প্রাচীরের কিছু অংশ ধ্বসে যায়। বহু গাছ পালা উপড়ে পড়ে। মুহররম মাসের ২৬ তারিখ মঙ্গলবার দিন ইবন শারীশীর স্থলে জামালুদ্দীন ইবন্ আল্-কালান্সীকে বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। সফর মাসের ৫ তারিখ বুধবার ইবন শারীশীর স্থলে ইবন্ কাস্তরী নাসিরীয়াহ আল্ হাওয়ানীয়ার পাঠদান করেন। জনগণ তাদের নীতি অনুযায়ী তার কাছে উপস্থিত হন। উক্ত মাসের ১০ তারিখ ফখরুদ্দীন ইয়াসের স্থলে জামালুদ্দীন আকুশ আর রাজবী সরকারী কার্যালয়ে কাজে যোগদান করেন। আকুশ ৭০৭ হিজরী সাল (১৩২৭ খৃ.) থেকে দামিস্কে মুতাওল্লীর খিদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছিলেন। এরপর তার স্থলে নিযুক্ত হন আল্-আমীর আলামুদ্দীন তারকাশ। তিনি আল্-আকবীয়ায় বসবাস করতেন। এদিনে শহরে ঘোষণা করা হয় যে, জনগণ যেন সালাতে ইসতিসকা আদায় করা উপলক্ষে সিয়াম পালন করে। বুখারী শরীফ তিলাওয়াত শুরু হয়ে যায়। লোকজন তৈরী হতে থাকে। তারা সকল সালাত খুতবা পাঠ করার পর দু'আয়

মশগুল হয়ে যায়। সালাতে ইসতিসকা আদায় কালে তারা আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে দু'আ করে। সফর মাসের ১৫ তারিখ মুতাবিক ৭ এপ্রিল তারিখ রোজ শনিবার শহরবাসীগণ মসজিদুল কাদামের নিকট একত্রিত হন। রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য আমীরগণ পায়ে হেঁটে সমাবেশ স্থলে আগমন করেন। তারা সকলে কাঁদতে থাকেন এবং অনুনয় বিনয় করে আর্তনাদ করতে থাকেন। সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠী হাজির হয়। আর এটা ছিল তাদের জন্যে একটি মহাসম্মেলন। আল্-কাযী সদরুদ্দীন সুলায়মান আল্-জাফরী জনগণের মাঝে খুতবাহ পাঠ করেন এবং তাঁর দু'আর সময় জনগণ আমীন আমীন বলেন। দ্বিতীয় দিনের সকাল বেলায় দেখা যায় আল্লাহর হুকুম, রহমত ও মেহেরবাণীর ফলে নীল আকাশে মেঘ খণ্ড দেখা দেয়। তাদের কোন শক্তি সামর্থের ফলে নয়। তখন জনগণ যার পর নাই খুশী হয়। আর সারা দেশে খুশীর বন্যা ছড়িয়ে পড়ে। যে আল্লাহর অংশীদার নেই, তার জন্যে সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ। এ মাসের শেষের দিকে তারা জামে মসজিদের শ্বেত মর্মর পাথরের সংস্কার শুরু করে। তারা তার দরজায় ও ভিতরে অংশে সাজসজ্জা করেন। রবীউস্ সানী মাসের ১৪ তারিখ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইব্ন শীয়াসী আন্-নাসীরীয়াহ আল জাওয়ানীয়ায় পাঠদান শুরু করেন। তিনি ইব্ন শাশারী থেকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন। জমাদিউল আউয়াল মাসের ১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন ইব্ন শায়খিল পালামীয়াহ ফখরুদ্দীন ইবনুল হাদ্দাদের স্থলে দামেস্কে মূল্য নিয়ন্ত্রক ও সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধায়কের পদ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ইবনু হাদ্দাদ ইবন্ শায়খিয়া সাশালীয়ার স্থলে জামে মসজিদের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাদের দুইজনকেই রাজকীয় উপঢৌকন প্রদান করা হয়।

জমাদিউস সানী মাসের ৫ তারিখ মঙ্গলবার সকালে প্রধান বিচারপতি শরফুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ প্রধান বিচারপতি মুয়ীনুদ্দীন আবু বকর ইবন্ আশ্-শায়খ যকীউদ্দীন যাকিরুল হামদানী আল্-মালিকী মিসর থেকে দামিস্কে আগমন করেন। তিনি ইবন্ সালামাহ (মরহুমের) এর স্থলে সিরিয়ায় মালিকী মাযহাবের কাযী নিযুক্ত হন। তাদের দুই জনের মধ্যে ব্যবধান ছিল ৬ মাসের। কিন্তু তার তলোয়ার ঝুলানো হয়েছিল রবীউল আউয়াল মাসের শেষের দিকে। দুইজনকেই রাজকীয় উপঢৌকন পরিধান করানো হয় এবং জামে' মসজিদে এ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ঘোষণা দেয়া হয়। এ মাসে বদরুদ্দীন ইবন্ নাভীরাহ আল্-হানাফী আল্-খাতুনীয়া আল্-বারানীয়াহতে পাঠ দান শুরু করেন। তখন তার বয়স ছিল ২৫ বছর। তিনি মরহুম কাযী শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ কাযী মানতীয়া এর স্থলাভিষিক্ত হন। রামাদান মাসের ৫ তারিখ শনিবার দামিস্কে একটি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক বন্যা দেখা দেয়, যা বহু সম্পদ ও মালপত্র বিনষ্ট করে দেয়। পানি স্ফীত হয়ে বাবুল ফারামে ঢোকে এবং আল্-আকাবীয়ায় পৌঁছে যায়। এজন্য জনগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং তারা তাদের বাড়ি ঘর থেকে অন্যত্র শুকনো জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। তবে এ বন্যার স্থায়ীত্ব বেশী দিন ছিল না, কেননা আসলে এটা ছিল বৃষ্টির পানির জন্যে। ওয়াবিলে, আশ্-সৌক এবং আল-হোসাইনিয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এদিনে জামালুদ্দীন আর রাহবীর মৃত্যুর পর তারকাশী সরকারী কার্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে সারিমুদ্দীন আল্-জুকান্দর মদীনার প্রশাসকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। দুইজনকেই রাজকীয় উপঢৌকন প্রদান করা হয়।

রামাদানের ২৯ তারিখ মঙ্গলবার বিচারকগণ ও বিশিষ্ট ফিকাহবিদগণ রাজ্যের শাসনকর্তা বা নায়েবের কাছে দারুল সা'আদাতে একত্রিত হন। তাদের সামনে সুলতানের একটি পত্র পড়ে শুনানো হয় যাতে আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবনু তাইমিয়াহ কে তালাকের মাসআলায় ফাতোয়ার উপর জারীকৃত নিষেধাজ্ঞাও শামিল ছিল। এ নিষেধাজ্ঞার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং মজলিসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। শাওয়াল মাসের ৯ তারিখ জুমার দিন বিচারপতি সদরুদ্দীন আদ্-দারানী, বদরুদ্দীন ইবনু নাসিরুদ্দীন ইবৃন 'আবদুস সালামের স্থলে জাররাহের জামে মসজিদে খুতবা দান করেন। নাসিরুদ্দীন ইবৃন আবদুস সালাম এর পূর্বে এ মসজিদের খতীব ছিলেন। অতঃপর বদরুদ্দীন হাসান আকরিবানী তার স্থলাভিষিক্ত হন। তারপর তার পুত্র তার বক্তৃতায় এমন আকর্ষণীয় ধারা অব্যাহত রাখেন, যেমনটি ছিল তার পূর্বে তার বাবার হাতে। দশ তারিখ শনিবার দিন প্রচলিত কাফেলা যখন ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে তখন তাদের ঝান্ডাবাহী আমীর হন ইজ্জাদিন আইজাক আল্-মানসূরী, এ বছর যারা হজ্জব্রত পালন করেন তারা হলেন :

প্রধান বিচারপতি সদরুদ্দীন আল্-হানাফী, বুরহানউদ্দীন ইবনু আবদুল হক শরফুদ্দীন ইবনু তাইমিয়াহ, নজম উদ্দীন আদ্-দামেস্কী, কাফেলায় আরো ছিলেন কাসী, রাদী উদ্দীন আল্-মানাতিকী, শামসুদ্দীন ইবনু আয্-যারীয আল্-কাঠারাও জামে' মসজিদের খতীব আবদুল্লাহ ইবনু রাশীক আল্-মালিকী ও অন্যান্য। এ বছরে আরো হজ্জব্রত পালন করেন : সুলতানুল ইসলাম আল্-মালিক আন্-নাসির মুহাম্মদ ইবনু কালাউন, তার সাথে ছিলেন একদল আমীর, তার সাথে ছিলেন তার ওয়াকীল কারীমুদ্দীন ও ফখরুদ্দীন, সরকারী লিপিকার, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ইবনুল আমীর প্রধান বিচারপতি ইবনু জামাআত, রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধায়কের সহকারী ইমাদুদ্দীন, সহকারী সচীব শামসুদ্দীন সাপরিয়াল, তিনি সুলতানের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। আর তার খিদমাতে নিয়োজিত ছিল বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তি।

এ বছর তাতারীদের মধ্যে একটি বিরাট ঘটনা ঘটে যায়। তার কারণ ছিল নিম্নরূপ : জূবানের সাথে তাদের বাদশাহ আবু সায়ীদের মন কষাকষি হয়। আর তিনি তাকে দমন করতে অপারগ হয়ে পড়েন। একদল আমীর বাদশাহের আহ্বানে সাড়া দেয়। তাদের মধ্যে ছিলেন আবু ইয়াহইয়া, তার পিতার মামা দাক মাক, কারশী ও অন্যান্য কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা। তারা জুবানকে পাকড়াও করতে চান, কিন্তু তিনি পাকড়াও হবার পূর্বে নিজ অবস্থান থেকে পলায়ন করেন এবং সুলতানের কাছে আগমন করেন। আর তাদের সাথে যা কিছু ঘটে গেছে তা তাকে অবহিত করেন। তার সংস্পর্শে ছিলেন ওয়াবীর আলী শাহ। তিনিও সুলতানের সাথে অবস্থান করেন। অতঃপর সুলতান জুবানের প্রতি রাযী হন এবং তাকে একটি বিরাট সেনাদল দিয়ে সাহায্য করেন, এমনকি সুলতানও তার সংগী হন। তারা তাদের সাথে মুকাবিলা করেন তাদের শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করেন ও পরিণামে তাদেরকে বন্দী করেন। জূবন তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন এবং এ বছরের শেষ নাগাদ তাদের মধ্য থেকে প্রায় চল্লিশ জন আমীরকে হত্যা করেন।

এ বছরে যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নরূপ :

১. আশ্-শায়খুল মুকরী শিহাবুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু আবদুল্লাহ আল্ হাসান ইবনু সুলাইমান ইবনু খাযারাহ ইবনু বদরুল কাফরী আল্-হানাফী, তিনি ৬৩৭ হিজরী সাল (১২৫৯ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি

হাদীস শাস্ত্র শ্রবণ করেন এবং كتاب الترمذى নিজে নিজে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রচলিত কিরাতসমূহ সম্পর্কে অধ্যায়ন করেন। এ বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মনোনিবেশ করেন এবং লোকজনও তার কাছে এ ব্যাপারে নিয়োজিত ছিল। বিশ জনের অধিক সংখ্যক ছাত্র তাঁর কাছে সাত কিরাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি নাহু শাস্ত্র, সাহিত্য ও অন্যায় বহু বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তার দ্বারা আয়োজিত ও পরিচালিত শিক্ষা বৈঠকগুলো ছিল অতি উত্তম। তিনি মানব জাতির বহুবিদ উপকার সাধন করেন। তিনি ৪০ (চল্লিশ) বছরের উর্ধ্বকালে তারখানীয়াহ নামক প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করেন। তিনি আল্-আযরায়ীর পক্ষে তার প্রতিনিধিত্ব কালে বিচার কার্য পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন কল্যাণকামী ও বরকতপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। শেষজীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং জনগণের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ঘরে বসে থাকেন।

আর তিলাওয়াতে কুরআন, আল্লাহর যিকির ও কুরআন পাঠ দানে মশগুল থাকতে। জুমাদাল উলা মাসের ১৩ তারিখ তিনি ইনতিকাল করেন। উক্ত দিনই যোহরের সালাতের পর দামিস্কের জামে মসজিদে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং কাসিয়ুনে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এ মাসেই আরো যাদের মৃত্যু সংবাদ এসেছে তারা হলেন :

২. আশ্ শায়খ আল্ ইমাম তাজউদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবদুর রহমান ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আবু হামিদ আত্ তাবরিযী আশ্-শাফিয়ী। সফর মাসের প্রথম দশ দিনে হজ্জ থেকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আল্-আসদালী বলে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন একজন সৎ ফকীহ। তিনি রাশীদুদ দৌলাকে অপছন্দ করতেন এবং তাকে নীচ মনে করতেন। যখন রাশীদুদদৌলা নিহত হন তখন তিনি বলেন : "রাশীদুদদৌলার নিহত হওয়া এক হাজার খৃষ্টানের নিহত হওয়ার চেয়ে জনগনের জন্যে অধিক উপকারী। রাশীদুদদৌলা তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি তার থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করেননি। আর প্রকৃত পক্ষে তিনি কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতেন না। যখন তিনি ইনতিকাল করেন, তখন তুরবাতিল মুনীয়ীতে তাকে দাফন করা হয়। তিনি প্রায় ৬০ (ষাট) বছর হায়াত পেয়ে ছিলেন। আল্লাহ তার উপর রহমত ও শান্তি নাযিল করুন।

৩. মুহীউদ্দীন মোহাম্মদ ইবন্ মুফাদ্দাল ইবন্ ফাদলুল্লাহ আল্-মিসরী

তিনি ছিলেন আমীরদের প্রধানের লেখক ও ওয়াকফ সম্পত্তির তহসীলদার। তিনি উলামা ও সৎব্যক্তিদের অতিশয় প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন চরিত্রের অধকারী ছিলেন। তার মধ্যে ছিল দয়া ও বহুল পরিমাণে সাধারণের খিদমত। জুমাদাল উলা মাসের ২৪ তারিখ তিনি ইনতিকাল করেন। কাসিয়ুনের পাদদেশে তুরবাতি ইবন্ হিলালে তাকে দাফন করা হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর মাত্র। তারপর তার কাজ আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমীন উদ্দীন ইবন্ আন্-নুহাস।

৪. আল্-আমীরুল কাবীর পারুল ইবন্ 'আবদুল্লাহ আল-আদিলী

তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় বড় কর্মকর্তাদের অন্যতম। তিনি প্রধান ও জনপ্রিয় আমীরদের একজন ছিলেন। তিনি ৬৭৫ হিজরী সালে (১২৯৫ খৃ.) প্রায় তিন মাস দামিস্কে নিজের উস্তাদ

আল্-মালিক আল্ আদিল কাতবাগের প্রতিনিধিত্ব করেন। ৬৯৬ হিজরী সালে (১৩১৬ খৃ.) তিনি একজন বড় আমীর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত বড় আমীরের কাজে বহাল থাকেন। জুমাদাল উলা মাসের ৭ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি ইনতিকাল করেন এবং স্বীয় ভূমিতে কাসীয়ুনে অবস্থিত জামিউল মুনাফ্ফরীর উত্তর পাশে তাকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন ব্যক্তি, মহাবীর এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শুভাকাংখী। তিনি ষাটের দশকে ইনতিকাল করেন।

৫. আল আমীর জামালুদ্দীন আকোশ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আল্-আমীর জামালুদ্দীন আকোশ আর রাহবী আল্-মানসূরী। তিনি দীর্ঘ দিন যাবত দামিস্কের প্রশাসক ছিলেন। ইরবিলের গ্রামে ছিল তার আদি বাসস্থান। তিনি ছিলেন খৃষ্টান। অতঃপর তিনি বন্দী হন এবং আর রাহমাতের প্রশাসক কর্তৃক তিনি বিক্রি হয়ে যান। অতঃপর তিনি মালিক মনসূরের কাছে স্থানান্তর হন। তখন তিনি তাকে মুক্ত করে দেন ও আমীর নিয়োগ করেন। তিনি প্রায় ১১ বছর দামিস্কে প্রশাসক হিসেবে কর্তব্য সম্পাদন করেন। অতঃপর তিনি চার মাসের জন্যে সরকারী কার্যালয়ে কর্তব্য সম্পাদন করার জন্যে বদলী হন। তার প্রশাসনিক মেয়াদে তিনি জনগণের কাছে খুবই প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।

৬. আল্-খাতীব সালাউদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ইউসুফ ইবন্ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল লতীফ ইব্ন আল মু'তাযাল আল্-হাম্ভী। তার ছিল অনেকগুলো উপকারী প্রকাশনী। তিনি হুমাতের আশ্-শূক আল্ আলকালের জামে' মসজিদের খতীব ছিলেন। তিনি ইব্ন তাবাররাদ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। জমাদিউস সানী মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

৭. আল্লামাহ আবূ আমর ফখরুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল উসমান ইবন্ 'আলী ইবন্ ইয়াহইয়া ইব্ন হিবাতুল্লাহ ইবন্ ইব্রাহীম ইবন্ আল্-মুসলিম ইবন্ আলী আল্-আনসারী আশ্-শাফিয়ী, ইবন্ আবু সাদ আল্ মিসরী হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন উলামায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত। তিনি কায়রোতে প্রশাসকের পদ অলংকৃত করেন। জামে' 'আশ্-শায়খ তুলুনের আমলে শায়খুশ শুয়ূখ আলাউদ্দীন আলকুনূয়ী তার প্রতিনিধিত্ব করেন। আর আশ্-শামি আল্ আযহারের সময় সীমার মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করেন শামসুদ্দীন ইবন্ আলান। জমাদিউস সানী মাসের ২৪ তারিখ রবিবার রাতে তিনি ইনতিকাল করেন। তাকে মিস্বরে দাফন করা হয়, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর বছর।

৮. আশ্-শায়খ আস্-সালিহ আল্-আবিদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল ফাতহ নসর ইবন্ সুলাইমান উমার আল্ কাবজী, সাইনিয়াতে তাঁর একটি খানকাহ রয়েছে। তার মধ্যে তার সাথে সাক্ষাত করতে হয়। তা থেকে তিনি কেবল জুমার দিন বের হন। তিনি হাদীস শাস্ত্র শ্রবণ করেন। আর তিনি জমাদিউস সানী মাসের ২৬

তারিখ মঙ্গলবার আসরের সময় ইনতিকাল করেন। এর পরদিন উল্লেখিত খানকায় তাকে দাফন করা হয়।

৯. আশ্-শায়খ আস্-সালিহ আল্মা'মার আর রাহ্লাহ

তাঁর পূর্ণনাম ছিল ঈসা ইবন্ আবদুর রহমান ইবন্ মায়ালী ইবন্ আহমাদ ইবন্ ইসমাইল ইবন্ আতাফ ইবন্ মুবারক ইবন্ 'আলী ইবন্ আবুল জাইশ আল্-মাকদিসী আস্-সালিহ আল্-মুত্য়িম। তিনি সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনাকারী ছিলেন। কিছু সংখ্যক উস্তাদ থেকে তিনি বহু হাদীস শুনেছেন। আশ্ শায়খ আলামুদ্দীন আল্-কারযালী তার অনুবাদ করেন। অতঃপর তিনি তার ইতিহাস লিখেন। তিনি যুল্হাজ্জ মাসের ১৪ তারিখ শনিবার রাতে ইন্তিকাল করেন। পরদিন যোহরের পর আল্ জামে' আল-মুযাফফরীতে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। আত তুরবাতি আল্ মুলহীনের নিকটের আঙ্গীনায় তাকে দাফন করা হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। আল্লাহ্ তার প্রতি রহমত নাযিল করুন।

৭২০ হিজরী সাল (১৩৪০ খৃ.)

এ বছরের মুহররমের পহেলা তারিখ বিভিন্ন স্তরের পূর্ব শাসকগণ নিজ নিজ পদে বহাল থাকেন। এ বছর সুলতান হজ্জব্রত পালন করেন এবং মুহররমের ১২ তারিখ শনিবার তিনি কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। সুসংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মালিক কামালুদ্দীন সিরিয়ার রাস্তা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। আর তার সঙ্গী হন আল্-আমীর নাসিরুদ্দীন আল্-খাতিন্দার। সুলতানের শ্বশুর কুলের সহকারী সুলতানের সাথে কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। সুলতান তাকে উপঢৌকন প্রদান করেন এবং তাকে আল্-মালিকুল মুয়াইদ উপাধি প্রদান করেন। রাজ্যের বিভিন্ন শহরের মিম্বর গুলোতে সুলতানের নামে খুতবা পাঠ করার ব্যবস্থা করতে তাকে নির্দেশ প্রদান করেন। আর মাকামে আলীতে আল্-মৌলভী, আস-জুলতানী, আল্-মালিকী আল-মুয়ায়িদী, তার জন্যে খুতবা পাঠ করার নির্দেশ দেন। এ কাজটি তার চাচা আল্ মানসূর পূর্বে আঞ্জাম দিতেন।

এ বছর ইবন্ মারজামী শিহাবুদ্দীন মসজিদুল খাফের মেরামত কার্য সম্পাদন করেন। এ কাজে তিনি প্রায় বিশ হাজার দীনার ব্যয় করেন। মুহররম মাসেই আমীনুদ্দীন তারাবলুসের নজরদারী থেকে ইস্তফা দেন এবং কুদসে প্রতিষ্ঠিত হন।

সফর মাসের শেষের দিকে মালিকী বিচারকের স্থলাভিষিক্তের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন কাযী শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ আহমাদ আল্ কাফসী। তিনি প্রধান বিচারপতি শরফুদ্দীনের সাথে মিম্বর থেকে আগমন করেছিলেন। রবীউল আউয়াল মাসের ২৫ তারিখ সোমবার দিন এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। তার নাম ছিল আবদুল্লাহ আর রুমী। সে ছিল জনৈক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস। সে জামে মসজিদে একাগ্রচিত্তে ইবাদতে বেশ কিছুকাল মগ্ন থাকে এবং পরে নুবুয়াতের দাবী করে। তাকে তাওবা করার জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র থেকে হুকুম দেয়া হয়, কিন্তু সে তা করেনি। এজন্য তাকে হত্যা করা হয়। সে ছিল মনোমুগ্ধকর লাল রং বিশিষ্ট, নীলাভ চক্ষু বিশিষ্ট, কিন্তু গন্ড মূর্খ। শয়তান তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। শয়তান নুবুয়তের দাবীকে তার

জন্যে শোভনীয় করে দেখায়। শয়তান প্রকৃতপক্ষে তার বিবেককে দোদুল্যমান করে দিয়েছিল। সে নিজেও একজন মানুষরূপী শয়তান ছিল। রবীউস সানী মাসের ২ তারিখ সোমবার দিন আল্-কাজজাক শহর থেকে আগত একজন মহিলার সাথে সুলতানের আকদ অনুষ্ঠিত হয়। মহিলাটি ছিলেন একজন রাজ কন্যা। কাসী বদরুদ্দীন ইবন্ জামায়াত, গোপনীয় বিষয়াদি সংক্রান্ত সহকারী কারীমুদ্দীন এবং একদল আমীরকে উপঢৌকন দেয়া হয়। আবার এ মাসেই সেনাবাহিনী লীগ শহরে পৌছে যায়। জাহান সাগরে তারা বলুসের সেনাবাহিনীর প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ডুবে যায়। এদিনে মিহনার বংশধরদের খবরের প্রেক্ষিতে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবেও তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের জন্য সুলতানের নির্দেশ সিরিয়ায় পৌছে। তাদের পিতা মিহনা সুলতানের কাছে আগমন না করার জন্যে সুলতান তাদের উপর রাগান্বিত হন বিধায় এ হুকুম দেয়া হয়।

জমাদিউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ বুধবার আশ্-শায়খ মহিউদ্দীন আল্-আসমার আল্-হানাফী আর-রুকনিয়াতে পাঠ দান শুরু করেন। আর তার থেকে শামসুদ্দীন আল্-বারকী আল্-আরাজের জন্য মণিমুক্তা সংগ্রহ করা হয়। কেন্টনমেন্টের জামে মসজিদে পাঠদান নির্ধারণ করা হয়েছিল ইমামুদ্দীন ইবন্ মুহীউদ্দীন আত্-তারসূফীর জন্যে, তিনি এরপর হানাফী বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ইয়াহুদীদের তীব্রতার মুখে মসজিদে নূরুদ্দীনের ইমামতির দায়িত্ব ভার তার জন্যে ও বারকী থেকে ইমামুদ্দীন ইবন্ আল্ কাইয়ানের জন্যে নিয়ে নেয়া হয়। রাবওয়ার ইমামতি করেন আশ্-শায়খ মুহাম্মাদুস সাবীরী। জমাদিউস সানী মাসে প্রায় বিশ হাজার মুসলিম সৈন্য হালব ভূখণ্ডে একত্রিত হয়। তাদের সকলকে নিয়ন্ত্রণ করেন হালবের শাসনকর্তা আত্-তান্ বাগা। তাদের মধ্যে শরীক ছিলেন তারাবলুসের শাসনকর্তা শিহাবুদ্দীন কারতাবাহ। অতঃপর তারা ইসকানদারিয়া দিয়ে আরমানীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। তারা সীমান্ত জয় করে। অতঃপর হামাদান আক্রমণ করে। তারপর জাহান সাগর অতিক্রম করার চেষ্টা করে। তাদের একটি দল ডুবে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে রক্ষা করেন, যারা সীসে পৌছে। এরপর তারা সীসকে ঘেরাও করে এবং অধিবাসীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তারা শহরে অবস্থিত শাসকের বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। তারা বাগানসমূহের গাছ পালা কেটে ফেলে। তারা দেশের গবাদি পশু, মহিষ ও বকরীগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসে। তার সূসেও তারা এরূপ ঘটনা ঘটায়। তারা বিভিন্ন আসবাবপত্র ও এলাকা ধ্বংস করে দেয়। তারা ফসলাদি পুড়িয়ে দেয়। অতঃপর তারা অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে ও উল্লেখিত নদী পার হবার চেষ্টা করে। এবার তাদের কেউ নদীতে ডুবে মরেনি। তারা ফিরে আসার পর মাহনা ও তাঁর বংশধরদেরকে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। অতঃপর সেনাবাহিনীর কাছে দীপের প্রশাসকের মৃত্যু সংবাদ পৌছে এবং তার পরে তার সন্তানের স্থলাভিষিক্তের সংবাদও পৌছে। তখন তারা তার শহর ও আশপাশের এলাকায় লুণ্ঠন শুরু করে, তারা গণীমাত লাভ করে ও বহু লোককে বন্দী করে। তারা চতুর্থবারে তাদের এদলকে হত্যা করে।

এ বছর পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলমান ও ফরাসীদের মাঝে একটি বিরাট ঘটনা ঘটে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুর উপর সাহায্য দান করেন। তারা তাদের

পঞ্চাশ হাজারকে হত্যা করে এবং পাঁচ হাজারকে বন্দী করে। নিহতদের মধ্যে ২৫ জন ফরাসী বাদশাহ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা তাদের প্রচুর সম্পদ গনীমত হিসেবে লাভ করে। বলা হয়ে থাকে যে, গনীমতের সম্পদের মধ্যে ৭০ (সত্তর) স্তুপ সোনা ও রূপার গনীমতের মালামাল ছিল। ঐদিন ইসলামী সৈন্য সামন্তের সংখ্যা ছিল বর্শা নিক্ষেপকারী ব্যতীত ২৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য। মুসলমানদের নিহত করেছিল মাত্র ১১ জন (এগার) শহীদ। এটা একটি সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনা এবং অবাক করার মত ঘটনা, যা সাধারণত শুনা যায় না।

রজব মাসের ২২ তারিখ বৃহস্পতিবার আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়াহর জন্যে দেশের শাসকের উপস্থিতিতে দারুস সা'আদাতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় কাযীগণও বিভিন্ন মাযহাবের মুফতীগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় আশ-শায়খ হাযির ছিলেন কিন্তু তিনি তালাকের মাসআলায় ফাতাওয়া প্রদানের দিকে ফিরে যাওয়ায় তারা তাকে তিরস্কার করে। অতঃপর তাকে দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়। তিনি সেখানে ৫ মাস ১৮ দিন অবস্থান করতে বাধ্য হন। অতঃপর সুলতানের তরফ থেকে তাকে বের করার জন্যে একুশ সালে আশুরার দিন সোমবার ফরমান জারী করা হয়। এ ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ বিশদ বর্ণনা আসবে। এর চারদিন পর আল্-আমীর আলাউদ্দীন ইবন্ মা'বাদের কাছে ওয়াকফকৃত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এটা ছিল তার কাছে স্থলভাগের শাসন ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব। এ মাসেই বদরুদ্দীন আল্-মানকূরসী সিরিয়া থেকে বরখাস্ত হন।

শাবান মাসের শেষের দিকে গাজার শাসনকর্তা আল্-আমীর আলাউদ্দীন আল্ জারুলীকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে আল্-ইসকান্দারীয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। কেননা, রাজ্যের জনগণের কাছে খবর পৌঁছেছিল যে, তিনি দারুল ইয়ামানে প্রবেশ করতে আগ্রহী। আর তার উৎপাদন ও সম্পদরাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তিনি ছিলেন সৎ, মেহেরবান ও ওয়াকফের উদ্যোক্তা। তিনি গাজায় একটি সুন্দর ও রুচিশীল জামে মসজিদ তৈরি করেছিলেন। এ মাসেই এক তাতারী কর্তা আবু সায়ীদ শরাব রাস্তায় ফেলে দেয় এবং শরাবের দোকানগুলোকে বিনষ্ট করে দেয়। তিনি প্রজাদের প্রতি ইনসাফ ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তার কারণ ছিল এই যে, একবার তাদেরকে মারাত্মক ঠাণ্ডা আক্রমণ করে। আবার তাদেরকে প্রলয়ংকারী বন্যাও আঘাত হানে। তখন তারা মহান আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন ও তার কাছেই কান্নাকাটি করেন। অতঃপর তারা নিরাপদ হয়ে যান। তারা তার কাছে তাওবা করেন, অনুনয় বিনয় করেন এবং এরপর তারা সৎকর্ম সম্পাদন করেন।

শাওয়াল মাসের প্রথম দশদিন আল্-কারীমী নদীর পানি অস্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয়। এ নদীটি কারীমুদ্দীন ৪৫ হাজার দীনারের বিনিময়ে খরিদ করেন এবং আল্-কারিবাতে অবস্থিত তার জামে মসজিদের দিকে খাল কেটে নদী থেকে পানির ব্যবস্থা করা হয়। মানুষ এর দ্বারা উপজীবিকা অর্জন করে এবং অত্র এলাকার জনগণ এর দ্বারা উপকৃত হয়। তারা গাছ পালা ও বাগ-বাগিচা রোপন করে। মসজিদের পশ্চিম পাশে বিরাট হাউজের ব্যবস্থা করা হয়, যা থেকে মানুষ ও প্রাণীকূল পানি পান করে। এটা একটা বিরাট পবিত্র কাজ। এর দ্বারা জনগণের বিরাট উপকার সাধিত হয় ও বাড়তি সহমর্মিতা প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তাকে এর পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করুন।

শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ হজ্জ কাফেলা বের হয়। একাফেলার আমীর ছিলেন মালিক সালাহুদ্দীন ইবন্ আল্-আওহাদ। আর এ কাফেলার সদস্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যাইনুদ্দীন কানবাসা আল্-হাজিব, কামালুদ্দীন আয-যামালকানী, কাযী-শামসুদ্দীন ইবনুল মুয়িম, কাযী হুমাত শরফুদ্দীন আল্-বাযিরী, কুতুব উদ্দীন বিন শায়খ আস্-সালামীয়াহ, বদরুদ্দীন ইবন্ আল্-আত্তার, আলাউদ্দীন ইবন্ গানিম, নূরুদ্দীন আস্-সায়াভী, তিনি কাফেলার বিচারপতি ছিলেন। মিসরীয়দের মধ্য হতে কাফেলার মধ্যে ছিলেন, কাযী আল্-হানফীয়া ইবন্ হারীরী, হাম্বলীদের কাযী, মাজদুদ্দীন হারামী, আশ্-শায়খ ইসা আল্-মালিকী। তিনি কাফেলার কাযী বা বিচারপতি ছিলেন। এ মাসে একটি হাম্মামখানার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। আল্-জীবাগাগারবী হোটেলে এ গোসলখানাটি নির্মাণ করেন এবং জনগণ তা ব্যবহার করে।

যিল্হাজ্জ মাসের শেষের দিকে তাতারী শাসকের তরফে আল্ খাজাহ মাজদুদ্দীন ইসমাইল ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ ইয়াকূত আস্-সালামী দামিস্ক পৌছেন। তাঁর সাথে ছিল তাতারী শাসকের পক্ষ থেকে মিসরের শাসকের জন্যে প্রেরিত হাদীয়া ও উপহারসামগ্রী। তিনি প্রচার করেন যে, তিনি মুসলমান ও তাতারীদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্যে এসেছেন। অতঃপর সেনাবাহিনীর লোকেরা এবং সরকারী কর্মচারীগণ তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি একদিন দারুস সাড়াতে মেহমান হিসেবে আপ্যায়িত হন। অতঃপর তিনি মিস্বরের দিকে রওয়ানা হন। যুল হাজ্জমাসে আরাফাতের ময়দানে জনগনের একটি বিরাট সমাবেশ সংঘটিত হয়। এরূপ প্রকাণ্ড সমাবেশ আর কখনও ইতোপূর্বে লক্ষ্য করা যায়নি।

পৃথিবীর সকল এলাকা থেকে লোকজন একত্রিত হয়েছিল। ইরাকীদের সাথে উটের পিঠে স্থাপিত বহু হাওদা এসেছিল, তন্মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের হাওদা ছিল যা স্বর্ণ ও মনিমুক্তায় পরিপূর্ণ এবং তা মিসরীয় এক লাখ দীনারের সম মূল্যমান। এটা ছিল একটি অবাক কাণ্ড।

এ বছর যেসব গণ্যমাণ্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. আশ্-শায়খ ইব্রাহীম আদ্-দিহিস্তানী

তিনি খুব বয়স্ক ও দীর্ঘায়ুর অধিকারী ছিলেন। কথিত আছে যে যখন তাতারীরা বাগদাদ দখল করে, তখন তার বয়স ছিল ৪০ বছর। তিনি ও তার সাথীগণ শকুন মার্কা গম্বুজের নীচে মৃত্যু পর্যন্ত জুমার সালাত আদায় করতেন। তিনি রবীউস সানী মাসের ২৭ তারিখ জুমার রাতে দামেস্কে অবস্থিত ঘোড়ামার্কেটে স্বীয় খানকাহতে ইনতিকাল করেন। তথায় তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ১০৪ বছর। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

২. আশ্-শায়খ মুহাম্মাদ ইবন্ মাহমুদ ইবন্ 'আলী

'তাঁর নাম ছিল আশ-শায়খ মুহাম্মাদ ইবন্ মাহমুদ ইবন্ আলী আশ্-শাহাম আল্-মুকরী শায়খ মীয়াদ ইবন্ আমির। তিনি কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল ছিলেন। তিনি উল্লেখিত আদ্-দিহিস্তানী যে রাতে ইনতিকাল করেন, সেই রাতে অথবা এক রাত পূর্বে ইনতিকাল করেন। অর্থাৎ রবীউস সানী মাসের ২৭ তারিখ জুমার রাতে দামিস্কে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩. আশ্‌শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ আস-সাইগ আল লাগভী

তাঁর পূর্ণনাম ছিল আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ-ইবন্ হুসাইন ইবন্ সিবা ইবন্ আবুবকর আল্-জুযামী আল্-মিসরী। তিনি দামেস্কে স্থানান্তরিত হন। তিনি মিসরে প্রায় ৬৪৫ হিজরী সাল (১২৬৫ খৃ.) এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীসশাস্ত্র শ্রবণ করেন। তিনি একজন সাহিত্যিক ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গদ্য ও পদ্যে, ছন্দ বিজ্ঞান, অলংকার শাস্ত্র, নাহু ও ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। আল্লামা আল্-জাওহারীর সহীহ কিতাবগুলোর সারসংক্ষেপ তিনি লেখেন এবং ইবন্ দারীদের মাকসূরাহ কিতাবের শরাহ তিনি লিপিবদ্ধ করেন। তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন, যার মধ্যে দুই হাজার ও তদধিক বয়াত বা কবিতার পংক্তি রয়েছে। এখানে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর আচরণ ছিল চমৎকার। তার পরিভাষা ছিল প্রণিধানযোগ্য। তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী রাস্তায় আল্‌কাত বাগানের পাশে বসবাস করতেন। শাবান মাসের ৩ তারিখ সোমবার তিনি তার ঘরে ইন্‌তিকাল করেন এবং বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়।

৭১২ হিজরী সাল (১৩৪১ খৃ.)

মুহাররমের পহেলা তারিখ বছরের প্রথম দিন শুরু হয়। বিভিন্ন রাজ্যের শাসকগণ নিজ নিজ পূর্ব পদে বহাল থাকেন। বছরের প্রথম দিনে আয্-যাইতের গোসলখানাটি খুলে দেয়া হয়। এ গোসলখানাটি দারবুল হিজরের মাথায় অবস্থিত। একজন ব্যক্তি এ গোসল খানার ভবনটি পুনঃনির্মাণ করেন। খায়যামীহদের যুগ থেকে আশি বছর যাবত এটি মেরামত না হওয়ায় জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায় এবং তার বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা দেয়। আর এ গোসল খানাটি খুবই চমৎকার ও প্রশস্ত ছিল। মুহররমের ৬ তারিখ তাতারী শাসক আবু সায়ীদের পক্ষ থেকে সুলতানের কাছে সিন্দুক ভরা উপঢৌকন, তোহফা ও আটা পৌছে। আশুরার দিন সুলতানের নির্দেশানুযায়ী আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়াহ দুর্গ থেকে বের হয়ে পড়েন এবং নিজের ঘরের দিকে রওয়ানা হন। দুর্গে তার অবস্থানের সময় ছিল ৫ মাস ১৮ দিন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

রবীউস সানী মাসের ৪ তারিখ সুলতানের ওয়াকীল কাযী কারীমুদ্দীন দামিস্ক আগমন করেন এবং দারুস-সা'আদাতে মেহমান হিসেবে অবস্থান করেন। প্রধান বিচারপতি তাকীউদ্দীন আল হাকিম আল হাম্বলী মিসরে আগমন করেন। তিনি সরকারী ধনভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। শাফিয়ীদের জন্যে সুরক্ষিত আদিলীয়াহ আল্-কারীকাহে তিনি অবতরণ করেন এবং সেখানে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি মিস্বরে রওয়ানা হন। তিনি সুলতানের কিছু ব্যক্তিগত কাজ সম্পাদনের জন্যে আগমন করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করেন।

এ মাসে সুলতান ময়দানের পাশে একটি পুকুর খনন করেন। তার কাছেই ছিল একটি গির্জা। শাসক এটিকে ধ্বংস করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। যখন এটাকে ধ্বংস করা হয়, তখন হারাফীশ সম্প্রদায় ও অন্যান্যরা মিসরের গির্জাগুলো ধ্বংস করার একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন এবং যতদূর সম্ভব তারা এগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে। এতে সুলতান অস্বস্তি বোধ করেন এবং কাযীদের অভিমত চান যে, তাদের থেকে এ নিরাপত্তার অধিকার সে ব্যক্তি হরণ

করেছে, তার জন্যে কি শাস্তি হতে পারে? তখন তারা বলেন : তাকে ভর্ৎসনা করতে হবে। অতঃপর কয়েদীদের মধ্যে যাদেরকে হত্যা করার রায় হয়ে গিয়েছিল তাদের একদলকে কয়েদখানা থেকে বের করে আনা হলো, তাদের কয়েকজনকে অঙ্গহানী করা হলো, কয়েকজনকে শূলে চড়ানো হলো, কয়েকজনকে সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো এবং কয়েকজনকে বন্ধন মুক্ত করা হলো। আবার কয়েকজনকে অন্য শাস্তি প্রদান করা হলো। ধারণা দেয়া হলো যে, যারা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। তাতে জনগণ শান্ত হয়ে পড়ে এবং খৃষ্টানরা নিরাপত্তা বোধ করতে থাকে। তারা কিছুদিন লুকিয়ে থাকার পর নিজেদেরকে প্রকাশ করতে থাকে। এ মাসে হারামীয়াহ সম্প্রদায় বাগদাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং দুপুর বেলায় তারা তিনটি বাজার লুট করে। জনগণ তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের প্রায় একশজনকে হত্যা করে এবং অন্যদেরকে বন্দী করে।

আশ্-শায়খ আলামুদ্দীন আল্-বারযালী বলেন :

একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে জুমাদাল উলা মাসের ৬ তারিখ বুধবার বিচারপতিগণ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও মুফতীগণ ঘর থেকে বের হয়ে আসেন এবং জামে মসজিদের কিবলার পাশে দণ্ডায়মান হন। আর উল্লেখিত জায়গায় জামে মসজিদটি নির্মাণের জন্যে হুকুম দেন। সুলতানের ওয়াকীল কাযী করিমুদ্দীন কিবলাটি সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং সকলে একমত হন যে, এ মসজিদের কিবলাটি জামে দামেস্কের ন্যায় হতে হবে।

এ মাসে আল আমীর জুবানের তরফ থেকে দামিস্কে তদন্ত সংঘটিত হয়। তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ বড় ধরনের আমীর। দেশের প্রশাসক যাবতীয় ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়। ফলে জুবান গ্রেফতার হন। আর তাকে দুর্গে আটক করে রাখা হয়। অতঃপর কায়রোতে তাকে বদলি করা হয় এবং তার জন্য তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হয়। তারপর তাকে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য খেতে দেয়া হয়। আলামুদ্দীন উল্লেখ করেন যে, এদিনে কায়রোতে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায়। তাতে বহু সংখ্যক সুন্দর সুন্দর ও সুউচ্চ বাড়ি-ঘর এবং কয়েকটি মসজিদও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এর দরুন মানুষের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তারা সালাতে দু'আয়ে কুনুত পড়া শুরু করে দেয়। অতঃপর বিষয়টি তদন্ত করে দেখা যায় যে, এ কাজটি খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। কেননা তাদের গির্জাগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। তখন সুলতান অপরাধীদের কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে হত্যা করেন এবং খৃষ্টানদেরকে তাদের মাথায় নীল রংয়ের পোশাক ও অন্য সমস্ত কাপড় নীল রংয়ের পরিধান করার জন্যে বাধ্য করেন। তাদেরকে গোসল খানায় ঘন্টা বহন করার জন্য আদেশ দেয়া হয়। আরো হুকুম দেয়া হয়, তারা যেন অন্য কোন কারণে কাউকে কঠোর খিদমতে নিয়োজিত না করে। এভাবে বিষয়টি মিটে যায় এবং দেশে বিদ্রোহের আগুন নিভে যায়।

জমাদিউস সানীয়াহ মাসে তাতারী শাসক আবু সায়ীদ দেশে প্রচলিত মিনা বাজার ধ্বংস করে দেন এবং অপরাধীদের বিয়ে করতে বাধ্য করেন, রাস্তায় শরাব ঢেলে দেন এবং এ ব্যাপারে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। এতে মুসলমানেরা খুব খুশী হন এবং তার জন্যে দু'আ করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত ও ক্ষমা নাযিল করুন।

৭ জমাদিউস সানী মাসের ১৩ তারিখ জামে' আল্ কাশবতে জুমার সালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং আশ্ শায়খ আলী আল মানখিলী খুতবা পেশ করেন। জুমাদাস সানীয়াহ মাসের ১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার গোসল খানাটি খুলে দেয়া হয়, যা তানকুয তার জামে মসজিদ বরাবর নির্মাণ করেছিলেন এবং তার সৌন্দর্য অধিক সংখ্যক বিদ্যুতের আলো এবং শ্বেত পাথরের জন্য প্রতিদিন চল্লিশ দিরহাম ট্যাকস আদায় করা হয়।

রজব মাসের ১৯ তারিখ শনিবার কাররায়িয়ী নদের গির্জা ধ্বংস করে দেয়া হয়। আর এটা হাররাতুল ইয়াহুদের বরাবর অবস্থিত ছিল। এ গির্জাটি পরিত্যক্ত প্রমাণিত হওয়ার পরই এটাকে ধ্বংস করা হয়। আর এ ব্যাপারে সুলতানের নির্দেশও যথাসময়ে এসে পৌছে। রজব মাসের শেষভাগে সুলতানের তরফ থেকে তাতারী শাসক আবু সায়ীদের কাছে বিভিন্ন ধরনের হাদীয়া, উপহার ও তোহ্ফা আল খাজা মজমুদ্দীন আশ্-সালামীর মাধ্যমে এসে পৌছে। হাদীয়ার মধ্যে শামিল ছিল পঞ্চাশটি উট, ঘোড়া ও জেবরা।

রামাদান মাসের পনর তারিখ আল-কাবুনে অবস্থিত জামে' আল্-কারীনীতে জুমার সালাত অনুষ্ঠিত হয়। আর এ সালাতে অংশ গ্রহণ করেন বিচারপতিগণ, মালিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের একটি জামায়াত। আশ্-শায়খ আলামুদ্দীন বলেন, রামাদানের পহেলা তারিখ বাগদাদে অবস্থিত মাশহাদে ইমাম আবু হানীফার মুফাররিস আশ শায়খ কিওয়ামুদ্দীন আমীর কাতির ইবন্ আল্-আমীর আল্ আমীদ উমারুল আক্ফানী আল্-কাযানী দামিষ্ক আগমন করেন। তিনি এ বছর হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি এরপর মিসর প্রত্যাগমন করেন এবং কয়েক মাস সেখানে অবস্থান করেন। এরপর তিনি বাগদাদের উদ্দেশ্যে দামিষ্ক অতিক্রম করেন। এরপর তিনি আল্-খাতুনীয়া আল্-হানাফীয়ায় অবতরণ করেন। তিনি বহু বিষয়, গবেষণা, সাহিত্য ও ফিকাহ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ সোমবার সিরিয়ার কাফেলা বের হয়। কাফেলার আমীর ছিলেন শামসুদ্দীন হামযাহ আত্ তুরকিমানী। আর কাযী ছিলেন নজমুদ্দীন।

এ বছর হজ্জব্রত পালন করেন যারা

সিরিয়ার শাসকের উট চালক, তার সাথে তার একদল পরিবারবর্গ। আর মিসর থেকে আগমন করেন আল্-আমীর রুকনুদ্দীন বাইবারাস আল্-হাজির, যিনি উট চালকের হজ্জ থেকে প্রত্যাগমন পর্যন্ত তার পদে কাজ করেন। অতঃপর তিনি আন্-নাজীবীয়া আল-বারানীয়াহ এ অবতরণ করেন। এ বছর যারা হজ্জ করেন তারা হলেনঃ আল্ খাতীব জালালুদ্দীন আল্ কাযযানী, ইয্যুদ্দীন হাম্যাহ ইবন্ আল্-কালান্সি, ইবন্ ইয্য শামসুদ্দীন আল্-হানাফী, জালালুদ্দীন ইবন্ হুসামুদ্দীন আল্-হানাফী, বাহাউদ্দীন ইবন্ উলাইয়া, আলামুদ্দীন আল্-বারযালী। ইবন্ জামায়াত আশ শাফিয়ী খানকায় শাওয়াল মাসের ১৮ তারিখ বুধবার দিন পাঠদান শুরু করেন। তিনি শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ আল্-আন শরীর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তার দুর্ব্যবহারের জন্যে পদচ্যুত হন। ইবন্ জামায়াতকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। ইবন্ জামায়াতের কাছে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হাযির হন। আর জনসাধারণের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক সমবেত হন এবং তাদেরকে নিয়ে জুমার সালাত আদায় করা হয়। তার জন্যে বহু মোমবাতি প্রজ্বলিত করা হয়। আর পদচ্যুত ব্যক্তির অপসরণের জন্যে জনগণ উল্লাস প্রকাশ করে।

আল বারযালী বলেন : একটি পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ রবিবার আল মাদরাসাতুল হাকারীয়াহ এর মুহাদ্দিস আল্-ইমাম আল্-আল্লামাহ তাকীউদ্দীন সাবুকী পাঠদান শুরু করেন। তিনি ইবন্ আন্-সারীর স্থলাভিষিক্ত হন। তার কাছে আলিমের বিরাট একটি দল উপস্থিত হন। তাদের মধ্যে আল্ কুনূভী শামিল ছিলেন। আর প্রধান বিচারপতি ইবন্ জামায়াতের পক্ষ থেকে এ পাঠদান কর্মসূচিতে اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছিল। শাওয়াল মাসে আলাউদ্দীন ইবন্ মা'বাদ স্থলভাগের এবং ওয়াকফ এস্টেটের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত হন এবং হুরানে অবস্থিত অগ্রগামী শহরগুলোর শাসকদের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি বিকতিমারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, যিনি হিজাযের সফরে ছিলেন। তার ভাই বদরুদ্দিন ওয়াকফ স্টেটের রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর আল্-আমীর আলামুদ্দীন আত্-তারকাসী স্থলভাগের দায়িত্বের সাথে সরকারী কার্যালয়ের প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বায়তুল মালের প্রশাসনের দায়িত্ব লাভের জন্যে ইবন্ আনসারী হালবের অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি নাসিরুদ্দীনের স্থলাভিষিক্ত হন। নাসিরুদ্দীন ছিলেন হালবের পর্যবেক্ষক শরফুদ্দীন ইয়াকুবের ভাই। আল কুরবের পর্যবেক্ষকের ন্যায় উল্লেখিত মুকুটের দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশেই তার এই শুভযাত্রা।

ঈদুল ফিতরের দিন আবু সায়ীদের প্রতিনিধি আল্-আমীর তামারতাস ইবন্ জুবান কায়সারি রোমান সাম্রাজ্যগুলোর উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্যে তাতারী, তুর্কিমান ও কিরমানের সমন্বয়ে একটি বিরাট বাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি সীল রাজ্যে প্রবেশ করেন। লোকজনকে হত্যা করেন, তাদেরকে বন্দী করেন, তাদের ঘরবাড়ি ও গাছ পালা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করেন ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। ইতোপূর্বে হালবের শাসক আত্-তাম্বা গারের কাছে দূত প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তার জন্যে বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করেন। আর তারা তার এ কাজে সহায়তা করেন। তবে এ ব্যাপারে সুলতানের অনুমতি ও অনুমোদন না থাকায় তার পক্ষে এ কাজটি সম্পাদন করা সম্ভবপর হয়নি।

এ বছর যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন তাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১. আশ্-শায়খ আস্-সালিহ আল্-মুকরী

পূর্ব পুরুষদের উত্তরসূরী দ্বীনের সদাচারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন্ আবদুল হক ইবন্ আদুল্লাহ ইবন্ আবদুল ওয়াহিদ ইবন্ আলী আল্-কারসী আল্-মাখযূমী আদ্-দালাসী। তিনি হেরেমে মক্কার শায়খ বা ওস্তাদ ছিলেন। তিনি সেখানে ৬০ বছরের অধিক কাল অবস্থান করেন। মানবজাতিকে বিনা পারিশ্রমিকে কুরআনের দারস দান করতেন। তিনি মুহররমের ১৪ তারিখ জুমার রাতে মক্কায় ইনতিকাল করেন। তিনি নব্বই বছরের অধিক কাল জীবিত ছিলেন।

২. আশ্ শায়খ আবু আবদুল্লাহ আল্-ফযল শামসুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আশ্ শায়খ আবু আবদুল্লাহ আল্ ফযল শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আবু বকর ইবন্ আবূল কালিম আল্-হামদানী। তাঁর পিতা ছিলেন আস-সালিহী। তিনি পাকাকীনী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সালিহিরাতে ৬৩৫ হিজরী সাল (১২৫৫ খৃ.) এ জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনি হাদীসের রেওয়াতসমূহ অধ্যয়ন করেন। নাহু শাস্ত্রের উপক্রমণিকায় তিনি মশগুল হন। সাহিত্যের পদ্যে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্র শ্রবণ করেন। আল্-ফারুক ইবন্ আল-বালাবাকী তার জন্যে তার উস্তাদদের থেকে একটি কিতাব প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি শিয়াদের দলভুক্ত হন। তারপর তিনি শিয়া উস্তাদ আবূ সালিহ আল্-হুলীর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি আদনানের সংস্পর্শে আসেন, তখন তার সন্তানগণ তার কাছে অধ্যায়ন করেন। এরপর মদীনা শরীফের আমীর আল্-আমীর মানসুর ইবন্ হাম্মাদ তাকে কাছে ডাকেন। তখন তিনি তার কাছে প্রায় ৭ বছর অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন এবং শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেন। হাদীস সম্বন্ধে তার রয়েছে জিজ্ঞাসা আর তার উত্তর প্রদান করেন আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়াহ। এ ব্যাপারে তাকে অন্য লোক বিভ্রান্ত করেছিল। তার মৃত্যুর পর তার লিখিত একটি কিতাব প্রকাশিত হতে দেখা যায়, যার মধ্যে ছিল ইয়াহুদ ও অন্যান্য বিভ্রান্ত দ্বীনের সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিষোদগার। আল্লামা তাকীউদ্দীন আশ্ শাবুকী যখন দামেস্কে কাযী হিসেবে আসেন তখন তিনি এ কিতাবটির কিছু অংশ সংশোধন করেন। আর এটা ছিল তার হাতের লেখা। যখন তিনি ইনতিকাল করেন, তখন আল্-কাযী শামসুদ্দীন ইবন্ মুসলিম তার জানাযায় উপস্থিত হননি। তিনি সফর মাসের ১৬ তারিখ জুমার দিন ইনতিকাল করেন এবং তাকে কাসীয়ুনের পাশেই দাফন করা হয়। তার পুত্র কাইয়ামকে হযরত আয়িশা (রা) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীনদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর জন্যে হত্যা করা হয়। কেননা তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো অত্যন্ত মন্দ কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

৩. আশ শায়খ আল্-ইমাম আল্ আলিম আলাউদ্দীন

তাঁর পূর্ণনাম ছিল আলাউদ্দীন আলী ইবন্ সায়ীদ ইবন্ সালিম আল্-আনসারী। তিনি জামে' দামেস্কের মাশহাদে আলীর ইমাম ছিলেন। তিনি হাসি খুশী মুখ, বিনম্র স্বভাব ও কিরাতে মধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। জামিতে মহা-পরাক্রমশালী কিতাব পড়ানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর পুত্র আল-আল্লামা বাহাউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ 'আলী রাষ্ট্রনায়কের ইমামতি করতেন। তিনি আল্-আমীনীয়াহ মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন এবং দামিস্কের পর্যবেক্ষক ছিলেন। তিনি রামাদানের ৪ তারিখ সোমবার রাতে ইনতিকাল করেন এবং কাসীয়ুনের পাদদেশে তাকে দাফন করা হয়।

৪. আল্-আমীর হাজিবুল হিজাব

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল যায়নুদ্দীন কাম্বাগা আল্-মানসূরী। তিনি ছিলেন দামিস্কের একজন দ্বার রক্ষক। তিনি কল্যাণ কামী আমীরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের অধিকাংশই ছিলেন গরীব মিসকিনদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ। তিনি কুরআন খতম, মিলাদ মাহফিল, বিভিন্ন উৎসবাদি অনুষ্ঠিত করা ও হাদীস শ্রবণ করা খুব পছন্দ করতেন। হাদীসের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট, তাদের সাথে সর্বদা সুসম্পর্ক রাখতেন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতেন। আমাদের শায়খ আবুল আব্বাস ইবন্ তাইমিয়াহ এর সংস্পর্শে থাকতেন অধিকাংশ সময়। তিনি হজ্জব্রত পালন এবং দান খয়রাত করতেন।

তিনি শাওয়াল মাসের ১৮ তারিখ জুমার দিন শেষ বেলায় ইনতিকাল করেন এবং পরদিন জামে আল-কাবীবাতের বরাবর নিজস্ব ভূমিতে তাকে দাফন করা হয়। তার সালাতে জানাযায় বহুলোক উপস্থিত ছিলেন এবং তার প্রশংসা করেন। আল্লাহ তার উপর রহমত নাযিল করুন। তার জানাযায় নিম্নবর্ণিত ওলামায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলেন : আশ্-শায়খ বাহাউদ্দিন ইবন্ আল্-মাক্দিসী, আশ্-শায়খ সা'দউদ্দীন আবূ যাকারীয়াহ ইয়াহ্ইয়া আল্ মাকদিসী, বিখ্যাত, মুহাদ্দিস আশ্-শায়খের পিতা সামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ সাদ, সাইফুদ্দীন আন্-নাসিখ আল্-মুনাদী আল্-কুতুব, আশ্-শায়খ আহমাদ আল্-হারাম আল্-মুক্রী। তিনি বার বার সাবধান বাণী উচ্চারণ করতেন। তিনি প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় উভয় প্রকার বস্তুসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেন।

৭২২ হিজরী সাল (১৩৪২ খৃ.)

মুহররমের নতুন চাঁদ দেখা দেয়। বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতিরা পূর্বেকার স্বীয় পদে বহাল থাকেন, তবে দামেস্কের শুষ্ক ভূমির প্রশাসক ব্যতীত। তিনি ছিলেন আলামুদ্দীন তারকাসী ইবন্ বাদ। তিনি নিজস্ব তীক্ষ্ণ ধী সম্পন্নতা, দুঃসাহসীকতা, দ্বীনদারী ও আমানত দারীর জন্যে পুরানের প্রশাসকের পদে উন্নীত হন। মুহররম মাসে দামেস্কে একটি বিরাট ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আল্লাহ তাদেরকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। মুহাররমের ১১ তারিখ মঙ্গলবার রাতে তান্কুম হিজায থেকে আগমন করেন। তার অনুপস্থিতির মিয়াদ ছিল ৩ মাস। তিনি রাতের বেলায় আগমন করেন, যাতে তার আগমনে কেউ কষ্ট না করে। তার অনুপস্থিতির প্রতিনিধি তার দুই দিন পূর্বে ভ্রমণ শেষ করেন, যাতে তাকে উপহার ও অন্য কিছু দেওয়ার জন্য কেউ কষ্ট করতে না হয়। মিসরের একজন আমীর মুগলতাই আবদুল ওয়াহিদ আল্-জুহদার তানকুযের জন্যে সুলতান থেকে দামী দামী উপঢৌকন নিয়ে আসেন। তখন তানকুয তা পরিধান করেন এবং নিয়মনীতি অনুযায়ী ঘরের চৌকাঠ চুম্বন করেন। সফর মাসের ৬ তারিখ বুধবার দিন আশ শায়খ নজমুদ্দীন আল্ কাফজামী যাহিরিয়াতে হানাফীদের জন্যে দারস পেশ করেন। আর তিনি হলেন জামে' তানকুযের খতীব। তাঁর নিকট হাযির ছিলেন বিচারপতিগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী সম্বন্ধে দারস পেশ করেন :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا۔

"আমানত, এটার হকদারকে প্রত্যাবর্তন করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।" (সূরায়ে নিসা আয়াত নং ৫৮) আর কাযী শামসুদ্দীন ইবন্ আল্-ইয়া আল্-হানাফীর মৃত্যুর পর এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। তিনি হিজায থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে ইনতিকাল করেন। তারপর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন ইমামুদ্দীন আত্-তারসুমী, তিনি তার মেয়ের স্বামী। তিনি তার অনুপস্থিতিতে তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করতেন। এর পরও দায়িত্ব পালন অব্যাহত থাকে। তিনি সচেতনতার সাথে শাসন ক্ষমতা অর্জন করেন। সফর মাসে আল্-খারেযমী দ্বাররক্ষক হিসেবে কারাগার স্থলাভিষিক্ত হন। রবীউল আউয়াল মাসে আশ্-শায়খ কেওয়ামুদ্দীন মাসূদ ইবন্ আশ্-শায়খ বুরহান উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আশ্-শায়খ শরফুদ্দীন মুহাম্মাদ আল্-কিরমানী আল্-হানাফী দামিস্কে আগমন করেন। তিনি কাসায়ানে অবতরণ করেন। ছাত্ররা তার কাছে আনাগোনা করতে

থাকেন। তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে গমন করেন এবং তার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি ছিলেন একজন যুবক। যার জন্ম ছিল ৬৭১ হিজরী সালে (১২৯১ খৃ.)। বর্ণনাকারী বলেন, আমার তার সাথে সাক্ষাত হয়। তারও আমাদের সাথে অনেক বিষয়ে মিল ছিল। তবে তার কর্মসম্পাদনের দাবিটা কর্ম সম্পাদনের চেয়ে একটু বেশি ছিল। তাঁর ও তাঁর পিতার কিছু প্রকাশনা রয়েছে। কিছুদিন পর তিনি মিসর গমন করেন ও সেখানে ইনতিকাল করেন। এ ব্যাপারে পরে আরও বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হবে।

রবিউল আউয়াল মাসে জার্মানীদের থেকে ইয়াস ভূখণ্ডের বিজয় লেনদেন ও উদ্ধারের কাজ সম্পন্ন হয়। আটলান্টিক টাওয়ার হস্তগত হয়। সাগরের মধ্যে এ দুটোর ব্যবধান এক ধনুক ও তার অর্ধেক। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে মুসলমানগণ তা হস্তগত করে এবং তা ধ্বংস করে দেয়। তার দরজাগুলো ছিল লোহা ও সীষায় মোড়ানো এবং কাঠের প্রাচীর ছিল তের হাত চওড়া। মুসলমানগণ বহু গনীমত অর্জন করেন ও তার কর্ম চঞ্চল স্থাপনাটি ঘেরাও করে ফেলেন। তাতে অধিবাসীদের উপর তাপ বৃদ্ধি পায় এবং মশা মাছির উপদ্রবও বৃদ্ধি পায়। সুলতান তখন মুসলমানদেরকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। তাদের সাথে যেসব প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্র ছিল, তারা তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে এবং লোহাগুলো সংগ্রহ করে। মুসলিম বাহিনী নিরাপদে গনীমত সহকারে প্রত্যাবর্তন করেন। আর তাদের সাথে ছিল অনুগত লোকদের একটি বিরাট দল। জমাদিউল আউয়াল মাসের ২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার জামে মসজিদের ভিতরের আস্তরের কাজ পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাতে মুসুল্লীদের জন্য যায়গা সম্প্রসারিত হয়। তবে প্রচলিত রীতিনীতির বরখেলাফ মালপত্র পরিবহনে অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। কেননা জনগণ পূর্বে হলঘরের ভিতর দিয়ে চলাচল করতো এবং বারান্দার দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতো। আর যারা ইচ্ছে করতো জুতা নিয়ে শেষ দরজা পর্যন্ত পৌছে যেত। খাস কামরা ব্যতীত অন্য কোথাও নিষেধাজ্ঞা ছিল না। সেখানে অবশ্য ময়লা নিয়ে কেউ ঢুকতে পারতনা। অন্যান্য কামরাগুলোর ব্যাপারে ছিল আলাদা। পর্যবেক্ষক ইবন্ মারাহিলের পরামর্শে প্রশাসক মসজিদের ভিতরের কাজ পরিপূর্ণ করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করেন। জুমাদাস সানিয়াহ মাসে সীস শহর থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাবর্তন করে। তাদের অগ্রভাগে ছিলেন আল্ কুরকের শাসনকর্তা আকোশ। রজব মাসের শেষের দিকে কাযী মহীউদ্দীন ইবন্ ইসমাইল ইবন্ জাহবাস, ইবন্ কাসারী থেকে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি আদ-দারানী আল্ জাকারীর স্থলাভিষিক্ত হন। আদ্-দারানী জামে আল্-আকিবীয়ার খুতবা পাঠ করাও পরিহার করেন।

রজব মাসের ৩ তারিখ দেশের প্রশাসক সুলতানের খিদমতে হাযির হবার জন্যে রওয়ানা হন। সুলতান তাকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তাকে উপঢৌকন প্রদান করেন, প্রশাসক শাবান মাসের প্রথম দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাতে জনগণ খুশী হন। অন্যদিকে রজব মাসেই হাম্মাম খানার ইমারতের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন হয়। আল্-আমীর আলাউদ্দীন ইবন্ সাবীহ তার আশ্-শামীয়াহ আল্-বারানীয়া শিখালীতে অবস্থিত বাড়ীর পাশে এ হাম্মামটি নির্মাণ করেন। শাবান মাসের ৯ তারিখ রাজ্যের প্রশাসক আল্ আমীর শরফুদ্দীন আবু বকর ইবন্ আরগুন, আন্-নাসেরের কন্যার সাথে বিয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ঐদিনই তার সামনে আমীরদের একদল

সন্তানের খাতনা করানো হয় এবং তিনি একটি বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেন। আর খাতনার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন কারীদের মাথায় রৌপ্য ছড়িয়ে দেয়া হয়। আর এটা ছিল শুক্রবার। ঐদিনই সুলতান মক্কার যাবতীয় খাদ্যাদি থেকে বার মওকূফ ঘোষণা করে দেন। এর পরিবর্তে খাদ্য সরবরাহকে পবিত্র ভূমিতে কিছু সরকারী ভূমি অর্পণ করা হয়।

রামাদান মাসের শেষের দিকে এ গোসলখানাটির ইমারতের কাজ সমাপ্ত করা হয় যা বাহাউদ্দীন ইবন্ আলী তার বাড়ীর নিকটে কাসীয়ুনের আল্-মাজীরা গলি পথে নির্মাণ করেছিলেন। আর ঐ এলাকার ও আশপাশের অন্যান্য এলাকার লোকজন তার থেকে উপকৃত হয়েছিল। শাওয়াল মাসের ৮ তারিখ বৃহস্পতিবার সিরিয়ার হজ্জ কাফেলা বের হয়, যার আমীর ছিলেন সাইফুদ্দীন বালবাতী। তিনি রাহবাতের শাসক ছিলেন। তার বাসস্থান ছিল ইবন্ সাবুরাহ রোডে বাবুল জারীয়ার অভ্যন্তরে। এর কাযী ছিলেন সামসুদ্দীন ইবন্ আন্-নাকীর, যিনি হিমসেও কাযী ছিলেন। এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. আল্-কাযী শামসুদ্দীন ইবন্ আল্-ইয্ আল্-হানাফী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ আশ্-শায়খ শারফুদ্দীন আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ ইবন্ আশ্-শায়খ ইয্যুদ্দীন আবুল ইয্-সালিহ ইবন্ আবুল ইয্ ইবন্ ওহাইব ইবন্ আতা ইবন্ জুবায়র ইবন্ কাবান ইবন্ ও হাইব আল্-আযরায়ী আল্-হানাফী। তিনি হানাফী মাশায়েখ ও ইমামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি প্রায় বিশ বছর যাবত প্রশাসন কার্য পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানকারী, প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী এবং উত্তম পন্থা অবলম্বনকারী ও অনুগ্রহ পরায়ণ আখলাকের যোগ্যতা অর্জনকারী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সততার প্রতীক ও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষাকারীদের প্রতিভু। তিনি তাঁর নিজ সাথী ও অন্যান্যদের প্রতি খুব দয়া ও কৃপা প্রদর্শনকারী ছিলেন। তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে জামিউল আফরামে খতীব ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি উক্ত জামে মসজিদে খুতবা প্রদান শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যথা মুয়াযমীয়া, আল্-ইয়াগমূরীয়াহ, আল্-কালীজীয়াহ ও আস-যাহিরীয়ায় দারস পেশ করেন। তিনি এগুলোর সময় নিয়ন্ত্রকও ছিলেন। তিনি জনগণকে ফাতাওয়া জিজ্ঞাসার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি ছিলেন মহান, সম্মানিত ও ভয়ানক প্রকৃতির ব্যক্তিত্বের অধিকারী। হজ্জ থেকে ফেরত আসার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইনতিকাল করেন। ইন্তিকালের দিবসটি ছিল মুহাররমের শেষের বৃহস্পতিবার। জামিউল আফরামে উক্ত দিন যোহরের পর তার সালাতে জানাযা পড়া হয় এবং আল্-মুয়াযমীয়াহতে তার আত্মীয়দের কাছে তাকে দাফন করা হয়। তার সালাতে জানাযা একটি সমাবেশে পরিণত হয়। জনগণ তার কল্যাণকারীতার সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং এ ধরনের মৃত্যুর জন্যে আকাংখা করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর রহমত করুন। তার তিরোধানের পর নজমুদ্দীন আল ফাজাজাযী খাহিরি রায় দারস প্রদান করেন। অনুরূপভাবে তিনি আল্-মুয়াযযামীয়াহ ও কালীজীয়ায় দারস প্রদান করেন এবং আফরামে খুতবা দান করেন তার

পুত্র আলাউদ্দীন। তার পর প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন আল্-কালয়ার মুদাররিস কাযী ইমাদুদ্দীন আত-তার সূসী।

২. আশ্-শায়খ আল্ ইমাম আল্-আলিম আবু ইসহাক

তাঁর পুর্ণনাম ছিল, পূর্বসুরীদের অবশিষ্ট বলে খ্যাত, রাদীউদ্দীন আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ ইবরাহীম ইবন্ আবু বকর ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ ইবরাহীম আত্ তাবারী আল্ মাক্কী আস্-শাফিয়ী। তিনি পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল পর্যন্ত স্থানীয় ইমাম ছিলেন। তিনি নিজ শহরের শায়খদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং যারা তাঁর কাছে আসতেন তাদের থেকেও তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে কোন প্রকার ভ্রমণ করেননি। তিনি দীর্ঘদিন যাবত ফাতাওয়া প্রদান করেন। উল্লেখ করা যায় যে, তিনি ইমাম বাগভীর (র) রচিত 'শারহুস সুন্নার' সার সংক্ষেপ রচনা করেন। তিনি রবীউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ যুহরের পর শনিবার মক্কায় ইনতিকাল করেন এবং এরপর দিন সমাহিত হন। তিনি ছিলেন প্রবীণ ইমামদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. শায়খুনা আল্-আল্লামাতুয যাহিদ রুকনউদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল বাকীয়াতুস সালাফ, রুকনউদ্দীন আবু ইয়াহ্ইয়া যাকারিয়া ইবন্ ইউসুফ ইবন্ সুলাইমান ইবন্ হাম্মাদ আল্-বাজালী আশ্-শাফিয়ী। তিনি সরকারী ভাষ্যকার ছিলেন। তিনি আত-তাইয়েবীয়া ও আল্-আকাদীয়াহ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের শিক্ষক ছিলেন। জামে' মসজিদে তার জন্যে একটি হালকার ব্যবস্থা করা হতো। উক্ত হালকায় তাঁর কাছে ছাত্ররা উপস্থিত হতো। তিনি ফারাইয ও অন্যান্য বিষয়ে পাঠ দান করতেন। তিনি এ কর্তব্য কাজটি নিয়মিত আঞ্জাম দিতেন। তিনি জমাদিউল আউয়াল মাসের ২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার ৭০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁকে তাঁর শায়খ তাজুদ্দীন আল্-ফাযারী (র)-এর নিকট দাফন করা হয়।

৪. নাসীরুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবন্ ওয়াজীহুদ্দীন আবু 'আবদুল্লাহ 'আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ 'আলী ইবন্ আবু তালিব ইবন্ সাওরীদ ইবন্ মায়ালী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আবু বকর আর-রিবৃয়ী আত্-তাগ্‌লিবী আত্-তাক্‌রীতী। তিনি ছিলেন দামিস্কের নেতাদের অন্যতম। তাঁর পিতা তার পূর্বে দামেস্কে আগমন করেন। আয্-যাহিরের আমলেও তার পূর্বে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। ৬৫০ হিজরী সাল (১২৭০খৃ.) এর মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর ছিল প্রচুর ধনসম্পদ ও ঈর্ষণীয় ঐশ্বর্য। তিনি রজব মাসের ২০ তারিখ বৃহস্পতিবার ইন্‌তিকাল করেন। কাসীয়ুনের পাদদেশে নিজ ভূমিতে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন। কেউ কেউ বলেন : তিনি শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ রবিবার ইনতিকাল করেন।

৫. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আল্-মাগরিবী

তিনি একজন ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি আসসানামাইন সরাইখানার নির্মাতা ছিলেন। এ সরাইখানাটি মুসাফিরদের জন্যে রাস্তার পাশে নির্মাণ করা হয়। নির্মাতার প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন ও তার থেকে মহান আল্লাহ্ তা কবুল করুন। আর সরাইখানাটি ছিল একটি সুন্দর জায়গায় অবস্থিত।

৬. আশ্-শায়খুল জালীল নাজমুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল নজমুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ আল্-হুসাইন ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ ইসমাইল আল্-কারশী। তিনি ইবন্ আনকূদ আল্-মিসরী বলে বিখ্যাত ছিলেন। সরকারের কাছে তাঁর সম্মান ও অগ্রবর্তিতা বজায় ছিল। তিনি সওয়াল মাসের ২৩ তারিখ শুক্রবার প্রত্যুষে ইনতিকাল করেন। তিনি তার খানকায় সমাহিত হন। তাঁর পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

৭. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান

তাঁর পূর্ব নাম ছিল আবু শামাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ হাসান ইবন্ আশ্-শায়খ আল্-ফকীহ মুহীউদ্দিন আবুল হুদা আহমাদ ইবন্ আশ্-শায়খ শিহাবুদ্দীন। তিনি ৬৫৩ হিজরী সাল (১২৭৩ খৃ.) এ জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর পিতা তাকে মাশায়েখদের কাছ থেকে হাদীস শাস্ত্র শ্রবণ করার সুযোগ করে দেন। তিনি কুরআন অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়নে নিমগ্ন হন। তিনি কুরআনুল কারিম হাতে লিখতেন এবং বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি স্থানীয় মাদরাসাগুলোতে হাজির হতেন ও দারস প্রদান করতেন, বিশেষ করে স্থানীয় ৭টি বড় বড় মাদরাসায় তিনি হাজির হয়ে দারস প্রদান করতেন। তিনি শাওয়াল মাসের ২৭ তারিখ ইনতিকাল করেন এবং বাবুল ফারাদীসের কবরস্থানে স্বীয় পিতার কাছে তাকে দাফন করা হয়।

৮. আশ্-শায়খুল আবিদ জালালুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু ইসহাক জালালুদ্দীন ইব্রাহীম ইবন্ যায়নুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ মাহমুদ ইবন্ মুহম্মাদ আল্ আকীলী। তিনি ইবন্ কালান্সী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ৬৫৪ হিজরী সাল (১২৭৬ খৃ.) এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবন্ আবদুল মায়েদের কাছে ইবন্ আরাফার কিতাব শ্রবণ করেন এবং কয়েক বার তিনি তা বর্ণনা করেন। আবার অন্যদের কাছেও তা শ্রবণ করেন। তিনি রচনা ও গ্রন্থ লিখার শিল্পে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর তিনি এগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং এগুলো সব ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হন ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়েন। আমীরগণ তার জন্যে মিম্বরে একটি খানকাহ তৈরী করেন এবং তারা তার কাছে বারবার গমন করতেন। তার ছিল হাসি খুশী মুখ এবং শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার অভ্যাস। তিনি কানে কম শুনতেন। অতঃপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে গমন করেন। একবার তিনি দামেস্কে যান তখন লোকজন তার কাছে সমবেত হয় এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। তিনি সেখানে হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন। আর সেখানে যুলকাদাহ মাসের ৩ তারিখ রবিবার রাতে ইনতিকাল করেন এবং মামালীর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি পর্যবেক্ষক ইযযুদ্দীন ইবন্ আল্কালান্সীর মামা ছিলেন। তিনি আবার মালিক তাকীউদ্দীন ইবন্ সারাহিলেরও মামা ছিলেন।

৯. আশ্-শায়খ আল্ ইমাম কুতুবুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ 'আবদুস সামাদ ইবন্ আবদুল কাদির আস্-সাম্বাতী আল্-মিসরী। তিনি الروضة। কিতাবটির সার সংক্ষেপ রচনা করেন এবং كتاب التعجيز গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ফাদিলীয়াতে পাঠদান করেন এবং মিসরে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্জন করেন।

তিনি গণ্যমান্য ফিকাহবিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ৭০ বছর বয়সে যুলহাজ্জ মাসের ১৪ তারিখ জুমার দিন ইনতিকাল করেন। তারপরে আল্ ফাদিলীয়ার পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন জিয়াউদ্দীন আল্ মুনাদী। তিনি কায়রোতে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। আর তার কাছে হাযির হয়েছিলেন ইবন্ জামায়াত এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আল্লাহ অধিক পরিজ্ঞাত।

৭২৩ হিজরী সাল (১৩৪৫ খৃ.)

ডিসেম্বর মাসের শেষ রবিবার মুহররমের পহেলা তারিখের চাঁদ দেখা যায়। বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকর্তাগণ স্বীয় পদে বহাল থাকেন। তবে দামেস্কের শুষ্ক ভূমির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন আল্-আমীর আলাউদ্দীন আলী ইবন আল্-হাসান আল্-মারওয়ানী। গত বছরের সফর মাসে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ বছরের সফর মাসে মদীনার শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আল্-আমীর শিহাবুদ্দীন ইবন্ বারক। তিনি সারিমুদ্দীন আল্-জুকান্দারীর স্থলাভিষিক্ত হন। সফর মাসে সুলতানের ওয়াকীল আল্-কাযী কারীমুদ্দীন তাঁর রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেন, তখন কায়রোকে সাজানো হয়, মোমবাতি প্রজ্বলিত করা হয় এবং আল্-মানসূরী হাসপাতালে গরীব মিসকিনদের সমাবেশ করা হয়। তারা তাঁর দেয়া সাদকা গ্রহণ করে। এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় রবীউল আউয়াল মাসের শেষের দিকে। ভিড়ে কিছু সংখ্যক লোক মারা যায়। আল্-ইমাম আল্–'আল্লামা আল্-মুহাদ্দিস তাকীউদ্দীন আস্-সাবুকী আশ্-শাফিয়ী কায়রোর মানসূরীয়াতে পাঠদান কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি আল্কাযী জামালুদ্দীন আয-যারয়ীর স্থলাভিষিক্ত হন। আর তার দামেস্কে স্থানান্তর হওয়ার কারণে এ শূন্যতা সৃষ্টি হয়। তার নিকট উপস্থিত হন আলাউদ্দীন শায়খুশ শুয়ুখ আল্-কুনূভী আশ্ শাফিয়ী। তিনি আবার নাজমুদ্দীন ইবন্ সাসরীর স্থলাভিষিক্ত হন। এ ঘটনাটি ঘটে জমাদিউল আউয়াল মাসের ৩ তারিখ জুমার দিন। অতঃপর তিনি আল্-আদিলীয়ায় অবতরণ করেন। তিনি পূর্বে বিচারপতিদের কাছে গমন করেন শায়খদের সংস্পর্শে আসেন, সামরিক বাহিনীর বিচার কার্য সম্পাদন করেন এবং আল্-আদিলীয়াহ, আল্ গাযালীয়া ও আল্ আনাবাকীয়াহতে পাঠদান কার্য ক্রম সম্পাদন করেন।

রবিবার সুলতানের ওয়াকীল আল্-কাযী কারীমুদ্দীন ইবন্ আবদুল কারীম ইবন্ হাব্বাতুল্লাহ ইবন্ আশ্-শাদীদ গ্রেফতার হন। বড় বড় ওয়াসীর গণ যে রূপ মর্যাদায় পৌছতে পারেননি তিনি সুলতানের কাছে এরূপ মান মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। তার মূলধন ও ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। রাজ্যের প্রশাসকের কাছে তার বিরুদ্ধে হুকুম জারী করা হয়। অতঃপর হুকুম দেয়া হয় যে, তাকে যেন আল্-ফারাকায় অবস্থিত তার নিজস্ব ভূমিতে স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর তাকে আশ্-শাওভী নামক জায়গায় নির্বাসন দেয়া হয় এবং তাকে কিছু মালপত্র দেয়া হয়। এরপর তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত তার নিজস্ব সরাইখানায় বাস করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। তার ভাইয়ের পুত্র কারীমুদ্দীন আস সাগীর, সরকারী কার্যালয়ের পর্যবেক্ষককে গ্রেফতার করা হয়। তার ধন সম্পদ নিয়ে নেয়া হয় এবং তাকে দুর্গে বন্দী করা হয়। এতে জনগণ খুশী হন। আর এ দুজনের গ্রেফতারের জন্যে তরা সুলতানের কুশল কামনায় আল্লাহ্র দরবারে সন্তুষ্ট চিত্তে দু'আ করেন। অতঃপর তাকে দুর্গ থেকে সিফাতে বহিষ্কার করা হয়। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আমীনুল মুলক আবদুল্লাহকে তলব করা হয় এবং তাকে মিসরের ওয়াযীর নিযুক্ত

করা হয়। আর কাজ শুরু করার জন্যে তাকে সুগন্ধিযুক্ত কাঠ উপঢৌকন দেয়া হয়। সাধারণ জনগণ এতে খুব খুশী হয় এবং তার জন্য মোমের মশাল প্রজ্জ্বলিত করে মালিক বদরুদ্দীন গাবরিয়ালকে দামেস্ক থেকে তলব করা হয়। তিনি রওয়ানা হন এবং তার সাথে ছিল বহু মালপত্র। অতঃপর বড় কারীমুদ্দীনের ধন সম্পদের প্রতি উত্তম রূপে নজরদারী করা হয়। তিনি সম্মান সহকারে দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করেন। অন্যদিকে আল্-কাযী মুয়ীনউদ্দিন ইবন্ আল্-হাসীমী সিরিয়ান সৈন্যদের যত্ন নেয়ার জন্যে এগিয়ে আসেন। তিনি আলকুতুব ইবন্ শায়খ আস্-সালামীয়াহ এর স্থলাভিষিক্ত হন। তাকে উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তাকে প্রায় বিশ দিন যাবত নির্বাসনে বসবাস করার হুকুম দেয়া হয়। অতঃপর তাকে সেখান থেকে তার ঘরে চলে যাবার অনুমতি দেয়া হয়।

জমাদিউল আউয়াল মাসে তার কাযীকে সরকারী কার্যালয়ের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং আল্-আমীর বাক্তামিরকে দায়িত্ব দেয়া হয়। জুমাদাস সানিয়াহ মাসের ২ তারিখ ইবন্ জুহাইল, আয যারয়ী থেকে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন্। এর পূর্বে তিনি কয়েকদিনের জন্যে এতিমদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি ইবন্ হিলালের স্থলাভিষিক্ত হন। শাবান মাসে তার কাযীকে সরকারী কার্যালয়ে ফেরত আনা হয়। আল-আসীর বাকতামির, আল্-ইসকান্দারীয়ার শাসন ভার গ্রহণ করার জন্যে রওয়ানা হয়ে যান। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন। রামাদান মাসে পূর্বাঞ্চলের হাজীদের একটি দল হজ্জ আদায় করার জন্যে গমন করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন : আল-মালিক আবগা ইবন্ হালাকুর কন্যা, আরগুণের ভগ্নি এবং কাজান খারবান্দার ফুফু। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাকে সাদা কালো বর্ণ বিশিষ্ট মহলে আপ্যায়ন করা হয়। হজ্জের মৌসুম আসা পর্যন্ত তার এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শাওয়াল মাসের ১৮ তারিখ সোমবার দিন হজ্জ কাফেলা বের হয়। তার আমীর ছিলেন কাতলাজাল আবূ বকরী, যিনি ছিলেন আল্-কাসায়নের বাসিন্দা। কাফেলার কাযী ছিলেন শামসুদ্দীন কাযীউল কুযাত ইবন্ মুসলিমুল হাম্বলী। তাদের সাথে যারা হজ্জব্রত পালন করেন, তারা হলেন : জামালুদ্দীন আল্-মাসী, ইমাদুদ্দীন ইবন্ আশ্-সীরজী, আমীনুদ্দীন আল-ওয়াফী ফখরুদ্দীন আল্-বালাবাকী, আরো একদল। এ ব্যাপারে কথা বলার যাকে অধিকার দেয়া হয়েছিল, তিনি হলেন শরফুদ্দীন ইবন্ সা'দুদ্দীন ইবন্ নাজীহ। বর্ণনকারী বলেন, আমাকে এরূপ সংবাদ দিয়েছেন শিহাবুদ্দীন আয-যাহিরী। মিসরীয়দের মধ্যে যারা হজ্জ কাফেলায় যোগদান করেছিলেন, তারা হলেন, প্রধান বিচারপতি বদরুদ্দীন ইবন্ জামায়াত, তার পুত্র ইযযুদ্দীন, গোলামদের লিখক ফখরুদ্দীন, শামসুদ্দীন আল্-হারিসী, শিহাবুদ্দীন আল্-আযরায়ী এবং আলাউদ্দিন আল-ফারিসী প্রমুখ।

শাওয়াল মাসে তাকীউদ্দীন আস্-সাবুকী, যকীউদ্দীন আল্ মুনাদীর পর কায়রোতে অবস্থিত দারুল হাদীস আয্ যাহিরীয়ায় পাঠদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাকে আবদুল আ'যীয ইবন্ আল হাফিয শরফুদ্দীন আদ্-দামইয়াতী বলা হত। অতঃপর আল্লামা আস-সাবুকী থেকে এ দায়িত্ব ফতেহুদ্দীন নুরুন সাইয়েদুন নাস্ আল্ ইয়ামুরী এর জন্য নিয়ে নেয়া হয়।

যুলকা'দাহ মাসে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার দিন যুলহাজ্জ মাসের পহেলা তারিখ কুতুবুদ্দীন ইবন্ শায়খুস সালামীয়াহ কে উপঢৌকন দেয়া হয় এবং তাকে মুয়ীনুদ্দীন ইবন্

আল-হাসিমীর সহকারী হিসেবে পুনরায় সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর বেশ বড় একটি মেয়াদের পর কুতুবুদ্দীন এ দায়িত্ব পালনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেন এবং ইবন্ হাসীমকে বরখাস্ত করা হয়।

এ বছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. আল্-ইমামুল মুয়ারিখ কামালুদ্দীন আল্ফূতী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল ফদল আবদুর রাজ্জাক আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ আল ফূতী উমার ইবন্ আবুল মায়ালী আশ্ শায়বানী আল্-বাগদাদী, তিনি ইবন্ ফূতী বলে বিখ্যাত ছিলেন। ফূতী তার নানা ছিলেন। তিনি ৬৪২ হিজরী সাল (১২৬২ খৃ.) বাগদাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাতারীদের ঘটনায় তিনি বন্দী হন। অতঃপর তিনি বন্দী দশা থেকে মুক্তি লাভ করেন। তিনি আল্-মুস্তান সিরিয়ায় গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আর তিনি নিজে ৫৫ জিলদ সম্বলিত একটি ইতিহাস গ্রন্থ সংকলন করেন, আবার আরো অন্য একটি ইতিহাস গ্রন্থ প্রায় ২০ খণ্ডে সংকলন করেন। তার বহু প্রকাশনী রয়েছে। তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেন। তিনি মহীউদ্দীন ইবন্ জওমীর মাধ্যমে হাসান বসরী (র) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি মুহাররম মাসের ৩ তারিখ ইনতিকাল করেন এবং তাঁকে আশ-শূনীযীয়াতে দাফন করা হয়।

২. প্রধান বিচারপতি নুজুমুদ্দীন ইবন্ সাসরী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন্ আল-আদল ইমামুদ্দীন ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আল্-আদল আমীনুদ্দীন সালিম ইবন্ হাফিজ আল্ মুহাদ্দিস বাহাউদ্দীন আবুস সাওয়াহির ইবন্ হাব্বাতুল্লাহ ইবন্ মাহফুয ইবন্ আল হাসান ইবন্ আল্-হাসান ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আল্ হাসান ইবন্ আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ সাসারী আত্ তুগলাবী আর রিবয়ী আস্-শাফিয়ী, তিনি ছিলেন সিরিয়ার প্রধান বিচারপতি। তিনি ৬৫৫ হিজরী সালের (১২৭৫ খৃ.) যুলকাদাহ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্র শ্রবণ করেন। তিনি কাযী শামসুদ্দীন ইবন্ খালিকান হতে وفيات الاعيان নামক কিতাবটির অধ্যয়ন, পারদর্শিতা অর্জন ও লিপিবদ্ধ করার কাজে মশগুল হন। তিনি তার থেকে তা শ্রবণ করেন। তিনি শায়খ তাজুদ্দীন আল্-কাসারী থেকে ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তার ভাই শারফুদ্দীনের কাছে নাহু শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি রচনায় ও বাক্য গঠনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি আদিলীয়ার সাগীলাহ এ বর্তমান শতকের ৮২ সালে পাঠদান শুরু করেন। অনুরূপভাবে আমীনীয়ায় ৯০ সালে এবং গাযালীয়ায় ৯৪ সালে পাঠদান কর্মসূচি সম্পাদন করেন। তিনি ন্যায়পরাণ কামবাগা সরকারের আমলে সেনাবাহিনীর বিচার কার্যের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি মিসরের বিচারকার্যের জন্যে ইবন্ জামায়াতকে তলব করার পর এবং ইবনু দাকীকুল ঈদের পর ৭০২ হিজরী সালে (১৩২২ খৃ.) সিরিয়ায় বিচার কার্যের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তাকে আল্-আদিলীয়াহ, আল্-গাযালীয়াহ এবং আল আতাকীয়াহতে পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কাজেও নিয়োজিত করা হয়। উপরোল্লেখিত সবগুলোই পার্থিব পদমর্যাদা, যেগুলো থেকে তিনি বিদায়

নিয়েছেন এবং এগুলোও তার থেকে বিদায় নিয়েছে। তিনি এগুলো থেকে চলে গেছেন এবং এগুলোকে অন্যের জন্যে রেখে গেছেন। তার মৃত্যুর পূর্বে তার সবচেয়ে বড় আফসোস ছিল তিনি যদি এসবের দায়িত্ব না নিতেন। কেননা এগুলো হচ্ছে পৃথক হয়ে যাওয়া বন্ধুর তুলনায় অত্যন্ত নগন্য। তিনি ছিলেন মর্যাদা সম্পন্ন, সম্মানিত, দানশীল ও চমৎকার আচরণের অধিকারী সর্দার। সুলতান ও সরকারের কাছে তিনি ছিলেন অতি বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি রবীউল আউয়াল মাসের ১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ তার বাগানে তীরবিদ্ধ হয়ে ইনতিকাল করেন। আল্ জামিউল মুযাফফরীতে তার সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তার জানাযায় রাজ্যের শাসনকর্তা, বিচারপতিগণ, আমীরগণসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হাযির হন। তার জানাযা ছিল জনসমাগমের স্থান। রুকনিয়াতের কাছে তাদের নিজস্ব কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

৩. আলাউদ্দীন 'আলী ইবন্ মুহাম্মাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ইবন্ উসমান ইবন্ আহমাদ ইবন্ আবুর মুনা ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ নাহলাহ আদ্দামিস্কী আশ-শাফিয়ী। তিনি ৬৫৮ হিজরী সাল (১২৭৮ খৃ.) এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্পাদকীয়তা বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি আশ্-শায়েখ যায়নুদ্দীন আল্-ফারুকীর সংস্পর্শে থাকেন। তিনি আদ্-দৌলায়ীয়াহ এবং আর রুকনীতে পাঠদান করেন। তিনি বায়তুল মালের পর্যবেক্ষণকারী ছিলেন। তিনি আর রুকনীয়াহের পাশ্ববর্তী এলাকায় একটি চমৎকার বাড়ী নির্মাণ করেন। তিনি এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন ও সুন্দর বাড়িটি ছেড়ে যান। তার পরে আদ্ দৌলায়ীয়াহ এ পাঠদান করেন কাযী জামালুদ্দীন ইবন্ জুম্লা। আর আর রুকনীয়াহ পাঠদান করেন রুকনুদ্দীন আল-খুরাসানী।

৪. আস্-শায়খ যিয়াউদ্দীন

তাঁর পুর্ণ নাম ছিল আবদুল্লাহ্ আয্-যারবান্দী আন্-নাহুভী। শেষ জীবনে তার বিবেক ব্যধিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তিনি দামেস্ক থেকে কায়রোতে গমন করেন। তখন উস্তাদদের উস্তাদ আল্-কুনূভীতা অনুধাবন করেন এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি তাতে রাযী হননি। অতঃপর তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন। আর তার হাতে ছিল একটি কোষমুক্ত তরবারী। তিনি একজন খৃষ্টানকে হত্যা করেন। তখন তাকে সুলতানের কাছে নেয়া হয়। আর তারা ধারণা করে যে, তিনি একজন গুপ্তচর। তাই তাকে ফাঁসীতে ঝুলানোর নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাঁকে ফাঁসীতে ঝুলানো হয়। বর্ণনাকারী বলেন যারা তার কাছে নাহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন তাদের মধ্যে আমি একজন।

৫. আল্-ফাযিল আশ শায়খ আস্ সালিহ আল মুকরী

তাঁর পূর্ণনাম ছিল শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন্ আত-তাবীর ইবন্ ওবায়দুল্লাহ আল্-হালী আল্ আসীমী আল্ ফাওয়ারিসী, তিনি ইবন্ হালবীয়াহ বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি খতীব মুরদাত ইবন্ আবদুদ দায়িম হতে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি বেশী সময় কুরআন অধ্যয়নে মশগুল থাকতেন। তিনি কুরআন শিখেন এবং জনগণকে কুরআন শিখান। তিনি ৭৮ বছর বয়সে রবীউল আউয়াল মাসে ইনতিকাল করেন এবং আস্-সাফাইতে তাকে দাফন করা হয়।

৬. শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ কুতনীয়াহ আয্-যায়য়ী। তিনি বহু সম্পদ, মালপত্র ও ব্যবসায়িক দ্রব্য সামগ্রীর সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। কথিত আছে যে, কাযান বছরে তার মালের যাকাত ২৫ হাজার দীনারে পৌছেছিল। তিনি এ বছরের রবীউস সানী মাসে ইনতিকাল করেন। আল্ কাবুন রোডে সাওরার কাছে মিরফা নামক স্থানে নিজস্ব বাগানের দরজায় অবস্থিত নিজস্ব কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এটা ছিল একটি বিরাট কবরস্থান। তাঁর ছিল বহু জমি জমা।

৭. আল্ কাযী আল ইমাম জামালুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু বকর ইবন্ আব্বাস ইবন্ আবদুল্লাহ আল্ খারুবী। তিনি বালাবাক্কের অধিবাসী ও কাযী ছিলেন। তিনি আশ্-শায়খ তাজুদ্দীন আল্-ফাযারীর সাথীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি কাযী আয্ যারমী হতে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে বালাবাক্কা থেকে আগমন করেন। এরপর জমাদিউল আউয়াল মাসের ৭ তারিখ শনিবার রাতে তিনি আল্ - কাদেরিয়াহ মাদ্‌রাসায় ইনতিকাল করেন এবং কাসীয়ুনে সমাহিত হন। তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছরের বেশী।

৮. আশ্-শায়খ আল মামার আল্-মুসিনু জামালুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল উমার ইবন্ ইলিয়াস ইবন্ আর রাশীদ আল্-বালাবাক্কী। তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ৬০২ হিজরী সালে (১২২৪ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জমাদিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ ১২০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। মাত্‌হা নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৯. আশ-শায়খ আল্ ইমাম আল-মুহাদ্দিস সাফী উদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুস সানা সাফী উদ্দীন মাহমুদ ইবন্ আবু বকর ইবন্ মুহাম্মাদ আল্ হাসানী ইবন্ ইয়াহইয়া ইবন্ আল্ হুসাইন আল্-আরমুভী আস্ সূফী। তিনি ৬৪৬ হিজরী (১২৬৮ খৃ.) এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শ্রবণ করেন এবং অনেকের কাছে শিক্ষা সফর করেন, ইলম অন্বেষণ করেন ও হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ইবনুল আসীরের লিখিত আন্-নিহায়ার পাদটীকা লিখেন। তিনি আত্-তানবীহ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং তিনি তার একটি উৎকৃষ্ট অংশ আয়ত্ত্ব করেন। অতঃপর ৭৭ বছর বয়সে তার জ্ঞান বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং তার মধ্যে খিটখিটে মেজায তীব্র আকার ধারণ করে। কোন কোন সময় তিনি এ রোগ থেকে সুস্থ বোধ করতেন তখন তিনি সঠিকভাবে আলাপ আলোচনা করতেন। অতঃপর তার মধ্যে উপরোক্ত রোগটি তীব্রভাবে দেখা দেয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। অবশেষে তিনি এ বছরের জুমাদাস সানীয়াহ মাসে আন্ নূরী নামক হাসপাতালে ইনতিকাল করেন এবং বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়।

১০. আল্ -খাতুন আল মাসুনাহ বা সংরক্ষিতা রমণী

তার পূর্ণ নাম ছিল খাতুন বিনত আল্ মালিক আস্-সালিহ ইসমাইল ইবন্ আল্-আদি ইবন্ আবু বকর ইবন্ আতুব ইবন্ সাদী বাদরাহা। তিনি দাবি কাফুর নামে পরিচিত ছিলেন।

তিনি সম্মানিতা নেত্রী ছিলেন। তিনি কখনও বিয়ে করেননি। বর্তমানে তিনি ব্যতীত বনূ আয়ুব থেকে তার সমসাময়িক আর কেউ নেই। এ বছরের শাবান মাসের ২১ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি ইনতিকাল করেন। তাকে উম্মে সালিহ নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার প্রতি মহান আল্লাহ তার রহমত নাযিল করুন।

১১. আমাদের শায়খ আল্-জালীল আল্ মামা'র আররাহলাতা বাহাউদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল কাসিম বাহাউদ্দীন ইবন্ আশ্-শায়খ বদরুদ্দীন আবু গালিব আল্-মুযাফফার ইবন্ নজমুদ্দীন ইবন্ আবুস সানা মাহমুদ ইবন্ আল্ ইমাম তাজুল আমনা আবুল ফদল আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আল্-হাসান ইবন্ হাব্বাতুল্লাহ ইবন্ আল্ হুসাইন ইবন্ তাসাকির আদ্-দামেস্কী আত্-তাবীব আল্ মা'মার। তিনি ৬২৯ হিজরী সালে (১২৫১ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। বহু মাশায়েখ ওস্তাদের কাছে হাযির হয়েও তিনি হাদীস শাস্ত্র শ্রবণ করেন। তার ইনতিকালের বছর তার থেকে শ্রবণ করে হাদীসের দারস সমাপ্ত করেন আল্-হাফিয আলামুদ্দীন আল্-বারযালী। অনুরূপভাবে তার থেকে হাদীসের দারস সমাপ্ত করেন আল্ হাফিয সালাহউদ্দীন আল্ আলাঈ আওয়ালী। তার থেকে ৭ খণ্ডে শুনে ও অনুমতি অর্জনের মাধ্যমে হাদীস লিখে নেন আল্-মুহাদ্দিস আল্ মুফীদ নাসিরুদ্দীন ইবন্ তাগার বাক। এখানে ৫৭০ জন উস্তাদের নাম সন্নিবেশিত ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হাদীস পেশ করেছি, হাফিযগণ ও অন্যান্যরা শ্রবণ করেছেন। আল্লামা আল্ বারযালী বলেন, বারবার উল্লেখ ব্যতীত মোট ২৩ জিলদ হাদীস আমি তাকে পড়ে শুনিয়েছি। আর বারবার উল্লেখিত সহ মোট ৫৫০ টি হাদীসের অংশ বিশেষ আমি তাকে পড়ে শুনিয়েছি। তিনি আরো বলেন, তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তিনি লোকজনকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা দিতেন। তিনি বহু হাদীস কিচ্ছা কাহিনী ও কবিতা মুখস্থ করেছিলেন। গদ্য ও পদ্য এবং সাহিত্যের অন্যান্য দিক নিয়ে জনগনের খিদমত করেছেন। পরে এসব ছেড়ে দেন ও নিজ ঘরে বসে যান এবং জনগণকে হাদীস শুনাতে থাকেন। বহু বিষয়ে তিনি শেষ বয়সে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাকে অনায়াসে অন্যরা তাদের প্রয়োজনীয় বাণী শুনাতেন। শেষ বয়সে তিনি স্বীয় ঘরকে হাদীস শিক্ষালয়ে পরিণত করেন। হাফিয বারযালীও আল মাযীকে তার কিছু নেক কাজের অভ্যাস দান করেন। শাবান মাসের ২৫ তারিখ সোমবার যুহরের সময় তিনি ইনতিকাল করেন। আর তাকে কাসীয়ুনের পাদদেশে দাফন করা হয়।

১২. আল্-ওয়াসীর, পরে আল-আমীর নজমুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল হামদ ইবন্ আশ্-শায়খ ফখরুদ্দীন উসমান ইবন্ আবুল কাসিম আল্-বাসরাভী আল্ হানাফী। তাঁর চাচা কাযী সদরুদ্দীন আল্-হানাফীর মৃত্যুর পর তিনি বসরায় পাঠদান শুরু করেন। অতঃপর তিনি দামেস্কের মূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কোষাগারের পর্যবেক্ষকও নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি তা থেকে ইস্তফা দিতে চান, তখন তিনি দশটি নেতৃত্বকে দশটি বড় জায়গীরের বিনিময়ে পরিবর্তন করেন। আর এগুলোর মধ্যে তাকে মন্ত্রীত্বের ন্যায় পদমর্যাদা ও সম্পৃক্ততা দেয়া হয়। এরূপ অবস্থা তার মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অতঃপর তিনি শাবান মাসের ২৮ তারিখ

বৃহস্পতিবার বসরায় ইনতিকাল করেন এবং সেখানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন অনুগ্রহ পরায়ণ, প্রশংসার যোগ্য, ক্ষমাশীল, অধিক অধিক দান খয়রাতকারী এবং জনগণের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। তিনি দুনিয়ায় বহু ধন সম্পদ ও সন্তানাদি রেখে যান। অতঃপর তার মৃত্যুর পর এগুলো সব বিনষ্ট হয়ে যায়। তার ধন সম্পদ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তার স্ত্রীরা অন্যত্র বিয়ে বসে এবং তার ঘরগুলোও অন্যরা বসবাসের জন্য দখল করে নেয়।

১৩. আল আমীর সারিম উদ্দীন ইবন্ কারাসনাকার আল-জূকান্দার

তিনি ছিলেন বিশিষ্ট জন মানবের কোমরবন্দ সদৃশ। অতঃপর তিনি দামেস্কের শাসন ক্ষমতা দখল করেন এবং মৃত্যুর ৬ মাস পূর্বে উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত হন। রামাদানের ৯ তারিখ তিনি ইনতিকাল করেন। তাকে মসজিতুত তারিখের পূর্বপাশে অবস্থিত আল মুসাররাফাতুল মুবাইয়াদা নামক তার নিজস্ব কবরস্থানে দাফন করা হয়। আগেই কবরটি তৈরি করে রেখেছিলেন তিনি।

১৪. আশ্-শায়খ আহমাদ আল্ আকাফ আল্ হারীরী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন্ হামিদ ইবন্ সায়ীদ আত্ তানুখী আল্-হারীরী। তিনি ৬৪৪ হিজরী সালে (১২৬৬ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার জীবনের প্রথমে আশ্-শায়খ তাজুদ্দীন আল্-ফাসারীর আত্-তানবীহ সম্বন্ধে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর তিনি আল্-হারীরীদের সংস্পর্শে আসেন, তাদের খিদমত করেন এবং আস্-শায়খ নজমুদ্দীন ইবন্ ইসরাইলের সাথে সম্পৃক্ততাকে বাধ্যতামূলক করে নেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং একাধিক বার হজ্জ পালন করেন। তিনি ছিলেন সুন্দর আকৃতির এবং জনগণের কাছে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। তার চরিত্র ছিল খুবই চমৎকার। রামাদানের ২৩ তারিখ রবিবার তিনি আল্ মাসাহ এ অবস্থিত তার নিজস্ব খানকাহে ইনতিকাল করেন এবং আল্-মাসাহ এর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার সালাতে জানাযায় ছিল লোকের প্রচণ্ড ভিড়। রামাদানের ২৮ তারিখ জুমার দিন দামেস্কে তার গায়িবী সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। সালাত আদায়কারী ব্যক্তিটি ছিলেন আশ্-শায়খ হারুন আল্-মাকাদিসী। তিনি রামাদানের শেষ দশদিনের কোন একদিন বালাবাক্কে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন সৎ এবং ফকীরদের কাছে খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি যুলকাদাহ মাসের ৩ তারিখ বৃহস্পতিবার ইনতিকাল করেন।

১৫. আশ্-শায়খ আবু আবদুল্লাহ আল্-মুকরী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ ইব্রাহীম ইবন্ ইউসুফ ইবন্ আমর আল্-আনসারী আল্-কাসরী, অতঃপর আস্-সাবতী আল্-কুদ্স। তিনি মামালীতে সমাহিত হন। তার সালাতে জানাযায় ছিল প্রচণ্ড রকমের ভিড়। তাঁর জানাযায় কারীমুদ্দীন ও জনগণ পদব্রজে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ৬৫৩ হিজরী সাল (১২৭৫ খৃ.) এ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রবীন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। মেহেদী দ্বারা তিনি শ্মশ্রু রংগীন করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন আমি বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করি, তখন আমি তার সাথে সাক্ষাত করি এবং তার সাথে এ বছরে আমি বিতর্কে উপনীত হই।

১৬. আমাদের প্রবীণ শায়খ শামসুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু নসর শামসুদ্দীন ইবন্ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন আবুল ফদল মুহাম্মাদ ইবন্ শামসুদ্দীন আবু নজর মুহাম্মাদ ইবন্ হাব্বাতুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ ইয়াহইয়া ইবন্ বান্দার ইবন্ মুমীল আশশীরাযী। তিনি ৬২৯ হিজরী সাল (১২৫১ খৃ.)-এর শাওয়াল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শুনেন। তিনি তার ছাত্রদেরকে হাদীস শুনান ও হাদীসের পাঠদান করেন। তিনি আমাদের শায়খ আল্‌মাযির (আল্লাহ তাকে তার রহমত দিয়ে ঢেকে ফেলুন) ঘরে অন্যদেরকে হাদীস শুনান এবং হাদীসের দারস পেশ করেন। শায়খকে তিনি কিতাবের বেশ কয়েকটি অংশ নিজে পড়ে শুনান। আল্লাহ তাকে সওয়ার দান করুন। তিনি উত্তম, কল্যাণকামী, বরকতময়, বিনম্র স্বভাবের এক জন শায়খ ছিলেন। তিনি মহল্লায় মহল্লায় যাতায়াত করতেন এবং আল্লাহর কিতাবের উপর আমলের খোঁজ খবর নিতেন। এ ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি প্রশাসনিক কোন দায়িত্ব নিয়ে নিজেকে কলুষিত করেননি। মাদরাসাসমূহের কোন দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে কিংবা সাক্ষ্য দান করে কোন প্রকার হাদীয়া নিয়ে নিজেকে কলুষিত করেননি। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এরূপ পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করেন। আরাফার দিন মাযাহতে অবস্থিত তার বাগানে তিনি ইনতিকাল করেন। মাযার জামে মসজিদে তার সালাতে জানাযা পড়া হয় এবং সেখানের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর রহম করুন।

১৭. আশ্-শায়খুল আবিদ আবু বকর

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু বকর ইবন্ আয়ুব ইবন্ সা'দ আয্-যারয়ী আল্-হাম্বলী। তিনি আল্-জূযীয়াহ মাদরাসার পরিচালক ছিলেন। তিনি সৎ ইবাদতগুজার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খুব কম বানোয়াট করতেন। তিনি একজন সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি আর রাশীদী আল্-আমিরী হতে নুবুয়তের চিহ্নসমূহ সম্পর্কে কিছু হাদীস শ্রবণ করেছিলেন। তিনি যুলহাজ্জ মাসের ১৯ তারিখ হঠাৎ রবিবার রাতে আল্-জূযীয়া মাদরাসায় ইনতিকাল করেন। পরদিন যুহরের সালাতের পর জামে মসজিদে তাঁর সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং তাকে বাবুস সাগীরে দাফন করা হয়। তার সালাতে জানাযার ময়দান ছিল একটি বিরাট সমাবেশস্থল। লোকজন তার কল্যাণকামীতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। তিনি 'আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ কায়্যিম আল্-জূযীয়াহর পিতা ছিলেন। তিনি বহু উপকারী ও যথাযোগ্য মর্যাদার অধিকারী লেখনী রেখে গেছেন।

১৮. আল্-আমীর আলাউদ্দীন ইবন্ শারফুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মাহমূদ ইবন্ ইসমাইল ইবন্ মা'বাদ আল্-বালাবাক্কী। তিনি ছিলেন ক্রীড়াবিষয়ক আমীরদের অন্যতম। তার পিতা ছিলেন বালাবাক্কের একজন বড় ব্যবসায়ী। অতঃপর তার সন্তানাদি ঐভাবে গড়ে উঠে। তবে তিনি সরকারের সাথে সম্পৃক্ততা গড়ে তোলেন, তাতে তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়, এমনকি তাকে বাদ্য যন্ত্রের ঘরটি প্রদান করা হয়। তিনি ওয়াকফ এস্টেটের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সহ দামেস্কে ডাক ও তার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি পুরানের অনাথ ও ক্রীতদাস সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ

করেন। তখন তার একটি রোগ দেখা দেয়। শরীরের অংশ বিশেষ অবশ হয়ে যায়। তিনি তার পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং তার ইস্তফা গ্রহণ করা হয়। তিনি আল্ মাযা নামক স্থানে অবস্থিত তার বাগানে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি যুলহাজ্জ মাসের ২৫ তারিখ ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। আল্ মাযার কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি দ্বীনদারী ও কল্যাণকামীতার দিক দিয়ে খুব কল্যাণকামী ও মেহেরবান আমীরদের অন্যতম ছিলেন।

১৯. আল ফকীহ আন্-নাসিক শারফুদ্দীন আল-হারানী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল, আবু আবদুল্লাহ শারফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ সাদ উল্লাহ ইবন্ আবদুল আহাদ ইবন্ সাদ উল্লাহ ইবন্ আবদুল কাহির ইবন্ আবদুল ওয়াহিদ ইবন্ উমার আল্-হারানী। তিনি বনু সালিমের উপত্যকায় ইনতিকাল করেন। তখন তার লাশ মদীনায় আনা হয় এবং তাকে গোসল দেয়া হয়। রওযায় তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং আকীলের কবরের পূর্ব দিকে জান্নাতুল বাকীতে তাকে সমাহিত করা হয়। এ ধরনের মৃত্যু ও কবরের ঈর্ষা করতে থাকে জনগণ। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। যারা ঈর্ষা করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আশ্-শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ মুসলিম। তিনি ছিলেন হাম্বলীদের কাযী। আর তিনি তার তিন বছর পর ইনতিকাল করেন এবং তাকে তাঁর পাশেই দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাদের দুজনের প্রতি রহমত নাযিল করুন। উল্লেখিত আশশায়খ শারফুদ্দীন মুহাম্মাদের জানাযার দিন শারফুদ্দীন ইবন্ আবুল ইয আল্ হানাফী হাযির হন। এক জুমা পূর্বে তিনি হজ্জ পালন করার পর মক্কা থেকে ফেরত আসার পথে দু'মনযিল পথ অতিক্রম করে তিনি উপরোক্ত মৃত ব্যক্তির সাফল্য জনক মৃত্যুর ঈর্ষা করেন। তাকেও মদীনায় এরূপ সৌভাগ্যজনক মৃত্যু প্রদান করা হয়। আর এ শারফুদ্দীন ইবন্ নাজীহ আমাদের শায়খ আল্লামা তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়াহ-এর সংস্পর্শে ছিলেন। তিনি এমন বৃহৎ কঠিন কঠিন অবস্থায় তার সাথে ছিলেন, যেগুলোতে বিশেষ বিশেষ বাহাদুরগণ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে পদক্ষেপ নেয়া সম্ভবপর নয়। তিনি তার সাথে কারা ভোগ করেন। তিনি তাঁর বড় বড় খাদিম ও বিশিষ্ট সাথী ও সংগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরি মধ্যে রয়েছে দুঃখ কষ্ট। আর এজন্যে তাকে কয়েকবার কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এতে শায়খের প্রতি মুহব্বত বৃদ্ধি এবং শত্রুর কষ্টে ধৈর্য ধারণ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এ শায়খ নিজে ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং জনগণের সাথে ছিলেন খুবই উত্তম আচরণকারী। আর তিনি ছিলেন কৃতজ্ঞতাভাজন চরিত্রের অধিকারী। তার জ্ঞান বুদ্ধি ও অনুধাবন শক্তি ছিল চমৎকার। তিনি দীনদারী ও পরহেযগারীর অধিকারী ছিলেন। এজন্যই তিনি হজ্জ পালন করার পর এরূপ সৌভাগ্যবান মৃত্যুর অধিকারী হন। মসজিদে রাসূল (সা)-এর রওদায় তার সালাতে জানাযা পড়া হয় এবং মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত সম্মানিত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে তিনি সমাহিত হন। তাঁর নেক আমলের সাথে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। পূর্বসূরীদের অনেকেই নেক আমল আঞ্জাম দেয়ার পর মৃত্যুর কামনা করতেন। তাঁর সালাতে জানাযায় ছিল জনগণের মহা সমাবেশ। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই অধিক পরিজ্ঞাত।

৭২৪ হিজরী সাল (১৩৪৬ খৃ.)

মুহররমের পহেলা তারিখ শুরু হয়। রাষ্ট্রের শাসকগণ তাদের পূর্বেকার পদে বহাল থাকেন। খলীফা হচ্ছেন আল্-মুস্তাক্ফী বিল্লাহ আবুর রাবী সুলাইমান ইবন্ আল্ হাকিম বি-আমারিল্লাহ আল্-'আব্বাস। শহরসমূহের সুলতান হচ্ছেন, আল্-মালিক আন্ নাসির মিসরে তার নায়েব হচ্ছেন শারফুদ্দীন আরগুন এবং তার ওয়াসীর হচ্ছেন আমীনুল মুলক মিসরে তার কাযীগণ তাদের পূর্বেকার পদে বহাল থেকেছেন। সিরিয়ায় তার নায়েব হচ্ছেন তানকুম, সিরিয়ায় কাযীগণ হচ্ছেন, আশ্-শাফিয়ী জামালুদ্দীন আয্-যারসী, আল্ হানাফী আস্-সদর আলী আল্-বাসরাভী, আল্-মালিকী শরফুদ্দীন আল্-হামদানী, আল হাম্বলী শামসুদ্দীন ইবন্ মুসলিম। আল-জামে' আল্ উমূভীর খতীব ছিলেন জালালুদ্দীন আল কাযভীনী। বায়তুল মালের ওয়াকীল ছিলেন জামালুদ্দীন ইবন্ কালান্সী। শহরের পর্যবেক্ষক ছিলেন ফখরুদ্দীন ইবন্ শায়খুস সালামীয়াহ, সরকারী কার্যালয়ের পর্যবেক্ষক ছিলেন শামসুদ্দীন গাবরিয়াল, সরকারী কার্যালয়ের সমন্বয়কারী ছিলেন আলামুদ্দীন তারকাসী, সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষক ছিলেন তিকুদ্দীন ইবন্ শায়খুস সালামীয়াহ এবং মুঈনুদ্দীন ইবন্ আল্ খাশীশ। প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন শিহাবুদ্দীন মাহমুদ, সম্ভ্রান্ত লোকদের দলনেতা ছিলেন শারফুদ্দীন ইবন্ আদনান। জমির পর্যবেক্ষক ছিলেন বদরুদ্দীন ইবন্ হাজ্জাদ, সরকারী কোষাগারের পর্যবেক্ষক ছিলেন ইযযুদ্দীন ইবন্ কালান্সি। স্থলভাগের শাসক ছিলেন আলাউদ্দীন ইবন্ মাওয়ালী এবং দামেস্কের শাসক ছিলেন শিহাবুদ্দীন বার্ক।

রবীউল আউয়াল মাসের ১৫ তারিখ ইয্যদ্দীন ইবন্ কালান্সি মূল্য নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সরকারী কোষাগারের সংরক্ষকের পদ সহকারে ইবন্ শায়খুল কালামীয়ার স্থলাভিষিক্ত হন। এ মাসেই সুলতানের ওয়াকীল কারীমুদ্দীনকে বায়তুল মুকাদ্দিস হতে দিয়ারে মিসরীয়ায় স্থানান্তর করা হয় এবং তাকে সেখানে বন্দী করা হয়। অতঃপর তার থেকে বহু সম্পদ গ্রহণ করা হয়। অতঃপর তাকে মরুভূমিতে নির্বাসন দেয়া হয়। তার উপর এবং তার সাথে তার পরিবারের সদস্যদের উপর সরকারী ট্যাক্স ধার্য করা হয়। কারীমুদ্দীন সাগীরকে তলব করা হয় এবং তার প্রচুর ধন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। রবীউস সানী মাসের ১১ তারিখ শুক্রবার দিন জামে উমুভীর খাসকামরা থেকে শাসনকর্তা ও বিচারপতিদের উপস্থিতিতে সুলতানের পত্র পড়ে শুনানো হয়। পত্রে সিরিয়ার সমগ্র সংরক্ষিত এলাকার কৃষি উৎপাদনের উপর রাজস্ব মওকূফ করা হয়। এভাবে সুলতানের প্রিয়ভাজনতা বৃদ্ধি পায়। রবীউস সানী মাসের ২৫ তারিখ জুমার দিন সিরিয়ার নায়েবের কাছে শাফিয়ীদের কাযী আয্-যারসীর বরখাস্তের আদেশনামা ডাকযোগে পৌছে। তাঁর কাছে নির্দেশটি পৌছার পর তিনি এ হুকুম মান্য করা থেকে বিরত থাকেন। বরখাস্তের পর তিনি ১৫ দিন যাবত আল্-আদেলিয়ায় অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে আল্-আতাবাকীরায় চলে যান। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও আল্ আতাবাকীয়ার পাঠদান কর্মসূচি তার হাতে ন্যস্ত করা হয়। সুলতানের নায়েব শায়খ আল্ ইমাম আস্-সাহিদ বুরহানুদ্দীন আল্-কাযায়ীকে তলব করা হয় এবং তার কাছে বিচারপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, কিন্তু সুলতানের নায়েব তাকে এ পদগ্রহণ করার জন্য

বারবার অনুরোধ জানান। তিনিও বারবার অস্বীকার করেন এবং শেষ পর্যন্ত তার নিকট থেকে বের হয়ে যান। তখন নায়েব তার পিছনে তার মাদরাসায় গুপ্তচর প্রেরণ করেন। গুপ্তচরেরা কৌশলে তার কাছে প্রবেশ করে পদ গ্রহণের জন্যে তাকে অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি পদ গ্রহণ হতে বিরত থাকেন এবং নিজের অভিমতে অটল অবস্থান নেন। তার এ আত্মসম্মান বোধের জন্য আল্লাহ্ তাকে প্রতিদান প্রদান করুন। পরবর্তি জুমার দিন ডাক হরকরা আগমন করে এবং তাকে সিরিয়ার বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের সুসংবাদ প্রদান করে। এদিকে আল্-জামের পর্যবেক্ষক হিসেবে তাকীউদ্দীন সুলাইমান ইবন্ মারাজিলকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। তিনি মৃত বদরুদ্দীন ইবন্ হাদ্দাদের স্থলাভিষিক্ত হন। ইবন্ সারাজিল থেকে ছোট হাসপাতালের পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব বদরুদ্দীন ইবন্ আত্তারের জন্যে নিয়ে নেয়া হয়।

জুমাদাস সানিয়াহ মাসের ১৫ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে এশার সালাতের পর চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়। খতীব সাহেব চার সূরা দিয়ে চন্দ্র গ্রহণের সালাত আদায় করেন। সূরাগুলো হচ্ছে, কাফ, ইকতারাবাত, আল্-ওয়াকীয়াহ এবং ওয়াল্ কীয়ামাহ। অতঃপর তিনি এশার সালাত আদায় করেন। তারপর খুতবা পাঠ করেন। অতঃপর ফজরের সময় জনগণকে নিয়ে সালাতে ফজর আদায় করেন। অতঃপর তিনি ডাক হরকরার সাথে মিসর প্রত্যাগমন করেন। সুলতানের পক্ষ থেকে তাকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। কিছুদিন পর তাকে বিচারকের পদে আসীন করা হয়। অতঃপর তিনি সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। রজব মাসের ৫ তারিখ তিনি দামেস্কে প্রবেশ করেন। তিনি বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খতীব নিযুক্ত হন এবং তিনি আল আদেলিয়ায় ও আল গাযালীয়ায় পাঠদান করেন। এসব কাজ তিনি দক্ষতার সাথে সম্পাদন করে। তবে তাঁর থেকে আল্-আমানীয়ার দায়িত্ব নিয়ে নেয়া হয়। বায়তুল মালের রক্ষণাবেক্ষণসহ সেখানে পাঠ দান করেন জামালুদ্দীন ইবন্ কালাসী। সেনাবাহিনীর বিচারকের দায়িত্বও তার প্রতি অর্পণ করা হয়। প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয় জালালুদ্দীন আল্-কায্ভীনীকে।

এ বছরের রজব মাসের ২৫ তারিখ হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে মালিকুত তাকরুর কায়রোতে আগমন করেন। তিনি আল্-কারাফাহ অবতরণ করেন। তার সাথে ছিল পঞ্চিশ মাণ্ডলীয় বান্ধবী ও খিদমত কারিনী প্রায় বিশ হাজার মহিলা। তাদের সাথে ছিল বহু স্বর্ণ রৌপ্য। ফলে প্রতি মিশকাল স্বর্ণের দর দুই দিরহাম হ্রাস পেয়ে যায়। তাকে মালিকুল আশরাফ মুসা ইবন্ আবু বকর বলা হয়। তিনি ছিলেন সুন্দর অবয়বের অধিকারী স্বাস্থ্যবান যুবক। তাঁর ছিল একটি বিশাল রাজ্য, যার আয়তন ছিল তিন বছরের ভ্রমণপথ। একথাও প্রচলিত রয়েছে যে, তাঁর অধীনে রয়েছেন ২৪ জন রাজা বাদশাহ। আবার প্রত্যেক রাজার অধীনে রয়েছে অনেক সৈন্য-সামন্ত ও জনবল। তিনি যখন সুলতানকে সালাম করার জন্যে পাহাড়ী দুর্গে প্রবেশ করেন, তখন তাকে ভূপৃষ্ঠে চুম্বন করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়, কিন্তু তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। তখন সুলতান তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি সেখানে উপবেশন ও করেননি। তিনি সুলতানের সামনে থেকে বের হয়ে যান। তখন তার জন্যে ধূসর রংয়ের রেশমী বস্ত্রের তৈরি কোমরবন্ধ সহ একটি উত্তম ঘোড়া আনা হয় এবং তার যোগ্য বহু হাতীয়ার ও অস্ত্র দ্বারা তাকে সজ্জিত করা হয়। এ ছাড়াও তিনি সুলতানের কাছে বহু হাদীয়া প্রেরণ করেন। এগুলোর মধ্যে ৪০ হাজার

দীনার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর তিনি নায়েবের কাছে প্রায় ১০ হাজার দীনার ও বহু উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

শাবান ও রামাদান মাসে মিসরের নীল নদের পানি খুব বেশি বৃদ্ধি পায়। ১০০ বছর কিংবা তারও অধিক সময়ের মধ্যে এরূপ বৃদ্ধি আর কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। সাড়ে তিন মাস এ বাড়তি পানি অবস্থান করে। এ পানিতে বহু এলাকা ডুবে যায়, তবে তার উপকারিতা ক্ষতির চেয়ে বেশি প্রমাণিত হয়। শাবান মাসের ১৮ তারিখ বৃহস্পতিবার কাযী জালালুদ্দীন আল্ কাযভীনী বিচারকার্য পরিচালনায় দুজন নায়েব নিযুক্ত করতে চান, তারা হন ইউসুফ ইবন্ ইব্রাহীম ইবন্ জুমলাহ আল মুহাজ্জী আস-সালিহী। তাকে অবশ্য পরবর্তীতে কাযীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এ সম্বন্ধে পরে বর্ণনা করা হবে। অন্য জন হলেন মুহাম্মদ ইবন্ আলী ইবন্ ইব্রাহীম আল্ মিসরী। দুজনেই সেদিন বিচারকার্য সম্পাদন করেন। পরদিন ডাক হরকরা আগমন করে, তার সাথে ছিল শায়খ কামালুদ্দীন আয্-যামালকারীর জন্যে হালবের বিচার কার্যের নমুনা। রাজ্যের প্রশাসক তাকে তলব করেন এবং এ ব্যাপারে দায়িত্ব প্রদান করেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করা হতে বিরত থাকেন। অতঃপর নায়িব তাকে অনুরোধ করেন, পরে সুলতানও তাকে অনুরোধ করেন। রামাদানে ১২ তারিখ ডাক হরকরা সরকারী ফরমান নিয়ে হাযির হয়। এরপর হালা শহরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় এবং তা প্রলম্বিত হয়। ফলে শাওয়াল মাসের ১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে তাকে হালবের উদ্দেশ্যে বের হতে হয়। আর শাওয়াল মাসের ২৬ তারিখ মঙ্গলবার তিনি হালবে প্রবেশ করেন। তাকে সেখানে অতীব সম্মান দেখানো হয়। তিনি সেখানে পাঠ দান করেন। সেখানে অন্য সব শহর থেকে অধিক জ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করা হয়। জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ও উপকারিতা উক্ত শহরের বাসিন্দাদের অর্জন করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে সিরিয়াবাসীদের জন্যে সর্বোত্তম উঁচুমানের পাঠদান থেকে বঞ্চিত হয়ে আফসোস করা ব্যতীত তার অন্য কোন গত্যন্তর ছিল না। কবি শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আল্ হানাও তার সুদীর্ঘ কাসীদার প্রথম পংক্তিতে যা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

أَسِفْتُ لِفَقْدِكَ جَلَقَ الْفَيْحَاءِ وَتَبَاشَرَتْ بِقُدُوْمِكَ الشَّهْبَاءُ-

"অগ্নিস্ফুলিংএর চমকের ন্যায় তোমার অস্তিত্বকে হারিয়ে আমি আক্ষেপ করছি। আর তোমার শুভাগমনে হালব শহর আনন্দে নেচে উঠেছে।"

রামাদানের ১২ তারিখ আমীনুল মুলক (গভর্নর) মিসরের মন্ত্রীত্ব পদ থেকে বরখাস্ত হন এবং আলাউদ্দীন যুগল আল্ জামালী ওয়াযীর নিযুক্ত হন। তিনি সুলতানের গৃহশিক্ষক ছিলেন। রামাদানের শেষাংশে মালিক শামসুদ্দীন গাবরিয়ালকে কায়রোতে তলব করা হয় এবং তাকে সেখানের সরকারী কার্যালয়ে পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তিনি কারীমুদ্দীন সাগীরের স্থলাভিষিক্ত হন। উল্লেখিত কারীমুদ্দীন শাওয়াল মাসে দামেস্কে আগমন করেন এবং কাচা আইনের দারুল আদলে তিনি অবতরণ করেন। সাইফুদ্দীন কাদীদার মিসরের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি। অতঃপর তিনি রাস্তায় শরাব ঢেলে দেন, শুষ্ক তৃণলতা জ্বালিয়ে দেন এবং পরস্পরের সম্পর্ককে শক্ত করেন। ফলে কায়রো ও মিসরের অবস্থা স্থিতিশীল হয়। এ ব্যক্তিটি মিসর অবস্থানকালে ইবন্ তাইমিয়ার সঙ্গী ছিলেন।

রামাদান মাসে সুলতানের শহর আযবাক হতে আশ্ শায়খ নজমুদ্দীন আবদুর রহীম ইবনু শাহাম আল্ মুসিলী মিস্বরে আগমন করেন। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তার সাথে ছিল অসীয়তের একটি কিতাব। তিনি আয্-যাই আল্ বারানীয়ায় পাঠদান অব্যাহত রাখেন। এ পদ থেকে তাকে পদচ্যুত করেন জামালুদ্দীন ইবন্ আল্-কালান্সি। তিনি যুলহাজ্জ মাসের পহেলা তারিখ এ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আল্-জারুদীয়ায় পাঠদান করেন। শাওয়াল মাসের ৯ তারিখ হজ্জ কাফেলা বের হয়। তার আমীর ছিলেন কূকানজার আল্ মুহাম্মাদী, কাযী ছিলেন শিহাবুদ্দীন আয্-যাহিরী। হজ্জব্রত পালন করার জন্যে কাফেলায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন বুরহান উদ্দীন আল্-ফাসারী, তারারলুপের শাসনকর্তা শিহাবুদ্দীন কারতাঈ আন্-নাসিরী ও অন্যান্য। শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ সুলতান তার মাদরাসায় আন্-নাসিরীয়া ফকীহদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এ মাদরাসা প্রতি মাযহাবের ৩০ জন করে সদস্য ছিলেন। তিনি প্রতি মাযহাবের সদস্য ৫৪ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। তিনি সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের বেতনও বৃদ্ধি করেন। কারীমুদ্দীন আল্ কাবীর কোষাগারের ভিতরে আত্মহত্যা করেন। তিনি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তার গলায় রশি বেঁধে ছিলেন। আর তার দুই পায়ের নীচে ছিল একটি খাঁচা, তিনি দুই পায়ে খাঁচাটি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। তিনি উসওয়ান শহরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার জীবনী নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

যুল্কাদাহ মাসের ১৭ তারিখ দামেস্ক শহরকে সুলতানের রোগমুক্তি উপলক্ষে সজ্জিত করা হয়। এ রোগে সুলতান মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। যুল্কাদা মাসে জামালুদ্দীন ইবন্ আল্-কালান্সি আয্-যাহিরিয়া আল্-জাওয়ানীয়াতে পাঠ দান করেন। তিনি ইবন্ যামলাকানীর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি হালাবের বিচারপতির পদ অলংকৃত করার জন্যে সেখানে গমন করেন। কাযী কাযভীনী তাঁর কাছে হাযির হয়েছিলেন। এ মাসেই বাগদাদ থেকে আল্ মাওলা শামসুদ্দীন ইবন্ হাস-সানের কাছে একটি গোপন পত্র পৌঁছে, যার মধ্যে লেখা হয় যে, আল্ আমীর জূবান, আল্ আমীর মুহাম্মাদ হুসায়নাহকে একপাত্র শরাব দেন, যাতে তিনি তা পান করেন। কিন্তু তিনি তা থেকে শক্তভাবে বিরত থাকেন। তখন তিনি তাকে আবার অনুরোধ করেন এবং তাকে শপথ সহকারে অনুরোধ করেন। তখন তিনি আরো অধিক শক্তভাবে তা করতে অস্বীকার করেন। আমীর জুবান বলেন, যদি তুমি পান কর ভাল কথা, নচেৎ তোমাকে আমি ৩০ তুমান জরিমানা করব। তিনি উত্তরে বলেন : হ্যাঁ, আমি ৩০ তুমান জরিমানা দিতে রাযী আছি, তবুও শরাব পান করব না। তখন তিনি এ মর্মে নিজের বিরুদ্ধে একটি দলীল লিখে দিলেন এবং এখান থেকে বের হয়ে অন্য এক আমীরের কাছে গমন করেন, তাকে বলা হত বাক্তী। তিনি তার কাছে ৩০ তুমান ঋণ চান কিন্তু ১০ তুমান লাভ ব্যতীত তিনি ঋণ দিতে অস্বীকার করেন। ১০ তুমান লাভ দেয়ার চুক্তিতে তারা ঋণ লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর বাক্তী জুবানের নিকট দূত পাঠান এবং তাকে বলেন, তুমি হুসাইন থেকে যে সম্পদ দাবী করেছিলেন, তা আমার কাছে আছে। যদি তুমি হুকুম কর তাহলে আমি এটা পবিত্র কোষাগারে জমা করে দিতে পারি। আর যদি তুমি চাও, তাহলে সেনাবাহিনীর মধ্যে তা বণ্টন করে দিতে পারি। জুবান মুহাম্মাদ হুসাইনের কাছে লোক প্রেরণ করেন। লোকটি জুবানের কাছে মুহাম্মাদ হুসাইনকে হাযির করান। তিনি তাকে

বলেন, তুমি ৪০ তুমান লোকসান দিতে চাও, আর একপাত্র শরাব পান করছ না? তিনি বলেন : "হ্যাঁ" জুবান এতে অবাক হয়ে গেলেন এবং তার কাছে লিখিত দলীলটি ছিড়ে ফেলে দিলেন যা তিনি তার কাছে সংরক্ষণ করেছিলেন। জুবান তার সব কাজে হুসাইনের হুকুম মেনে চলার সংকল্পবদ্ধ হন। আর তার কাছে দাবী দাওয়া লেনদেন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। জুবান লেনদেনের অধিকাংশ ব্যাপার থেকে বিরত থাকার অভ্যাস গড়ে তোলেন। হুসাইনকে আল্লাহ্ রহম করুন।

এ বছরেই ইস্পাহানে ফিতনা দেখা দেয়। যার দরুন বাসিন্দাদের হাজার হাজার লোক নিহত হয় এবং কয়েকমাস যাবত তাদের মধ্যে এরূপ গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এ বছরে দামেস্কে দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এক বস্তা পণ্যের দাম ২২০ দীনারে পৌঁছেছিল। চরম খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। যদি আল্লাহ্ তা'আলা মিসর থেকে ইরাকী জনগণের জন্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য আরো কয়েক গুণ বেশি বৃদ্ধি পেত এবং অধিকাংশ লোকই মারা যেত। এ বছরের কয়েক মাসের জন্যে এরূপ অবস্থা বিরাজমান ছিল। ৭২৫ হিজরী সালে (১৩৪৭ খৃ.) বছরের মাঝামাঝি সময়ে খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ স্বাভাবিক হয় এবং মূল্যও সস্তা হয়ে যায়। আল্লাহ্র জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।.

এ বছর যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেছেন তাদের কয়েক জনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

মুহররম মাসের পহেলা তারিখ ইনতিকাল করেন

১. বদরুদ্দীন ইবন্ মাসদূহ ইবন্ আহমাদ আল্ হানাফী

তিনি হিজাম শরীফে কিলয়াতুর রুমের কাযী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন পুণ্যবান ব্যক্তি। তিনি কয়েকবার হজ্জব্রত পালন করেন। প্রায় সময় তিনি কিলয়াতুর রুম কিংবা বায়তুল মুকাদ্দাসের হেরেম থেকে ইহরাম বাঁধতেন। দামেস্কে তার গায়েবানা সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। শরফুদ্দীন ইবন্ আল্-ইয এবং শারফুদ্দীন ইবন্ নাজীহ এরও গায়েবানা সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। তারা সকলে ১৫ দিনের কম সময়ের মধ্যে হজ্জ থেকে ফেরার সময় হিজাযের রাস্তায় তিনি ইনতিকাল করেন। তারা সকলে শায়খ তাকী উদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার সাথী ছিলেন। আবার তারা সকলে ইবন্ নাজীহর এরূপ সৌভাগ্যবান মৃত্যুর ঈর্ষা করতেন। এ ব্যাপারে পূর্বে বর্ণনা রাখা হয়েছে। তাই আল্লাহ তাদেরকে এ ধরনের মৃত্যু প্রদান করেন। বস্তুতঃ তারা হজ্জের পর নেক আমল করার পশ্চাতে মৃত্যুবরণ করেন।

২. আল্-হুজ্জাতুল কাযীরাহ খোন্দা বিনত মাক্কীয়াহ

তিনি মালিক আন্-নাসিরের স্ত্রী ছিলেন। তিনি পূর্বে তার ভাই মালিক আশরাফের স্ত্রী ছিলেন। অতঃপর আন্-নাসির তাকে ছেড়ে দেন এবং দুর্গ থেকে বের করে দেন। তার জানাযা ছিল জনবহুল। তিনি যেই কবরস্থানের কাছে লালিত পালিত হন সেই কবরস্থানে সমাহিত হন।

৩. আশ্-শায়খ মুহাম্মাদ ইবন্ জাফর ইবন্ ফারউশ

তাকে আল্-লুবাদও বলা হতো। আর তিনি আল্-মুয়াল্লাহ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় ৪০ বছর যাবত জামে' মসজিদে জনগণকে কুরআন পড়াতেন। বর্ণনাকারী বলেন,

আমিও তার কাছে কিরাতের কিছু অংশ অধ্যয়ন করেছি। তিনি ছেলেমেয়েদেরকে 'রা'-এর জটিল বিষয়সমূহ শিক্ষা দিতেন। তিনি 'রা' এর ন্যায় সুদৃঢ় অক্ষরগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করতেন। তিনি পার্থিব জগতে স্বল্পে তুষ্ট থাকতেন। তিনি কোন কিছু সঞ্চয় করতেন না। বসবাসের জন্য তার কোন ঘর ছিল না কিংবা কোন কোষাগারও ছিল না। তিনি বাজারে খাওয়া দাওয়া করতেন এবং জামে মসজিদে ঘুমাতেন। সফর মাসের পহেলা তারিখ তিনি ইন্‌তিকাল করেন। তিনি ৭০ বছর অতিক্রম করেছিলেন। বাবুল ফারা দ্বীপে তাকে দাফন করা হয়।

৪. আশ্-শায়খ আয়ুব আস-সাউদী

তিনি প্রায় একশ বছরে পৌঁছেছিলেন। তিনি আশ্ শায়খ আবুস সাউদকে পেয়েছেন। তার জানাযা হয়েছিল জুমার দিন। আল্-কারাফাহতে অবস্থিত তার শায়খের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। প্রধান বিচারপতি তাকী উদ্দীন আস্-সাবুকী তার জীবনকালে আস্-সাউদী থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। আস্-শায়খ আবু বকর আর-রাহবী উল্লেখ করেন যে, কায়রোতে তার সালাতে জানাযার ন্যায় তিনি আর সেখানে কারো সালাতে জানাযায় এত ভিড় দেখেননি। তিনি সেখানে বাস করতেন। আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন।

৫. আশ্-শায়খ আল্ ইমাম আয যাহিদ নুরুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল হাসান আলী ইবন্ ইয়াকুব ইবন্ জিবরীল আল্-বাকরী আশ-শাফিয়ী। তাঁর প্রণীত বহু গ্রন্থ ছিল। তিনি বিন্‌তুল্ মানজা মহিলা মন্ত্রীর কাছে আশ্-শাফিয়ী মাসনাদ অধিগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি মিসরে অবস্থান করেন। তিনি শায়খুল ইসলাম ইবন্ তাইমিয়াহ এর বিরোধীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কোন এক সরকার তাকে হত্যা করার ইচ্ছে পোষণ করে, তখন তিনি পালিয়ে যান এবং তারই কাছে আত্মগোপন করে থাকেন। আর ঐ সময় ইবন্ তাইমিয়াহ মিসরে অবস্থান করছিলেন। তার উপমা ছিল এমন একটি দুর্বল্ পায়ের নলীর ন্যায়, যা একটি বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাগরকে লাথি মারার চেষ্টা করছে, অথবা এমন একটি ধুলা কণার ন্যায়, যা একটি পাহাড় ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তাকে নিয়ে বুদ্ধিজীবিরা উপহাস করতো, সুলতান তাকে হত্যা করার মনস্থ করেছিলেন, তবে তার সম্বন্ধে কোন একজন আমীর সুপারিশ করেছিলেন। অতঃপর আবারো একবার তিনি সরকারী রোষানলে পতিত হয়েছিলেন, তখন তাকে কায়রো থেকে এমন একটি শহরে নির্বাসন দেয়া হয়, যার নাম ছিল দারুত। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেছিলেন। তিনি রবীউস সানী মাসের ৭ তারিখ সোমবার সেখানে ইনতিকাল করেন। তাকে আল্ কারাফাহতে দাফন করা হয়। তার সালাতে জানাযা খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু দিনটি কোন শুক্রবার ছিল না। ইবন্ তাইমিয়াহ এর প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট থাকায় তাঁর উস্তাদও তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাকে বলতেন তুমি ভাল করে কথা বার্তা বলতে পার না?

৬. আশ্-শায়খ মুহাম্মাদ আল্ বাজির বাকী

তিনি বিভ্রান্তিতে পতিত আল্-বাজির বাকীয়া সম্প্রদায়ের একজন সদস্য ছিলেন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর পবিত্র গুণাবলীর অস্বীকারকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তার

পিতা জামালুদ্দীন ইবন্ আবদুর রহীম ইবন্ উমার আল্ মুসিলী একজন সৎলোক ছিলেন। তিনি শাফিয়ী উলামার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি দামেস্কের বিভিন্ন জায়গায় পাঠদান করতেন। তার এ সন্তানটি ফকীহদের মাঝে লালিত পালিত হোক এবং কোন কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকুক, এ ছিল তার প্রত্যাশা। অতঃপর তিনি একটি নির্দিষ্ট পথে চলেন এবং এমন এক দলের সংস্পর্শে আসেন, যারা তার বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা তার সাথে দেখা সাক্ষাত করতেন এবং তার নিয়মানুযায়ী তারা তার খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন। আর অন্যরা তাকে বুঝতে না। অতঃপর মালিকী মাযহাবের কাযী তাকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন তিনি পূর্বাঞ্চলে পালিয়ে যান। অতঃপর তিনি তার ও তার সাক্ষীদের মাঝে বিদ্যমান শত্রুতা প্রমাণ করেন, তখন এক হাম্বলী কাযী তার হত্যার হুকুম বাতিল করে দেন। তিনি তার মৃত্যু পর্যন্ত বেশ কয়েক বছর আল্-কানুনে অবস্থান করেন। তিনি রবীউস সানী মাসের ১৬ তারিখ বুধবার রাতে ইন্তিকাল করেন। তাকে কাসীয়ুনের কিনারায় "মাগরাতুদ দামের" রক্তের গুহার নীচে পাহাড়ের পাদদেশে একটি গম্বুজে দাফন করা হয়। তার বয়স ছিল ৬০ বছর।

৭. আশ্-শায়খ কাযী আবু যাকারীয়া

তাঁর পুর্ণ নাম ছিল আবূযাকারীয়াহ মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবন্ আল্ ফাযিল জামালুদ্দীন ইসহাক ইবন্ খালীল ইবন্ ফারিস আশ্ শায়বানী আশ্-শাফিয়ী। তিনি আল্লামা আন্-নারুবী সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেন এবং ইবনু মুকাদ্দাসীর আনুগত্য করেন। তিনি যারয়া ও অন্যান্য জায়গায় শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি দামেস্কে অবস্থান করেন এবং জামে মসজিদের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আস্-সারিমীয়াহতে পাঠদান করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত কয়েকটি মাদরাসায় বারবার পাঠদান করেন। তিনি রবীউস সানী মাসের শেষের দিকে ইন্তিকাল করেন। তাকে কাসিয়ুনে দাফন করা হয়। তিনি প্রায় ৮০ বছরে পৌঁছেছিলেন। তাঁর প্রতি মহান আল্লাহ্ রহম করুন। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শাস্ত্র শ্রবণ করেন। 'আল্লামা আয্-যাহাবী তাঁর থেকে ইলম অর্জন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাঁর কাছে দারাকুত্নী ও অন্যান্য হাদীসের কিতাব অধ্যয়ন করেছি।

৮. জামির খতীব আল্ ফাকীহ আস্-সদর আল্-ইমাম আল্-আলিম

তাঁর পুর্ণ নাম ছিল আবু আবদুল্লাহ বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ উছমান ইব্ন ইউসুফ ইবন্ মুহাম্মাদ ইব্ন হাদ্দাদ আল্ আমাদী আল্ হাম্বলী। তিনি হাদীস শাস্ত্র শুনেন এবং অধ্যয়ন করেন। তিনি ইমাম আহমাদের মাযহাব সম্পর্কে ক্রোধ সংবরণ করেন এবং ইবন্ হামাদান ও তার শরাহ এর উপর কয়েক বছরে পান্ডিত্য অর্জন করেন। অন্যদিকে ইবন্ হামাদান মুহাম্মাদ ইব্ন উছমানের ব্যক্তিত্ব, মেধা ও মননের প্রশংসা করতেন। অতঃপর তিনি রচনাবলীতে মনোযোগ দেন এবং হালবের আমীর কারাসানুকারের খিদমতে নিয়োজিত হন। তখন তিনি তাকে ওয়াকফ এস্টেটের পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেন। তাকে হালবের সবচেয়ে বড় জামে মসজিদের খতীব নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি যখন দামেস্কে গমন করেন, তাকে তখন জামে উমোভীর খতীবের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সেখানে তিনি ৪২ দিন যাবত খতীব ছিলেন। অতঃপর সেখানে

জালালুদ্দীন আল্-কাযভীনীকে পুনর্বহাল করা হয়। অতঃপর তাকে হাসপাতালের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তার পর মূল্য নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব দেয়া হয় তাকে। এরপর তাকে জামে উমোভীর পর্যবেক্ষক করা হয়। আবার কোন এক সময়ের জন্যে তাকে হাম্বলীদের বিচারকের দায়িত্ব পালনের জন্যে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর তিনি জুমাদাস সানিয়াহ মাসের ৭ তারিখ বুধবার রাতে ইনতিকাল করেন। তাকে বাবুস সাগীরে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি রহমত নাযিল করুন।

৯. উপকারী ও সফল লেখক কুতুব উদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আহমাদ ইবন্ মুফাদ্দাল ইবন্ ফাদলুল্লাহ আল্ মিসরী। তিনি তানকুযের লেখক মহিউদ্দীনের ভাই ছিলেন। তিনি মারিক আলামুদ্দীনের পিতা ছিলেন। তিনি লেখনীতে ছিলেন খুবই ওয়াকিফহাল। তার ভাইয়ের পর তিনি ওয়াকফ এস্টেটগুলোর তহশীলদার ছিলেন। তিনি তার ভাই থেকে বয়সে বড় ছিলেন। তিনিই তাকে লেখনী ও অন্যান্য পেশা শিক্ষা দেন। তিনি রজব মাসের ২ তারিখ সোমবার রাতে ইনতিকাল করেন। তার মৃত্যুতে পৃথক পৃথক বিভাগে শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছিল। তিনি ওয়াকফ এস্টেটের কাজে জড়িত ছিলেন।

১০. আল্ আমীরুল কাযীর মালিকুল আরব

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ ঈসা ইবন্ মাহ্না। মাহনার ভাই বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি রজব মাসের ৭ তারিখ শনিবার সালামীয়াহতে ইন্তিকাল করেন। তিনি ৬০ বছর পর অতিক্রম করেছিলেন। তিনি সুন্দর অবয়ব ও সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন শ্রমিক ছিলেন এবং আধ্যাত্মিকতার পথে বিশেষ স্তর লাভকারী ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। এ মাসেই তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দামেস্কে পৌছে।

১১. বড় ওয়াসীর 'আলী শাহ ইবন্ আবু বকর আত-তাবরীযী

সা'দুদ্দীন আশ্-শারীর হত্যার পর তিনি আবূ সায়ীদের ওয়াসীর ছিলেন। তিনি ছিলেন সম্মানিত ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। তার মধ্যে ছিল দ্বীনদারী ও কল্যাণকামীতা। মৃত্যুর পর তার লাশ তাবরীযে নেয়া হয় এবং গত মাসে অর্থাৎ জুমাদাস সানিয়াহ মাসে তাকে তথায় দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

১২. আল্-আমীর সাইফুদ্দীন বাক্তুমির

তিনি বিভিন্ন শহরে ক্রীতদাস সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ও ওয়াকফ এস্টেটের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। সুলবে অবস্থিত মাদরাসায় তিনি পাঠদান করেন। মাদরাসায় আবু উমার ও অন্যান্য মাদরাসায় তিনি পাঠদান করেন। তিনি রামাদান মাসের ৫ তারিখ আল্-ইসকান্দারিয়াহ এর শাসনকর্তা থাকা অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

১৩. আবু আবদুল্লাহ শরফুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ আশ্ শায়খ আল্-ইমামুল আল্লামা যাইনুদ্দীন ইবন্ আল্-মানজা ইবন্ উসমান ইবন্ আস্ওয়াদ ইবন্ আল্-মানজা আততানূখী আল্-হাম্বলী। তিনি প্রধান

বিচারপতি আলাউদ্দীনের ভাই ছিলেন। তিনি হাদীস শাস্ত্র শ্রবণ করেন, পাঠদান করেন এবং ফাতাওয়া প্রদান করেন। তিনি আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়াহ-এর সংস্পর্শে ছিলেন। তার মধ্যে ছিল দ্বীনদারী, বন্ধুত্ব, দয়া মায়া ও উপদেশ প্রদানের ন্যায় বহু হক বা অধিকার, তিনি শাওয়াল মাসের ৪ তারিখ সোমবার রাতে ইন্তিকাল করেন। তার জন্ম হয়েছিল ৬৭৫ হিজরী সাল মুতাবিক ১২৭৯ খৃ.। তাকে সালিহীয়াতে অবস্থিত তাদের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

১৪. আশ্-শায়খ হাসান আল্ কুরদী আল্-মুল্লাহ

তিনি নাপাক বস্তু ও আবর্জনার সাথে থাকতেন, খালি পায়ে চলাফেরা করতেন। প্রায় সময় অর্থহীন কথাবার্তা বলতেন, যা অদৃশ্য বাণীর মত মনে হত। বহুলোক তাকে বিশ্বাস করতো। বিভ্রান্ত ও মূর্খ লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। এ বছরের শাওয়াল মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৫. সুলতানের ওয়াকীল করিমুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবদুল কারীম ইবন্ আল্ আলাম হাব্বাতুল্লাহ আল্ মুসলমানী। তুর্কী সরকারের আমলে সুলতানের কাছে তার যেরূপ ধন সম্পদ বিশেষ মানমর্যাদা ও অগ্রগামীতা অর্জিত হয়েছিল, অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তিনি দামেস্কে অবস্থিত দুইটি জামে মসজিদ আল্লাহর নামে ওয়াকফ করে দেন। একটি হলো জামে আল্ কাবীবাত। মসজিদের দরজা বরাবর একটি বিরাট হাউজ তৈরী করেন। তিনি পঞ্চাশ হাজার দীনার ব্যয়ে পানির একটি নহর খরিদ করে দেন। জনগণ এর দ্বারা খুবই উপকৃত হন। আর এতে তারা খুব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। দ্বিতীয়টি হলো আল্ কাবুনে অবস্থিত আল্ জামে। তিনি বহু সাদাকাহ ও দান খয়রাত করেন। তার থেকে আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো কবুল করুন ও তাকে ক্ষমা করুন। তিনি তার শেষ জীবনে গ্রেফতার হন। তার সমস্ত সহায় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাকে আস্-শাওভীতে নির্বাসন দেয়া হয়। অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস এবং পরে আস সায়ীদে দেশান্তর করা হয়। তিনি তথায় আত্মহত্যা করেন। কেউ কেউ বলেন ; তিনি আসওয়ান শহরে নিজের পাগড়ীর সাহায্যে আত্মহত্যা করেন। এ তারিখটি ছিল শাওয়াল মাসের ২৩ তারিখ। তিনি সুন্দর অবয়ব ও পরিপূর্ণ সৌষ্ঠব দেহের অধিকারী ছিলেন। মৃত্যুর পর তার কাছে পুঞ্জীভূত বহু ধন সম্পদ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

১৬. আশ্-শায়খ আল্ ইমাম আল্ আলিম আলাউদ্দীন

তার পূর্ণ নাম ছিল আলী ইবন্ ইব্রাহীম ইবন্ দাউদ ইবন্ সুলাইমান ইবন্ আল্-আত্তার। তিনি দারুল হাদীস আন্-নূরীয়ার শায়খ ছিলেন এবং জামিয়া গাওসীয়ার শিক্ষক ছিলেন। তিনি ৬৫৪ হিজরী সাল মুতাবিক ১২৭ খৃ. এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্র শ্রবণ করেন এবং আশ্শায়খ মহিউদ্দীন আন্-নাবাভী সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। আর এতে তিনি এতই মনোযোগী ছিলেন যে, তাকে মুখতাসারুন নাবাভী বলা হতো। তার রয়েছে বহু উপকারী গ্রন্থ

রচনা, বিচিত্র বিষয়ে গ্রন্থরাজি এবং সহায়সম্পদ বন্টন সম্পর্কিত গ্রন্থরাজি। তিনি ৬৯৪ হিজরী সাল থেকে ৭২৪ হিজরী সাল পর্যন্ত ৩০ বছর যাবত জামিয়া নূরীয়ায় হাদীস পাঠদানের দায়িত্ব পালন করেন। এ বছরের যুল্‌হাজ্জ মাসের পহেলা তারিখ সোমবার তিনি ইন্‌তিকাল করেন। তাঁর পরে আন্‌-নূরীয়ায় পাঠ দান করেন আলমুদ্দীন আল্‌-বারযালী। তাঁর পরে গাউসীয়াতে দায়িত্ব পালন করেন শিহাবুদ্দীন ইবন্‌ হারযুল্লাহ। জামেতে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং কাসীয়ুনে তাকে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন। মহা পবিত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা অধিক পরিজ্ঞাত।

৭২৫ হিজরী সাল (১৩৪৭ খৃ.)

মুহররমের চাঁদ উঠে, দিনটি ছিল বুধবার। বিভিন্ন শহরের প্রশাসকগণ নিজ নিজ পদে বহাল রয়েছেন। এ বছরের সফর মাসের ৫ তারিখ হজ্জ থেকে ফেরত আসার পথে বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করার পর আশ-শায়খ শামসুদ্দীন মাহমুদ আল্‌-ইস্পাহানী দামেস্কে আগমন করেন। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর রচিত অনেকগুলো রয়েছে পুস্তক। এগুলো হচ্ছে : শরহে মুখ্‌তাসার ইবন্‌ হাজিব, শরহুল জাভীদ ইত্যাদি। অতঃপর তিনি আল্‌-হাজিবীয়াহের শরাহ করেন। তিনি মিসরে ফিরে আসার পর তাফসীর সংকলন করেন। যখন তিনি দামেস্কে আগমন করেন তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং ছাত্ররা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাযী জালালুদ্দীন আল্‌ কাযভীনীর কাছে তিনি ছিলেন সম্মানের পাত্র। অতঃপর তিনি সবকিছু ছেড়ে আশ্‌-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্‌ তাইমিয়ার কাছে যাওয়া আসা করতে লাগলেন। তার রচিত গ্রন্থাবলি থেকে তার কাছে শুনতে লাগলেন। আর কালাম পন্থীদেরকে তার দেয়া জবাব সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। তিনি বেশ কয়েক বার তার সংস্পর্শে থাকেন। যখন আশ্‌-শায়খ তাকীউদ্দীন ইনতিকাল করেন তখন তিনি মিসরে চলে যান এবং তাফসীর সংকলন শুরু করেন।

রবীউল আউয়াল মাসে সুলতানের চাচা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে তাকে দমনার্থে সুলতান ইয়ামানে খরচ করার জন্যে প্রায় পাঁচ হাজার দীনার বরাদ্দ করেন। হাজীদের বহু সদস্য বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আশ্‌-শায়খ ফখরুদ্দীন আন্‌-নাভীরী। এ বছরে শিহাবুদ্দীন ইবন্‌ মারিউল বালাবাক্কী মিসরে জনগণের বিরুদ্ধে আশ্‌-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্‌ তাইমিয়াহ এর ভঙ্গিমায় কথা বলা থেকে বিরত থাকেন। মালিকী মাযহাবের কাযী তাকে দাবীর মুখে এ কাজ করতে বাধ্য করেন। উল্লেখিত ব্যক্তি সুলতানের সামনে উপস্থিত হন এবং একদল আমীর তার প্রশংসা করেন। অতঃপর তিনি তার পরিবারকে নিয়ে সিরিয়া ভ্রমণ করেন এবং বিলাদে আল খালীল নামক স্থানে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলোর দিকে রওয়ানা হয়ে যান এবং খানজার ওমারদীন এবং এ দুই শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান নেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি জনগণের সাথে কথা বলেন এবং তাদেরকে নসীহত করেন। মহান আল্লাহ তার প্রতি রহমত নাযিল করুন। অচিরেই তার বর্ণনা আসবে।

রবীউস সানী মাসে সিরিয়ার প্রশাসক মিসর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাকে সুলতান ও আমীরগণ সম্মান করেন। জুমাদাল উলা মাসে মিসরে অত্যাধিক বৃষ্টিপাত হয়। এরূপ প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত আর কখনো দেখা যায়নি, ফলে, নীল নদের পানি চার আঙুল পরিমাণ বেড়ে যায় এবং কিছুদিন যাবত এরূপ পরিবর্তিত অবস্থা বিরাজ করে। এ মাসেই বাগদাদে দাজলার পানি বেড়ে যায়, ফলে বাগদাদের আশ-পাশের এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায়। জনগণ ৬ দিন যাবত গৃহবন্দী থাকে। তারা ঘরের দরজা খুলতে পারেনি। তারা সাগরের মধ্যে নৌকার ন্যায় অবস্থান করতে থাকে। বহু কৃষক ও অন্যান্য পেশার লোকজন ডুবে মারা যায়। জনগণের কি পরিমাণ মালপত্র ও ধন সম্পদ বিনষ্ট হয়, তার পরিমাণ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। শহরবাসীরা একে অন্যের থেকে বিদায় গ্রহণ করে এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তারা আল্লাহর কালাম অতিশয় ভক্তি সহকারে তাদের মাথায় তুলে নেয়, এমনকি বিচারক ও আমীরগণও এরূপ কাজ করেন। এটা ছিল একটি বিস্ময়কর ঘটনা। অতঃপর আল্লাহ তাদের উপর দয়া করেন। পানি থেমে যায় এবং হ্রাস পেতে শুরু করে। জনগণ তাদের পূর্বেকার বৈধ ও অবৈধ পেশায় ফিরে আসে। কেউ কেউ উল্লেখ করেন, দাজলার পশ্চিম তীরে প্রায় ৬ হাজার ৬ শতটি বাড়ী ডুবে যায়, যা ১০ বছরেও পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে না।

জমাদিউস সানী মাসের প্রথম দিকে সুলতান খানকাহ সারইয়াকূস জয় করেন। যেটাকে খালীজা তৈরি করেন, পরিচালনা করেন এবং তার কাছে একটি মহল্লার প্রবর্তন করেন। সুলতান এটায় উপস্থিত হন এবং তাঁর সাথে বিচারকগণ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, আমীরগণ ও অন্যান্যরাও তথায় উপস্থিত হন। মজদুদ্দীন আল্ আক-সারাইকে খানকাহর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। সুলতান তথায় একটি বড় ওয়ালীমাহ বা বৌভাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তিনি প্রধান বিচারপতি ইবন্ জামায়াতের কাছে বিশটি হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর পুত্র ইয্যুদ্দীন সরকারী কর্মকর্তাদের সমীপে হাদীসগুলো পড়ে শুনান। সরকারী কর্মকর্তাদের শায়খ আল্ কুনূভী ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। কাযী ইযযুদ্দীনকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। সকলে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন এবং তাকে সম্মানের সাথে বসানো হয়। তাঁর পিতা ইবন্ জামায়তকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। এভাবে 'আল্লামা মালিকী, শায়খদের শায়খ, মজদুদ্দীন আল্-আকসারাই, উল্লেখিত খানকাহ এর শায়খ ও অন্যান্যদেরও উপঢৌকন প্রদান করা হয়। রজব মাসের ১৪ তারিখ বুধবার বাকীয়াতুল মানসূরীয়াহতে হাদীসের পাঠদান করেন আশ্-শায়খ যাইনুদ্দীন ইবন্ আল কাত্তানী আদ-দামেস্কী। দায়িত্ব প্রদানকারী হচ্ছেন আল কুরকির প্রশাসক এবং আরগূণ। জনগণ তার কাছে হাযির হন। তিনি ছিলেন একজন উত্তম ফকীহ। তবে হাদীস শাস্ত্র তার কোন বিষয়ও ছিল না। এবং হাদীস শাস্ত্রের প্রতি তার কোন নেশাও ছিল না।

রজব মাসের শেষের দিকে আশ্-শায়খ যাইনুদ্দীন ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ আল্-মারহান আশ্-শামীয়াতুল বারানিয়াতে দারস দেয়ার জন্যে মিসর থেকে আগমন করেন। দারস প্রদানের দায়িত্ব ছিল ইবন্ সামালকানীর হাতে। অতঃপর এটা হালবের ইখতিয়ারে দেয়া হয়। সুতরাং তিনি তথায় শাবানের ৫ তারিখ পাঠ প্রদান করেন। আর সেখানে কাযী আশ্-শাফিয়ী ও আলিমদের একটি দল উপস্থিত হন। রজব মাসের শেষের দিকে কাযী ইয্যুদ্দীন ইবন্ বদরুদ্দীন

ইবন্ জামায়াত মিসর থেকে আগমন করেন। তার সাথে ছিলেন তার সন্তান। আর হাদীসগুলোর জন্যে তার সঙ্গী ছিলেন আশ্-শায়খ জামালুদ্দীন আদ্-দিমইয়াতীর এক দল ছাত্র। তিনি নিজে পড়লেন এবং জনগণও তার উদ্দেশ্যে পড়লেন। তারা তার হুকুমের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্ণনা কারী বলেন : "আমরাও তাদের সাথে তাঁর কাছে কিরাতের বহু কিছু অধ্যয়ন করলাম। তারা যা পড়লেন এবং আমরা যা শুনলাম তার জন্যে আমাদের সকলকে আল্লাহ পূণ্য দান করুন। শাওয়াল মাসের ১২ তারিখ বুধবার আশ্-শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ আল ইস্পাহানী, রাওয়াহিয়াতে ইবনুস যামালকানী হালব চলে যাওয়ার পর দারস দান করেন। তার কাছে বিচারকগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হাযির হন। তাদের মধ্যে ছিলেন শায়খুল ইসলা ইবন্ তাইমিয়াহ। আম (عام) যখন (خاص) খাস হয়ে যায়, তখন তার হুকুম কী? এ নিয়ে সেদিন বহস হয়। আবার নাফীর পরে যদি ইসতিসনা হয়, তাহলে তার হুকুম কী? এ নিয়েও আলোচনা হয়। মতবিরোধ দেখা দেয় এবং এ ব্যাপারে বৈঠকে আলোচনা অতি দীর্ঘ আকার ধারণ করে। আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন যেকথা বললেন, তাতে উপস্থিত জনতা বিস্ময় প্রকাশ করে। ঈদুল ফিতরের সালাত ঈদের দিন যুহরের কাছাকাছি এসে যায়। যখন ঈদের সালাত আদায় করার সময় চলে যায়, তখন হাসি খুশী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। খতীব ঈদের সালাত পরদিন জামে' মসজিদে আদায় করেন। জনগণ ঈদগাহে বের হননি। জনগণ মুয়াযযিনদের উপর রাগ করেন। তাদের কাউকে কাউকে গ্রেফতার করা হয়। শাওয়ালের ১০ (দশম) দিনে হজ্জ কাফেলা বের হয়। কাফেলার আমীর ছিলেন, জালালুদ্দিন ইবন্ আইবাক আত তাভীল। উক্ত কাফেলায় সালাহুদ্দীন ইবন্ আওহাদও উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন আল মানকূরসী। তার কাযী ছিলেন শিহাবুদ্দীন আয্-যাহির। শাওয়াল মাসের ১৭ তারিখ কাসীয়ুনের সাথে রাবাতুন নাসিয়ীতে হুসামুদ্দীন আল্-কাযভীনী দারস প্রদান করেন। তিনি তারাবলুসের কাযী ছিলেন। জামালুদ্দীন ইবন্ আশ্-শারীশিনী তাকে মাশরুরীয়ায় দারস প্রদান করার জন্য উৎসাহ দেন। তার জন্য অবশ্য আমরাভীয়া ওয়াহিরিয়ায় দারস দান করার মঞ্জুরী এসেছিল। তখন প্রধান বিচারপতি জামালুদ্দীনের সাথে তার দুই নায়িব ইবন্ জুমলা এবং আল্-ফাখর আল্ মিসরী তার রাস্তায় দাঁড়িয়ে যায়। তিনি তার জন্যে এবং কামালুদ্দীন ইবন্ আশ্-শীয়াসীর জন্যে একটি মজলিশ আহ্বান করেন, আর তার সাথে আশ-শামীয়া আল বারানীয়ায় দারস প্রদানের মুঞ্জরী ছিল, তাদের দুইজনের ক্ষেত্রে মঞ্জুরীটি বাতিল করেন। কেননা তারা দুজনে মজলিসে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেনি। সুতরাং দুইটি মাদরাসায় আল্ আয়রাভীয়া ও আশ-শামীয়া ইবন্ মারহালের জন্যে নির্ধারিত হয়ে যায় যেমন আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। আল্-মাসরুরীয়াতে আল্ কাযভীনীকে সম্মান দেখানো হয়। তিনি ইবন্ শারীসিনীকে রাবাতে আন্-নাসিরীতে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে এ দিন দারস প্রদান করেন। কাযী জালালুদ্দীন তার কাছে উপস্থিত ছিলেন। কাযভীনীর পরে মাশরুরীয়াতে ইবন্ শারীসিনি দারস প্রদান করেন। তার কাছেও লোকজন উপস্থিত হন। এ মাসেই পূর্বে প্রেরিত ইয়ামানী অভিযানটি অভিযান শেষে ফেরত আসে। তবে সদস্যদের মধ্য হতে বহু গুলাম ও অন্যান্যদের থেকে বহুলোক হারিয়ে যায়। তাদের সাথে খারাপ আচরণের দায়ে তাদের বড় উদ্যোগী ব্যক্তি রুকনুদ্দীন বাইবারাসকে বন্দী করা হয়।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. আশ্-শায়খ ইব্রাহীম আস-সাবাহ

তার পূর্ণ নাম ছিল ইব্রাহীম ইবন্ মুনীর আল্-বালাবাক্কী। তিনি সৎকাজের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন এবং মাসেনাহ আশ্শারকীয়ায় অবস্থান করতেন। মুহাররামের পহেলা তারিখ বুধবার রাতে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়। তার সালাতে জানাযায় ছিল প্রচণ্ড ভীড়। জনগণ তাকে আঙুলের মাথায় বহন করেছিল। তিনি আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়া মজলিসের ভক্ত ছিলেন।

২. ইব্রাহীম আল্-মুল্লাহ

তিনি পূর্ব দরজার বাইরে কুমামাইনে অবস্থান করার ফলে তাকে আল্ কুমাইনী বলা হতো। কখনও কখনও কোন লোক তাকে প্রকাশ্য শরীয়তের কথা বলত। এতদসত্ত্বেও তিনি সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কোন এক সময় আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়াহ তাকে ডেকে কাছে নিয়ে আসেন এবং সালাত পরিত্যাগ ও আবর্জনায় নিজেকে কদর্য করার অপরাধের জন্যে প্রহার করেন। নারী ও পুরুষগণ আবর্জনাময় জায়গায় তার চতুর্দিকে ঘেরাও করে থাকত। এ মাসেই তিনি প্রৌঢ় বয়সে ইন্তিকাল করেন।

৩. আশ্-শায়খ আফীফুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ 'উমার ইবন্ 'উসমান ইবন্ উমার আস্-শাকলী, এর পর আদ্ দামেস্কী। তিনি প্রধান মসজিদের ইমাম ছিলেন। ইবন্ সালাহ থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি। তিনি সুনানু আল্-বায়হাকীর কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরাও তার থেকে বায়হাকীর কিছু অংশ শ্রবণ করেছি। তিনি সফর মাসে ইন্তিকাল করেন।

৪. আশ্-শায়খ আস্ সালিহ্ আল-আবিদ, আয-যাহিদ আন নাশির

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন্ মূসা ইবন্ আহমাদ আল্-জাযরী। তিনি দামেস্কের জামে' মসজিদের আবু বকরের মিহরাবে অবস্থান করতেন। তিনি কল্যাণকামী, বরকতময় প্রবীণ নেককারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন শান্তি ও সম্মানের প্রতীক। তিনি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর ছিল উত্তম হৃদয়ঙ্গমের ক্ষমতা ও উত্তম বিবেক বিবেচনা। তিনি আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার মজলিসসমূহে রীতিমত যারা উপস্থিত থাকতেন, তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তিনি তাঁর বাণীসমূহ বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করতেন এবং যেসব বাণী প্রবীণ ফিকাহবিদগণ বুঝতে অক্ষম ছিলেন, তিনি তা বুঝে নিতেন। তিনি সফর মাসের ২৬ তারিখ সোমবার দিন ইন্তিকাল করেন। জামে' মসজিদে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং বাবুস সগীরে তাকে সমাহিত করা হয়। তাঁর সালাতে জানাযায় প্রচণ্ড ভীড় ছিল।

৫. আশ্ শায়খ আস সালিহ আল্ কাবীর আল্-মুয়াম্মার

তিনি একজন নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হলেন তাকীউদ্দীন ইবন্ সায়িগ আল্ মুক্রী আল্-মিসরী আশ্-শাফিয়ী। প্রবীণদের মধ্যে যারা জীবিত রয়েছেন, তাদের মধ্যে তিনি হলেন সর্বশেষ ব্যক্তি। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল্ আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ আবদুল খালিক ইবন্ 'আলী ইবন্ সালিম ইবন্ মাক্কী। তিনি সফর মাসে ইনতিকাল করেন। তাকে আল্-কারাফাহতে দাফন করা হয়। তার সালাতে জানাযায় ছিল খুব ভীড়। তিনি নব্বই বছরের নিকটে পৌছেছিলেন। একাধিক ব্যক্তি তার কাছে কিরাত অধ্যয়ন করেছেন। যাদের আয়ু দীর্ঘ হয়েছিল এবং যাদের আমল উত্তম প্রমাণ হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন তিনি।

৬. আশ্-শায়খ আল্ ইমাম সদরুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু যাকারীয়া ইয়াহ্ইয়া ইবন্ আলী ইবন্ তামাম ইবন্ মুসা আল্-আনসারী আস্-সারুকী আশ্-শাফিয়ী। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন আর উসূল ও ফিকাহ সম্পর্কে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি সাইফিয়ায় পাঠদান করেন। তারপর তার ভাইয়ের পুত্র তাকীউদ্দীন আস্ সাবুকী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপর তিনি সিরিয়ার বিচার কার্য সম্পাদন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৭. আস্-শিহাব মাহমুদ

তিনি ছিলেন আস্ সাদরুল কাবীর আশ্-শায়খ আল্ ইমাম আল্-আলিম আল্ আল্লামা। তিনি ছিলেন রচনা শিল্পের শায়খ। রচনাশিল্পে আলোচ্য কাযী ও পণ্ডিতের ন্যায় আর কেউ জন্ম নেয়নি। তার কতগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্য কোন পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়নি। তিনি বহু সুন্দর সুদীর্ঘ ও উচ্চমানের কবিতা, কাসীদাহ ইত্যাদি রচনা করেন। তিনিই ছিলেন আবুস সানা শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইবন্ সালমান ইবন্ ফাহাদ আল্-হালবী ও পরে আদ্-দামেস্কী। তিনি ৬৪৪ হিজরী সাল (১২৬৬ খৃ.) ও হালবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্র শ্রবণ করেন। ভাষা, সাহিত্য ও কবিতা চর্চা করেন। তিনি ছিলেন বিভিন্ন গুণের অধিকারী এবং তিনি রচনা শিল্পের গদ্য ও পদ্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সাহিত্য চর্চায় তার ছিল বহু উত্তম ও উচ্চমানের গ্রন্থরাজি। তিনি এ রচনা শিল্পের জগতে প্রায় পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি দামিস্কের গোপনীয় বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রায় ৮ বছর হতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শাবান মাসের ২২ তারিখ শনিবার রাতে বাবুন নুত ফাইনীয়ীনের নিকটে নিজের ঘরে ইনতিকাল করেন। আর ঐ বাবটিতে ছিল কাযী ও পন্ডিতদের বাসগৃহ। জামে' মসজিদে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং তাকে তার নিজস্ব কবরস্থানে দাফন করা হয়। এ কবরস্থানটি ইয়াসূরীয়াহর নিকটে ছিল। তিনি আশি বছর আয়ু পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন।

৮. আশ শায়খ আফীফুদ্দীন আল্-আমাদী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আফীফুদ্দীন ইসহাক ইবন্ ইয়াহ্ইয়া ইবন্ ইসহাক ইবন্ ইব্‌রাহীম ইবন্ ইসমাইল আল্ আমাদী অতঃপর আদ্-দামেস্কী আল্-হানাফী। তিনি দারুল হাদীস আয্-

যাহিরী এর শায়খ ছিলেন। তিনি ৬৪০ হিজরী সাল (১২৬২ খৃ.) এ জন্ম গ্রহণ করেন। বহু মুহাদ্দিসের কাছে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তাদের মধ্যে ইউসুফ ইবন্ খালীল এবং মজদুদ্দীন ইবন্ তাইমিয়াহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একজন চমৎকার বয়োবৃদ্ধ, সুন্দর অবয়ব ও সহজ শ্রবণ শক্তির অধিকারী। তিনি হাদীসের রেওয়ায়েত পছন্দ করতেন এবং তার ছিল উচ্চ পদমর্যাদা। তিনি রামাদান মাসের ২২ তারিখ সোমবার রাতে ইনতিকাল করেন এবং কাসীয়ুনে তাকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনী ও জামে' মসজিদের পর্যবেক্ষক ফখরুদ্দীনের পিতা, তার মৃত্যুর একদিন পূর্বে আস্-সদর মুইনুদ্দীন ইউসুফ ইবন্ সাগীর আর-রাহবী ইন্তিকাল করেন। তিনি একজন বিশ্বস্ত প্রবীণ ব্যবসায়ী ছিলেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি রামাদান মাসে ইন্তিকাল করেন।

৯. আল্ বাদর আল্ আওয়াস

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ আলী আলবাবা আল্ হালাবী। তিনি সাঁতারে ও চারিত্রিক মাধুর্যে ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর সাথী একদল ব্যবসায়ী ইয়ামান সাগরে তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। জাহাজ তাদেরকে নিয়ে ডুবে গিয়েছিল। তখন জাহাজের আরোহীরা সাগরের একটি পাথরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর তারা ছিলেন সংখ্যায় ১৩ জন। তারা সকলে দুর্দশাগ্রস্থ হন এবং ধ্বংস হবার নিকটবর্তী হন। অতঃপর তিনি ডুব দেন এবং সমুদ্রের সমতল ভূমি থেকে তাদের সম্পদগুলো বের করে নিয়ে আসেন। তাঁর মধ্যে ছিল আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও নির্মলতা। তিনি কুরআন অধ্যয়ন করেন এবং ১০ বার হজ্জব্রত পালন করেন। আর তিনি ৮৮ বছর জীবিত ছিলেন। আল্লাহ তার উপর রহম করুন। অনেক সময় তিনি আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়াহ থেকে হাদীস শ্রবণ করতেন। এ বছরে তিনি ইনতিকাল করেন।

১০. আশ্ শিহাব আহমাদ ইবন্ উসমান আল্-আমসাতী

তিনি আয্জাল (কবিতার দ্বিমাত্রিক চরণবিশেষ), মুয়াস্শাহাত (ইটালী দেশীয় তিন চরণযুক্ত কবিতা স্তবক বিশেষ), মুওয়ালিয়া (কথ্য ভাষায় লোক সঙ্গীত), দূবীত (কবিতার পরস্পর অন্তঃমিল বিশিষ্ট দুইটি চরণ) এবং বালালীকে সুসাহিত্যিক ছিলেন। কবিতা শিল্পের তিনি একজন স্বীকৃত উস্তাদ ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি ষাটের দশকে ইনতিকাল করেন।

১১. আল কাযী আল্-ইমাম, আল্ আরিম আয্-যাহিদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল সদরুদ্দীন সুলাইমান ইবন্ হিলাল ইবন্ সাবাল ইবন্ ফালাহ ইবন্ খাসীব আল্ জাফারী আশ্-শাফিয়ী। তিনি খাতীবে দারীয়া নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি সাওয়াদ প্রদেশের বুসরা নামক গ্রামে ৬৪২ হিজরী সালে (১২৬৪ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার পিতার সাথে আগমন করেন এবং সালিহীয়া নামক প্রতিষ্ঠানে আশ্-শায়খ নসর ইবন্ উবাদ এর কাছে কুরআন অধ্যয়ন করেন। তিনি আশ্-শায়খ মুনীউদ্দীন আন্-নববী ও আশ্-শায়খ তাজউদ্দীন আল্-ফাযাবীর কাছে হাদীস শ্রবণ করেন এবং ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি দারিয়ায় খুতবা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নাসিরীয়াহতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইবন্ সাসারীর জন্যে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন

অনাসক্ত ব্যক্তি। তিনি হাম্মাম গমন করে সজীবতা অর্জন করতেন না। সূতী দামী বা অন্য কোন দামী কাপড়ও পরিধান করতেন না। নেক আমল আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে অভ্যাসের পরিবর্তন করতেন না। তিনি ছিলেন বিনয়ী আর তিনিই জনগণকে সাথে নিয়ে ৭১৯ হিজরী সালে ইসতিসকার সালাত আদায় করেন।

জনগণকে বৃষ্টি দিয়ে তৃপ্তি প্রদান করা হয়েছিল। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তার বংশধারা জাফর আত্-তাইয়ার পর্যন্ত পৌছিয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে ছিল ১০টি প্রজন্মের ব্যবধান। অতঃপর তিনি আল্-আকাবীয়াহতে খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। তাই তিনি প্রশাসনে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং তিনি বলেন : এটাই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি যুল্‌কাদাহ মাসের ৮ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে ইন্‌তিকাল করেন। তাকে বাবুস সাগীরে দাফন করা হয়। তার সালাতে জানাযা ছিল সুপ্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহম করুন। তাঁর পরে খতীবের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর পুত্র শিহাবুদ্দীন।

১২. আহমাদ ইবন্ শাবীহ আল্-মুয়ায্‌যিন

তার পুর্ণ নাম ছিল বদরুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ সাবীহ ইবন্ 'আবদুল্লাহ্ আত্-তাফলীসী আল্ মুকরী আল্-মুয়াযযিন। তিনি তার যুগে কণ্ঠস্বরে সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং মিষ্টি আওয়াজে সর্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন। তিনি প্রায় ৬৫২ হিজরী সাল (১২৭৪ খৃ.) এ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৫৭ বছর বয়সে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তাঁর কাছে যেসব মাশায়েখ হাদীস শ্রবণ করেন তারা হলেন : ইবন্ আবদ ও অন্যান্য। তিনি হাদীস বর্ণনাও করেন। আর তিনি ছিলেন একজন ভাল মানুষ। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মহিলার আযাদকৃত গোলাম। মহিলার নাম ছিল শামাহ বিনত কামিলুদ্দীন আত্ তাফলীসী। তিনি ছিলেন ফখরুদ্দীন আল্-কারখীর স্ত্রী। তিনি জামে মসজিদ ও কুরআনের কিরাত সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রশাসকের কাছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আযান দেয়ার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যুল্-হাজ্জ মাসে আত্-তাওয়াভীসে ইন্‌তিকাল করেন। জামি আল্ আকীবীয়ায় তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং বাবুল ফারাদীসের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

১৩. খাত্তাব বাণী খান খাত্তাব

যার বাসস্থান আল্ কাসওয়াহ ও গাবাগিবের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তিনি ছিলেন : আল্-আমীরুল কাবীর ইয্-যুদ্দীন খাত্তাব ইবন্ মাহমুদ ইবন্ রাতকাশ আল্ ইরাকী। তিনি ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর ছিল অঢেল সহায় সম্পদ এবং বহু জায়গা জমি। হিকরুস সামাকে তাঁর একটি হাম্মাম ছিল। বিখ্যাত আল্-খান এটাকে তার মৃত্যুর পর আবাদ করেছিলেন। এটা গাবাগিবের পাশে মিসরীয় আল্-কাত্ফ এলাকায় অবস্থিত। আল গাবাগিব হচ্ছে একটি লাল রংয়ের স্তম্ভ বিশেষ। এ হাম্মামটির দ্বারা বহু মুসাফির উপকৃতও হয়েছেন। তিনি রবীউস সানী মাসের ১৭ তারিখ রাতে ইনতিকাল করেন। তাকে কাসীয়ুনের পাদদেশে তার নিজস্ব কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ তার উপর রহম করুন। যুল্‌কাদাহ মাসে আরো অন্য এক জন ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তার নাম হলো :

১৪. রুকনুদ্দীন খাত্তাব ইবন্ সাহিব কামালুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ আখাত ইবন্ খাত্তাব আররুমী আস সাবওয়াসী। তার নিজস্ব শহর সাবওয়াল এ তার একটি খানকাহ রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে অনেক অনেক ওয়াকফ, কল্যাণ ও সাদাকাহ। তিনি হিজায শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পথে আল্ কুরকে ইন্তিকাল করেন। জাফর তাইয়ার ও তার সাথীদের নিকট কবরের মুল্য প্রদান পূর্বক তাকে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ্ তার উপর রহমত করুন। যুল্কাদাহ মাসের শেষ দশ তারিখের মধ্যে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি হচ্ছেন :

১৫. আবু আবদুল্লাহ বদরুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ কামালুদ্দীন আহমাদ ইবন্ আবুল ফাত্হ ইবন্ আবুল ওয়াহাশ আসাদ ইবন্ মালামাহ ইবন্ সুলাইমান ইবন্ ফিতইয়ান আশ্ শাবানী। তিনি ইবন্ আত্তার বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ৬৭০ হিজরী সালে (১২৯২ খৃ.) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি বর্ণনা সম্পর্কিত ধারা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি التنبيه আত্-তান্বীহ নামক গ্রন্থ ও কবিতার ছন্দ নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি কর্মচারীদের পদমর্যাদা লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সেনাবাহিনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আল্-আফরামের যুগে তার মর্যাদা ছিল অতি উচ্চে। অতঃপর মর্যাদার কিছু ঘাটতি দেখা দেয়। তিনি ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি ও ধনরত্নের মালিক। তার ছিল সম্পদ, নেতৃত্ব, বিনম্রতা ও সদাচরণ। কাসীয়ুনের পাদদেশে তাদের নিজস্ব কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

১৬. কাযী মহিউদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু মুহাম্মাদ ইবন্ হাসান ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আম্মার ইবন্ ফতহ আল্ হারিসী। দীর্ঘদিন যাবত তিনি ছিলেন কাযী উয্-যাবিদানী। অতঃপর তিনি আল্-কুরকের বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেখানে তিনি যুলহাজ্জ মাসের ২০ তারিখ ইন্তিকাল করেন। তাঁর জন্ম ছিল ৬৪৫ হিজরী সাল (১২৬৭ খৃ.)। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ছিলেন বিনম্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন আশ্-শায়খ জামালুদ্দীন ইবন্ কাযী উয-যাবি-দীনার পিতা, তিনি মাদরাসা আয-যাহিরীয়ার শিক্ষক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহম করুন।

৭২৬ হিজরী সাল (১৩৪৮ খৃ.)

মুহররমের চাঁদ উদিত হয়। রাজ্যের প্রশাসকগণ নিজ নিজ পদে বহাল থাকেন, তবে দামেস্কের গোপনীয় বিভাগের কর্মকর্তা শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইন্তিকাল করেন। তারপর এ পদে অধিষ্ঠিত হন তারই সন্তান আস-সদর শামসুদ্দীন। এ বছরেই নারীদের সেলাই করা কাপড়ের ব্যবসায়ীগণ সামাজিক হয়রানী থেকে উচ্চ মূল্যের বাজারের হয়রানীর শিকার হয়। মুহররমের ৮ তারিখ বুধবার আয-যাহিরিয়ায় আশ্ শায়খ শিহাবুদ্দীন ইবন্ জাহবাল, আল্ আফীফ ইসহাকের

পর হাদীসের পাট দান শুরু করেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত মাদরাসা আশ্-শালিহিয়ার পাঠদান বন্ধ করে দেন। তিনি দামেস্কে গমন করেন। আর বিচারপতিগণ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তার কাছে উপস্থিত হন। এ বছরের প্রথমেই দারুল জালিকের নিকটে নিজ বাড়ীর আঙিনায় আল আমীর সাইফুদ্দীন জুবান যে গোসল খানাটি নির্মাণ করেছিলেন, তা খুলে দেয়া হয়। গোসল খানাটির ছিল দুইটি দরজা। একটি ছিল মসজিদুল ওয়াযীরের দিকে। আর এতে মানুষের প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছিল। সফর মাসের ২ তারিখ সোমবার গাবরিয়াল সাহেব মিসর থেকে তার অভ্যাস মুতাবিক দামেস্কের সরকারী কার্যালয়ের পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করার জন্যে ডাক হরকরার সাথে দামেস্ক আগমন করেন এবং আল্-কারীমুসসাগীর এ কাজ থেকে অব্যাহতি নেন। তাতে জনগণ খুব খুশী হয়। রবীউল আউয়াল মাসের ১১ তারিখ মঙ্গলবার সকালে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবজ্ঞা, হেয় প্রতিপন্ন করা ও আল্লাহর কুফরীর অভিযোগে নাসির ইবন্ আশ্-শায়খ আবুল ফদ্ল ইবন্ ইসমাইল ইবন্ আল্-হাইসীকে ঘোড়া বাজারে হত্যা করা হয়। তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, তিনি যিন্দীকদের যথা নাজম ইবন্ খালিকান, আশ্-শামস মুহাম্মাদ আল্-বাজরীকী ইবন্ মা'মার আল্-বাগদাদীর সংস্পর্শে ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ছিল ইন্হিলালের আকীদা। তারা সকলে জনগণের কাছে যিন্দীক বলে সুপরিচিত।

আশ্-শায়খ আলামুদ্দীন আল্-বারযালী বলেন

কখনও কখনও আল্লাহ্র প্রতি কুফরী, দ্বীন ইসলাম নিয়ে খেল তামাশা এবং নুবুওয়াত ও কুরআনের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাসের অভিযোগে হত্যা করার ঘটনা বেড়ে যেত। তিনি আরো বলেন : নাসির ইবন্ আশ্ শারফকে হত্যা করার সময় প্রবীণ উলামায়ে কিরাম এবং সরকারী কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরো বলেন : এলাকাটি তার জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় التنبيه গ্রন্থটি হিফয করেন। তিনি মধুর স্বরে কুরআন খতম করতেন। তিনি ছিলেন সদা সতর্ক ও বুদ্ধিমান। মাদরাসাগুলোতে এবং সমবয়সীদের মাঝে তার একটি আলাদা মর্যাদা বিদ্যমান ছিল। অতঃপর তিনি এ সবকিছু পরিত্যাগ করেন। তার হত্যাকাণ্ডটি ছিল ইসলামের জন্যে সম্মানের বিষয়, আর যিন্দীক ও বিদয়াতপন্থীদের জন্যে অবমাননাকর। বর্ণনাকারী বলেন : আমি তার হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। আমাদের শায়খ আবুল আব্বাস ইবন্ তাইমিয়াহ সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে এজন্য এসেছিলেন যেন যা কিছু তার দ্বারা আঞ্জাম দেয়া হয়েছিল, হত্যার পূর্বে সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন। অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়। আর আমিও সেখানে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে উপস্থিত ছিলাম।

রবীউল আউয়াল মাসে দামেস্ক শহর থেকে বন্ধু কিলারের লোকদেরকে বহিষ্কারাদেশ প্রদান করা হয়। তারা শহরের পূর্ব দরজার এলাকায় বাবুস সাগীরের পাশের পরিখাতে বসবাস করতো। তাদের পুরুষ ও নারীদেরকে পৃথক পৃথক ভাবে হুকুম দেয়া হয়েছিল। আর এ ব্যাপারে প্রতিরোধকারীরা ছিল তৎপর এবং তারা কয়েকদিন যাবত তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করে। রবীউল আউয়াল মাসে আশ্-শায়খ আলাউদ্দীন আল্-মুকাদিসী মু'ঈদুল বাদিরানীয়া বাইতুল মুকাদ্দাসের আস্-সালিহীয়া প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে সফর করেন। জমাদিউস সানী মাসে কুরতাই তারাবলুসের শাসন ক্ষমতা সম্পাদন

থেকে পদচ্যুত হন এবং তীনাল সেই দায়িত্ব নেন। দামেস্কের দুর্গে আল কিরমানীকে বন্দী করার হুকুম দেয়ার পর দামেস্কে কিরমানীকে খাদ্য সরবরাহ করার দায়িত্বে কুরতায়কে বহাল করা হয়।

আল বারযালী বলেন

শাবান মাসের ১৬ তারিখ সোমবার আসরের সময় আশ্-শায়খ, আল্-ইমাম আল্-আল্লামাহ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়্যাহ দামেস্কের দুর্গে গ্রেফতার হন। রাজ্যের প্রশাসকের তরফ থেকে তার কাছে উপস্থিত হন ওয়াকফ এস্টেটের তহশীলদার তানকুয এবং দামেস্কের একজন দ্বার রক্ষক ইবন্ খাতীবী। তারা দুইজন তাকে সংবাদ দেন যে, এ সম্পর্কে সুলতানের হুকুম এসেছে। আর তারা তাদের সাথে একটি বাহন নিয়ে এসেছেন, যাতে তিনি তাতে আরোহণ করতে পারেন। এতে তিনি আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করেন এবং বলেন : আমি এর জন্যে অপেক্ষমান ছিলাম। আর এটার মধ্যে রয়েছে অনেক কল্যাণ ও বিরাট উপকার। তারা সকলে তার ঘর থেকে বের হয়ে দুর্গের দরজা পর্যন্ত পৌছেন। তাঁর জন্যে একটি হল খালী করা হয়। তাতে পানি সরবরাহ করা হয়। আর এর মধ্যে তাকে থাকার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়। তার সাথে তার ভাই যাইনুদ্দীনও সুলতানের অনুমতি নিয়ে অবস্থান করেন এবং তাঁর খিদমত করেন। তাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগান দেয়ার জন্যেও নির্দেশ প্রদান করা হয়।

আল্-বার-যালী বলেন

উল্লেখিত মাসের দশ তারিখ জুমার দিন তার গ্রেফতার ও ফাতাওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত সুলতানের পত্র দামেস্কের জামে' মসজিদে পড়ে শুনানো হয়। বর্ণনাকারী বলেন : শাবান মাসের পনের তারিখ বুধবার শাফিয়ী মাযহাবের প্রধান বিচারপতি আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীনের সাথীদের একটি বড় দলকে কারাগারে বন্দী করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। আর এর ব্যাপারে শাসকের নির্দেশ রয়েছে এবং তাদের এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধিবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তাকে অনুমতি দেয়া রয়েছে। তাদের আরো একটি দলকে তিরস্কার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে এলাকায় ঘোষণা দেয়া হয় ও তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। তবে শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ কাইয়্যিম আল-জাওযীয়াহকে ছেড়ে দেয়া হয়নি বরং তাকে দুর্গে বন্দী রাখা হয় আর এভাবে বিষয়টি দফারফা হয়ে যায়।

বর্ণনাকারী বলেন

"রামাদান মাসের পহেলা তারিখ দামেস্কে খবর পৌছে যে, মক্কায় একটি পানির প্রস্রবণ জারী করা হয়েছিল। জনগণ এর দ্বারা প্রভূত উপকার পেয়েছিল, এ প্রস্রবণটি প্রস্রবণে বাযান নামে পূর্ব হতে পরিচিত ছিল। জুবান নামক একজন শাসক বহু দূর থেকে মক্কা মুয়াযযমা পর্যন্ত এ প্রস্রবণটি জারী করেছিলেন। এ প্রস্রবণটি সাফা পাহাড় ও বাবে ইব্রাহীম পর্যন্ত পৌছে ছিল। জনগণ তা থেকে পানি পান করে, ধনী গরীব, দুর্বল সবল, ইতর ভদ্র সকলে তার দ্বারা উপকৃত হয়। এ ব্যাপারে সকলে ছিল বরাবর। মক্কাবাসীগণ এর দ্বারা অত্যন্ত লাভবান হন। তারা এটাকে এ বছরের প্রথম দিনে খনন ও পুনর্বিন্যাস শুরু করে এবং জুমাদাল উলা মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত তা জারী থাকে। আর এ বছরে মক্কার কুয়াগুলো শুকিয়ে যায় এবং এগুলোর পানি মারাত্মকভাবে

হ্রাস পায়। যমযম কূপের পানি কমে যায়। যদি এ খালটি জারী করার ব্যাপারে আল্লাহ্ মেহেরবানী না করতেন, তাহলে মক্কা থেকে তার বাসিন্দারা দূরে চলে যেতে বাধ্য হতো কিংবা বাসিন্দারা অনেকেই ধ্বংস হয়ে যেত। হজ্জের মৌসুমে আল্লাহর মেহমান হাজী সাহেবগণ বর্ণনাতীত ও অপরিসীম উপকার হাসিল করেন, যেমন আমরা ৬৩১ হিজরী সালের (১২৫৩ খৃ.) হজ্জের মৌসুমে লক্ষ্য করেছি। মসজিদুল হারাম থেকে যায়িদীয়াদেরকে বের করে দেয়ার জন্য মক্কার শাসকের কাছে সুলতানের নির্দেশ নামা পৌঁছে। এ নির্দেশ নামায় আরো বলা হয় যে, তাদের যেন কোন ইমাম অবশিষ্ট না থাকে এবং তারা যেন কোন প্রকার সমাবেশ করতে না পারে। নির্দেশ নামার আলোকে এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

শাবান মাসের ৪ তারিখ মঙ্গলবার শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন্ জাহবাল আশ্ সামীয়ায় আল জাওয়ানীয়ায় পাঠ দান শুরু করেন। তার কাছে হাযির হন আল্-কাযী আল্ কাযভীনী আশ-শাফিয়ী এবং একদল উলামায়ে কিরাম। তিনি মরহুম আশ-শায়খ আমীনুদ্দীন সালিশ ইবন্ আবুদ্ দার ইমামে মসজিদে ইবন্ হিশামের স্থলাভিষিক্ত হন। অতঃপর কিছু দিন পরেই আল্-কাযী আশ্-শাফিয়ীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার নির্দেশ এসে যায়। ২০শে রামাদান তিনি এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ সিরিয়ান হজ্জ কাফেলা বের হওয়ায় এর আমীর ছিলেন সাইফুদ্দীন জুবান। এ বছর যারা হজ্জব্রত পালন করেন, তারা হলেন : আল্ কাযী শামসুদ্দীন ইবন্ মুসলিম, তিনি হাম্বলীদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বদরুদ্দীন ইবন্ জালালুদ্দীন আল্ কাযভীনী, তার সাথে ছিল হাদীয়া ও উপহার সামগ্রী, আর তিনি ছিলেন আমীরের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা, সাইফুদ্দীন আরগুণ, তিনি ছিলেন মিসরের শাসনকর্তা। তিনি এ বছর হজ্জব্রত পালন করেন। তার সাথে ছিল তার সন্তানাদি এবং তার স্ত্রী। তিনি ছিলেন সুলতানের কন্যা। আরো হজ্জব্রত যারা পালন করেন, তারা হলেন : ফখরুদ্দীন ইবন্ শায়খুস সালামীয়াহ, সদরুদ্দীন আল্ মালিকী, ফখরুদ্দীন আল্-বালাবাক্কী ও অন্যান্য।

যুলকাদাহ মাসের ১০ তারিখ বুধবার বুরহানুদ্দীন আহমাদ ইবন্ হিলাল আয্-যারয়ী আল্-হাম্বলী, আল্ হাম্বলীয়াহ এ পাঠদান শুরু করেন। তিনি শায়খুল ইসলাম ইবন্ তাইমিয়ার স্থলাভিষিক্ত হন। তার নিকট আল্-কাযী আশ্-শাফিয়ী এবং একদল ফকীহ হাযির হন। এতে আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীনের সাথীদের অধিকাংশই অস্বস্তিবোধ করেন।

দ্বাররক্ষক ইবন্ খাতীবী এদিনের পূর্বেই আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীনের ঘরে প্রবেশ করেন এবং তার সাথে সাক্ষাত করেন। আর দেশের শাসকের নির্দেশে তাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর বৃহস্পতিবার তার ঘরে প্রবেশ করেন আল্-কাযী জামালুদ্দীন ইবন্ জুমলাহ এবং ওয়াকফ এস্টেটের পরিচালক নাসিরুদ্দীন, তারা দুইজনই তাকে যিয়ারতের মাসয়ালা সম্বন্ধে তার অভিমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তার অভিমত একটি কাগজে লিখে দেন এবং লেখার নীচে লিখে দেন : দামেস্কে নিয়োজিত শাফিয়াহদের কাযী, এ মাসয়ালাটি সম্পর্কে ইবন্ তাইমিয়াহর লিখিত জবাবের সাথে মুকাবিলা করা হয় এবং এ মন্তব্যে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে চিন্তার বিষয় হলো এই যে, তিনি মহানবী (সা) ও আম্বিয়ায়ে কিরামের কবর যিয়ারতের বিষয়টিও এ মাসয়ালাটির মধ্যে গণ্য করে বলেন : "নবী (সা) ও আম্বিয়ারে কিরামের কবর যিয়ারত বিল ইজমা গুনাহের কাজ, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। আর এ জবাবটি

শায়খুল ইসলামের বলে বিকৃত করা হয়। অথচ এ মাসয়ালা সম্পর্কে শায়খুল ইসলামের যে জবাব রয়েছে, মধ্যে আম্বিয়ায় কিরাম ও নেককারদের কবর যিয়ারতে কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে জবাবে দুইটি মাসয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে, একটি মাসয়ালা হলো শুধু কবর যিয়ারত করার জন্যেই ভ্রমণ করা। অন্যদিকে মাসয়ালা হলো কবর যিয়ারতের জন্য সফর না করে কবর যিয়ারত করা। আজ শায়খ ভ্রমণ না করে কবর যিয়ারত একে নিষেধ করেন না বরং তিনি কবর যিয়ারতকে মুস্তাহাব ও সওয়াবের কাজ বলে মনে করেন। তাঁর লিখিত কিতাব পত্র এবং কৃত কাজ কর্মগুলো এরূপ সাক্ষ্য বহন করছে। তার ফাতাওয়ায় তিনি কখনও যিয়ারতে ব্যাপারে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেননি। আর তিনি এটাকে গুনাহের কাজ বলে ব্যক্ত করেননি এবং এটা নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে কোন ইজ্‌মা অনুষ্ঠিত হবার কথাও বর্ণনা করেননি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাণী زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ "তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা এটা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" আল্লাহ্ সুবহান তায়ালার কাছে কোন জিনিসই গোপন নয় এবং কোন গোপনীয় জিনিসই তার কাছে গোপন নয়। আল্লাহ বলেন :

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ.

অর্থাৎ "অত্যাচারী শীঘ্রই জানবে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।" (সূরায়ে শুআরা, আয়াত নং ২২৭।)

যুল্-কাদাহ মাসের ৪ তারিখ রবিবার দিন আশ্ শামীয়াহ আল্-জাওয়ানীয়াহর বরাবর আল-মাদরাসাতুল হামসীয়াহ খোলা হয় এবং হাকারের কাযী মুহীউদ্দীন আত্-তারাবলুসী সেখানে পাঠ দান শুরু করেন ও নিজে আবু রাবাহ উপাধি ধারণ করেন। তার কাছে আল্ কাযী আশ্-শাফিয়ী হাযির হন। যুল্-কাদাহ মাসে আল-কাযী জামালুদ্দীন আয্-যারয়ী আল্ আতাবাকীয়াহ থেকে মিসর পর্যন্ত ভ্রমণ করেন এবং মুহীউদ্দীন ইবন্ জাহাবালের জন্যে সেখানের পাঠদান থেকে সরে দাঁড়ান। যুল্‌হাজ্জ মাসের ১২ তারিখ ইবন্ কাযী আয্-যায়ানী আন্-নাজীবীয়ায় পাঠদান শুরু করেন। তিনি বিচারপতি আদ্-দামেস্কীর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি উক্ত মাদরাসায় ইনতিকাল করেন। এ বছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েক জনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. ইবন্ মুতাহহায় আশ্-শীয়ী জামালুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু মানসূর হাসান ইবন্ ইউসুফ ইবন্ মুতাহহার আল্-হালাবী আল্-ইরাকী আশ্-শীয়ী। তিনি অত্র এলাকায় রাফিযীদের শায়খ ছিলেন। তার বহু প্রকাশন কার্যক্রম রয়েছে। কথিত আছে যে, তার প্রণীত গ্রন্থ ১২০ খণ্ডের অধিক যার সংখ্যা হচ্ছে ৫৫টি। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যথা ফিকাহ, নাহু, উসূল, দর্শন, রাফিযী মতবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে ছোট ও বড় গ্রন্থ রচনা করেন। ছাত্রদের কাছে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো শরহ ইবনুল হাজিল ফী উসূলে ফিকাহ। অথচ এ গ্রন্থটি সর্বোত্তম গ্রন্থ নয়। বর্ণনাকারী বলেন : উসূলে ফিকাহ বিষয়ে লিখিত তার দুইটি খণ্ড ও নির্দেশের পদ্ধতি অবলোকন করলাম এবং দেখলাম, এতে ক্ষতির কিছু নেই। কেননা গ্রন্থের অধিকাংশই অত্যধিক বর্ণনা ও উত্তম ব্যাখ্যায় পরিব্যাপ্ত। তার আরো একটি

কিতাব রয়েছে, যার নাম হচ্ছে : مِنْهَاجُ الْاِسْتِقَامَةِ فِىْ اِثْبَاتِ الْاِمَامَةِ তবে এ কিতাবে معقول ও منقول এ মিশ্রিত করে ফেলা হয়েছে। তিনি বুঝতে পারেননি, কিভাবে তার বিন্যাস করা যায়। কেননা, তিনি তখন তার সুদৃঢ় সংকল্প থেকে লক্ষ্য চ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে আশ্-শায়খ আল্-ইমাম আল্-'আল্লামা শায়খুল ইসলাম তাকীউদ্দীন আবুল 'আব্বাস ইবন্ তাইমিয়াহ কয়েক খণ্ড পুস্তক লিখেছেন, যা অবলোকন করলে অবাক হতে হয়। বহু চমৎকার তথ্যাদি তথায় পরিবেশন করা হয়েছে। এটা বাস্তবিকই একটা তথ্য বহুল পুস্তক। ইবন্ মুতাহহার, যিনি নিজের চরিত্র পূত পবিত্র করেননি এবং রাফিযী মতবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করেননি; ৬৪৮ হিজরী সাল (১২৭০ খৃ.) রামাদান মাসের ২৭ তারিখ জুমার রাতে জন্মগ্রহণ করেন। আর ৭২৬ হিজরী সালের (৯১৩৪৮ খৃ.) মুহররম মাসের ২০ তারিখ জুমার রাতে ইন্তিকাল করেন। বাগদাদ ও অন্যান্য শহর ছিল তার কার্যক্ষেত্র। তিনি নাসীরুদ্দীন আত্তুসী ও অন্যান্যকে নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। মালিক খারবান্দা যখন রাফিযী মতবাদ গ্রহণ করেন, তখন ইবন্ মুতাহ্হার তার কাছে বহু সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। তিনি নেতৃত্ব লাভ করেন এবং বহু জায়গা জমির মালিক হন।

২. আশ্-শামসুল কাতিব

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ আসাদ আল্-হারানী যিনি আন্-নাজ্জার বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি মাদরাসা আল্-ফালাজীয়াহতে বসতেন, যাতে জনগণ তার থেকে হাদীস ও অন্যান্য জ্ঞানের বিষয়বস্তু লিখে নিতে পারেন। তিনি রবীউস সানী মাসে ইন্তিকাল করেন এবং বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়।

৩. আল্-ইয্য হাসান ইবন্ আহমাদ ইবন্ যুফার

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আল ইয্য হাসান ইবন্ আহমাদ ইবন্ জাফর আল্ আরবিলী এরপর আদ্দামেস্কী। তিনি নাহু শাস্ত্র, হাদীস ও ইতিহাসে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি দাভীরাতে হামদে অবস্থান করতেন এবং অত্র এলাকায় একজন সূফী ছিলেন। তার আচরণ ছিল উত্তম। আল বারযালী তার জ্ঞান গরিমার প্রশংসা করেন। তিনি ৬৩ বছর বয়সে আস্-সাগীর হাসপাতালে জুমাদাস সানিয়াহ মাসে ইনতিকাল করেন এবং বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়।

৪. আশ্-শায়খ আল্-ইমাম আমীনুদ্দীন সালিম ইবন্ আবদুদ দার

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল 'আবদুর রহমান ইবন্ আবদুল্লাহ আদ্দামেস্কী আশ্-শাফিয়ী। তিনি আশ্-শামীয়াহ আল্-জাওয়ানীয়ার একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি আল্-ওয়াকীল থেকে জোর করে এ পদটি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন মসজিদে ইবন্ হিশামের একজন সম্মানিত ইমাম। তিনি সেখানে একজন মুহাদ্দিস ও বক্তা ছিলেন। তিনি ৬৪৫ হিজরী সালে (১২৬৭ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাজে নিমগ্ন হন ও সফলতা অর্জন করেন। আল্লামা আন্ নববী ও অন্যান্যরা তাঁর প্রশংসা করেন। তিনি বার বার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি ফাতাওয়া প্রদান করতেন এবং দারস প্রদান করতেন। তিনি বিচার কার্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। তার মধ্যে ছিল

সততা, সদাচরণ ও জাতীয়তা বোধ। তিনি শাবান মাসে ইনতিকাল করেন এবং বাবুশ সাগীরে তাকে দাফন করা হয়।

৫. আশ্-শায়খ হাম্মাদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আশ্-শায়খ আস্-সালিহ আল্-আবিদ আয্-যাহিদ হাম্মাদ আল্হালবী আল্ কাত্তান। তিনি অধিকাংশ সময় কুরআন তিলাওয়াত ও সালাতে মশগুল থাকতেন। আল্-আকাবিয়ার উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত আত্-তাওবার জামে' মসজিদে তিনি অধিকাংশ সময় অবস্থান করতেন। তিনি অন্যদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। অধিকাংশ সময় সিয়াম পালন করতেন। জনগণ তার যিয়ারতে আগমন করত। তিনি যখন ইন্তিকাল করেন তখন তিনি সত্তর বছর অতিক্রম করেন। তিনি এ বছরের শাবান মাসের ২০ তারিখে সোমবার রাতে ইন্তিকাল করেন এবং বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়। তার জানাযা ছিল অত্যন্ত জনবহুল। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

৬. আশ্-শায়খ কুতুবুদ্দীন আল ইয়ুনীনী

তিনি ছিলেন একজন শায়খ, ইমাম, পূর্বসূরীদের অবশিষ্ট আলিম। তার পূর্ণ নাম ছিল কুতুবুদ্দীন আবুল ফাতহ মুসা ইবন্ আশ্-শায়খ আল্ ফকীহ আল্ হাফিয আল্া কাবীর শায়খুল ইসলাম আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ 'আবদুল্লাহ ইবন্ ইসা ইবন্ আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ আল্-বালাবাকী আল্ ইয়ুনীনী আল্-হাম্বলী। তিনি দামেস্কের দারুল কাদলে ৬৪০ হিজরী সালে (১২৬২ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শাস্ত্র শ্রবণ করেন। তাঁর পিতা তাকে শায়খদের কাছে নিয়ে যান, তার জন্যে হাদীস বর্ণনার অনুমতি চান, ও আলোচনা করেন। তিনি مرآة الزمان কি এটির সংক্ষিপ্ত সার সন্তানের জন্যে সংগ্রহ করেন। তিনি এ কিতাবটির একটি চমৎকার ও বিন্যস্ত হাদীয়া লিখেন, যা খুবই উপকারী। সুন্দর সুন্দর ও সহজ সরল বাক্যে সজ্জিত ছিল হাসীয়াটি। এর মধ্যে ছিল বহু উঁচুমানের আশ্চর্যজনক তথ্যাদি। তিনি অধিকাংশ সময় কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। তার অবয়ব আকৃতি ছিল খুবই সুন্দর। তিনি পোশাক পরিচ্ছদ ও পানাহারে মিতব্যয়িতার আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তিনি শাওয়াল মাসের তের তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে ইনতিকাল করেন এবং তার ভাই আশ্ শায়খ সারফুদ্দীনের পাশেই বাবুস সাতহে সমাহিত হন।

৭. প্রধান বিচারপতি বিন মুসলিম

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শামসুদ্দীন আবু 'আদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ মুসলিম ইবন্ মালিক ইবন্ মাযরু' ইবন্ জাফর আস সালিহী আল্ হাম্বলী। তিনি ৬৬০ হিজরী সালে (১২৮২ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ৬৬৮ হিরী সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি সালিহীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাই তিনি অসহায় ইয়াতীম হিসেবে লালিত পালিত হন যার কোন সম্পদ ছিল না। অতঃপর তিনি লেখাপড়ায় মশগুল হন এবং তা অর্জন করেন। অনেকের কাছে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি নিজেকে অপরের উপকার করা ও পাঠদানের যোগ্য করে তোলেন। এভাবে তার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। যখন আত্-তাকী সুলাইমান ইনতিকাল করেন, তখন তিনি '৫০ বছর বয়সে

হাম্বলীদের বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তার দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করেন। অনেক অধ্যয়নকারী তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বর্তমান বছরের আগমনে তিনি যখন হজ্জব্রত পালনার্থে ঘর থেকে বের হন, তখনই রাস্তায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি মদীনাতুর রাসূল (সা) এ অবতরণ করেন। এ শহরের বাসিন্দা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)। এ দিনটি ছিল যুল কাদাহ মাসের ২৩ তারিখ সোমবার। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কবর যিয়ারত করেন এবং তাঁর মসজিদে সালাত আদায় করেন। আর একাজের প্রতি তিনি খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন। পূর্ববর্তী বছরে ইবন্ নাজীহ যখন ইন্তিকাল করেন, তখনই তিনি এরূপ মৃত্যুর আশা পোষণ করেছিলেন। মঙ্গলবারের তৃতীয় প্রহরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আর মসজিদে রাসূল (সা) এর রওদায় তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। জান্নাতুল বাকীর কবরস্থানে শারফুদ্দীন ইবন্ নাজীহের কবরের ধারে ও আকীলের কবরের পূর্ব পাশে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর ইনতিকালের পর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন ইযযুদ্দীন ইবন্ তাকী সুলাইমান।

৮. আল্-কাযী নাজমুদ্দীন

তাঁর পুর্ণ নাম ছিল আহমাদ ইবন্ আবদুল মুহসিন ইবন্ হাসান ইবন্ মায়ালী আদ্ দামেস্কী আশ্-শাফিয়ী। তিনি ৬৪৯ হিজরী সাল (১২৭১ খৃ.) এ জন্মগ্রহণ করেন এবং তাজুদ্দীন আল্-ফাযারীর কাছে অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি শিক্ষা অর্জন করেন এবং ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে নিজ দেশে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি দামেস্কে ফেরত আসেন এবং নাজীবীয়ায় পাঠদান শুরু করেন। ইবন্ সাসারী থেকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তা সম্পাদন করেন। উল্লেখিত নাজীয়ায় যুল কাদাহ মাসের ২৯ তারিখ রবিবার দিন তিনি ইন্তিকাল করেন। সালাতে আসরের সময় জামে মসজিদে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং বাবুস সাগীরে তাকে সমাাহিত করা হয়।

৯. ইবন্ কাযী শাহবাহ

তাঁর নাম ছিল আশ্ শায়খ আল্ ইমাম কামালুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আবদুল ওহাব ইবন্ যুওইব আল্ আসাদী আস্-সাহবী আশ্-শাফিয়ী। তিনি শিক্ষার্থীদের শায়খ ও উপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৬৫৩ হিজরী সালে (১২৭৫ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দামেস্ক আগমন করেন এবং আশ্-শায়খ তাজুদ্দীন আল্-ফাযারীর কাছে অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি তার সংস্পর্শে থাকেন এবং তার থেকে সুযোগ সুবিধা অর্জন করেন। তার হালকায় তিনি ফিরে যান এবং এখান থেকে পাঠ কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। অনুরূপ ভাবে তিনি তার ভাই আস্-শায়খ শারফুদ্দীনের সংস্পর্শেও থাকেন। তাঁর থেকে নাহু শাস্ত্র ও ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি ফিকাহ ও নাহ্ শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। হাম্বলী মিহরাবের বরাবর তার একটি হাল্কা ছিল, সেখানে তিনি পাঠে মশগুল থাকতেন। তিনি রামাদানের সারাটি মাস ইতিকাফ করতেন। তিনি কখনও বিয়ে করেননি। তিনি ছিলেন উত্তম অবয়ব ও সুঠাম দেহের অধিকারী। তিনি উত্তম পোষাক ব্যবহার করতেন এবং উত্তম জীবন যাপন করতেন। পার্থিব বিষয়ে তিনি ছিলেন মিতব্যয়ী। মসজিদে জামির মাধ্যমে কাউকে দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা কিংবা বের করে দেয়া ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

যাচাই করা ইত্যাদিতে তিনি তার নির্ধারিত জ্ঞান ব্যবহার করতেন। তিনি কখনও পাঠদান করেননি কিংবা কোন ফাতাওয়াও প্রদান করেননি। এতদসত্ত্বেও তিনি এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা ফাতাওয়ার অনুমতিকে পছন্দ করতেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকতেন। তিনি অনেকের নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি ইমাম আহ্মদের মুসনাদ ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি মাদরাসায় আল্-মুজাদিহীয়াইতে যুল্হাজ্জ মাসের ২১ তারিখ মঙ্গলবার রাতে ইন্তিকাল করেন। তিনি সেখানে অবস্থান করতেন। সালাতে যুহরের পর তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং বাবুস সাগীরের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এ বছরেই আরো যিনি ইনতিকাল করেন তিনি হলেন :

১০. আশ্-শায়খ ইয়াকূব ইবন্ ফারিস আল্ জা'বারী

তিনি ফারজায়ে ইবন্ আমুদে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি কুরআনুল কারিম হিফয করেন। তিনি আল্ কাস্ব মসজিদে ইমামতি করতেন। তিনি আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়াহ ও কাযী নাজমুদ্দীন আদ-দামেস্কীর সংস্পর্শে ছিলেন। তিনি সহায় সম্পদ, জায়গা জমি ও প্রচুর দৌলতও অর্জন করেছিলেন। তিনি আমাদের সাথী আশ্-শায়খ আল্-ফকীহ আল্ মুফাদ্দাল, আল্ মুহাসসাল, আয্-যাকী বদরুদ্দীন মুহাম্মাদের পিতা ছিলেন। আল্লাহর রহমত ও করমে তিনি উমরের সন্তানের মামা ছিলেন। এ বছরে আরো যিনি মারা যান তিনি হলেন :

১১. আলহাজ্জ আবু বকর ইবন্ তীমারায আস্-সাইরাফী

তিনি ছিলেন বহু ধন সম্পদ, অফিস, মর্যাদা, দয়া মায়ার অধিকারী। কিন্তু তিনি শেষ বয়সে ভেঙে পড়েন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর মাধ্যমে তার ভগ্ন বস্তু একত্রিত করে বেধে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহম করুন।

৭২৭ হিজরী সাল (১৩৪৯ খৃ.)

শুক্রবার মহররমের চাঁদ উদয় হয়। শাসনকর্তাগণ খলীফা, সুলতান, নওয়াবগণ, বিচারকগণ, পাঠদানকারীগণ, আল্ হাম্বলী ব্যতীত সকলে নিজ নিজ পূর্বেকার পদে বহাল থাকেন। পূর্বে তা বর্ণনা করা হয়েছে। মুহরমের ১০ তারিখ মিসরের শাসনকর্তা আরগুণ মিসরে প্রবেশ করেন। ১১ তারিখ তিনি গ্রেফতার হন ও পরে তাকে কারাগারে আটকিয়ে রাখা হয়। অবশেষে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। আর সুলতান তাকে হাল্বের শাসনকর্তার কাছে প্রেরণ করেন। তিনি মুহররমের ২২ তারিখ শুক্রবার সকালে দামেস্ক অতিক্রম করেন। দেশের শাসনকর্তা কর্তৃক তাকে জামে' মসজিদ সংলগ্ন তার গৃহে অবতরণ করতে অনুমতি দেয়া হয়। তিনি সেখানে রাত যাপন করেন। অতঃপর তিনি হালব রওয়ানা হয়ে যান। একদিন পূর্বে তিনি দামেস্ক হতে সফর করে আসেন। গৃহহীনগণ মিসর আশ্রয় গ্রহণ করেন। হালবের শাসনকর্তা আলাউদ্দীন আত্-তাম্বার এর সংস্পর্শে তারা অবস্থান করে। তিনি নিজ পদ হতে বরখাস্ত হন ও মিসরের দারোওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। রবীউল আউয়াল মাসের ১৯ তারিখ জুমার দিন হাম্বলীদের কাযী ইয্যুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আত্-তাকী সুলাইমান ইবন্ হামজা আল্ মুকাদ্দেশীর আনুগত্যের হুকুম

পড়ে শুনানো হয়। তিনি বিচারকগন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে খতীবের পদে ইবন্ মুসলিম এর স্থলাভিষিক্তি হন। এর পূর্বে তাকে সালিহীয়ায় পাঠদানের অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং জনসমক্ষে অনুমতিনামা পড়ে শুনানো হয়েছিল। এ মাসের শেষের দিকে ডাক হরকরা হামসের শাসক ইবন্ নাকীবের তারাবলুসের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব প্রাপ্তির আদেশ নামা নিয়ে হাযির হয়। তারাবলুসে যিনি ছিলেন, তাকে হামসে, দামেস্কের কাযীর প্রতিনিধি হিসেবে স্থানান্তর করা হয়। দামেস্কের কাযী ছিলেন নাসির ইবন্ মাহমূদ আয্ যারয়ী।

রবীউস সানী মাসের ১৬ তারিখ তান্কুয মিসর থেকে সিরিয়ায় ফিরে আসেন। তিনি সুলতানের কাছে মান মর্যাদা লাভ করেন। রবীউল আউয়াল মাসে সিরিয়ায় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। তার ক্ষতি থেকে সকলকে আল্লাহ্ রক্ষা করুন। জুমাদাল উলা মাসের পহেলা তারিখ বৃহস্পতিবার আল্-কাযী বুরহানুদ্দীন আয্ যারয়ী হাম্বলীদের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব নেন। একদল বিচারক তার কাছে হাজির হন। জুমাদাস সানিয়াহ মাসের ১৫ তারিখ জুমার দিন আল্ কাযী আল্-কায্ভীনী আশ্-শাফিয়ীর খোঁজে ডাক হরকরা মিসরে পৌছেন। রজবের পহেলা তারিখ তিনি মিসর প্রবেশ করেন। মিসরের প্রধান বিচারপতি তাকে উপঢৌকন প্রদান করেন এবং তাকে নাসিরিয়া, সালিহীয়া ও দারুল হাদীস আল্-কামিলীয়ায় পাঠ দানের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি বদরুদ্দীন ইবন্ জামায়াতের স্থলাভিষিক্ত হন। বার্ধক্য, অন্ধত্ব ও শারীরিক দুর্বলতার জন্যে উদ্ভূত তার মানসিক চিন্তা প্রশমিত করণার্থে তার জন্য এক হাজার দিরহাম বেতন নির্ধারণ করা হয় এবং মাসিক ১০ আরাদিব (ইরদিব = ৪ কেজি) গম দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আশ্-শাফিয়ী খানকায় পাঠদানেরও তাকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তার পুত্র বদরুদ্দীনকে দামিস্কের উমূরীয় মসজিদে খতীব নিয়োগ করা হয়। তাকে আশ্-শামীয়ায় আল্-বারানীয়ায় পাঠ দানের দায়িত্ব দেয়া হয়। এসব বিষয়ে তার পিতা জালালুদ্দীন আল্ কাযভীনীর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। রজব মাসের ২৮ তারিখ তাকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। আর তার কাছে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হাযির হন।

রজব মাসে আল্ আমীর শরফুদ্দীনকে কুসূন আস-সাকী আন্-নাসিরী সুলতানের মেয়েকে বিয়ে করেন। দিনটি ছিল শুক্রবার। আমীরগণ ও মুরব্বীদেরকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। আকদের রাতের পরের দিন সকালে আল্-আমীর শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন্ আল্-আমীর বাকতামার আস্-সাকী সিরিয়ার শাসনকর্তা তানকূযের মেয়েকে বিয়ে করেন। সুলতান ছিলেন তার পিতা তানকূযের ওয়াকীল এবং ঘটক ছিলেন ইবন্ হারীরী। তাকে উপঢৌকন দেয়া হয়। এ বছরের যুল হাজ্জ মাসে বাসর ঘর উদযাপিত হয়। আর তা ছিল খুব ব্যয় বহুল।

এ বছর রজব মাসের ৭ তারিখ ইসকান্দারীয়া হতে বিরাট ফিতনা সংঘটিত হয়। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ :

বাবুল বাহরের কাছে একজন মুসলমান ও একজন ফরাসী নাগরিকের মধ্যে ঝগড়া হয়। তখন একজন অন্য জনকে জুতা পেটা করে, তত্ত্বাবধায়কের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। তিনি তখন আসরের পর শহরের দ্বার বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। জনগণ তাকে বলেন : আমাদের ধন সম্পদ ও দাস দাসী শহরের বাইরে রয়ে গিয়েছে, আর আপনি সময়ের পূর্বেই দ্বার বন্ধ করে দিচ্ছেন। এ কথার পর তিনি দ্বার খুলে দেন। তখন মালপত্র আনার জন্যে

লোকজন বিরাট ভীড়ের মধ্যে বের হয়ে আসে। ভীড়ের চাপে তাদের প্রায় ১০ জন লোক নিহত হয়, তাদের পাগড়ী লুণ্ঠিত হয় এবং কাপড় চোপড় ইত্যাদি খোয়া যায়। আর এ ঘটনা ঘটেছিল জুমার রাতে। পরদিন সকাল বেলা জনগণ তত্ত্বাবধায়কের বাড়ি যায় এবং তার ও অন্যান্য তিনজন অত্যাচারীর বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। এভাবে কঠিন অবস্থার উদ্ভব হয়। জনগণের মালপত্র লুণ্ঠিত হয়, জনগণ তত্ত্বাবধায়কের জেলখানার দ্বার ভেঙে ফেলে। তত্ত্বাবধায়ক তখন কারাগারের দ্বার দিয়ে বের হয়ে যায় এবং রাজ্যের শাসনকর্তার কাছে পৌঁছে যায়। শাসনকর্তা বিশ্বাস করেন যে, এ কারাগারটিতেই আমীরগণ বন্দী হয়ে রয়েছে। সুতরাং তিনি শহরকে ধ্বংস করার জন্যে অস্ত্র ধরেন। অতঃপর এ খবরটি সুলতানের কাছে পৌঁছে, তখন তিনি তার ওয়াসীর তাইবাগা আল্-জামালীকে দ্রুত প্রেরণ করেন। তিনি তাকে প্রহার করেন এবং ফিরে আসেন। তিনি কাযীকে প্রহার করেন, তার নায়িবকে প্রহার করেন এবং তাদেরকে বরখাস্ত করেন। তিনি কিছু সংখ্যক মুরুব্বীদেরকেও অপমান করেন এবং তাদের বহু সহায় সম্পদও বাজেয়াপ্ত করেন। মুতাওল্লীকে বরখাস্ত করেন। তবে পরবর্তিতে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি বাহাউদ্দীন আলামুদ্দীন আল্-আখনায়ী আশ্-শাফিয়ীকে বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি পরে দামেস্কের শাসক ছিলেন। আল্ ইসকান্দারীয়ার মালিকী কাযীদের বরখাস্ত করেন এবং তার দুই জন নায়েবকে বরখাস্ত করেন। তাদের গর্দানে শৃংখল রাখা হয় অর্থাৎ তাদেরকে কারাবন্দী করা হয়। এভাবে তাদেরকে লাঞ্চিত করা হয়। ইবন্ সানীকে একাধিকবার প্রহার করা হয়।

শাবানের ২০ তারিখ শনিবার হালবের প্রধান বিচারপতি ইবন্ যামালকানী ডাকহর করার সাথে দামেস্ক আগমন করেন। তিনি দামেস্কে এবার ৪ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি সুলতানের উপস্থিতিতে সিরিয়ার প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করার জন্য মিসর পর্যন্ত গমন করেন। কিন্তু কায়রো পৌঁছার পূর্বে তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔

অর্থাৎ "তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে; তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।" (সূরা সাবা : আয়াত নং ৫৪।) শাবান মাসের ২৬ তারিখ শুক্রবার সদরুদ্দীন আল্ মালিকী শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মালিকী কাযীদের বিচারকার্য সম্পাদন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জনগণ তার নিকট হাযির হন। আয্-যারয়ী এ পদ থেকে অবসর নিয়ে মিসর চলে যাওয়ায় তাকে এ পদে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং তার আনুগত্যের নির্দেশটি সকলকে পড়ে শুনানো হয়। রামাদান মাসের পনের তারিখ হানাফীদের কাযী ইমাদুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন্ আহমাদ ইবন্ আবদুল ওয়াহিদ আত্-তারসূসী কাযীদের বিচারকার্য সম্পাদন করার জন্য দামেস্কে পৌঁছেন। তিনি প্রধান বিচারপতি সাদরুদ্দীন আলীউল বাসরুভীর প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি তার পরে উক্তপদে আসীন হন। জামে মসজিদে তার প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ পড়ে শুনানো হয়। তাকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। তিনি বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আল্-কাযী ইমাদুদ্দীন ইবন্ আল্ ইয়য তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি বিচারকের দায়িত্ব সম্পাদনের সাথে সাথে মাদরাসায় নূরীয়ায় পাঠ দানের খিদমতও আঞ্জাম দেন। তার আচরণ ছিল উত্তম। রামাদান মাসে ফরাসী ব্যবসায়ীদের সাথে কয়েদীদের

একটি দল বাগদাদে আগমন করেন। তখন তারা মাদরাসা আল্-আদেলিয়ার আল্ কাবীরীয়ায় অবতরণ করেন। তারা প্রায় ৬০ হাজার কয়েদীর মুক্তি দাবী করেন।

এ ব্যাপারে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, তাদের জন্যে পর্যাপ্ত দু'আ করা হয়। শাবান মাসের ৮ তারিখ সিরিয়ান কাফেলা হিজাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কাফেলার আমীর ছিলেন সাইফুদ্দীন বলবান আল্-মুহাম্মদী। আর কাফেলার কাযী ছিলেন হুরানের কাযী বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ মুহাম্মদ। শাওয়াল মাসে বদরুদ্দীন ইবন্ প্রধান বিচারপতি ইবন্ ইয্যুদ্দীন ইবন্ আস্-সাইবাকে দামেস্কে শাফিয়ী মাযহাবের বিচারক পদে নিয়োগ দিলে তার আনুগত্যের নোটিশ দামেস্কে পৌঁছে এবং তার জন্যে উপঢৌকনও প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে কঠোরভাবে অস্বীকার করেন। এ ব্যাপারে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের কথাও জানান। কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বার বার তাকে এ দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করা হয়। এরপরেও তিনি তা কবুল করেননি। তিনি কান্নাকাটি করতে লাগলেন, তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় এবং তিনি খুব ক্রোধান্বিত হন। তিনি যখন আবারো অস্বীকৃতির উপর প্রত্যয় প্রকাশ করেন, তখন সুলতানের দূত প্রত্যাবর্তন করেন। যুল কাদাহ মাস যখন আসে, তখন সিরিয়ায় বিচার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব আলাউদ্দীন আলী ইবন্ ইসমাইল আল্ কুনুভীকে প্রদান করা হয়েছে বলে খবর প্রকাশ পায়। তিনি মিসর থেকে দামেস্কে রওয়ানা হন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করেন এবং যুল্‌কাদাহ মাসের ২৭ তারিখ সোমবার দামেস্কে প্রবেশ করেন। তিনি রাজ্যের প্রশাসকের সাথে মুলাকাত করেন, উপঢৌকন পরিধান করেন এবং সরকারী দারোয়ানদের সাথে আল্-আদিলীয়ায় আগমন করেন। সেখানে তার আনুগত্যের নির্দেশনা পড়ে শুনানো হয় এবং রীতিনীতি মুতাবিক তিনি তথায় বিচারকার্য পরিচালনা করেন। জনগণ তাকে পেয়ে খুশী হন। কেননা তাঁর আচরণ ছিল চমৎকার, ভাষা ছিল সুমধুর, দয়া মায়া ও চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর পরে সারিয়াকূসের শায়খ মজদুদ্দীন আল্-আকসারায়ী আস্ সূফী মিসরে শায়খদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সুচারুরূপে পরিচালনা করেন।

যুল্‌কাদাহ মাসের ২৩ তারিখ শনিবার আল্-কাযী মুহীউদ্দীন ইবন্ ফাদ্‌লুল্লাহ গোপনীয় যোগাযোগ বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে উপঢৌকন পরিধান করেন। তিনি ইবন্ শিহাব মাহমুদের স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র শরফুদ্দীন গোপনীয় যোগাযোগ বিভাগের দায়িত্ব অব্যাহত ভাবে সম্পাদন করেন। এ বছরেই হালবের বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আল্-কাযী ফখরুদ্দীন আল্ বাযিরী। তিনি ইবন্ যামালকানীর স্থলাভিষিক্ত হন। যুল হাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে জামিউল উমূয়ী এর উত্তর দেয়ালটিতে পাথর বসানোর কাজ সমাপ্ত হয়। সুলতানের দূত তানকুয আগমন করেন, জামে মসজিদের দিকে তাকান এবং পাথর বসানোর কাজটি পছন্দ করেন। জামে মসজিদের পর্যবেক্ষক তাকীউদ্দীন ইবন্ মারাজিল তার প্রতি শুকরীয়া জ্ঞাপন করেন। কুরবানীর ঈদের দিন বিলবীস শহরে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক বন্যা দেখা দেয়। তখন শহরের বাসিন্দারা শহর থেকে পলায়ন করে। গত ৬০ বছরে এরূপ বিপদ অত্র এলাকার কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। বিপুল সংখ্যক বাগ-বাগিচা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন। এ বছরে যে সব গণ্য মান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের কয়েক জনের বিবরণ নিম্নরূপ :

১. আল্-আমীর আবু ইয়াহইয়া

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল যাকারীয়া ইবন্ আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আবদুল ওয়াহিদ আবু হাফস আল্-হিনতানী আল্-জিয়ানী আল্-মাগরিবী। তিনি মরক্কোর আমীর ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি ৬৫০ হিজরী সালে (১২৭২ খৃ.) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ফিকাহ শাস্ত্র ও আরবী ভাষা অধ্যয়ন করেন। তিউনিসিয়ার শাসকগণ তাকে শ্রদ্ধা করতেন ও তাযীম তাক্‌রীম করতেন। কেননা তিনি বাদশা, আমীর ও ওয়াযীর বংশের সদস্য ছিলেন। অতঃপর তিউসিনিয়ানরা তার শাসনের পক্ষে ৭২১ হিজরী সালে (১৩৪৩ খৃ.) তার বাইয়াত গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সাহসী ও সর্বকাজে উদ্যোগী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি খুতবা থেকে ইবন্ তুমরুতের নাম বাদ দেন, যদিও তার দাদা আবু হাফস আল্-হিনতায়ী ছিলেন ইবন্ তুমরুতের বিশিষ্ট সাথীদের একজন। তিনি এ বছরের মুহররম মাসে আল্ ইসকান্দরীয়া শহরে ইন্‌তিকাল করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

২. আস্-শায়খ আস্ সালিহ জিয়াউদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল ফিদা জিয়াউদ্দীন ইসমাইল ইবন্ রাদী উদ্দীন আবুল ফদল আল্-মুসলিম ইবন্ আল্ হাসান ইবন্ নসর আদ্ দামেস্কী। তিনি ইবন্ হুমূয়ী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি, তার পিতা ও তাঁর দাদা বিশিষ্ট শ্রদ্ধাভাজন লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং সালাত ও সিয়াম আদায় করতেন। তিনি ফকীরদের প্রতি দান খয়রাত সাদকা এবং ধনীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন। তিনি ৬৩৫ হিজরী সাল (১২৪৭ খৃ.) এ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জীবনে বহু হাদীস শুনেছেন। আল্ বারযালী তার থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। তিনি দামেস্ক বাসীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সফর মাসের ১৪ তারিখ জুমার দিন ইন্‌তিকাল করেন। শনিবার দ্বিপ্রহরের সময় তার সালাতে জানাযা পড়া এবং বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়। তিনি হজ্জ পালন করেন ও খানায়ে কাবায় বেশ কিছু দিন অতিবাহিত করেন। আবার বাইতুল মুকাদ্দাসেও একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থান করেন। ৭২ বছর বয়সে তিনি ইন্‌তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। তাঁর পিতা বর্ণনা করেন, "তিনি যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন ফাল' বের করার উদ্দেশ্যে কুরআনুল করীম খোলা হয়, আর বের হয়ে আসে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ۔

"সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন।" (সূরায়ে ইব্‌রাহীম : আয়াত নং ৩৯।) তাই তিনি তার নাম রাখলেন ইসমাইল। অতঃপর তার আরো একটি সন্তান জন্ম নেয় এবং তিনি তার নাম রাখেন ইসহাক। এটা তাদের জন্যে একটি শুভ ঘটনা। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন।

৩. আশ্-শায়খ আলী আল্-মাহারিফী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আলী ইবন্ আহমাদ ইবন্ হুস্ আল্-হিলালী। তাঁর দাদা ঈলুল বাসূক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পিতা বায়তুল মুকাদ্দাসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি একবার হাজ্জ

করেন এবং মক্কায় এক বছর অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি আবার হজ্জ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত সৎলোক ছিলেন। তিনি আল্-মুহারিফী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ মিশানোর মাধ্যমে পরিবর্তন করতেন। আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যেই এক রকমের পণ্যের সাথে প্রকাশ্যভাবে অন্য রকমের পণ্য পরিমাণ মত মিশাতেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে বহু সময় পর্যন্ত তাস্বীহ তাহ্লীল ও যিক্র আযকার করতেন। তার মধ্যে ছিল বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব। তিনি এমন সব কথাবার্তা বলতেন, যার মধ্যে ছিল জাহান্নামের প্রতি ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী। তিনি ইবন্ তাইমিয়ার দরবারে উঠাবসা করতেন। তিনি রবীউল আউয়াল মাসের ২৩ তারিখ মঙ্গলবার ইন্তিকাল করেন। তাকে আশ্-শায়খ মুয়াফফিকুদ্দীন আস্ সাফহ-এর কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার জানাযায় বহুলোকের সমাগম হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

৪. আল্-মালিকুল কামিল নাসিরুদ্দীন

তাঁর পূর্ণনাম ছিল আবুল মাযালী মুহাম্মাদ ইবন্ আল্-মালিক আস্-সায়ীদ ফাত্হুদদীন আবদুল মালিক ইবন্ আস্ সুলতান আল্ মালিকুস সালিহ ইসমাইল আবুল জাইশ ইবন্ মালিকুল আদিল আবু বকর ইবন্ আয়ুব। তিনি প্রবীণ আমীর ও বাদশার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন শহরের মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যেমন ধীশক্তি, জ্ঞানবুদ্ধি, সদ্ব্যবহার, বিনম্র ভাষা ইত্যাদি। যার বহু কথাবার্তা মেধার শক্তি ও অনুধাবনের দক্ষতার দরুণ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন সর্দার ও দানশীল ব্যক্তিদের অন্যতম। জমাদিউল আউয়াল মাসের ২০ তারিখ বুধবার দ্বিপ্রহরের সময় তিনি ইন্তিকাল করেন। বৃহস্পতিবারের যুহরের সময় জামে মসজিদের প্রাঙ্গণে আন্নসর গম্বুজের নীচে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। অতঃপর এলাকাবাসীরা তাকে তার নানা আল্-মালিকুল কামিলের কাছে দাফন করার মনস্থ করে, কিন্তু তা হয়ে উঠেনি। শেষ পর্যন্ত তাকে উম্মুস সালিহ কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। তিনি অনেকের কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন এবং অনেকে আবার তার থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি ঘটনার তারিখ উত্তমরূপে হিফয করতে পারতেন। তার পুত্র আল্ আমীর সালাহুদ্দীন তার স্থলে তাবালখানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার ভাই ও তার সাথে মিলেমিশে বাস করতেন। অতঃপর দুই জনই সরকারী উপঢৌকন পরিধান করেন ও সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

৫. আশ্-শায়খুল ইমাম নাজমুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আবুল হাযম আল্ কারশী আল্ মাখযূমী আত্-তামূলী। তিনি শাফিয়ী মাযহাবের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি শারহুল ওয়াসীত ও শারহুল হাজিবীয়াহ নামক দুই খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মিসরে পাঠদান করেন ও বিচারকার্য পরিচালনা করেন। তিনি সেখানে পর্যবেক্ষকও ছিলেন। তিনি মিসরে শ্রদ্ধাভাজন আচরণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পরে নাজমুদ্দীন ইবন্ 'আকীল সেখানে বিচার কার্য পরিচালনা করেন। সেখানে মূল্য নিয়ন্ত্রক ছিলেন নাসিরুদ্দীন ইবন্ কার আস্-সাবকূন। তিনি এ বছরের

রজব মাসে ইন্‌তিকাল করেন এবং আশি বছরের বয়স অতিক্রম করেন। তাঁকে কারাফাতে দাফন করা হয়। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

৬. আস্-শায়খুস সালিহ আবুল কাসিম

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবদুর রহমান ইবন্ মূসা ইবন্ খাল্ফ আল্ হাযানী। তিনি মিসরের প্রসিদ্ধ সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর রাওদায় তিনি ইন্‌তিকাল করেন। তার লাশ নীল নদের পাড়ে নেয়া হয়। সেখানে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। তাকে মাথায় ও আঙ্গুলের মাথায় বহন করা হয়। তাঁকে ইবন্ আবু জাময়াহ এর পাশে দাফন করা হয়। তিনি প্রায় ৮০ বছরে পৌঁছেছিলেন। তিনি খানায় কাবার যিয়ারতের ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

৭. আল্-কাযী ইয্যুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবদুল আযীয ইবন্ আহমাদ ইবন্ উসমান ইবন্ ঈসা ইবন্ উমার ইবন্ আল্ খিদির আল্-হিকারী আশ-শাফিয়ী। তিনি মহল্লার কাযী ছিলেন। তিনি উত্তম কাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রামাদান সম্পর্কে জামে' হাদীসের উপর তার ছিল একটি সংকলন। কথিত আছে যে, তিনি এ সম্পর্কে এক হাজারটি নির্দেশাবলী চয়ন করেন। তিনি রামাদান মাসে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি বহু উত্তম কিতাবাদি সংগ্রহ করেছিলেন, তন্মধ্যে আমাদের শায়খ আল্ মাযীর আত্-তাহযীব উল্লেখযোগ্য।

৮. আশ্-শায়খ কামালুদ্দীন ইবন্ আয্-যামালকানী

সিরিয়া ও অন্যান্য এলাকায় তিনি শাফিয়ী মাযহাবের একজন শায়খ ছিলেন। পাঠদান, ফাতাওয়া প্রদান ও মুনাযারার ক্ষেত্রে মাযহাবের নেতৃত্ব তাঁর কাছে সমাপ্ত হয়। তার নসবনামা বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে আস্ সামাকী বলা হয়। আবু দাজানা সামাক ইবন্ খারা-শাহর বলে তাকে সম্বোধন করা হয়। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। তিনি ৬৬৬ হিজরী সালের (১২৮৮ খৃ.) শাওয়াল মাসের ৮ তারিখ সোমবার রাতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি আশ-শায়খ তাজুদ্দীনকে নিয়ে গবেষণা করেন। উসূল সম্পর্কে আল্-কাযী বাহাউদ্দীন ইবন্ যাকীবকে নিয়ে গবেষণা করেন। নাহ্ শাস্ত্র সম্পর্কে বদরুদ্দীন ইবন্ মালিক ও অন্যান্যকে নিয়ে গবেষণা করেন। গবেষণাতে তিনি ভাল ফলাফল লাভ করেন ও পারদর্শিতা অর্জন করেন। আর তিনি স্বীয় মাযহাবের সমসাময়িকদের নেতৃত্ব দান করেন এবং মেধা ও প্রতিভার বদৌলতে অসাধারণ জ্ঞানার্জন অগ্রগামিতা লাভ করেন। তার বাক্য গঠন পদ্ধতি ছিল সাধারণের চেয়ে বেশী মার্জিত ও সৌষ্টবমণ্ডিত। তাঁর হস্তলিপি ছিল সৌরভ ছড়ানো ফুলের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল। তিনি দামেস্কের বেশ কয়েকটি মাদরাসায় পাঠদান কর্মসূচি সম্পাদন করেন এবং কয়েকটি বড় বড় দায়িত্ব পালন করেন, যেমন কোষাগারের পর্যবেক্ষণ, আননূরী হাসপাতালের রক্ষণাবেক্ষণ, সরকারী কার্যালয়ের তদারকী, বায়তুল মালের ওকালতি। তাঁর বেশ কয়েকটি উপকারী 'তালীক' ছিল এবং প্রশংসার যোগ্য কয়েকটি সংকলন ও হৃদয়গ্রাহী মুনাযারাহ ছিল।

'আল্লামা নবূবীর রচিত 'শারহুল মিন্‌হাজের' কয়েকটি বড় বড় 'তালীক' তিনি রচনা করেন। তালাকের মাসয়ালা ও অন্যান্য ব্যাপারে আশ্‌-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়াহকে প্রতিহত করার জন্যে তিনি এক খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মজলিসে যেসব পাঠ প্রদান করতেন, এর থেকে উত্তম পাঠ কেউ দান করছে বলে শুনা যায় না এবং তার বাক্য গঠন থেকে অধিক সুন্দর কেউ বাক্য গঠন করছে বলেও জানা যায় না। তাঁর বক্তৃতা ছিল উত্তম এবং তাঁর সাবধানতা অবলম্বনও ছিল খুব পছন্দনীয়। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি ছিল সঠিক, মেধা শক্তি ছিল প্রখর এবং তাঁর সংকলন ছিল উত্তম। তিনি আশ্‌-শামীয়া আল্ বারানিয়াহ, আল্‌-আযরাভীয়া, আয্‌-যাহিরীয়া, আল্‌বাওয়ানীয়া, আর রাওয়াহীয়া এবং আল্‌-মাশ্‌রুরীয়া নামক মাদরাসাসমূহে পাঠদান করেন। প্রত্যেকটি পাঠদান কর্মসূচিকে তিনি এত সঠিকভাবে প্রদান করতেন, মনে হত যেন পরবর্তি পাঠদান কর্মসূচি পূর্ববর্তীটাকে মুছে ফেলার উপক্রম হয়েছে। কেননা এগুলো সৌন্দর্য ও বাগ্মীতার দিক দিয়ে উন্নতমানের ছিল। পাঠদান কর্মসূচির আধিক্য তার কাছে কষ্টকর মনে হতো না এবং ফকীহ ও জ্ঞানী লোকদের সমাগম তার কাছে বিরক্তিকর মনে হতো না; বরং যত অধিক লোকদের সমাগম হতো এবং বড় বড় জ্ঞানী লোকদের সম্মেলন হতো, ততই পাঠদান কর্মসূচি হতো অধিক সুন্দর, উজ্জ্বল, মধুর, উপদেশমূলক ও বিশুদ্ধ। অতঃপর যখন তিনি পার্শ্ববর্তী কয়েকটি মাদরাসাসহ হালবের বিচার কার্যের দায়িত্ব নেয়ার জন্যে স্থানান্তর হন, তখনও তার সাথে একই রকম ঘটনার অবতারণা হয়। তথাকার সমস্ত বাসিন্দা অধিক হারে সাফল্য মণ্ডিত হন এবং যেসব জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা তারা কিংবা তাদের পূর্বপুরুষরাও শুনেননি, এরূপ জ্ঞান গর্ভ আলোচনা ও পর্যালোচনা তারা শুনতে পান। অতঃপর তাকে মিসরের শহরগুলোতে তলব করা হয়, যাতে তিনি আশ্‌-শামীয়ার দারুস সুন্নাতি নবুবীয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সেখানে পৌছার পূর্বে মৃত্যু এসে হাযির হয়। তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি নয়দিন যাবত ভ্রমণরত ছিলেন। অসুস্থ থাকার পর হুরাকুল হাম্মামে পৌছার পর সমস্ত আনন্দ উপভোগের বিনাশ সাধনকারী মৃত্যুর ফিরিশতা তার জান কবজ করেন। ফিরিশতা তাঁর যাবতীয় প্রবৃত্তি, নিয়তের উপর নির্ভরশীল কর্মকাণ্ড ও আশা আকাংখার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

অর্থাৎ "নিয়্যতের শুদ্ধতার উপর আমল নির্ভরশীল। যার হিজরত হবে দুনিয়া অর্জনের জন্যে কিংবা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্যে তাহলে তার হিজরত সেই হিসেবে গণ্য হবে।" তার অপবিত্র নিয়ত অন্তরে বিরাজ করছিল– সিরিয়ায় ফিরে এসে শায়খুল ইসলাম ইবন্ তাইমিয়াহকে কষ্ট দেয়া। ইবন্ তাইমিয়া তার জন্যে বদ দুআ করেন। তাই তিনি তার লক্ষ্যবস্তুতে পৌছতে পারেননি। তিনি রামাদান মাসের ১৬ তারিখ বুধবার শেষ রাতে বিলবীস শহরে ইন্‌তিকাল করেন। তার লাশ কায়রোতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বৃহস্পতিবার রাতে কারাফায় ইমাম শাফিয়ীর গম্বুজের পাশে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দুইজনকে তাঁর রহমত দিয়ে ঢেকে ফেলুন!

৯. আলহাজ্জ 'আল উমূয়ী জামে' মসজিদের প্রসিদ্ধ মুয়াযযিন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আলহাজ্জ 'আলী ইবন্ ফারাজ ইবন্ আবুল ফদল আল কাত্তানী। তাঁর পিতা উত্তম মুয়াযযিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে ছিল সৎকর্ম ও ধর্ম। মানব জাতির কাছে তিনি ছিলেন গ্রহণীয়। তিনি ছিলেন মধুর কণ্ঠের অধিকারী। তার ছিল উচ্চস্বর, তার মধ্যে ছিল বন্ধুত্ব, সেবা ও দানশীলতা। তিনি একাদিক বার হজ্জব্রত পালন করেন। আবূ উমার ও অন্যান্য থেকে হাদীস শ্রবণ করেন তিনি। তিনি যুল্‌কাদাহ মাসের ৩ তারিখ বুধবার রাতে ইন্‌তিকাল করেন। পরদিন সকালে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং বাবুসসাগীরে তাকে দাফন করা হয়।

১০. আশ্-শায়খ ফদ্‌ল ইবন্ আস্ শায়খ আর রাজীহী আন্ তূনিসী

তাঁর ভাই ইউসুফ খানকায় তার স্থলাভিষিক্ত হন।

৭২৮ (১৩৫০ খৃ.) হিজরী

এ বছরের যুলকাদাহ সালে শায়খুল ইসলাম আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবন্ তাইমিয়াহ কাদ্দাসাল্লাহ রুহাহু ইন্‌তিকাল করেন। মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় তার জীবনী বর্ণনা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বছরের মুহররমের চাঁদ উদয় হয়। মিসরের শাসনকর্তা এবং হালবের কাযী ব্যতীত রাজ্যের অন্যান্য শাসকগণ তাদের পূর্ববর্তী পদমর্যাদায় বহাল ছিলেন। মুহররমের ২ তারিখ বুধবার হিমসের বাসিন্দা আশ্‌শায়খ আল্-হাফিয সালাহুদ্দীন আল্-আলাইয়ী একটি সমাবেশে পাঠদান করেন। আমাদের শায়খ আল্ হাফিয আল্-মাযিনী তাকে এ সুযোগ করে দেন। তার কাছে ফকীহগণ, কাসীগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হাযির হন। তিনিও একটি সুন্দর ও উপকারী দারস পেশ করেন। মুহররমের ৪ তারিখ শুক্রবার সামসাতীয়া নামক স্থানে প্রধান বিচারপতি আলাউদ্দীন আলকুনয়ী শায়খদের প্রশিক্ষণে উপস্থিত হন। তার কাছে ফকীহগণ ও সুফীয়ায়ে কিরাম সাধারণ নিয়ম মুতাবিক হাযির হন।

সফর মাসে ১৮ তারিখ রবিবার দিন তাকীউদ্দীন আবদুর রহমান ইবন্ আশ্-শায়খ কামালুদ্দীন ইবন্ আয্-যামাল কানী মাশরুরীয়ায় দারস পেশ করেন। হিমসের বিচার কার্যের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে স্থানান্তর হওয়ায় জামালুদ্দীন ইবন্ আশ্-শারীশিনীর স্থলে তিনি দারস পেশ করেন। জনগণ তার দারসে হাযির হন এবং তাঁর পিতার জন্যে প্রাণভরে দু'আ করেন।

সফর মাসের ২৫ তারিখ রবিবার রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি আল্ আমীর কাযীর তামারতাশ্ ইবন্ জবান দামেস্ক পৌছেন, তার লক্ষ্য হচ্ছে মিসর। দেশের গভর্নর ও সেনা প্রধান তাকে স্বাগত জানাবার জন্যে ঘরের বাইরে চলে আসেন। তিনি ছিলেন সুন্দর অবয়ব, পরিপূর্ণ অঙ্গপ্রতঙ্গ ও সুদর্শন চেহারার অধিকারী। মিসরের সুলতানের কাছে যখন তিনি আগমন করেন তখন সুলতান তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাকে বন্ধুত্বের প্রতীক প্রদান করেন। তার সাথীদেরকে আমীরদের সাথে মর্যাদায় পৃথক করেন এবং তাদেরকে অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন

করেন। তাঁর মিসরে আগমনের উদ্দেশ্য হলো নিম্নরূপ : ইরাকের শাসক আল্-মালিক আবু সাঈদ তার ভাই জাওয়াজা রামাশতাককে গত বছরের শাওয়াল মাসে হত্যা করে। তাই তাঁর পিতা জুবান সুলতান আবু সাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার মনস্থ করেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি। জুবানি তখন ছিলেন, রাষ্ট্রসমূহের পরিচালক। তাই তামারতাশ সুলতানকে ভয় করতে লাগলেন এবং নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তিনি মিসরের সুলতান নাসিরের কাছে পলায়ণ করে চলে যান।

রবীউল আউয়াল মাসে সিরিয়ার শাসক সাইফুদ্দীন তানকুয মিসরের সুলতানের সাথে সাক্ষাত করার জন্য মিসরীয় শহরগুলোতে রওয়ানা হন। সুলতান তাকে সম্মান ও তাযীম করেন। তিনি এ সফরে আল্-বাযুরীয়ীন ও আল্‌জুযীকার নিকটবর্তি জায়গায় একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান খরিদ করেন। এটা অবশ্য মিসরীয় শহরগুলোর পুর্ব পাশে অবস্থিত। আল্ বাযূরীয়া আজকাল গমের বাজার হিসেবে পরিচিত। তিনি এ প্রতিষ্ঠানটি খরিদ করে সেখানে একটি সুন্দর ও বিরাট অট্টালিকা তৈরি করেন যা থেকে অধিক সুন্দর অট্টালিকা দামেস্কেও নেই। এটাকে তিনি স্বর্ণঘর বলে নাম রাখেন। তার বরাবর অবস্থিত সাগীদ নামক হাম্মামটি তিনি ভেঙে ফেলেন এবং সেখানে একটি পরম সুন্দর দারুল কুরআন ও দারুল হাদীস প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে সুন্দর সুন্দর ঘর তৈরি করেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের সেখানে বসবাস করার সুবন্দোবস্ত করে দেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে উপস্থাপন করা হবে। মিসর থেকে ফেরত আসার পথে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করেন। তা যিয়ারত করেন ও সেখানেও একটি হাম্মাম তৈরি করেন। সেখানে একটি দারুল হাদীস এবং খানকাহ তৈরির ও হুকুম দেন। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

রবীউল আউয়াল মাসের শেষের দিকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নির্মীয়মান খালটি গিয়ে পৌছে। এখালটি নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের জন্যে হুকুম দিয়েছিলেন সাইফুদ্দীন তানকুয কাতাল বাক। তিনি অত্র এলাকার শাসকদের সমন্বয়ে তার নির্মানের কাজ শুরু করেন। এতে মুসলমানগণ আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। খালটি শেষ পর্যন্ত মসজিদুল আকসার কিনারা পর্যন্ত পৌছে এবং সেখানে একটি বিরাট চৌবাচ্চাও নির্মাণ করা হয়। এটাকে সাখরা ও আকসার মধ্যবর্তি জায়গায় শ্বেতপাথর দ্বারা নির্মাণ করা হয়। গত বছরের শাওয়াল মাসে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। এ সময়ের মধ্যে মসজিদুল হারামের পবিত্র ছাদসমূহ ও অফিস তৈরী করা হয়েছে। মক্কায় বাবে বনু সাইবা সংলগ্ন এলাকায় অযূর হাউস তৈরি করা হয়েছে।

আল্-বারযালী বলেন : এ মাসে বাবে তুমা বাজারে অবস্থিত হাম্মামটির নির্মাণ কাজ পরিপূর্ণ হয়। তার রয়েছে দুটি দরজা। রবীউস সানী মাসে বাবুস সিয়াদাত সংলগ্ন দামেস্কের জামে মসজিদের পশ্চিম পাশে সামনের দিকের দেয়ালটির শ্বেত পাথর ভাঙ্গা হয়, তাতে দেয়ালটিকে অন্তসারশূন্য পাওয়া যায় এবং তা বিপজ্জনক বলে প্রতীয়মান হয়। তানকুয সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হন। তার সাথে ছিলেন বিচারপতি এবং সাংবাদিকগণ। দেয়ালটি ভেঙে পুনঃ মেরামত করার বিষয়ে সকলে ঐক্যমতে পৌছেন। রবীউস সানী মাসের ২৭ তারিখ জুমার দিন সালাতের পর এ ঘটনাটি ঘটে। অন্যদিকে রাজ্যের নায়িব সুলতানকে এ বিষয়ে পত্রের মাধ্যমে অবগত করান এবং মেরামতের কাজ হাতে নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। এ ব্যাপারে সরকারী

অনুমতিপত্র জারী করা হয়। অতঃপর জুমাদাল উলা মাসের ২৫ তারিখ জুমার দিন দেয়াল ভাঙ্গার কাজ শুরু করা হয় এবং জুমাদাস সানিয়াহ মাসের ৯ তারিখ রবিবার পুন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। রাবুয যিয়াদত ও বক্তৃতামঞ্চের মধ্যখানে সাহাবায়ে কিরামের মিহরারের ন্যায় মিহরাব তৈরি করা হয়। অতঃপর তারা পুনঃমেরামতের কাজে মশগুল হন এবং কাজ দ্রুত গতিতে অব্যাহত থাকে। জনগণ থেকে বহুলোক ছাওয়াবের আশায় বিনা পারিশ্রমিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেরামতের কাজে শরীক হন। প্রতিদিন ১০০ জনের বেশি লোক কাজ করে। রজব মাসের ২০ তারিখ দেয়ালের পুনঃনির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। তার ছাদু ও তাকগুলো পূর্বের ন্যায় মজবুত করে পুনঃনির্মাণ করা হয়। আর এটা সম্ভব হয়েছে তাকীউদ্দীন ইবন্ মায়াজিলের উৎসাহ উদ্দীপনার দরুণ। এটা ভাবলে অবাক হতে হয় যে, এত কম সময়ের মধ্যে দেয়ালটি ভাঙ্গা হয়। ছাদের ফাঁটলগুলো মেরামত করা হয়। এত কম সময়ের মধ্যে দেয়াল ও ছাদটি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটি সম্পর্কে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। আন্-নাযালিয়ায় অবস্থিত গির্জাটির পশ্চিম দিকের ভিতের পাথরগুলো এত দ্রুত পুনঃ স্থাপনে জনগণের সাহায্য সহায়তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। এ ইবাদত খানাটির প্রতিটি কর্নারে একটি করে গির্জা ছিল যেমন তার পূর্ব পশ্চিম দুটো কিবলার গির্জা বর্তমান ছিল। উত্তর দিকের দুই কোণের গির্জাগুলো পূর্ব থেকে তৈরি ছিল, তবে হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে উত্তর পশ্চিম কোণের ভিতটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তাই অতি তাড়াতাড়ি এ দেয়ালটির পুনঃ মেরামত করার কাজটি সময়ের একটি বড় দাবী ছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, জামে মসজিদের পর্যবেক্ষক ইবন্ মায়াজিল এ মেরামতের কারণে বেতনভোগী কর্মচারীদের কারোর বেতনের কোন অংশ কর্তন করেননি।

জুমাদাল উলা মাসের ৫ তারিখ শনিবার রাতে কারাবীয়ান নামক স্থানে একটি বিরাট অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। রামাহাইনেও এ অগ্নি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কায়সারীয়াহও তথায় অবস্থিত মসজিদটিও পুড়ে যায়। জনগণের বহু কিছু ধ্বংস হয়ে যায়, যেমন মালপত্র, কাপড় চোপড় ও আসবাব পত্র। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন।

জুমাদাল উলা মাসের ১০ তারিখ শুক্রবার জুমার সালাতের পর মিসরের হানাফীদের প্রধান বিচারপতি কাযী শামসুদ্দীন ইবন্ আল্-হারীরী এর সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। আর দামেস্কে তার সালাতে জানাযা গায়েবানা আদায় করা হয়। এ দিনেই ইবন্ আল্ হারীরীর পর মিসরের বিচার কার্য পরিচালনার গুরু দায়িত্ব বহন করার জন্য বুরহানুদ্দীন ইবন্ আবদুল হক আল হানাফীর খোঁজে ডাক হরকরা আগমন করে। তখন তিনি মিষরের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং জুমাদাল উলা মাসের ২৫ তারিখ তিনি মিসরে প্রবেশ করেন। তিনি সুলতানের সাথে সাক্ষাত করেন। সুলতান তাকে বিচার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাকে উপঢৌকন প্রদান করেন এবং কোমরবন্ধ সহকারে একটি খচ্চর প্রদান করেন। তাকে আল্ মাদরাসায় আস্-সারিহীয়ার বিচারপতি ও দারোয়ানদের উপস্থিতিতে অবস্থান করার নির্দেশ প্রদান করেন। ইবন্ হারীরীকে যত প্রকারের সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছিল, তাকেও অনুরূপ সুযোগ সুবিধা মঞ্জুর করার জন্যে ফরমান জারী করেন।

জুমাদাস সানিয়ায় দ্বিতীয় দিন আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার যাবতীয় কিতাবাদি, কাগজপত্র ও দোয়াত কলম ইত্যাদি বহিষ্কারের হুকুম দেয়া হয়। কিতাব পত্রাদি

অধ্যয়নের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। রজব মাসের পহেলা তারিখ তার সমস্ত কিতাবাদি আল্ আদিলীয়ায় আল্-কারীয়ার কুতুবখানায় স্থানান্তর করার জন্যে হুকুম দেয়া হয়।

আল বারযালী বলেন : তাঁর প্রায় ৬০টি খণ্ড কিতাব ছিল ও ১৪ ব্যান্ডেল খাতাপত্র ছিল। বিচারক ও ফকীহগণ এগুলো পর্যবেক্ষণ করেন এবং এসব নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেন। তার কারণ ছিল এই যে, যিয়ারতের মাসয়ালায় আত্-তাকী ইবন্ আখনাঈ আল্ মালিকী তার বিরোধিতা করেন। তখন আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন এ মাসয়ালায় তার বিরোধিতা করেন, তাকে এ মাসয়ালার ব্যাপারে অজ্ঞ বলে আখ্যায়িত করেন, আর তাকে জানিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে তার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তখন আল্ আখনায়ী সুলতানের কাছে গমন করেন ও তাঁর কাছে মোকাদ্দমা পেশ করেন। ফলে সুলতান তার সব কিছু বের করে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। আর এ ব্যাপারে যা কিছু ঘটার ছিল, তা ঘটে যায়। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে বর্ণনা রাখা হয়েছে। নির্দেশ নামার প্রান্তে আলাউদ্দীন ইবন্ আল্-কালানসীকে তার ভাই জামালুদ্দীনের স্থানে তার সম্মানার্থে পরোক্ষভাবে মন্ত্রীদের কেবিনেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তার নির্ধারিত সেনাবাহিনীর বিচার আচার ও ওকালতি থেকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এ ব্যাপারে দুইজনকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়।

রজব মাসের ২৩ তারিখ মঙ্গলবার হানাফী, মালিকী ও হাম্বলীদের জন্যে উরুভী মসজিদের সামনের দেয়ালে সালাতের জায়গা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। অতঃপর বাবুয যিয়াদাহ ও হুজরার মধ্যে হানাফী ইমামের নতুন মিহরাব নির্ধারণ করা হয়। সাহাবাদের মিহরাবকে মালিকী ইমামের মিহরাবের জন্যে নির্ধারিত করা হয় এবং খিজরের হুজরার মিহরাবকে হাম্বলী মাযহাবের ইমামের মিহ্রাব হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। সাহাবাদের মিহরাবের ইমামের স্থানকে কালাসায়ে পরিবর্তন করা হয়। এর পূর্বে মেরামতের সময় হানাফীদের মিহরাব সুপরিচিত হুজরায় গিয়ে পৌছে। আর তাদের পেছনে পশ্চিম পাশের তৃতীয় ছাদে হাম্বলীদের মিহরাব গিয়ে পৌছে। আবার দুটোই পিলারসমূহের মধ্যেবর্তীতে বিরাজমান ছিল। অতঃপর এ মিহরার গুলোকে স্থানান্তর করা হয়। এবং সামনের দেয়ালে মিহরাবগুলোকে স্থায়ী করা হয় আর এভাবেই বিষয়টি স্থিতিশীল হয়।

শাবান মাসের ২০ তারিখ আল আমীর তামারতাশ ইবন্ জুবান গ্রেফতার হন। তিনি মিসরের সুলতান নাসিরের কাছে তার একদল সাথীকে নিয়ে পালিয়ে আসেন। তারা মিসরের দুর্গে কারাবন্দী হন। শাওয়ালের ২ তারিখ তার মৃত্যু এসে হাযির হয়। কথিত আছে যে, সুলতানই তাকে হত্যা করেন। আর ইরাকের তুর্কী শাসনকর্তা আবু সায়ীদ ইবন্ খারবান্দা মালিক তাতারের কাছে তার মাথাটি প্রেরণ করেন।

শাওয়াল মাসের ২ তারিখ সোমবার সিরিয়ান হজ্জ কাফেলা বের হয়। এ কাফেলার আমীর ছিলেন ফখরুদ্দীন উছমান ইবন্ শামসুদ্দীন লুলু আল্ হালবী। তিনি দামেস্কের আমীরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাফেলার কাযী ছিলেন হাম্বলীদের প্রধান বিচারপতি ইযযুদ্দীন ইবন্ আত্-তাকী সুলাইমান। এ কাফেলার মাধ্যমে যারা হজ্জব্রত পালন করেন, তারা হচ্ছেন : আল্ আমীর হুসামুদ্দীন, আশ্-শাবসিকদার, আল্ আমীর কাবজাক, আল্ আমীর হুসামুদ্দীন ইবন্ নাজীবী, তাকীউদ্দীন ইবন্ আস্-সালুস, বদরুদ্দীন ইবন্ আস্-সাইগ, জাহবালের দুই পুত্র এবং আল্ ফখরুল মিসরী, আশ্-শায়খ আলামুদ্দীন, আল্ বারসালী এবং শিহাবুদ্দীন আত্-তাহিরী।

বালাবাক্কা শহরের শাসক আল্ কাযী আল মানফলূতী দামেস্কের শাসক নিযুক্ত হন। তিনি তার শায়খ প্রধান বিচারপতি আলাউদ্দীন আল কূনূভীর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন চরিত্রের অধিকারী। তাই তাকে হারিয়ে বালাবাক্কাবাসীরা বিক্ষোব্ধ হন। আল কূনূভী হজ্ব পালনের তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর ফখরুদ্দীন যখন হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি পুনরায় শাসন কার্যে নিয়োজিত হন। আর আল্-মানফলূতীও শাসনকার্য পরিচালনা অব্যাহত রাখেন। সুতরাং তারা হচ্ছেন এখন তিনজন নওয়াব : ইবনুল জুমলাহ, আল্ ফখরুল মিসরী এবং আলমানফলূতী। শাওয়াল মাসের ২২ তারিখ ইবনুল হাশীশী কায়রো ভ্রমণ করেন। তিনি হজ্জ থেকে ফেরার পথে হিযাম থেকে প্রত্যাবর্তনকারী কাতিবুল মামালীক কাযী ফখরুদ্দীনের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। কাযী ফখরুদ্দীন যখন ফিরে আসেন, তখন তিনি সামরিক সরকারী কার্যালয়ের দ্বার রক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এপদে সেখানে তিনি বহাল থাকেন। কুতুবুদ্দীন ইবন্ শায়খুশ সালামীয়া দামেস্কে যথারীতি সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

শাওয়াল মাসে আমীনুল মূলক হতে মিসরীয় শহরগুলোর দায়িত্ব হরণ করা হয় এবং সরকারী অফিসসমূহের পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি ১ মাস ২ দিন এ দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে তা থেকে বরখাস্ত হন।

শায়খুল ইসলাম আবুল 'আব্বাস তাকীউদ্দীন আহমাদ ইবন্ তাইমিয়ার ওফাত

আশ্-শায়খ আলামুদ্দীন আল্-বারযালী তার ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, যুলকাদাহ মাসের ২০ তারিখ সোমবার রাতে আশ শায়খ আল্-ইমাম্ আল্ আলিম, আল্ ইলম, আল্ 'আল্লামা, আল্ ফকীহ আল্-হাফিয আয্-যাহিদ, আল্-আবিদ, আল্-মুজাহিদ, আল্-কুদওয়াতু, শায়খুল ইস্লাম তাকীউদ্দীন, আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবন্ আমাদের শায়খ আল্ ইমাম, আল্-'আল্লামা, আল্ মুফতী, শিহাবুদ্দীন আবুল মাহাসিন আবদুল হালিম ইবন্ আশশায়খ আল ইমাম শায়খুল ইসলাম আবুল বারাকাত 'আবদুস সালাম ইবন্ আবদুল্লাহ ইবন্ 'আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবন্ আল্ খিযির ইবন্ আলী ইবন্ 'আবদুল্লাহ ইবন্ তাইমিয়াহ আল্ হুরানী-অতঃপর আদদামেস্কী, দামেস্কের দুর্গের উঠানে ইনতিকাল করেন। এই দুর্গেই তিনি বন্দী ছিলেন। জনগণের একটি বিরাট দল দুর্গে উপস্থিত হন। তাদেরকে দুর্গে তার নিকট প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হয়। গোসলের পূর্বে বিরাট একটি দল তার লাশের পাশে উপবেশন করে ও তারা কুরআন তিলাওয়াত করে। তার প্রতি তারা অবলোকন করে ও তাকে চুমু খেয়ে তারা বরকত হাসিল করে। অতঃপর তারা বিদায় হয়ে চলে যায়। অতঃপর মহিলাদের একটি দল উপস্থিত হয় এবং তারাও পুরুষদের ন্যায় কাজ সম্পাদন করেন। অতঃপর তারাও চলে যান। দুর্গের কর্তৃপক্ষ এখন শুধু গোসলদাতাকে অনুমতি দেয়। যখন তাঁর গোসল সম্পন্ন হয়। তখন তাকে দুর্গ থেকে বের করে আনা হয়। অতঃপর লোকজন দুর্গে ও জামে মসজিদে যাবার রাস্তায় জমায়েত হতে শুরু করে। জামে মসজিদ ও মসজিদের প্রাঙ্গন লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। চুনার ভাটি থেকে ডাক ঘরের দরজা, সময় নিয়ন্ত্রকদের দরজা থেকে বস্ত্র নির্মাতার দরজা ও নিম্নভূমি পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল। দিনের প্রায় ৪র্থ প্রহরে তার জানাযা তৈরি হয় এবং লাশ মসজিদে রাখা হয়। সেনাবাহিনী লাশ ঘিরে রেখেছিলেন। মানুষের প্রচণ্ড ভীড়ের চাপ থেকে তারা লাশকে রক্ষা ও হেফাযত করছিলেন।

প্রথমতঃ তার সালাতে জানাযা দুর্গে সম্পন্ন করা হয়। আশ্ শায়খ মুহাম্মাদ ইবন্ তামাম প্রথম সালাতে জানাযা আদায়ের জন্যে এগিয়ে আসেন। সালাতে যুহরের পর জামে উমূভীতে দ্বিতীয় বার তার জন্য সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। জানাযায় মানুষের ভীড় কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল। আবার ভীড় বাড়তে বাড়তে এরূপ আকার ধারণ করে যে, খোলা মাঠ, অলি গলি, বাজার সব মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সালাতে জানাযার পর তাকে মানুষের মাথায় এবং মানুষের আঙুলের মাথায় বহন করে নেয়া হয়। ডাকঘরের দরজা দিয়ে লাশ বের করা হয়। ভীড় প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। কান্নাকাটির আওয়াজ উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থাকে। মানুষ সশব্দে রোদন করতে থাকে, তার প্রতি মমতা প্রদর্শন করতে থাকে, তার প্রশংসা করতে থাকে এবং তার জন্যে দু'আ করতে থাকে। জনগণ তাঁর লাশে রুমাল নিক্ষেপ করতে থাকে এবং তাদের পাগড়ীও লাশের প্রতি নিক্ষেপ করতে থাকে। মানুষের পা থেকে তাদের জুতা, খড়ম, হাত থেকে রুমাল এবং মাথা থেকে পাগড়ী চলে গেল, কিন্তু তারা জানাযার প্রতি দৃষ্টি নিমগ্ন থাকায় তারা তাদের খোয়া যাওয়া দ্রব্যের প্রতি কোন যত্ন নিতে পারেনি। মাথার উপরে বহনকৃত লাশ কোন সময় সামনের দিকে অগ্রসর হতো। আবার কোন সময় পেছনের দিকে যেত, আবার কোন কোন সময় দণ্ডায়মান থাকত যাতে জনগণ জানাযা অতিক্রম করে যেতে পারে। লোকজন জামে' মসজিদ থেকে সকল দরজা দিয়ে বের হতে থাকে। লোকজনের ভীড় ছিল প্রচণ্ড। প্রতিটি দরজাতে অন্য দরজার তুলনায় অধিকতর ভীড় ছিল। অতঃপর জনগণ শহরীয় সবগুলো দরজা দিয়ে বের হতে লাগলো। সবগুলোতে প্রচণ্ড ভীড় ছিল, তবে চারটি দরজাতে বেশী লক্ষণীয় ভীড় ছিল। প্রথমটি বাবুল ফারজ। এ দরজা দিয়ে জানাযা বের হয়েছিল। দ্বিতীয়টি বাবুল ফারাদীশ, তৃতীয়টি বাবুন নসর এবং চতুর্থটি বাবুল জারীয়া। ঘোড়ার বাজারে ছিল বিরাট কারবার। সেখানে মানুষ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। মানুষ কেবল বাড়ছেই সেখানেই জানাযা রাখা হয় এবং সেখানে তার ভাই যায়নুদ্দীন আবদুর রহমান সালাতে জানাযা আদায় করার জন্যে এগিয়ে যান। যখন তার সালাতে জানাযা সম্পন্ন করা হয় তখন মাকবারায়ে সুফীয়ায় তাঁর লাশ নিয়ে যাওয়া হয়। আর তার ভাই শারফুদ্দীন আব্দুল্লাহ্র পাশে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁদের দুইজনের প্রতি রহম করুন। সালাতে আসরের একটু আগে তার দাফন কাজ সম্পন্ন হয়। এত দেরীতে সালাতে জানাযা সম্পন্ন হওয়ার কারণ হচ্ছে বিভিন্ন পেশার লোকজন যেমন মালি, ডুবুরী, ব্যবসায়ী ও গ্রাম্য লোকজন বহু সংখ্যায় অব্যাহত গতিতে আগমন করছিল। দোকানীরা তাদের দোকান বন্ধ করে দেয়। যারা উপস্থিত হওয়ার শক্তি রাখে না, তাদের ব্যতীত সকলেই জানাযায় শরীক হয়। তারা তার লাশের প্রতি মমতা প্রদর্শন করতে থাকে এবং তার জন্যে দু'আ করতে থাকে। যাদের উপস্থিত হওয়ার ক্ষমতা ছিল সেই জানাযায় উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকেনি। মহিলারাও বিপুল পরিমাণে জানাযায় শামিল হয়। পনের হাজার মহিলা উপস্থিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়েছে এবং সংখ্যাটি হচ্ছে এসব মহিলাকে বাদ দিয়ে, যারা বাড়ীর ছাদে ও অন্যান্য ছোট খাটো জায়গায় থেকে জানাযায় শামিল হয়েছিল। কথিত আছে যে, তারা সকলেই তার প্রতি মমতা প্রদর্শন করছিলেন এবং তার জন্যে ক্রন্দন করছিল। জানাযায় যেসব পুরুষ উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের সংখ্যা ৬০ হাজার থেকে এক লাখ, এমনকি কেউ কেউ দু'লাখেরও বেশী বলে আন্দাজ করেছেন। তাকে গোসল দেয়ার পর যে পানি অবশিষ্ট ছিল, একদল লোক

সে পানি পান করে নেয়। যেই বড়ই পাতা তার গোসলের পানিতে ব্যবহার করা হয়েছিল, তার অবশিষ্টগুলো লোকজন তাদের নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়। উকুনের কারণে তার গর্দানে পায়দের প্রলেপ দেয়া জখমীকে সেলাই করার জন্যে ১৫০ দিরহাম প্রদান করা হয়েছিল। এরূপও কথিত আছে যে, পাগড়ীর নিচে ব্যবহৃত তার একটি টুপীর জন্য প্রদান করা হয়েছে ৫ শত দিরহাম। তার জানাযার সালাত আদায়ের সময় উচ্চ চিৎকার ও রোদনের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, উচ্চস্বরে বিলাপ হচ্ছিল, কাকুতি মিনতি, আহাজারী ও আর্তনাদ হচ্ছিল। মাদরাসায় সালিহীয়া ও পৌরসভায় তার মাগ্‌ফিরাতের জন্যে বহুবার কুরআন খতম করা হয়েছিল। বহুদিন যাবত রাত ও দিনের বেলায় লোকজন তার কবরে আশা যাওয়া করতো। কেউ কেউ তার কবরের পাশে রাত যাপন করতো এবং রোদন করতো। তারা কবরের পাশে শুয়ে শুয়ে চমৎকার স্বপ্ন দেখতো। শিক্ষিত সমাজের একটি বিরাট দল তার মৃত্যুতে দীর্ঘ শোকগাথা রচনা করেন।

৬৬১ হিজরী সাল (১২৮৩ খৃ.)

রবীউল আউয়াল মাসের ১০ তারিখ সোমবার তিনি হুরান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালেই তার পিতা ও পরিবারের লোকজনের সাথে দামেস্কে আগমন করেন। তিনি ইবন্ আবদুদ দাইম, ইবন্ আবুল ইসার ইবন্ আবদান, আশ্-শায়খ শামসুদ্দীন আল-হাম্বলী, আশ্-শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ আতা আল হানাফী, আশ-শায়খ জামালুদ্দীন আস্-শায়রাফী, মাজদুদ্দীন ইবন্ আসাফির, আশ্-শায়খ জামালুদ্দীন আল্-বাগদাদী, আন্-নাজীর ইবন্ আল্-মিকদাদ, ইবন্ আবুল খাইর, ইবন্ আলান, ইবন্ আবু বকর আল্-ইয়াহুদী আল্ কামাল আবদুর রহীম, আল্-ফাখরু আলী, ইবন্ শায়বান, আশ্-শায়খ ইবন্ আল্-কাওয়াস, জয়নব বিনত মাক্কী এবং আরো অনেকের কাছ থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। স্বয়ং অনেকের কাছে হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি হাদীস অন্বেষণ করেন। মুহাদ্দিসগণের স্তরসমূহ এবং যোগ্যতার প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করতেন। কয়েক বছর যাবত তিনি হাদীস শুনার কাজে মশগুল হয়ে থাকেন। যখনই তিনি কোন কিছু শুনতেন, সাথে সাথে হিফয করে নিতেন। অতঃপর এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনে মশগুল হয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী, তাই তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু কিছু হিফয করে ফেলেন এবং এভাবে তা সংরক্ষণ করেন। তিনি তাফসীর শাস্ত্রেও এতদ-সম্পর্কীয় তথ্যাদিতে ইমাম হিসেবে গণ্য ছিলেন। তিনি একজন ফিকাহ শাস্ত্রবিদও ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি তার যুগের ও অন্যান্য যুগের মাযহাবপন্থীদের চেয়ে তাদের মাযহাবের ফিকাহ সম্বন্ধে বেশী অবগত ছিলেন। 'আলিমদের মতবিরোধ সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন। তিনি উসূরল, ফরো', নাহু, ভাষা ও অন্যান্য ব্যাপারে মা'কূল ও মানকূল জ্ঞানার্জন করেন। যখন কোন ব্যক্তি মজলিশে উত্থাপিত বিষয়সমূহ হতে কোন বিষয়ে সমালোচনা বন্ধ করে দেন, কিংবা কোন শিক্ষিত ব্যক্তি এ বিষয়ে তার সাথে কোন আলোচনা উপস্থাপন করেন, তখন তিনি মনে করেন, এ বিষয়টি শায়খেরই বিষয়। কেননা, শায়খকে এ ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত দেখতে পান। অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। হাদীসের ব্যাপারে তাঁকে এ বিষয়ের ঝান্ডাবাহী বলা যায়। তিনি ছিলেন হাদীসের সংরক্ষণকারী এবং তিনি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হাদীসের মধ্যে

পার্থক্যকারী ছিলেন। তিনি হাদীসের বর্ণনাকারীদের সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং হাদীস শাস্ত্র সম্বন্ধেও প্রভূত পারদর্শিতা অর্জনকারী ছিলেন। তাঁর অনেকগুলো রচনাবলী ছিল এবং মূল ও শাখা প্রশাখায় উপকারী تعليق বা খণ্ড খণ্ড রচনাবলী ছিল। কোন কোনগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে শেষ করা হয়েছে, কোন কোনগুলো খসড়া করা হয়েছে, কোনগুলো পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, কোন কোনগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কোন কোন গুলো পড়ে শুনানো হয়েছে, আবার অনেকগুলো যেগুলো এখনও পরিপূর্ণ করা হয়নি। কতগুলো পরিপূর্ণ করা হয়েছে, কিন্তু এখনও খসড়া থেকে নতুন করে লেখা হয়নি। তাঁর যুগের একদল 'আলিম তার প্রশংসা করেন, তার জ্ঞান বিজ্ঞান ও তার মহামূল্যবান বাণীর প্রশংসা করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন : আল্ কাযী আল্ খূবী, ইবন্ দাকীকুল ঈদ, ইবনুস নুহাস, হানাফী কাযী মিসরের প্রধান বিচারপতি ইবনুল হারীরী, ইবন্ যামালকানী ও অন্যান্য। ইবন্ যামালকানীর লেখা থেকে পাওয়া যায়, তিনি বলেন : এ শায়খের মধ্যে ইজতিহাদের শর্তগুলো পরিপূর্ণ পাওয়া যায়। তাঁর সৌন্দর্যময় সংকলন বাক্য গঠনে, তারতীবে, তাকসীম ও তাদীনে তার সিদ্ধ হস্ত রয়েছে। তার সংকলনের সৌন্দর্যের ব্যাপারে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি পেশ করেন। তিনি বলেন :

مَاذَا يَقُوْلُ الْوَاصِفُوْنَ لَهُ. وَصِفَاتُهُ جَلَّتْ عَنِ الْحَصْرِ.

هُوَ حُجَّةُ اللهِ قَاهِرَةٌ. هُوَ بَيْنَنَا اَعْجُوْبَتُ الدَّهْرِ.

هُوَ اٰيَةٌ فِى الْخَلْقِ ظَاهِرَةٌ. اَنْوَارُهَا اَرْبَتْ عَلَى الْفَجْرِ.

"তাঁর প্রশংসা কারীরা তার ক্ষেত্রে কী বলছে? তাঁর গুণাবলীতো সংখ্যাতীত। তিনি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর একটি হুজ্জাত, একটি শক্ত দলীল। তিনি আমাদের মাঝে যুগের অত্যাশ্চর্য বস্তু। তিনি সৃষ্টি জগতে একটি প্রকাশ্য নিদর্শন। যার আলো ফজরের আলোকে ম্লান করেছে।"

এটা ছিল তার জন্যে প্রশংসা। এ প্রশংসার সময় তার বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ বছর। বর্ণনাকারী বলেন, ছোটকাল থেকেই আমার ও তার মধ্যে ছিল বন্ধুত্ব। প্রায় এক বছর আমরা একত্রে হাদীস শুনি ও সংগ্রহ করি। তাঁর ছিল অনেকগুলো গুণাবলী। তাঁর সংকলনগুলোর নাম, তার চরিত্র সম্পর্কে আলোকপাত, তাঁর মধ্যে এবং ফিকাহবিদদের ও সরকারের মধ্যে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়, কতবার তাকে সরকার গ্রেফতার করে বন্দী রাখে; এ সবের বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা এ কিতাবের এ জায়গায় উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।"

বর্ণনাকারী বলেন : শায়খ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আমি দামেস্ক থেকে হিজাযের পথে ছিলাম। আমরা যখন তাবূকে পৌছি তখন তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ দিন পর আমাদের কাছে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পৌছে। তাকে হারিয়ে আমরা তার জন্যে আফসোস করতে থাকি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। বর্ণনাকারী তার ইতিহাস বইতে এভাবে বর্ণনা রেখেছেন। অতঃপর শায়খ আলামুদ্দীন এ জীবনীর এতটুকু বর্ণনার পর আবু বকর ইবন্ আবূ দাউদের জানাযার কথা ও তাঁর বড়ত্বের কথা উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বাগদাদের ইমাম আহমাদের জানাযা ও তার

প্রসিদ্ধির কথা বর্ণনা করেন। আল্ ইমাম আবু 'উছমান আশ শাকুলী বলেন : আমি আবু 'আবদুর রহমান আস্-সায়ুফীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আবুল ফাতাহ আল্ কাওয়াস আল্-ফাহিদের জানাযা আবুল হাসান আদ্দারে কুতনীর সাথে এখানে উপস্থিত হয়। যখন এত বড় সমাবেশে তিনি পৌছেন, তখন তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরান এবং বলেন, আমি আবু সহল ইবন্ যিয়াদ আল্ কাত্তানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবন্ আহমাদ ইবন্ হাম্বলকে বলতে শুনেছি, তিনি আমাকে বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, বিদ্'আত পন্থীদের কে বলে দাও, তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে জানাযাগুলো বিদ্যমান। তিনি আরো বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আহমাদ ইবন্ হাম্বলের জানাযা ছিল বড়ই সম্মানিত, কেননা, শহরবাসীদের অনেকেই এতে উপস্থিত হয়ে ছিলেন এবং তারা তাঁর সম্মান ও তাযীম করেছিলেন। সরকারও তাকে ভালবাসতেন। আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়া (র) দামেস্ক শহরে ইনতিকাল করেন। তার বাসিন্দাগণ আধিক্যের দিক দিয়ে বাগদাদবাসীদের দশ ভাগের এক ভাগও হবে না, কিন্তু তারা তার জানাযায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। যদিও কোন অত্যাচারী সুলতান এবং সরকারি তালিকাও অনুরূপ অধিক সংখ্যক লোকের সমাবেশ করতে সক্ষম হতো না। তারা তাঁর জানাযায় মহাসমাবেশের আয়োজন করেছিল এবং তারা তথায় রীতিমত উপস্থিত হয়েছিল, যদিও ঘটনা ছিল এরূপ যে, এ মহান মানুষটি সরকারের আরোপিত বন্দী অবস্থায় দুর্গে মৃত্যুবরণ করেন; বহু ফিকাহবিদ এবং ফকীহগণ তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কাছেও এমন এমন বহু কথা প্রচার করে, যা শুনলে আহলে ইসলামতো দূরের কথা, যে কোন দীনদার লোকের অন্তর এগুলোকে ঘৃণার চোখে দেখবে। আর এরূপই ছিল তার জানাযা।

তিনি বলেন : উল্লেখিত সোমবার রাতে সেহরির সময় তার মৃত্যু হয়। দুর্গের মুয়াযযিন মিনারায় সংবাদ পরিবেশন করেন। আর পাহারাদারগণ তাদের টাওয়ারে এ নিয়ে কথা বলেন। তাই জনগণ প্রত্যুষে এ বিরাট কথা ও 'আলী শান ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হয়। সুতরাং যার যেভাবে আসা সম্ভব প্রতিটি জায়গা থেকে লোকজন দুর্গের পাশে সমবেত হওয়ার জন্য অতি দ্রুত রওয়ানা হয়ে সকলেই আসে, এমনকি খননকারী ও চারণভূমিতে অবস্থানকারীরাও বাদ যায়নি। বাজারের বাসিন্দারা কোন কিছু রান্না করেনি এবং যেসব দোকান সচরাচর প্রত্যুষে খোলার কথা সেগুলোর অধিকাংশ খোলা হয়নি। রাজ্যের নায়িব তানকুয শিকার করার জন্যে কোন এক জায়গায় গমন করেছিলেন। সুতরাং সরকারী কর্মকর্তারা কি করবেন, তা নিয়ে পেরেশান হয়ে পড়েন। ইত্যবসরে দুর্গের নায়িব আস-সাহিব শামসুদ্দীন গাবরিয়াল আগমন করেন, শোক প্রকাশ করেন এবং সেখানে বসে পড়েন। আর সাথী-সঙ্গী দোস্ত-আহবাব ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ প্রবেশ করেন। তাদের জন্যে দুর্গের দরজা খুলে দেন। অতঃপর শায়খের কাছে উঠানে সরকারী লোকজন, আস-সালিহীয়া ও পৌরসভা থেকে আগত লোকজন সমবেত হন। তারা তাঁর কাছে বসেন, কাঁদতে থাকেন ও তাঁর প্রশংসা করতে থাকেন :

عَلَى مِثْلِ لَيْلَى يَقْتُلُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ

অর্থাৎ "আমার লায়লার ন্যায় ব্যক্তিত্বের জন্যে যে কোন ব্যক্তি তার জান কুরবানী করেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমাদের শায়খ আল্-হাফিয আবু হুজ্জাজ আল্-যামী (রহ)-এর সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি শায়খের চেহারা খুললাম, তার দিকে নযর করলাম এবং তাকে চুমু খেলাম। তার মাথায় ছিল পাগড়ী, শিলা সহকারে বাঁধা। আমরা তাকে যতদূর জানি, তার থেকে অধিক বৃদ্ধাবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। তার ভাই যায়নুদ্দীন 'আবদুর রহমান উপস্থিত সদস্যদেরকে সংবাদ দেন যে, তিনি এবং তার শায়খ দুর্গে প্রবেশ করার পর থেকে এখন পর্যন্ত কুরআন মজীদ ৮০ (আশি) বার খতম করেছেন। এখন তারা ৮১ বার খতম করায় মশগুল আছেন। ৮১ তম খতমে তারা اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ এর শেষ আয়াত পর্যন্ত পৌছেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَنَهَرٍ অর্থাৎ "মুত্তাকীরা থাকবে স্রোতাস্বিনী বিধৌত জান্নাতে, فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ যোগ্য আসনে, সার্বভৌম-ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্র সান্নিধ্যে।" (সূরায়ে কামার আয়াত নং ৫৪ও ৫৫)

অতঃপর দুইজন নেককার কল্যাণকামী শায়খ কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন, তারা হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবন্ আল্ মুহিব এবং অন্ধ আবদুল্লাহ আয্-যারমী। মরহুম শায়খ এ দুইজন শায়খের কুরআন তিলাওয়াত পছন্দ করতেন। তারা দুইজন সূরায়ে আর রাহমান এর প্রারম্ভ থেকে শুরু করে কুরআন শরীফ খতম করেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম কুরআন শুনছিলাম এবং তাদেরকে দেখছিলাম।

অতঃপর তারা শায়খকে গোসল দিতে লাগলেন। আমি মসজিদের দিকে বের হয়ে আসলাম এবং মরহুম শায়েখের নিকট ঐ দুইজন শায়খের সাথে যারা গোসলে সাহায্য করছিলেন তাদেরকে ছেড়ে আসলাম। তাদের মধ্যে ছিলেন আমাদের শায়খ আল্-হাফিয আলযামী এবং প্রবীণ নেককার 'আলিম ও ঈমানদারদের একটি জামায়াত। তাঁর গোসল সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে দুর্গটি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। জনগণ উচ্চস্বরে রোদন করতে থাকে, তাঁর প্রশংসা করতে থাকে, তাঁর জন্যে দু'আ করতে থাকে এবং তার প্রতি মমতা প্রদর্শন করতে থাকে। অতঃপর তারা তাকে নিয়ে জামে' মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়। তারা আল্ আদেলিয়া আল্-কাবীয়াহ হয়ে আল্ ইমাদীয়াহ রাস্তা অতিক্রম করেন। পরে তারা আন্-নাতিফানীয়ানের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে মোড় ঘুরেন। তার কারণ হচ্ছে, বাবুল বারীদের ছোট বাজারটি সংস্কারের জন্য ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। তারা জানাযা নিয়ে জামে' উমূভীতে প্রবেশ করে। আর জনগণ জানাযার সামনে পিছনে, ডান দিকে ও বাম দিকে ভীড় করছিল। তাদের প্রকৃত সদস্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। একজন শ্লোগানদাতা শ্লোগান দেন এবং উচ্চস্বরে চিৎকার দিয়ে বলেন, সুন্নতের ইমামদের জানাযা এরূপই হয়ে থাকে, তাতে জনগনের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়, তারা শ্লোগানদাতার শ্লোগান শুনে আহাজারী করতে থাকে। মিহরাবের নিকট শায়খের জানাযা রাখা হয়। মানুষ অতিরিক্ত হওয়ায় এবং প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে লোকজন কাতারবন্দী না হয়ে বসে পড়ে সীসা গলার ন্যায়। একে অন্যের সাথে মিশে যায়। তারা অলিগলি ও বাজারের আনাচে কানাচে সিজদা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। আর এরূপ ঘটনা ঘটে যুহরের সালাতের আযানের একটু পূর্বে। প্রত্যেক জায়গা থেকে লোকজন আগমন করে, তাদের অনেকে রোযার নিয়ত

করেছিলেন। কেননা তারা ঐদিনে পানাহারের কোন সুযোগ করতে পারেননি। মানুষ সংখ্যায় এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, তাদের কোন হিসাব রাখা সম্ভব হয়নি। সালাতে যুহরের আযান শেষ হওয়ার পর নিয়মের ব্যতিক্রম আঙিনায় সালাত শুরু করে দেয়া হয়। যখন সালাত সমাপ্ত হয়, তখন খতীব মিসরে অবস্থান করার ও দামেস্কে অনুপস্থিত থাকায় নায়িবে খতীব শায়খ আলাউদ্দীন আল্ খারাত ইমাম হয়ে শায়খের সালাতে জানাযা আদায় করেন। অতঃপর জনতা মসজিদের প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে বের হয়ে আসেন, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা ঘোড়া বাজারে সমবেত হন। লোকজনের মধ্যে আবার কেউ কেউ সালাতে জানাযা শেষ করে মাকাবিরে আস্-সুফীয়ায় অতি দ্রুত আগমন করেন। জনগণ কাঁদছিলেন। আল্লাহর ভয়ে তাস্‌বীহ তাহলীল পড়ছিলেন, তার প্রশংসা করছিলেন। তার জন্য দু'আ করছিলেন, তার জন্যে আফসোস করছিলেন, তার প্রতি মমতা প্রদর্শন করছিলেন। মহিলারা জামে' মসজিদ থেকে কবরস্থান পর্যন্ত বাড়ীর ছাদসমূহে জড়ো হয়ে এ বিদ্বান ব্যক্তিটির জন্যে রোনাজারী করছিলেন। তার জন্যে দু'আ করছিলেন এবং তাকে বিদায় জানাচ্ছিলেন।

বস্তুতঃ এটা ছিল একটি স্মরণীয় দিন। দামেস্কে আর কখনও এরূপ স্মরণীয় দিন পরিলক্ষিত হয়নি। তবে বনু উমাইয়ার যুগে মানুষ ছিল সংখ্যায় অধিক। আর এটা ছিল রাজধানী শহর। অতঃপর তাকে তার ভাইয়ের পাশে সালাতে আসরের আযানের একটু পূর্বে দাফন করা হয়। কত লোক জানাযায় উপস্থিত হয়েছিলেন, এর সংখ্যা নিরূপণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি এরূপ বলা যায়, শহরবাসীদের যাদের পক্ষে হাযির হওয়া সম্ভব ছিল, সামান্য কিছু সংখ্যক যথা শিশু, পর্দানশীল মহিলা ছাড়া সকলে তার জানাযায় হাযির হয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, ছোট একটি দল ছাড়া কোন একজন শিক্ষিত লোককে জানি না, যিনি তার জানাযায় হাযির হওয়া থেকে বিরত ছিলেন। তারা হচ্ছেন তিন জন। যথা : ইবন্ জুম্লা, আস্-সদর এবং আল্-কাফজারী। তারা শায়খের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তারা জনগণ থেকে জীবনে রক্ষা পাওয়ার জন্যে লুকিয়ে থাকার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি তারা বের হন, তবে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং জনগণ তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। আমাদের শায়খ আল্-ইমাম আল্-'আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল্-কাযারী তিন দিনের মধ্যে বার বার শায়খের কবরস্থানে আগমন করেন। অনুরূপ উলামায়ে শাফিয়ীর একটি দলও বার বার যাতায়াত করেন, তবে বুরহানুদ্দীন আল্-ফাযারী তার গাধায় আরোহণ করে আসতেন। তার মধ্যে ছিল ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার ছাপ। তার প্রতি মহান আল্লাহ্ রহম করুন।

শায়খের জন্যে বহুবার কুরআন খতম করা হয়। ভক্তরা আশ্চর্যজনক ভাল স্বপ্ন দেখেছিল। বহুলোক গাথার কবিতা রচনা করা হয়েছিল এবং বহু বড় বড় কাসীদা লেখা হয়েছিল। বহু লোক তার জীবনী লিখেছিলেন। শিক্ষিতও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ তাঁর সম্বন্ধে সংকলন করেছেন, আমি এসব লেখার একটি সংক্ষিপ্ত সার উপস্থাপন করব। যখন আমি তার গুণাবলী, কৃতিপূর্ণ কার্যকলাপ, পদমর্যাদা, সাহসিকতা, বদান্যতা, উপদেশবাণী, পরহেযগারী, ইবাদত, বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা এবং তার ছোট বড় বিশেষণগুলো বর্ণনা করবো। তাঁর বিশেষ গুণগুলো তাঁর নির্বাচিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত অভিমতগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যেগুলো ফতোয়ার মাধ্যমেও প্রকাশ পেয়েছে।

বস্তুতঃ তিনি বিজ্ঞ 'আলিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা তাদের ইজতিহাদে ভুল করতেন ও সঠিক করতেন। তবে সঠিকতার মাঝে ভুলের পরিমাণ হলো যেমন গভীর সাগরে একটি বারি বিন্দু। আবার এ ভুলও ক্ষমার যোগ্য, যেমন সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে :

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

অর্থাৎ "যদি কোন বিচারক ইজতিহাদ করেন, যদি তিনি সঠিক করেন, তাহলে তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। আর যদি তিনি ভুল করেন, তাহলে তাকে এক গুণ প্রতিদান দেয়া হবে।" অর্থাৎ ভুল করলেও তাকে প্রতিদান দেয়া হবে।

ইমাম মালিক ইবন্ আনাস (রা) বলেন,

كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ.

অর্থাৎ "প্রত্যেককে তার কথার জন্যে পাকড়াও করা হবে কিংবা ছেড়ে দেয়া হবে, তবে এ কবরের বাসিন্দা ব্যতীত।"

যুল্‌কাদাহ মাসের ২৬ তারিখ তান্‌কুয বাবুল ফারাদীসের অভ্যন্তরে অবস্থিত দারুয যাহাব (স্বর্ণঘর) থেকে তাঁর যাবতীয় সম্পদ ও আসবাবপত্র তাঁর তৈরি নতুন ঘরে স্থানান্তর করা হয়। আর এটা পরিচিত 'দারে ফুলুস' হিসেবে। এখন এটার নাম রাখা হল دَارُ الذَّهَبِ অর্থাৎ 'স্বর্ণঘর'। তান্‌কুয তার খাজাফী নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ ঈসাকে বরখাস্ত করেন এবং তার স্থলে তার গোলাম আবাজীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। যুল্‌কাদাহ মাসের ২২ তারিখ আজলুল শহরে বিরাট বন্যা দেখা দেয়। দিনের প্রথম অংশ থেকে আসরের সময় পর্যন্ত বন্যার পানি আসতেই থাকে, ফলে এ শহরের বিশ্ববিদ্যালয়, বাজারসমূহ, প্রাসাদসমূহ এবং বাড়ী ঘরের বহু কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। ৭ ব্যক্তি ডুবে মারা যায়। জনগণের বহু মালপত্র, খাদ্য শস্য, আসবাবপত্র ও গবাদি পশু বিনষ্ট হয়ে যায়; যার মূল্য হবে আনুমানিক এক লাখ দিরহাম। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

যুলহাজ্জ মাসের ১৮ তারিখ রবিবার আল্ কাসী আশ্ শাফিয়ী আশ্ শায়খ 'আলাউদ্দীন আল্ কুনূভী হুকুম দেন, যেন সমগ্র কেন্দ্রগুলোতে সাক্ষ্যদাতাগণ পাগড়ীতে শিমলা অবশ্যই ব্যবহার করেন, তাহলে তারা এর মাধ্যমে সাধারণ লোকদের থেকে পৃথক হিসেবে চিহ্নিত থাকবেন। কিছুদিন পরও তারা এরূপ করলেন, কিন্তু পরবর্তিতে এটা কষ্টকর ও ক্ষতিকর বলে প্রতীয়মান হওয়ায় তাদেরকে তা প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি দেয়া হয়। এরপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিমলা ব্যবহার করতো। আবার কেউ কেউ ব্যবহার করতো না। যুল্‌হাজ্জ মাসের ২০ তারিখ মঙ্গলবার দিন আশ শায়খ আল্-ইমাম আল্ 'আলিম আল্ 'আল্লামা আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন ইবন্ কাইম আল্ জাওযীয়াহ মুক্তি পান। তিনিও দুর্গে বন্দী ছিলেন। তিনি আশ্ শায়খ তাকীউদ্দীন এর বন্দী হওয়ার কয়েক দিন পর ৬২৬ হিজরী সনের শাবান মাস থেকে তখন পর্যন্ত বন্দী জীবনযাপন করেন। আরো সংবাদ পৌঁছে যে, সুলতান আল্ জাওযী আল্ আমীর ফারাজ ইবন্ কারাসুনকার এবং লাজীন আল্ মানসূরীকে মুক্তি দিয়েছেন। ঈদের পর তাদেরকে সুলতানের সামনে হাযির করা হয়েছিল। সুলতান তাদেরকে উপঢৌকন দিয়ে ছিলেন। এ মাসেই এসব শহরে সুলতান আবু সাঈদের নায়িব আল্ আমীরুল কবীর জুবানের এবং কারাসুনকার আল্-মানসূরীর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে।

জুবান মসজিদে হারাম পর্যন্ত একটি খাল খনন করেন। এ খাল খনন করার কাজে তিনি বহু সম্পদ ব্যয় করেন। মদীনা মুনাওয়ারায় তার কিছু জমি আছে এবং সেখানে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ মাদরাসাও রয়েছে। তিনি তার বহু সুন্দর সুন্দর স্মৃতি চিহ্ন রেখে গেছেন। তিনি ইসলামের উত্তম অনুসারী ছিলেন। তিনি দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী ছিলেন। তিনি আবু সাঈদের যুগে অনেক দিন যাবত সততার সাথে কয়েকটি রাজ্যের শাসন কার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর আবু সাঈদ তাঁকে গ্রেফতার করতে মনস্থ করেন। কিন্তু তিনি তা থেকে মুক্ত থাকেন। এ বিষয়ে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর আবু সাঈদ তার পুত্র খাজা রামশাককে গত বছর হত্যা করেন। তখন তার অন্য পুত্র তামারতাশ মিসরের সুলতানের কাছে পালিয়ে যান। সুলতান তাকে এক মাসের আশ্রয় প্রদান করেন। অতঃপর দুই সুলতানের মাঝে তার হত্যার বিষয় নিয়ে দূত প্রেরণ ও দূত বিনিময় অব্যাহত থাকে। কথিত আছে যে, শেষ পর্যন্ত মিসরের সুলতান তাকে হত্যা করে তার শির দামেস্কের সুলতানের কাছে প্রেরণ করেন। অতঃপর কিছু দিন পরই তার পিতা ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তার রহস্য সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত।

কারাসন্‌কার আল্ মানসূরী মিসর ও সিরিয়ার প্রবীণ আমীরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যারা আল্-আশরাফ খালীল ইবন্ আল্ মানসূরকে হত্যা করেন–কারাসুনকার আল্ মানসূরী তাদের একজন ছিলেন। এ তথ্যটি আরো বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর তিনি মিসরের শাসনকার্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিচালনা করেন। তারপর তিনি কিছুদিন দামেস্কের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি কিছুদিন হালবের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর তিনি তাতারের কাছে পালিয়ে যান। তবে তিনি, আফরান ওয়ারকাসীও তার কাছে পালিয়ে যান। মালিক তাতার খারবান্দা তাদেরকে আশ্রয় দেন, তাদের সম্মান করেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন ভূখণ্ড দান করেন। কারাসনুকার হাল্লাকুখানের মেয়েকে বিয়ে করেন। অতঃপর সে শহরের তিনি শাসনকর্তা ছিলেন। সে শহরের জঙ্গলে এ বছর তার মৃত্যু হয়। তার বয়স হয়ে ছিল প্রায় ৯০ বছর।

এ বছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শায়খুল ইসলাম আল্ 'আল্লামা তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়া। যার সম্বন্ধে বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও তার জন্য আলাদা জীবনী পেশ করা হবে। অন্যান্যদের উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন :

১. আশ্-শরীফ আল্ 'আলিম ইয্‌যুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ইয্‌যুদ্দীন আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন্ আহমাদ ইবন্ 'আবদুল মুহসিন আল্-আলুভী আল্ হুসাইনী আল্-ইরাকী আল্-ইসকান্দারী আশ্-শাফিয়ী। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শুনেছেন। ফিকাহ শাস্ত্রের الوجيز নামক কিতাবটি তিনি হিফয করেন। তিনি নাহু শাস্ত্রের الايضاح নামক কিতাবটিও হিফয করেন। তিনি পার্থিব জগতের কম বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি ৯০ বছর বয়সে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু তখনও তার আকল জ্ঞান ও বুদ্ধি অটল, জাগ্রত এবং সঠিক ছিল। তিনি ৬৩৮ হিজরী সালে (১২০৫ খৃ.) জন্ম গ্রহণ করেন এবং এ বছরের মুহররম মাসের ৫ তারিখ শুক্রবার তিনি ইনতিকাল করেন। আল্ মাদায়েনের মাঝে আল্-ইস্কান্দারীয়ায় তাকে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

২. আশ্-শায়খ মুহাম্মদ ইবন্ ইসা আত্-তাকরীদী

তার মধ্যে ছিল তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এবং সচেতনতা। তিনি আশ শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার সামনে তাঁর আদেশ নিষেধ মানার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। আমীর ও অন্যান্যগণ তাকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যাদি সম্পাদন করার জন্যে অন্যত্র প্রেরণ করতেন। তিনি তার মিশন বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিচিতি ও বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি সফর মাসের ৫ তারিখ কাবীবাতে ইন্তিকাল করেন এবং আল্ জামিউল কারীমীর পাশে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

৩. আশ্-শায়খ আবূ বকর আস্ সালিহী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ বকর ইবন্ শারক ইবন্ মুহসিন ইবন্ মায়ান ইবন্ উছমান আস-সালিহী। তিনি ৬৫৩ হিজরী সাল (১২৭৫ খৃ.) এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শুনেন। তিনি আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়া ও আল মাযীর সংস্পর্শে থাকতেন। তিনি তাদের খাদেমের ন্যায় তাদের সাথে থাকতেন। আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীনকে যারা ভালবাসতেন, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন অভাবী মানুষ এবং পরিবার পরিজন পালনকারী। তিনি যাকাত ও সাদকাহ খায়রাত গ্রহণ করতেন ও তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি জীবনের শেষাংশে হিমসে অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন শুদ্ধভাষী ও বাক্যবাগীশ, উসূল ও অন্যান্য বিষয়ে তার অনেকগুলো সংকলন ও তালীক ছিল। তাঁর মধ্যে ছিল ইবাদত, কল্যাণকামিতা, সংস্কারের মনমানসিকতা। তিনি সালাতে জুমার পর আসর পর্যন্ত জনগণের সাথে নিজ হিফয থেকে বাক্যালাপ করতেন। যখন তিনি হিমস থেকে আগমন করেন, তখন আমাদের শায়খ আল্ মাযীর সংস্পর্শ লাভ করেন। তিনি ছিলেন শক্তিশালী বর্ণনার অধিকারী। তিনি ছিলেন শুদ্ধ ভাষী, মাঝারী ধরনের জ্ঞানী। তাঁর তাসাউফের দিকে ছিল খুবই ঝোঁক। অবস্থাদি, কাজ কারবার ও আত্মাসমূহ নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি প্রায় সময়ই আশ্ শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার কথা স্মরণ করতেন। এ বছরের সফর মাসের ২২ তারিখ তিনি হিমসে ইনতিকাল করেন। আশ্ শায়খ তাকে সাহায্য করার জন্যে লোকজনকে উৎসাহ দিতেন। তিনি নিজেও তাকে অকাতরে দান করতেন এবং তাকে সমর্থন করতেন।

৪. ইবন্ দাওয়ালীবী আল্-বাগদাদী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আশ্-শায়খ আস্-সালিহ আল্-'আলিম আল্-'আবিদ আর রাহ্লাতু আল্ মুসান্নাদ আল্ মুয়াম্মার 'আফীফুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ 'আবদুল মুহসিন ইবন্ আবুল হুসাইন ইবন্ আবদুল গাফফার আল্ বাগদাদী আল্-আরজী আল্-হাম্বলী। তিনি ইবন্ দাওয়ালীবী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি দারুল হাদীস আল্ মুসতানসিরীয়ার একজন শায়খ ছিলেন। তিনি ৬৩৮ হিজরী সালের (১২৬০খৃ.) রবীউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। তার হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে উঁচু ধরনের অনুমতি ছিল। আল্ খায়কী হিফয করার কাজে তিনি মশগুল হন। তিনি নাহু ও অন্যান্য বিষয়ে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তার রয়েছে চমৎকার কবিতা। তিনি একজন সৎলোক ছিলেন। তিনি নব্বই বছর

অতিক্রম করেন এবং ইরাকের ভ্রমণকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি জুমাদাল উলা মাসের ৪ তারিখ বৃহস্পতিবার ইন্তিকাল করেন। ইমাম আহমাদ (র) এর কবর স্থানে তাকে দাফন করা হয়। সেখানে আছে বহু শহীদের কবর। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহম করুন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে বাগদাদের শায়খদের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করেন। আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা।

৫. প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দীন ইবনুল হারীবী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ সাফীউদ্দীন আবু আমর 'উছমান ইবন্ আবুল হাসান আবদুল ওহাব আল্ আনসারী আল্-হানাফী। তার বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি বহু হাদীস শুনেন। হাদীস অধ্যয়নে মশগুল হন এবং আল্-হিদায়া অধ্যয়ন করেন। তিনি ছিলেন একজন উঁচুস্তরের ফিকাহবিদ। দামেস্কের বহু জায়গায় তিনি পাঠদান করেন। অতঃপর তিনি দামেস্কের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর মিসরীয় শহরগুলোর বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অনেক দিন যাবত তিনি এ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন। তিনি কারো থেকে কোন হাদীয়া গ্রহণ করতেন না। আর বিচার কার্য পরিচালনায় কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনা তাকে ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না। তিনি প্রায়ই বলতেন যদি ইবন্ তাইমিয়া শায়খুল ইসলাম জন্ম না হতেন, তাহলে কে ইনসাফের কথা বলতো? তিনি একবার তার কোন এক সাথীকে বলেন, তুমি কি আশ শায়খ তাকীউদ্দীনকে ভালবাস? তিনি বলেন, হ্যাঁ। জবাব শুনে তিনি বলেন, তুমি তাহলে একটি উত্তম জিনিস কে ভালবেসেছ। তিনি জুমাদাস সানিয়াহ মাসের ৪ তারিখ শনিবার ইন্তিকাল করেন। আল্ কারাফায় তাকে দাফন করা হয়। তার চাকুরীর পদের জন্য কাযী বুরহানুদ্দীন ইবন্ আবদুল হককে তিনি নির্ধারণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য অসীয়ত করে যান। তার এ অসীয়তটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। দামেস্কে তার কাছে দূত পাঠানো হয়েছিল। তাকে হাযির করা হয়। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়মিত ভোগ করেন।

৬. আশ্-শায়খ আল্ ইমাম আল্ আলিম আলমুক্রী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন্ আশ্ শায়খ আল্ ইমাম তাকীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ জাবারাহ বিনাবুদুল ওয়ালী ইবন্ জাকারাহ আল্ মুকাদ্দিসী আল্ মুরদাওয়ী আল্-হাম্বলী। তিনি الشاطبية গ্রন্থের শরাহ লিখেন। তিনি ৬৪৭ হিজরী সালে (১২৮১ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শুনেন। কিরাআত বিষয় নিয়ে পরিশ্রম করেন ও তাতে দক্ষতা অর্জন করেন এবং জনগণ তা থেকে উপকৃত হন। নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য তিনি মিসরে অবস্থান করেন। তিনি উসূলে ফিকাহ শাস্ত্রে আলফাযারীকে নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে রজব মাসের ৪ তারিখ ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। তিনি নেককার ও সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খতীব মারদা ও অন্যান্য থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন।

৭. ইবন্ আকুলী আল্-বাগদাদী

তার পূর্ণ নাম ছিল আশ্-শায়খ আল্ ইমাম আল্ 'আল্লামা জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ 'আলী ইবন্ হাম্মাদ ইবন্ নাসির আল্-ওয়াসাতী আল্-আকুলী

অতঃপর আল্‌বাগদাদী ওয়া আশ্‌-শাফিয়ী। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর যাবত আল-মুসতানসিরিয়্যাহ্‌র শিক্ষক ছিলেন। তিনি ওয়াকফ এস্টেটগুলোর পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। কোন এক সময়ের জন্যে তাকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি ৬৩৮ হিজরী সালে (১২৬০ খৃ.) রজব মাসের ১০ তারিখ রবিবার রাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকের কাছে হাদীস শুনেন এবং হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন ও পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি এ শতাব্দির ৫৭ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ফতাওয়া প্রদান করে। আর এ সময়টি ছিল ৭১ বছর। এটা একটি অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি শক্তিশালী আত্মার অধিকারী ছিলেন। তিনি সরকারের বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তার সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টার দরুণ জনগণের বহু সমস্যার সমাধান হয়। তিনি শাওয়াল মাসের ২৪ তারিখ বুধবার রাতে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি নব্বই বছর অতিক্রম করেন। তাকে নিজের বাড়ীতে দাফন করা হয়। তার বাড়িটি তিনি তার শায়খ ও দশ জন সন্তান সন্ততির জন্যে ওয়াকফ করে দেন। তারা কুরআন শুনতেন ও হিফয করতেন। তাদের জন্যে তিনি তার সমস্ত জায়গা জমি দান করে দেন। আল্লাহ তা'আলা তার থেকে তা গ্রহণ করুন এবং তার প্রতি রহম করুন। তাঁর ইন্‌তিকালের পর আল-মুসতানসিরিয়াতে পাঠদান করেন প্রধান বিচারপতি কুতুবুদ্দীন।

৮. আশ্‌-শায়খ আস্‌-সালিহি শামসুদ্দীন আস্‌ সালামী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্‌ ফাও ইবন্‌ মুহাম্মাদ ইবন্‌ সাব আচ্ছালামী আল্‌ বাগদাদী। তিনি সরকারী সুযোগ সুবিধা ভোগকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি শিক্ষিত লোকদের পূর্ণ আনুগত্যকারী ছিলেন। বিশেষ করে আশ্‌ শায়খ তাকীউদ্দীনের অনুসারীদের বেশি অনুগত ছিলেন। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ ওয়াকফ করেন দেন। তিনি কয়েক বার হজ্জ করেন। আশ্‌- শায়খ তাকীউদ্দীনের মৃত্যুর চারদিন পর যুলকাদাহ মাসের ২৪ তারিখ রবিবার রাতে তিনি ইন্‌তিকাল করেন। জুমার সালাতের পর তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন এবং তার ঠিকানাকে মহিমান্বিত করুন। এ রাতেই মাতা মরিয়ম বিনত ফারাজ ইবন্‌ 'আলী ইন্‌তিকাল করেন। তিনি এমন একটি গ্রামের অধিবাসী, যার খতীব ছিলেন মাতার স্বামী এবং পিতা। ৬৭৩ হিজরী সালে (১২৯৫ খৃ.) মাতা ছিলেন এ গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। জুমার সালাতের পর তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। আশ্‌-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্‌ তাইমিয়া (র)-এর কবরের পূর্ব পাশে আস্‌-সুফীয়া নামক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তাদের দুই জনের প্রতি আল্লাহ্‌ রহম করুন।

৭২৯ হিজরী সাল (১৩ ৫১ খৃ.)

মুহররমের চাঁদ উদয় হয়। খলীফা এবং অন্যান্য শাসকগণ তাদের পূর্বেকার পদে বহাল থাকেন। তবে কুতুব উদ্দীন ইবন্‌ শায়খুস সালামীয়াহ সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। মুহররম মাসে কাযী মুহীউদ্দীন ইবন্‌ ফদলুল্লাহ দামেস্কের গোপনীয় বিষয়াদির যোগাযোগ রক্ষাকারী, তার পুত্র শিহাবুদ্দীন এবং শারফুদ্দীন ইবন্‌ শামসুদ্দীন ইবন্‌ শিহাব মাহমুদকে মিসরের ডাক বিভাগে তলব করেন। তখন আল্‌ কাযী আস-সাদর উল্লেখিত আল্‌-

কাবীর মহিউদ্দীন গোপন যোগাযোগের লেখক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি আলাউদ্দীন ইবন্ আমীরের স্থলাভিষিক্ত হন। আলাউদ্দীন রোগাক্রান্ত হন। তাই তার পুত্র শিহাবুদ্দীন তার কাছে অবস্থান করেন। অন্য দিকে শারফুদ্দীন আশ্‌শিহাব মাহমুদ দামেস্কের গোপনীয় বিভাগে যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসেবে নিয়োজিত হন। তিনি ইবন্ ফদলুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হন। এ মাসেই ওয়াকফ এস্টেটগুলোর যোগাযোগ রক্ষাকারী নাসিরুদ্দীন বায়তুল মুকাদ্দাস ও আল্-খালীলের পর্যবেক্ষণ কারী হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি সেখানে আমীরদের মালিক তানকুযের জন্যে বহু প্রাসাদ নির্মাণ করেন। আর মাসাজিদুল আকসায় মিহ্‌রাবের ডানে ও বামে দুইটি জিনাযা নির্মাণ করেন। সরকারী কার্যালয়ের যোগাযোগ রক্ষাকারী আল্ আমীর নাজমুদ্দীন দাউদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আবু বকর ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ ইউসুফ ইবন্ আয্ যাইবাক হিম্‌স থেকে দামেস্কে এসে উপরোক্ত পদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। এ বছরের সফর মাসের ২১ তারিখ দামেস্কের জামে' মসজিদের সামনের দেয়ালে শ্বেত পাথর লাগানো এবং সমস্ত মসজিদে শ্বেতপাথর বিছানোর কাজ সুসম্পন্ন হয়। এর পরদিন জনগণ ঐ মসজিদে জুমার সালাত আদায় করেন। বাবুয্ যিয়ারত খুলে দেয়া হয়। তার জন্যেও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ছিল। এ বিভাগের দায়িত্বশীল ছিলেন তাকীউদ্দীন ইবন্ মারাজিল।

রবীউস সানী মাসে আল্ আমীর শামসুদ্দীন কারাসুনকারের ছেলেমেয়েরা মিসর থেকে দামেস্কে আগমন করে এবং বাবুল ফারাদীসের অভ্যন্তরে আল্-মুকাদ্দাসীয়ার দেউড়িতে অবস্থিত তাদের পিতার জমিতে বসবাস করে। এটা তাদের পিতা থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি ছিল। তবে এটা কোন এক তৃতীয় পক্ষের হিফাযতে আমানত ছিল। যখন সে মারা যায়, তখন তার সবটুকু সম্পদ কিংবা তার কিছু অংশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। রবীউস সানী মাসের শেষভাগে জুমার দিন আল্ আমীর জুবান ও তার পুত্রের লাশ তাদেরকে কফিনে করে মদীনাতুর রাসূলের দুর্গ থেকে অবতরণ করানো হয় এবং মসজিদে নববীতে তাদের সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। অতঃপর তাদেরকে সুলতানের অনুমতির আলোকে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়। জুবানের আকাংখা ছিল, যেন তাকে তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় দাফন করা হয়; কিন্তু তা অনিবার্য কারণ বশতঃ সম্ভব হয়ে উঠেনি।

এদিদেনই মদীনা মুনাওয়ারায় আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়াহর সালাতে জানাযা পড়া হয়। আর আল্ -কাযী নাজমুদ্দীন আল্-বালিসী আল্ মিসরীর গায়েবানা সালাতে জানাযাও ঐদিনেই পড়া হয়। জুমাদাস সানিয়াহ মাসের ১৫ তারিখ সোমবার আল কাযী শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন্ জাহবাল মাদরাসা আল বাদিয়ানীয়ায় পাঠদান শুরু করেন। তিনি আমাদের মরহুম শায়খ বুরহানুদ্দীন আল্ ফাযাসীর স্থলাভিষিক্ত হন। দারুল হাদীসের পাঠদানের দায়িত্ব তার থেকে আল্ হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী গ্রহণ করেন। আর এ পাঠদান অনুষ্ঠানে তিনি এ মাসের ১৭ অরিখ বুধবার উপস্থিত হন। তাকে আবার বাওনার পাঠদান থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। শায়খ জামালুদ্দীন আল্ মাস-লাতী আল্ মালিকীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি সেখানে মাসের ১৯ তারিখ জুমার দিন খুতবা প্রদান করেন। এ মাসের শেষের দিকে হালবের নায়িব আল্-আমীর সাইফুদ্দীন আরগুণ সুলতানের উদ্দেশ্যে দামেস্ক গমন করেন। তখন দামেস্কের

নায়িব তার সাথে সাক্ষাত করেন এবং জামে মসজিদের পাশে তাঁর ঘরে তাঁকে থাকতে দেন। অতঃপর তিনি মিসরে ভ্রমণ করেন এবং প্রায় ৪০ দিন তিনি অনুপস্থিত থাকেন। অতঃপর তিনি হালবের দায়িত্বে ফিরে আসেন। রজব মাসের ১০ তারিখ আস্-সাহিব তাকীউদ্দীন ইবন্ 'উমার ইবন্ আল্-ওয়াসীর শামসুদ্দীন ইবন্ আস্ সালাহউদ্দীনকে মিসরে তলব করা হয়। তখন তিনি সেখানে সরকারী কার্যালয়ে পর্যবেক্ষক পদে নিযুক্ত হন এবং কিছুদিনের মধ্যে ইনতিকাল করেন। শাওয়াল মাসের ৯ তারিখ শনিবার হজ্জ কাফেলা বের হয়। এ কাফেলার আমীর ছিলেন সাইফুদ্দীন বাল্তী। কাযী ছিলেন শিহাবুদ্দীন আল্-কায়ারী। হাজীদের মধ্যে একজন সদস্য ছিলেন মালিকুল উমারা তান্‌কুযের স্ত্রী। তার খিদমতে ছিল আত-তাওয়াযী শিবলুদ দৌলাত এবং সদরুদ্দীন আল্-মালিকী। অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন : সালাহুদ্দীন ইবন্ আখীস সাহিব তাকীউদ্দীন তাওবাহ, তার ভাই শারফুদ্দীন, আশ্-শায়খ 'আলী উলমাগরিবী, আশ্-শায়খ 'আবদুল্লাহ আদ-দাবীর এবং বড় একটি দল।

শাওয়াল মাসের ৩ তারিখ বুধবার ভোরে আল্ কাযী জিয়াউদ্দীন আলী ইবন্ সালীম ইবন্ রাবীয়াহ আল্ আদেলীয়ায় আল্ কাবীয়ায় বিচারকার্য পরিচালনা করেন। তিনি প্রধান বিচারপত আল্‌কুনুভীর প্রতিনিধিত্ব করেন। এ বছরের রামাদান মাসের ১৯ তারিখ এ পদ থেকে ইস্তফা দেয়ায় এবং এর প্রতি অনীহা প্রদর্শন করায় তিনি আল্ ফারখীল আল্ মিসরীয়ের স্থলাভিষিক্ত হন। যুল্ কাদাহ মাসের ৬ তারিখ জুমার দিন জুমার আযানের পর আল্ জাওলীর গুলামদের মধ্য হতে একটি ব্যক্তি যিনি আরবী বলে খ্যাত, মিসরের শাসকের জামে মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করেন এবং তিনিই ইমাম মাহদী বলে দাবী করেন এবং একজন পুরোহিতের ন্যায় কিছু মিলযুক্ত কবিতা পাঠ করেন। এভাবে তিনি নৈরাশ্যজনক অধঃপতনে পতিত হন। আর খতীবের উপস্থিত হওয়ার পূর্বে তিনি জামে মসজিদে এ কাজটি করেছিলেন। এ বছরে শেষের দিকে যুল্-কাদাহ মাসের পূর্বে পরে দামেস্কের ভিতরের এবং বাহিরের রাস্তাগুলো ও বাজারগুলো প্রশস্ত করা হয়। যেমন অস্ত্রশস্ত্রের বাজার, ফুটপাথ, বড় বাজার, বাবুল বারীদ, মসজিদে আল্ কাসব হতে আদায় বাজার পর্যন্ত, বাবুয যাবীয়ার বহির্গমন থেকে মসজিদুল দাবান পর্যন্ত। এ ধরনের জায়গাগুলো মানুষের চলাচলের জন্যে অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল, এগুলোকে প্রশস্ত করা হয়। তানুকয এ ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। তিনি খাল ও নালাগুলো গভীর ও সংস্কারের জন্যে আদেশ দিয়েছিলেন যাতে ময়লা আবর্জনা সহজে নিঃকাশন হয় এবং অধিবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। অতঃপর যুল্‌হাজ্জ মাসের শেষ ১০ তারিখে কুকুর নিধনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। ফলে বহু সংখ্যক কুকুর হত্যা করা হয়। অতঃপর বাবুস সাগীরের বাহিরে বারে কাইসান সংলগ্ন খন্দকের মধ্য এগুলোকে একত্রিত করা হয়। তাদের মধ্যে থেকে নর ও মাদীদের আলাদা করে রাখা হয়, যাতে এগুলো তাড়াতাড়ি মরে যায়। আর এগুলোর কোন প্রকার বাচ্চাও না হতে পারে। মরদেহগুলো অন্যত্র বহন করে নেয়া হয়, তাতে জনগণ নাপাক পানি এবং কুকুরের উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে আর তাদের জন্যে রাস্তাগুলোও প্রশস্ত করা হয়।

যুল্‌হাজ্জ মাসের ১২ তারিখ জুমার দিন প্রধান বিচারপতি আল্‌কুনুভী আশ্‌শাফিয়ীর মৃত্যুর পর শায়খদের শায়খ প্রধান বিচারপতি শরফুদ্দীন আল্ মালিকী সামলাতীয়ায় দায়িত্ব নিয়ে হাজির

হন। তার আনুগত্য নামা (শপথ বাক্য) তথায় পাঠ করে শুনানো হয়। তখন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এটাকে ক্ষতিকর মনে করে, তাই পূর্বাবস্থায় বহাল রাখা হয়।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্‌তিকাল করেন, তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. আল্ ইমাম আল্ আলিম নাজমুদ্দীন

তার পূর্ণ নাম ছিল নজমুদ্দীন আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ 'আকীল ইবন্ আবুল হাসান ইবন্ 'আকীল আল্ বালিসী আশ্ শাফিয়ী। তিনি 'التنبيه' নামক গ্রন্থটির শরাহ লিখেছেন। তিনি ৬৬০ হিজরী সালে (১২৮২ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শুনেন। ফিকাহ ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখা নিয়ে তিনি অধ্যায়ন করেন ও গবেষণা করেন। আর এসব জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি দাকীকুল ঈদের সংস্পর্শে ছিলেন এবং শাসন কার্যে তিনি তার প্রতিনিধিত্ব লাভ করেন। তিনি আল্-মাগরীবীয়াহ এবং তাই-বিরিসীয়াহ ও মিসর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করেন। তিনি পদমর্যাদা, বিশ্বস্ততা এবং কর্মে নিয়োজিত থাকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি মুহররমের ১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে ইন্‌তিকাল করেন এবং আল্-কারাফাহ্‌তে সমাহিত হন। তার জানাযা ছিল একটি মহা সমাবেশ। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

২. আল্-আমীর সাইফুদ্দীন কাতলুবাক আত্ তাশানকীর আর রুমী

তিনি ছিলেন প্রবীণ আমীরদের অন্তর্ভুক্ত। কোন এক সময় আল্ হাজ্জবীয়ার শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই বায়তুল মুকাদ্দাসে খাল খনন করান। রবীউল আউয়াল মাসের ৭ তারিখ সোমবার তিনি ইন্‌তিকাল করেন এবং বাবুল ফারাদীসের উত্তরপাশে নিজস্ব করবস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এ কবরস্থানটিতে ছিল নেককার লোকদের সমাগম। ঘোড়া বাজারে অনুষ্ঠিত তার জানাযায় দেশের নায়িব ও আমীরগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩. মুহাদ্দিস আল্ ইয়ামান

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শারফুদ্দীন আহমাদ ইবন্ ফকীহ যুবাইদ আবুল হুসাইন ইবন্ মানসূর আশ্ শামাখী আল মুযহাজী। মক্কী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসীন কিয়াম থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর উস্তাদদের সংখ্যা ৫০০ কিংবা তার বেশী। হাদীস সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন শহরে তাঁর ভ্রমণ অত্যন্ত উপকারী ও কল্যাণকর ছিল। তিনি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে এবং অন্যান্য বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি এ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে ইন্‌তিকাল করেন।

৪. আবুল হাসান নাজমুদ্দীন

তার পূর্ণ নাম ছিল 'আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্' উমার ইবন্ 'আবদুর রহমান ইবন্ আবদুল ওয়াহিদ আবু মুহাম্মাদ ইবন্ আল্-মুসলিম। তিনি দামেস্কের প্রসিদ্ধ সর্দারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার পরিবার ছিল বিরাট এবং বংশ পরিচিতি ছিল বহুদূর প্রসারিত। তার নেতৃত্ব ছিল গর্বের বস্তু, তার বদান্যতা ছিল পথ নির্দেশক। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তিনি ইয়াতীমদের পর্যবেক্ষণের

দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অনেকের কাছ থেকে তিনি হাদীস শুনেন এবং অনেকের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। তার ছিল অনেক পদমর্যাদা ও কল্যাণকামিতা। তার ছিল বহু ধন সম্পদ। তিনি ৬৪৯ হিজরী সালে (১২৭১ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। রবীউস সানী মাসের ৫ তারিখ সোমবার দ্বিপ্রহরে তিনি ইন্তিকাল করেন। সালাতে যুহরের পরে মসজিদে অনুষ্ঠিত তার জানাযা হয়। কাসীয়ুনের পাদদেশে তার নিজের তৈরি কবরে তাকে দাফন করা হয়। তার কাছে ছিল দুইটি কবর। তার কবরের উপর তিনি লিখেছিলেন :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

"বল হে আমার বান্দাগণ। তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ আল্লাহ্র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা যুমার আয়াত নং ৫৩)

৫. আল্-আমীর বাকতামির আল্-হাজিব

ময়দানের দিকে আস্ সূফীয়া কবরস্থানের রাস্তায় বাবুন নসরের বহির্ভাগে অবস্থিত প্রসিদ্ধ হাম্মামটির মালিক ছিলেন তিনি। রবীউস সানী মাসের ২০ তারিখ কায়রোতে তিনি ইনতিকাল করেন। সেখানে তার বাড়ীর ধারে তিনি যে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার প্রাঙ্গনে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

৬. আশ্-শায়খ শরফুদ্দীন ঈসা ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ ফারাজ ইবন্ সুলাইমান

তিনি ছিলেন রাত্রি জাগরণকারী; নিয়মিত ওজীফা পাঠকারী, সূফী এবং উপদেশদাতা, তিনি কবিতা রচনা করতেন। সুর-সংগীতেও তার দখল ছিল। তার কিছু কবিতা উপস্থাপন করা হলো :

بُشْرَاكَ يَا سَعْدُ هَذَا الْحَيُّ قَدْ بَنَا. مَحَلُّهَا سَيُبْطِلُ الْإِبِلَ وَالْبَانَا.

مَنَازِلَ مَا وَرَدْنَا طِيبَ مَنْزِلِهَا. حَتَّى شَرِبْنَا كُئُوسَ الْمَوْتِ أَحْيَانَا.

مِتْنَا غَرَامًا وَشَوْقًا فِي الْمَسِيرِ لَهَا. فَمَنْدُوا فِي نَسِيمِ الْقُرْبِ أَحْيَانَا.

"হে সা'দ তোমার জন্য শুভ সংবাদ। এ সম্প্রদায়টিতে জ্ঞানী লোক প্রকাশ পেয়েছে, যা উট ও দুধকে বাতিল করে দেবে অচিরেই। উত্তম মনজিলগুলোতে আমরা কোন সময়ই মৃত্যুর শরাব পান করা ব্যতীত অবতরণ করতে পারি না। এ মনজিলগুলোতে ভ্রমণের আশা আকাংখায় আমরা মরতে চাই। তাই তোমরা নৈকট্য লাভের মৃদুমন্দ গতিতে সঠিক সময়ে পরস্পর পৃথক হয়ে যাও।" তিনি রবীউস সানী মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৭. আমাদের শায়খ আল্ 'আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল্-ফাযারী

তিনিই ছিলেন আশ্-শায়খ, আল ইমাম, আল্-'আলিম, আল্ 'আল্লামা, মাযহাবের শায়খ, মাযহাবের জ্ঞান এবং মাযহাব পন্থীদের উপকারী বন্ধু। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল : শায়খুল ইসলাম মুফতীলুল ফিরাক, বাকীয়াতুস সালাফ বুরহানুদ্দীন, আবু ইসহাক, ইব্রাহীম ইবন্ আশ্-শায়খ আল্ 'আল্লামা তাজুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ 'আবদুর রহমান ইবন্ সাবা ইবন্ জিয়া আল্ ফাযারী আল মিসরী আশ্ শাফিয়ী। ৬৬০ হিজরী সালে (১২৮২ খৃ.) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শুনেন। স্বীয় পিতা সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেন ও গবেষণা করেন। তিনি নিজ হালকায় ফিরে আসেন, পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং সমবয়সীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। আবার মাযহাব সম্বন্ধে বিশেষ উপায় অবলম্বন করে জ্ঞাত হওয়া, মাযহাব লিপিবদ্ধ করা ও স্থানান্তর করার ব্যাপারে একই মাযহাবের সকল লোকদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। অতঃপর তিনি আল্ বিদারীয়ায় দারস দানের ব্যাপারে স্বীয় পিতার পদমর্যাদায় ভূষিত হন। ছাত্রগণ 'আল উম্ভীতে অধ্যয়নে মশগুল হন। এতে মুসলমানগণ উপকৃত হয়। আর তার কাছে বড় বড় পদের আমন্ত্রণ আসা সত্ত্বেও তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এজন্যেই তিনি তার চাচা আল্লামা শারফুদ্দীনের নির্দিষ্ট সময়ের পর তিনি খুতবা দান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ছেড়ে দেন এবং আল-বাদেরিয়ায় ফিরে আসেন। ইবন্ চাচারীর পরিসিরিয়ার বিচার বিভাগের দায়িত্ব তাকে অর্পণ করা হয়। আর সিরিয়ায় নায়িব ও সরকারী কর্মকর্তাগণও এটাকে গ্রহণ করার জন্যে তাকে বারবার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তা কবুল করেননি। তিনি তার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং কঠোরভাবে তা থেকে বিরত থাকেন। তিনি তার ব্যাপারে সামনে অগ্রসরমান ছিলেন, নিজের যুগ সম্বন্ধে সুপরিচিত ছিলেন এবং নিজের পার্থিব কাজেও দিনরাত ইবাদতে নিজের সময়টুকু মশগুল রাখতেন যিনি অধিকাংশ সময় কুরআন নিয়ে মগ্ন থাকতেন এবং হাদীস শুনার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আমরা সহীহ মুসলিম ও হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থ তার কাছে শুনেছি। উপরোক্ত মাদরাসায় তিনি পাঠদান করতেন التنبيه। কিতাবের বহু تعليق তিনি রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে এমন এমন উপকার নিহত রয়েছে, যা অন্যগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় না। উসূলে ফিকরের বিষয়ে, ইবন্ হাজিবের مختصر মুখতাসারের উপর তিনি تعليق রচনা করেন। অন্যান্য বিষয়ে তার বড় বড় রচনা অনেক পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আমাদের মাশায়েখদের মধ্যে তার ন্যায় এরূপ মাযহাব সম্বন্ধে অবগত আর কাউকে পাওয়া যায় না। তিনি উত্তম অবয়বের অধিকারী ছিলেন। তার মধ্যে ছিল প্রকৃষ্টতা, মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব ও উত্তম চরিত্র। তার মধ্যে ছিল মেজাজের উত্তাপ। পরে সহসাই নিজের অবস্থায় ফিরে আসতেন। তার দানশীলতা ছিল যেন অতিরিক্ত গুণ। আর ছাত্রদের প্রতি তার দয়া ছিল অপরিসীম। তিনি কিছুই সঞ্চয় করতেন না। তার মাসোয়ারা তিনি ব্যয় করে ফেলতেন। তাঁর মাদরাসার বেতন তিনি অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে খরচ করতেন। তিনি ৬৭০ হিজরী সাল (১২৯১ খৃ.) হতে এ বছর পর্যন্ত মাদরাসায় কাদেরিয়ায় পাঠদান করেন। তিনি উপরোক্ত মাদরাসায় জমাদিউল আউয়াল মাসের ৭ তারিখ শুক্রবার সকালে ইনতিকাল করেন। সালাতে জুমার পর জামে' মসজিদে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। তার জানাযা জনগণের মাথায় এবং আঙ্গুলের পাশে বহন করা হয়। তার

জানাযা ছিল যেন একটি মহাসমাবেশ। বাবুস সাগিরের মধ্যে তার পিতা, চাচা ও অন্যান্য বংশধরদের মাঝে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৮. আশ্-শায়খ আল্ ইমাম আল্ 'আলিম আয্যাহিদ আল্ ওয়া

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মজদুদ্দীন ইসমাইল আল্ হারানী আল্ হাম্বলী। তিনি ৬৭১ হিজরী সালে (১২৯৩ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিরাতসমূহ সম্পর্কে অধ্যায়ন করেন এবং ৬৭১ হিজরী সালেই তার পরিবারের সদস্যগণ যখন দামেস্কে হিজরত করেন, তখনই তিনি তার পরিবারের সাথে দামেস্কে গমন করেন এবং এখানে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি আশ্ শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ আবু উমার সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তিনি তার সংস্পর্শে থাকেন এবং তার থেকে উপকার সাধন করেন। তিনি ফিকাহ শাস্ত্রেও বিশুদ্ধ বর্ণনা পদ্ধতিতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি বেহুদা কথা বার্তা থেকে প্রায় সময় নীরব থাকতেন। তিনি বিভিন্ন দিকে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আর কর্তব্য কাজ সমূহ সম্পাদনে সর্বদা তৎপর ছিলেন। কর্তব্য সম্পাদন থেকে শরয়ী ওযর ব্যতীত অন্য কিছু তাকে মৃত্যু পর্যন্ত দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি জমাদিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ রবিবার রাতে ইন্তিকাল করেন। বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন।

৯. আস্-সাহিব সারফুদ্দীন ইয়াকুব ইবন্ আবদুল্লাহ

তিনি হালবে সরকারী অফিস সম্পাদনের পর্যবেক্ষক ছিলেন। অতঃপর তিনি তারাব্লুসে পর্যবেক্ষকের পদে স্থানান্তর হন। হুমাতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি উলামায়ে কিরাম ও সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসতেন। তার মধ্যে ছিল দানশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার মনমানসিকতা। তিনি দামেস্কের গোপনীয় বিষয়ের লেখক কাযী নাসিরুদ্দীনের পিতা ছিলেন। তিনি হালবের সেনাবাহিনীর কাযী ছিলেন। তিনি সামসাতীয়ায় উস্তাদদের উস্তাদ ছিলেন। তিনি হালবের মাদরাসায়ে আসাদীয়ার শিক্ষক ছিলেন। তিনি দামেস্কের আন্ নাসিরিয়াহ এবং আশ্সামীয়া আল জাওয়ানীয়ারও শিক্ষক ছিলেন।

১০. আল্-কাযী মুইনুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল হাব্বাতুল্লাহ ইবন্ আলীমুদ্দীন মাসুদ ইবন্ আবুল মায়ালী 'আবদুল্লাহ ইবন্ আবুল ফদল ইবন্ আল্ খাশীশী আল্ কাতিব। কোন এক সময় তিনি মিসরের সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষক ছিলেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য দামেস্কের একক পর্যবেক্ষক ছিলেন। আবার কিছু কালের জন্যে কুতুবুদ্দীন ইবন্ শায়খ আস্-সালাসীয়ার সাথে যুগ পর্যবেক্ষক ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই অভিজ্ঞ। তিনি তার মনে এটা যেন সব সময় হিফয করে রাখতেন। তিনি আরবী ভাষা, সাহিত্য ও অংক শাস্ত্রে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তিনি কবিতায় অতি উত্তম ছিলেন। তার মধ্যে ছিল স্নেহ মমতা ও বিনম্রতা। তিনি জমাদিউস সানী মাসের ১৫ তারিখ মিসরে ইন্তিকাল করেন এবং গোলামদের কাতিব আল্ ফখরের করবস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন।

১১. প্রধান বিচারপতি 'আলাউদ্দীন আল্ কুনূভী

তার পূর্ণ নাম ছিল আবুল হাসান আলী ইসমাইল ইবন্ ইউসুফ আল্ কুনূভী আত্-তাবরীয়া আশ্-শাফিয়ী। তিনি প্রায় ৬৬৮ হিজরী সালে (১২৯০ খৃ.) কুনীয়াহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই পাঠ গ্রহণে নিয়োজিত থাকেন। যিনি ৬৯৩ হিজরী সালে (১৩১৫ খৃ.) দামেস্কে গমন করেন। তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেখানে তিনি অধিক দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হন। হাদীস শ্রবণ করেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে নিযুক্ত হওয়ার জন্যে তিনি বের হয়ে পড়েন। তিনি আল্ ইকবালীয়ায় পাঠদান করেন। অতঃপর মিসর ভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি কয়েকটি বড় বড় মাদরাসায় পাঠদান করেন। তিনি সেখানের এবং দামেস্কের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে পাঠদান করেন। এ কাজে তিনি নিয়োজিত থাকেন এবং ছাত্ররাও ৭২৭ সালে দামেস্কে কাযী হিসেবে নিযুক্ত হন ও প্রত্যাগমন পর্যন্ত তার থেকে উপকার হাসিল করেন। ফিকাহ ও অন্যান্য শাস্ত্রে তার অনেক সংকলন রয়েছে। জ্ঞানের বহু শাখা প্রশাখায় তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, যেমন নাহু, ছরফ, দুটোর মূলনীতি এবং ফিকাহ । আল্লামা সামাখশরীর কাশ-শাফ সম্বন্ধে তার উত্তম পরিচিতি ছিল। তিনি হাদীস হৃদয়ঙ্গম করেন। তাঁর মধ্যে ছিল ন্যায় পরায়ণতা ও বহু উত্তম গুণাবলী। বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধাবোধ। তাঁর কাছে হাদীস শুনেছেন এরূপ শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছ থেকে সনদ প্রাপ্ত হয়েছেন। আমাদের শায়খ আল্ মাযীর কাছে তিনি প্রায়শ বিনম্রভাব প্রদর্শন করতেন। যুল্‌কাদাহ মাসের ১৪ তারিখ শনিবার সালাতে আসরের পর তীর বিদ্ধ হয়ে নিজের বাগানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং কাসীয়ুনের পাদদেশে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন।

১২. আল্ আমীর হুসামুদ্দীন লাজীন আল্‌মানসূর আল হুসাইনী

তিনি লাজীনুস সাগীর নামে খ্যাত ছিলেন। একটি মেয়াদের জন্যে তিনি দামেস্কের সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর গাজার প্রতিনিধিত্ব করেন। এরপর তিনি আল বাইরাহ এর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সেখানেই যুল্‌কাদাহ্ মাসে ইন্‌তিকাল করেন। আর সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। পূর্ব দরজার বাইরে তার স্ত্রীর জন্যে তিনি একটি কবর তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সেখানে তাকে দাফন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ.

আর কেউ জানে না, কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে।" (সূরা লুকমানঃ আয়াত নং ৩৪)

১৩. আস্-সাহিব ইয্‌যুদ্দীন আবূ ইয়ালী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল হামযাহ ইবন্ মুয়াইদ্দীন আবুল মায়ালী আসয়াদ ইবন্ ইয্‌যুদ্দীন আবু গালিব আল্ মুযাফ্‌ফার ইবন্ আল্ ওয়াসীর মুয়াইদ্দীন আবুল মায়ালী ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ ইবন্ আল্ আমীদ আবু ইয়ালী ইব্‌ন হাম্‌যাহ ইবন্ আসাদ ইবন্ আলী ইবন্ মুহাম্মাদ আত্ তামীমী আদ্

দামেস্কী ইবন্ কালান্সি। তিনি প্রধান সর্দারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ৬৪৯ হিজরী সালে (১২৭১ খৃ.) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একদল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি হাদীস বর্ণনাও করেন। শিক্ষার্থীরা তাকে হাদীস শুনাতেন। তাঁর এমন নেতৃত্ব ছিল, যা নিয়ে গর্ব করা যায়। তাঁর ছিল অনেক বিচার-বুদ্ধি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ, যা তার পার্থিব জগতের প্রয়োজনীয়তার জন্যে যথেষ্ট। সব সময় তার কাছে বেতন নিয়ে কাজ কর্ম সম্পাদন করার সুযোগ ছিল। অতঃপর তিনি বায়তুস সুলতানের উকালতির পেশা আকড়িয়ে ধরেন। অতঃপর তিনি ১০ বছরে ওয়ারতীর পেশা আঁকড়িয়ে ধরেন, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর তাকে বরখাস্ত করা হয় এবং কোন এক সময় তাঁর সহায় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তিনি সর্বসাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করতেন। তিনি ফকীর ও অভাবীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন। সর্বদা তিনি ছিলেন সম্মানিত এবং সরকারের কাছে নওয়াব, মালিক আমীরও অন্যান্যদের চেয়ে তার প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অধিক। তিনি যুলহাজ্জ মাসের ৬ তারিখ শনিবার রাতে তার নিজস্ব বাগানে ইন্তিকাল করেন। পরদিন তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং কাসীয়ুনের পাদ দেশে তার নিজস্ব কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। আস্ সালিহিয়া এলাকার মাযিনায় তার একটি চমৎকার মুসাফিরখানা রয়েছে। সেখানে একটি দারুল হাদীস রয়েছে, সেখানে সাদকাহ প্রদান করা হয় ও নেক আমল করা হয়। তার প্রতি আল্লাহ রহম করুন।

৭৩০ হিজরী সাল (১৩৫২ খৃ.)

বুধবার মুহররমের চাঁদ উদয় হয়। আশ্ শাফিয়ী ব্যতীত বিভিন্ন শহরের প্রশাসকগণ তাদের পূর্বেকার পদে বহাল থাকেন। আশ্-শাফিয়ী ইনতিকাল করেন এ বছরের মুহররমের ৪ তারিখ তার স্থলে আলামুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আবু বকর ইবন্ ইসা ইবন্ বাদরান আস্ সাবুকী আল্ আখনাই আশ্ শাফিয়ী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ২৪ তারিখ দেশের নায়িব সুলতান তানকুযের সাথে সাক্ষাত করার জন্যে দামেস্কে গমন করেন। ইতোমধ্যে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করেন। তথায় তানকুয দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা তানকুযীয়ায় পাঠদানে হাযির হন। যখন তিনি দামেস্কে গমন করেন, তখন তিনি আদিলীয়ায় কাযী রাহে অভ্যাস মুতাবিক অবতরণ করেন। তিনি সেখানেও আল্ গাযালীয়ায় পাঠদান করেন। তিনি অব্যাহতভাবে আল্-মানফুলুতীর প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন। অতঃপর যায়নুদ্দীন ইবন্ মারহাল প্রতিনিধিত্ব করতে চান। সফর মাসে শারফুদ্দীন মাহমুদ ইবন্ খাতীরী ওয়াফক এস্টেটগুলোর প্রশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আর এগুলো থেকে নাজমুদ্দীন ইবন্ যাইবাক বিচ্ছিন্ন হয়ে নাবলুসের শাসনক্ষমতা অর্জন করেন। রবীউস সানী মাসে উমূভী মসজিদের পূর্ব দিকটিতে পশ্চিম দিকের ন্যায় পাথর বসানোর কাজ আরম্ভ হয়। ইবন্ মারাদিল নায়িব ও কাযীর কাছে জামে মসজিদের সমস্ত অংশ থেকে সামনের দেয়ালে পাথরগুলো জমা করার জন্যে পরামর্শ চান। তারা তাকে এ ব্যাপারে আইনী পরামর্শ প্রদান করেন। জুমার দিন মিসরের মাদরাসা সালিহিয়ায় শাফিঈদের হলরুমে সালাতুল জুমা কায়িম করা হয়। যিনি কায়িম করেছেন তিনি হলে আল্ কুর্খের নায়িব আল্ আমীর জামালুদ্দীন। এ ব্যাপরে আলিমদের কাছে তিনি ফাতাওয়া চেয়েছিলেন। রবীউস সানী

মাসে শামসুদ্দীন ইবন্ নাকীব হালবের বিচার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মরহুম ফখরুদ্দীন ইবন্ বাসীরীর স্থলাভিষিক্ত হন। শামসুদ্দীন ইবন্ মাজদুল বালাবাক্কী তারাবলুসের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইবন্ নাকীবের স্থলাভিষিক্ত হন। জমাদিউস আউয়াল মাসের শেষ ভাগে মহীউদ্দীন ইবন্ জামীল আল্ আখনাঈ থেকে বিচার কার্যের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মরহুম আল্ মানফুলূতীর স্থলাভিষিক্ত হন।

এ মাসেই আল্ আমীর আল্ ওয়াবীর আলাউদ্দীন মুগালতাঈ আন্ নাসিরী হানাফীয়াদেরকে একটি মাদরাসা ওয়াকফ করে দেন। এ মাদরাসায় সুফীবাদের চর্চা হতো। আল কাযী আলাউদ্দীন ইবন্ তুরকিমানী এ মাদরাসায় দান করেন। ফিকাহবিদগণ এ মাদরাসাটিকে আবাদ করেন। জমাদিউস সানী মাসে মিসর ও সিরিয়ার শহরগুলোকে সুসজ্জিত করা হয়। সুলতানের হাত ভাঙ্গার ঘটনা-থেকে আরোগ্য লাভের কারণে খুশীর ঘন্টা বেজে ওঠে। মিসরের আমীর ও চিকিৎসকদের কে উপঢৌকন প্রদান করা হয়, বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়। জমাদিউসানী মাসে ফ্রান্সের কয়েকজন দূত সুলতানের কাছে আগমন করেন এবং উপকূলবর্তী কিছু শহর মুসলমানেদের দখল মুক্ত করার অনুরোধ জানায়। তিনি তখন তাদেরকে বলেন, দূতদের হত্যা করার বিধান যদি থাকতো তাহলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। এভাবে তিনি তাদেরকে বিফল মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করেন।

রজব মাসের ৬ তারিখ রবিবার কাতিবুল মামালীক আল্‌কাযী ফখরুদ্দীন দামিস্কের মসজিদে হানাফীদের মিহরাবে অনুষ্ঠিত দারসে উপস্থিত হন। সেখানে আশ্‌শায়খ শিহাবুদ্দীন ইবন্ কাযী আল্ হাসিন দারস পেশ করেন। তিনি মিসরীয় শহরসমূহের প্রধান বিচারপতি বুরহানুদ্দীন ইবন্ আবদুল হকের ভাই ছিলেন, তার কাছে বিচারপতিগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হাজির হন। জনতা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আল্‌জাওহারীয়াতে অবস্থিত তার ভাইয়ের পুত্র সালাহুদ্দীনের কাছে চলে যান। তিনি সেখানে দারস পেশ করেন। তিনি তার শ্বশুরালয়ের আত্মীয় শামসুদ্দীন ইবনে যাকীরের স্থলাভিষিক্ত হন। তার জন্যে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। শেষ পর্যন্ত তিনি জামে মসজিদে খুতবাহ পেশ করেন, যা আল্ আমীর সাইফুদ্দীন আল্ মাশী আল্ হাজিব কায়রো বহির্ভাগ রাস্তার মাথায় তৈরি করেছিলেন। তিনি ২১ শে রামাদান জুমার দিন আরো একটি জামে মসজিদে খুতবা পেশ করেন, যা যালিহিয়া ও জামে তূলূনের মধ্যবর্তী স্থলে ফটক তৈরী করেছে। এ খুত্‌বায় সুলতান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সেদিন প্রধান বিচারপতি জালালুদ্দীন আল্ কাযভীনী আশ্–শাফিয়ীও বক্তৃতা করেন। আর তাকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করা হয়। বদরুদ্দীন ইবন্ শাকারীও তার বক্তৃতায় সুনাম অর্জন করে।

শাওয়াল মাসের ১১ তারিখে শনিবার সিরিয়ান হজ্ব কাফেলা বের হয়। উক্ত কাফেলার আমীর ছিলেন সাইফুদ্দীন আল্ মুরসাওয়ী। তিনি বলবান আল্‌বাইরীর শ্বশুর ছিলেন। কাফেলার কাযী ছিলেন শিহাবুদ্দীন ইবন্ আল্ মাজাদ 'আবদুল্লাহ। তিনি আল্ ইকবালীয়ার শিক্ষক ছিলেন। অতঃপর তিনি প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। অচিরেই এর বর্ণনা আসবে।

এ বছর যারা হজ্জব্রত পালন করেন, তারা কয়েকজন হচ্ছেন : রাদীউদ্দীন ইবনুল আরাবী, শামসুল আরদিবীলী, শায়খুল জারুদীয়া, শাফীউদ্দীন ইবনে হারীরী, শামসুদ্দীন ইবন্

খাতীব বাইবোয, আশ্-শায়খ মুহাম্মদ আন্ নাইরবাণী ও অন্যান্য। যখন তারা হজ্জের কর্তব্য কাজগুলো সমাধা করেন, তারা বিদায়ী তাওয়াফের জন্য মক্কায় ফিরে আসেন। তারা খুতবা শুনতে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় হঠাৎ তারা বনূ হাসান ও তাদের গোলামদের ঘোড়ার বিপদ সংকেত শুনতে পেলেন। তারা মসজিদে হারামে অবস্থানরত জনতাকে পিষে মারতে শুরু করে। তখন তুর্কীরা তাদেরকে হত্যা করার জন্যে দ্রুত এগিয়ে আসে। অতঃপর তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মিসরের তবলখানার আমীর নিহত হন। আমীরের নাম হচ্ছে শরফুদ্দীন জুখ্দার। তার নিহতপুত্রের নাম হচ্ছে খালীল। তার একটি গোলামও নিহত হয় এবং পিতৃ সম্পর্কীয় আমীর নিহত হয়, তাকে বলা হতো আল বাজী। একদল পুরুষ ও নারী নিহত হয়। অনেক ধন সম্পদ লুটপাট হয় ও মসজিদুল হারামে বিরাট হৈচৈ সংঘটিত হয়। জনতা ফুল বাগানের নালা দিয়ে তার ঘরে পলায়ন করে। তারা তাদের ঘরে সহজে পৌছুতে পারেনি। এবং জুমার সালাতও অতি দ্রুত বহু কষ্ট উপেক্ষা করে আদায় করা হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

দেশের আমীরগণ বিদ্রোহীদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্তে একমত হন। অতঃপর তারা পুনরায় হামলা করে। আর তাদের গোলামরাও তাদের অনুকরণ করে, এমনকি তারা ঝগড়াটে হাজীদের তাবুতে পৌছে যান। তারা সাধারণভাবে জনতার সম্পদ লুটপাট করার উপক্রম করে। তুর্কী যুবকগণও ইসলাম এবং আহলি ইসলাম মুসলমানদেরকে সাহায্য করছে এবং জান ও মাল দিয়ে তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব করছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔

অর্থাৎ "মুত্তাকীগণই এটার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা অবগত নয়।" (সূরা আন্‌ফাল : আয়াত নং ৩৪)।

এ বছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনতিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নরূপ :

১। আলাউদ্দিন ইবনুল আমীর

তিনি মিসরে গোপন যোগাযোগের কাতিব ছিলেন। তার পূর্ণনাম ছিল আলী ইবনে আহমদ ইবন্ সায়ীদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবনুল আলী আল্ হালবী এর পর আল-মিসরী। তাঁর ছিল ইয্যত আবরু, সম্মান, ধন সম্পদ, ঐশ্বর্য এবং সুলতানের কাছে পদমর্যাদা। শেষ বয়সে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ততার শিকার হয়ে পড়েন। তিনি তখন চাকুরীচ্যুত হন। ইবন্ ফাদ্লুল্লাহ তার জীবন কালেই তার থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

২। আল্ওয়াযীর আল্-আলিম আবুল কাসিম

তার পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ সহল ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ সহল আল ইয্দী আল্গার নাতী আল্ আন্দুলুসী। তিনি মরক্কো ও অন্যান্য পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশের নেতৃত্ব ও ভদ্রবংশীয় সদস্য ছিলেন। তিনি ৭২৪ হিজরী সালের (১৩৪৬ খ্রি.) জমাদিউল আউয়াল মাসে দামিস্কে গমন করেন। তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে গমন করেন। আশ শায়খ নাজুমুদ্দীন

ইবন্ আসকালানীর কাছে ৯ বৈঠকে সহীহ মুসলিম শুদ্ধ রূপে পড়ে শুনান। অতঃপর ৭২২ হিজরী সালের মুহররম মাসে কায়রোতে তার মৃত্যু ঘটে। তিনি ফিকাহ, নাহু, ইতিহাস ও উসূলে ব্যাপক কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি ছিলেন খুব সাহসী, ভদ্র ও তাঁর শহরে অত্যন্ত সম্মানিত। তিনি স্বয়ং কিংবা তার পরিবারের কোন সদস্য কোন পদে নিযুক্ত হননি। তাকে সম্মানার্থে ওয়াযীর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৩। আমাদের শায়খ আস্ সালিহ আল্ আতা আন নাসিক আল্ খাশি

তার পূর্ণ নাম ছিল শামসুদ্দীন আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন্ আস্ শায়খ আস সালিহ আল্ আবিদ শরফুদ্দীন আবুল হাসান ইবন্ হুসায়ন ইবন্ গাইলান আল্-বালাবাক্কী আল্ হাম্বলী। তিনি দারুন বাতীখ আল্ আতীকাহ এ অবস্থিত মসজিদুস সালালাইনের ইমাম ছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন ও অন্যকে শুনান। সকাল সন্ধ্যায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। বর্ণনাকারী বলেন : আমি ৭১১ হিজরী সালে (১৩৩৩ খ্রি.) তাঁর কাছে কুরআনুল করীম খতম করেছি। তিনি প্রবীণ, সৎ ও নেককার ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সফর মাসের ৬ তারিখ শনিবার ইন্তিকাল করেন। 'জামে' মসজিদে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং বাবুস সাগীরে তাকে সমাহিত করা হয়। তাঁর জানাযায় ছিল জনতার ঢল।

এ সফর মাসেই কায়রোর প্রশাসক আল কাদীদা ইনতিকাল করেন। তাঁর ছিল গৌরবময়, সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিচিহ্নসমূহ।

৪। বাহাদারাস আল্ আমীর আল্ কাবীর

তিনি সিরিয়ার সেনাবাহিনীর ডানপক্ষের সর্দার ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল সাইফুদ্দীন বাহাদারাস আল মানসুরী। তিনি দামিস্কের সবচেয়ে বড় আমীর ছিলেন। যারা ইয্যত আবরু ও ধন-দৌলত সহকারে দীর্ঘায়ু পেয়েছেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাদেরকে আল্লাহর মহান আয়াত নির্দেশ করছে, তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.

অর্থাৎ 'নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেত খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হয়েছে। এসব ইহ জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৪।)

তিনি সর্বসাধারণের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। তার মধ্যে ছিল নেক কর্ম, সাদাকাহ ও অন্যের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন। তিনি মঙ্গলবার রাতে ইনতিকাল করেন। বাবুল জাবীয়ার বহির্ভাগে নিজস্ব কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। ঐ কবরস্থানটিও ছিল খুব প্রসিদ্ধ।

৫। আল্ হাজ্জার ইবন্ শাহনাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আশ্ শায়খ আল্ কাবীর আল্ মুসান্নাদ আল্ মুয়াম্মার আররাহলাত শিহাবুদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবন্ আবু তালিব ইবন্ না'মাহ হাসান ইবন্ আলী ইবন্

বায়ান আদদীরুল কারণী, আস্ সালিহী আল্ হাজার। তিনি ইবন্ শাহনাহ বলে সুপরিচিত। তিনি কাসীয়ুনে ৬৩০ হিজরী সালে (১২৫২ খ্রি.) আয-যুবাইদীর কাছে বুখারী শরীফ শ্রবণ করেন। তার বুখারীর শ্রবণ ৭০৬ হিজরী সালে প্রকাশ পায়, তাতে মুহাদ্দিসগণ খুশী হন এবং তার কাছে অধিক অধিক হাদীস শ্রবণের ব্যবস্থা করেন। ফলশ্রুতিতে তার কাছে বুখারী শরীফ ও অন্যান্য কিতাব প্রায় ৬০ বার পড়া হয়। শীতকালে আশরাফীয়ার দারুল হাদীস মাদরাসায় প্রায় পাঁচ শত বার বর্ণনা ও শ্রবণ করার অনুমতিসহকারে তাঁর কাছে শুনানো হয়। আর তাঁর শ্রবণ আয্ যুবাইদী ও ইবন্ লাসী হতে অর্জিত বলে পরিলক্ষিত হয়। বাগদাদের প্রায় ১৩৮ জন আওয়ালী আল্ মুসান্নাদীন শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি তার পক্ষে অর্জিত হয়। তিনি প্রায় ২৫ বছর হাজারীনদের মধ্যে অগ্রগামী হিসেবে অবস্থান করেন। অতঃপর শেষ বয়সে তিনি বুদ্ধি বৈকল্যে আক্রান্ত হন। যতদিন পর্যন্ত তিনি হাদীস শুনানোর কাজে লিপ্ত থাকেন, ততদিন পর্যন্ত তার বেতন নির্ধারিত ছিল। সুলতান আল্ মালিক আন্-নাসির ও তাঁর কাছে হাদীস শুনান এবং তাকে উপঢৌকন দেন। এটি তিনি নিজ হাতে পরিধান করেন। সিরিয়ান ও মিসরীয় শহরগুলোর অসংখ্য বাসিন্দা তাঁর কাছে হাদীস শুনেন। এভাবে জনগণ তাঁর থেকে উপকৃত হন। তিনি ছিলেন একজন চমৎকার শায়খ, সুদর্শন, সুদৃঢ় অন্তরের অধিকারী এবং নিজের শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলো পরিপূর্ণভাবে ব্যবহারকারী। তিনি একশত বছর জীবিত ছিলেন, বরং তার চেয়েও অধিক। কেননা তিনি আয্ যুবাইদী হতে ৬৩০ হিজরী সালে (১২৫২ খ্রি.) বুখারী শরীফ শ্রবণ করেন। আর তা তিনি দামিস্কের জামে মসজিদে ৭৩০ সালের সফর মাসের ৯ তারিখ জনগণকে শুনান। তার কাছেও ঐদিন অন্যান্যরাও হাদীস শুনান। আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা। কথিত আছে যে, তিনি আল্ মুয়াযযাম মূসা ইবন্ আল্ আদিলের মৃত্যু দেখতে পান। আর তিনি জনগণ থেকে শুনতে পান যে, তারা মুয়াযযামের মৃত্যুর খবর প্রচার করছে। মুয়াযযামের মৃত্যু হয়েছিল ৬২৪ হিজরী সালে (১২৪৬ খ্রি.) আর আল্ হাজার ইনতিকাল করেন এ বছরের অর্থাৎ ৭৩০ হিজরী সালের সফর মাসের ২৫ তারিখ সোমবার। মঙ্গলবার আল মুযাফফিরীতে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। আল্ আফরামের জামে মসজিদের পাশে আদ্দোমী মুসাফির খানার নিকটে তার নিজস্ব কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার জানাযায় অনেক লোকের সমাগম হয়েছিল। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৬। আশ্-শায়খ নাজিমুদ্দীন ইবন্ 'আবদুর রহিম ইবন্ 'আবদুর রহমান

তাঁর কুনিয়াত ও উপাধি ছিল আবূ নসর আল-মুহাস্সিল। তিনি ইবন্ শাহান বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি তার নিজ শহরে লেখাপড়া করেন। অতঃপর তিনি ভ্রমণ করেন এবং ইরবিল রাজ্যের সারই শহুরে তিনি অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি ৭২৪ হিজরী সালে (১৩৭৬ খ্রি.) দামিস্কে আগমন করেন। তিনি আয্ যাহিরীয়া আল্ বারানীয়াতে দারস পেশ করেন। অতঃপর আল্ জারুদীয়াতে দারস পেশ করেন। রাবাতুলকাসরের শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়ীত্বও তাকে দেয়া হয়। অতঃপর তিনি তার কন্যার স্বামী নুরুদ্দীন আল্ আরদিবীলীকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি রবীউল আউয়াল মাসে ইনতিকাল করেন। তিনি ফিকাহ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে কিছুটা পরিচিত ছিলেন।

৭। আশ্ শায়খ ইব্‌রাহীম আল্ হাদমানাহ

তিনি প্রকৃতপক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় কুর্দীস্থানের বাসিন্দা ছিলেন। অতঃপর তিনি সিরিয়ায় আগমন করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ও আল্ খালীলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন, তিনি যে ভূখণ্ডে অবস্থান করেন, তা ছিল মৃত প্রায়। তিনি তাতে গাছ লাগান এবং বিভিন্ন ফসল আবাদ করেন। তিনি প্রায়ই সিরিয়াতে যেতেন এবং জনগণের কাছে ভাল ভাল কারামত বর্ণনা করতেন। তিনি একশত বছর বয়স পান। তিনি শেষ বয়সে শাদী করেন এবং তাকে নেক সন্তানাদি দান করা হয়। ৭ জমাদিউসসানী মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তার উপর রহম করুন। বাবুল খাওয়াস্‌সিনে অবস্থিত কবরস্থানের মালিক আল্-সাত আল খুন্দা আল্-মুয়াযযামাহ আল্ মুহাজজান্নাহ আল্ মুহ্‌তারামা :

৮। সাতীতাহ বিনত আল্ আমীর সাইফুদ্দীন

তিনি ছিলেন কারকারের বাসিন্দা এবং বংশগতভাবে তিনি হন আলমানসূরী। তিনি সিরিয়ার নায়িব তানকুমের স্ত্রী ছিলেন। দারুয যাহাবে তিনি ইনতিকাল করেন। 'জামে' মসজিদে রজব মাসের ৩ তারিখ তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। বাবুল খাওয়াসসীনে অবস্থিত কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আর এ কবরস্থানটি তৈরী করার জন্যে তিনি হুকুম দিয়েছিলেন। সেখানে একটি মসজিদ রয়েছে, আর তার পাশেই রয়েছে মহিলাদের জন্যে একটি মুসাফিরখানা এবং ইয়াতীমদের জন্যে একটি মক্তব। সেখানে ছিল সাদাকাহ্, নেক কাজকর্ম সম্পাদন, রীতিমত সালাত আদায় করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি হতো। তিনি এসব কাজের হুকুমদাতা ছিলেন। এর পূর্ববর্তী বছর বছরে তিনি হজ্জ পালন করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

৯। তারাবলুসের প্রধান বিচারপতি

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ ঈসা ইবন্ মাহমুদ আল্-বালাবাক্কী। তিনি ইবন্ মাজাদ আশ-শাফিয়ী বলে পরিচিত। তিনি তার নিজ শহরে অধ্যয়নে মনোযোগ দেন এবং জ্ঞানের বহু বিষয়ে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তিনি দামিস্কে বসবাস করেন। তিনি আল্ কাওসীয়ায় দারস পেশ করেন। তিনি জামে' মসজিদেও পাঠদান করেন। মাদরাসা উম্মুস সালিহিতে তিনি ইমামতি করতেন। অতঃপর তিনি তারাবলুসের বিচারক কার্যের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হন। সেখানে তিনি ৪ মাস অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি রামাদানের ৬ তারিখ ইনতিকাল করেন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র তাকীউদ্দীন এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনিও প্রসিদ্ধ বিদ্বান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার আয়ুকাল খুব দীর্ঘ হয়নি। তিনি বিচার কার্যের দায়িত্বভার থেকে বরখাস্ত হন এবং সেখান থেকে বহিস্কৃত হন।

১০। আশ্ সায়খুশ সালিহ

তার পূর্ণ নাম ছিল, 'আবদুল্লাহ ইবন্ আবুল কাসিম ইবন্ ইউসুফ আবুল কাশিম আল্ হুরানী। তিনি তার দলের শায়খ ছিলেন। হুবানে তিনিই তাদের নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

তিনি কিছু জিনিসের ব্যাপারে বিশেষত ছিলেন। তার মধ্যে ছিল অনাসক্তি এবং তিনি একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তার ছিল অনেক সাথী, যিনি তার খিদমত করতেন তিনি ৭০ বছরে পৌছেছিলেন। তার পরিবারের কিছু সদস্যকে বিদায় জানাবার জন্যে তিনি হিজায এলাকায় আল্ ফুরকে গমন করেন এবং সেখানে তিনি ইনতিকাল করেন। আর যুলকাদাহ মাসের প্রথম দিকেই ইনি ইনতিকাল করেন।

১১। আশ্-শায়খ হাসান ইবন্ 'আলী

তার পূর্ন নাম ছিল হাসান ইবন্ 'আলী ইবন্ আহমাদ আল্ আনসারী। তাঁর প্রথমে এক চোখ অন্ধ হয়, পরে দুটো চোখই অন্ধ হয়ে যায়। তিনি কুরআন পড়তেন এবং বেশি বেশি করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। অতঃপর তিনি পূর্ব মিনারায় চলে যেতেন। তিনি সামায় হাযির হতেন, মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং রাতে জেগে জেগে তা শ্রবণ করতেন। বহু লোকের এ সম্পর্কে বিশ্বাস রয়েছে। জামে' 'মসজিদের পাশে অবস্থান এবং বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও সালাত আদায় করার ওসীলায় আল্লাহ যেন তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেন। যুল্হাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে শনিবার তিনি পূর্ব মাযুনাহ নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। জামে' মসজিদে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়।

১২। মহীউদ্দীন আবুস সানা মাহমুদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মহীউদ্দীন আবুস সানা মাহমুদ ইবন্ আস্ সদর শারফুদ্দীন আল্ কালান্সি। যুলহাজ্ব মাসে তিনি তার চা বাগানে ইনতিকাল করেন। তাকে কাসীয়ুনের পাদদেশে তার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি আস্-সদর জালালুদ্দীন ইবন্ আল কালান্সির দাদা ছিলেন। তিনি, তার দাদা ও তার ভাই 'আলা–তিনজনই সর্দার ছিলেন।

১৩। আস্-সাঝ আর রাইস

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল সালাহুদ্দীন ইউসুফ ইবন্ আল্-কাযী কুতুবুদ্দীন মূসা ইবন্ শায়খুস সালামীয়াহ্। তাঁর পিতা ছিলেন সেনা বাহিনীর একজন পর্যবেক্ষক। এ যুবকটি ধনদৌলত, পদমর্যাদা, সুখশান্তি, আরাম আয়েশ এবং সাথীদের সাথে মেলামেশা সহকারে বেড়ে উঠেন। যুলহাজ্ব মাসের ২৯ তারিখ শনিবার তিনি ইনতিকাল করেন। পদমর্যাদা ও আরাম আয়েশের চাপ থেকে তিনি নিষ্কৃতি পান। এগুলো তার জন্যে অভিশাপ না হলেই মঙ্গল হতো। পাহাড়ের পাদদেশে আন্ নাসিরীয়াহ বরাবর তাদের নিজস্ব কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার জন্যে তার পিতা, পরিচিত লোকজন ও তার সাথীগণ আফসোস করেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

৭৩১ হিজরী সাল (১৩৫৩ খ্রি.)

মুহররম মাসের পহেলা তারিখের চাঁদ দেখা দেয়। শাসকগণ তাদের পূর্বেকার পদে বহাল থাকেন। পূর্বে মক্কায় খাদিমদের সাথে সংঘটিত হাজীদের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ঘটনায় মিসরীয় দুইজন আমীর নিহত হয়। সুলতানের কাছে যখন এ খবর পৌছে, তখন তিনি এতে ক্ষুব্ধ হন এবং কথিত আছে যে, এ শোকে তিনি কয়েকদিন যাবত খানা খাওয়া থেকে

বিরত থাকেন। অতঃপর তিনি ছয়শত অশ্বারোহী সৈন্য তৈরীর নির্দেশ দেন। কেউ কেউ বলেন : দুই হাজার সৈন্য তৈরীর নির্দেশ দেন। প্রথম তথ্যটিই অধিক শুদ্ধ। তাদেরকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন, যাতে অন্য একটি দলও তৈরী করা হয়। তখন আল্ আমীর সারফুদ্দীন আল্জী বাগা আল্ আদিলী প্রস্তুতি নেন এবং ছাব্বিশে মুহররম যেদিন কাফেলা দামিষ্কে প্রবেশ করে, সেদিনই তিনি দামিষ্ক থেকে বের হয়ে পড়েন। আর সেনাদলকে হুকুম দেন, যেন তারা ঈলা পর্যন্ত ভ্রমণ করে মিসরীয়দের সাথে মিলিত হয় এবং সকলে মিলে হিজাযের দিকে রওয়ানা হয়।

সফর মাসের ৯ তারিখ বুধবার আস্-সাজুর নদটি হালব শহর পর্যন্ত পৌছে। হালবের নায়িব আরগূন ও তার সাথে আমীরগণ খালী পায়ে তাহ্লীল-তাক্বীর ও তাহ্মীদ সহকারে এ নদটিকে দেখার জন্যে ঘর থেকে বের হন। মায়ালী কিংবা অন্য কোন জায়গায় কেউই আল্লাহ্র যিকর ব্যতীত কোন কথাই বলেনি। এ নদটি কাটতে কাটতে তার নিকট পর্যন্ত পৌছায়। সেখানকার জনগণ সীমাহীন খুশী হন। জনগণ এ নদটি লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশস্ত এলাকা এমনকি পাহাড়ীয়া পথ পর্যন্ত ছেড়ে দেন। পাহাড়ীয়া এলাকায় ছিল বড় বড় পাথর ও উপত্যকাসমূহ, উপর দিয়ে তারা নদীর জন্যে বড় বড় সেতুর ব্যবস্থা করে। এসব এলাকায় পৌছানো ছিল অত্যন্ত কষ্টকর ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যাঁর কোন শরীক নেই। হালবের নায়িব যখন নদ দেখে কার্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন ও ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহমত করুন।

সফর মাসের ৭ তারিখ তানকুয সিরিয়ার বাবুল জাবীয়ার বহির্ভাগের রাস্তাগুলোকে প্রশস্ত করেন। রাস্তার সংকীর্ণতার জন্যে দায়ী সব ধরনের সংস্কার সাধন করেন। রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখ আলাউল কালান্সি সরকারী কার্যালয়সমূহের আমীরদের প্রধানের কার্যালয় ও হাসপাতালের কার্যালয়ে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে দামী উপঢৌকন পরিধান করেন। তিনি ইবনুল আদিলের স্থলাভিষিক্ত হন। অন্যদিকে ইবন্ আদিল দিওয়ানে কাবীরের দ্বার রক্ষকের পদে প্রত্যাবর্তন করেন। রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখ ইমামুদ্দীন ইবন্ সীরাযী মসজিদুল উমুভীর পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে উপঢৌকন পরিধান করেন। তিনি ইবন্ মারাজিলের স্থলাভিষিক্ত হন। ইবন্ মারাজিল বরখাস্ত হন। তাকে অন্য কোন জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়নি। ইবন্ শীরাযীর পরিবর্তে জামালুদ্দীন ইবন্ কাভীরা কয়েদীদের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রবিউল আউয়াল মাসের শেষের বৃহস্পতিবার আল্-কাযী শারফুদ্দীন ইবন্ 'আবদুল্লাহ ইবন্ শারফুদ্দীন হাসান ইবন্ হাফিয আবূ মূসা 'আবদুল্লাহ ইবন্ আল্ হাফিয আবদুল গণী আল্ মুকাদ্দিসী, হাম্বলীদের বিচার কার্যের উপঢৌকন পরিধান করেন। তিনি মরহুম ইয্যুদ্দীন ইবন্ আত-তাকী সুলাইমানের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি দারুস সায়াদাত হতে জামে' মসজিদ পর্যন্ত সওয়ার হয়ে আসেন। বিচারপতিগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আন্-নাসরির নীচে তার আনুগত্যের নির্দেশনামা পড়ে শুনানো হয়। অতঃপর তিনি আল্ জামীয়ায় গমন করেন এবং সেখানে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর তিনি মাদরাসায় আস্ সালিমীয়ায় উপঢৌকন পরা অবস্থায় গমন করেন। ঐদিনই তার ভাইয়ের পুত্র আত্তাকী 'আবদুল্লাহ ইবন্ শিহাবুদ্দীন আহমাদ তার স্থলাভিষিক্ত হতে চান। রবিউস সানীর শেষের দিকে আল্ আমীর আলাউদ্দীন আত্তানবাগা দামিষ্ক অতিক্রম করেন। তিনি হালব শহরের নায়িবের

দায়িত্ব গ্রহণ করার পথে ছিলেন। তিনি মরহুম আরগূণের স্থলাভিষিক্ত হন। প্রাক্তন নায়িব এবং সেনাবাহিনী তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। জমাদিউল আউয়াল মাসের পহেলা তারিখ আল্ আমীর আশ্ শরীফ রামীসাহ ইবন্ আবূ নামী মক্কায় উপস্থিত হন। তখন সুলতানের পক্ষ থেকে মক্কায় তাকে আমীর পদে নিযুক্ত হওয়ার আনুগত্যের নির্দেশনামা পড়ে শুনানো হয়। তার সাথে ছিল এক ডিভিশন সৈন্য। মিসর ও সিরিয়া থেকে যেসব সামরিক অফিসার আগমন করেছিলেন, তারা কাবার অভ্যন্তরে তার প্রতি বাইয়াত গ্রহণ করেন। তাকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। মক্কায় সেনাবাহিনীর লোকেরা রবিউল আউয়াল মাসের ৭ তারিখে পৌঁছেছিলেন। তারা বাবুল মুয়াল্লায় অবস্থান করছিলেন। তাদের সাথে আনা জিনিসপত্রের মূল্য ছিল সস্তা।

রবিউস সানী মাসের ৭ তারিখ শনিবার কাযী ইয্যুদ্দীন ইবন্ বদরুদ্দিন ইবন্ জামায়াতকে সুলতানের প্রতিনিধিত্ব, জামে' 'তূলুনের পর্যবেক্ষক এবং আন নাসিরিয়া মাদতালার পর্যবেক্ষক নিযুক্ত হওয়ার জন্যে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। জনগণ তাকে অভিনন্দন জানান। তিনি এ ব্যাপারে আত-তাজ ইবন্ ইসহাক আব্দুল ওহাবের স্থলাভিষিক্ত হন। আর তিনি ইনতিকাল করেন ও কারাফাহতে তাকে দাফন করা হয়। আবার এ মাসেই ইমাদুদ্দীন ইবন্ প্রধান বিচারপতি আল্ আখনাইকে আস্ সারিমীয়ায় পাঠদান করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়, যদিও তিনি ছিলেন অল্প বয়সের বালক। তিনি আন নজম হাশিম ইবন্ 'আবদুল্লাহ আল্ বালাবাকী আশ্ শাফিয়ীয় ইনতিকালের পর এ দায়িত্ব পান। তিনি রজব মাসে আস্ সারিমীয়ায় হাযির হন এবং তার পিতার খিদমতের জন্যে জনগণও তার কাছে হাজির হন।

জমাদিউস সানী মাসের ২১ তারিখ সেনাবাহিনীর প্রেরিত এক ডিভিশন সৈন্য আল্ আমীর শরফুদ্দীন আলথীবাগা-এর তত্ত্বাবধায়নে হিজায থেকে প্রত্যাবর্তন করে। আর তাদের অনুপস্থিতির সময়কাল ছিল ৫ মাস কয়েকদিন। তারা মক্কায় ১ মাস ১ দিন অবস্থান করেন তাতে আরবদের মনে আতঙ্ক ও খুন ভয়ভীতির সঞ্চার হয়। সেনাবাহিনী মক্কা থেকে প্রাপ্ত বখশিস বাতিল করে দেন। তারা আমীরের ভাই রামীসাকে ফেরত আনে। তারা সালাত আদায় করে, তাওয়াফ করে এবং উমরা আদায় করে। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন হাজ্জ আদায় করার জন্যে মক্কায় থেকে যায়। রজব মাসের ২ তারিখে 'আলী ইবন্ আবূও তাইয়্যেরকে বায়তুল মালের দপ্তরের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। তিনি মরহুম ইবনুস সাবিনের স্থলাভিষিক্ত হন।

শাবান মাসের প্রথম দিকে দামিস্কে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় হয়। এতে বহু গাছপালা ও ডালপালা ভেঙে যায়। কোন কোন দেয়ালও ধসে পড়ে যায়। তবে আল্লাহর হুকুমে এক ঘন্টা পর তা থেমে যায়। উক্ত মাসের ৯ তারিখ কবুতরের ডিমের আকার বড় বড় শিলা বৃষ্টি হয়, তাতে কোন কোন হাম্মাম খানার গ্লাস পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। এ শাবান মাসে নীলনদের পাড়ে গড়ে উঠা মাদ্রাসা মা'যীয়ায় খুতবাহ পাঠ করা হয়। মজলিসে আন নাসিরীয়ার আমীর আল্ আমীর সাইফুদ্দীন তাগাযদামার এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। আর খুতবাহ পাঠ করেন ইয্যুদ্দীন 'আবদুর রহীম ইবন্ আল্ ফারাত আল্ হানাফী। রামাদান মাসের ১৫ তারিখ আশ্-শায়খ তাজুদ্দীন ওমার ইবন্ 'আলী ইবন্ কালিম আল্ মালাহী ইবন্ আল্ ফাকিহানী আল্ মালিকী আগমন করেন। তিনি আল্ কাযী আশ শাফিয়ীর কাছে অবতরণ করেন এবং তার প্রণীত

গ্রন্থরাজি থেকে কিছু অংশ শ্রবণ করেন। ঐ বছরই তিনি সিরিয়াবাসীদের সাথে হাজ্জ্ব করতে যান। তিনি দামিষ্ক পৌছার পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করেন। এ মাসেই ঘোড়াবাজার সংস্কারের জন্যে ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং বহু কংকর বিছানো হয়। সেখানে প্রায় ৪ শত লোক ৪দিন কাজ করে তা সমান করে ও সংস্কার সাধন করে। সংস্কারের পূর্বে সেখানে বৃষ্টি হলে বহু পানি ও ময়লা জমে যেত। এ মাসেই আটার বাজারও সংস্কার করা হয়। এটা বাবুল জারীয়ার অভ্যন্তরে সাবিতীয়ার দিকে অবস্থিত। আর এর উপরে ছাদ দেয়া হয়।

শাওয়াল মাসে ৮ তারিখ সোমবার দিন সিরিয়ায় হজ্জ কাফেলা বের হয়। তার আমীর ছিলেন ইয্যুদ্দীন আরবাক। পতাকাবাহী আমীর ও কাযী ছিলেন শিহাবুদ্দীন আয্-যাহিরী। আর এ কাফেলায় যারা হজ্জ করেন তারা হলেন শিহাবুদ্দীন ইবন্ জাহ্বাল, আবূন নসর ইবনুল জুমলা, আল ফখরুল মিসরী, আস-সাদরুল মালিকী, শারফুদ্দীন আল্ কাফুভী আল্ হানাফী, আল্ বাহাও ইবন্ ইমামুল মাশহাদ, ইয়াতীমদের পর্যবেক্ষক জালালুদ্দীন আল্ আইয়ালী, শামসুদ্দীন আলকুদী, ফখরুদ্দীন আল্ বালাবাক্কী, মাজ্দুদ্দীন ইবন্ আবুল মাজ্দ শামসুদ্দীন ইবন্ কাইয়্যুম আল্ জাওযীয়া, শামসুদ্দীন ইবন্ খাতীব বাইরাহ শারফুদ্দীন কাসিম আল্ আজ্লনী, তাজ-উদ্দীন ইবন্ আল্ ফাকিহানী, আশ-শায়খ উমার আস্ সালাবী, তার লিখক ইসমাইল ইবন্ কাশীর সমস্ত মাযহাবের অন্যান্য লোকজন। এমনকি একাফেলা সম্বন্ধে আশ-শায়খ বদরুদ্দীন বলেন, আমাদের এ কাফেলায় ৪ শত ফকীহ ৪টি মাদরাসা, খানকা ও দারুল হাদীস জমায়েত হয়েছিলেন। আমাদের সাথে এ কাফেলায় মুফতীদের সংখ্যা ছিল ১৩ জন। আমাদের কাফেলায় মিসরীদের একদল ফকীহ ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেনঃ মালিকী কাযী তাকীউদ্দীন আল্ আখনাঈ, ফখরুদ্দীন আন্ নাভীরী, শামসুদ্দীন ইবন্ হারিসী, মাজদুদ্দীন আল্ আক্ সারায়ী, শায়খদের শায়খ আশ্ শায়খ মুহাম্মাদ আলমুরশিদী। ইরাকী কাফেলায় ছিলেন আশ্ শায়খ আহমাদ আস-সুরুজী আশাদ। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের অন্যতম। সিরিয়ানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেনঃ আশ্-শায়খ আলী আল্-ওয়াসিতী, যিনি ছিলেন ইবন্ মারজানীর সংগী। মিসরীদের আমীর ছিলেন মুগলতাই আল্ জ্যামালী যিনি কোন এক সময় ওয়াযীর ছিলেন। ঐ সময় তিনি ছিলেন অসুস্থ। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমরা তাবূকের ঐ কূপটি অতিক্রম করি, যেটাকে এ বছরে সংস্কার করা হয়েছিল এবং উট ও উট চালকদের অত্যাচার থেকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। আর তার পানিও অতি মাত্রায় পাক পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, নির্মলতার রূপ ধারণ করেছিল। হজ্জ্ব পালনের সময় আমরা সালাতে জুমা'র জন্যে বিরতি পাই। তবে তাওয়াফের সময় আমরা বৃষ্টির কবলে পড়ে যাই। এ বছরটি ছিল স্বস্তা ও নিরাপত্তাপূর্ণ।

যুল্হাজ্জ্ব মাসের ১৫ তারিখ তানকুয জাবার দূর্গ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। সিরিয়ান সেনাবাহিনীর অধিকাংশই ছিলেন তার খিদমতে নিয়োজিত। অত্র এলাকায় তারা বিরাট শান শওকত প্রদর্শন করেন। যুল্হাজ্জ মাসের ১৬ তারীখ আল্-কাজী আলাউদ্দীন ইবন্ কালাঙ্গির দস্তখতকৃত ঘোষণাটি রাজধানীতে পৌছে। তার ভাই জামালুদ্দীনের মৃত্যু ঘোষিত হওয়ায় তার সকল দায়িত্ব তার ভাইয়ের দায়িত্বসমূহের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং যেসব বড় বড় দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়, এরূপ আর কোন বড় ধরণের সর্দারের উপর আজ পর্যন্ত সেগুলো অর্পিত হয়নি। তিনি ছিলেন বায়তুল মালের ওয়াকীল, সেনাবাহিনীর বিচারকার্য পরিচালক, পরিকল্পনা

প্রণয়নকারী, আমীরদের আমীরের ওয়াকীল, হাসপাতালের পর্যবেক্ষক, মক্কা ও মদীনার দুই হেরেম শরীফের পর্যবেক্ষক, দিওয়ানুস সায়ীদের পর্যবেক্ষক, আল্-আমীনীয়া, আয্ যাহিরীয়া, আল্-আশরুনীয়াহ ও অন্যান্য জায়গায় পাঠ দানের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি। এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ নিম্নরূপঃ

১। প্রধান বিচারপতি ইয্যুদ্দীন আল্মুকাদ্দিসী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ইয্যুদ্দীন আবু 'আব্দুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ প্রধান বিচারপতি তাকীউদ্দীন সুলাইমান ইবন্ হামযা ইবন্ আহমাদ ইবন্ উমার ইবন্ আশ্-শায়খ আবু উমার আল্ মুকাদ্দিসী আল্-হাম্বলী। তিনি ৬৬৫ হিজরী সালে (১২৮৭ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি তার পিতা সম্বন্ধে অধ্যয়নে মশগুল হন এবং তার দায়িত্ব পালনের দিনগুলোতে তার প্রতিনিধিত্ব করেন। ইবন্ মুসলিম যখন তার পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তিনি নিজ গৃহে অবস্থান করেন এবং মাদ্রাসায় আল জাওযীয়ায় পাঠদানে হাজির হতে থাকেন। পাহাড়ে অবস্থিত দারুল হাদীস আল্-আশরাফীয়াতে তিনি পাঠ দান শেষে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। ইবন্ মুসলিম যখন মারা যান, তখন তার পরে তিনি হাম্বলীদের বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ৪ বছর এ দায়িত্ব সম্পাদন করেন। তার মধ্যে ছিল নম্রতা, ভদ্রতা, প্রেম-প্রীতি ও জনগণের প্রয়োজন পূর্ণ করার মনমানসিকতা। সফর মাসের ৯ তারিখ বুধবার তিনি ইন্তিকাল করেন। দিনটি ছিল বৃষ্টিবহুল। এতদ স্বত্ত্বেও তার জানাযায় বহুলোক উপস্থিত হন। তাকে তার পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার পরিবারের সকলের প্রতি রহম করুন। তার ইন্তিকালের পর তার নায়িব সাইফুদ্দীন ইবন্ হাফিয দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় আশি বছরে পৌছেছিলেন। তিনি সফর মাসের ১৫ তারিখ ইন্তিকাল করেন।

২। আল্ আমীর সাইফুদ্দীন কাজলীশ

তাঁর উপাধি ছিল শায়খুন নিয়ামত। তিনি তার উস্তাদ আল্-হাজারীর কাছে এবং তার ওয়াযীরের কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসে হাদীস শুনেন। সফর মাসের ১৫ তারীখ আল্ আমীর কাবীর সাইফুদ্দীন আরগূন ইবন্ আব্দুল্লাহ আদ্ দাওয়ীদার আন্-নাসিরী ইন্তিকাল করেন। তিনি একটি দীর্ঘ মেয়াদের জন্য মিসরের প্রতিনিধিত্ব করেন। অত:পর সুলতান তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন এবং তাকে হালবের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রেরণ করেন, সেখানে তিনি একটি মেয়াদের জন্যে অবস্থান করেন। অত:পর তিনি সেখানে রবীউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখ ইন্তিকাল করেন। তাঁকে তাঁর কবরস্থানে দাফন করা হয়। হালবে অবস্থিত এ কবরটি তিনি নিজে খরিদ করেছিলেন। তার মধ্যে ছিল ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা। তার মধ্যে ছিল বিশ্বস্ততা এবং শরীয়তের প্রতি আনুগত্য। তিনি আল্লামা আল্ হাজারের কাছে বুখারী শরীফ শুনেন এবং সম্পূর্ণ কিতাব নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেন। কোন কোন 'আলিম তাকে ফাতাওয়া প্রদানের অনুমতি দেন। তিনি আশ্-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়াহর প্রতি অনুগত ছিলেন। তিনি ছিলেন মিসরের অধিবাসী। তিনি যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তার বয়স ৫০ এ পৌছেনি। তিনি খেল তামাশা

খারাপ জানতেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি যখন আস্-সাজূর নদ দেখতে যান, তখন তিনি দীনহীন ও মিসকীন অবস্থায় গমন করেন। তার সাথে আমীরগণও বের হয়ে পড়েন। তারাও খালী গায়ে তাকবীর তাহ্লীল ও তাহ্মীদ সহকারে গমন করেন। তিনি গান বাজনা ও খেল তামাশা পছন্দ করতেন না।

৩। আল্-কাযী জিয়াউদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল হাসান আলী ইবন্ সালীম ইবন্ রাবী ইবন্ সুলাইমান আল্ আযরিয়ী আশ্-শাফিয়ী। তিনি ৬০ বছর যাবত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিরোধীয় বিষয়াবলী সমাধান করে বেড়ান। তিনি তারাবলুস, আজলূন, যারা ও অন্যান্য জায়গায় বিচার কার্য পরিচালনা করেন। তিনি দামেস্কের শাসন কার্যে প্রায় এক মাস আল্ কুনূভীর প্রতিনিধিত্ব করেন। তার ছিল বহু গুণাবলী। তিনি বহু পদ্য রচনা করেন। তিনি التنبيه কিতাবটি প্রায় ১৬ হাজার বয়াতে প্রণয়ন করেন। আর ১ হাজার তিন শত বয়াতে তার পরিশুদ্ধি প্রকাশ করেন। তিনি মাদায়েহ (অন্যের প্রশংসা স্তুতি বর্ণনা করা), মুয়ালিযা (কথ্য ভাষায় লোকসঙ্গীত), আয্জাল (কবিতায় দ্বিমাত্রিক চরণ বিশেষ) ও অন্যান্য কবিতা শিল্পে পারদর্শী ছিলেন। অত:পর তিনি রবীউল আউয়াল মাসের ২৩ তারিখ জুমার দিন রামলা নামক স্থানে ৮৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। তার কয়েকজন ছেলে মেয়ে ছিল। তাদের একজন হচ্ছেন আবদুর রাজ্জাক, যিনি ছিলেন বিদ্বান ব্যক্তিদের অন্যতম। যিনি শরীয়তের বিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন।

৪। আবূদাবূস উসমান ইবন্ সায়ীদ আল্-মাগরিযী

তিনি কোন এক সময় কাবিল শহরের মালিকানা স্বত্ব অর্জন করেন। অত:পর একদল সন্ত্রাসী তার উপর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। তারা তার থেকে এটা ছিনিয়ে নেয়। তখন তিনি মিসরে প্রত্যাগমন করেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন ও বেশ কিছু সম্পত্তির মালিক হন। পশ্চিমা পোষাক পরিধান করে কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে তিনি সেনাবাহিনীর সাথে সওয়ায় হয়ে বেড়াতেন। তিনি ছিলেন সুন্দর অবয়বের অধিকারী জুমাদাল উলা মাসে ইন্তিকাল করেন। ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি জনগণের খিদমতে মশগুল ছিলেন।

৫। আল্-ইমাম আল-আল্লামা জিয়াউদ্দীন আবুল 'আব্বাস

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আহমাদ ইবন্ কুতুবুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ 'আব্দুস সামাদ ইবন্' আব্দুল কাদির আস্-সাম্বাতী আশ-শাফিয়ী। তিনি মাদ্রাসায় হুসসামীয়ার শিক্ষক ছিলেন। তিনি মিসরের শাসকের নায়িব ছিলেন। বহু জায়গায় তিনি বার বার দায়িত্ব পালন করেন। স্বীয় পিতার কাছে ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জুমাদাস সানিয়াহ মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার ইন্তিকালের পর মাদ্রাসায় আল-হুসসামিয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নাসিরুদ্দীন আত্ তাবরিযী।

৬। আস্ সদর আল্ কাবীর তাজউদ্দীন আল কারিমী

তিনি ইবন্ রাহাইলী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি দামেস্কের আল্কারিমা এবং মিসরের প্রসিদ্ধ বড় ব্যবসায়ীদের একজন ছিলেন। তিনি জুমাদাল সানিয়াহ মাসে ইন্তিকাল করেন। কথিত

আছে যে, তিনি মালপত্র আসবাবপত্র ও জমিজমা ব্যাতীত এক লাখ দীনার এ দুনিয়ায় রেখে যান।

৭। আল্ ইমাম আল্ 'আল্লামা ফখরুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ফখরুদ্দীন উসমান ইবন্ ইব্রাহীম ইবন্ মুস্তফা ইবন্ সুলাইমান ইবন্ আল্ মারদানী আত্ তুরকিসানী আল্-হানাফী। এ ফখরুদ্দীন 'الجامع'এর শরাহ করেছেন এবং তিনি এটাকে ১০০ ফরমায় দারস হিসেবে পেশ করেন। তিনি ৭১ বছর বয়সে রজব মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন সাহসী, আলিম ও ফাদিল, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, শুদ্ধভাষী, চমৎকার কৌতুক পূর্ণ কাহিনী রচয়িতা। তার রয়েছে সুন্দর সুন্দর পদ্য। তাঁর পরে আল্ মানসূরীয়াহ-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁরই সন্তান তাজুদ্দীন।

৮। তাকীউদ্দীন উমায় ইবন্ ওয়াযীর শামসুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মদ ইব্ন উসমান ইব্ন আস্ সালউস। তার পিতা শাস্তি ভোগ কালে যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি ছোট ছিলেন। অতঃপর তিনি খিদমতগারদের মাঝে বেড়ে উঠেন। অতঃপর কোন এক সময়ে সুলতান তাকে তলব করেন এবং তাকে মিসরের সরকারী কার্যালয়সমূহের পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি একদিনের জন্যে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার তিনি সুলতানের সামনে হাজির হন। অতঃপর তিনি তার সম্মুখ থেকে বের হয়ে যান এবং তার অবস্থা ছিল বিপন্ন। অতঃপর তিনি স্ত্রীলোকদের ডুলীতে করে ঘরে পৌঁছেন। তিনি যুল্‌কাদাহ মাসের ২৬ তারিখ শনিবার সকালে ইন্তিকাল করেন। জামে' উমার ইবনুল আস-এ তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। আর কারফাহে তার পিতার কবরের কাছে তাকে দাফন করা হয়। তার জানাযায় ছিল অনেক লোকের ভিড়।

৯। জামালুদ্দীন আবুল 'আব্বাস

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আহমাদ ইব্ন শারফুদ্দীন ইব্ন জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আবুল ফাতহ নাসরুল্লাহ ইব্ন আসাদ ইব্ন হামসা ইব্ন আসাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আত্-তাসীমী আদ্-দামেস্কী ইব্ন কালান্সি। তিনি সেনাবাহিনীর বিচারক ছিলেন। তিনি বায়তুল মালের ওয়াকীল ছিলেন এবং আল-আমীনীয়া ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন। তিনি التنبيه গ্রন্থটি হিফয করেন। অতঃপর আর-রাফী এর 'المحرد' হিফয করেন। তিনি এটাকে আয়ত্তে নিয়ে আসেন। আশ্ শায়খ তাজুদ্দীন আস্ সামারী সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেন। বিদ্যা অন্বেষণ এবং নেতৃত্ব লাভের জন্য তিনি অগ্রগামী হন। তিনি বড় বড় পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিভিন্ন জায়গায় পাঠদান করেন। নিজের যুগে তিনি নেতৃত্বলাভ, বংশ মর্যাদা ধর্মীয় ও পার্থিব পদ মর্যাদা লাভে অদ্বিতীয় প্রমাণিত হন। তার মধ্যে ছিল বিনম্রভাব, চমৎকার আচরণ, প্রেমপ্রীতি, কৃপা, শিক্ষিত অভাবগ্রস্থ নেককার লোকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন ইত্যাদি। যাদেরকে ফাতাওয়া প্রদানের অনুমতি দেয়া হয় এবং যারা রচনা লিপিবদ্ধ করেন, তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তার কাছে কোন এক সময় উপস্থিত ছিলাম, তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে অবহিত করেন ও উপহার প্রদান করেন, চমৎকার ব্যবহার করেন এবং আমার সামনে

তিনি তার মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি যুল্‌কাদাহ মাসের ২৮ তারিখ সোমবার ইন্‌তিকাল করেন। কাসীয়ূনের পাদদেশে নিজস্ব কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এক জামা'আত মাশায়েখের কাছে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। ফখরুদ্দীন আল্‌ বালাবাক্কী তার কাছে হাদীস শ্রবণ করার সনদ প্রাপ্ত হন। আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৭৩২ হিজরী সাল (১৩৫৪ খৃ.)

মুহররমের চাঁদ উদয় হয়। বিভিন্ন শহরের প্রশাসকগণ নিজ নিজ পদে বহাল থাকেন। বছরের প্রথম দিকে আল্‌-কায়সারীয়া বিজিত হয়। কায়সারীয়াতে রয়েছে স্টীল কারখানা, আনাচে কানাচে রয়েছে ছোট ছোট বহু পুকুর। তান্‌কুয কায়সারীয়াকে হাউজে পরিবর্তন করেন। প্রতি বুধবারে আলাউদ্দীন ইবন্‌ কালান্সী আল্‌-আমীনীয়াহ ও আয্‌-যাহিরীয়াহতে দারস প্রদান করেন। এ ব্যাপারে তিনি তার ভাই জামালুদ্দীনের স্থলাভিষিক্ত হন। তার ভাইয়ের পুত্র আমীনুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্‌ জালালুদ্দীন আল-আসরুনীয়াতে পাঠ দান করেন। তার চাচা তার জন্যে এ দায়িত্ব রেখে যান। দুইজন শিক্ষকের কাছে গণ্যমান্য লোকদের একটি জামায়াত হাজির হন। মুহররমের ৯ তারিখ হিমসে বিরাট বন্যা দেখা দেয়। এ বন্যায় বহুলোক ডুবে মারা যায় এবং জনগণের বহু জিনিসপত্র ধ্বংস হয়ে যায়। এ বন্যায় যে সব লোক মারা যায়, তাদের মধ্যে প্রায় দুই শতজন মহিলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা বিয়ের অনুষ্ঠানে নায়িবের হাম্মাম খানায় একত্রিত হয়েছিল। অত:পর তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়।

সফর মাসে তান্‌কুয হুকুম দেন যে, বাবুল ফারাদীসে অবস্থিত ঘোড়া বাজারের সামনের দেয়ালগুলো যেন সাদা রংয়ে রঙ্গীন করা হয়। তিনি আরো হুকুম দেন যে, আত্‌-তাইর সরাই খানাটি যেন সংস্কার করা হয়। প্রায় সত্তর হাজার মুদ্রা যেন এ বাবত ব্যয় করা হয়। এ মাসে লাজীন আস্‌ সাগীরের কফিন বাইরাহ থেকে দামেস্কে পৌছে। পূর্ব দরজার বাইরে অবস্থিত ও তার নিজস্ব কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। রবীউস সানী মাসের ৯ তারিখ ইমাদুদ্দীন আত-তারসূসী আল্‌ হানাফী কায়সারীয়ায় পাঠদান করেন। তিনি মরহুম শায়খ রাদীউদ্দীন আল্‌ মানতীকীর স্থলাভিষিক্ত হন। তার কাছে বিচারপতিগণ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। রবীউস সানী মাসের পহেলা তারিখ আল্‌ মালিকুল আফদাল আলী ইবন্‌ আল্‌ মালিক আল্‌ মুয়ায়য়াদ সাহিবে হুমাতকে উপঢৌকন প্রদান করা হয় এবং আস্‌-সুলতান আল্‌-মালিক আন্‌-নাসির তাকে তার পিতার স্থলে পিতার মৃত্যুর পর দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি কয়েক দল সৈন্য নিয়ে মিসরের দিকে রওয়ানা হন। এ মাসের ১৫ তারিখ আশ্‌-শায়খ শামসুদ্দীন আল্‌ ইস্পাহানী ডাক হরকরার গাড়ীতে সওয়ার হয়ে মিসরীয় শহরগুলোর দিকে রওয়ানা হন। তিনি দামেস্ক ও তার অধিবাসীদের ছেড়ে মিসরের কায়রোতে বসতি স্থাপন করেন। তিনি 'المختصر' এর ব্যাখ্যাকারী ছিলেন এবং আররাওয়াহীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন।

জমাদিউস সানী মাসের ৯ তারিখ জুমার দিন এমন একটি জামে মসজিদে খুতবা পড়া হয়, যা তৈরী করেন আল আমীর সাইফুদ্দীন আল্‌-মালিক। তিনি নুরুদ্দীন আলী ইবন্‌ শাবীব আল্‌-হাম্বলীকে সেখানে খতীব নিয়োগ করেন। ঐদিনই সুলতান একদল আমীরকে মিসরের উঁচু

ভূমিতে প্রেরণ করেন। তারা ৬০০ লোককে ঘেরাও করেন, যারা রাস্তা কেটে ফেলছিল। তখন তাদের কিছু অংশ ধ্বংস হয়। আবার জমাদিউস সানী মাসে দামেস্কে নুরুদ্দীন ইবন্ আল্ খুশাবকে সরকারী অফিসসমূহের সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি আত্-তার কাশীর স্থলাভিষিক্ত হন। রজব মাসের ১১ তারিখ বুধবার প্রধান বিচারপতি আলাউদ্দীন ইবন্ আশ্-শায়খ যায়নুদ্দীন ইবন্ আল্-মানজাকে হাম্বলীদের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বভার উপলক্ষে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। তিনি শারফুদ্দীন ইবন্ আল্-হাফিযের স্থলাভিষিক্ত হন। তার আনুগত্যের নির্দেশনামা জামে' মসজিদে পড়ে শুনানো হয়। বিচারপতিগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিনই বুরহানুদ্দীন আয-যারয়ী প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন। রজব মাসে শামসুদ্দীন মূসা ইবন্ আত্-তাজ ইসহাক মিসরে সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কাতিবুল মামালীক মরহুম ফখরুদ্দীনের স্থলাভিষিক্ত হন। বিশেষ তদারকীর ক্ষেত্রে তার স্থলে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আন্-নাশু। তাকে একটি বড় জামা উপঢৌকন দেয়া হয়েছিল। শা'বান মাসে তাকে এবং তার ভাই আল্-আলমকে সরকারী অফিসসমূহের সমন্বয়করণ ও পর্যবেক্ষণের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তাদের সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাদেরকে ভীষণভাবে প্রহার করা হয়। সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আল্ মাকীন ইবন্ কায়ভীনা এবং সরকারী কার্যালয়সমূহের সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করে তার ভাই শামসুদ্দীন ইবন্ কারভীনা।

শা'বান মাসে ছিল আনুকের বিবাহ উৎসব। কেউ কেউ বলেন, তার নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ আস্-সুলতান আল্ মালিক আন্ নাসির। তার বিয়ে হয়েছিল আল্ আমীর সাইফুদ্দীন বাক্তিমির আস্-সাকীর কন্যার সাথে। তার যৌতুক ছিল এক লাখ দীনার। এ বিবাহ উৎসবে যবেহ করা হয়েছিল বকরী, মুরগী, হাস, ঘোড়া ও গরু প্রায় বিশ হাজার। মিষ্টি আনা হয়েছিল প্রায় আঠারো হাজার কান্তার। এ উৎসবে মোম প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল প্রায় তিন হাজার কান্তার। উপরোক্ত তথ্য পরিবেশন করেন আশ্-শায়খ আবূ বকর। এ উৎসবটি ছিল শাবান মাসের ১১ তারিখ জুমার রাতে। এ শাবান মাসে আলকামী মহিউদ্দীন ইবন্ ফাদ্লুল্লাহ মিসরের গোপন বিভাগ থেকে সিরিয়ায় গোপন বিভাগে বদলী হন। শারফ ইবন্ শামসুদ্দীন ইবন্ শিহাব মাহমূদকে মিসরের গোপনীয় বিভাগে বদলী করা হয়। শাবানের ১৫ তারিখ আশ্-শামানীয়াতুল বারানীয়াহতে সালাতুল জুমা আদায় করা হয়। এ জুমায় বিচারপতিগণ ও আমীরগণ যোগদান করেন। আশ্-শায়খ যায়নুদ্দীন আল্-মাগরিবী সেখানে খুত্বা পাঠ করেন। আর এটা ছিল সিরিয়ার দ্বাররক্ষক আল্ আমীর শামসুদ্দীন আলী মিকদারের ইশারা বা আদেশ। অতঃপর সেখানে খুত্বা প্রদান করেন কামালুদ্দীন ইবন্ আয-যাকী। আর এ মাসেই রাজ্যের নায়িব ঘোড়া বাজার হতে ময়দানুল হাসা পর্যন্ত ঘরগুলোকে সাদা রংয়ে রঙ্গীন করার জন্য নির্দেশ দেন। নির্দেশ পালন করা হয়। এ মাসেই ফুরাত নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এরূপ আর কোন দিন শুনা যায়নি। ১২ দিন যাবত এ পানি স্থিতিশীল থাকে। তাতে বিস্তীর্ণ এলাকার বহু ফসলাদি ও সহায় সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং দিয়ে বছরের কাছে যে সেতুটি ছিল তা ভেঙ্গে যায়। অপর পাড়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। জনগণ ও সরকার এ সেতু সংস্কার করে। কিন্তু পরে আবার সেতুটি ভেঙ্গে যায়।

শাওয়াল মাসের ৯ তারিখ শনিবার সিরিয়ার হজ্ব কাফেলা বের হয়। তার আমীর ছিলেন সাইফুদ্দীন আওয়ান এবং কাযী ছিলেন জামালুদ্দীন ইবন্ শারীশী। তিনি বর্তমানে হিমসের কাযী। সুলতান এ বছর হজ্ব করেন। তার সাথে ছিলেন প্রধান বিচারপতি আল্ কাযভীনী, ইয্‌যুদ্দীন ইবন্ জামায়াত, মুওয়াফফিকুদ্দীন আল্ হাম্বলী। আরো ৭০ জন আমীর। শাওয়াল মাসের ২১ তারিখ, বৃহস্পতিবার রাত মাদ্রাসায় আন-নাজীরিয়াহ আল-জাওয়ানীয়াহ সম্পর্কে আস-সাহিব ইয্‌যুদ্দীন গাবরিয়ালের বিরুদ্ধে সরকারী হুকুম জারী করা হয় এবং তার বহু সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরবর্তি বছরের মুহররম থেকে তাকে পরিত্যাগ করা হয়।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্‌তিকাল করেন তাদের কয়েক জনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১। আশ্-শায়খ আবদুর রহমান ইবন্ আবু মুহাম্মাদ ইবন্ মুহাম্মদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আশ্-শায়খ 'আব্দুর রহমান ইবন্ আবূ মুহাম্মাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ সুলতানুল কারামাসী। যারা ইবাদত, অনাসক্তি, উমূভী জামে' মসজিদের সাথে সম্পর্কস্থাপন, অধিক তিলাওয়াত ও আল্লাহ্‌র যিকরে খুবই প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি ছিলেন তাদের একজন। তার ছিল অনেকগুলো সাথী, যারা তার চতুর্দিকে বসে থাকতো। এতদসত্ত্বেও তার ছিল বহু সম্পদ ও জমিজমা। মুহররম মাসের পহেলা তারিখ তিনি ৮৫/৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। আর বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়। তিনি হাদীস শুনেন। তিনি বিদ্যার্জনে মনোনিবেশ করেন। পরে তা ছেড়ে দেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদতে মশগুল থাকেন।

২। আল্ মালিকুল মুওয়াইয়াদ ছাহেবে হুমাত

তার পূর্ণ নাম ছিল ইমাদুদ্দীন ইসমাইল ইবন্ আল্ মালিক আল্ আফদান নুরুদ্দীন আলী ইবন্ আল্-মালিক আল্ মুযাফফার তাকীউদ্দীন মাহমূদ ইবন্ আল্ মালিক আল মানসূর নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আল্-মালিক আল্-মুযাফফার তাকীউদ্দীন 'উমার ইবন্ শাহান শাহ ইবন্ আয়ুব। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন ফিকাহ, সৃষ্টির গঠনতন্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদিতে তিনি বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তার অনেকগুলো সংকলন রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো: 'تاريخ' ইতিহাস, যা ২টি বড় খণ্ডে বিভক্ত। তার অন্য একটি সংকলনের নাম نظم الحاوى তিনি 'আলিমদের পছন্দ করতেন এবং তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। তিনি বনূ আয়্যূবের বুজুর্গ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ৭২১ হিজরী সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি হুমাত রাজ্য দখল করে রয়েছেন। আল্-মালিক আন্ নাসির তাকে তাযীম করতেন ও সম্মান করতেন। তাঁর পরে তার পুত্র আল্ আফদাল আলী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মুহররম মাসের ২৮ তারিখ বৃহস্পতিবার ভোর রাতে ইন্তিকাল করেন এবং হুমাতের বহির্ভাগে তার পিতার কবরের কাছে দিনের দ্বিপ্রহরে তাকে দাফন করা হয়।

৩। আল্-কাযী আল্ ইমাম তাজুদ্দীন আস্-সাদী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল তাজুদ্দীন আবুল কাশিম আব্দুল গাফফার ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ 'আব্দুল কাফী ইবন্ এওয ইবন্ সিনান ইবন্ 'আব্দুল্লাহ আস্-সাদী আল্ ফকীহ আশ্-শাফিয়ী। অনেকের

কাছে তিনি হাদীস শুনেন, তিনি নিজে ৩ খন্ডে একটি 'معجم' সংকলন করেন। তিনি নিজে অনেকের কাছে হাদীস পড়ে শুনান। তিনি সুন্দর হস্তলিপি লিপিবদ্ধ করতেন। আর এ বিষয়ে তিনি খুবই পরিচিত ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি নিজ হাতে প্রায় ৫০০ খণ্ড লিপিবদ্ধ করেন। তিনি শাফিয়ী মাযহাব অবলম্বী ও একজন মুফতী ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কোন এক সময় হাম্বলী কাযী থেকে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন। তিনি আল্-মাদ্রাসায় আস্-সাহাবীয়ায় শায়খদেরকে হাদীস দারস দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি রবীউল আউয়াল মাসের পহেলা তারিখ ৮২ বছর বয়সে মিসরে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৪। আশ্-শায়খ বাদীউদ্দীন ইবন্ সুলাইমান

তিনি একজন মানতিকী ও হানাফী মতাবলম্বী আলিম ছিলেন। তার আসল বাসস্থান ছিল আলকরমে, যা কাউনিয়া শহরে অবস্থিত। অত:পর তিনি হামাতে বসতি স্থাপন করেন এবং পরে দামেস্কে বসতি স্থাপন করেন। তিনি কাইমাযী আয়াতে দারস পেশ করেন। তিনি মানতিক ও তর্ক শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। এ ব্যাপারে একদল 'আলিম তার কাছে অধ্যয়নে মশগুল ছিলেন। তিনি ৮৬ বছর বয়সে পৌছেছিলেন। তিনি ৭ বার পবিত্র হজ্ব পালন করেন। তিনি রবিউল আউয়াল মাসের ২৬ তারিখ জুমার রাতে ইন্তিকাল করেন। সালাতে জুমার পর তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। তাকে আস্ সূফীয়াতে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৫। আল্-ইমাম আলাউদ্দীন তাইবাগা

তিনি রবীউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন এবং আস সালিহীয়াতে নিজ কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। অনুরূপভাবে আল্ আমীর শারফুদ্দীন যাওলাক ইন্তিকাল করেন এবং তিনি নিজ কবরস্থানে সমাহিত হন।

৬। প্রধান বিচারপতি শারফুদ্দীন আবু মুহাম্মদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল 'আবদুল্লাহ ইবন্ আল্ হাসান ইবন্ 'আব্দুল্লাহ ইবন্ আল্ হাফিয 'আবদুল গণী আল্ মুকাদ্দিসী আল্-হাম্বলী। তিনি ৬৪৬ হিজরী সালে (১২৬৮ খৃ.) জন্ম গ্রহণ করেন। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি ইবন্ মুসলিমের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেন। অত:পর তিনি গত বছরে বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি জুমাদাল উলা মাসের পহেলা তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ করে ইন্তিকাল করেন। পরদিন আস্ শায়খ আবূ 'উমারের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

৭। আশ্ শায়খ ইয়াকূত আল্ হাবসী

তিনি আশ্-শামিলী ও আল্ ইসকান্দারানী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি ৮০ বছর বয়সে পৌছেন। তাঁর ছিল অনেক অনুসারী এবং সাথী। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শামসুদ্দীন ইবন্ আল্-লুবান আল্ ফকীহ আশ্-শাফিয়ী। তিনি তাকে সম্মান করতেন ও তাঁর প্রশংসা করতেন। বহু অতিরিক্ত জিনিস তার প্রতি সম্বোধন করা হয়ে থাকে, এগুলোর সত্য মিথ্যার

ব্যাপারে আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত। তিনি জুমাদাল উলা কিংবা জুমাদাস সানিয়াহ মাসে ইন্‌তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় ছিল অনেক লোকের ভীড়।

৮। আন্‌-নাকীব নাসিরুদ্দীন

তাঁর পূর্ণনাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ আবদুর রহীম ইবন্ কাসিম ইবন্ ইসমাইল আদ্-দামিস্কী। তিনি প্রসিদ্ধ লোকদের অন্যতম ছিলেন। তিনি প্রথমত শিহাবুদ্দীন আল মুকরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি শোকসভা ও উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এ বিষয়টি তিনি অত্যন্ত ভালভাবে জানতেন। এ জন্য জনগণ তাকে খোঁজ করতেন এবং তিনিও এজন্য জনগণকে খোঁজ করতেন। এরপর তিনি ইন্‌তিকাল করেন এবং বহু ঋণের বোঝা রেখে যান। তিনি রজব মাসের শেষের দিকে ইন্‌তিকাল করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

৯। আল্ কাযী ফখরুদ্দীন কাতিবুল মামালীক

তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবন্ ফাদ্‌লুল্লাহ। তিনি মিসরে সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষক ছিলেন। তিনি আসলে কিবতী ছিলেন। এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন উত্তম মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করেন। তার ছিল অনেকগুলো ওয়াকফ সম্পত্তি। তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি দয়ামায়া প্রদর্শন করতেন। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত নেতা। সুলতান তাকে প্রচুর দান করেছিলেন। তিনি ৭০ বছর অতিক্রম করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। রজব মাসের ১৫ তারিখ তিনি ইন্‌তিকাল করেন। তার মৃত্যুর পর তার সহায় সম্পদ ও বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

১০। আল্-আমীর সাইফুদ্দীন আল্ জাই আদ্-দাওয়ীদার আল্-সুলকী আন্ নাসিরী

তিনি একজন হানাফী ফকীহ ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজ হাতে ৪ লাইন বিশিষ্ট কবিতা লিখেন। তিনি বহু নির্ভরযোগ্য কিতাব প্রণয়ন করেন। তিনি জ্ঞানীদের প্রতি অধিক মেহেরবান ছিলেন। রজব মাসের শেষের দিকে তিনি ইন্‌তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

১১। আত্-তাবীবুল মাহির আল্ হাযিক আল্ ফাযিল

তাঁরপূর্ণ নাম ছিল আমীনুদ্দীন সুলাইমান ইবন্ দাউদ ইবন্ সুলাইমান। তিনি দামেস্কে চিকিৎসকদের প্রধান ছিলেন এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তিনি তাদের শিক্ষক ছিলেন। এরপর তার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে রাজ্যের নায়িবের কোন এক কারণে পক্ষাবলম্বনের ফলে তাকে বরখাস্ত করা হয় এবং জামালুদ্দীন ইবন আশ্ শিহাব আল্-কাহ্‌হালকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তিনি শাওয়াল মাসের ২৬ তারিখ শনিবার ইন্তিকাল করেন এবং আল্ কাবীবাতে তাকে দাফন করা হয়।

১২। আশ্-শায়খ আল্ ইমাম আল্ 'আলিম আলমুকরী শায়খুল কুররা

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল বুরহান উদ্দীন আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইবন্ উমার ইবন্ ইব্রাহীম ইবন্ খালীল আল্ জাবারী। এরপর আল্-খালীলী আশ্-শাফিয়ী। তিনি কিরাত ও অন্যান্য বিষয়ে বহু

গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৬৪০ হিজরী সালে (১২৬২ খৃ.) জা'বার দূর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদে লেখাপড়া করেন। অতঃপর দামেস্কে গমন করবেন এবং আল্ খালীল শহরে ৪০ বছর যাবত জনগণকে কিরাত পড়ানোর জন্যে সেখানে অবস্থান করেন। তিনি الشاطبية গ্রন্থটির ব্যাখ্যা লিখেন এবং হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ইউসুফ ইবন্ খালীল আল্-হাফিয থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি লাভ করেন। তিনি আরবী ভাষায় علم قراءات وعلم عروض সম্পর্কে গদ্য পদ্য বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যেসব মাশায়েখ পদমর্যাদা, নেতৃত্ব, অভিজ্ঞতা, দীনদারী, আত্মসম্মানবোধ, রক্ষণাবেক্ষন করা ইত্যাদিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। রামাদান মাসের ৫ তারিখ রবিবার তিনি ইন্‌তিকাল করেন এবং আল্ খালীল শহরে বায়তুন বাগানে তিনি সমাহিত হন। তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

১৩। প্রধান বিচারপতি আলমুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ আল্ কাযী শামসুদ্দীন আবূ বকর ইবন্ 'ঈসা ইবন্ বাদরান ইবন্ রাহিম্মা আল্ আখনাই আস্ শাদী আল্ মিসরী আস্-শাফিয়ী। তিনি দামেস্ক ও আশপাশ এলাকার শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন সচ্চরিত্রবান, পরহেযগার, প্রতিভাবান, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকারীদের অন্যতম এবং পদমর্যাদার প্রিয় পাত্র, পদ মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী। মাদ্রাসায় আল্-'আদেলিয়ায় অন্য থেকে বেশি বেশি হাদীস শ্রবণকারী। তিনি যুল্‌কাদাহ মাসের ১৬ তারিখ জুমার দিন ইন্‌তিকাল করেন এবং কাসীয়ুনের পাদদেশে তাঁর স্ত্রীর কবরের পাশে আল্ আদেল কাতবাগা কবরস্থানের বরাবর পাহাড়ের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

১৪। কুতুবউদ্দীন মূসা

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল কুতুবুদ্দীন মূসা ইবন্ আহমাদ ইবন্ আল্ হুসায়ন ইবন্ শায়খুস সালামীয়া। তিনি সিরিয়ান সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষক ছিলেন.। তার ছিল অগাধ মালপত্র, ধন-সম্পদ। তার ছিল পদমর্যাদা, কল্যাণ, অনুগ্রহ এবং কল্যাণকামী লোকদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে ছিলেন মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী। তিনি যুল্‌হাজ্জ মাসের ২ তারিখ মঙ্গলবার ইন্‌তিকাল করেন। তিনি ৭০ বছর অতিক্রম করেন। তাকে কাসীয়ুনে আন-নাসিরিয়ার বরাবর তার নিজস্ব কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন হাম্বলীদের শিক্ষক আশ্-শায়খ, আল্ ইমাম, আল্ আল্লামা ইয্যুদ্দীন হামজাহ এর পিতা।

৭৩৩ হিজরী সাল (১৩৫৫ খৃ.)

বুধবার মুহররমের নতুন চাঁদ দেখা দেয়। বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসকগণ তাদের পূর্বেকার পদে বহাল থাকেন। শাফিয়ীদের কোন কাযী নেই। হানাফীদের কাযী হচ্ছেন ইমামুদ্দীন আত্ তারসূসী। মালিকীদের কাযী হচ্ছেন 'আলাউদ্দীন ইবন্ মান্‌জা। গোপনীয় যোগাযোগের লেখক

ছিলেন মহীউদ্দীন ইবন্ ফাদ্দুল্লাহ এবং জামে' মসজিদের পর্যবেক্ষক হচ্ছেন ইমাদুদ্দীন ইবন্ আশ্-শারাসী।

সুলতান হজ্ব শেষে হিজায থেকে সুস্থমতে ফেরত আসছেন এবং নিজ শহরে পৌছার নিকটবর্তি হচ্ছেন্ মুহররমের ২ তারিখে এ শুভ সংবাদ দামেস্কে পৌছে, তাতে শুভ সংবাদের ঘন্টা বেজে উঠে এবং শহরকে সুসজ্জিত করা হয়। সুসংবাদদাতা আল্-আমীর সাইফুদ্দীন বক্তামির আস্-সাকী ও তার পুত্র শিহাবুদ্দীন আহমদের মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করে। তারা দুই জনই হজ্ব পালন শেষে প্রত্যাবর্তন করছিলেন এবং মিসরের নিকটবর্তী হয়ে পুত্র প্রথমে ইন্তিকাল করেন। তার পরে তার পিতা তিন দিন পর ইউনুল কাসবে নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। অত:পর দুই জনের লাশকে তাদের কবরস্থানে কারাফাহতে প্রেরণ করা হয়। বক্তিমিরের কাছে বহু ধন সম্পদ, মণিমুক্তা, পান্না, জহরত, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, মালপত্র, উৎপাদনশীল খাদ্য শষ্য ও বহু কিছু পাওয়া যায়, যার সঠিক হিসাব নিকাশ করা সম্ভব নয়। আস্-সাহিব শামসুদ্দীনকে মুহররমে বরখাস্ত করা হয়। আবার সফর মাসে তাকে মিসরে তলব করা হয়। তখন তিনি ডাক হরকরার উটের সাথে রওয়ানা হয়ে যান। কিছুদূর আতিক্রম করার পর তার পরিবারবর্গের সহায় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাদের থেকে বহুমাল্ পত্র বায়তুল মালের জন্যে নিয়ে নেয়া হয়।

সফর মাসের শেষের দিকে আস্ সাহিব আমীনুল মুলক সরকারী কার্যালয়সমূহের পর্যবেক্ষক হিসেবে দামেস্কে আগমন করেন। তিনি গাবরিয়ালের স্থলাভিষিক্ত হন। তার বার দিন পর আল্কাযী ফখ্রুদ্দীন ইবন্ হুলা কুতুবুদ্দীন ইবন্ শায়খ আস্ সালামীদের মৃত্যুর পর সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষক হিসেবে আগমন করেন। রবীউল আউয়াল মাসের ১৫ তারিখ ইবন্ জুমলা দামেস্কের দারুস সায়াদাতের শাফিয়ীদের বিচার কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে উপঢৌকন পরিধান করেন। অত:পর তিনি এ উপঢৌকন পরিহিত অবস্থায় জামে' মসজিদে আগমন করেন এবং আল্ আদেলীয়ায় গমন করেন। সেখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে আনুগত্যানামা পড়ে শুনানো হয়। উপরোক্ত মাসের ১২ তারীখ বুধবার তিনি আল্ আদেলিয়া এবং আল্ গাযালীয়ায় দারস পেশ করেন। উক্ত মাসের ২৪ তারিখ সোমবার তার ভাইয়ের পুত্র জামালুদ্দীন মাহমূদ, কায়সারীয়ায় পুনরায় দারস দেয়ার জন্য হাজির হন। তার জন্যেই তিনি তা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অত:পর তিনি মজলিসে এ দায়িত্বভার নেয়ার জন্য আরযী পেশ করেন। তিনি আল্-আদেলিয়ায় গমন করেন এবং সেখানের শাসন কাজ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি তা অব্যাহত রাখেননি। ঐ দিনই তিনি তার দায়িত্ব হতে বরখাস্ত হন। তার পরে জামালুদ্দীন ইব্রাহীম ইবন্ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ ইউসুফ আল্ হাসবানী তার প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ছিলেন সাহসী ও পরহেযগার এবং আহকাম সম্বন্ধেও ওয়াকিব হাল।

রবীউল আউয়াল মাসে শিহাব কারতাই তারাবলুসের প্রতিনিধিত্ব করার বা শাসন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাবলানকে সেখান থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং গাযা শাসন করার দায়িত্ব দেয়া হয়। অন্যদিকে গাযার শাসনকর্তা হিম্স শাসনের দায়িত্ব বহন করেন। উপরোক্ত শাসন কর্তাদের আনুগত্য নামা নিয়ে যিনি এসেছিলেন, তাদের থেকে তার এক লাখ দিরহাম অর্জিত হয়। রবীউস সানী মাসে আল্কাযী মহীউদ্দীন ইবন্ ফাদ্দুল্লাহ ও তার পুত্রকে মিসরের গোপন

যোগাযোগের লেখক হিসেবে পুনরায় দায়িত্ব দেয়া হয়। অন্য দিকে শারফুদ্দীন ইবন্ শিহাব মাহমুদ পূর্বের ন্যায় সিরিয়ার গোপন যোগাযোগের লেখকের দায়িত্ব পুনরায় ফিরে পায়। এমাসের ১৫ তারিখ ইমাদুদ্দীন মূসা আল হুসায়নী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তার ভাই শারফুদ্দীন আদ্‌নানের স্থলাভিষিক্ত হন। গত মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং তাকে তাদের কবরস্থানে মসজিদুদ দাবানের পাশে দাফন করা হয়। এ মাসে আল্ ফখ্‌রুল মিসরী দাওয়ায়ীয়াতে দারস দান করেন। তিনি ইবন্ জুম্‌লার স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।

রজব মাসের ২৫ তারিখ আলকামী আলাউদ্দীন আলী ইবন্ শারীফ আল্-বাদেরানীয়ায় দারস দান করেন। তিনি ইবন্ ওয়াহীদ বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইবন্ জাহবালের স্থলাভিষিক্ত হন। ইবন্ জাহে বাল এর পূর্ববর্তি মাসে ইন্তিকাল করেন। ইবন্ ওয়াহীদের দারসে বিচারপতিগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হাযির হতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ সময় আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে ছিলাম এবং আশ্ শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ 'আবদুল হাদী ও অন্যান্যরাও সেখানে ছিলেন। এ মাসেই সুলতান আল্-মালিক আন্-নাসির বন্দুক চালানো নিষিদ্ধ করে সরকারী আদেশ জারী করেন। আরো নিষেধ করা হয় যে, ধনুক বিক্রি করা যাবে না এবং তা ব্যবহারও করা যাবে না। এজন্য যে, বন্দুক ও তীর নিক্ষেপকারীরা জনগণের ছেলেমেয়েদেরকে বিনষ্ট করতে পারে। "সমকামিতা, ব্যভিচার ও দ্বীনের স্বল্পতা যা উৎসাহিত করে, তা থেকে সকলকে উর্ধে থাকতে হবে। মিসর ও সিরিয়ার শহরগুলোতে এরূপ ঘোষণা প্রচার করা হয়।

আল্-বারযালী বলেন

শাবানের ১৫ তারিখ সুলতান কায়রোর প্রশাসকের কাছে জোতির্বিদদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ প্রদান করেন। অত:পর তারা তাকে মারতে উদ্যত হয়। তাদেরকে নারীদের ইযযত বিনষ্ট করার অভিযোগে বন্দী করা হয়। শাস্তি ভোগ কালে তাদের তিনজন মৃত্যু বরণ করে, তন্মধ্যে তিনজন ছিলেন মুসলমান, আর একজন ছিল খৃষ্টান। আশ-শায়খ আবু বকর আর রাহবী, ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেন। রামাদান মাসের পহেলা তারিখ শিহাবুদ্দীন ইবন্ আল্ মারওয়ানীর মৃত্যুর পর আল্-আমীর ফখ্‌রুদ্দীন ইবন্ আশ্-শামস হুযুর দামেস্কের স্থল ভাগের দায়িত্ব প্রাপ্তির সংবাদ নিয়ে দেশের ডাক হরকরা দামেস্কে পৌছে। রামাদান মাসে মক্কা থেকে দামেস্কে একটি পত্র পৌছে, যার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, হিজাযের শহরগুলোতে বজ্রপাত ঘটেছে, ফলে বিভিন্ন জায়গায় পৃথক পৃথক ভাবে একদল লোক মারা গেছে, আর প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাতও শুরু হয়েছে। রামাদানের ৪ তারিখ তারাবলুসে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য আল্ কাযী মহীউদ্দীন ইবন্ জামিলকে দায়িত্বভার প্রদানের সংবাদ নিয়ে আসেন সরকারী ডাক হরকরা। তিনি তারাবলুসে এ উদ্দেশ্যে প্রত্যাগমণও করেন। আর রাওয়াহীয়াতে ইবন্ মাজাদ 'আব্দুল্লাহ দারস প্রদান শুরু করেন। আল্-ইস্পাহানীর মিসরে থাকার আদেশ হওয়ায় ইবন্ মাজাদ 'আবদুল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন। রামাদানের শেষ তারিখ আস্-সাহিব 'আলাউদ্দীন ও তাঁর ভাই শামসুদ্দীন মূসা ইবন্ আত্-তাজ ইসহাক ১ বছর ৬ মাস কারা ভোগের পর মুক্তি পায়।

শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ বৃহস্পতিবার সিরিয়ান হজ্ব কাফেলা বের হয়। তার আমীর ছিলেন বদরুদ্দীন ইবন্ মা'বাদ, আর কাযী ছিলেন আলাউদ্দীন ইবন্ মানসূর। তিনি বায়তুল

মুকাদ্দাসে অবস্থিত মাদ্রাসায়ে তান্‌কুযে হানাফীদের শিক্ষক ছিলেন। আর হজ্জে গমনকারীদের মধ্যে ছিলেনঃ সদরুদ্দীন আল্-মালিকী, শিহাবুদ্দীন আয্-যাহিরী, মাহিউদ্দীন ইবন্ আল্ আ'কাফ ও অন্যান্যরা। এ মাসের ১৩ তারিখ বুধবার দিন ইবন্ জুম্‌লা আল্ আতাবাকীয়ায় পাঠদান শুরু করেন। তিনি ইবন্ জামিলের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তারাবলুসের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ মাসের ২০ তারিখ রবিবার আল্ কাযী শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ আত্-তাদমিরী শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেন। যিনি দামেস্কের আল খালীল এলাকায় ইবন্ জুমলার প্রতিনিধিত্ব করেন। জনগণ তার দীনদারী ও পদমর্যাদার জন্য খুশী হয়।

যুল্‌কাদাহ মাসে তান্‌কুয তার ঔষধ সংরক্ষণকারী নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদকে গ্রেফতার করেন। সে ছিল তাঁর কাছে বড় মর্যাদার অধিকারী। তার সামনে তিনি তাকে প্রচণ্ড প্রহার করেন। তার বহু ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। অতঃপর তাকে দূর্গে বন্দী করেন। তারপর তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নির্বাসন দেন। তার সাথীদের একটি বিরাট দল প্রহৃত হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আলাউদ্দীন ইবন্ মুকাল্লাদ হাজিবুল আরব। তার জিহবা কে দুইবার কর্তন করা হয়। তিনি তাতে মারা যান। বর্তমান শাসকের রাজত্ব চলে যায় এবং অন্য শাসকের আবির্ভাব হয়। প্রশাসকের সাথীদের সামনের সারিতে ছিলেন হামযা, যিনি তার গল্পকার ছিলেন এবং পরবর্তি সময়ে তিনি তার বন্ধু ছিলেন। ঔষধ সংরক্ষণকারী নাসিরুদ্দীন-এর পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশী সকলের কাছ থেকে সমস্ত দান দক্ষিণা তুলে নেয়া হয়েছিল।

যুল্‌কাদাহ মাসের ২৮ তারিখ মঙ্গলবার কাবা শরীফে লোহার দরজা লাগানো হয়, যা সুলতান প্রেরণ করেন। এটা যেন ঝুলানো লাল কেশ দ্বারা মোড়ানো আব্‌লুস কাঠের তৈরী তাতে রোপার পাত জড়ানো হয়। পাতগুলোর ওজন হচ্ছে ৩৫ হাজার ৩শত আরো কয়েক রতল। পুরানো দরজাটি খুলে ফেলা হয় আর তা ছিল সাজ কাঠের দ্বারা নির্মিত। তার উপর অনেকগুলো পাত বসানো ছিল। এগুলো বনূ শায়বাহ প্রদান করেছিল। এ পাতগুলোর ওজন ছিল ৬০ রতল। এগুলোর ক্ষুদ্র অংশ এক দিরহাম, দুই দিরহামে বিক্রি হয়। তাবারুক হিসেবে তা খরিদ করা হয়। আর এটা ছিল একটি অন্যায় কাজ। কেননা এটা ছিল সুদের কারবার। এগুলোকে স্বর্ণের বদলে বিক্রি করা উচিত ছিল। তাহলে এরূপ বেচা কেনায় সুদ হতো না। পুরানো কাঠের দরজাটিকে কাবার ভিতরে এক পাশে রেখে দেয়া হয়। তার মধ্যে ছিল ইয়ামানের শাসকের নাম দুই লাইনে অংকিত। একটিতে খোদাই করা ছিলঃ اَللّٰهُمَّ يَاوَلِيُّ اغْفِرْ يُوْسُفَ بْنَ عُمَرَ بْنَ عَلِيِّ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! হে বন্ধু! হে মহান! ইউসুফ ইবন্ উমার ইবন্ 'আলীকে তুমি ক্ষমা কর।"

এ বছর যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্‌তিকাল করেন তাদের কয়েক জনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১। আশ্-শায়খ আল্-আলিম তাকীউদ্দীন মাহমূদ আলী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূস সানা মাহমূদ আলী ইবন্ মাহমূদ ইবন্ মুকবিল আদ্-দাকূকী আল্ বাগদাদী। তিনি ৫০ বছর যাবত বাগদাদে মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি স্থানীয় লোকদের হাদীস পড়াতেন। তিনি আস সুলতান যিনি সিরিয়াতে হাদীসের শায়খদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ

করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অফিসার, সংগ্রাহক এবং বিশেষজ্ঞ। তিনি উপদেশ দিতেন এবং শোকসভায় ও অনুরূপ অনুষ্ঠানাদিতে বক্তৃতা দিতেন। তিনি তার যুগে ও তার শহরে অতুলনীয় ও অনন্য ছিলেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। তিনি মুহররম মাসে ইন্তিকাল করেন, তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর। তার সালাতে জানাযায় বহু লোক হাযির হন। ইমাম আহমাদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি মৃত্যুর পর একটি দিরহামও রেখে যাননি। তার ছিল দুটি কাসীদাহ যেগুলোর মাধ্যমে আশ-শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়া তার প্রশংসায় কবিতা পাঠ করেন। তিনি এগুলোর আলোকে তার জন্য শোক গাঁথা লিখে আশ্-শায়খ আল্-হাফিয আল্-বারযালীর কাছে প্রেরণ করেন। তার প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন।

২। আশ্-শায়খ আল্-ইমাম আল্ আলিম ইযযুলকুযাত

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ফখরুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহিদ ইবন্ মানসূর ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আল্-মূনীর আল-মালিকী আল্ ইসকান্দারী। তিনি প্রসিদ্ধ বিদ্বান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ৬ খণ্ডে একটি তাফসীর প্রণয়ন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর কাসীদাহ রচনা করেন। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধেও তার কিছু প্রয়াস পাওয়া যায়। তিনি অনেকের কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন এবং নিজেও বর্ণনা করেছেন। জুমাদাল উলা মাসে তিনি ৮২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাকে ইসকান্দারীয়ায় দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

৩। প্রধান বিচারপতি ইবন্ জামায়াত

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আল্ 'আলিম শায়খুল ইসলাম বদরুদ্দীন আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আশ-শায়খ আল্-ইমাম আয্-যাহিদ আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইবন্ সা'দুল্লা ইবন্ জামায়াত ইবন্ হাযিম ইবন্ সখর আল্‌কিনানী আল্ হামূভী। তিনি ৬৩৯ হিজরী সালের (১২৬১ খৃ.) রবীউস সানী মাসের ৪ তারিখ শনিবার রাতে হামাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং আরো জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করেন। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অগ্রগামী হন এবং সহপাঠীদের নেতৃত্ব দান করেন। তিনি আল্ কায়সারীয়ায় পাঠদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অত:পর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের শাসন পরিচালনা করা ও বক্তব্য রাখার দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি আল্ আশরাফীয়াদের যুগে মিসরের বিচার কার্য পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য বদলী হন। ঐ সময়ে তথাকার প্রবীণদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও সুচারুরূপে তা পালন করেন। তারপর তিনি সিরিয়ার বিচার কার্য পরিচালনা দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তার জন্যে দীর্ঘকাল যাবত বিভিন্ন ধরণের কর্তব্য একত্রিত হয়, যেমন বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রাখা, প্রবীণদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা, আদেলিয়া ও অন্যান্য জায়গায় পাঠদান করা ইত্যাদি। উপরোক্ত দায়িত্বগুলোর সাথে আরো ছিল: নেতৃত্ব প্রদান, দীনদারী, রক্ষণাবেক্ষণ, পরহেযগারী এবং জনগণের দু:খ কষ্ট লাঘব করা। তার রয়েছে অনেকগুলো উঁচুমানের উপকারী রচনাবলী। তিনি মধুর সুরে যেসব বক্তৃতা প্রদান করতেন সেগুলোকে সংকলন করা হয়। তিনি মিহরাব ও অন্য জায়গায় যে সব সুন্দর সুন্দর কিরাত পড়তেন, সেগুলোও সংকলিত করা হয়েছে। অত:পর আশ্ শায়খ তকীউদ্দীন ইবন্ দাকীকুল ঈদ এর

ওফাতের পর তিনি মিসরীয় শহরগুলোর শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে বদলী হন এবং তার বৃদ্ধ বয়স ও অবস্থা নাজুক না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অত:পর তিনি অব্যহতি চান। তখন তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এ সময় তিনি তার বাড়ী কাযভীনে ফিরে যান। তারপরও তাঁর সাথে কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। তিনি তা আঞ্জাম দেন। এমন বহু কর্মকাণ্ড রয়েছে, যার সাথে তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছেন। তা তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সুচারুরূপে সু-সম্পন্ন করেন। তিনি জুমাদাল উলা মাসের ২১ তারিখ সোমবার রাতে সালাতে ঈশার পর ইন্তিকাল করেন। তিনি ৯৪ বছর ১ মাস কয়েকদিন হায়াত পূর্ণ করেন। মৃত্যুর পরদিন সালাতে যোহরের পূর্বে মিসরের জামে' আন্-নাসিরীয়াতে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং আল্ কারাফায় তাকে দাফন করা হয়। তার সালাতে জানাযায় ছিল প্রচণ্ড ভীড়। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

৪। আশ্-শায়খ আল্-ইমাম আল্ ফাযিল মুফতীউল মুসলিমীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন্ মহীউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইবন্ তাজুদ্দীন ইবন্ ইসমাইল ইবন্ তাহির ইবন্ নাসরুল্লাহ ইবন্ জাহবাল আল্ হালাযী। এরপর আদ-দামেস্কী আশ্-শাফিয়ী। তিনি বিশিষ্ট ফকীহদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি ৬৭০ হিজরী সালে (১২৯২ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান অন্বেষণে মনোযোগ দেন। ওলামা মাশায়েখের সংস্পর্শে আসেন এবং বিশেষ করে আশ্-শায়খ আস্ সদর ইবন্ ওয়াকীলের সংস্পর্শে থাকেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের আস্-সালাইয়ায় তিনি পাঠদান করেন। পরে তিনি তা ছেড়ে দেন এবং দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে দারুল হাদীস আয্-যাহিরিয়ায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি শায়খদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। অত:পর তিনি আল্-বাদি রাইয়ায় শায়খদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। আর তিনি আয্-যাহিরিয়া পরিত্যাগ করে মৃত্যু পর্যন্ত আল্ বাদিরাইয়ার পাঠদানের জন্যে সেখানে অবস্থান করেন। দুটো যায়গার কোন একটি থেকে তিনি শিক্ষার কোন বেতন গ্রহণ করেননি। তিনি জুমাদাস সানিয়াহ মাসের ৯ তারিখ বৃহস্পতিবার সালাতে আসরের পর ইন্তিকাল করেন। সালাতের পর তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং তাকে আস্ সূফীয়ায় দাফন করা হয়। তার সালাতে জানাযায় প্রচণ্ড ভীড় ছিল। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৫। আশ্-শায়খ ফখরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল 'আবদুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ 'আবদুল আযীয ইবন্ আস্ সাকতী আশ্-শাফিয়ী। তিনি টাকসালের সার্টিফিকেট সম্বন্ধে দায়িত্ব পালনকারী ছিলেন। তিনি বাবুন নসরের কাছে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে কারাফায় দাফন করা হয়।

৬। তাজুদ্দীন 'আবদুর রহমান ইবন্ আয়ুব

তিনি ৬৬০ হিজরী সালে (১২৮২ খৃ.) মৃতদের গোসল প্রদানকারী ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি ৬০ হাজার মাইয়্যেতকে গোসল দেন। তিনি রজব মাসে ইন্তিকাল করেন এবং আশি বছর হায়াত পান।

৭। আল্-ইমাম আল্ ফাযিল

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল সিহাবুদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবন্ 'আব্দুল ওহাব আল্ বাকরী। তাকে হযরত আবু বকর আস্সিদ্দীক (রা) এর প্রতি সম্বোধন করা হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন সুক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী। তিনি একজন শক্তিশালী লিপিকার ছিলেন। তিনি দিনে তিনটি খাতা লিখে পরিপূর্ণ করতেন। তিনি বুখারী শরীফ ৮ বার লিখেন। মূল কবির সাথে তুলনা করতেন, এটাকে বাধাই করতেন। এরূপ নুসখাগুলো তিনি হাজার কিংবা তার নিকটবর্তী পরিমাণ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করতেন। তিনি ৩০ খণ্ডে ইতিহাস সংগ্রহ করেন। তা তিনি লিখতেন ও পনের হাজারের অধিক মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করতেন। উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার একটি লিখিত কিতাব ছিল, তার নাম হচ্ছে مُنْتَهى الْاِرَبِ فِيْ عِلْمِ الْاَدَبِ এটা ৩০ খণ্ডে বিভক্ত। বস্তুতঃ এ কিতাবটি ঐযুগের একটি দুর্লভ বস্তু ছিল। তিনি রামাদান মাসের ২০ তারিখ জুমার দিন মৃত্যুবরণ করেন।

৮। আশ্-শায়খ আস্-সালিহ আয্-যাহিদ আন্-নাসিখ

বহুবার হজ্জ সম্পাদনকারী 'আলী ইবন্ হাসান ইবন্ আহমাদ আল্ ওয়াসিতী। তিনি পুণ্যের কাজ, সংস্কার, অধিক ইবাদত, তিলাওয়াতে কুরআনুল কারীম ও হজ্জের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি চল্লিশ বারের অধিক হজ্জ করেন। তার মধ্যে ছিল ভয়ভীতি, বিশালতা এবং পদমর্যাদা। তিনি যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি ইহ্রামের অবস্থায় ছিলেন। তিনি যুল্কাদাহ মাসের ২৮ তারিখ মঙ্গলবার দিন ইন্তিকাল করেন। এসময় তার বয়স ছিল প্রায় ৮০ বছর।

৯। আল্-আমীর ইয্যুদ্দীন ইব্রাহীম ইবন্ আবদুর রহমান

তার পূর্ণ নাম ছিল ইয্যুদ্দীন ইব্রাহীম ইবন্ আব্দুর রহমান ইবন্ আহমাদ ইবন্ কাওয়াস। তিনি সরকারী কোন একটি দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। আল্-আকিবীয়াহ আস-সাগীরায় তার একটি সুন্দর বাড়ী ছিল। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন এটাকে মাদ্রসায় রূপান্তরিত করার জন্যে তিনি অসীয়ত করেন, এটাকে ওয়াকফ করে দেন এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিযুক্ত করে যান আল্-শায়খ ইমাদুদ্দীন আল্ কুরদী আশ-শাফিয়ীকে। তিনি যিলহজ্জ মাসের ২০ তারিখ বুধবার ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৭৩৪ হিজরী সাল (১৩৫৬ খৃ.)

রবিবার মুহররমের চাঁদ উদয় হয়। বিভিন্ন শহরের শাসকগণ তাদের পূর্বেকার পদে বহাল থাকেন। এবছরের রবীউল আউয়াল মাসের ২ তারিখ জুমার দিন আল্-খাতুনীয়া আল্-বারানীয়া সালাতে জুমা আদায় করা হয়। সেখানে খুতবাহ পাঠ করেন শামসুদ্দীন আন্-নাজ্জার। তিনি উমূভী মসজিদের অস্থায়ী মুয়ায্যিন ছিলেন। তিনি জামে' আল্কাবুনে খুতবাহ দেয়া বন্ধ করে দেন। এ মাসের পহেলা তারিখ আল্-আমীর শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আত্-তাদামিরী শাসক হিসেবে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করেন। তিনি দামেস্কের শাসন ক্ষমতা থেকে বরখাস্ত হন। এ মাসের তিন তারিখ যাইনুদ্দীন 'আবদুর রহীম ইবন্ প্রধান বিচারপতি বদরুদ্দীন ইবন্ জামায়াত বায়তুল

মুকাদ্দাসে খুতবা দেয়ার জন্যে মিসর থেকে আগমন করেন। দামেস্ক থেকে তাকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। অত:পর তিনি দামেস্ক সফর করেন। রবিউল আউয়াল মাসের শেষের দিকে আমীর নাসিরুদ্দীন ইবন্ বাক্নাস আল্-হুসসামী ওয়াকফ এস্টেটের দায়িত্ব নেন। তিনি শারফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আল্ খাতীবীর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে মিসরের শাসনকর্তা হিসেবে তার ভাই বদরুদ্দীন মাসূদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে মিসর ভ্রমণ করেন। আল্কামী 'আলাউদ্দীন ইবন্ আলকালান্সি বরখাস্ত হন এবং সমস্ত সরকারী কর্মচারী ও দায়িত্ব গ্রহণকারী যারা আমীরদের মালিক তানকুযের আওতাধীন ছিলেন। তাদের দুই লাখ দিরহাম জব্দ করা হয়েছিল। তান্কুয গাযা থেকে তার পর্যবেক্ষক জামালুদ্দীন ইউসুফ সিহরুস্ সানী আল্ মুস্তাওফীকে ডেকে পাঠান। তিনি নায়িবের সরকারী অফিসের পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী তিনি আন্-নূরী হাসপাতালের পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রবিউল আউয়াল মাসে তান্কুয বাবে তোমার সংস্কারের আদেশ দেন। কাজ আরম্ভ করা হয়। তার দরজাটি দশগজ উঁচুতে উঠানো হয়। অল্প সময়ের মধ্যে পাথর ও লোহাগুলোকে পুনরায় স্থাপন করা হয়। আর এ সময়ের মধ্যে দামেস্কে খুব খারাপ ধরণের বন্যা আসে। যা কোন কোন দেয়াল খারাপ করে ফেলে দেয়। রবিউস সানী মাসের প্রথম দিকে আল কুর্খের নায়িব জামালুদ্দীন আকূশ তারাবলুসের নায়িব হিসেবে তারাবলুসে গমন করার জন্য মিসর থেকে আসেন। তিনি মরহুম কারাতের স্থলাভিষিক্ত হন। জুমাদাল উলা মাসে আল্ কাযী শিহাবুদ্দীন ইবন্ মাজাদ, 'আবদুল্লাহ কে দারুস সায়াদাতে তলব করেন এবং ইবনুল কালান্সির পরিবর্তে তাকে বায়তুল মালের ওয়াকীল নিযুক্ত করেন। এ ব্যাপারে তার আনুগত্য নামা মিসর থেকে দামেস্কে পৌঁছে। জনগণ এতে খুশী হন। এ মাসে আল্ আমীর নাজমুদ্দীন ইবন্ যাইবাককে নাবলুসের শাসন কার্য থেকে তলব করেন এবং দামেস্কে তাকে সরকারী কার্যালয়সমূহের পর্যবেক্ষণের দায়িত্বভার অর্পন করা হয়। তিনি ইবনুল খাসাবের পর কয়েক মাস তাকে তার পদ থেকে দূরে রাখেন। রামাদান মাসে আশ্-শায়খ বদরুদ্দীন আবূল ইয়াসার ইবন্ আশ-শায়েখ বায়তুল মুকাদ্দাসে খুতবা দান করেন। যাইনুদ্দীন ইবন্ জামায়াত এ পদ থেকে অনীহা প্রকাশ করায় এবং নিজ শহরে ফিরে যাওয়াকে প্রাধান্য দেওয়ায় তাকে খতীবের পদ দেয়া হয়।

আল্কামী ইবন্ জুমলার বিরোধীয় বিষয়

রামাদান মাসের শেষ দশ তারিখ সমাগত। কাযী ইবন্ জুম্লাহ ও আশ্ শায়খ হীরের মাঝে একটি অনভিপ্রেত ঘটনা সংঘটিত হয়। আশ্-শায়খ যহীর ছিলেন আমীরদের মালিকের শায়খ। তিনি আবার ইবন্ জুমলাহকে বিচারকের পদ প্রদানের ক্ষেত্রে দূতের কর্তব্য সম্পাদন করেন। এ দু'জনের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক একটি ঘটনার উদ্রেক হয়, যা অত্যন্ত দু:খজনক ও বেদনাদায়ক। ব্যাপারটি ছিল শায়খ যহীর ও ঔষধ সংরক্ষণকারীর মধ্যে। যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দুপক্ষই শপথ করেন, একে অন্যের বিপক্ষে। তারা দুজনই দারুস সায়াদাতে বিভক্ত হন ও সেখান থেকে মসজিদ পর্যন্ত ব্যাপারটি নিয়ে আসেন। কাযী যখন আদেলিয়াতে অবস্থিত তার মনজিলে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন আশ্ শায়খ যহীর তাঁর কাছে লোক পাঠান এবং

বলেন, এ-ব্যাপারে তিনি যেটা ভাল মনে করেন, সেরূপ যেন ফায়সালা করেন। আর এ ফায়সালাটির ব্যাপারে নায়িবের স্পষ্ট আদেশ রয়েছে। এ ব্যাপারটিতে যেন প্রতারণা লুকিয়ে রয়েছে। প্রকাশ্যত যেন কাযীকে সাহায্য করা হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটি অন্যরূপ। কাযী সাহেব ব্যাপারটি মিটানোর জন্যে দ্রুত পদক্ষেপ নেন। তিনি তাকে তার সামনে ভর্ৎসনা করেন। অত:পর সেখান থেকে বের হয়ে যান এবং কাযী তাকে ইবন্ জুমলার (কাযীর) সাহায্য সহায়তাকারীদের কাছে সোপর্দ করেন। তারা তাকে নিয়ে বুধবার দিন ২৭ শে রামাদান গাধার পিঠে করে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে এবং তারা তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে এবং তার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় যে, "এটাই শাস্তি, যারা মিথ্যা বলে এবং শরীয়তের বিরুদ্ধে ফাতাওয়া দান করে"। জনগণ তার জন্যে অত্যন্ত ব্যথিত হন। কেননা তিনি ছিলেন রোযাদার। বিষয়টি হচ্ছে রামাদানের শেষ দশ দিনে এবং রামাদানের ২৭ শে তারিখ। লোকটি ছিল বৃদ্ধ এবং রোযাদার। কথিত আছে যে, তাকে ঐ দিন দুই হাজার একশত একাত্তরটি বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। এ ঘটনার পরপরই উল্লেখিত কাযীর বিরুদ্ধে ফাতাওয়া তলব করা হয়। এ ব্যাপারে সরকারী নির্দেশের প্রত্যাশা না করে জনগণ সুষ্ঠু ফায়সালার জন্য মাশায়েখদের নিকট বার বার উপস্থিত হন। রামাদানের ২৯ তারিখ রাজ্যের শাসক তার সামনে দারুস-সায়াদাতে একটি বিরাট মজলিসের আয়োজন করেন। মজলিসে ছিলেন বিচারপতিগণ, সব মাযহাবের বিশিষ্ট বিশিষ্ট মুফ্তীগণ। শাফিয়ী মাযহাবের কাযী ইবন্ জুমলাকেও হাযির করা হয়। মজলিস যখন তার কাংখিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে একদম ভরে যায় তখন তারা ইবন্ জুমলাকে মজলিসে বসতে অনুমতি দেয়নি, বরং তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পর মজলিসের এক কোনায় যেখানে শায়খ যহীর অবস্থান করছিলেন, তার পাশে তাকে বসানো হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি এব্যাপারে নিরপেক্ষ বিচার করেননি। তিনি নিজের স্বার্থের জন্যে মামলার রায় দিয়েছেন। আর আসামীকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করেছেন। হাযিরীন এব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগসহকারে আলোচনা শুনেন ও অংশ গ্রহণ করেন। খোলাখুলি কথাবার্তা চলতে থাকে। সমবেত লোকেরা বুঝতে পারল যে, ইবন্ জুমলার প্রতি নায়িবের ধারণা নিম্নমুখী। তিনি পূর্বে ইবন্ জুমলাক যেরূপ সম্মান দিতেন, তার মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে। তাই মজলিস খতম হওয়ার পূর্বে কাযী শারফুদ্দীন আল্ মালিকী ইবন্ জুমলার অন্যায় অপসারণ ও কারা ভোগের আদেশ দিলেন। এ কথার উপর মজলিস ভেঙ্গে যায়। ইবন্ জুমলার নির্বাসনের সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হয়। অত:পর তাকে যথাযোগ্য শাস্তি দেয়ার জন্য দুর্গে স্থানান্তর করা হয়। শুধু এক আল্লাহ্র জন্যই প্রশংসা। তিনি বিচার বিভাগে দেড় বছর কয়েকদিন কর্তব্য পালন করেন। তিনি উত্তমরূপে আইন কানুন নিয়ে অনুশীলন করতেন। অনুরূপভাবে দেশের ওয়াকফ সম্পত্তিগুলোর ব্যাপারে পূর্ণ তদারকীর ব্যবস্থা করতেন। তার মধ্যে ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও মন্দ কাজ থেকে মুক্ত থাকা, ফকীহ ও ফকীরদের মাঝে তারতম্য করা। তার মধ্যে ছিল চতুরতা ও দু:সাহসিকতা, তীক্ষ্ণধী সম্পন্নতা ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি কিন্তু তিনি বর্তমান ঘটনায় বিভ্রান্তির শিকার হন। এ ব্যাপারে সীমালংঘন করেন। তাই তিনি তার এ পরিণতি ডেকে আনেন।

শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ সোমবার হজ্ব কাফেলা বের হয়। তার আমীর ছিলেন আল্জী বাগা এবং কাযী ছিলেন মাজদুদ্দীন ইবন্ হাইয়ান আল্‌মিসরী।

এ মাসের ২৪ তারিখ নাজমুদ্দীন প্রধান বিচারপতি ইমাদুদ্দীন আত-তারতূসী আল্ হানাফী, আল্-ইকবালীয়া আল্ হানাফীয়ায় পাঠদান শুরু করেন। তিনি শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ উসমান ইবন্ মুহাম্মাদ আল্ ইস্পাহানী ইবন্ আল্ আজমী আল্‌হিবতী এর স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি ইবন্ হাম্বলী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ফাযিল, দীনদার, দরিদ্র, পানির ব্যাপারে অত্যন্ত সন্দেহ পোষণকারী। তাঁর পরিবর্তে যিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন, তিনি হচ্ছেন নাজিমুদ্দীন ইবন্ হানাফী। তিনি ছিলেন ১৫ বছরের যুবক। তিনি খুবই বুদ্ধিমত্তা, ধী-সম্পন্নতা, উত্তম মনোযোগীতা, সুন্দর অবয়ব এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মজলিসে উপস্থিত সকলে এব্যাপারে তাকে ঈর্ষা করত। এজন্যেই তিনি তার পিতার জীবিত থাকা অবস্থায় প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব লাভ করেন। পিতা পুত্রের জন্যে পদ খালী করে দেন। তার আচরণ ও নিয়ম পদ্ধতি প্রশংসার যোগ্য বলে বিবেচিত।

এ মাসে আস্-সাহিব সামসুদ্দীন গাবরিয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তিনি এবছরেই ইন্তিকাল করেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি বায়তুল মালের অর্থ দিয়ে জমি-জমা খরিদ করতেন, পরে তিনি তা ওয়াকফ করে দিতেন এবং এগুলোকে মূল মালিকের ন্যায় নিজের কাজে ব্যবহার করতেন। এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেন: ১। কামালুদ্দীন আশ্-শীরাযী। ২। তার ভাইয়ের পুত্র ইমাদুদ্দীন ৩। আলাউদ্দীন আল্ কালান্সি ৪। তার খালাতো ভাই ইমাদুদ্দীন আল্-কালান্সি ৫। ইয্যুদ্দীন ইবন্ মান্জা ৬। তাকীউদ্দীন ইবন্ মারাজিল ৭। কামালুদ্দীন ইবন্ গাওভীয়া। আল্ কাযী বুরহানুদ্দীন আয্-যারয়ী আল্ হাম্বলীর কাছে তা প্রমাণিত হয়। অন্যসব কাযীগণ ও তা প্রমাণ করেন। মূল্য নিয়ন্ত্রক ইয্যুদ্দীন ইবন্ কালানিসী সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকেন। অত:পর প্রায় একমাস তাকে নির্বাসনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। অত:পর তাকে পরিত্যাগ করা হয় এবং মূল্য নিয়ন্ত্রক থেকে বরখাস্ত করা হয়। তাকে শুধু টাক শালের পর্যবেক্ষক পদে বহাল রাখা হয়।

যুল্ কাদাহ মাসের ২৮ তারিখ রবিবার বিচারপতির উপঢৌকন আশ্-শায়খ শিহাবুদ্দীন ইবন্ মাজদের (ঐ সময়কার বায়তুল মালের ওয়াকীল) জন্য বহন করা হয়, তখন তিনি তা পরিধান করেন এবং দারুস সায়াদাতে গমন করেন। রাজ্যের নায়িব ও বিচারপতিগণের উপস্থিতিতে তার আনুগত্যের নির্দেশনামা পড়ে শুনানো হয়। অত:পর তিনি তার মাদ্রাসায় আল্ ইকবালীয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানেও তার আনুগত্যের নির্দেশনামা পড়ে শুনানো হয়। তিনি দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদের ফায়সালা করতেন। দরখাস্তকারীদের কাগজে স্বাক্ষর দান করতেন। আল-ইকবালীয়ার দারসের পাশাপাশি, আল্-আদেলিয়া ও আল্ গাযালীয়াহ এবং দুই আতাবাকীয়ায় ইবন্ জুমলার পরিবর্তে তিনি দারস পেশ করতেন। জুমা'র দিন আল্ আমীর হুসামুদ্দীন মাহনা ইবন্ ঈসা উপস্থিত হন। আর তার সঙ্গে ছিলেন হামাতের সাহিবে আল্ আফ্দাল। তাদের দুইজনের সাথে তানকুয সাক্ষাত করেন। তাদের দুই জনকে সম্মান করেন এবং তারা দুই জন নায়িবের সাথে সালাতে জুমা' আদায় করেন। অত:পর তারা মিসরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। তাদের দুই জনের সাথে বিশিষ্ট আমীরগণ সাক্ষাত করেন। সুলতান মাহনা

ইবন্ ঈসাকে সম্মান করেন এবং তাঁর জন্যে অনেক সম্পদ বরাদ্দ করেন। তার মধ্যে ছিল স্বর্ণ-রৌপ্য এবং কাপড় চোপড়। কয়েকটি শহর তাকে দিয়েছিলেন। তাকে তার পরিবারে প্রত্যাবর্তন করার সরকারী নির্দেশ প্রদান করেন। এতে জনগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পর্যবেক্ষকগণ বলেন, সুলতান যেসব জিনিসপত্র দান করেন। তার মূল্য হবে এক লাখ দীনার। আর তাকে এবং তার সাথীদেরকে যে উপঢৌকন দেয়া হয়, তার সংখ্যা হবে ১৭টি।

যুল্‌হজ্জ্ব মাসের ৬ তারিখ রবিবার প্রধান বিচারপতি ইবন্ মাজদের পরিবর্তে আল্ ফখরুল মিসরী আর রাওয়াহীয়ায় দারস পেশ করেন। তার দারসে ৪জন কাযী ও বিশিষ্ট ফাযিলগণ উপস্থিত ছিলেন। আরাফার দিন ইবন্ মাজদের পরিবর্তে নাজমুদ্দীন ইবন্ আবূত তাইয়্যেবকে বায়তুল মালের ওয়াকীল নিযুক্তীর জন্য উপঢৌকন প্রদান করা হয়। আবার ইয্‌যুদ্দীন ইবনু কালান্সির পরিবর্তে ইমাদুদ্দীন ইবন্ আশ্-শীরাযীর মূল্য নিয়ন্ত্রকের পদে নিযুক্তির জন্য উপঢৌকন প্রদান করা হয়।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের কয়েক জনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১। আশ্-শায়খ আল্-আজাল আত্ তাজির বদরুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল বদরুদ্দীন লুলু ইবন্ 'আবদুল্লাহ আতীক আন্ নাকীব শুজাউদ্দীন ইদরীস। তিনি একজন ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। তিনি মুহররম মাসের ৫ তারিখ বৃহস্পতিবার আসরের সময় হঠাৎ ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি ছেলে-মেয়ে ও ধন-সম্পদ রেখে যান। বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়। তার মধ্যে ছিল পূণ্য, সাদাকাহ ও নেক আমল। তিনি মসজিদে ইবন্ হিশামে সাতের এক ছিলেন, অর্থাৎ ৭জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন।

২। আস্ সাদর আমীনুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ ফখ্‌রুদ্দীন আহমাদ ইবন্ ইব্রাহীম ইবন্ 'আবদুর রহমান ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ ইউসুফ ইবন্ আবুল ঈশ্ আল্ আন্‌সারী আদ দামেস্কী। বুরদী নদীর তীরে আয্-যাবুয়াহ নামক স্থানে অবস্থিত প্রসিদ্ধ মসজিদের নির্মাতা ছিলেন তিনি। মসজিদের পাশেই ছিল প্রসিদ্ধ আল্ হিজরাতুত তাহারাত। আবার তার পার্শেই রয়েছে বিরাট বাজার। জামে' আন্-নাইরুবে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। তিনি ৬৫৮ হিজরী সালে (১২৮০ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুখারী শরীফ শুনেন ও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বৃহৎ ও প্রবীণ সম্পদশালী ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি মুহররম মাসের ৬ তারিখ জুমার দিন সকালে ইন্তিকাল করেন। তার নিজস্ব কবরস্থানে কাসীয়ুনে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

৩। আল্ খাতীব আল্-ইমাম আল্-আলিম

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ইমাদুদ্দীন আবূ হাফস উমার আল খতীব যাহীরুদ্দীন আবদুর রাহীম ইবন্ ইয়াহ্‌ইয়া ইবন্ ইব্রাহীম, ইবন্ আলী ইবন্ জাফর ইবন্ 'আবদুল্লাহ ইবন্ আল্ হাসান আল্

কারসী আয্ যুহরী আন্ নাবলুসী। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের খাতীব ছিলেন এবং দীর্ঘ সময়ের জন্যে নাবলুসের কাযী ছিলেন। এরপর বায়তুল মুকাদ্দাসের খাতীব ও কাযী উভয় পদের কর্তব্য সম্পাদনকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন কর্মঠ এবং পদমর্যাদার অধিকারী। তিনি সহীহ্ মুসলিমের কয়েক খণ্ডে শরাহ বা ব্যাখ্যা করেন। তিনি খুব তাড়াতাড়ি হিফ্য করতে ও লিখতে পারতেন। তিনি মুহররমের ১০ তারিখ মঙ্গলবার রাতে ইন্তিকাল করেন এবং মামিলায় তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৪। আস্-সাদর শামসুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ ইসমাইল ইবন্ হাম্মাদ। তিনি পানীয় দ্রব্যাদির ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি المنصور। গ্রন্থটি রচনা করেন। জনগণ এ গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হয়। তিনি তার আমানত ও দীনদারীর জন্যে ব্যবসায়ীদের নেতৃত্ব দেন। তিনি বিভিন্ন কিতাব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন এবং এগুলো অধ্যয়ন করতেন। তিনি প্রায় ৬০ বছর বয়সে সফর মাসের ৯ তারিখ ইন্তিকাল করেন। তাকে কাসীয়ুনে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

৫। প্রধান বিচারপতি জামালুদ্দীন আয্-যারয়ী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ রাবী-সুলাইমান ইবন্ খাতীব মাজ্দুদ্দীন উমার ইবন্ সালিম ইবন্ উমার ইবন্ 'উসমান আয্ যারয়ী আশ্-শাফিয়ী। তিনি ৬৪৫ হিজরী সালে (১২৬৭ খৃ.) আযরুয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। দামেস্কে লেখাপড়া শুরু করেন এবং এখানেই জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য কৃষিতে গবেষণা করেন। তাই তিনি যারয়ী বা কৃষিবিদ বলে পরিচিত হন, তবে তিনি ছিলেন প্রকৃত পক্ষে আযরুয়াতের বাসিন্দা। আর আযরুয়াত হচ্ছে মরক্কোর একটি শহরের নাম। অতঃপর তিনি দামেস্কে বসতি স্থাপন করেন। তিনি মিসরে স্থানান্তরিত হন। সেখানে তিনি বসতি স্থাপন করেন। তারপর তিনি সেখানে প্রায় এক বছর বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করেন। শায়খদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর পাশাপাশি প্রায় এক বছর যাবত তিনি সিরিয়ার বিচার কার্য পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি বিচারকার্য থেকে বরখাস্ত হন। কিন্তু আল্ আতাবাকীয়ায় দারস প্রদানসহ প্রশিক্ষণের কর্মসূচী প্রায় এক বছর যাবত অব্যাহত থাকে। অতঃপর তিনি মিসরে ফিরে যান এবং সেখানে দারস দানসহ সেনাবাহিনীর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর সফর মাসের ৬ তারিখ রবিবার তিনি মিসরে ইন্তিকাল করেন। তিনি প্রায় ৭০ বছর জীবিত ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। 'আল্লামা আল্ বারযালী শায়খদের প্রশিক্ষণের কর্মসূচী সমাপ্তিতে তার কাছ থেকে এবং অন্য আরো ২২ জন শায়খ থেকে সনদ প্রাপ্ত হন।

৬। আশ-শায়খ আল্ ইমাম আল্ আলিম আয্ যাহিদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল যায়নুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুর রহমান ইবন্ মাহমূদ ইবন্ আবীদান আল বালাবাক্কী আল্-হাদীস, ফিকাহ, তাসাউফ, অন্তর সমূহের আমাল ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রিয়াযাতের বহুবিধ আমাল করেন। আয্-যাহিরের যুগে তার থেকে কিছু ঘটনা ঘটেছিল। যার প্রেক্ষিতে তার জ্ঞান বুদ্ধি ক্ষতিগ্রস্থ হয় কিংবা চিন্তা শক্তি লোপ পায় অথবা তিনি আধ্যাত্মিক কিছু কর্মকাণ্ডের অনুশীলন করেছিলেন, যার

কারণে ক্ষুধার জ্বালায় তার ভিতরটা জ্বলে যায়। অত:পর তিনি ধ্যান ধারণা প্রসূত কিছু কর্মকাণ্ড ঘটনা যার কোন ভিত্তি নেই। পরে তিনি বিশ্বাস করতেন এটা বহিরাগত বস্তু। আর এটা একটা ভিত্তিহীন চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তিনি সফর মাসের ১৫ তারিখ বালাবাক্কা শহরে ইন্তিকাল করেন এবং বাবে সাতাহতে তাকে দাফন করা হয়। তিনি ৬০ বছরও পরিপূর্ণ করতে পারেননি। দামেস্কে তার গায়েবানা সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। এর নাখে বামী আয্-যারয়ীরও গায়েবানা সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। আল্লাহ্ তাঁদের দুই জনের প্রতি রহম করুন।

৭। আল্-আমীর শিহাবুদ্দীন

তিনি তারাবলুসের নায়িব ছিলেন। তার ছিল কয়েকটি ওয়াকফ এস্টেট। তাঁর মধ্যে ছিল সাদাকাহ, পূণ্য ও সালাত সম্পাদন ইত্যাদি। তিনি সফর মাসের ১৮ তারিখ জুমার দিন তারাবলুসে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৮। আশ্-শায়খ 'আব্দুল্লাহ ইবন্ ইউসুফ ইবন্ আবু-বকর আল্ আসয়ারদী আল মুয়াক্কাত

সময় মাপার যন্ত্র নির্মাণ শিল্পে তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি এ শিল্পে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তার চরিত্রহীনতা ও অবাধ্যতার জন্য তাতে কোন উপকার সাধিত হয়নি। অত:পর তার চোখের জ্যোতি কমে যায় এবং গোলাকার মার্কেটে রবীউল আউয়াল মাসের ১০ তারিখ শনিবার বিকালে হোচট খেয়ে পড়ে তিনি মরে যান। বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়।

৯। আল্-আমীর সাইফুদ্দীন কলবান

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল তারাফা ইবন্ 'আব্দুল্লাহ আন্-নাসিরী। তিনি দামেস্কের প্রবীণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার গুণাবলী বর্ণনায় কয়েকটি অধ্যায়ের প্রয়োজন যার বর্ণনা খুবই দীর্ঘ। তিনি রবিউল আউয়াল মাসের ২১ তারিখ বুধবার দিন মাযানায় ফিরোযে অবস্থিত তার ঘরে ইন্তিকাল করেন এবং তার ঘরের পাশে নির্মিত কবরে তাকে দাফন করা হয়। তিনি কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করার জন্যে কারী নিযুক্ত করেন। ইমাম ও মুয়াযযিনের থাকার ব্যবস্থাসহ তিনি কবরের পাশে একটি মসজিদ তৈরী করেন।

১০। শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ ইয়াহইয়া ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ কাযী হুরান

তিনি দামেস্কের ওয়াকফ এস্টেটগুলোর পর্যবেক্ষক ছিলেন। আমীর সাইফুদ্দীন সেই রাতে মারা যান অর্থাৎ রবিউল আউয়াল মাসের ২১ তারিখ বুধবার রাতে, তিনিও সেই রাতে মারা যান এবং কাসীয়ূনে তাকে সমাহিত করা হয়। ইমাদুদ্দীন আশ্ শারীযী তার ঘরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১১। আশ্-শায়খ আল্ ইমাম যুল্কানুন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল তাজুদ্দীন আবূ হাফসা 'উমার ইবন্' আলী ইবন্ সালিম ইবন্ আব্দুল্লাহ আল্-লাখমী আল্ ইসকানদারানী। তিনি ইবন্ ফাকিহানী বলে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ৬৫৪

হিজরী সালে (১২৭৬ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শুনেন। মালিকী মাযহাবের ফিকাহ শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করেন এবং এতে বিশেষজ্ঞ বিবেচিত হন। নাহু ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তার রচনা রয়েছে। আল্ আখনাইর যুগে ৭৩১ হিজরী সালে (১৩৫৩ খৃ.) তিনি দামেস্কে আগমন করেন। দারুস সায়াদাতে মেহমান হিসেবে আপ্যায়িত হন। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে আমরা হাদীস শুনালাম এবং তার সাথে অন্যদের থেকে হাদীস শুনলাম। এ বছরই তিনি দামেস্ক থেকে হজ্ব পালন করেন। রাস্তায় তাকে হাদীস শুনানো হয়। হজ্ব শেষে তিনি স্বীয় শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি জুমাদুল উলা মাসের ৭ তারিখ জুমার রাতে ইন্তিকাল করেন। দামেস্কে যখন তার মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে, তখনই দামেস্কবাসীরা তার সালাতে জানাযা গায়েবানাভাবে আদায় করেন।

১২। আশ্-শায়খ আস্ সালিহ আল্ আবিদ আন্ নাসিক আয়মান

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আমীনুদ্দীন আয়মান ইবন্ মুহাম্মাদ; এরূপে সত্তর জন মুহাম্মাদ উল্লেখ রয়েছে। মৃত্যু পর্যন্ত সময়টিতে তিনি মদীনার প্রতিবেশী হিসেবে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয় এবং দামেস্কে তার জন্যে গায়েবানা সালাতে জানাযা আদায় করা হয়।

১৩। আশ্-শায়খ নাজমুদ্দীন আল্ কাবানী আল্ হামুভী

তার পূর্ণ নাম ছিল 'আবদুর রহমান ইবন্ আল্ হাসান ইবন্ ইয়াহ্ইয়া আল্-লাখ্মী আল্ কাবানী। আশ্ মূনুর রুমানের গ্রামগুলো থেকে একটি গ্রামের নাম আল্ কাবান। তিনি হামাতের একটি খানকায় অবস্থান করতেন। লোকজন তার সাক্ষাতে আসতো এবং তার থেকে দু'আর আশা করতো। তিনি ছিলেন একজন আবিদ, পরহেজগার, অনাসক্ত, ভাল কাজের নির্দেশ প্রদানকারী এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধকারী; মৃত্যু পর্যন্ত তার আচরণ ছিল চমৎকার। তিনি রজব মাসের ১৪ তারিখ সোমবারের শেষ প্রহরে ৬৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তার জানাযায় ছিল প্রচণ্ড ভীড়। হামাতের উত্তর প্রান্তে তাকে দাফন করা হয়। তার ছিল পদমর্যাদা। তিনি ইমাম আহমাদ ইবন্ হাম্বলের মাযহাব অনুসরণ করতেন। তার কথা ছিল খুবই চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

১৪। আশ্-শায়খ ফতেহ উদ্দীন ইবন্ সাইয়্যেদুন্ নাস

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আল্ হাফিয আল্ আল্লামা আল্-বারি ফতেহ উদ্দীন ইবন্ আবুল ফাত্হ মুহাম্মাদ ইবন্ আল্ ইমাম আবূ আমর মুহাম্মাদ ইবন্ আল্-ইমাম আল্-হাফিয আল্ খাতীব আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ 'আবদুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ ইয়াহ্ইয়া ইবন্ সাইয়্যেদুন্নাস, আর রাবয়ী আল্ ইয়ামরী আল্ আনদুলিসী আল্ আশ্বীলী। এরপর আল মিসরী। ৬৭১ হিজরী সালের (১২৯৩ খৃ.) যুল্হাজ্ব মাসের প্রথম দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের কাছে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। মাশায়েখদের একটি দল তাদের থেকে তাকে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছেন। ৯০ বছর বয়সে তিনি দামেস্ক প্রবেশ করেন। আল্কিন্দী ও অন্যান্য

থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি জ্ঞান অর্জনের কাজে মশগুল হন এবং তাতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, যেমন-হাদীস, ফিকাহ, আরবী ভাষার নাহ্, ইল্‌ম সীরাত, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি সহপাঠীদের নেতৃত্ব দান করেন। তিনি উত্তম জীবন কথা দুই খণ্ডে সংকলন করেন। জামে' আত তিরমিযীর প্রথম দিকে সুন্দর একটি অংশের শরাহ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ অংশের একটি খণ্ড তার নিজের সুন্দর হাতের লিখিত তা আমি লক্ষ্য করেছি। তিনি লিপিবদ্ধ করেন, সুসজ্জিত করেন তার থেকে উপকৃত হওয়ার উপযোগী করেন এবং জনগণ তার থেকে উপকার সাধন করেন। তবে তিনিও সমালোচনা থেকে মুক্তি পাননি। তার মধ্যে ছিল উত্তম কবিতা, গ্রহণীয় গদ্য, ভাষাজ্ঞানে পূর্ণ দক্ষতা, উত্তম রচনা ও প্রণয়ন, সাবলীল স্বতঃস্ফূর্তিতা, অকৃত্রিম রচনা, পিতৃ পুরুষদের আকীদা বিশ্বাস যা ঐতিহ্য তথ্য ও সমৃদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, মহানবী (সা)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত ও এগুলোর প্রতি আনুগত্য। তবে অন্যান্য ব্যাপারে কিছু খারাপ আচরণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসায় রয়েছে তার অনেক চমৎকার রচনাবলী। তিনি মিসরের আস্-যাইরীয়ায় শায়খুল হাদীস ছিলেন। জামে' আল্ খান্দাকে তিনি খুত্‌বা প্রদান করেছেন। হাদীসে সনদ ও মতন সংরক্ষণ, ত্রুটি বিচ্যুতি নিরূপণ ও অনুধাবন, পটভূমি আলোচনা সমালোচনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ ইত্যাদিতে তার সমতুল্য মিসরে আর পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি শাবান মাসের ১১ তারিখ শনিবার হঠাৎ ইন্‌তিকাল করেন। এর পরদিন তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। তার জানাযায় ছিল প্রচণ্ড ভীড়। ইবন্ আবূ জামরার পাশে তাকে দাফন করা হয়।

১৫। আল্ কাযী মাজদুদ্দীন ইবন্ হারমীউন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মাজ্‌দুদ্দীন ইবন্ হারমীউন ইবন্ কাসিম ইবন্ ইউসুফ আল্-আমিরী আল্ ফাকূসী আশ্-শাফিয়ী। তিনি বায়তুল মালের ওয়াকীল ছিলেন। তিনি আশ্-শাফিয়ী ও অন্য মাযহাবের উস্তাদ ছিলেন। তার মধ্যে ছিল সাহসিকতা ও সংগ্রাম প্রবণতা।

প্রথমে তার বয়স বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনিও সাথে সাথে জ্ঞানের তথ্যাদি হিফয করার নীতি অবলম্বন করেন, কর্মে নিয়োজিত হন এবং ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তার হিফয থেকে জনগণের ও ছাত্রদের কাছে দারস পেশ করতেন। তিনি যুল্‌হাজ্জ মাসের ২ তারিখ ইন্‌তিকাল করেন। আলোচিত আশ শাফিয়ীর মৃত্যুর পর তার সামগ্রিক দারসের দায়িত্ব নেন শামসুদ্দীন ইবন্ কামাহ এবং কুতবীয়ায় দায়িত্ব নেন বাহাউদ্দীন ইবন্ আকীল। আর ওকলায় দায়িত্ব নেন নাজমুদ্দীন আল্ আসয়াদী মূল্য নিয়ন্ত্রক। তিনি বায়তুয যাহেবের ওয়াকীল ছিলেন।

৭৩৫ হিজরী সাল (১৩৫৭ খৃ.)

মুহররমের চাঁদ উদিত হয়। বিভিন্ন রাজ্যের শাসকগণ তাদের পূর্বেকার পদে বহাল থাকেন। জামে' মসজিদের পর্যবেক্ষক হচ্ছেন ইয্‌যুদ্দীন ইবনুল মান্‌জা। মূল্য নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন ইমাদুদ্দীন শারামী ইত্যাদি। মুহরমের পহেলা তারিখ বৃহস্পতিবার আশ্-শায়খ খাতীব তাবুরুর উম্মুস সালিহীতে দারস দান শুরু করেন। তিনি প্রধান বিচারপতি শিহাবুদ্দীন ইবন্ মাজদের

স্থলাভিষিক্ত হন। তার নিকট বিচারপতিগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। মুহররমের ৬ তারিখ মাহনা ইবন্ ঈসা সুলতানের নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তার সাথে নায়িব ও সেনাবাহিনী প্রধান সাক্ষাত করেন এবং তিনি নিজ পরিবারে ইজ্জত-সম্মান ও সুস্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে আসেন। এমাসেই সুলতান দুর্গের জামে' মসজিদের পুন: নির্মাণ ও সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন এবং মিসরের পুরানো জামে' মসজিদের পুন: নির্মাণেরও হুকুম দেন। আল্ কাযী জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ ইমাদুদ্দীন আল্ আসার দামেস্কের গোপন যোগাযোগের লেখক ইবন্ সিহাব মাহ্মূদের পরিবর্তে দামেস্ক আগমন করেন। এ মাসে এবং পরের মাসে ডিপথেরিয়ার অনেক লোক মারা যায়।

রবিউল আউয়াল মাসে সরকারী অফিসসমূহের সমন্বয়কারী আল্ আমীর নাজমুদ্দীন ইবন্ আয্-যাইবাক গ্রেফতার হন এবং তার ঘোড়াগুলো ও সহায় সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও বিক্রি করে দেয়া হয়। তারপরে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাইফুদ্দীন সামার মামলুক বাক্তামির আল্ হাজিব। তিনি যাকাত সংগ্রহের সমন্বয়কারী ছিলেন।

এ মাসে আল্ আমীর শামসুদ্দীন হামযার হাম্মামের ইমারতের কাজ সুসম্পন্ন হয়। তিনি ঔষধ সংরক্ষণকারী নাসিরুদ্দীনের পর তানকুযের কাছে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন।

অত:পর হাম্মামের ইমারত তৈরীর সময় তিনি যে যুলুম ও অত্যাচার করেন, তার কারণে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। এটার জন্যে নায়িব তাকে ডেকে পাঠান এবং জনগণের পক্ষে তার বিচার কার্য শুরু হয়। নায়িব তাকে প্রহার করেন। তিনি বন্দুক দিয়ে তার চেহারায় আঘাত করেন। এমনকি সমস্ত শরীরে তিনি তাকে আঘাত করেন। অত:পর তাকে দুর্গে বন্দী করে রাখেন। এরপর তাকে তাবরীয়া হ্রদে প্রেরণ করেন এবং সেখানে তাকে ডুবিয়ে মারা হয়। আল্ কুরকের নায়িব আল্ আমীর জামালুদ্দীনকে তার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে তারাবলুসের শাসন ক্ষমতা থেকে বরখাস্ত করা হয়, তখন সেখান থেকে তাইগাল গমন করেন। এদিকে আল্ কুরকের নায়িব দামেস্কে আগমন করেন। তাকে সাল্খাদে অবস্থান করার জন্যে সরকার আদেশ প্রদান করে। তার সাথে রাজ্যের নায়িব ও সেনাবাহিনী প্রধান সাক্ষাত করেন। তিনি দারুস সায়াদাতে অবতরণ করেন। তিনি সেখানে নিজ তলোয়ার সাথে ধারণ করেন এবং দুর্গে বদলী হন। অত:পর সিফাতে চলে যান। তারপর আল্ ইসকান্দারীয়ায় স্থানান্তর হন। আর এটাই ছিল তার সর্বশেষ কার্যক্রম।

জুমাদাল উলা মাসে কায়রোতে অবস্থিত আল্-আমীর বাকতামির আল্ হাজিব আল্ হুস্সামীর বাড়ী জব্দ করা হয়। এ বাড়ী থেকে বহু মালামাল ও সহায় সম্পদ বের করা হয়। তার ছেলে মেয়েদের দাদা ছিলেন কুর্খের উল্লেখিত আমীর বা নায়িব। জমাদিউস সানী মাসের ৯ তারিখ শনিবার হুসামুদ্দীন আবু বকর ইবন্ আমীর ইয্যুদ্দীন আয়বাক আত্-তাজীবী ওয়াকফ এস্টেটগুলোর সমন্বয়কারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইবন্ কাকতাসের স্থলাভিষিক্ত হন। তাকে গ্রেফতার করা হয়। মুতাওয়াল্লীকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। তাতে জনগণ খুশী হন। এমাসের ১৫ তারিখ আল্ মাসহাফে উসমানীর টাকসালে নতুন পর্দা লটকানো হয়। আর তা ছিল রেশমী কাপড়ের তৈরী, তার দৈর্ঘ ৮ গজ, প্রস্থ সাড়ে ৪ গজ। তাতে খরচ হয় ৪ হাজার ৫শত মুদ্রা। আর এটা দেড় বছরে তৈরী করা হয়।

শাওয়াল মাসের ৯ তারিখ বৃহস্পতিবার সিরিয়ার হজ্ব কাফেলা বের হয়। তার আমীর ছিলেন আলাউদ্দীন আলমারসী, তার কাযী ছিলেন শিহাবুদ্দীন আয্যাহিরী। এ মাসে হালবের সেনাবাহিনী হালবে প্রত্যাবর্তন করে। তুরকিমান ছাড়া তাদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। তারা ছিলেন আযিনাহ, তারসূস ও ইয়াস শহরের। তারা এসব শহরের ধ্বংস সাধন করে এবং বহু লোককে তারা হত্যা করে। অন্যদিকে তাদের একজন ব্যতীত কেউ মারা যায়নি। আর সে জাহান নদীতে ডুবে মারা যায়। তবে ঈদুল ফিতরের দিন যারা মুসলমান ছিলেন, তারা কাফিরদের প্রায় এক হাজার মানুষকে হত্যা করে। ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এ মাসেই জামাতে একটি বিরাট অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং তাতে অনেকগুলো বাজার জ্বলে যায়। বহু মালামাল ও ওয়াকফ এস্টেট পুড়ে যায় এবং সহায় সম্পদ পুড়ে যায়, যার পূর্ণ হিসাব করা যায় না। অনুরূপভাবে ইনতাকীয়া শহরের বেশী অংশই পুড়ে যায়। মুসলমানগণ এজন্য খুবই কষ্ট বোধ করেন। যুল্হাজ্ব মাসে বাবুন নসর ও বাবুল জারীয়ার মধ্যবর্তি রাস্তায় যে মসজিদটি ছিল, তা বিচারপতিদের সম্মতিতে এবং রাজ্যের নায়িবের আদেশে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করা হয়। তার পরিবর্তে তার পশ্চিমাংশে একটি সুন্দর মসজিদ তৈরী করা হয়। এটা প্রথমটার চেয়ে বেশী সুন্দর ও উপকারী ছিল। এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের কয়েক জনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১। আস্-শায়খ আস্-সালিহ আল্ মু'মার রাইসুল মুয়াযযিনীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ আল্ ওয়ানী। তিনি ৬৪৩ হিজরী সালে (১২৬৫ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শুনেন ও বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন মধুর কণ্ঠ ও সুন্দর অবয়বের অধিকারী। জনগণের কাছে তিনি খুবই প্রিয় ছিলেন। তিনি সফর মাসের ৬ তারিখ বৃহস্পতিবার ইন্তিকাল করেন এবং বাবুস সাগীরে তিনি সমাহিত হন। তারপরে তাঁর পুত্র আমীনুদ্দীন মুহাম্মাদ আল্ ওয়ানী আল্ মুহাদিস আল্ মুফীদ নেতৃত্ব দান করেন এবং ৪৩ দিন পর তিনিও ইন্তিকাল করেন। তাঁদের দুই জনকেই আল্লাহ্ রহম করুন।

২। আল্ কাতিব আল্ মুতবিক আল্ মুজাওবিদ আল মুহাররায

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল বাহাউদ্দীন মাহমুদ ইবন্ খাতীব বালাবাক্কা মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ 'আবদুর রাহীম ইবন্ 'আব্দুল ওহাব আস্-সালামী। ৬৮৮ হিজরী সালে (১৩১০ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস সংরক্ষণ শিল্পে তিনি মনোযোগ দেন এবং এতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। সমসাময়িক যারা ছিলেন প্রতিযোগিতায় তাদের থেকে তিনি অগ্রগামী হন ও তাদেরকে হাদীস লিপিবদ্ধ করা এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হারিয়ে দেন। তিনি ছিলেন সুন্দর অবয়ব, সুন্দর চরিত্র, সুমধুর কণ্ঠ ও উত্তম প্রেম প্রীতি ভালবাসার মানুষ। রবিউল আউয়াল মাসের শেষের দিকে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং শায়খ আবু উমার কবরস্থানে তিনি সমাহিত হন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৩। আলাউদ্দীন আস্-সানজারী

তিনি দামেস্কের জামে' আল্ উমূভীর উত্তরে বাবুন নাতাফানীয়ীনের কাছে দারুল কুর আনের প্রতিষ্ঠাতা ও ওয়াকফকারী ছিলেন। তার পূর্ণ নাম ছিল 'আলী ইবন্ ইসমাইল ইবন্ মাহমূদ। তিনি ছিলেন সৎ ও সত্যবাদী ব্যবসায়ীদের অন্যতম। তিনি ছিলেন সম্পদশালী ও

জনহিতকর কর্মকাণ্ডে অগ্রগামী। তিনি জুমাদাস সানিয়াহ মাসের ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে ইন্তিকাল করেন। কাযী শামসুদ্দীন ইবন্ হারীরীর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

৪। আল্ 'আদিল নাজুমুদ্দীন আত্ তাহির

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবদুর রহিম ইবন্ আবুল কাসিম 'আবদুর রহমান আর রাহবী। তিনি মাসাহায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ কবরস্থানের নির্মাতা ছিলেন। সেখানে তিনি একটি মসজিদ তৈরী করেন এবং তার জন্য একটি বাড়ীও ওয়াক্ফ করে দেন। সেখানে তিনি সাদাকাহও করেন। তিনি তার বংশের সৎ সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্ আদিল সমস্ত শাসকদের কাছে প্রিয় ছিলেন। তিনি মৃত্যুর সময় ছেলেমেয়ে, প্রচুর ধন-দৌলত ও একটি বিরাট বাড়ী রেখে যান। মাযা নামক যায়গায় অনেকগুলো বাগান রেখে যান। তিনি জুমাদাস সানিয়াহ মাসের ২৭ তারিখ বুধবার ইন্তিকাল করেন। মাযায় অবস্থিত উপরোক্ত কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

৫। আশ্ শায়খ আল্-ইমাম আল্ হাফিজ কুতুবুদ্দীন

তারপূর্ণ নাম ছিল আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল কারীম ইবন্ 'আবদুন নূর ইবন্ মুনীর ইবন্ আবদুল কারীম ইবন্ 'আলী ইবন্ 'আবদুল হক ইবন্ 'আবদুস সামাদ ইবন্ 'আবদুল নূর আল্ হালাভী, এরপর আল্ মিসরী। তিনি মিসরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস, হাদীসের বর্ণনা, সংকলন, ব্যাখ্যা এবং যাচাই-বাছাই কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হালবে ৬৬৮ হিজরী সালে (১২৮৬ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুন্দরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করতেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন الشاطبية والالفية গ্রন্থ দুইটি অধ্যয়ন করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসরণকারী ছিলেন। তিনি বুখারী শরীফের অধিকাংশ অংশের শরাহ লিখেন ও বহু কিতাব তিনি রচনা করেন। তিনি মিসরের একটি ইতিহাস লিখেন তবে তিনি তা সমাপ্ত করতে পারেননি। সীরাত নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। এ সীরাত গ্রন্থটি সংকলন করেন আল্-হাফিয আবদুল গণী। তিনি নিজে ৪০টি হাদীস বর্ণনা করেন, যেগুলোর সনদ পৃথক পৃথক। তিনি ছিলেন সচ্চরিত্রবান, পরিশ্রমী, পরিমার্জিত, অধ্যবসায়ী ও সদা কর্মে ব্যস্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি রজব মাসের শেষ তারিখ রবিবার ইন্তিকাল করেন। পরদিন শাবান মাসের পহেলা তারিখ আল-মাম্বাজীর পাশে তাকে দাফন করা হয়। তিনি মৃত্যুর সময় ৯ জন সন্তান সন্ততি রেখে যান।

৬। আল্-কাযী আল্ ইমাম যাইনুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদঃ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবদুল কাফী ইবন্ আলী ইবন্ তামাম ইবন্ ইউসুফ আস্-সারুকী। তিনি মহল্লার কাযী ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন আল্ আল্লামা প্রধান বিচারপতি তাকীউদ্দীন আস্ সাবুকী আশ শাফিয়ী। তিনি ইবন্ আল্-আনসাতী ও ইবন্ খাতীব আল্ মাযাহ থেকে হাদীস শুনেন। তিনি নিজে হাদীস বর্ণনা করেন এবং শাবান মাসের ৯ তারিখ তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর স্ত্রী নাসিরীয়া বিনত আল্-কাযী জামালুদ্দীন ইব্রাহীম ইবন্ আল্ হুসায়ন আস্-সাবুকী তার অনুসরণ করেন। আল্-কারাফাহতে তাকে দাফন করা হয়। তিনি ইবন্ সাবুনী থেকে সুনানে নাসায়ীর কিছু অংশ শ্রবণ করেন। অনুরূপ ভাবে তাঁর মেয়ে মুহাম্মদিয়া ও হাদীস শ্রবণ করেন। তবে তিনি তাঁর পূর্বে ইন্তিকাল করেন।

৭। তাজুদ্দীন 'আলী ইবন্ ইব্রাহীম

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ইবন্ 'আবদুল কারীম মিসরী। তিনি কাতিবে কাতালবুক নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন আল্ আল্লামা ফখরুদ্দীন শায়খুশ্ শাফিয়ীয়ার পিতা এবং কয়েকটি মাদরাসার উস্তায। এ মহান পিতা সর্বদা খিদমত ও লেখালেখির মধ্যে মগ্ন থাকতেন। তিনি শাবান মাসের ১৩ তারিখ মঙ্গলবার রাতে আদেলিয়ায় সাগীরায় ইন্তিকাল করেন। পরদিন জামে' মসজিদে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন।

৮। আশ্-শায়খ আস্-সালিহ আবদুল কাফী

তিনি 'আবীদ ইবন্ আবূ রিজাল ইবন্ হুসায়ন ইবন্ সুলতান ইবন্ খলীফা আল্ মানীনী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইবন্ আবূল আরযাক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তিনি বালাবাক্কা শহরের একটি গ্রামে ৬৪৪ হিজরী সালে (১২৬৬ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। অত:পর তিনি মানীন নামক গ্রামে অবস্থান করেন। তিনি সৎকাজের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। হাদীসের কিছু অংশ ছাত্রদের মাধ্যমে তার কাছে পাঠ করা হয়। তিনি ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

৯। আশ্ শায়খ মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল হক

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ইবন্ আবদুল হক ইবন্ সাবান ইবন্ আনসারী। তিনি ভ্রমণে বিখ্যাত ছিলেন। কাসীয়ুনের পাদ দেশে উত্তর উপত্যকায় তার একটি খানকাহ ছিল এবং এটার জন্যে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ৯০ বছরে পৌছেছিলেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং অন্যকে শুনান। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মারিফাত হাসিল করেন এবং কোন কোন ব্যাপারে তার কাশ্ফও হাসিল ছিল বলে প্রকাশ পায়। তিনি একজন ভাল মানুষ ছিলেন। এ বছরের শাওয়াল মাসের শেষের দিকে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১০। আল্ আমীর সুলতানুল আরব

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল হুস্সামুদ্দীন মাহনা ইবন্ 'ঈসা ইবন্ মাহনা। তিনি ছিলেন সিরিয়ার আমীরুল আরব। সিরিয়ার লোকেরা মনে করতো যে, জাফর ইবন্ ইয়াহ্ইয়া ইবন্ খালিদ আল্ বারমাকীর বংশধর তারা। আবার তারা ঐ সন্তানটির বংশধর, যিনি হারুনুর রশীদের বোন আল্ আবাসা থেকে এসেছেন।

তিনি সিরিয়া মিসর এবং ইরাকের সমস্ত শাসকের কাছেই বড় মর্যাদার অধিকারী ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন দীনদার, সৎকর্মপরায়ণ, সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তিনি মৃত্যুকালে সন্তান সন্ততি, উত্তরাধিকারী ও প্রচুর সম্পদ রেখে যান। তিনি অধিক বয়সে পৌছেছিলেন। তিনি আশ্ শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়াহকে খুবই পছন্দ করতেন, ইবন্ তাইমিয়াহ সিরিয়াবাসীদের কাছে ছিলেন প্রিয়পাত্র। ইবন্ তাইমিয়া, তার বংশধর ও তার প্রতিবেশী তার কাছে ছিল সম্মানের পাত্র। সিরিয়াবাসীদের কাছে তার ছিল মর্যাদা, সম্মান, ইয্যত, হুরমত। তারা তাঁর কথা শুনতেন। তাঁকে আদর্শ হিসেবে মনে করতেন। তিনিই তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন, তারা যেন একজন অন্য জনের প্রতি ঈর্ষা না করে। তিনি তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, এরূপ করা অবৈধ। এ ব্যাপারে তার একটি বড় গ্রন্থ রয়েছে।

এ ব্যক্তি এবছরের যুলকাদাহ মাসের ১২ তারিখ সালামীয়াহ শহরে ইন্‌তিকাল করেন। আর তাকে সেখানেই দাফন করা হয়।

১১। আশ্‌-শায়খ আয্‌ যাহিদ ফদলুল্‌ আজ্‌লুয়ানী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ফদল ইবন্‌ ঈসা ইবন্‌ কিন্‌দীল আল্‌ আজলূয়ানী আল্‌ হাম্বলী। তিনি আল্‌ মিসমারিয়ায় অবস্থান করতেন। মূলত তিনি ছিলেন হাববাহী শহরের বাসিন্দা। তিনি দুনিয়ার কম সম্পদে সন্তুষ্ট থাকতেন। লম্বা জামা কাপড় পরিধান করতেন। অনেক বড় পাগড়ী ব্যবহার করতেন, আর এগুলো ছিল কম দামের। তিনি স্বপ্নের তাবীর জানতেন এবং জনগণকে তা বলতেন। কিন্তু কারো থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। একবার তাঁর কাছে বড় অংকের বেতনে চাকুরীর প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি; বরং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নির্ভেজাল, মোটা সোটা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন পছন্দ করতেন। তিনি প্রায় ৯০ বছর বয়সে যুল্‌হাজ্ব মাসে ইন্‌তিকাল করেন। আশ্‌-শায়খ তাকী উদ্দিন ইবন্‌ তাইমিয়ার কবরের নিকট তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্‌ তাঁদের দুইজনকে রহম করুন। তাঁর সালাতে জানাযায় ছিল প্রচণ্ড ভীড়।

৭৩৬ হিজরী সাল (১৩৫৮ খৃ.)

জুমার দিন মুহররমের নয়া চাঁদ উদয় হয়। বিভিন্ন রাজ্যের শাসকগণ তাদের পূর্বেকার পদে বহাল থাকেন। এ বছরের প্রথম দিনে তান্‌কুয জা'বার দূর্গে ভ্রমণ করেন। তার সাথে ছিল সেনাবাহিনী ও পাথর নিক্ষেপ করার যন্ত্র মিনজানীক। তারা একমাস ৫ দিন পর্যন্ত রাজধানী থেকে অনুপস্থিত ছিলেন এবং নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেন। সফর মাসে বাবুল কারাফার বর্হিভাগে সাইফুদ্দীন কূচুন আননাসিরী কর্তৃক নির্মিত খানকাহটি খুলে দেয়া হয়। আশ্‌ শায়খ শামসুদ্দীন আল্‌ ইস্পাহানী আল্‌ মুতাকাল্লিম সেখানে শায়খদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সফর মাসের ১০ তারিখ ইবন্‌ জুম্‌লা দুর্গের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। এদিকে রবিউস সানী মাসের ১২ তারিখ বৃহস্পতিবার বাখরাবাদে অবস্থিত রাজধানী ও শীতকালীন বাসস্থানে সালিকুত তাতার আবুসায়ীদ ইবন্‌ খারবান্দা ইবন্‌ আরগূন ইবন্‌ আযগা ইবন্‌ হালাকু ইবন্‌ তূলী ইবন্‌ চেংগীজ খানের মৃত্যুর সংবাদ পৌছে। অত:পর তার লাশ রাজধানীর নিকটবর্তী তার তৈরী শহরে অবস্থিত কবরস্থানে স্থানান্তর করা হয়। এ শহরটি তার নির্মিত শহরের নিকটে অবস্থিত। তাতারী শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। রীতিনীতিতে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম, সুন্নাতে রাসূল (সা) সম্বন্ধে ছিলেন সুদৃঢ় এবং তাদের মধ্যে বেশী আমানতদার। তার যুগের সুন্নীদেরকে তিনি সম্মান করতেন এবং রাফিযীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতেন। তার পিতার রাজত্বকাল ছিল ভিন্নরূপ। অত:পর তাতারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়নি; বরং তারা আজ পর্যন্ত লন্ডভন্ড হয়ে আছে। তারপরে কিছু ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন আবগার বংশধর ইরতাকাউন। তবে তার পক্ষে বেশিদিন টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। জুমাদাল উলা মাসের ১০ তারিখ বুধবার বদরউদ্দীন আরদিবিলী আন্‌ নাসিরীয়া আল্‌ জাওয়ানীয়াতে পাঠদান শুরু করেন। তিনি মরহুম কামালুদ্দীন ইবন্‌ সীরামীর স্থলাভিষিক্ত হন। তার কাছে বিচারপতিগণ হাজির হন। এ মাসে আশ্‌-শায়খ আল্‌ ইমাম আল্‌ মুকরী সাইফুদ্দীন আবু বকর

আল্ হারীরী আয্ যাহিরীয়া আল্ বারানীয়ায় পাঠদান কর্মসূচী শুরু করেন। তিনি বদরুদ্দীন আল্ আরদীবিলীর স্থলাভিষিক্ত হন। আন্ নাসিরিয়ায় আল্ জাওয়ানীয়ায় পাঠদানের দায়িত্ব অর্জিত হওয়ায় তিনি আয্-যাইরীয়র আল্-বারানীরায় পাঠদানের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এর একদিন পরই ইসমাইল ইবন্ কাযীর নাজীবীয়ার দারস দান শুরু করেন। তিনি আশ্ শায়খ জামালুদ্দীন ইবন্ কাযী আয্ যাবেদানী এর স্থলাভিষিক্ত হন। আশ্-শায়খ জামালুদ্দীনের পাঠদান কর্মসূচী আয্ যাহিরীয়ায় আল্ জাওয়ানীয়ায় নির্ধারণ হওয়ায় তিনি উপরোক্ত পাঠদান কর্মসূচী ছেড়ে দেন। বিচারপতি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দারস দান কর্মসূচীতে হাযির হতেন। দারসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তার প্রশংসা করেন। দারসটির সংগ্রহ ও বিন্যাস দেখে সবাই অবাক হয়ে যান। আর দারসটি ছিল আল্লাহ্র বাণীর তাফসীর নিয়ে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ "আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির: আয়াত নং ২৮)। সুদের মাসয়ালা নিয়ে আলোচনা হয় এবং এটা যে অতিরিক্ত তা প্রমাণ করা হয়।

জুমাদাস সানিয়াহ মাসের পহেলা তারিখ মিসরের শহরগুলোতে দ্রব্য সামগ্রীর উচ্চমূল্য দেখা দেয়। এরূপ চরম বাজারদর রামাদান পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। রজব মাসে প্রায় ২ হাজার ৫ শত লোক মক্কার দিকে রওয়ানা হন। তাদের কয়েকজন ছিলেন: ইয্যুদ্দীন ইবন্ জামায়াত, ফখ্রুদ্দীন আন্নাজীরী, হুসনুস্ সালামী, আবুল ফাতহে আস্সালামী ও আরো অন্যান্য। আর এ রজব মাসেই বাবুল ফারাজে অবস্থিত সেতুটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় এবং তাতে প্রাচীরের ব্যবস্থা করা হয়। এটাকে ঈসা পর্যন্ত খোলা রাখার হুকুম দেয়া হয়, যেমন অন্য সব বাকী দরজাগুলো খোলা রাখা হয়। এর পূর্বে একে মাগরিবের সময় বন্ধ করে দেয়া হতো। রজবের শেষ তারিখ এমন জামে' মসজিদে জুমা অনুষ্ঠিত হয়, যা কিবলার দিক থেকে বাবে কায়সানের বরাবর নাজমুদ্দীন ইবন্ খালীখান তৈরী করেন। তাতে খুতবাহ দেন আশ্-শায়খ আল্ ইমাম আল্ আল্লামা শামসুদ্দীন ইবন্ কাইয়্যেম আল্ জাওযীয়াহ। শাবানের ২ তারিখ আল্কাযী আলামুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ কুতুবুদ্দীন আহমাদ ইবন্ মুফাদ্দাল দামেস্কে গোপন যোগাযোগের লেখকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কামালুদ্দীন ইবন্ আসীরের স্থলাভিষিক্ত হন। তাকে বরখাস্ত করা হয়, তখন তিনি মিসরে চলে যান। রামাদান মাসের ৪ তারিখ বুধবার আশ্ শায়খ বাহাউদ্দীন ইবন্ ইমামুল মাশ্হাদ আল্ আমীনীয়ায় আলাউদ্দীন ইবনু কালান্সির পরিবর্তে দারস পেশ করেন। আর এমাসের ২০ তারিখ আস্ সদর নাজমুদ্দীন ইবন্ আবু তাইয়্যেব টাকশালের পর্যবেক্ষকের দায়িত্বগ্রহণ করেন। ইবনু কালান্সির মৃত্যুর কয়েক মাস পর তিনি বাইতুল মালের ওয়াকীলের দায়িত্ব, অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন।

শাওয়াল মাসের ৮ তারিখ সোমবার সিরিয়ান হজ্ব কাফেলা বের হয়। তার আমীর ছিলেন কাত্লূদমার আল্ খালীলী। আর এ কাফেলায় যারা হজ্ব পালন করেন, তাদের কয়েক জন হচ্ছেন, কাযী তারাবলুস মহিউদ্দীন ইবন্ জাহবাল, আল্ ফখ্রুল মিসরী, ইবন্ কাযী উয্ যাবদানী ইবন্ ইয্ আল্ হানাফী, ইবন্ গানিম আস্ সাখাভী, ইবন্ কাইয়্যেবুল জাওযীয়াহ, নাসিরুদ্দীন ইয়ন বারবুহ আল্ হানাফী। তাতারীদের মাঝে একটি ঘটনা সংঘটিত হবার সংবাদ পৌঁছে, যেখানে তাদের বহু লোক হতাহত হয়। পাশা ও তার সুলতানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ

নেয়া হয়। এ সুলতানই তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন মূসা কাউন 'আলী আরবা কাউন এবং তার সাথীগণ। অত:পর তিনি ও তার ওয়াযীর ইবন্ রাসীদুদদৌলা নিহত হন। দীর্ঘ কাল যাবত মীমাংসার আলোচনা পর্যালোচনা চলতে থাকে এবং ঘোষকরাও দামেস্কে প্রস্তুত হয়।

যুল্‌কাদাহ মাসে আল জামির পর্যবেক্ষক আশ শায়খ ইয্‌যুদ্দীন ইবন্ আল্ মানজাকে জামে' মসজিদের উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম গ্যালারীর প্লাষ্টারের কাজ সম্পূর্ণ করায় উপঢৌকন দেয়া হয়। এর পূর্বে এ গুলোতে প্লাষ্টার ছিল না। যুল্ হাজ্জ মাসের ৭ তারিখ বুধবার আল্‌কাযী নাজমুদ্দীন প্রধান বিচারপতি ইমাদুদ্দীন আত্ তারসূসী আল্ হানাফী কিমীয়ায় দারস পেশ করেন। তিনি ছিলেন তখন ১৭ বছরের যুবক। তার কাছে বিচারপতিগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হাযির হতেন। তাঁর মর্যাদা ও পারদর্শিতায় তারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। একাজে তার পিতাও জড়িত থাকায় জনগণ আরো খুশী হন। এ বছরেই ইবন্ নাকীবকে হাল্‌বের বিচার কার্য থেকে বরখাস্ত করা হয়। ইব্‌ন খাতীব জাসরীন এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কায়রোতে জিয়াউদ্দীন ইউসুফ ইবন্ আবূ বকর ইবন্ মুহাম্মাদ বায়তুল আবারের খাতীব মূল্য নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাকে সুলতান উপঢৌকন প্রদান করেন। যুল্‌কাদাহ মাসে সুলতান আল্ খলীফা আল্ মুস্‌তাক্‌ফী এবং তার পরিবারকে বন্দী করার নির্দেশ দেন। আর তাদেরকে সম্মিলিত হতেও নিষেধ করা হয়। তাদের অবস্থা তখন আয্ যাহির ও আল্ মানসূরের যুগের অবস্থায় পরিণত হয়। এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণী নিম্নরূপ:

১। আস্ সুলতান আবূ সায়ীদ ইবন্ খারবান্দা

তিনিই ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি, যিনি তাতারীদের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখেছিলেন। অত:পর তার তিরোধানের পর তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে।

২। আশ্-শায়খ আল্ বানদনীজী

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল শামসুদ্দীন আলী ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ মামদূদ ইবন্ ঈসা আল্ বানদনীজী আস্‌সূফী। তিনি যখন একেবারেই বৃদ্ধ এবং বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থের বর্ণনাকারী, তখন বাগদাদ থেকে তিনি আমাদের কাছে আগমন করেন। হাদীস গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সহীহ মুসলিম, তিরমিযী ও অন্যান্য। তার মধ্যে ছিল জনগণের জন্যে উপকারিতা। তিনি ৬৪৪ হিজরী সালে (১২৬৬ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মুহাদ্দিস। তাই তিনি তাকে বিভিন্ন মাশায়খের কাছে হাদীস শুনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মুহররমের ৪ তারিখ দামেস্কে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

৩। বাগদাদের প্রধান বিচারপতি

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবুল ফাদায়েল কুতুবুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ উমাইয়া ইবন্ ফদল আত্-তিবরীযী আশ্-শাফিয়ী। তিনি আহওয়াস বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কিছু হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ফিকাহ, উসূল, মানৃতিক, আরবী ভাষা, এ ভাষার অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়নে মনোযোগ প্রদান করেন এবং তিনি এরূপ অনেক বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। আল্

আকূলীর পরে তিনি আস সুলতান-সারীয়ায় দারস প্রদান করেন। অনেকগুলো বড় বড় মাদরাসায় তিনি দারস পেশ করেন। তিনি ছিলেন সচ্চরিত্রবান, ফকীর ও দুর্বলদের প্রতি খুবই দয়া প্রদর্শনকারী। তিনি ছিলেন বিনম্রতার অধিকারী। তিনি সুন্দর সুন্দর বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। মুহররমের শেষ তারিখ তিনি ইন্‌তিকাল করেন। তাকে বাগদাদে তার ঘরের পাশে তার কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৪। আল্-আমীর সারিমুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ইব্রাহীম ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আবুল কাসিম ইবন্ আবূ যাহার। তিনি আল্ মিগ্‌যাল বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশি বেশি কিতাব অধ্যয়ন করতেন। তিনি কিছু ইতিহাসও রচনা করেছিলেন। তিনি খুব ভাল বক্তৃতা দিতেন। তিনি মুহররমের ৬ তারিখ জুমার দিন সালাতের সময় ইন্‌তিকাল করেন। হাম্মামুল আদীমের কাছে গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

৫। আল্-আমীর আলাউদ্দীন মুগল তাই আল্-খাযিন

তিনি ছিলেন দূর্গের নায়িব এবং পশ্চিম দিকের জামিউল মুযাফফরীর বরাবর কবরস্থানের মালিক। তিনি একজন ভাল মানুষ ছিলেন। তার ছিল অনেকগুলো ওয়াকফ এস্টেট। তার মধ্যে ছিল পূণ্যতা ও সাদাকাহ। তিনি সফর মাসের ১০ তারিখ জুমার দিন ভোরে ইন্‌তিকাল করেন এবং উপরোক্ত গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

৬। আল্ কাযী কামালুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আহমাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ হাব্বাতুল্লাহ ইবন্ শীরাযী আদ্-দামেস্কী। তিনি ৭৭০ হিজরী সালে (১৩৯২ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি আস্-শায়খ তাজুদ্দীন আল্‌ফাযারী এবং আশ শায়খ যায়নুদ্দীন আল্-ফারুকীর কাছে ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি مختصر المعانى হিফয করেন। তিনি কোন এক সময় আল্ বাদিরাইয়াহতে 'দারস' পেশ করেন। আবার কোন এক সময় আশ্-শামীয়ায় আল বারানীয়ায় 'দারস' পেশ করেন। অতঃপর আন্-নাসিরিয়ায় আল জাওয়ানীয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত কয়েক বছর দারস পরিচালনা করেন। তিনি একজন বড় সর্দার ছিলেন। দামেস্কের প্রধান বিচারপতির পদের জন্য কয়েক বার তার নাম প্রস্তাব করা হয়। তিনি ছিলেন উত্তম আচরণ ও উত্তম অবয়বের অধিকারী। তিনি সফর মাসের ৩ তারিখ ইন্‌তিকাল করেন এবং তাকে তাদের নিজস্ব কবরস্থান কাসীয়ুনের পাদদেশে দাফন করা হয়।

৭। আল্-আমীর নাসিরুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ মালিক আল্ মাসুদ জালালুদ্দীন 'আবদুল্লাহ ইবন্ আল্ মালিক আস্ সালিহ ইসমাইল ইবন্ আদিল। তিনি ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। তিনি বুখারী শরীফকে সার সংক্ষেপ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর ছিল উত্তম মেধা এবং পরম মর্যাদা। তিনি আল্ মাযাহতে বাস করতেন। আর সেখানেই সফর মাসের ২৫ তারিখ শনিবার রাতে

তিনি ইন্তিকাল করেন। তার বয়স হয়ে ছিল ৭৪ বছর। আল্ মাযাহতে অবস্থিত তাদের নিজস্ব কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

৮। 'আলাউদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল 'আলী ইবন্ শরফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ কালান্সী। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর বিচারক এবং টাকসালের ওয়াকীল। তিনি ছিলেন ঠিকানার সংরক্ষণকারী। তিনি আমীনীয়াহ্ যাহিরীয়ার শিক্ষক ও অন্যান্য পদের অধিকারী ছিলেন। অতঃপর দারস প্রদান ব্যতীত অন্যান্য পদ তাঁর থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বরখাস্ত অবস্থায় জীবন যাপন করেন। তিনি সফর মাসের ২৫ তারিখ শনিবার সকালে ইন্তিকাল করেন এবং তাদের নিজস্ব গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

৯। 'ইয্যুদ্দীন আহমাদ ইবন্ আশ্ শায়খ যায়নুদ্দীন

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ মাহমূদ আল্ আকবিলী। তিনি ইবন্ কালান্সী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি দামেস্কের মূল্য নিয়ন্ত্রক ছিলেন এবং টাকশালের পরিদর্শক ছিলেন। তিনি দায়িত্ব পালনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতেন। অতঃপর মূল্য নিয়ন্ত্রকের পদ থেকে বরখাস্ত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত টাকশালের পরিদর্শকের পদে বহাল থাকেন। তিনি জুমাদাল উলা মাসের ১৯ তারিখ সোমবার ইন্তিকাল করেন এবং কাসীয়ুনে তাকে দাফন করা হয়।

১০। আশ্-শায়খ 'আলী ইবন্ আবুল মাজ্দ ইবন্ শরফ ইবন্ আহমাদ আল্ হিমসী, এরপর আদ্ দামেস্কী

তিনি ৪৫ বছর আল্-বারবূতোর মুয়াযযিন ছিলেন। তাঁর রয়েছে কয়েকটি تعليق এবং এমন কয়েকটি সংকলন, যা অগ্রহণীয় বলে প্রমাণিত হয়। তিনি তার কর্মে খুবই অমনোযোগী ছিলেন। তিনিও জুমাদাল উলা মাসে ইন্তিকাল করেন।

১১। আল্ আমীর শিহাবুদ্দীন ইবন্ বারক

তিনি দামেস্কের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তার জানাযায় অনেক লোক যোগদান করেন। শাবান মাসের ২ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে আস্ সালিহীয়ায় দাফন করা হয়। জনগণ তার মৃত্যুরপর তার প্রশংসা করেন।

১২। আল্-আমীর ফখরুদ্দীন ইবন্ শামসুলুল

তিনি ছিলেন পূণ্য কাজের অভিভাবক। তিনি ছিলেন শ্রদ্ধা ভাজনও। শাবানের ৪ তারিখ তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন খুবই বৃদ্ধ। বায়তে লেহ্ইয়া নামক স্থানে তার নিজ বাগানে তিনি ইন্তিকাল করেন। সেখানে তার নিজস্ব কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি তার অনেক সন্তান সন্ততি ছেড়ে যান। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

১৩। ইমাদুদ্দীন ইসমাইল

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল ইমাদুদ্দীন ইসমাইল ইবন্ শরফুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ আল্ ওয়াযীর ফাতেহুদ্দীন 'আবদুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ খালিদ ইবন্ সাগীর ইবন্ আল্ কায়সারানী। তিনি পরিকল্পনার লেখকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত

ছিলেন। ফকীর মিসকিন ও নেককারদের কাছে তিনি ছিলেন একজন প্রিয়লোক। তার মধ্যে ছিল অনেক মর্যাদা। মিসরে তিনি গোপন যোগাযোগের লেখকদের দায়িত্ব পালন করেন। অত:পর হালবেও গোপন যোগাযোগের লেখকের দায়িত্ব পালন করেন। অত:পর তিনি দামেস্কে বদলী হন। সেখানে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি যুল্‌কাদাহ মাসের ১৩ তারিখ রবিবার রাতে ৬৫ বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন। পরদিন জামে' দামেস্কে তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। তাকে আস্‌ সূফীয়ায় দাফন করা হয়। তিনি কিছু হাদীস শ্রবণ করেন। আল্লাহ্‌ তার প্রতি রহম করুন।

১৪। শিহাবুদ্দীন ইবন্‌ আল্‌-কাদীশা, আলমুহাদ্দিস

তিনি যুল্‌কাদাহ মাসে হিজায শরীফের পথে ইন্‌তিকাল করেন।

১৫। আশ্‌-শামস মুহাম্মাদ আল্‌ মুয়াযযিন

তিনি আন্‌-নাজ্জায় এবং আল বানী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি যুল্‌হাজ্জ মাসে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি মাহফিলে বক্তৃতা করতেন ও কবিতা পড়তেন।

৭৩৭ হিজরী সাল (১৩৫৯ খৃ.)

জুমার দিন মুহররমের নতুন চাঁদ উদয় হয়। খলীফা আল্‌ মুসতাকফী বিল্লাহকে সুলতান আল্‌-মালিক আন্‌-নাসির গ্রেফতার করেন এবং লোকজনের সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করেন। সিরিয়ায় নায়িব ছিলেন তানকুয ইবন্‌ 'আবদুল্লাহ আন নাসিরী। বিচারপতিগণ এবং দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীগণ পূর্বেকার পদে বহাল থাকেন। গোপন যোগাযোগের লেখক ছিলেন আলা-মুদ্দীন ইবন্‌ কুতুব। স্থলভাগের দায়িত্বে ছিলেন আল্‌ আমীর বদরুদ্দীন ইবন্‌ কাত্‌লুবিক শান্‌শান্‌কীর। মদীনায় শাসনকর্তা ছিলেন হুসামুদ্দীন তুরুকতাই আল্‌ জুকান্দারী।

মুহররমের পহেলা তারিখ জুমার দিন সংবাদ পৌছে যে, আলী পাশা নিজ সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেয়। কেউ কেউ বলেন, তিনি নিহত হন। মুহররমের ২২ তারিখ হাজী সাহেবদের পত্র পৌছে যার মধ্যে তাদের বহু দুঃখ কষ্টের কথা লিপিবদ্ধ ছিল। তাদের উট মারা যায়, তাদের মালামাল ফেলে দেয়া হয়, পুরুষ ও নারীদেরকে বহুদূর হাটতে হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মুহররমের শেষ তারিখ বাগদাদের কাযমী, কাযী হুসামুদ্দীন হাসান ইবন্‌ মুহাম্মাদ আল্‌ গৌরী দামেস্কে আগমন করেন। তিনি এবং আলওয়ামীর নাজমুদ্দীন মাহমুদ ইবন্‌ 'আলী ইবন্‌ শিরওয়ানুল কুরদী, আর শারফুদ্দীন উসমান ইবন্‌ হাসান আল্‌-বালাদী, এ তিনজন তিন দিন অবস্থান করেন। অত:পর তারা মিসরের দিকে রওয়ানা হন। মিসরে পৌছার পর সুলতান তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে কবুল করেন। প্রথম জনকে হানাফীদের কাযী পদে নিয়োজিত করা হয়। দ্বিতীয় জনকে ওয়াযীর এবং তৃতীয়জনকে আমীর নিযুক্ত করা হয়। আশুরার দিন শামসুদ্দীন ইবন্‌ আশ্‌-শায়খ শিহাবুদ্দীন ইবন্‌ লুবান আল্‌-ফকীহ আশ্‌-শাফিয়ীকে আদালতে হাযির করা হয়। তার সাথে উপস্থিত হন শিহাবুদ্দীন ইবন্‌ ফাদ্‌লুল্লাহ মাজ্‌দুদ্দীন আল্‌ আক্‌ সারাঈ। শায়খদের শায়খ ছিলেন শিহাবুদ্দীন আল্‌ ইস্পাহানী। তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনা

হয়েছিল, যেমন হলুল, ঐক্য, আল কারামাতাহ সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি ইত্যাদি। তিনি কয়েকটা সত্য বলে স্বীকার করেন, তখন তার প্রাণ রক্ষা হয়। কিন্তু অন্যান্য সর্বদিক তার মধ্যে পাওয়া গেল বিধায় তাকে জনগণের সাথে বাক্যালাপ করতে নিষেধ করা হয়। তাকে রক্ষা করার জন্যে তার পক্ষে যারা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারা হচ্ছেন আমীরগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সফর মাসে হাজীদের হল ঘরে বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এ অগ্নিকাণ্ডে বহু ঘর বাড়ী ও দোকান পুড়ে যায়।

রবীউল আউয়াল মাসে সুলতানের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। খুশীর ঘন্টাগুলো বেজে উঠে। আর কয়েক দিনের জন্যে শহরটিকে সজ্জিত করা হয়। রবীউস সানী মাসের ১৫ তারিখ আল্ আমীর সারিমুদ্দীন ইব্রাহীম আল্ হাজিব আমীর নিযুক্ত হন। জামে' কারীমুদ্দীনের বরাবর তবলখানায় তিনি বাস করতেন। তিনি আশ্ শায়খ তাকীউদ্দীনের প্রবীণ সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সুন্দর ও সৎ পরিকল্পনার অধিকারী ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে একজন ভাল মানুষ ছিলেন। এ মাসেই খলীফা আল্ মুস্তাক্ফী থেকে বিপদ কেটে যায়। তাকে রবিউস সানী মাসের ২১ তারিখ দূর্গ থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। তিনি শুধু নিজ ঘরেই থাকতেন। জুমাদাস সানিয়াহ মাসের ২১ তারিখ জুমার দিন মিসরের দুটি জামে' মসজিদে সালাতে জুমা কায়েম করা হয়। প্রথম জামে' মসজিদটি আল্ আমীর 'ইয্যুদ্দীন আয়াদমার ইবন্ 'আবদুল্লাহ আল খাতীবী তৈরী করেন। এরপর তিনি ১২ দিনের মধ্যে ইন্তিকাল করেন। তাঁর প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। দ্বিতীয় জামে' মসজিদটি আস্ সিবা সেতুর কাছে একজন মহিলা তৈরী করেন, তার নাম আল্ সাত হাদাক। তিনি সুলতান নাসিরের ধাত্রী ছিলেন। শাবান মাসে দামেস্কের শাসনকর্তা আল্কামী শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন্ শারফ ইবন্ মানসূর, তারাবলুসের বিচার কার্য সম্পাদনের জন্যে দামেস্ক থেকে তারাবলুস ভ্রমণ করেন। তারপর দামেস্কের শাসনকর্তা হন আশ্-শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন্ আন্ নাকীব আল-বালাবাক্কী। এ মাসেই মিসরের বায়তুল মালের ওয়াকীল নিযুক্ত হওয়ায় 'ইয্যুদ্দীন ইবন্ জামায়াতকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। কায়রোর মূল্য নিয়ন্ত্রকের পদে নিযুক্ত হবার জন্য জিয়াউদ্দীন ইবন্ খাতীব বায়তুল আতারকে উপঢৌকন প্রদান করা হয়। ওয়াকফ এস্টেটের ও অন্যান্যের পর্যবেক্ষণের দায়িত্বের অতিরিক্ত তাকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়। এ মাসেই আল্ আমীর নাযিরুল কুদ্সকে তবলখানার আমীর নিযুক্ত করা হয়। পরে আবার তাকে কুদসে ফেরত পাঠানো হয়।

রামাদানের ১০ তারিখ মিসর থেকে সেনা বাহিনীর দুটি অগ্রগামী দল দু'হাজার সৈন্য নিয়ে সীস্ রাজ্য হয়ে দামেস্ক আগমন করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আশ্-শায়খ আলাউদ্দীন। 'আলিম সম্প্রদায় তার কাছে জমায়েত হন। তিনি হানাফী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় 'আলিম ছিলেন। তার হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে কয়েকটি সংকলন রয়েছে।

শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ সোমবার সিরিয়ান হজ্ব কাফেলা রওয়ান হয়। তার আমীর ছিলেন বাহাদুর কাব্জাক্ এবং কাযী ছিলেন মাদরাসায় হিমসিয়ার শিক্ষক মহীউদ্দীন আত্-তারাবলুসী। কাফেলায় যারা ছিলেন তারা হলেন, শায়খদের শায়খ তাকীউদ্দীন, ইমাদুদ্দীন ইবন্ আশ্-শীরাযী, নাজমুদ্দীন আত্-তারসূসী, জামালুদ্দীন মারুদাভী, তার সাথী শামসুদ্দীন ইবন্ মুফ্লিহ, আস্ সদর আল্ মালিকী আশ্-শায়খ ইবন্ কায়সারানী, আশ্-শায়খ খালিদ, যিনি হোটেলের কাছে স্থায়ী বাসিন্দা এবং জামালুদ্দীন ইবন্ শিহাব মাহমুদ।

যুল্‌কাদাহ মাসে খবর আসে যে, সীস্‌ রাজ্যের সৈন্যরা ৭টি দূর্গ ছেড়ে দিয়েছে, তাতে মুসলিম সৈন্যরা অনেক সম্পদ অর্জন করেন। এতে মুসলিমরা খুব খুশী হয়।

এ মাসেই তাতারীদের মধ্যে একটি ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় শায়খ এবং তার সাথীরা প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এ বছরে আস্‌-সুলতান আল্‌ মালিক আন্‌ নাসির মুহাম্মাদ ইবন্‌ কালাউন খলীফা, তার পরিবার পরিজন ও সাথীদেরকে কূস্‌ শহরে নির্বাসিত করেন। তারা সকলে মিলে প্রায় একশত জনের মত ছিলেন। সেখানে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন।

এ বছরে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইন্‌তিকাল করেন, তাদের কয়েক জনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১। আশ্‌-শায়খ আলাউদ্দীন ইবন্‌ গানিম

তার পূর্ণ নাম ছিল আবুল হাসান 'আলী ইবন্‌ মুহাম্মাদ ইবন্‌ সুলাইমান ইবন্‌ হামায়িল ইবন্‌ 'আলী আল্‌ মুকাদ্দিসী। যারা পদমর্যাদায়, বিনম্রতায়, সাহিত্য চর্চায়, কবিতা রচনায় পরিপূর্ণ ইয্‌যত সম্মানে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তিনি এরূপ প্রবীণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ৬৫১ হিজরী সালে (১২৭০ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। কুরআনুল কারীম হিফয করেন। তিনি التنبيه গ্রন্থটিও হিফয করেন এবং বিভিন্ন ধরণের কর্তব্যের গুরুভার বহন করতেন। জনগণ তাকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে স্মরণ করতেন। তিনি সাধারণ জনগণ ও বিশিষ্ট নাগরিকদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতেন। হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাবুকের একটি মনজিলে মুহররমের ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি ইন্‌তিকাল করেন। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। এরপর তার ভাই শিহাবউদ্দীন আহ্‌মাদ তাঁর অনুকরণ করেন এবং রামাদান মাসে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি তার ভাই থেকে এক বছরের ছোট ছিলেন। তিনি একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি একজন পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত রংগরস করতেন।

২। আশ্‌-শারফ মাহমুদ আল্‌ হারীরী

তিনি জামে' উমূভীর মুয়াযযিন ছিলেন। তিনি নাইরাবে একটি হাম্মামখানা তৈরী করেন। মুহররমের শেষ তারিখ তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

৩। আশ্‌-শায়খ আশ্‌ সালিহ আল্‌ আবিদ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল নাসিরুদ্দীন ইবন্‌ শায়খ ইব্রাহীম ইবন্‌ মিদাদ ইবন্‌ শাদ্দাদ ইবন্‌ মাজিদ ইবন্‌ মালিক আল জা'বারী এরপর আল্‌ মিসরী। তিনি ৬৫০ হিজরী সালে (১২৭২ খৃ.) জা'বার দূর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি জনগণের সাথে কথা বলতেন এবং তাদেরকে নসীহত করতেন। তিনি তাফসীর ও অন্যান্য বহু বিষয় জনগণের সমক্ষে তুলে ধরতেন। তার মধ্যে ছিল কল্যাণ ও সৎকর্ম এবং ইবাদত। তিনি মুহররম মাসের ২৪ তারিখে ইন্‌তিকাল করেন। বাবুন নসীরর বহির্ভাগে তার পিতার পাশে তাদের খান্‌কাতে তাকে দাফন করা হয়।

শায়খ শিহাবুদ্দীন আবদুল হক হানাফী

পূর্ণ নাম আহমদ ইবন্ 'আলী ইবন্ আহমদ ইবন্ 'আলী ইবন্ ইউসুফ ইবন্ কাজী। তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ সবাই ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তিনি ইবন্ আবদুল হক আল্-হানাফী নামে পরিচিত। এ মাযহাবের তিনি একজন প্রখ্যাত শায়খ এবং হানাফী ও অন্যান্য মাজহাবের শিক্ষাগুরু। মর্যাদায় ও ধার্মিকতায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

শায়খ ইমাদ-উদ্দীন

পূর্ণ নাম ইব্রাহীম ইবন্ 'আলী ইবন্ 'আবদুর রহমান ইবন্ 'আবদুল মুন'ইম ইবন্ নি'মাহ্ আল-মুকাদ্দাসী আন্-নাবলুসী আল্-হাম্বালী। তিনি একজন বড় মাপের ইমাম, আলিম ও আবিদ ছিলেন। এ শহরে দীর্ঘদিন যাবত তিনি হাম্বালী মাযহাবের শায়খ ও ফকীহ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

আশ্-শায়খ আল্-ইমাম, আল-আবিদ আন্-নাসিখ

পূর্ণ নাম মুহিব্বুদ্দীন 'আবদুল্লাহ ইবন্ আহমদ ইবন্ মুহিব্ব 'আবদুল্লাহ ইবন্ আহমদ ইবন্ আবু বকর মুহাম্মদ ইবন্ ইব্রাহীম ইবন্ আহমদ ইবন্ 'আবদুর রহমান ইবন্ ইসমাঈল ইবন্ মানসূর আল্-মুকাদ্দাসী আল্-হাম্বলী। তিনি অনেকের থেকে হাদীস শ্রবণ করে অন্যদের নিকট বর্ণনা করেন। আত্-তিবাক নামক গ্রন্থটি তাঁরই রচিত, যা জনগণের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। উমাইয়া মসজিদসহ বেশ কয়েকটি মসজিদে তিনি কুরআন ও হাদীসের দারস দিতেন। তাঁর কুরআন তিলাওয়াত ছিল খুবই সুমিষ্ট। তাঁর চেহারায় সর্বদা আনন্দ, প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যের ছাপ বিদ্যমান থাকত। মানুষের জন্যে কল্যাণকর অনেক নীতিবাক্য ও হিতোপদেশ তিনি রেখে গেছেন। শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়া তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তার কুরআন তিলাওয়াত পছন্দ করতেন। এ বছর রবিউল আউয়ালের সাত তারিখ সোমবারে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হয়। 'কাসিউন' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। সব ধরণের জনসাধারণ তাঁকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে সাক্ষ্য দান করে। (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করুন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চান্ন বছর।

আল্-মুহাদ্দিছুল বারি' আল-মুহাস্সিলুল মুফিদ আল-মুখরিজুল মাজিদ

তাঁর প্রকৃত নাম নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ তুগরিল ইবন্ আব্দুল্লাহ। তার পিতা ছিলেন সায়রাফী ও খাওয়ারিজম বংশোদ্ভূত। অনেকের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ছোট-বড় অসংখ্য কিতাব অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হাদীসের উৎস তিনি খুঁজে বের করেন এবং এ কাজে তিনি ছিলেন খুবই সিদ্ধহস্ত। একদা তিনি এক সফরে বের হন। 'হামা' নামক স্থানে পৌছলে হঠাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সে দিন ছিল রবিউল আওয়াল মাসের

দুই তারিখ, শনিবার। তাইয়িবা গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন)।

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শায়খ ইমাম 'আলিম ও আবিদ

তাঁর নাম শামসুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন্ 'আফীফ মুহাম্মাদ ইবন্ শায়খ তকিউদ্দীন ইউসুফ ইবন্ 'আবদুল মুনয়িম ইবন্ নি'মাহ্ আল মুকাদ্দাসী আন্-নাবলুসী আল-হাম্বালী। তিনি স্থানীয় একটি হাম্বলী-মসজিদের ইমাম ছিলেন। ছয়শ উনপঞ্চাশ হিজরীতে (১২৫১ খৃ.) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অধিক সময় ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন। তার কণ্ঠপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং দৈহিক অবয়বে দীপ্তিময় ও সুদর্শন পুরুষ। হিঃ ৭৩৩/খৃঃ ১৩৩৩ সালে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ফেরার পথে আমি তাকে কুরআন মজিদের বেশ কিছু অংশ ও অনেকগুলো হাদীস পাঠ করে শুনাই। তিনি আমাদের সাথী বন্ধুবর শায়খ জামাল উদ্দীন ইউসুফের পিতা, হাম্বলী ও অন্যান্য মাযহাবের অন্যতম মুফ্তি। উন্নত চরিত্র ও সদাচরণে তিনি সকলের আস্থা অর্জন করেন। এ বছর রবিউস সানী মাসের বাইশ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। স্থানীয় একটি গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি রহম করুন।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবন্ 'আবদুল্লাহ ইবন্ মাজ্দ

ইব্রাহীম আল্-মুরশিদী নামে পরিচিত। মুনইয়াহ মুরশিদ নামক স্থানে তিনি স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। অনেক লোক তার সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে আসত। তিনি প্রত্যেকের মর্যাদানুযায়ী মেহমানদারী করতেন এবং এতে প্রচুর অর্থ খরচ করতেন। প্রকাশ্যে তিনি কারও নিকট হতে কিছুই গ্রহণ করতেন না। তার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আল্লাহ্ই সমধিক পরিজ্ঞাত। 'দাহরুত' গ্রামে তার জন্ম। বড় হয়ে কায়রোতে অবস্থান করেন এবং অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকেন। জানা যায় এ সময় তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের তাম্বিহ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এরপন তিনি মুনইয়াহ মুরশিদে চলে আসেন। তখন লোকময় তার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। বহুবার তিনি হজ্জব্রত পালন করেন। যখন তিনি কায়রোতে আসতেন তখন বিভিন্ন স্তরের মানুষ তার কাছে এসে ভীড়-জমাত। অবশেষে এ বছর রামাদান মাসের আট তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। 'মুন্ইয়াহ মুরশিদের পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়। কায়রো, দামিষ্ক প্রভৃতি শহরে তার গায়েবানা জানাযা আদায় করা হয়।

আমির আসাদ উদ্দীন

পূর্ণ নাম 'আবদুল কাদির ইবন্ মুগীছ 'আবদুল আজিজ ইবন্ মালিকুল মুআজ্জাম ঈসা ইবন্ 'আদিল। তিনি ৬৪১ হিঃ/১২৪৪ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেকের থেকে হাদীস শুনেছেন এবং নিজেও অনেককে শুনিয়েছেন। প্রতি বছর তিনি মিসর হতে দামেস্কে আগমন করতেন এবং হাদীসবেত্তাদের সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আইয়ুবী বংশে তার চেয়ে বয়োবৃদ্ধ আর কেউ জীবিত ছিল না। এ বছর রামাদান মাস শেষে 'রামালা' নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন।

আশ্-শায়খ আস্-সালিহ্ আল্ ফাযিল

পূর্ণ নাম হাসান ইবন্ ইব্রাহীম ইবন্ হাসান আল্-হাকী আল-হাকরী। তিনি স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন। প্রতি জুমআয় তিনি মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক ভাষণ দিতেন। তিনি অনেক গুণাবলী ও বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথা ছিল অতীব মূল্যবান ও কল্যাণে ভরপুর। এ দায়িত্বে থাকা অবস্থায় এ বছর রামাদান মাসের বিশ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। মিসরে তার সদৃশ জানাযা কেউ কখনও দেখেনি। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহম করুন।

৭৩৮ হি./১৩৩৮ খৃ.

এ সালের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী: বছরের প্রথম দিন ছিল বুধবার। এ সময় খলীফা আল্-মুস্তাক্ফী তার পরিবার পরিজন ও অনুসারী ভক্তবৃন্দসহ কূস শহরে নির্বাসিত ছিলেন। মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ মালিকুল মানসুর ছিলেন দেশের সম্রাট বা সুলতান। মিসরে তার কোন নায়িব বা মন্ত্রী ছিল না। দামিস্কে তার নায়িব ছিল তান্কিজ। দেশের বিচারকমণ্ডলী, নায়িবগণ ও বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে তারাই নিযুক্ত ছিল, যাদের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। রবিউল আউয়াল মাসের তিন তারিখ সুলতান নাসির সর্বশেষে ফাতিমী খলীফা দাউদ ইবন্ সুলায়মান ইবন্ দাউদ ইবন্ আযিদ এর দু-পুত্র 'আলী ও মুহাম্মাদকে কাইয়ূম নামক অঞ্চলে গিয়ে স্থায়ী বসবাসের নির্দেশ দেন। রবিউস সানি মাসের বার তারিখ শুক্রবার কাযী ইলমুদ্দীন ইবন্ কুতুবকে রাষ্ট্রের গোপন দপ্তর থেকে অপসারণ করা হয়। তাকে দৈহিক শাস্তি দিয়ে আটক রাখা হয়। এ ঘটনার কারণে কাযী ফখরুদ্দীন মিসরী তার পদ থেকে সরে দাঁড়ান। তাকে তার মাদ্রাসা আদ্দাওলিআহ হতে বাদ দেয়া হয়। অত:পর ইব্ন জুমলাহ-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আদিলিয়াহ সগীরার দায়িত্ব নেন ইবন্ নকীব। পরে তাকে একশ দিনের জন্যে আজরাবিয়ায় পাঠান হয় এবং অল্প কিছু অর্থ-দন্ডে দন্ডিতও করা হয়।

রবিউল আউয়ালের তেইশ তারিখ, রোববার মাগরিবের পর মিসরের উপর দিয়ে বয়ে যায় এক প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু। সাথে ছিল মেঘের তর্জন-গর্জন, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমক ও হিমেল হাওয়া। এ ছিল এমন এক প্রলয়ংকারী ঝড়, যা দেশবাসী ইতিপূর্বে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। জমাদিয়াল আউয়াল মাসের দশ তারিখে সন্ধ্যারাত থেকে মক্কায় শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ। মাঝরাতে এমন প্রচণ্ড বেগে ঢল নামে, যার নমুনা দীর্ঘকালের মধ্যে দেখা যায়নি। এতে প্রায় ত্রিশ বা ততোধিক বাড়িঘর বিধবস্ত হয়, পানিতে ডুবে মারা যায় বহু লোক। মসজিদের দরজাসমূহ ভেঙ্গে যায়। কা'বা ঘরে এক গজ বা তার চেয়েও বেশী পানি জমে যায়। ফলে জন জীবনে বড় ধরনের এক বিপর্যয় নেমে আসে, যার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন আফীফ উদ্দীন আত্-তাবারী তার ইতিহাস গ্রন্থে। জুমাদাসল উলা মাসের সাতাশ তারিখ কাযী জালাল উদ্দীন মিসরের কাযীর পদ থেকে অপসারিত হন। এর অব্যবহিত পরেই সিরিয়ার কাযী ইবনুল মাজদের মৃত্যুর সংবাদ আসে। তখন জালাল উদ্দীনকে সুলতান সিরিয়ার কাযী পদে নিয়োগ দেন। তিনি দ্রুত তথায় গমন করে কাজে যোগদান করেন। এরপর হানাফী মাযহাবের কাযী বুরহান উদ্দীন ইবন্ 'আবদুল হককে এবং হাম্বলী মাযহাবের কাযী তকিউদ্দীনকে সুলতান তাদের পদ থেকে অপসরণ করেন।

তিনি তার পুত্র সদরুদ্দীনকে মানুষের পাওনা ফেরৎ দেয়ার নির্দেশ দেন, যার পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ দিরহাম। জালাল উদ্দীনের সিরিয়া গমনের পাঁচ দিন পর জুমাদাস সানিয়াহ মাসের উনিশ তারিখ সোমবার সুলতান নগরীর প্রখ্যাত ফকীহগণকে তার দরবারে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। সকলে সমবেত হলে তিনি জানতে চান, মিসরের কাজী পদের জন্যে উপযুক্ত কে? সবাই এ ব্যাপারে ইয্যুদ্দীন ইবন্ জামাআতের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। সুলতান তখন তাকে মিসরের কাযী পদে নিয়োগ দেন। এরপর তিনি হুসামুদ্দীন হাসান ইবন্ মুহাম্মাদ ঘুরীকে বাগদাদে হানাফীদের কাজী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তখন তারা দুজনেই সুলতানের দরবার থেকে বেরিয়ে মাদ্রারাসা সালিহিয়ায় চলে যান। সেখানে তাদেরকে খিল্আত বা কাজীর সরকারী পোশাক পরিয়ে দেয়া হয়। ইয্যুদ্দীন ইবন্ জামাআত কামিলিয়া মাদ্রারাসার দারুল-হাদীসের দায়িত্ব তার সঙ্গী শায়খ ইমাদুদ্দীন দিমইয়াতির উপর ন্যাস্ত করেন। তিনি কাজের প্রথম দিন إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "কাজের ফল নিয়ত অনুযায়ী হয়"– এ হাদীসের দারস পেশ করেন, সনদ বর্ণনা করেন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। অল্প সংখ্যক নায়িবকে সুলতান স্ব-পদে বহাল রেখে অধিকাংশকে পর্যায়ক্রমে অব্যাহতি দান করেন। একজনকে নিয়োগ দানের ব্যাপারে সুলতান আগের থেকে ইংগিত দিয়ে আসেন। জুমাদাস সানিয়াহ মাসের পঁচিশ তারিখ আসলে তিনি ইমামুল আলম মুওয়াফ্ফাক উদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ আবদুল মালিক মুকাদ্দাসীকে অপসারণের বিনিময়ে হাম্বলীদের কাযী নিযুক্ত করেন। এভাবে মালিকী মাযহাব ব্যতীত আর কোন মাযহাব থেকে কাযী পদে নিয়োগ হতে বাদ পড়েনি।

রায় নগরীতে অবস্থিত সাবাবিয়া দারুল কুরআন ও দারুল হাদীস মাদরাসাটি খুলে দেয়া হয়। শামসুদ্দীন ইবন্ তাকিউদ্দীন ইবন্ সাবাব সওদাগার মাদ্রারাসাটি প্রতিষ্ঠা পতিত হয়। 'আলাউদ্দীন' আলী ইবন্ কাযী মুহীউদ্দীন ইবন্ ফজ্লুল্লাহ রমাদান মাসে মিসরে গোপনীয় দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে তার পিতা এ পদে কর্মরত থেকে ইন্তিকাল করেন। তার জীবনালেখ্য পরে আলোচনা করা হবে। তাকে ও তার ভাই বদরুদ্দীনকে খিল্আত পরান হয়। সুলতানের দরবারে হাজির হওয়ার জন্যে তাদেরকে আহবান জানান হয়। তার অপর ভাই শিহাবুদ্দীন হজ্জে গমন করেন।

এ মাসে মিসরের পশ্চিম পাশে শিলাবৃষ্টি বর্ষিত হয়। শিলাগুলো আকারে ডিম ও ডালিমের মত বড়। এর আঘাতে গাছপালাঃ ক্ষেত-খামার ও জিনিসপত্রের বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। যয়নুদ্দীন কিনানির মৃত্যুর পর তার স্থানে শিহাবুদ্দীন 'আসজাদী কুব্বায়ে মানসূরিয়ার শায়খুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন এবং তেইশ রমাদান হতে দারসে হাদীস শুরু করেন। প্রথম দিনে জাওলীর সনদে বর্ণিত মুসনাদে শাফিঈ হতে একটি হাদীসের পাঠদান করেন। এরপর শায়খ আছীরুদ্দীন আবু হাইয়ানের সাথে হুজ্জায় চলে যায়। সেখানে শায়খ ইবনুয্-যুবায়র থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং সুলতানের জন্যে দু'আ করেন। তার মজলিসে কাযী ও অন্যান্য লোকজন এসে ভীড় জমাত। যুলকা'দাহ মাসে সিরিয়ার বারানিয়া শহরে প্রধান বিচারপতি বা 'কাযিউল কুযাত' শামসুদ্দীন ইবন্ নকীব দারস দেয়া শুরু করেন। কাযী জামালুদ্দীন ইবন্ জুমলার মৃত্যুর পর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। বহু সংখ্যক ফকীহ ও কর্মকর্তা তার মজলিসে উপস্থিত হতো এবং বিশাল আকারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। প্রধান বিচারপতি জালালুদ্দীন কাযবিনির পুত্র তাজুদ্দীন আবদুর

রহিম আদিলিয়া সগীরা মাদরাসায় হাদীসের দারস দেন। তিনি শায়খ শামসুদ্দীন ইবনুন নাকীবের স্থলে জামিয়া বারানিয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তার দারসে বহু কাযী ও পদস্থ লোকজন অংশগ্রহণ করতো। এ মাসেই কাযী সদরুদ্দীন ইবন্ কাজী জালালুদ্দীন আনৃবিকিয়া মাদরাসায় এবং তার ভাই খতীব বদরুদ্দীন গাজালিয়ায় ও আদিলিয়ার পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে দারস পেশ করেন। এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশেষ ব্যক্তিবর্গ:

আমীরুল কবীর বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ ফখরুদ্দীন ঈসা ইবন্ তুরকমানী

তিনি মিসরের মন্ত্রী থাকাকালে বিখ্যাত 'জামিউল-মিকইয়াস' প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর শাসনকর্তা হিসেবে তাকে সিরিয়ায় স্থানান্তর করা হয়। পরে মিসরে ফিরে আসেন এবং আমৃত্যু সেখানেই থাকেন। অবশেষে সবার প্রশংসা কুড়িয়ে রবিউস সানী মাসের পাঁচ তারিখ তিনি মিসরের 'হাসিনিয়ায়' শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (আল্লাহ্ তাকে রহম করুন)।

প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন

পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ ইবন্ মাজদ ইবন্ 'আবদুল্লাহ ইবন্ হুসায়ন ইবন্ 'আলী আর-রাযী। জন্মসূত্রে আরবিলী, দামিস্কে বসবাসকারী ও শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। তিনি দামিস্কে শাফিঈ-মাযহাবের কাযী ছিলেন। হিঃ ৬৬২/ খৃ. ১২৬৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানার্জনে লিপ্ত থেকে খ্যাতি অর্জন করেন ও যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেন। হিজরী ৯৩ সাল থেকে তিনি ফাতাওয়া দিতে শুরু করেন। তিনি প্রথমে ইকবালিয়ায় ও পরে 'রওয়াহিয়া' ও 'তুরবাতু উম্মুস্-সালিহ' প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দান করেন। বায়তুল মালের দায়িত্বভার তার উপর ন্যাস্ত করা হয়। অবশেষে তিনি সিরিয়ার প্রধান বিচারপতির পদে সমাসীন হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। জুমাদাল উলা মাসের সূচনালগ্নে 'মাদরাসায়ে আদিলিয়ায় তাঁর ইন্তিকাল হয়। 'বাবুস-সগীর' গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সদয় হোন)।

আশ্-শায়খুল ইমামুল 'আলম ইবন্ মারহাল

পূর্ণ নাম যায়নুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ 'আবদুল্লাহ ইবন্ শায়খ যায়নুদ্দীন 'উমার ইবন্ মাক্কী ইবন্ 'আবদুস-সামাদ ইবনুল মুরসাল। তিনি দামিস্কে অবস্থিত জামিয়া বারানিয়া ও যারাবিয়ার শিক্ষক ছিলেন। এর আগে তিনি মাশহাদে হুসায়নিয়ার শিক্ষক ছিলেন। তিনি একাধারে প্রখ্যাত 'আলিম, ফকীহ, নীতিশাস্ত্রবিদ ও তার্কিক ছিলেন। তাঁর দৈহিক গঠন ছিল আকর্ষণীয়। তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী, দীনদার ও পবিত্র ছিলেন। এক সময় তিনি দামিস্কে ইলমুদ্দীন আখনাঈর স্থলাভিষিক্ত হয়ে অনেক প্রশংসা অর্জন করেন। রজব মাসের উনিশ তারিখ বুধবার তিনি ইন্তিকাল করেন। পর দিন মসজিদে দাইয়ানের সন্নিকটে পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। কাযী-জালালুদ্দীন তার সালাতে জানাযায় উপস্থিত হন। তার সম্মানে তিনি মিসর থেকে মাত্র দু'দিনের জন্য আসেন। তার পরে কাযী বুরহান উদ্দীন 'আবদুল হক আসেন পাঁচ দিনের সময় নিয়ে। তার সাথে তার পরিবার এবং সন্তানাদিও ছিল। তার মৃত্যুর পর প্রধান বিচারপতি জামালউদ্দীন ইবন্ 'জুম্লাহ জামিয়া বারানিয়ায় শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু কয়েক মাস পর তিনিও ইন্তিকাল করেন। সেটি ছিল যিলকাদ মাসের চৌদ্দ তারিখ

বৃহস্পতিবার। শায়খ ইল্‌মুদ্দীন বারঝানীর ইতিহাস গ্রন্থে তার জীবনী এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি জামাল উদ্দীন সালিহী

পূর্ণ নাম জামাল উদ্দীন আবুল মাহাসিন ইউসুফ ইবন্ ইব্রাহীম ইবন্ জুমলাহ ইবন্ মুসলিম ইবন্ হুমাম ইবন্ হুসায়ন ইবন্ ইউসুফ আস্-সালিহী আশ-শাফিঈ। তার পিতার মাদ্রারাসা সারুরিয়ায় আগমন করলে আকস্মিকভাবে মৃত্যু ঘটে। সে দিন ছিল যুলহাজ্জ মাসের চৌদ্দ তারিখ বৃহস্পতিবার। যোহরের সালাত আদায়ের পর তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। কাসিউন পর্বতের পাদদেশে তাকে দাফন করা হয়। হিজরী ছয়শ বিরাশি (১২৮৪ খৃ.) সালের গোড়ার দিকে তার জন্ম। ইবনুল বুখারী প্রমুখের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং বর্ণনাও করেন। অনেকগুলো বিষয়ের উপর তার ছিল গভীর পাণ্ডিত্য। তিনি পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন ও প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ফাতাওয়া প্রদান করেন ও তাতে যাচাই-বাছাই করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দান করেন। তিনি ছিলেন অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। গবেষণা ও মানব-কল্যাণে তার ছিল বহু অবদান। তিনি ছিলেন অদম্য সাহসী ও আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তার মধ্যে ছিল মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, পরোপকারিতা ও অধিকার আদায়ের গুণাবলী। দামিস্কে তিনি প্রথমে অন্যের স্থলবর্তী হয়ে এবং পরে স্বয়ং দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে বিচারকাজ পরিচালনা করেন। অনেক বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষকতা করেন। জামিয়া বারানিয়ায় শিক্ষক থাকাকালে তাঁর ইন্তিকাল হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার জানাযায় শরীক হয়।

শায়খুল ইসলাম কাযিউল কুযাত ইবনুল বারিযী

পূর্ণ নাম শরফুদ্দীন আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবন্ কাযিউল কুযাত নাজমুদ্দীন 'আবদুর রহীম ইবন্ কাজী শামসুদ্দীন আবু তাহির ইব্রাহীম ইবন্ হিবাতুল্লাহ্ ইবন্ মুসলিম ইবন্ হিবাতুল্লাহ আল্-জুহায়নী আল্-হামাবী। ইবন্ বারিযী নামে খ্যাত। তিনি হামার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের অনেক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা। ছয়শ পঁয়তাল্লিশ হিজরী (১২৪৭ খৃ.) রামাদান মাসের পাঁচ তারিখে তার জন্ম। তিনি বহু হাদীস শ্রবণ করেন এবং অনেক বিষয়ের পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর বহু সংখ্যক বড় বড় গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি প্রত্যুৎপন্নমতি ও নেককার লোকদের প্রতি ভাল ধারণা পোষণকারী ছিলেন। সর্ব-সাধারণের নিকট তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি শহরের নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে ফাতাওয়া দেয়ার অনুমতি দেন। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান। এতদসত্ত্বেও বেশ কিছুকাল যাবত তিনি বিচার কাজ চালিয়ে যান। তারপরে স্বীয় দৌহিত্র-নাজমুদ্দীন 'আবদুর রহীম ইবন্ ইব্রাহীমের উপর দায়িত্ব দিয়ে তিনি অব্যহতি গ্রহণ করেন। এ অবস্থায়ও বিচারকার্য হতে তিনি একেবারে নযর সরিয়ে নেননি। যিলকাদ মাসের বিশ তারিখ বুধবার ঈশা ও বিতর সালাত আদায়ের পর তার ইন্তিকাল হয়। ফরয-নফল কোন সালাতই তার থেকে ছুটে যায়নি। পরদিন জানাযা শেষে 'আকাবায়ে-নাকীরীনে' তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল তিরানব্বই বছর।

শায়খুল ইমামুল আলম

নাম শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন্ বুরহান। তিনি হালবে হানাফী মাযহাবের শায়খ ছিলেন। তিনি জামে' কবিরের ব্যাখ্যাতা। তিনি একজন উঁচুমানের সৎলোক ছিলেন। মানুষের মেলামেশা থেকে তিনি সাধারণত দূরে থাকতেন। লোকজন তার দ্বারা অনেক উপকৃত হতো। এ বছর রজব মাসের আটাশ তারিখ জুমার রাতে তিনি ইন্তিকাল করেন। আরবী ভাষা ও ইলমে কিরআতসহ বিভিন্ন বিষয়ে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

একান্ত সচিব কাজী মুহীউদ্দীন ইবন্ ফাদলুল্লাহ

তাঁর পূর্ণ নাম 'আবুল মা'আলী ইয়াহইয়া ইবন্ ফাদলুল্লাহ ইবন্ মুহাল্লী ইবন্ দা'জান ইবন্ খাল্ফ আল্-আদাবী আল্-আমরী। তিনি ছয়শত পয়তাল্লিশ হিজরী (১২৪৭ খৃ.) সালের শাওয়াল মাসের এগার তারিখ কুর্খ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং তা অন্যের নিকট বর্ণনা করেন। তিনি স্বীয় ভ্রাতা শরফুদ্দীনের আমলে ও তৎপরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য ছিলেন। সিরিয়া ও মিশরের রাষ্ট্রীয় গোপন বিষয় তিনি সংরক্ষণ করতেন। রমাদান মাসের নয় তারিখ বুধবার রাত্রে তিনি ইন্তিকাল করেন। পরদিন কুরাফায় তাকে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র 'আলাউদ্দীন উক্ত পদে সমাসীন হন। পিতাকে পেশাগত কাজে সহযোগিতা দানকারী তিন পুত্রের মধ্যে আলাউদ্দীন সর্বকনিষ্ঠ।

শায়খুল ইমাম 'আল্লামা ইবনুল কাত্তানী

নাম যায়নুদ্দীন ইবনুল কাত্তানী। তিনি মিসরে শাফিঈ মাযহাবের শায়খ বা প্রধান ছিলেন। তার পূর্ণ নাম আবু হাফ্স উমার ইবন্ আবুল হায্ম ইবন্ 'আবদুর রহমান ইবন্ ইউনুস। তার পূর্বপুরুষ দামিস্কের অধিবাসী ছিলেন। হিজরী ছয়শ তিপ্পান্ন (১২৫৫ খৃ.) সালের কোন এক সময়ে তিনি কায়রোতে জন্ম গ্রহণ করেন। দামিস্কে লেখাপড়া শেষে তিনি মিসরে চলে আসেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মজুতদারী ও গুদামজাত ব্যবসার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার ফয়সালা করার দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত করা হয়। এরপর তিনি শায়খ তকিউদ্দীন ইবন্ দাকীকুল ঈদ এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিচারকাজ পরিচালনা করেন। এ সময় তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষকতা করেন। কুব্বাতুল মানসূরিয়ার দারুল-হাদীসের দায়িত্বভার তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়। তিনি ছিলেন দেশের একজন খ্যাতনামা 'আলিম। তিনি কল্যাণকর অনেক কিছুরই অধিকারী ছিলেন। তবে তার স্বভাবের মধ্যে কিছুটা সংকীর্ণতা ও কৃপণতা বিদ্যমান ছিল। তিনি জীবনে কখনও বিবাহ করেননি। তিনি মানুষের সংশ্রব থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। তিনি সুঠাম দেহ ও সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। উৎকৃষ্ট সুস্বাদু খাদ্য আহার করতেন এবং কোমল মসৃণ বস্ত্র পরিধান করতেন। তিনি বাগ-বাগীচা ছাড়াও অঢেল ধন-সম্পদ ও স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক ছিলেন। তিনি কোন কোন 'আলিমের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করতেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। এ বছর মধ্য রামাদানে তার মৃত্যু হয় এবং কারাফাতে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

শায়খুল ইমাম আল্লামা ইবন্ কুওয়াই

তার পূর্ণ নাম রুক্‌নুদ্দীন ইবন্ কুওয়াই আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন্ আবদুর রহমান ইবন্ ইউসুফ ইবন্ 'আবদুর রহমান ইবন্ 'আবদুল জলীল আল্-ওসী আল্-হাশিমী আল-জা'ফরী আত-তিউনিসী আল-মালিকী। তিনি ইবনুল কুওয়াই নামে খ্যাত। তিনি একজন বিশিষ্ট 'আলিম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র শরীআতের দীনী বিভাগসমূহ ও স্বতন্ত্র অনেক বিষয়ের গভীর জ্ঞান তিনি অর্জন করেন। তিনি মানকূদ সিরিয়ার শিক্ষক ছিলেন। মারিস্তান মানসূরে তিনি চাকুরী করতেন। যিলহাজ্জ মাসের সতের তারিখ সকালে এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি অনেক সম্পদ ও আসবাবপত্র রেখে যান। সেগুলো সবই বায়তুল মালে জমা হয়।

শায়খ শিহাবুদ্দীন আবু শামা আল-মুকাদ্দাসী কর্তৃক রচিত ইতিহাসের শেষে আমাদের শায়খ ইলমুদ্দীন বারযালী পরিশিষ্ট আকারে যেটুকু বৃদ্ধি করেছেন, এখানে তা শেষ হল। ইলমুদ্দীনের ইতিহাসের শেষে আমি (গ্রন্থকার) একটা পরিশিষ্ট লিখেছি, যা আমাদের যুগ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। সাতশ একান্ন হি. (১৩৫১ খৃ.) সালের জুমাদাস সানিয়াহ মাসের বিশ তারিখ বুধবার 'ইলমুদ্দীনের' ইতিহাস লেখা শেষ হয়। আল্লাহ্ এর পরিসমাপ্তি কবুল করুন। আমিন। আদম সৃষ্টি থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত লেখা এখানে এসে শেষ হয়। সকল প্রশংসা ও মেহেরবানীর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। হারীরী কত উত্তম কথা বলেছেন:

وان تجد عيبا فسد الخللا - فجل من لا عيب فيه وعلا -

"তুমি যদি কোন ত্রুটি পাও, তাহলে তা মূল বিষয়কে নষ্ট করে দেবে। যার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই, সেই-ই স্বচ্ছ ও মর্যাদাবান।"

হিজরী ৭৩৯/ খৃ. ১৩৩৯ সাল

এ সাল যখন শুরু হয়, তখন মিসর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সিরিয়া ও তার আশপাশ অঞ্চল এবং হারামায়ন শরীফায়নে ইসলাম ও মুসলমানদের সুলতান ছিলেন মালিক নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ মালিক মানসুর কালাউন। মিসরে তার কোন নায়িব এবং কোন মন্ত্রী ছিল না। বিচার কাজের জন্যে মিসরে শাফিঈ মাযহাবের কাযী ছিলেন কাযিউল কুযাত ইয্‌যুদ্দীন ইবন্ কাযিউল কুযাত সদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ ইব্রাহীম ইবন্ জামায়াত; হানাফী মাযহাবের কাযী ছিলেন-কাযিউল কুযাত হুসামুদ্দীন গূরী, হাসান ইবন্ মুহাম্মাদ। মালিকী মাযহাবের কাযী ছিলেন-তকিউদ্দীন আখনাঈ এবং হাম্বলী মাযহাবের কাযী ছিলেন-মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন ইবন্ নাজাল-মুকাদ্দাসী। সিরিয়ায় সুলতানের নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন তানকুয। এখানকার বিচার কাজে শাফিঈ মাযহাবের জন্যে ছিলেন মিসর থেকে অব্যহতি প্রাপ্ত জালালুদ্দীন কায্‌বিনী; হানাফী মাযহাবের জন্যে-ইমাদুদ্দীন তুরসীসী; মালিকী মাযহাবের জন্যে-শরফুদ্দীন হামাদানী এবং হাম্বলী মাযহাবের জন্যে-আলাউদ্দীন ইবনুল মুনজা তানুসী।

এ বছরের উল্লেখযোগ্য বিষয়: এ বছর সিকরিতে দারুল-হাদীসের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এ প্রতিষ্ঠানে শায়খ পদে যোগদান করেন ইমাম হাফিজ ও ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবন্

শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ সাহাবী। ত্রিশজন মুহাদ্দিস নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেকের জন্যে মাসিক ভাতা ও সম্মানীর ব্যবস্থা ও দৈনিক খরচ হিসেবে সাত দিরহাম ও আধা রতল (বিশ তোলা) চাপাতি বরাদ্দ দেয়া হয়। শায়খের জন্যে বরাদ্দ রাখা হয় ত্রিশ দিরহাম ও এক রতল (চল্লিশ তোলা) রুটি। ত্রিশজনকে কুরআন প্রশিক্ষণের জন্যে নিয়োগ দেয়া হয়। এদের মধ্যে প্রতি দশজনের জন্যে একজন শায়খ থাকত। প্রত্যেক কুরআন শিক্ষার্থীর জন্যে মুহাদ্দিসদের অনুরূপ ভাতা বরাদ্দ ছিল। প্রতিষ্ঠানে একজন করে ইমাম, হাদীসের পাঠক ও ডেপুটি নিযুক্ত ছিল। হাদীসের পাঠকের জন্যে বিশ দিরহাম ও আট আওকিয়া বরাদ্দ ছিল। দারুল হাদীসের নির্মাণশৈলী ও কারুকার্য ছিল অতি চমৎকার। দারুল হাদীসের সামনাসামনি ছিল দারুয্-যাহাব। তানকুয এটা নির্মাণ করে ওয়াক্ফ করে দেন। এই সাথে আরও কতগুলো স্থানও তিনি ওয়াক্ফ করেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বাবুল ফুরূজ এর সন্নিকটে সাধারণ মার্কেট। পূর্ব ও পশ্চিমে এর দৈর্ঘ ছিল বিশ গজ। কিতাবুল ওয়াকফে এর নাম বলা হয়েছে-সূকুল কাশ্শাশীন। যায়দান বন্দর ও হিম্স নগরীর প্রাচীন হাম্মামখানা, দারুল হাদীসের আশপাশের গ্রামের কিছু অংশও তিনি ওয়াক্ফ করে দেন। তবে কাশ্শাশীন মার্কেট ব্যতীত অন্যান্য ওয়াকফের উপর-এর প্রাধান্য রয়েছে।

কাজী তাকিউদ্দীন 'আলী ইবন্ 'আবদুল কাফী আসসুবুকী আশ্ শাফিঈ এ বছর দামিস্কের শাসনকর্তা হিসেবে মিসর থেকে আগমন করেন। তাকে শাসক হিসেবে পেয়ে সিরিয়ার লোকজন অত্যন্ত আনন্দিত হয়। তার ইল্ম, দীনদারী ও আমানতদারী সম্পর্কে জানা থাকায় জনগণ এসে তার সাথে সাক্ষাৎ ও সালাম বিনিময় করে। দামিস্কে আগমনকারীদের প্রথা অনুযায়ী তিনি আদিলিয়া কবিলায় অবস্থান করেন। গাযালিয়া ও আতাবুকিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি পাঠদান করেন। তিনি প্রথমে তার এক পিতৃব্য পুত্র কাজী বাহাউদ্দীন আবুল বাকা-কে এবং পরে অপর পিতৃব্য পুত্র আবুল ফাতাহ্কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। কাযিউল কুযাত জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুর রহিম আল কাযবিনী আশ শাফিঈর মৃত্যুর পর তিনি সিরিয়ার কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন। এ বছর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যু আলোচনায় তার উল্লেখ করা হবে।

সাতশ উনচল্লিশ হিঃ (১৩৩৯ খৃ.) সালের মুহাররম মাসে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন :

প্রধান বিচারপতি আল্লামা ফখরুদ্দীন

তার পূর্ণ নাম, ফখরুদ্দীন 'উছমান ইবন্ যায়ন 'আলী ইবন্ 'উছমান হালবী ইবন্ খতীব জসর ইবন্ শাফিঈ। তিনি হালেবের কাজী ও ইমামের দায়িত্বও পালন করতেন। তিনি ফিক্হ শাস্ত্রে ইবন্ হাজিবের মুখতাসার গ্রন্থের শরাহ লিখেছেন। তাছাড়া ইবন্ সাআতি রচিত 'আলবাদী' কিতাবেরও শরাহ লিখেছেন। তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং দীনী খিদমতে অবদান রেখেছেন। শায়খ ইবন্ নকীবের অব্যহতির পর তাকে হালবের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। কিছুদিন পর-সুলতান তাকে তলব করলে এসময়ে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার পুত্রের নাম কামাল। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল সত্তর বছরের অধিক। আরও যারা এ সালে মারা যান, তারা হলেনঃ

কাযিউল কুযাত জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ 'আবদুর রহমান

আল্-কাসবীনী আশ-শাফিঈ। তাতারীদের আমলে জালালুদ্দীন ও তাঁর ভাই ইমামুদ্দীন আপন শহর কাযবীন ছেড়ে দামিস্কে চলে আসেন। তারা উভয়েই ছিলেন শীর্ষ পর্যায়ের আলিম। স্বদেশ ছেড়ে দামিস্কে তাদের এ আগমন ঘটে হিজরী ছয়শ নব্বই (১২৯২ খৃ.) সালের পরে। তিনি ইমামুদ্দীন তুরবাতু উম্মুস্-সালিহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করেন। স্বীয় ভ্রাতা জালালুদ্দীনকে বাদিরাইয়ায় (بادرائية) শায়খ বুরহানুদ্দীন ইবন্ শায়খ তাজুদ্দীন শায়খুশ শাফিয়ার কাছে নিয়ে আসেন। এরপর নিয়তির আর্শিবাদে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। ইমামুদ্দীন দামিস্কে শাফিঈ মাযহাবের কাজী নিযুক্ত হন। কাজী বদরুদ্দীন ইবন্ জামাআহ থেকে এ পদ ছিনিয়ে নিয়ে তাকে দেয়া হয়। বিপর্যয়ের বছর লোকজন সহকারে তিনি গোপনে মিসরে চলে যান এবং তথায় মৃত্যুবরণ করেন। ইবন্ জামাআহকে পুনরায় বিচারকের দায়িত্ব দেয়া হয়। ৭০৩ হি:/১৩০৪ খৃ. শহরে খুত্বা দেয়ার লোকের অভাব হয়ে পড়ে। তখন উপরোল্লিখিত জালালুদ্দীনকে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর ৭২৫/১৩২৫ সালে তাকে দামিস্কের কাজী ও খতীবের পদে নিযুক্ত করা হয়। ৭২৭ হি:/১৩২৭ খৃ. সালে মিসরের প্রধান অক্ষম হয়ে পড়লে জালালুদ্দীনকে মিসরে স্থানান্তর করা হয়। ৭৩৮ হি:/১৩৩৮ খৃ. সালে সুলতান মালিক নাসির কতগুলি কারণে তার প্রতি ক্ষুব্ধ হন। কারণ অনেক এবং বিস্তারিত বর্ণনা সাপেক্ষ। অত:পর সুলতান তাকে সিরিয়া পাঠিয়ে দেন। এ সময় প্রধান বিচারপতি শিহাবুদ্দীন ইবন্ মাজ্দ আবদুল্লাহর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। তখন সুলতান তাকে পুনরায় সিরিয়ার কাজী পদে নিয়োগ দেন। এ সময় তিনি নিজ পুত্র দামিস্কের খতীব বদরুদ্দীনকে বিচার কাজের সহযোগী হিসেবে নিযুক্ত করেন। এ বছরের শেষের দিকে তিনি ইন্তিকাল করেন। সাওফিয়ায় তাকে দাফন করা হয়। 'ইলমে মা'আনী' ও 'ইলমে বয়ান' (অলংকার) শাস্ত্রে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। অনেক ক্ষেত্রে ফাতাওয়া দেয়ার কাজও তাকে করতে হতো। অলংকার শাস্ত্রে তার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ আছে। এর মধ্যে তাল্‌খীস নামক গ্রন্থটি সমধিক প্রসিদ্ধ। এটি সাক্কাকির 'মিফতাহ' গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। তিনি ছিলেন অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল সত্তর বছর বা তার চেয়ে কিছু বেশী।

শায়খ ইমাম হাফিজ ইবন্ বারযালী

ইনি এ বছর যিলহাজ্ব মাসের চার তারিখ রোববার ইন্তিকাল করেন। তার পূর্ণ নাম, 'ইল্‌মুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ কাসিম ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ বারযালী। তিনি শাম দেশের সিরিয়ার ইতিহাস রচয়িতা এবং শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শায়খ ইবন্ আবু শামার মৃত্যুর বছর ছয়শ পয়ষাট্টি হিজরী (১২৬৭ খৃ.) সালে তার জন্ম। শায়খ শিহাবুদ্দীনের ইতিহাস গ্রন্থের শেষে তিনি পরিশিষ্ট লিখেছেন। এ পরিশিষ্টে শিহাবুদ্দীনের মৃত্যু ও নিজের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ইতিহাস লেখা হয়েছে। তার মৃত্যু হয় ইহ্‌রাম অবস্থায়। গোসল দেয়ার পর মাথা অনাবৃত রেখে কাফন পরান হয়। দাফন করার জন্যে জানাযা বহন করে নেয়ার সময় লোকজন চারপাশ থেকে অঝোরে কাঁদতে থাকে। মুসলমানদের নিকট-এ দিনটি একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকে। এক হাজারেরও অধিক শায়খ থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি মুহাদ্দিস শামসুদ্দীন ইবন্ সা'দ মারহুমের শায়খদের তালিকা ও প্রত্যেকের বর্ণিত হাদীস সংকলন করেন, তবে তা শেষ করতে

পারেননি। অনেক হাদীস তিনি শুনেছেন এবং অনেক হাদীস বর্ণনাও করেছেন। তার হস্তলেখা ছিল চমৎকার এবং আখলাক বা চরিত্র ছিল উন্নত। কাজীদের নিকট হতে এবং তার শায়খদের নিকট হতে তিনি অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছেন। গ্রন্থকার বলেন, আমি শুনেছি ইবন্ তাইমিয়া বলেছেন, কথিত আছে, বারযালী পাথরের উপর লিখতেন। দলমত নির্বিশেষে সকলেই তাকে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত। তার সন্তানাদি ছিল, কিন্তু সবাই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মারা যায়। ফাতিমা নামে তার এক কন্যা বুখারী শরীফ তের খন্ডে লিপিবদ্ধ করে পিতার সামনে পেশ করে। তিনি মসজিদে হাফিজ মুযিকে সেগুলো পড়ে শুনান। অত:পর এ কপিটি নির্ভরযোগ্য মূল কপি হিসেবে পরিগণিত হয়। এ কপি অনুকরণ করে লোকে অন্যান্য কপি প্রস্তুত করতো। তিনি ছিলেন নূরিয়ার শায়খুল হাদীস। তথায় সানিয়ায় দারুল হাদীস, কুসিয়ার দারুল হাদীস, জামি' ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসহ হাদীসের 'আলিমদেরকে নিজের যাবতীয় কিতাব ওয়াক্ফ করে দেন। তিনি ছিলেন বিনয়ী ও সকলের প্রিয় পাত্র ও আস্থাভাজন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বছর। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহম করুন।

ঐতিহাসিক শামছুদ্দীন

তাঁর নাম, মুহাম্মাদ ইবন্ ইব্রাহীম আল্-জাওযী। তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা। এ গ্রন্থে তিনি সমস্ত নবীদের ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন। হাফিজ মুখী যাহাবী, বারযালী প্রমুখ এ গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছেন। এতে বর্ণিত তথ্য তারা গ্রহণ করেছেন এবং এর উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছেন। আশি বছর বয়স অতিক্রম হওয়ার পর তার বার্ধক্যের দুর্বলতা দেখা দেয়, শ্রবণ শক্তি হ্রাস পায় এবং লেখায় দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তিনি শায়খ নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদের পিতা এবং মাজদুদ্দীন তার ভ্রাতা।

হিজরী ৭৪০ (খৃ. ১৩৪০ সাল)

এ সালের আগমনকালে মুসলমানদের সুলতান ছিলেন মালিক নাসির। বিভিন্ন শহরে তার শাসনকর্তা ও কাজী পদে তারাই নিয়োজিত ছিলেন, যাদের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু সিরিয়ায়। সেখানে শাফিঈ মাযহাবের কাযবীনী মারা যান এবং তদস্থলে আল্লামা সুবুকীকে নিয়োগ দেয়া হয়। এ বছরে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনার বিবরণ এই যে, খৃষ্টানদের নেতৃস্থানীয় কতিপয় লোক তাদের গীর্জায় সমবেত হয়। নিজেদের মধ্য হতে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে তথায় হাজির করা হয়। এগুলো তারা দুই পাদ্রির কাছে সমর্পণ করে। রোম থেকে তারা এখানে আসে। দুজনেই নিফাত বা পেট্রোল জাতীয় তৈল তৈরি করতে দক্ষ ছিল। একজনের নাম আলানী (علان) এবং অন্য জনের নাম 'আযির (عاذر)। তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ নুফাত (পেট্রোল) তৈরি করল। তারা এমন কৌশল অবলম্বন করে যে কোথাও স্থাপনের চার ঘন্টা বা তার চেয়েও অধিক সময় পর এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হবে। দিবসের শেষ প্রহরে পাদ্রিদ্বয় দাহশার নিকট অবস্থিত সূকুর রিজালে (পুরুষ মার্কেট) ব্যবসায়ীদের কতকগুলি দোকানের ফাঁকে ফাঁকে নুফাত রেখে আসে। এ কাজ করার সময় তারা মুসলমানদের পোষাক পরিধান করে এমন সতর্কতা অবলম্বন করে, যাতে কেউ কিছু বুঝতে না পারে। রাত্রিবেলা

লোকজনের অজান্তে হঠাৎ করে অগ্নি সৃষ্টি হয়ে ঐ দোকানগুলোতে আগুন ধরে যায় এবং তা সম্প্রসারিত হয়ে উল্লিখিত বাজারের লাগোয়া পূর্ব পাশের মিনারা পর্যন্ত সারিবদ্ধ দোকানের দিকে ধাবিত হয়। উক্ত গলির সারিবদ্ধ সকল দোকানের দিকে ধাবিত হয়। উক্ত গলির সারিবদ্ধ সকল দোকানপাট পুড়ে যায়। ইতিমধ্যে সুলতানের নায়িব ও আমির ওমরাগণ তথায় উপস্থিত হয়। তারা মিনারায় আরোহন করে দেখেন অগ্নি উত্থিত হচ্ছে। তবে আল্লাহ্র দয়া ও মেহেরবানীতে জামে' মসজিদ আগুন হতে নিরাপদ থাকে। আযান দেয়ার জন্যে নির্মিত উঁচু মাচান, যেখান থেকে মিনারায় উঠার সিড়ি স্থাপিত, তা অগ্নিদগ্ধ হয়ে পাথরগুলো খসে পড়ে ভেঙ্গে যায়। পরে নতুন পাথর বসিয়ে তা পুনঃনির্মাণ করা হয়। এ হচ্ছে মসজিদের পূর্ব দিকের সেই মিনার, যার উপর ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) অবতরণ করবেন বলে হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। সামনে ঈসা (আ)-এর অবতরণ ও দাজ্জাল কর্তৃক শহর বেষ্টন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

বস্তুত খৃষ্টানগণ কয়েক দিন ধরে সলাপরামর্শ করে পরিকল্পনা নেয় যে, জামে' মসজিদের পশ্চিম দিক থেকে শুরু করে আশপাশের সন্নিবিষ্ট শহরগুলো পুরোপুরিভাবে তাদের অধিকারে নিয়ে নেবে এবং সেখানকার লোকজনের অর্থ-সম্পদ ও অস্ত্র-শস্ত্র কব্জা করবে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)। এ দিকে আগুনের লেলিহান শিখা শহরের আশপাশের ঘর-বাড়ি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মাদ্রাসা আমিনিয়ার এক পাশ থেকে মাদ্রাসা মাজকুরার একপাশ পর্যন্ত পুড়ে ভষ্ম হয়। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আগুন যাতে সম্প্রসারিত হয়ে মুসলমানদের ইবাদতখানা পর্যন্ত পৌছে এবং জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেন। সুলতানের নায়িব ও আমিরগণ এসে আগুন ও মসজিদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

সুলতান যখন পরিষ্কারভাবে জানতে পারলেন যে, খৃষ্টানরাই ষড়যন্ত্রমূলক এ কাজ ঘটিয়েছে, তখন তিনি খৃষ্টানদের শীর্ষ নেতাদের আটক করার নির্দেশ দেন। সে মতে প্রায় ষাটজন নেতৃস্থানীয় খৃষ্টানকে আটক করা হয়। এরপর তাদেরকে বেঁধে প্রহার করা হয়, নানা রকম শাস্তি দেয়া হয় এবং তাদের বিভিন্ন অঙ্গ ছেদ করা হয়। এরপর তাদের মধ্য হতে দশজনের অধিক লোককে উটের উপর উঠিয়ে গুলিবিদ্ধ করা হয়। এ অবস্থায় তাদেরকে নিয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করা হয় এবং একের পর এক সকলে মারা যায়। পরে তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে ভষ্ম করে দেয়া হয়। আল্লাহ্র অভিশাপ তাদের উপর বর্ষিত হোক।

তান্কুযকে উচ্ছেদ করার কারণ:

এ বছর যিল্হাজ্জ মাসের চব্বিশ তারিখ মঙ্গলবার সাগাদ এর আমির তশতামার অতি দ্রুত গতিতে আগমন করেন। দামিস্কের সৈন্যগণ যুদ্ধের পোষাক পরিধান করে যাত্রা করে। এ পরিস্থিতিতে সুলতানের নায়িব (আমির সাইফুদ্দীন তানকুয) তার প্রাসাদ থেকে দ্রুতবেগে দারুস সা'আদাতে প্রবেশ করেন। সৈন্যগণ বাবুন-নাস্র এর কাছে পৌছে যায়। তিনি যুদ্ধ পোষাক পরিধান করে মুকাবিলা করার সংকল্প করেন। কিন্তু সৈন্যরা তাকে এ থেকে বিরত রেখে জানায় যে, সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে তার কাছে যাওয়ার মধ্যে মঙ্গল। অবশেষে নিরস্ত্র অবস্থায় তিনি বের হয়ে পড়েন। শহরের উপকণ্ঠে পৌছলে ফখরী ও অন্যরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে পরিবেষ্টন করে কিসওয়ায় নিয়ে যায়। ইয়ালবাগা কুব্বায় পৌছে তারা অবস্থান গ্রহণ করে

এবং তাকে প্রাসাদ হতে বন্দী করে জোর পূর্বক বের করে আনে। এরপর দূত তাকে বন্দী অবস্থায় বাহনে উঠিয়ে সুলতানের নিকট নিয়ে যায়। সুলতান তাকে ঐ অবস্থায় আলেক জান্দ্রিরিয়ার নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সেখানে নেয়ার পর তাকে তার নিকট রক্ষিত গোপন ভাণ্ডার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি কিছু বিষয় স্বীকার করেন। এরপর নির্যাতনের মুখে অবশিষ্ট বিষয়ও স্বীকার করেন। অবশেষে তাকে হত্যা করে আলেক জান্দ্রিরিয়ায় দাফন করা হয়। পরে সেখান থেকে তার লাশ তুলে দামিস্কে আনা হয় এবং তার পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। মৃত্যুকালে তার বয়স ষাট বছর অতিক্রম করেছিল।

তানকুয ছিলেন একজন ন্যায় বিচারক শাসক আল্লাহভীরু, হাত ও লজ্জাস্থান থেকে পুত-পবিত্র। তার শাসনামলে জনগণ অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে জীবন যাপন করে। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সদয় হোন ও তার কবরকে রহমতের পানি দ্বারা আর্দ্র করুন।

তিনি তার জীবদ্দশায় অনেক স্মরণীয় কীর্তি রেখে গিয়েছেন। তার মধ্যে সগাদের কবরস্থান, নাবলুস ও 'আজলুনের জামে' মসজিদ, দামিশকের জামে' মসজিদ, কুদসও দামিশকেরই দারুল হাদীস, কুদ্স প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও খানকা এবং মসজিদে আকসার জন্য ওয়াক্ফকৃত বাজার ও দুর্গ। মসজিদে আকসায় জানালা দেয়ার ব্যবস্থা তিনিই চালু করেন।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আমিরুল মু'মিনিন মুস্তাকফী বিল্লাহ

তাঁর নাম, আবুর্ রাবী সুলায়মান ইবন্ হাকিম বি-আমরিল্লাহ ইবন্ আব্বাস আহমাদ ইবন্ আবূ 'আলী হাসান ইবন্ আবূ বকর ইবন্ আলী ইবন্ আমিরুল মু'মিনিন মুসতার শিদবিল্লাহ আল্-হাশিমী আল্-আব্বাসী। বংশানুক্রমে তিনি বাগদাদের অধিবাসী। হিজরী ছয়শ তিরাশি (১২৮৫ খৃ.) সালে কিংবা তার আগের বছরে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে লেখাপড়া শিখেন এবং অল্পদিন জীবন অতিবাহিত করেন। এ কম বয়সেই পিতা তার উপর খিলাফতের দায়িত্ব ন্যাস্ত করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুকালে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। আল মালিকুন নাসিরের উপর ন্যাস্ত হয়। তিনি তাতারের রণাঙ্গনে তথা তাতারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষে সাতশ দুই হিজরীতে (১৩০৩ খৃ.) শা'বান মাসে তিনি দামিস্কে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় সুলতানের সাথে একই বাহনে চড়ে তিনি আসেন, আর অন্যান্য সকল সেনাধ্যক্ষ আসেন পায়ে হেটে। সুলতান মালিক নাসিরকে কুরখের শাসক হিসেবে তথায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি সে নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন ও বিদ্রোহী হন। তখন আমির উমারাগণ খলীফা মুসতাকফীকে মালিক নাসিরের পক্ষ অবলম্বনকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার পরামর্শ দেন। অত:পর মালিকুল মুজাফ্ফার রুকনুদ্দীন বারবারাস জাশিনকুরকে সুলতানাতের দায়িত্ব দিয়ে তার হাতে পতাকা ও রাজকীয় পোষাক প্রদান করা হয়। এরপর মালিক নাসির মিসরে প্রত্যাবর্তন করলে খলীফা স্বীয় কর্মের জন্যে দু:খ প্রকাশ করেন। এতে মালিক নাসির সুলতানের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে কূস' নামক স্থানে নির্বাসন দেন। কিছুদিন পর এ বছর শা'বান মাসের শুরুতে তিনি 'কূসে' মৃত্যুবরণ করেন।

হিজরী ৭৪১ (খৃ. ১৩৪১) সালের আগমন

এ বছরের প্রথম দিন ছিল বুধবার। মুসলমানদের সুলতান ছিলেন মালিক নাসির মুহাম্মাদ ইব্ন মালিক মানসূর কালাউন। মিসরের কাজী পদে পূর্বে যারা ছিলেন, তারাই বহাল থাকেন। দামিস্কে সুলতানের কোন নায়িব প্রতিনিধি ছিল না। তবে হিম্সের আমির সাইফুদ্দীন তাশ্তামির রাষ্ট্রের কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। আমির সাইফুদ্দীন তানকুযকে ইনিই আটক করে দিনের শেষভাগে নিজ শহরের দিকে যাত্রা করেন। আমির তানকুযের গোপন ভাণ্ডার যেমনি লুকায়িত ছিল, তেমনি লুকায়িত থাকে।

এ বছর মুহাররাম মাসের চার তারিখ সকাল বেলা মিসরের বিভিন্ন শহর থেকে পাঁচজন আমির আগমন করেন। আমির সাইফুদ্দীন বাশতাক নাসিরী, তার সাথে ছিল ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রহরী বারসবগা, তাশার দুওয়ায়দার ও ইয়ান আর আওবাতা। বাশতাক কসরে আবলাক ও মায়াদীনে অবস্থান নেন। অল্প সংখ্যক মামলুক বা গোলাম তার হতে নতুন করে বায়'আত নেয়। কেননা সন্দেহ করা হচ্ছিল যে, সাইফুদ্দীন তান্কুযকে সিরিয়ার নায়িব পদ থেকে আমির ঐ শূন্য পদে যেতে ও তান্কুযের ধনভাণ্ডার দখল করতে সুলতানের সাথে গোপন যোগাযোগ করতে পারে। সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে একই মাসের ছয় তারিখ সোমবার সকালে আমির আলাউদ্দীন তাম্বাগা নায়িব পদে নিযুক্ত হয়ে দামিস্কে প্রবেশ করেন। তখন বাশতাক মিসরের আমির-উমারা ও জনসাধারণ নতুন নায়িবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা রাজকীয় আসনের নিকট সমবেত হয়ে পবিত্র আসন চুম্বন করেন। এরপর নায়িবের সাথে দারুস-সাআদাতে গেলে তিনি তার নিয়োগপত্র পাঠ করে শুনান। গ্রেফতার হন এবং তাদেরকে 'মানসূরা' দুর্গে নিয়ে তোলা হয়। এবং তাদের ধন-সম্পদ হেফাজতে লোক নিয়োগ করা হয়। মঙ্গলবারে আমিরদের প্রধান সাইফুদ্দীন তান্কুযের বাড়িতে হানা দিয়ে তার সন্তান ও পরিবারবর্গকে আটক করে মিসরে প্রেরণ করে। পনের তারিখ বুধবার সুলতানের নায়িব আমির আলাউদ্দীন তাম্বাগা দামিস্ক হতে যাত্রা করেন। তার সঙ্গী ছিল আমির সাইফুদ্দীন বাশতাক নাসিরী। হাজাত রাকতিয়া, সাইফুদ্দীন খায়ল বা অশ্ব বাজার নামক স্থানে এসে সবাই একত্রিত হয়। আমির সাইফুদ্দীন তান্কুযের দুই গোলামকে সেখানে হাজির করা হয়। গোলামদ্বয়ের নাম-'চুগায়' ও 'তুগায়'। নায়িবের নির্দেশক্রমে তাদের দেহকে দু টুকরো করে কাঠের উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং ঘোষণা দেয়া হয় যে, সুলতান নাসিরের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, এই হলো তাদের শাস্তি।

এ মাসের একুশ তারিখ মঙ্গলবার সিরিয়ার নায়িব আমীর সাইফুদ্দীন তানকুয আলেকজান্দ্রীয় দুর্গে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ বলেন ফাঁসি দিয়ে মারা হয়। কেউ বলেন বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করা হয়– এ বর্ণনাকেই বিশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়েছে। তার মৃত্যুতে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মানুষ শোক প্রকাশ করে। তার আমলে ইসলাম ও মুসলমানদের যে মর্যাদা, নিরাপত্তা, আভিজাত্য ও গৌরব ছিল এবং অভাবীদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন, সে কথা প্রতি মুহূর্তে তারা স্মরণ করে। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

তানকুযকে হারাবার বেদনা ক্রমেই তাদের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাজী আমিনুদ্দীন ইবনুল কালানসী (র) আমাদের শায়খ হাফিজ 'আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবন্ কাছীর এর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমির সাইফুদ্দীন তান্কুয আটক হন মঙ্গলবারে। মিসরে প্রবেশ করেন মঙ্গলবারে আলেকজান্দ্রীয়ায় যান মঙ্গলবার এবং মৃত্যুবরণ করেনও মঙ্গলবারে। আলেকজান্দ্রীয়ায় তার জানাযা হয় এবং তেইশ মুহাররম তারিখে তথায় কুবারার কবরের কাছে তাকে দাফন করা হয়। প্রচুর লোক তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করে।

সফর মাসের সাত তারিখ বৃহস্পতিবার আমির সাইফুদ্দীন তাশ্তামির যিনি তান্কুযকে আটক করেছিলেন, স্বীয় বাহিনী নিয়ে দামিস্ক আসেন এবং বারযাহ সমভূমিতে অবতরণ করেন। সেখান থেকে সুরক্ষিত হাল্ব নগরীতে নায়িব হিসেবে যোগদান করেন। তাম্বাগা এখান থেকে চলে যাওয়ায় এখানকার নায়িবের পদ শূন্য হয়।

রবিউল আউয়াল মাসের তের তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে শহরব্যাপী ঘোষণা দেয়া হয় যে, শায়খুস সালিহ আল তাম্মাম সালিহিয়া মাদ্রাসায় ইন্তিকাল করেন। লোকজন জানাযায় অংশ গ্রহনের জন্যে জামে' মুজাফ্ফারীতে সমবেত হয়। প্রথমে যোহরের সালাত আদায় করা হয়। লোকের সমাগম এত বেশি ছিল যে, জামি মুজাফ্ফারীতে সংকুলান না হওয়ায় বিভিন্ন অলি-গলিতে ও সালিহিয়া মাদ্রারাসার বিভিন্ন কোনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। এ জানাযায় এতো পরিমান নারী-পুরুষ উপস্থিত হয় যে, তথাকার লোকজন শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার জানাযার পরে এত বড় জানাযা আর কখনও দেখেনি। সকল আমির, কাজী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়। সুলতানের নায়িব জানাযায় আসবেন বলে লোকজন অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ঐ সময় মিসর থেকে এক জরুরী পত্র আসায় তিনি তাতে লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং জানাযায় আসতে পারেননি।

এরপর মুওয়াফ্ফিকের কবর ও শায়খ আবু উমারের কবরের মাঝখানে তার ভাইয়ের কবরের পাশে আর একটি কবরে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাদের ও আমাদের প্রতি রহম করুন।

জুমাদাল উলা মাসের প্রথম তারিখ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রখ্যাত কুরআন ও হাদীস বিশারদ আবিদাহ 'আলিমাহ সালিহা শায়খাহ উম্মি ফাতিমা আয়শা বিনতে ইব্রাহিম ইবন্ সিদ্দীক ইন্তিকাল করেন। তিনি আমাদের শায়খ হাফিজ জামালুদ্দীন মুযিরের সহধর্মিণী ছিলেন। বুধবার সকালে জামি মসজিদে জানাযা শেষে সূফীদের গোরস্তানে শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার কবরের পশ্চিম পাশে তাকে দাফন করা হয়। অধিক ইবাদত ও তিলাওয়াত এবং বিশুদ্ধ কুরআন পাঠে সে যুগের মহিলাদের মধ্যে তার কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। অসংখ্য মহিলা তার থেকে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করে। মহিলারা তার দীনদারী, পরহেজগারী ও সৎ-উপদেশ থেকে অনেক কল্যাণ লাভ করে। দীর্ঘ বয়স পাওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াকে খুব কমই উপভোগ করেন। তিনি আশি বছরের দীর্ঘ জীবন আল্লাহ্র আনুগত্য এবং সালাত ও তিলাওয়াতের মাধ্যমে কাটিয়ে দেন। স্বামী শায়খ জামালুদ্দীন সর্বদা স্ত্রীর প্রতি সদয় থাকতেন, তাকে ইবাদত ও তিলাওয়াত করার সুযোগ করে দিতেন। তিনি স্ত্রীকে এতো ভালবাসতেন যে, কখনও তিনি তার ঝোঁক প্রবণতায় বাধা দিতেন না। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন, তার রূহকে শান্তি দিন ও তার কবরকে নূরের দ্বারা পূর্ণ করুন।

জুমাদাল উলা মাসের একুশ তারিখ বুধবার পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শায়খ আবূ উমারের মাদ্রাসায় শায়খুল ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আহমাদ ইবন্ 'আবদুল হাদী আল, মুকাদ্দাসী আল-হাম্বলী কাজী বুরহান উদ্দীন যারঈর পরিবর্তে বিকতামরী পাঠদান করেন। কুদসের লোকজন ও হাম্বলী মাযহাবের বড় বড় 'আলিমগণ শিক্ষা বৈঠকে শরিক হন। কিন্তু ঐ দিন অত্যাধিক শিলাবৃষ্টির কারণে শহরের লোকজন হাজির হতে পারেনি। রমাদান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে উমাইয়া মসজিদের বা জামি উমাবী এর পূর্ব মিনারার নির্মাণ কাজ শেষ হয়। মিনারার নির্মাণশৈলী ও কারুকাজ দর্শনে মানুষ মোহিত হয়.। কেউ কেউ মন্তব্য করেন, ইসলামের ইতিহাসে এ মিনারার আর কোন দৃষ্টান্ত নেই। আল্লাহ্-ই সকল প্রশংসার অধিকারী। অনেকের ধারণা মতে এটাই সেই পূর্ব দিকের শ্বেত মিনারা, যার সম্বন্ধে নাওয়াস ইবন্ সাম্ 'আনের' বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈসা ইবন্ মারয়াম দামিষ্কের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত শ্বেত বর্ণের মিনারায় অবতরণ করবেন। হয়তো কোন কোন রাবীর বর্ণনায় হাদীসের শব্দে পরিবর্তন এসেছে। অন্যথায় পূর্ব পার্শ্বের উঁচু মিনারা দামিষ্কেই বিদ্যমান। এই মিনারাই পূর্ব মিনারা বলে খ্যাত। কেননা, এর বরাবর পশ্চিম পার্শ্বে আরও একটি মিনারা আছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তালা এ সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

শাওয়াল মাসের শেষ তারিখ মঙ্গলবার দারুস সা'আদায় অবস্থিত দারুল আদলে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমি (গ্রন্থকার) ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। প্রথা অনুযায়ী কাজীগণ ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথায় সমবেত হন। উমান দাক্কাকীকে আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন, বৈঠকে হাজির করা হয়। তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিষয়ে গুরুতর কথা বলার এমন কতিপয় অভিযোগ আনা হয়, যা মনসুর হাল্লাজ ও ইবন্ আবুল গাদাফির সালকা-মানির কথাকেও ছাড়িয়ে যায়। প্রমাণসহ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করেন। (আল্লাহ্‌র লা'নত তার প্রতি); নবীদের প্রতি দোষ আরোপ করেন এবং বাজিরিকাসহ অন্যান্য নাস্তিক শ্রেণীর লোকের সাথে উঠাবসা করেন। ঐ অনুষ্ঠানেই হাম্বলী মাযহাবের কাজীর সাথে তার অসৌজন্য আচরণ প্রকাশ পায়। মালিকী মাযহাবের ফয়সালা অনুযায়ীও সে কাফির সাব্যস্ত হয়। বৈঠকে তিনি আপত্তি জানিয়ে বলেন যারা সাক্ষ্য দিয়েছে, তাদের মধ্যে ত্রুটি আছে। সুতরাং সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অত:পর তাকে অপদস্ত অবস্থায় জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় শক্তি দ্বারা তাকে পর্যুদস্ত করেন। যিল্‌কাদ মাসের একুশ তারিখ মঙ্গলবার 'উছমান দাক্কাফীকে জেলখানা হতে বের করে দারুস-সা'আদাতে আনা হয়। সেখানে আমির ও কাজীদের সামনে উপস্থিত করে, সাক্ষীদের কি কি দোষ-ত্রুটি আছে, তা বলতে চাপ দেয়া হয়। কিন্তু সে নীরব থাকে এবং কিছুই বলেনি। ফলে তার বিচারের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মালিকী মাযহাবের কাজীর উপর রায় ঘোষণা করার দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়। কাজী আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূল (স) এর প্রতি দরুদ পড়ার পর রায় ঘোষণা করেন যে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তওবা করলেও ক্ষমা হবে না। অত:পর দামিষ্কে 'সূকুল খায়ল' নামক বাজারে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, যারা নাস্তিক বা মাযহাবে ইত্তিহাদের অনুসারী, তাদের জন্যে এটাই অবধারিত শাস্তি। দারুস-সা'আদায় এটা একটি স্মরণীয় দিন। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও

প্রবীণ আলিম উলামা সেখানে উপস্থিত হন। আমাদের শায়খ হাফিজ জামালুদ্দীন মুযী ও শায়খ হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিচারের জন্যে প্রচণ্ড চাপ দেন। শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার সহোদর শায়খ যায়নুদ্দীনও এ ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। মালিকী, হানাফী ও হাম্বলী মাযহারের তিন কাজীই বিচার অনুষ্ঠানে রায় ঘোষণার পর বেরিয়ে আসেন এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় উপস্থিত থাকেন। গ্রন্থকার বলেন, এ ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আদ্যোপান্ত আমি প্রত্যক্ষ করি।

যিল্‌কাদ মাসের আটাশ তারিখ শুক্রবারে তাম্বাগা হাজ্জা ও জায়বাগা নামে যে দুজন আমির দুর্গে বন্দী ছিলেন তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। অনুরূপ তানকুযের যেসব ঘনিষ্ট লোকদেরকে দূর্গে আটক রাখা হয়েছিল তাদেরকেও ছেড়ে দেয়া হয়। এর ফলে জনগণ শাসকদের প্রতি খুশী হয়।

মালিক নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ কালাউনের মৃত্যু

যিল্‌হাজ্জ মাসের সাতাশ তারিখ বুধবার আমির সাইফুদ্দীন কতলুবাগা ফখরী দামিস্কে আসেন। সুলতানের নায়িব ও সাধারণ আমিরগণ তার সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে বের হন। সাইফুদ্দীন ডাক বহনকারী একটি অশ্বে আরোহন করে আগমন করেন। তিনি উপস্থিত সকলকে সুলতান মালিক নাসিরের মৃত্যু সংবাদ শুনান। এর আগের বুধবারে তিনি ইন্তিকাল করেন। শুক্রবার রাত্রে ঈশাবাদ তার জানাযা হয়। পিতা মালিক মানসূর ও তদীয় পুত্র আনওয়াকের পাশে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার পুত্র সাইফুদ্দীন আবু বকরকে যুবরাজ ঘোষণা করে মালিক মানসূর উপাধীতে ভূষিত করেন। জুম'আর রাতে সুলতানের দাফনের সময় অল্পসংখ্যক আমির উপস্থিত হয়। এ কাজের দায়িত্বে ছিলেন আমির ইলমুদ্দীন আয্-যাওলী, আর এক ব্যক্তি যাকে আস্ সালাহ এর দিকে সম্পর্ক করা হয়। তার নাম শায়খ 'উমার ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ ইব্রাহীম আল্ জাবিরী এবং জাবাবিরা সম্প্রদায়ের আরও এক ব্যক্তি। এ ভাবে তাকে দাফন করা হয়, যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। দাফন কাজে যুবরাজ উপস্থিত থাকেননি। গোলযোগের আশংকায় আমিরগণের পরামর্শক্রমে ঐ রাতে তিনি দূর্গ থেকে বের হননি। কাজী ইয্যুদ্দীন ইবন্ জামা'আত জানাযায় ইমামতি করেন। জাওলী, আয়দাগমাশ, অপর একজন আমির এবং দামিস্কের কাজী সুবুকির পুত্র হামিদের সন্তান কাজী বাহাউদ্দীন জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। দাফন কার্য শেষ হওয়ার পর মালিক মানসূর সায়ফুদ দুনিয়া ওয়াদদীন আবুল মা'আলী আবু বকর সিংহাসনে আরোহন করেন। হিজরী সাতশ একচল্লিশ (খৃ. ১৩৪১) সালে যিল্‌হাজ্জ মাসের একুশ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে মিসরের সৈন্যগণ নতুন সুলতানের বায়'আত গ্রহণ করে। সিরিয়াবাসীদের পক্ষ হতে বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ফখরীও এসে হাজির হয়। 'কাসরে আবলাকে' তিনি অবস্থান করেন। এরপর জনগণ মালিক মানসূর ইবন্ নাসির ইবন্ মানসূরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। যিল্‌হাজ্জ মাসের আটাশ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল বেলা দামিস্কে মানসূরা প্রাসাদে এ সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়। নতুন সুলতানের প্রতি তারা খুশী প্রকাশ করে, তাকে অভিনন্দন জানায় এবং তার জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করে।

হিজরী সাতশ বিয়াল্লিশ (১৩৪২ খৃ.)

এ বছরের প্রথম দিন ছিল রোববার। মিসর, সিরিয়া এ পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুসলমানদের সুলতান মালিক মানসূর সাইফুদ্দীন আবু বকর ইবন্ মালিক সুলতানুন্-নাসির নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ সুলতান মালিক মানসূর সাইফুদ্দীন কালাউন আস-সালিহী। আমির আলাউদ্দীন তাম্বাগা ছিলেন সিরিয়ার ডেপুটি। সিরিয়া ও মিসরের কাজী পদে তারাই বহাল থাকেন, যারা ইতিপূর্বে ঐ পদে কর্মরত ছিলেন। শানসকর্তাগণ ব্যতীত অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ আল্লাহ্‌র হারাম মাসে নিজ নিজ পদে বহাল থাকেন। খলীফার পদে হাকিম বি-আমরিল্লাহ অধিষ্ঠিত হন।

আমিরুল মুমিনীন আবুল কাসিম আহমদ ইবন্ মুসতাকফি বিল্লাহ আবুর রবি সুলায়মান আল্-'আব্বাসী এই দিনে খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করেন। রাজকীয় কাল পোশাক পরিধান করে তিনি মালিক মানসূরের সাথে সিংহাসনে বসেন। তাকেও একজোড়া কাল পোশাক পরিয়ে দেয়া হয়। উভয়ে কাল কাপড়ে আবৃত হয়ে একসাথে বসেন। খলীফা সেদিন প্রাঞ্জল ভাষায় এক বলিষ্ঠ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ভাল কাজের আদেশও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত রাখেন। আমির ও পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে সেদিন তিনি সরকারী পোষাক পরিয়ে দেন। এ দিনটি ছিল একটি স্মরণীয় দিন। এই সেই আবুল কাসিম যাকে তার পিতা খেলাফতের জন্য মনোনীত করে যান। কিন্তু সুলতান নাসির তাকে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হতে দেননি। বরং আবুল-বধির ভ্রাতা আবু ইসহাক ইব্রাহীমকে খলীফা নিযুক্ত করেন এবং ওয়াছিক বিল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। কায়রোর মসজিদে এক জুম'আয় তার নামে খুত্‌বাও দেয়া হয়। এরপর সুলতান মানসূর তাকে অপসারণ করে এই আবুল উপাধি দেন এবং পিতার মনোনয়ন বহাল করেন।

মুহাররম মাসের আট তারিখ রোববার অপরাহ্নে আমির সাইফুদ্দীন বাশ্‌তাক গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পূর্বে তাকে সিরিয়ার ডেপুটি পদে নিয়োগপত্র দেয়া হয়। এ জন্যে তাকে প্রয়োজনীয় সরকারী পোশাক ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। তিনি তথায় গমন করার জন্যে পাথেয় প্রস্তুত করেন। তারপর বিদায় নেয়ার জন্যে মালিক মানসূরের নিকট আসেন। মালিক তাকে অভিনন্দন জানান, আশীর্বাদ করেন, পাশে বসান ও একত্রে আহার করেন। বিদায় নিয়ে মালিকের সামনে থেকে আট পা কিংবা কিছু কম-বেশী সম্মুখে অগ্রসর হন। এমন সময় তিনজন লোক তার সামনে এগিয়ে আসে। একজন ধারালো চাকু দিয়ে তার তরবারির মাঝখান থেকে কেটে ফেলে। দ্বিতীয়জন হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে এবং তৃতীয়জন শক্তভাবে ঘাড় ধরে বসে। এভাবে তিনজনে তাকে আটক করে নিয়ে যায়। এসব ঘটনা সুলতানের সামনেই সংঘটিত হয়। এরপর তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। কেউ জানে না তার পরিণতি কোথায় কি হলো? তারা তার সঙ্গী মামলুকদেরকে বলল, তোমরা চলে যাও। আগামী কাল আমিরের বাহন নিয়ে এসো। রাত্রে তিনি সুলতানের কাছে থাকবেন। পরদিন সকাল বেলা সুলতান সিংহাসনে বসে কয়েকজন আমির ও নয়জন পদস্থ কর্মকর্তাকে হাজির করার নির্দেশ দেন। তারা বাশতাকের সমস্ত ধন-ভাণ্ডার, মাল সম্পদ ও তার মালিকানাধীন সবকিছু আটক করে। বর্ণিত হয়েছে যে, বাশতাকের ধন-ভাণ্ডার হতে দশ লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা ও সাত লক্ষ দীনার উদ্ধার করা হয়।

আমাদের শায়খ হাফিজ আবুল হাজ্জাজ মুসিরের ওফাত

কয়েক দিন যাবত তিনি হালকা রোগে আক্রান্ত হন। এতে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা, পাঠদান করা ও হাদীস শুনাবার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি। সফর মাসের এগার তারিখ শুক্রবার জুম'আর সালাতের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত তিনি হাদীস শুনাবার কাজে ব্যস্ত থাকেন। এরপর দারুন ব্যথা অনুভব করেন। প্রথমে মনে করছিলেন এটা শূল-বেদনা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ ছিল প্লেগ রোগ। তাই সালাতে উপস্থিত হতে সক্ষম হননি। সালাত শেষে জানতে পারি যে, তিনি মসজিদে আসেননি। আমি দ্রুত ছুটে যাই। নিকটে গিয়ে দেখি, প্রচণ্ড ব্যথায় তিনি কাঁপছেন। অবস্থা জিজ্ঞেস করলে একাধিকবার বললেনঃ আলহামদু লিল্লাহ্ বা সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। এরপর তিনি রোগের প্রচণ্ডতার বর্ণনা দেন। যোহরের সালাত একা একা পড়েন। হাউজের কাছে গিয়ে উযু করে আসেন। তার ব্যথার তীব্রতা থামেনি। তবে তাঁর কন্যা, আমার স্ত্রী আমাকে জানায় যে, জোহরের সালাতের আযান দেয়ার সময় তাঁর মস্তিষ্কের সামান্য বিকৃতি ঘটে। আমার স্ত্রী বলেন আব্বাজী। যোহরের আযান হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং বলেনঃ আমি সালাত আদায় করতে চাই। অত:পর তিনি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করেন এবং বিছানায় শুয়ে পড়েন। তিনি শুয়ে শুয়ে আয়াতুল কুরসী পাঠ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে যবান বন্ধ হয়ে যায় এবং দুই সালাতের (যোহর ও আসর) মাঝখানে তার রূহ্ কবজ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। এটি ছিল সফর মাসের বার তারিখ শনিবার। ঐ রাতে তার কাফন-দাফন করা সম্ভব হয়নি। পরদিন অর্থাৎ সফর মাসের তের তারিখ, রোববার সকালে তাকে গোসল দেয়া হয়, কাফন পরান হয় এবং উমাইয়া মসজিদে সালাতে জানাযা আদায় করা হয়। তাঁর জানাযায় বিচারক মণ্ডলী, পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, বিশিষ্ট সুধীজন ও অগণিত মানুষ অংশ গ্রহণ করে। 'বাবে নাসর' দিয়ে জানাযা বের করা হয়। সুলতানের নায়িব আমির 'আলাউদ্দীন তাম্বাগা, সুলতানের আমিরগণ জানাযার জন্যে বেরিয়ে আসেন এবং 'বাবে নসরের' বাইরে সালাত আদায় করেন। কাজী তাকিউদ্দীন সুবুকী আশ্ শাফিঈ জানাযায় ইমামতি করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি উমাইয়া মসজিদে তার জানাযা পড়েন। এরপর তাকে সূফিয়া গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্বীয় স্ত্রী পূণ্যবতী হাফিযে কুরআন আয়শা বিনতে ইব্রাহীম ইবন্ সিদ্দীকের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। এ কবর ছিল শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার কবরের পশ্চিম দিকে।

একটি অস্বাভাবিক ঘটনা

সফর মাসের ত্রিশ তারিখ বুধবারে মিসর থেকে জনৈক আমির আগমন করেন। তার সাথে ছিল মালিক নাসির এর পুত্র মালিক আশরাফ আলাউদ্দীন কাহাক এর পক্ষে বায়'আত নামা। তার ভাই মানসূরের অপসারণের পর তার পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করা হয়। তার থেকে কতগুলো গর্হিত কাজ প্রকাশ পাওয়ার প্রেক্ষিতে তাকে স্বীয়-পদ হতে অপরারিত করা হয়। গর্হিত কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তিনি নেশা ও মাদক সেবন করতেন। ঘৃণিত কাজে লিপ্ত হতেন, যা তার পদের জন্যে শোভনীয় নয়। এমন কাজে অংশ গ্রহণ করতেন এবং মরদান ও

অন্যান্য নিম্ন-শ্রেণীর লোকের সাথে মেলামেশা করতেন। প্রবীণ আমির উমরাগণ যখন দেখেন যে, ঘটনা ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে এবং এর সংশোধন না হলে সমাজের বুকে বিপর্যয় নেমে আসবে, তখন তারা তার অপসারণে একমত হয়ে খলীফা হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুর রবি সুলায়মানের দরবারে আসেন। মালিক মানসূরের প্রতি যেসব অভিযোগ আনা হয়, তারা খলীফার সামনে তা প্রমাণ করেন। তখন খলীফা তাকে তার পদ হতে অপসরণ করেন এবং বড় বড় আমির ও অন্যান্য সবাই তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। তার স্থলে তার এই ভাইকে অর্থাৎ আশরাফকে তারা মনোনীত করেন। এ মুহূর্তেই তারা তাকে কূস নগরীতে পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে ছিল তার তিন ভাই, কারও মতে আরও বেশী। এই মালিক আশরাফকে তারা মসনদে বসিয়ে দেন। আমির সাইফুদ্দীন কূসূন নাসিরীকে তার ডেপুটি নিয়োগ করা হয়। এবার রাষ্ট্রের কাজকর্ম সঠিক গতিতে চলতে থাকে। সিরিয়ায় আগমন করলে তথাকার আমিরগণ উল্লিখিত বুধবারে তার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখ অপরাহ্নে শহরব্যাপী এ সংবাদ ছড়িয়ে দেয়া হয়। শুক্রবারে দামিস্কের মসজিদে নায়িব আমির ও বিচারকদের উপস্থিতিতে তার নামে খুত্‌বা দেয়া হয়।

রবিউল আউয়াল মাসের সতের তারিখ বুধবারে আশরাফিয়া দারুল হাদীসে আমাদের শায়খ হাফিজ জামালুদ্দীন রুমির পরিবর্তে কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন সুবুকী আগমন করেন। নূরিয়া দারুল হাদীসে ও স্বীয় পুত্রের পরিবর্তে তিনি শায়খ হিসেবে আগমন করেন। জুমাদাল উলায় সর্বত্র সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, হালবের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন তাশ্‌তামির, যার উপাধি ছিল আল্‌-হিমসুল আখদার, তিনি কুর্‌খে অবস্থানকারী ইবনু সুলতান আমির আহমদের সাহায্যের জন্যে উদ্যোগ নিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন ও সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত রয়েছেন। এ মাসের দ্বিতীয় দশকে ইবনুস সুলতান আমির আহমদের অনুসন্ধানে সৈন্যবাহিনী আমির সাইফুদ্দীন কত্‌লুবাগা ফাখরীর সাথে কারকে মিলিত হয়। ফাখরীর সাথে সৈন্যবাহিনী থাকায় কুর্‌খে অবস্থানকারী আমির আহমদ ইবন্‌ নাসির সম্পর্কে-এ মাসে বহু কথার ছড়াছড়ি হয়। কথা আরও প্রচার হয় যে, হালবের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন তাশ্‌তামির, যিনি 'হিমসুল আখ্‌দার' নামে খ্যাত তিনি সুলতানের সেইসব সন্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, যাদেরকে মিসর থেকে সাঈদ অঞ্চলে বহিষ্কার করা হয়েছে। শোনা যায়, আমির আহমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হামলা প্রতিহত করতে ও বিরোধী সৈন্যদের হটিয়ে দিতে তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অবরোধ তুলে নিয়ে স্বীয় উস্তাযের পুত্র আহমদের সাহায্যার্থে কুর্‌খে যাওয়ার জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর হন। দামিস্কে সিরিয়ার নায়িব-এর জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি আগত বাহিনীর মোকাবিলা করতে ও তাদের ফিৎনা সৃষ্টি ও শান্তি ভঙ্গের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিতে সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দেন। সৈন্যরা বিষয়টিকে খুবই গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে তারা উদ্যোগী হয় ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ পথে অনেক কষ্ট তাদেরকে বরণ করে নিতে হয়। জনসাধারণ এ অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে উঠে এবং যে কোন বিপর্যয় নেমে আসার আশংকা বোধ করে। তারা পরিকল্পনা নেয় যে, যদি উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তাহলে পরিবার পরিজন নিয়ে পাহাড়ে ও গুহায় আশ্রয় নেবে। ক্ষেত-খামার ও ফসলাদি নষ্ট হয়ে যাবে ও বিভিন্ন রকম বিপর্যয় নেমে আসবে। এরপর সুলতানের এক ঘনিষ্ট সহচর দূত হিসেবে হালব থেকে দামিস্কের নায়িব

আমির আলাউদ্দীন তাম্বাগার নিকট আসেন। তার সাথে সরাসরি আলাপ হয়। তিনি মনোযোগ সহকারে আলোচনা শ্রবণ করেন। এরপর তিনি সৈন্য বাহিনীর মায়সারা দলের প্রধান আমানুস সাকীকে তার সাথে প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে হালবে চলে যান এবং জুমাদাল উখরা মাসের শেষ দিকে মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। বিষয়টি যে দিকে মোড় নিচ্ছিল, তা শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে কেবল মানসূর ব্যতীত মালিক নাসিরের সকল সন্তানকে মিসরে ফিরিয়ে আনার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সাথে কুর্‌খ থেকে অবরোধ তুলে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জুমাদাল্লা উলা মাসের শেষ দশকে মুজাফ্‌ফারুদ্দীন মূসা ইবন্ মুহান্না মালিকুল আরব ইন্তিকাল করেন। তাদাম্মুরে তাকে দাফন করা হয়। খতীব বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ কাজী জালালুদ্দীন কাযবীনী মিসর থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে জুমাদাল উখরা মাসের দুই তারিখ মঙ্গলবার সকালে সূর্যোদয়ের সময় দারুল খিতবায় ইন্তিকাল করেন। একটি মাত্র জুম'আয় তিনি খুত্‌বা দেন। পরবর্তী জুম'আ রাত পর্যন্ত তিনি লোকের সাথে সালাত আদায় করেন। এরপর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাজউদ্দীন 'আবদুর রহিম তার পক্ষে তিন জুমআয় খুত্‌বা দান করেন। ঐ দিন মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পীড়িত থাকেন। তার উত্তম গঠন, আকর্ষণীয় চেহারা, মধুর আচরণ ও বিনম্র ব্যবহারের জন্যে লোকজন তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে। জানাযার সালাত আদায়ের জন্যে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে। জোহরের সময় জানাযা হওয়ার কথা থাকলেও আসর পর্যন্ত তা বিলম্বিত হয়। কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন সুবুকী মসজিদে তার জানাযা পড়ান। লোকজন জানাযার সাথে সুফিয়া গোরস্থান পর্যন্ত যায়। বিশাল জামা'আতের সাথে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। খতীব বদরুদ্দীন সূফিয়া ময়দানে যে কবরস্থান তৈরি করেন, সেখানে পিতার কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

মাসের পাঁচ তারিখ শুক্রবার জুম'আর সালাতের পর সুলতানের নায়িব আমির আলাউদ্দীন তাম্বাগা সৈন্যদের গোটা বাহিনী নিয়ে হালবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল হালবের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন তাশ্‌তামিরের হাত থেকে হালব উদ্ধার করা। কেননা, কুর্‌খে অবস্থানকারী ইবনুস সুলতান আমির আহমদকে সমর্থন করে ইতিপূর্বে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। প্রচুর বৃষ্টি ও কর্দমাক্ত পথের কারণে এ অভিযানে সৈন্যদের অনেক কষ্ট করতে হয়। এ ছিল এক স্মরণীয় কষ্টকর সফর। আল্লাহ্ এর শুভ পরিণতি দান করেন।

একটি অস্বাভাবিক ঘটনা

রোববার রাত্রে আমির সাইফুদ্দীন কতলুবাগা ফখরী দামিস্কের উপকণ্ঠে অবতরণ করেন। এ জায়গাটি জাসূরা ও ময়দানে হাসা বা কংকরময় মাঠের মাঝখানে অবস্থিত। তার সঙ্গে ছিল ঐসব সৈন্য যারা কুর্‌খ অবরোধ করে ইবনুস সুলতান আমির আহমাদ ইবন্ নাসির থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে মিসর থেকে তার সাথে এসেছিল। এরা ছানিয়া এলাকায় অবরোধ বসিয়ে ইবনুস-সুলতানের উপর চাপ সৃষ্টি করে। অবশেষে সিরিয়ার নায়িব হালব চলে আসেন। মাঝের দিনগুলো এ অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়। জনগণ কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। তারা শুধু এতটুকু জানলো যে, ফাখরী ও তার বাহিনী এসে গেছে। এ দিকে নগরবাসী আমির আহমদের

বায়'আত গ্রহণ করে তাকে নাসির ইবন্ নাসির নামে অভিহিত করে। তদীয় ভ্রাতা মালিক আশরাফ 'আলাউদ্দীন কাজাকের বায়'আত প্রত্যাহার করে এবং শক্তিতে দুর্বল ও ছোট হওয়ার কারণে তাকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়। বর্ণিত হয়েছে যে, আতাবক আমির সাইফুদ্দীন কূসূন আন-নাসিরী সাঈদ নগরে সুলতানের দুই পুত্রকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। এ ব্যাপারে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে চলে যান। তাদের দু'জনের নাম মালিক মানসূর আবুবকর ও রামাদান। এ কারণে আমির অত্যন্ত বিষন্ন হন। লোকের মুখে এ কথাই চর্চা হতে শুনা যায় যে, লোকটির উদ্দেশ্য হলো-এ পরিবারটিকে খতম করে রাজ্য দখল করা। এ জন্যে তারা দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে তাদের উস্তাদের পুত্রের বায়'আত গ্রহণ করে এবং হালবের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন তাশ্তামির ও তার সঙ্গীদের সাহায্যার্থে সৈন্যদের পশ্চাতে যাওয়ার জন্যে চলে আসে। এই ব্যক্তিকে সমর্থন জানান ও তার বশ্যতা স্বীকার করার জন্যে তারা আমির উমারাদের নিকট পত্র লিখে পাঠায়। যখন তারা দামিস্কের উপকণ্ঠে উপনীত হয়, তখন দামিস্কের পদস্থ কর্মকর্তা, বিচারকমণ্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথায় উপস্থিত হয়। যেমন বার ও মদীনার হাকিম, ইবন্ সামান্দার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। পরদিন সকাল বেলা অতি প্রত্যুষে দামিস্কের অধিবাসীরা তাদের প্রথা অনুযায়ী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কোন সুলতান অথবা হজ্ব যাত্রীরা যখন তাদের এলাকায় আগমন করতো, তখন তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে তারা বেরিয়ে আসতো। কোন কোন দিক চিন্তা করে তারা এ ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রচুর জন-সমাগম ঘটায়। কাজী, হাকিম, পদস্থ কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ নিজ নিজ অবস্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। আমির সাইফুদ্দীন কতলুবাগা সুলতানের নায়িব পদে আসীন হন। নতুন মালিক নাসির তাকে এ পদ প্রদান করেন। প্রথা অনুযায়ী তার ডানদিকে শাফিঈ ও বামদিকে হানাফী আলিমগণ অবস্থান করেন। স্বশস্ত্র সৈন্যগণ তাকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের হাতে ছিল লৌহদণ্ড, আসবাবপত্র, সিঙ্গা ও শক্তিশালী তীর। খলীফা ও সুলতানের পতাকা পতপত করে উড়ছিল। সাধারণ জনগণ ফাখরীর কল্যাণ কামনায় দুয়া বা প্রার্থনায় রত থাকে। তারা পরম আনন্দ খুশীতে ডুবে ছিল। এ অবস্থায় অল্প সংখ্যক অজ্ঞ লোক অপর এক নায়িবের কথা ভাবছিল, যিনি হালবে গিয়েছিলেন। অনুসন্ধানকারী সৈন্যরা তাদের বিন্যাস অনুযায়ী পরে তথায় প্রবেশ করে। এটি ছিল এক স্মরণীয় দিন। এরপর তিনি দামিস্কের পূর্ব প্রান্তে খান-লাজিনের সন্নিকটে অবস্থান নেন। এ দিনই তিনি কাজী ও উজিরদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তিনি ইয়াতিম ও অন্যদের সম্পদ হতে পাঁচ লাখ দিরহাম গ্রহণ করেন। এর বিনিময়ে তিনি বায়তুল মালের একটি গ্রাম তাদেরকে দান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বেশ কিছু পৃষ্ঠার বিধি-বিধান সম্বলিত কয়েকটি রেজিষ্টার লিপিবদ্ধ করেন এবং অতি উত্তম সেবা প্রদান করেন। দামিস্কে থেকে যাওয়া একদল আমির তার সাথে এসে মিলিত হয়। এদের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য আমির ছিলেন। যেমন– তামরুস সাক মুকাদ্দাস, ইবন্ কারাসনাকার, ইবনুল কামিল, ইবনুল মুআজজাম, ইবনুল বালাদী প্রমুখ। এসব আমির ও দামিস্কের সকল কর্মকর্তা মালিক নাসির ইবন্ নাসিরের বায়আত গ্রহণ করেন। ফাখরী খান লাজিনেই অবস্থান করেন। অভাবী লোকজন জীবনোকরণের সন্ধানে বিভিন্ন পেশায় বেরিয়ে পড়ে। একই মাসের ষোল তারিখ মঙ্গলবার দুর্গে ও শিবিরে সুসংবাদ পৌছে দেয়া হয়। বিভিন্ন শহরে ঘোষণা দেয়া হয় যে, এখন থেকে তোমাদের সুলতান হলেন মালিক নাসির

আহমাদ ইবন্ নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ কালাউন। আর তোমাদের নায়িব হলেন সাইফুদ্দীন কতলুবাগা আল-ফাখরী। এ ঘোষণা শুনে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করে। সাগাদের নায়িব এসে তার সাথে মিলিত হন এবং বালাবাক্কার নায়িব তার বায়'আত গ্রহণ করেন। তারা তার খিদমতে অনেক লোক ও সৈন্য প্রেরণ করেন। দামিস্কে বাহিনীর মায়সানা বা দক্ষিণ অংশের প্রধান আমির সাইফুদ্দীন সানজার আল্ জামকাদার তার কাছে রুজু হয়। দামিস্কের নায়িব আলাউদ্দীন তাম্বাগারের কারণে তিনি গোপনে বিলম্ব করেন। কারণ তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফাখরী আগমন করলে তিনি তার কাছে যান ও নাসির ইবন্ নাসিরের বায়'আত গ্রহণ করেন। এরপর হামার নায়িব তাগারদামার, যিনি মালিক মানসূরের পক্ষ হতে মিসরের নায়িব ছিলেন, এক পত্র লিখে পাঠান। পত্রের জবাবে তাকে এখানে আসতে বলা হয়। ফলে তিনি ঐ মাসের সাতাশ তারিখ শনিবারে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ও উপহার উপঢৌকনসহ সৈন্যবাহিনীর নিকট উপস্থিত হন।

উক্ত মাসের আটাশ তারিখ রোববার দ্বিপ্রহরের পূর্বে সূর্য গ্রহণ হয়। জুমাদাল উখরা মাসের উনত্রিশ তারিখ সোমবার গাজার নায়িব আকা সানকার গাজার সৈন্য বাহিনীসহ হাজির হন। সৈন্যদের সংখ্যা ছিল প্রায় দু'হাজার। ফজরের সময় তারা দামিস্কে প্রবেশ করে এবং ফাখরীর বাহিনীর কাছে যায়। উভয় বাহিনী একত্রিত হওয়ায় সবার মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। তখন সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ হাজার অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী।

রজব মাসের সূচনালগ্নে মুসলিম ব্যবসায়ীদের থেকে ফখরী অর্থ-সম্পদ সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। তার সাথে যে সৈন্যবাহিনী ছিল তাদের খাদ্য রসদের প্রয়োজন মিটাবার উদ্দেশ্যে তিনি এ উদ্যোগ নেন। তাদের থেকে যে অর্থ তিনি নিতে চাচ্ছিলেন তার পরিমাণ দশ লক্ষ দিরহাম। ফাখরীর নিকট নাসির ইবন্ নাসিরের একটি লিখিত নির্দেশনামা ছিল। এতে আমির সাইফুদ্দীন কূসূন আতাবুক মালিক আশরাফ আলাউদ্দীন কুজাক ইবন্ নাসিরের সিরিয়ার সহায় সম্পদ বিক্রি করে দেয়ার কথা ছিল। কেননা, তিনি আহমদ ইবন্ নাসিরের বায়আত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এ জন্যে ফাখরীকে খাস সম্পত্তি ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করার কথা বলা হয় এবং কূসূনের খাস সম্পত্তিতে অন্তর্ভূক্ত করার পরামর্শ দেয়া হয় এবং লিখিতভাবে জানান হয়। তাকে দাবিয়া গ্রাম ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করার নির্দেশ দেয়া হয়। এর মূল্য নির্ধারিত হয় দশ লক্ষ পাঁচশ দিরহাম। অত:পর আল্লাহ সদয় হন এবং দুই বা তিন দিন পর তারা মুক্তি পায়। এর বিনিময়ে কূসূনের সমস্ত ধন-ভাণ্ডার দিয়ে দেয়া হয়। ফাখরী তার বাহিনী ও যেসব আমির ও সৈন্যরা তার সাথে সংযুক্ত হয়, তাদেরকে নিয়ে ছানিয়াতুল উকাবে অবস্থান করতে থাকেন। এলাকার জনগণের মধ্য হতে বিপুল সংখ্যক লোক নিরাপত্তা সেবায় অংশ গ্রহণ করে। এরা ছিল তীর চালনায় অভিজ্ঞ। তারা সংখ্যায় ছিল এক হাজারেরও বেশী। এদের নেতা বিভিন্ন রাস্তার মুখে নিরাপত্তা চৌকির ব্যবস্থা করে। এদিকে আমির আলাউদ্দীন তাম্বাগার আগমনের সময় নিকটবর্তী হয়। তার সঙ্গে ছিল দামিস্কের সৈন্য বাহিনীর একাংশ, হালবের অধিকাংশ লোক এবং তারাবলীস প্রদেশের একটি দল। এরা তাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মাসের শুরুতে সর্বত্র খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, তাম্বাগা কাসতাল পর্যন্ত পৌছে গিয়েছেন এবং একটি ক্ষুদ্র দলকে এ পক্ষের তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ বাহিনীর সাথে

ফাখরীর অগ্রবর্তী বাহিনীর মুখোমুখী সাক্ষাৎ হয়ে যায়; কিন্তু আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় দুদলের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হয়নি। এ সময় ফাখরী তাদের কাজী, নায়িব ও ফকীহদের একটি জামায়াত তাম্বাগার সাথে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্যে প্রেরণ করেন। শাফিঈ মাঝপথ থেকে ফিরে আসেন। অন্যরা যেয়ে তার সাথে এই মর্মে আলোচনা করেন যে, তিনি ফাখরীর কাজের সহযোগিতা করবেন এবং নাসির ইবন্ নাসিরের বায়'আত গ্রহণ করবেন। কিন্তু তাম্বাগা এ প্রস্তাব মানতে অস্বীকৃতি জানান। প্রস্তাবকারীগণ ফিরে আসার পরেও কয়েকবার চেষ্টা চালান হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনে তারা ব্যর্থ হন। এরপর চৌদ্দ তারিখ সোমবার আসরের সময় ফাখরীর পক্ষ থেকে দূত এসে নগর মেয়রকে নগরীর সকল গেট বন্ধ করে দিতে বলেন। তখন সকল গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। এর কারণ হলো, বিপক্ষের সৈন্যরা সম্মিলিতভাবে হামলা করার উদ্যোগ নিয়েছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আর সাইফুদ্দীন তম্বাগা যখন জানতে পারেন যে, কতলুবাগার বাহিনী ছানিয়াতুল উকাবে অবস্থান করছে তখন তিনি মুআয়সিরার দিকে গতি ফিরিয়ে দেন এবং ঐ পথ ফাখরীও তার বাহিনীসহ সেই দিকে ঘুরে দাঁড়ান। তিনি সেই পথে অবস্থান করে তাম্বাগার বাহিনীর শহরে প্রবেশের পথ বন্ধ করে দেন। এ অবস্থায় জনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত ও চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় অতিবাহিত করে। বাজার-ঘাট, রাস্তা ও গলিপথ সব বন্ধ হয়ে যায়। নগরবাসী একজনের দ্বারা আর একজন উৎখাত হওয়ার ভয়ে প্রহর গুণতে থাকে। এমতাবস্থায় নগর মেয়র আমির নাসিরুদ্দীন ইবন্ বাকবাশী পদাতিক বাহিনী, নায়িব ও আপন সন্তানদেরকে সঙ্গে নিয়ে নগর প্রদক্ষিণ করেন। ফলে জনগণ শান্ত হয় ও তার জন্যে কল্যাণ কামনা করে। মাগরিবের অল্পক্ষণ পূর্বে শহরের অধিবাসীদের ভিতরে প্রবেশ করার জন্যে জাবিয়া গেট খুলে দেয়া হয়। একটিমাত্র গেট দিয়ে প্রবেশের জন্যে প্রচণ্ড ভীড় লেগে যায়। সৈন্যরা এ রাতে জনগণের উপর ক্রোধে ফেটে পড়ে। ঘটনাক্রমে ঐ রাত ছিল যায়লাতুল মিলাদ' বা 'যীশুখৃষ্টের' জন্ম দিন। সৈন্যদের উপস্থিতি ও তাদের বিরোধের কারণে মুসলমানরা ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে রাত অতিবাহিত করে। মঙ্গলবারে কেবলমাত্র বাবুল জারিয়া ব্যতীত শহরের সকল গেট বন্ধ থাকে। উভয় পক্ষের অবস্থা যেমন ছিল তেমনই থাকে। এ দিন রাত্রি বেলায় উভয় পক্ষের সৈন্যরা কাছাকাছি চলে আসে। সাইফুদ্দীন তাম্বাগা ও তার আমিরগণ একত্রিত হয়। দামিস্কের আমির ও যারা তার সঙ্গে ছিল তাদের অধিকাংশই ঐকমত্য পোষণ করে যে, কোন মুসলমানকে হত্যা করা হবে না এবং ফাখরী ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলন করা যাবে না। সিরিয়ার কাজীগণ সন্ধির উদ্দেশ্যে বারবার তাম্বাগার কাছে যেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। তিনি আপন অবস্থার উপর অটল থাকেন এবং মানসিক শক্তি সঞ্চয় করেন। সঠিক অবস্থা আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

যুগের অনন্য বিস্ময়

উভয় দল একে অন্যের মুকাবিলায় অবস্থান গ্রহণ করে এ রাত অতিবাহিত করে। দু বাহিনীর মাঝে দুই-তিন মাইলের বেশী দূরত্ব ছিল না। রাত্রে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। সকাল বেলা তাম্বাগার দল থেকে মিত্র বাহিনীর অনেক সৈনিক কতিপয় আমির ও পদস্থ কর্মকর্তা ফাখরীর কাছে চলে যায়। সূর্য উদয় হয়ে কিছুটা উপরে উঠলে তাম্বাগা কয়েকজন কাজী ও আমির প্রেরণ

করে ফাখরীকে ভয় ও হুমকি প্রদান করেন। তার বিরুদ্ধে নিজেকে প্রবল হিসেবে প্রকাশ করেন। এরা অল্পকিছু দূর অগ্রসর না হতেই সৈন্য বাহিনী মায়মানা, মায়সারা, কল্বসহ অর্থাৎ ডান, বাম ও মধ্যভাগ তথা চারিদিক থেকে ফখরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এর কারণ ছিল তখন সেখানে জীবন ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে, খাদ্য রসদ কমে যায়, জন্তু-জানোয়ারের ঘাস ও খাবার হ্রাস পায়। তদুপরি সফরের কষ্ট ক্লেশ তো লেগেই আছে। তারা বুঝতে পারে যে, এ অবস্থা আরও দীর্ঘায়িত হবে। তাদের তৎপরতায় ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। এদের ও ওদের অন্তর শহরবাসীদের সাথে মিশে আনন্দ লাভ করে। তাম্বাগার মনোবল ওদের উপর কোন প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয় না। তাই তারা গোপনে বায়'আত গ্রহণ করে। এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে স্থান শূন্য হয়ে যায়। তার সাথে কেবল তাঁর পরিবারের লোকজন ও কিছু ঘনিষ্ট সহচর অবশিষ্ট থাকে। এ অবস্থা দেখে তিনি যেখান থেকে এসেছিলেন, ভয়ে সেদিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তারা বলিসের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন রকতবা ও অন্য দুইজন আমির তার সঙ্গী হয়। অন্যান্য সৈনিক ও আমিরগণ একত্রে সমস্ত জনগণ তথা নারী, পুরুষ, শিশু এমনকি ভিন্নমতের লোকও বেজায় খুশী হয়। মানসূরা দূর্গে সংবাদ পৌছান হয়। যারা পালিয়ে যায়, তাদের ধরার জন্যে লোক প্রেরণ করা হয়। ফাখরী আপন জায়গায় অবস্থান করে আমিরদের থেকে বর্তমান অবস্থার উপর হলফ গ্রহণ করেন। আমিরগণ তার পক্ষে হলফ প্রদান করে। বৃহস্পতিবার রাত্রে তিনি বিরাট জাঁকজমকের সাথে দামিস্কে প্রবেশ করেন। এ ঘটনায় তার সম্মান ও খ্যাতি অনেকগুণ বেড়ে যায়। এরপর ফাখরী কসরে আবলাকে, আমির তাগার দামার ময়দানে কাবিরে এবং উমারা দারুস-সা'আদায় অবস্থান গ্রহণ করেন। দুর্গে যে ইয়াহূদীকে বেঁধে রাখা হয়েছিল তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। তারা তাম্বাগার ধন-ভাণ্ডারের হিফাজতে পাহারা নিযুক্ত করেন। কতিপয় আমিরের প্রতি ফাখরীর আক্রোশ ছিল। যেমন আমির হুসামুদ্দীন সামকদর ও আমির হাজিব প্রমুখ। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিল আলাউদ্দীন তাম্বাগার একান্ত সঙ্গী। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সে অন্যদের বরং সে শহরে প্রবেশ করে কাজ কর্মে ঢুকে পড়ে। ঐ দলেও যায়নি, এই দলেও আসেনি। কিছুদিন পর তার ভুল ভাঙ্গে। গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে ফাখরীর কাছে চলে আসেন। কেউ বলেন লিখিত পত্র পাওয়ার পর তিনি এখানে আসেন। তবে তার অন্তরে ছিল দারুন শংকা। পরে তাকে নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে একটি রুমাল দেয়া হয়। একান্ত সচিব কাজী শিহাবুদ্দীন ইবন্ ফজলুল্লাহও ছিলেন তাদের অন্তর্ভূক্ত। তিনিও তাদের থেকে পৃথক হয়ে আসেন। আমির সাইফুদ্দীন হাফাতিয়া ঐ দলের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন ফাখরীর প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। কিন্তু ঐ দিনই তিনি তাকে মুক্ত করে দেন ও প্রহরী পদে বহাল রাখেন, পরবর্তীতে তিনি উত্তম চরিত্র ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। হাম্বলী মাযহাবের প্রধান বিচারপতি কাজী আলাউদ্দীন ইবন্ মুন্জা এ ঘটনায় প্রচুর অবদান রাখেন, আমির আলাউদ্দীন তাম্বাগার নিকট বারবার যাতায়াত করেন। সমাধানের উদ্দেশ্যে এত চেষ্টা করেন যে, অবশেষে তাম্বাগার পক্ষ হতে নিজের জীবন নাশের আশংকা করেন। শেষে আল্লাহ্ তার উদ্দেশ্য পূরণ করেন, তাম্বাগার হাত থেকে তাকে রক্ষা করেন ও দুশমনকে পরাভূত করেন। সকল প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্।

এ মাসের ছাব্বিশ তারিখ শনিবার বিজয়ী বাহিনীর জন্যে কাজী হিসেবে শায়খ ফখরুদ্দীন ইবন্ সায়িগকে নিয়োগ দেয়া হয়।

রজব মাসের শেষ দিন বুধবার অপরাহ্নে আমির কুমারা কুর্‌খ হতে মালিক নাসির ইবন্ নাসিরের নিকট থেকে আগমন করেন। ফাখরী তার নিকট তম্বাগার সাথে সংঘটিত বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেন। সবকিছু শুনে কুমারা অত্যন্ত খুশী হন। তিনি সুলতানের আগমনের শুভ বার্তা প্রদান করেন। এতে জনগণ আনন্দে মেতে উঠে। রাজকীয় মর্যাদায় অভ্যর্থনা জানানোর সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। তিনি ধনীদের থেকে কর ট্যাক্স ও জিম্মীদের থেকে জিযিয়া আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার দাবী করেন।

এ বছর রজব মাসের প্রথম তারিখে ফাখরী নায়িবের সম্মানীত অবস্থান স্থল মাওকাবে মানসূরে প্রবেশ করেন। এখানে এটাই তার প্রথম প্রবেশ। তার পাশে উপবিষ্ট ছিল কুমারা কুমারার পরিধানে ছিল রাষ্ট্রীয় সম্মানসূচক পোষাক। জনসাধারণ সে দিন ব্যাপকভাবে ফাখরীর জন্যে দু'আ প্রার্থনা করে। এ ছিল একটি স্মরণীয় দিন। এ দিনে ফাখরীর কতিপয় ঘনিষ্ট প্রধান ব্যক্তিদের একটি দল সুলতানের ঘটনার সংবাদ নিয়ে কুর্‌খে যান। এদের মধ্যে তাগার দামার, ইকবাগা আবদুল ওয়াহিদ, সাকী ও মায়কালী বাগার নাম উল্লেখযোগ্য। এমাসের তৃতীয় দিনে ফাখরী কাজী শাফিঈকে ডেকে পাঠায়। জালালুদ্দীন কাযবিনির আমলে মানসূরা দুর্গ হতে শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার নিকট হতে যেসব কিতাব গোপনে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল, সেগুলো হাজির করতে তার উপর চাপ প্রয়োগ করেন। অনেক বাদানুবাদের পর কাজী সেগুলো হাজির করেন এবং ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়েন। ফাখরী প্রাসাদের মধ্যেই তার থেকে কিতাব হস্তগত করেন এবং তাঁকে চলে যেতে নির্দেশ দেন। তিনি তার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। কিতাব দিতে অস্বীকার করায় তিনি তাকে অপসারণ করারও উদ্যোগ নেন। কেউ কেউ বলেন, এই কিতাবে যিয়ারতের মাসআলার সমাধান ছিল। ফাখরী বলেন, আল্লাহ্ ও রাসূল সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে শায়খই ভাল জানেন। তার নিকট কিতাব আসার সুসংবাদ সবাইকে শুনান। তিনি শায়খের ভাই যায়নুদ্দীন 'আবদুর রহমান ও শায়খ শামসুদ্দীন 'আবদুর রহমান ইবন্ কায়মুল জাওযিয়াকে তার নিকট আসার জন্যে আহবান করেন। সংকটকালে তার উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। কিতাব হাজির করার জন্যে ফাখরী তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। বরকত লাভের উদ্দেশ্যে কিতাবগুলো ঐ রাত্রে তার দায়িত্বে রেখে দেন। শায়খের ভাই শায়খ যায়নুদ্দীন ফাখরীকে নিয়ে মাগরিবের সালাত প্রাসাদে আদায় করেন। শায়খের প্রতি গভীর মহব্বত থাকায় ফাখরী তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন।

এ মাসের চার তারিখ রোববার মিসরের কূসূন অধিকারের সু-সংবাদ আসায় দুর্গে ও বাবুল ময়দানে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। সংবাদ শুনে লোকজন জড় হয় এবং অনেকেই উল্লসিত হয়। নাসির ইবন্ নাসিরের আনুগত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমিরদের একটি দল কুর্‌খে গমন করেন। তারা সেখানে আমিরদের সাথে মিলিত হয়। নাসিরকে তাদের কাছে যাওয়ার জন্যে তারা অনুরোধ জানায়। কিন্তু তিনি এতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি সন্দেহ করেন যে, এগুলো ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এদের উদ্দেশ্য এটা দখল করে কূসূনের অধীনে সমর্পণ করা। তিনি তার তৎপরতার প্রতি লক্ষ রাখতে নির্দেশ দেন এবং ওদেরকে দামিস্কে

ফেরৎ পাঠান। এই সময়ে এবং এর আগে ও পরে বাজারের ব্যবসায়ী ও অন্যান্যদের নিকট হতে ফখরী এক বছরের যাকাত আদায় করেন। এতে এক লক্ষ সাত হাজার দিরহামের অধিক আদায় হয়। জিম্মীদের থেকে বর্তমান ও পূর্বের মোট তিন বছরের কর আদায় করেন, যার পরিমাণ ছিল উপরোল্লিখিত যাকাতের সমপরিমাণ এবং এটা ছিল জিযিয়ার অতিরিক্ত। এরপর এ মাসের একুশ তারিখ সোমবার ফাখরীর পক্ষ হতে সকল প্রকার জুলুম, ট্যাক্স আদায় ও যাকাত ও করের বাকী অংশ মওকুফের ঘোষণা দেয়া হয়। তবে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের থেকে খাস সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে তারা সাবধানতা অবলম্বন করে। বুরহান ইবন্ বাশারা হানাফীর নিকট মাটির নীচে পুতে রাখা মালের সন্ধান পাওয়ায় তার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাকে শাস্তি দেয়া হয়।

এ মাসের চব্বিশ তারিখ শুক্রবার জুম'আর সালাতের পর সেই ছয়জন আমির আগমন করেন, তারা সুলতানকে দামিস্কে যাওয়ার আবেদন জানাতে কুর্‌খে গিয়েছিলেন। সুলতান এ মাসে যেতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তবে অন্য এক সময়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তারা ফিরে যায়। ফাখরী তাদেরকে বিদায় জানাতে কিছুদূর এগিয়ে যান। তারা কবিরাতুল কারিমি গোত্রের মসজিদে সমবেত হয়। সেখান থেকে কতিপয় পরিত্যক্ত আমির ও সৈন্যদের বিরাট এক দল নিয়ে তারা দামিস্কে চলে যায়। সুলতান তাদের আহবানে সাড়া না দেয়ায় চেহারায় ছিল বিষন্নভাব। আল্লাহ্‌ই তাকে সাহায্য করেছেন। রোববারে সরকারী দূত এসে কুমারা ও অন্যান্য আমিরদের কুর্‌খে যাওয়ার আহ্বান জানায়। এ দিকে শহরময় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, সুলতান নবী (সা) কে স্বপ্নে দেখেছেন। তিনি তাকে কুর্‌খ থেকে চলে যেতে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা মানুষের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

এ মাসের উনিত্রিশ তারিখ বুধবার শায়খ উমার ইবন্ আবু বকর আল ইয়াছমী আল বাসতী ইন্তিকাল করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন একজন ন্যায় পরায়ন লোক। তিনি অধিক পরিমাণ তিলাওয়াত, সালাত ও সদকা দানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি যিকির ও হাদীস আলোচনার মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। সমাজের যেসব লোক মূলতঃ নেককার নয়; কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদে নেককারদের সাথে সাদৃশ্য রেখে চলতো, তিনি সেসব ফকীর দরবেশদের সাহসের সাথে মুকাবিলা করেন। শায়খ ফখরুদ্দীন ইবন্ বুখারীও অন্যদের থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। ইবনুল বুখারীর সূত্রে শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার মজলিসে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। তার মৃত্যুর পর বাবুস সগীর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

পবিত্র রমাদান মাসের প্রথম দিন ছিল জুমআর দিন। এ দিন সৈন্যদের জানিয়ে দেয়া হয় যে, সাত তারিখে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া হবে। এরপর তারিখ পিছিয়ে দশ তারিখের পরে নেয়া হয়। কিন্তু সুলতানের পক্ষ হতে পত্রযোগে আরও বিলম্ব করে ঈদের পরে সময় দেয়া হয়। রমজানের দশ-তারিখে আলাউদ্দীন ইবন্ তাকিউদ্দীন হানাফী আগমন করেন। সুলতান নাসির তাকে বিমারিস্তান আন-নূরী, রাবওয়ার শায়খ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে নিয়োগ দেন। এর কিছুদিন পূর্বে কাজী শিহাবুদ্দীন ইবন্ বারিযী হিমসের কাজী পদে সুলতানের নিয়োগপত্র নিয়ে আগমন করেন। জনগণ তাকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। সুলতান রাজ্য শাসন নিয়ে তার সাথে আলোচনা করেন। তিনি তাকে দায়িত্ব প্রদান করেন, নির্দেশ দেন, শাসক বানান ও মর্যাদা প্রদান করেন। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

এমাসের তের তারিখ বুধবার আমির সাইফুদ্দীন তাশতামির ওরফে হিমসুল আখদার হাল্ব থেকে দামিস্কে আসেন। ফাখরী আমির উমারা ও পুরো সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে। তিনি অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে এখানে আগমন করেন। তার আগমনে জনগণ আনন্দিত হয় এবং তার কল্যাণ কামনা করে দু'আ করে। ইতিপূর্বে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ান এবং তাম্বাগা যখন হাল্ব আক্রমণ করেন, তখন তার সামনে থেকে পালিয়ে যান, পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ মাসের চৌদ্দ তারিখ বৃহস্পতিবার সৈন্যবাহিনী গাজার উদ্দেশ্যে দামিস্কে হতে যাত্রা করে। উদ্দেশ্য ছিল সুলতানের আস্থা অর্জন করা। যখন তিনি কুর্‌খ থেকে বের হন, সেদিন আরো দুইজন সেনাপতি বের হন। তারা হলেন তাগারদামার ও আকবাগা আবদুল ওয়াহিদ। তারা কাস্‌ওয়া পর্যন্ত চলে যান। শনিবার আসলে ফাখরীও বেরিয়ে আসেন। তার সাথে ছিল তাশতামির ও অধিকাংশ আমির। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা ছাড়া দামিস্কে তেমন আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। সুলতানের সাথে চার মাযহাবের কাজী সৈনিক বিভাগের কাজী, পদস্থ কর্মকর্তা, মন্ত্রী, কাতিবুল জায়শসহ অসংখ্য লোক সফর সঙ্গী হিসেবে ছিল।

রমাদান মাসের চব্বিশ তারিখ রোববার রাত্রে শায়খ আহমদ ইবন্ মুহাম্মদ ইন্তিকাল করেন। তার উপাধী ছিল আল-কাসিদাহ। তিনি ছিলেন সালিহ, আবিদ ও নাসিক। শাকার জামি' মসজিদে তার জানাযা পড়া হয়। সূফিয়া গোরস্তানে শায়খ জামাল উদ্দীন মুজির কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা উভয়কে তাঁর রহমতের চাদরে আচ্ছাদিত করুন। তার মধ্যে ছিল অনেক গুণাবলীর সমাহার। তিনি সর্বদা জামায়াতে সালাত আদায় করতেন। সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। মানুষের নিকট তিনি একজন প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। মারিস্তানের মারজা ও অন্যান্য স্থানে তিনি অনেক সেবামূলক কাজ করেন। নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া, ত্যাগ স্বীকার করা, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা ও চিন্তা-সাধনায় তিনি ছিলেন অনুকরণীয়। তার সম্পর্কে অনেক প্রসিদ্ধ বর্ণনা আছে। আল্লাহ্ তার ও আমাদের প্রতি রহম করুন।

রমাদান মাসের শেষ দিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, সুলতান মালিক নাসির শিহাবুদ্দীন আহমদ একদল আরব ও তুর্কী লোকদের সঙ্গে মিসরের উদ্দেশ্যে কুর্‌খের মাহরুস হতে বেরিয়েছেন। এরপর ঐ মাসের আঠার তারিখ বুধবার বের হওয়ার তারিখ নির্ধারণ হয়। কয়েক দিন সফর শেষে তিনি মিসরে পৌছেন। এ দিকে সৈন্যরাও তথায় যাওয়ার পরিকল্পনা করে। তার মিসরে প্রবেশ নিশ্চিত হলে সৈন্যরা দ্রুত তথায় যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। তিনিও এ ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করেন। তিনি জানিয়ে দেন যে, সিরিয়ার আমিরগণ তাদের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন কত্‌লুবাগার সাথে না আসা পর্যন্ত রাজ সিংহাসনে বসবেন না। জানা যায় যে, এ কারণে সিরিয় দূর্গসহ অন্যান্য স্থানে এ ব্যাপারে কোন প্রচার চালান হয়নি। মিসর থেকে এই মর্মে চিঠিপত্র ও সংবাদ আসে যে, শওয়াল মাসের দশ তারিখ সোমবার সুলতান মালিক নাসির শিহাবুদ্দীন আহমদ রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করবেন। এরপর নির্ধারিত তারিখে তিনি সিংহাসনে বসেন। খলীফা হাকিম বি-আমরিল্লাহ আবুল 'আব্বাস আহমদ ইবন্ মুস্‌তাকফি বসেন মিম্বরের উপরে। উভয়ের পরিধানে ছিল কাল পোশাক। বিচারকগণ তাদের নীচে মর্যাদা অনুযায়ী

মিম্বরের তাকের উপর বসেন। খলীফা ভাষণ দান করেন। তিনি আশরাফ কুজাককে সম্মানের প্রতীক স্বরূপ জোড় পোশাক প্রদান করেন; নাসিরকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এ ছিল এক স্মরণীয় দিন, তিনি মিসরের নায়িব হিসেবে তাশ্‌তামিরকে নিয়োগ দেন এবং ফাখরীকে দামিস্কের নায়িব ঘোষণা করেন। তিনি আয়দা গামাশকে হালবের নায়িব বানান। এ মাসের একুশ তারিখ জুম'আর রাতে দামিস্কে সুসংবাদ ছড়িয়ে দেয়া হয়। সাধারণ নাগরিকগণ বিভিন্ন স্থানে আনন্দের মেলা বসায়।

মিসরের বিখ্যাত নেতা আমির সাইফুদ্দীন মালিক হামা অঞ্চলের নায়িব পদ প্রাপ্তির আবেদন নিয়ে উক্ত বৃহস্পতিবার দামিস্কে যান। এ দিকে শুক্রবার জুম'আর সালাত আদায়ের পর মিসর থেকে দূত এসে সংবাদ দেয় যে, তাশ্‌তামির হিমসুল আখদারকে বন্দী করা হয়েছে। সংবাদ শুনে লোকজন অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করে। এরপর দামিস্কের বিশিষ্ট আমিরদের মধ্য হতে আমিরুল হজ্জ্ব ও অন্য কয়েকজন দামিস্ক থেকে বেরিয়ে অত্আত বারযায় তাঁবু স্থাপন করেন। আমির হজ্বে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয় যে, সুলতানের ফরমান অনুযায়ী তাকে দামিস্কের নায়িব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়। অবশেষে আমিরুল হজ্বের নির্ভরযোগ্য নির্দেশ নামা আসলে তিনি তাতে সাড়া দেন। মাসের ছয় তারিখ শনিবার লোকজনসহ তিনি সেখান থেকে যাত্রা করেন। ফাখরীর কাছে এ সংবাদ পৌছে যায়। তিনি ঘটনাটি যাঁচাই করেন। ঘটনা সঠিক হওয়ায় তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি ষাট বা তার চেয়ে কিছু বেশী মামলুক সাথে নিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন এবং দ্রুত গতিতে সম্মুখে ধাবিত হন। তাকে ধরার জন্যে তাম্বাগা নেতৃত্বে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য মিসর থেকে ছুটে আসে। কিন্তু তিনি তাদেরকে পশ্চাতে ফেলে আগে চলে যান। সামনে গাযার নায়িব সৈন্য সামন্ত নিয়ে তার পথরোধ করেন। কিন্তু তাকে কাবু করতে সক্ষম হননি। তারা কওমের লোকগণ নিয়ে তার উপর হামলা চালায়, কিন্তু সামান্য ক্ষতি ছাড়া তেমন কিছু করতে পারেননি। কিছু লোক এতে নিহত হয়। এরপর তিনি হালবের নায়িব ঈদাগামাশ এর প্রতি সুধারণা করে তার সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার আশায় তার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে পৌছার পর তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং উত্তমভাবে আতিথেয়তা দেখান হয়। তার কাছেই তিনি রাত্রি যাপন করেন। সকাল বেলা তিনি তাকে আটক করেন এবং বন্দী অবস্থায় দূতের মাধ্যমে মিসরে পাঠিয়ে দেন। তার নিকট আমির ও অন্যান্য ব্যক্তিদের বহু সরঞ্জাম ছিল।

যিলকাদ মাসের শেষ দিন সোমবার বহু সরঞ্জাম মালিক নাসির শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন্ নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ মানসূর একদল সৈন্যবাহিনীসহ মিসর থেকে কুরখে মাহরুসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিল প্রচুর খাদ্য রসদ মাল-সরঞ্জাম ও অন্যান্য জিনিসপত্র। যিল্‌হাজ মাসের কোন এক মঙ্গলবারে তিনি সেখানে পৌছেন। যাত্রাকালে তিনি অসুস্থ ও দুর্বল তাশতামিরকে পাল্কীতে বসিয়ে এবং ফাখরীকে বন্দী অবস্থায় সঙ্গে নেন। আর উভয়কে কুরখে মাহরুসে নজরবন্দী করে রাখেন। কুরখের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্যে সুলতান কাঠ ও লোহা সংগ্রহ করেন। মিস্ত্রী, কর্মকার ও শিল্পীদের একত্র করেন। এ উদ্দেশ্যে দামিস্ক হতে বহু জিনিস

আমদানি করেন। যিলহাজ্ব মাসের সতের তারিখ রোববার সংবাদ আসে যে, সাগাদ এর নায়িব রুকনুদ্দীন বায়বারাস তার মামলুক, সেবক ও অনুগত লোকজনসহ আটক হওয়ার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। সংবাদে আরও জানা যায় যে, কুর্খ থেকে সুলতানের নির্দেশ পেয়ে গাজার নায়িব সাগাদ দখল ও আহমদীকে আটক করার উদ্দেশ্যে অভিযানে বেরিয়েছেন। এ কারণেই আহমদী পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। দামিস্কে যখন এ সংবাদ আসে তখন সেখানে কোন নায়িব না থাকার কারণে আমিরগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তারা দারুস সায়াদাতে সমবেত হয়ে পরামর্শে বসেন। এরপর তারা বা'লাবাক্কা সীমান্তে একজন আমির নিযুক্ত করেন, যাতে এ পথ দিয়ে বারিয়ার দিকে পালাতে না পারে। সোমবার সকালে খবর আসে যে, তিনি কিসওয়া সীমান্তে চলে গেছেন এবং তাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই। তখন তারা অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ঘোষণা করা করা হয় যে, কোন সৈনিক যদি এ অভিযানে না যায়, তবে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হবে। তখন সকলে অভিযানে বের হয় এবং কিসওয়ার দিকে যাত্রা করে। পূর্বেই তারা তার সন্ধানে দূত প্রেরণ করে। কিন্তু দূত এসে সংবাদ দেয় যে, তিনি ঐ এলাকা থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং নাগালের বাইরে চলে গেছেন। এভাবে এ দিনটি নিষ্ফলভাবে অতিবাহিত হয়। যুদ্ধের পোষাক সকলে পরিহিত। শুধু ঐ দিনের খোরাকী ব্যতীত অতিরিক্ত রসদ তাদের কাছে ছিল না। মঙ্গলবার রাত্রে আমিরগণ তার সন্ধানে ছানিয়াতুল উকাব সীমান্তে যান। পরের দিন তাকে সঙ্গে নিয়ে তারা প্রত্যাবর্তন করেন। দারিয়া যাওয়ার পথে তানকুয (রহ) যে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে তারা অবতরণ করেন এবং অবস্থান গ্রহণ করেন। তাকে যব, বকরী ও অন্যান্য খাদ্য রসদ পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হয়। মামলুক ও খাদিমগণ তার সঙ্গে ছিল। মুহররম মাসের ছয় তারিখ মঙ্গলবার সুলতানের পক্ষ হতে এক পত্র আসে। দারুস সা'আদায় আমিরদের সামনে তা পাঠ করে শুনান হয়। পত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, সুলতান মালিক নাসির ও তার পুত্র মালিক মানসূরের প্রতি তার অবদান থাকায় তাকে যেন ক্ষমা করা হয় এবং সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়। মুহাররামের সাত তারিখ বুধবার গায়বা ইবন্ হাজিব আলমাশ এর নায়িব আমির রুকনুদ্দীন বায়বারাসের নিকট আহমদী কে বন্দী করার জন্য নির্দেশসহ পত্র আসে। ফলে সৈন্যগণ বৃহস্পতিবার যুদ্ধ পোশাক পরিধান করে সূকে খায়লের দিকে যাত্রা করে এবং আহমদীর সাথে পত্র যোগাযোগ করে। তিনি বহু সংখ্যক মামলুকসহ এক জামায়াতের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাদের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, যিনি মিসরের মালিক, আমি কেবল তারই কথা শুনব ও আনুগত্য করব। কিন্তু যিনি কুর্খে অবস্থান করে নির্দেশ জারি করছেন এবং যে নির্দেশ নিয়ে প্রতিনিধি দল এসেছে, তাদের কথা আমি শুনবনা এবং আনুগত্যও করব না। আমিরগণের নিকট এ খবর পৌঁছলে তারা তার ব্যাপারে অপেক্ষা করেন ও নীরব থাকেন। পরে তারা তাদের অবস্থানস্থলে প্রত্যাবর্তন করেন। ওদিকে আহমদী ও তার প্রাসাদে ফিরে যান।

হিজরী ৭৪৩ সন (১৩৪৩ খৃ.)

এ সালটি ছিল বরকতপূর্ণ। মুসলিম জনগণের সুলতান মালিকুন নাসির নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ মালিকুল মানসূর কালাউন। এ সময় তিনি কুর্খে অবস্থান করেন। তিনি রাষ্ট্রীয়

ধন-ভাণ্ডার জাবাল দূর্গ থেকে কুরুখের দূর্গে স্থানান্তর করেন। মিসরে তার নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন আকাসানফার সালারী এর আগে তিনি গাজার নায়িব ছিলেন। মিসরে কাজী পদে কেবলমাত্র কাজী হানাফী এর ব্যতিক্রম। অপর দিকে দামিস্কে তখনও পর্যন্ত কোন নায়িব ছিলেন না। তবে আমির রুকনুদ্দীন বায়বারাস আল-হাজিব তার অনুপস্থিতকালে ফাখরীকে দামিস্কের নায়িব নিযুক্ত করেন। তিনিই হাজিব আলমাশের সাথে যোগসাজস করে কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন এবং মেহমানদার অতিক্রম করেন। আমির সাইফুদ্দীন ওরফে হালাওয়াত 'বার' এর গভর্নর ছিলেন। আমির নাসিরুদ্দীন ইবন্ রাকবাস ছিলেন নগরীর মেয়র। এরা সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজকর্ম ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। দামিস্কের কাজী পদে তারাই বহাল থাকে যাদের উল্লেখ পূর্বের বছরে করা হয়েছে। নগরীতে সরকারী খতীব ছিলেন তাজুদ্দীন আবদুর রহিম ইবন্ কাজী জালালুদ্দীন কাযবীনী এবং সচিব ছিলেন কাজী শিহাবুদ্দীন ইবন্ ফাজলুল্লাহ।

এ বছরের শুরুতে আমির রুকনুদ্দীন বায়বারাস আহমদী দারিয়ার পথে অবস্থিত তানকুয প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। সুলতানের পক্ষ থেকে সর্বদা চিঠিপত্র আসছিল যে তার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং তাকে কাবু করে বন্দী অবস্থায় কুরুখে পাঠাতে হবে। সুলতানের ভূমিকা যখন এই তখন আমিরগণ তার নির্দেশ পালনে গড়িমসি করতে থাকে এবং এখন না তখন করছি করব বলে সময় ক্ষেপণ করতে থাকে। তাদের এ রকম করার কারণ ছিল, তাদের ধারণায় আহমদির কোন অপরাধ ছিল না। যখনই তাকে আটক করা হবে, তখনই সে অন্য পক্ষে চলে যাবে। সুলতান আমিরদের কাছে আহমদির অনেক দোষত্রুটি তুলে ধরেন। যেমন তিনি খেল-তামাশায় মত্ত থাকেন, কুরুখের আশপাশের লোকজন ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে উঠাবসা করেন, ফাখরী ও তাশতামিরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন, তাদের পরিবারবর্গকে উচ্ছেদ করেন, অন্দর মহল থেকে মহিলাদের পোশাক ও অলংকার ছিনিয়ে নেন, তাদেরকে জরাজীর্ণ অবস্থায় কুরুখ হতে বহিষ্কার করেন এবং নাসারাদের সাথে তিনি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন, আর তারাও তার নিকট আসা-যাওয়া করে। এসব কথা শুনার পর আমিরগণ যাচাই করার জন্যে একজনকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু যাকে পাঠান হয়, সে তার কাছে পৌছতে পারেনি। বরং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে আসে। আমিরগণের নিকট ঘটনা বর্ণনা করার পর তারা ভীষণভাবে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সূকে খায়লে বারবার সমবেত হয় ও পরামর্শ বৈঠক করেন অবশেষে তাকে অপসারণের ব্যাপারে অবহিত করেন। হালবের নায়িব আয়দাগামাশসহ দেশের অন্যান্য আমিরগণকেও এ কথা জানিয়ে দেন। পরিণতি কি হয় সে ব্যাপারে তারা ভীষণ সন্দেহ সন্দিগ্ধের মধ্যে অবস্থান করেন। এ দলের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যারা প্রকাশ্যে তাদের সাথে থাকলেও মনের দিক থেকে ছিল আলাদা। তাদের বক্তব্য ছিল, আমরা তার কথা শুনবও না মানবও না, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মিসরে গিয়ে রাজকীয় সিংহাসনে না বসবেন। এ মন্তব্যের জন্যে তাদেরকে দোষারোপ করে ও সমালোচনা করে তিনি এক পত্র পাঠান। কিন্তু এতে কোন সুফল দেখা দেয়নি। আহমদী একটি দল নিয়ে যাত্রা করেন। তারাও তার ডানে-বামে চলতে থাকে। সন্ধ্যায় প্রাসাদে পৌছে তাকে সালাম জানায় ও তার খিদমত করে। সার্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে এবং বিপদ আসন্ন দেখা দেয়। তারা এই ভয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে যে,

তিনি মিসরে গেলে মিসরবাসীরা তার সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং তিনি সিরিয়াবাসীদের নির্মূল করে দেবেন। এই চিন্তার মধ্যে থেকে মানুষ আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানায়, যাতে তিনি সুপরিণতি দান করেন। মুহাররামের সাতাশ তারিখ রোববার বারিদিয়ার প্রধান মিসরবাসীদের চিঠিপত্রসহ আগমন করেন। পত্রে লেখা ছিল, যখন সিরিয়াবাসীদের সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছে, তখন এমন এক ব্যক্তি তাদের নিকট উপস্থিত ছিল, যে ব্যক্তি সুলতানকে এই পরামর্শ দেয় যে, সিরিয়দের কাছে যা আছে, তার দ্বিগুণ শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। এরপর তারা যা করার দৃঢ় সংকল্প করেছিল, তা বাস্তবায়নের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। তবে তারা এ আশংকায় দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল যে, যা তারা করতে যাচ্ছে তাতে সিরিয়াবাসীরা বিরোধিতা করতে পারে এবং সুলতানের সাথে মিলিত হয়ে তাদের সাথে লড়াই করতে পারে। অবশেষে খোঁজ-খবর নেয়ার পর যখন সিরিয়দের ব্যাপারে নিশ্চিত হল, তখন তারা তাদের সংকল্প বাস্তবায়নের জন্যে অটল হয়ে গেল। সুতরাং তারা নাসির আহমদকে অপসারণ করে তদীয় ভ্রাতা মালিকুস-সালিহ্ ইসমাঈল ইবন্ নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ মানসূরকে তাদের মালিক নির্বাচন করে। আল্লাহ্ তাকে মুসলমানদের উপর সহানুভূতিশীল করেন। মুহাররামের বিশ তারিখ মঙ্গলবার তাকে রাজ সিংহাসনে বসান হয়। সিরিয়ার আমির ও পদস্থ কর্মকর্তাদের আনুগত্য প্রদর্শনের জন্যে তিনি তাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। আমিরদের পক্ষ হতে সালাম ও শান্তির সংবাদ সম্বলিত জবাবীপত্র আসে। এর ফলে সাধারণ মুসলমান, সিরিয়ার আমির-উমারা, সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। মানসূরা দুর্গে সে দিন সু-সংবাদ ধ্বনী ঘোষিত হয়। নগরীকে সুসজ্জিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। নির্দেশ মত ঐ মাসের সাতাশ তারিখ মঙ্গলবার সকালে নগরীর শোভা বর্ধনের জন্যে লোকজন গোটা শহরকে সুসজ্জিত করে। মুহাররামের শেষ দিন শুক্রবারে মালিকুস-সালিহ ইমাদুদ দুনিয়া ওয়াদ দীন ইসমাঈল ইবন্ নাসির ইবন্ মানসূর দামিস্কে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

আমাদের সঙ্গী ইমাম আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আবু বকর ইবন্ আইয়ূব আয-যারঈ ইমামুল জাওযী সফর মাসের ছয় তারিখ বৃহস্পতিবার সদরিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ দান করেন। শায়খ ইয্যুদ্দীন ইবন্ মুনজা তার নিকট উপস্থিত হন। যিনি তার জন্যে এ পদ থেকে সরে দাঁড়ান। আলিমদের একটি বড় দল তার দরসে সর্বদা উপস্থিত থাকতেন। সফর মাসের ষোল তারিখ সোমবার আমির সাইফুদ্দীন তাগার দামার মিসর থেকে দামিস্কে আসেন। হালবে মাহরুসের নায়িব পদে যোগদান করতে যাওয়ার পথে তিনি এখানে কাবুনে যাত্রা বিরতি করেন।

সফর মাসের আঠার তারিখ মঙ্গলবার শায়খ আবদুল্লাহ ইবন্ আবুল ওয়ালিদ আল-মুরি আল-মালিকী ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন ইমাম, আলিম, আমিল ও যাহিদ। তিনি ও তার ভ্রাতা আবু আমর উমাইয়া মসজিদে মিহরাবে সাহাবায় মালিকী মাযহাবের ইমাম ছিলেন। বাকিয়্যাতুস-সাহাফ উদ্যানে তার ইন্তিকাল হয়। জানাযা সালাত ঈদগায় অনুষ্ঠিত হয়। বাবুস সগীর কবরস্থানে পিতার কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। ফকীহ, কাজী ও পদস্থ কর্মকর্তাগণ তার জানাযায় হাজির হন। তিনি ছিলেন একজন সৎ ও আত্ম-সংযমী পুরুষ। তিনি দীনদার, আমানতদার ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিলেন।

সফর মাসের বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার সুলতানের নায়িব আয়দাগামাশ দামিষ্কে প্রবেশ করেন। হালব থেকে যাত্রা করে কাবূন হয়ে তিনি এখানে পৌঁছেন। সৈন্যগণ তার সামনে এসে আনুগত্য প্রদর্শন করে। তার পরিধানে ছিল নায়িবের রাজকীয় পোশাক। জনগণ তার জন্যে সমাবেশের আয়োজন করে এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে অভিনন্দন জানায়। ইহুদী ও নাসারা যিম্মীগণ মোমবাতী হাতে করে তার জন্যে প্রার্থনা করে। জনগণের জন্যে এটি ছিল একটি আনন্দের দিন। উমাইয়া মসজিদের মাকসূরায় তিনি জুমআর সালাত আদায় করেন। এ সময় আমির ও কাজীগণ তার সঙ্গে ছিল। রাজকীয় পোশাক পরিহিত অবস্থায় সেখানে তার নিয়োগ পত্র পাঠ করা হয়। তার পাশে ছিল আমির সাইফুদ্দীন মালিকাতুম রাহুলী। তার পরিধানেও রাজকীয় পোশাক ছিল।

সফর মাসের পঁচিশ তারিখ মঙ্গলবার আমির ইল্মুদ্দীন আল-জাওলী দামিষ্কে আসেন। তিনি এ পথ দিয়ে হামার নায়িব পদে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। সুলতানের নায়িব ও আমিরগণ মসজিদে কদমে এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এখান থেকে গিয়ে তিনি কাবূনে অবতরণ করেন। শহরের কাজী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার সাথে সাক্ষাতের জন্যে বেরিয়ে আসে। মুসনাদে শাফিঈ পাঠ করে তাকে শুনান হয়। কেননা, তিনি ছিলেন এর বর্ণনাকারী। এ মুসনাদ সংকলনে তার অবদান রয়েছে। বর্ণিত হাদীসগুলো তিনি অতি উত্তমভাবে বিন্যাস করেন। আমি নিজে তা প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি এর ব্যাখ্যাও লিখেছেন। শাফিঈ ও অন্যান্য মাযহাবের উন্নয়নে তিনি অনেক কিছু উৎসর্গ করেন।

সফর মাসের আটাশ তারিখ শুক্রবার জুম'আর সালাত আদায়ের পর শাবাক কামালিতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যা উছমানের সমাধির কাছে অবস্থিত। কাজী ফখরুদ্দীন মিসরী ও সৌজন্যে আদিলিয়া সগীরাকে কেন্দ্র করে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সুযোগমত সদরুদ্দীন তাদরীস বা পাঠদান শেষে নেমে আসেন এবং ফখরুদ্দীন দেড়শ শিষ্যসহ মসজিদে অবতরণ করেন। এ মাসের শেষ দিনে কাজী ফখরুদ্দীন মিসরী উপস্থিত হয়ে আদিলা সগীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করেন। প্রথা অনুযায়ী লোকজন তথায় উপস্থিত হয়। তিনি সেখানে কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করেন: هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا "এই তো আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, যা আমাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে" (সূরা ইউসুফ, ৬৫)। রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে মিসর হতে এই মর্মে লিখিত নির্দেশ আসে যে, আমির হুসামুদ্দীন সামকদরের নেতৃত্বে দামিষ্ক থেকে একদল সৈন্য পাঠাতে হবে এবং তারা কুরখ অবরোধ করবে, যেখানে ইবনুস সুলতান আহমদ মজবুত ঘাটি বানিয়ে নিয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয় যে, সে মিসরের ধন-ভাণ্ডার থেকে যেসব সম্পদ নিয়ে গিয়েছে তা তার নিকট হতে উদ্ধার করতে হবে। সামকদর দুর্গাভ্যন্তর থেকে নিক্ষেপক যন্ত্র মিনজানিক বের করে কবীবাত মসজিদের দিকে নিয়ে যান এবং তথায় স্থাপন করেন। লোকজন চাপ সৃষ্টি করার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মিনজানিকের সাহায্যে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। জনগণ সংকল্পবদ্ধ হয়ে অবরোধে অংশ নেন।

রবিউল আখির মাসের দুই তারিখ বুধবার আমির আলাউদ্দীন তম্বাগা আল-মারদানী নিজের অভ্যাস ও নিয়মানুযায়ী মিসর থেকে আগমন করেন। একই মাসের দশ তারিখ

বৃহস্পতিবার দুজন গুরুত্বপূর্ণ আমির অর্থাৎ রুকনুদ্দীন বায়বারাস আহমদী তারাবলিস থেকে এবং ইলমুদ্দীন জাওলী হামাহ্ থেকে গভীর রাতে দামিস্কে প্রবেশ করেন। তারা জামায়াতসহ সুলতানের নায়িবের নিকট উপস্থিত হয়। আহমদী নায়িবের ডান পাশে এবং জাওলী বাম পাশে বসেন। শহরের উপকণ্ঠে তারা অবস্থান করেন। অল্প কিছুদিন পর আহমাদী তার অভ্যাস ও নিয়মানুযায়ী পরামর্শের ভিত্তিতে মিসর অভিমুখে আর জাওলী গাজা মাহরুসা অভিমুখে তথার নায়িব হিসেবে যাত্রা করেন। আমির বদরুদ্দীন মাসউদ ইবনুল খতীব দামিস্কের তবলাখানাতের আমির নিযুক্ত হন। ঐ মাসের চৌদ্দ তারিখ বৃহস্পতিবার একদল সৈন্য দামিস্ক হতে রাত্রিবেলা কুর্খ শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। হাওরানের গভর্নর আমির শিহাবুদ্দীন সাবাহ নিক্ষেপণ যন্ত্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। দামিস্কের বার্ অঞ্চলের শাসক আমির সাইফুদ্দীন বাহাদুর আশ্-শামস ওরফে হালাওয়াত হাওরানের গভর্নর পদে নিয়োগ পেয়ে রওনা করেন। আঠার তারিখ শুক্রবার নায়িব ও শাফিঈ মাযহাবের কাজীর মধ্যে একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব হয়। চিঠিখানা মিসর থেকে আসে। তাতে উল্লিখিত কাজী সুবুকীকে বিচারকের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের নির্দেশ ছিল। চিঠিখানা স্বাক্ষরিত ও মহরকৃত পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ কারণে এবং জালালের সন্তান হওয়ার জন্যে নায়িব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। কেননা তাদের মতে এরা ছিল পথভ্রষ্ট এবং তারা অধিকাংশই ছিল গরীব। তিনি তাকে এ ব্যাপারে চেষ্টা করতে নিষেধও করেছিলেন। এরপর শাবাকে কামালীতে আর কখনও সালাত আদায় না করার প্রতিজ্ঞা করে ঐ দিনই তিনি চলে আসেন এবং সেখান থেকে গাযালিয়ায় এসে সালাত আদায় করেন।

রবিউল আখির মাসের বিশ তারিখ রোববার সুলতান মালিক নাসিরের জামাতা আমির সাইফুদ্দীন আরীগা তারাবলিসের নায়িব হিসেবে যোগদান করতে দামিস্ক অতিক্রম করেন। অত্যন্ত শান-শওকত, আনন্দ-উল্লাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সহ লোকজন নিয়ে তথায় গমন করেন। এ মাসের চব্বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার আমির বদরুদ্দীন ইবন্ খতীবী গাজার নায়িব পদ হতে অপসারিত হয়ে দামিস্কে আসেন। ঐ দিন সকালে নিজের অনুগত লোকজনসহ সুলতানের নায়িবের সাথে যাত্রা করে আপন গৃহে চলে আসেন। লোকজন সালাম জানাতে তার বাড়িতে ভীড় জমায়। সুলতান মালিক সালিহ্ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে উঠলে শোকর প্রকাশ করতে সফর মাসের তের তারিখ মঙ্গলবার গোটা শহর সুসজ্জিত করা হয়। এ মাসের ষোল তারিখ শুক্রবার আসরের পূর্বে মিসর থেকে একজন দূত আগমন করে। তার কাছ থেকে জানা যায়, প্রধান বিচারপতি তকিউদ্দীন সুবুকিকে মিসরের হাকিম পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে লোকজন তাকে সালাম ও বিদায় অভিবাদন জানাতে তার বাড়িতে ভীড় জমায়। এর আগে তাকে কেন্দ্র করে সমাজে নানা রকম গুজব রটে। ইতিমধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় যে, তম্বাগা ও ফাখরীর নিকট তিনি ইয়াতিমদের যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছিলেন, তা ফিরে পাওয়ার দাবি জানাবার জন্যে অচিরেই একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সম্পদের দায়ভার তার উপর আরোপ করে একটি ফাতাওয়া লেখা হয় এবং এতে সমর্থনসূচক স্বাক্ষর করার জন্যে মুফতিদের কাছে নেয়া হয়। কিন্তু একমাত্র কাজী জালালুদ্দীন ইবন্ হুসামুদ্দীন হানাফী ব্যতীত আর কেউ তাতে স্বাক্ষর করেনি। ফাতাওয়ার উপরে সালাতের পরে আমি কেবল তারই স্বাক্ষর দেখেছি। তখন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমাকে নিবৃত করা হয়। কারণ এর দ্বারা হাকিমদের উপর

সন্দেহ সৃষ্টি হয়। সুলতানের নায়িবের নির্দেশনামার প্রথমেই মুফতীগণকে এ সমস্যার সমাধানের জন্যে চিন্তা গবেষণা করতে বলা হয়। তাদেরকে বলা হয়, শরীআতের দাবি অনুযায়ী ফাতাওয়া দিতে হবে। তারা তার প্রতি উৎকৃষ্ট ধারণা পোষণ করত। ফলে মিসরে ডেকে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাকে মুক্তি দান করেন। রোববার সকালে দূতের সাথে তিনি মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে সরকারী পদস্থ কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ বেরিয়ে আসেন।

ইতিমধ্যে জুমাদাল উখরা মাস শুরু হয়। সৈন্যরা কারকে দায়িত্ব পালনে রত। অবরোধকারী সৈন্যের সংখ্যা প্রায় হাজারের উর্দ্ধে। এ মাসের চার তারিখ মঙ্গলবার জোহরের পর আমির আলাউদ্দীন আয়দাগামাশ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন সিরিয়ায় সুলতানের নায়িব। দারুস সা'আদায় একাকী থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। সৈন্যরা সেখানে প্রবেশ করে, তার তথ্য উদঘাটন করে এবং তাকে ঘিরে রাখে। তাদের আশংকা হয় যে, হয়তো তিনি মুর্ছা গেছেন। কেউ বলেন, এরপর তিনি আরোগ্য লাভ করেছিলেন। তবে আল্লাহ্ই তা ভাল জানেন। সতর্কতা হিসেবে পরের দিন পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করে। সকাল বেলা মৃত্যু নিশ্চিত বুঝে জানাযার ব্যবস্থা করা হয়। লোকজন জড়ো হতে থাকে। বাবুন-নাসরের বাইরে যেখানে জানাযা পড়ান হয়ে থাকে সেখানে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তাকে উঠিয়ে কিবলার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পরিবারের সদস্যরা চেয়েছিল কুবৃবিয়াত মসজিদের পাশে গিবরিয়াল কবরস্থানে তাকে সমাহিত করতে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে মসজিদের সামনে রাস্তার পাশে তাকে দাফন করা হয়। সে দিন জোহরের পূর্বে তার জানাযা প্রস্তুত করা যায়নি। জুমআর রাতে তার সমাধির কাজ শেষ হয়। আল্লাহ তাকে রহম করুন ও ক্ষমা করুন।

এ মাসের শুরুতেই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, কুরুখ শহর অবরোধ করা হয়েছে। শহরের বাসিন্দাদের একটি দল মুকাবিলার জন্যে বেরিয়ে আসলে অনেকে মারা পড়ে। অপর দিকে অবরোধকারী সৈন্যদের মধ্য হতে একজন মাত্র মারা যায়। এ পরিস্থিতিতে কাজী একদল লোক নিয়ে বেরিয়ে আসেন। তাদের হাতে ছিল কিছু জাওহার। তারা শহর ছেড়ে দিতে সম্মত হয়। যখন সকাল হলো, তখন দুর্গবাসীরা তাদের নিরাপত্তা জোরদার করলো এবং নিক্ষেপ যন্ত্র স্থাপন করে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কয়েক দিন অব্যাহত থাকার পর, তারা সৈন্যদের নিক্ষেপণ যন্ত্রে আঘাত করে তার ফলা ভেঙ্গে ফেলে। অত:পর তা সরিয়ে ফেলতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রবীণ আমিরদের পরামর্শ অনুযায়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এ অবরোধ চলাকালে অনেক ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। আল্লাহ্ এর উত্তম পরিণতি দান করুন।

এ মাসের শেষের দিকে অবরোধকারী সৈন্য ও কুর্খবাসীদের মধ্যে আর এক ঘটনা সংঘটিত হয়। তা হল কুর্খের একটি দল সৈন্যদের মুকাবিলায় বেরিয়ে আসে এবং তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। সৈন্যরা তাদের শিবির থেকে বেরিয়ে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পদব্রজে মুকাবিলা করে। উভয় পক্ষের সংঘর্ষে কুর্খের বেশকিছু নাসারাসহ অন্যান্য লোক নিহত হয়। সৈন্যদের মধ্যে আহত হয় অনেকে এবং একজন বা দুইজন মারা যায়। আমির সাইফুদ্দীন আবু বকর বাহাদুর আস বন্দী হয়। আরবের আমির নিহত হয়। বহু লোক বন্দী হয় এবং কারকেই তাদেরকে আটক করে রাখা হয়। এছাড়া অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়। অবশেষে

অবরোধকারী সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে এবং উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে প্রস্তুতি নেয়। তীব্র শীত ও রসদের স্বল্পতার কারণে তারা এ উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়। তারা এখানে কঠিন অবরোধ চালায়; কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়ে যায়। গোটা শহরে ছিল প্রচণ্ড ও দীর্ঘস্থায়ী শীতের প্রকোপ। তদুপরি নাগরিকদের কাছে ছিল পাথর নিক্ষেপণ যন্ত্র। এ অবস্থায় সৈন্যদের অবস্থান অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। যে নিক্ষেপ যন্ত্রটি তারা সাথে নিয়ে আসে, তাও ভেঙ্গে যায়। এ কারণে পুনরায় প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে তারা সেখান থেকে অবরোধ তুলে প্রত্যাবর্তন করে।

এ মাসের পঁচিশ তারিখ বুধবার কাজী বদরুদ্দীন ইবন্ ফজলুল্লাহ মিসর থেকে আগমন করেন। তিনি আপন ভ্রাতা কাজী শিহাবুদ্দীনের পরিবর্তে সচিব পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন। ভ্রাতা শিহাবুদ্দীনের গোপন সম্পদ ও হিসাব রক্ষক কাজী ইমাদুদ্দীন ইবন্ সিরাজির ধন ভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করার লিখিত নির্দেশনামা তার কাছে ছিল। সুতরাং তিনি উভয়ের সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। উভয়ের বাড়ির অন্তপুরিতে যারা ছিল তাদেরকে বের করে দরজা সীল করে রাখা হয়। হিসাব রক্ষককে কুমারীদের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি আশরাফিয়া দারুল হাদীসে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রার্থনা করলে তাকে সেখানে স্থানান্তর করা হয়। অপর দিকে কাজী শিহাবুদ্দীন ইতিপূর্বে আমির সাইফুদ্দীন তাগারদামার আল-হামাবীর সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। তাকে সিরিয়ায় দামিস্কের নায়িব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এর আগে তিনি হালবে ছিলেন। এ ঘটনা যখন ঘটে, তখন তিনি আসার পথে ছিলেন। সুতরাং তাকে প্রত্যাবর্তন করার জন্যে পত্র দেয়া হয়। যাতে তিনি ও হিসাব রক্ষককে ব্যবস্থার আওতায় আনা যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ এর কোন রহস্য জানতে পারলো না।

রজব মাসের আট তারিখ রোববার দিনের শেষ দিকে কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন সুবুকী দামিস্কের কাজী পদে প্রত্যাবর্তন করেন। খুত্বা দেয়ার অধিকারও তারই থাকবে এ মর্মে তার কাছে লিখিত পত্র ছিল। লোকজন সালাম জানাবার জন্যে তার কাছে আসে। সুলতানের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন তাগারদামার হামাবী এ মাসের পঁচিশ তারিখ এখানে এসে পৌছেন। তিনি আসেন হালব থেকে। আমির উমারা কাবূনের পথে তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন। জনগণ তার কল্যানার্থে প্রচুর দোয়া-প্রার্থনা করে। তার পূর্ববর্তী নায়িব আয়দাগামাশের উপর ক্ষুব্ধ থাকার কারণে জনসাধারণ তাকে অত্যধিক মহব্বত করে। তিনি দারুস-সা'আদায় অবস্থান গ্রহণ করেন। সোমবার সকালে সরকারী লোকজন তার নিকট উপস্থিত হয়। সাধারণ নাগরিকদের মধ্য হতেও একটি দল তথায় উপস্থিত থাকে। তারা তার নিকট এ আবেদন জানায় যে, তাদের খতীব তাজুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন্ জালালুদ্দীনকে যেন পরিবর্তন করা না হয়। কিন্তু তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। বরং কাজী তাকিউদ্দীন সুবুকির খুতবার নিয়োগ বহাল রাখেন এবং তিনি সরকারী পোশাক পরিধান করেন। অধিকাংশ জনগণ যখন এসব নিন্দনীয় কথা শুনলো, তখন সালাত শেষে তারা খণ্ড খণ্ড দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করে এবং ইবন্ জালালের খুতবা দান বন্ধ হওয়ায় তারা খুবই আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু এর দ্বারা সুবুকির মিহরাবে যাওয়া বন্ধ হয়নি। ফলে জনগণ তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করতে থাকে। তারা জোরে শোরে প্রচার করে যে, যদি সুবুকী খুত্বা দেয়, তা হলে তাকে বোকা বানিয়ে দেয়া হবে। এভাবে নিবৃত করতে চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তারা নিবৃত হয়নি। তাদেরকে বারবার বুঝাবার চেষ্টা

করা হয় যে, নেতার কথা শুনা ও আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য যদিও নেতা হাবশী গোলাম হোক না কেন। কিন্তু এসব উপদেশ দিয়ে তাদেরকে দমান যায়নি। অবশেষে বিশ তারিখ শুক্রবার জনগণের মধ্যে প্রচারিত হয় যে, ইবন্ জালালকে সমর্থন করে কাজী সুবুকী খুতবা দেয়া থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। ফলে আম-জনতা অত্যন্ত খুশী হয় এবং মসজিদে হাজির হয়। সুলতানের নায়িব মাকসূরায় প্রবেশ করেন। আমিরগণ তার সাথে থাকে। নিয়মানুযায়ী ইবন্ জালাল খুতবা পেশ করেন। ফলে জনগণ খুশী হয় ও বেশী সমালোচনা ও গোলমাল থেকে বিরত থাকে। খতীব মিম্বরে উঠার পর যখন তাদেরকে সালাম জানান, তখন তারা কঠিনভাবে প্রতিবাদ করে। এ ব্যাপারে তারা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলতে থাকে ও সুবুকির উপর তাদের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ করতে থাকে। এ বিষয়ে তাকে অনেক কথা শুনিয়ে দেয়। সালাত শেষ হওয়ার পর জন সমক্ষে নায়িবের নিয়োগ পত্র পড়ে শুনান হয়। খতীব বহাল থাকায় জনগণ আনন্দ চিত্তে মসজিদ হতে বেরিয়ে আসে। তারা খতীবের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয় ও তার জন্যে দু'আ করে।

শা'বান মাসের তিন তারিখ বুধবার কাজী বুরহান উদ্দীন ইবন্ 'আবদুল হক মাদ্রাসা আজরাকিয়ায় পাঠদান করেন। এই পদ হতে কাফজারিকে বাদ দিয়ে সুলতান তাকে লিখিত ভাবে নিয়োগ দেন। তিনি তাদের উভয়ের জন্য দারুল আদলে মঙ্গলবারে এক মজলিসের ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে কাজী বুরহান উদ্দীনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এতে তার ব্যক্তিগত সুবিধা ছিল এবং তাকে কোন বেতনও দিতে হত না।

শাবান মাসের পাঁচ তারিখ শুক্রবার শায়খুস সালিহ্ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন্ জাওযী ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন মুসনাদ হাদীসের অন্যতম সংকলক, মুকছিরিন রাবিদের অন্তর্ভুক্ত এবং সত্যপন্থী লোক। পঁচানব্বই বছর বয়সে তার ইন্তিকাল হয়। জুম'আর দিনেই জামি' মুজাফফারী মসজিদে তার জানাযা শেষে রওয়াহা গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয়। একই মাসের সতের তারিখ বুধবার শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ যুরায়র ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন ইমাম, আলিম, আবিদ, নাসিক ও সালিহ। কুবাইয়াত শহরে জামে' কারীমী মসজিদে তিনি খুতবা দান করতেন। ঐ দিন জোহরের সালাত আদায়ের পর উক্ত মসজিদে তার জানাযা সালাত পড়ান হয় এবং ঐ মসজিদের পাশেই তাকে দাফন করা হয়। মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে রাস্তার সন্নিকটে তার কবর অবস্থিত।

রমাদান মাসের প্রথম দিকে খবর প্রচারিত হয় যে, এক নবজাত শিশুর জন্ম হয়েছে- তার মাথা দু'টি ও হাত চারখানা। সুলতানের নায়িবের সামনে তাকে হাজির করা হয়। বাবুল ফারাদিসের কাছে হুকিয়াল উযায়র নামক মহল্লায় শিশুটিকে এক নজর দেখার জন্যে জনগণ ভীড় জমায়। দর্শকদের মধ্যে ফকীহদের একটি জামায়াতও ছিল। তারা ঐ মাসের তিন তারিখ বৃহস্পতিবার আসরের সালাতের পর তথায় উপস্থিত হয়। শিশুটির পিতা ফকীহদের সামনে তাকে নিয়ে আসে। তার পিতার নাম ছিল সায়াদাহ। সে ছিল পাহাড়ের বাসিন্দা। গ্রন্থকার বলেনঃ আমি শিশুটির প্রতি ভালরূপে লক্ষ্য করলাম। দেখলাম, ওরা স্বতন্ত্র্য দুটি শিশু। একজনের উরুর সাথে আর একজনের উরু মিশে গেছে। ফলে একজনের শরীরের অংশ অন্যজনের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। যার দরুন উভয়ের দেহ একই দেহে পরিণত হয়। শিশু দুটি মৃত। উপস্থিত লোকে বললো, এদের একজন ছেলে এবং অন্যজন মেয়ে। আমি যখন

দেখলাম, তখন তারা ছিল মৃত। লোকেরা জানায়, একজন আগে মারা যায়, অন্যজন দু'দিন পর বা এরকিছু কম সময়ের ব্যবধানে মারা যায়। উপস্থিত লোকজন এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখে।

এই সময়ে চারজন আমিরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। এরা সবাই কামিলের পুত্র। তারা হলেন তবলাখানাতের আমির সালাহুদ্দীন মুহাম্মাদ এবং আশরাতের আমির গিয়াস উদ্দীন লাখানাতের লোক। তাছাড়া সালাহুদ্দীন খলীল ইবন্ বলবান তরনা ও তবলাখানাতের কর্মকর্তা। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে যে, তারা কুরখে অবস্থানকারী মালিক আহমদ ইবন্ নাসির এর সাহায্য সহযোগিতা করেছে ও তার সাথে পত্র যোগাযোগ করেছে। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এ কারণে তাদেরকে কয়েদ করে মানসূরা দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। তবলাখানাতের তিনজনকে দারুস সাআদার দরজা বরাবর বাম দিকের গেট দিয়ে এবং গিয়াস উদ্দীনকে বড় গেট দিয়ে প্রবেশ করান হয়। এরপর সবাইকে আলাদা আলাদা স্থানে রাখা হয়। এ মাসের পনের তারিখ বৃহস্পতিবার এক গুরুত্বপূর্ণ জামায়াত বের হয়। এ সময় খুতবা দেয়ার দায়িত্ব স্থায়ী হওয়ায় খতীব ইবন্ জালাল খিলআত পরিধান করেন এবং খতীবদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কাজীদেরকে সাথে নিয়ে তিনি যাত্রা করেন।

এ মাসেই 'ময়দানে আখদার' এর দরজা বরাবর এক বিশাল নিক্ষেপ যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এর নল ছিল 'আঠার গজ' লম্বা এবং ফলক 'সাতাশ গজ' লম্বা। এর আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে লোকজন বাইরে বেরিয়ে আসে। শনিবার এর দ্বারা ষাট রতল (প্রায় ত্রিশ কেজি) ওজনের এক পাথর নিক্ষেপ করা হয়, যা ময়দানে কবিরের প্রাসাদের সামনে গিয়ে পড়ে। নিক্ষেপ যন্ত্রের পরিচালক মন্তব্য করেন যে, মুসলমানদের কোন দুর্গে এত বড় নিক্ষেপ যন্ত্র আর নেই। কুর্খে রাখার উদ্দেশ্যে আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আস-সালিহী এটি তৈরি করেন। কিন্তু আল্লাহ্র ফয়সালা অনুযায়ী কুর্খ অবরোধের কাজে এর ব্যবহার হয়। উত্তম পরিণতি দানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। এ মাসের শেষ দিকে আরও চার জন আমিরকে আটক করা হয়। এর মধ্যে একজন হলেন 'আক্বাগা আবদুল ওয়াহিদ। তিনি মালিক নাসির কাবিরের পক্ষে ইসতিদারিয়ায় কর্মরত ছিলেন। তার পুত্র মানসূরের আমলে তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন। পরে তাকে সিরিয়ায় পাঠান হলে হিমসের নায়িবের দায়িত্ব লাভ করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নানা দোষে জড়িয়ে পড়েন। তিনি সামাজিক ভাবে লোকের নিকট নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র হন। ফলে ঐ পদ থেকে তাকে অপসারণ করা হয় এবং দামিস্কে এক হাজার সৈন্যের তাকাদ্দুম পদে তাকে অধিষ্ঠিত করা হয়। সৈন্য বাহিনীর মায়সারা (বাম) অংশের জন্যে তিনি অধিনায়ক নিযুক্ত হন। অনেক দিন চলার পর এ আমলে তাকে কুর্খে অবস্থানকারী সুলতান আহমদ ইবন্ নাসিরকে সহযোগিতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। অত:পর তাকে বন্দী করে দুর্গে আটক রাখা হয়। তার সাথে আরও ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন বালা ও আমির সাইফুদ্দীন সালামাশ। এরা সবাই তবলাখানাত এর অধিবাসী। তাদের সবাইকে মানসূরা দুর্গে রাখা হয়। আল্লাহ্ই উত্তম পরিণতি দানের অধিকারী।

এ মাসে অর্থাৎ রমাদান মাসে নতান সুলতানের নির্দেশক্রমে হিমসের বিচার ব্যবস্থা দামিস্কের নায়িবের কর্তৃত্ব থেকে পৃথক হয়ে কাজী শিহাবুদ্দীন সুবুকীর পক্ষে চলে যায়। কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন সুবুকির সাথে দীর্ঘ বিরোধের পর এ ব্যবস্থা নেয়া হয়। রাষ্ট্রের কতিপয়

কর্মকর্তা এ বিষয়ে সরাসরি সহযোগিতা করে এবং সুলতানের নিকট হতে উক্ত নির্দেশনামা বের করে আনে। এ মাসেই আর এক ঘোষণার মাধ্যমে কুদ্স শরীফের বিচার ব্যবস্থার একক দায়িত্ব কাজী শামসুদ্দীন ইবন্ সালিম-এর উপর দেয়া হয়। এর আগে দীর্ঘ দিন যাবত তিনি ঐ অঞ্চলের নায়িব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কিছুদিন পর তাকে কাজীর পদ হতে অপসারণ করা হয়। তখন তিনি গাজা এলাকায় অবস্থান করেন। এরপর এ আমলে তাকে পুনরায় ঐ পদে নিয়ে আসা হয়। কাজী শিহাবুদ্দীন ইবন্ ফজলুল্লাহ এ মাসে মিসর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তার নিকট নির্দেশনা ছিল যে, প্রাথমিক পর্যায়ে তার মাসিক ভাতা হবে এক হাজার দিরহাম। 'নুহাস' নামক হাম্মামখানার নিকট মাদ্রাসা সালিহিয়ার পূর্ব দিকে কাসিউন উপত্যকায় তার নিজের তৈরি প্রাসাদে তিনি অবস্থান করতেন। যিলকাদ মাসের প্রথম দিন সকাল বেলা আমির সারিম উদ্দীন ইব্রাহীম আল মুসিকি আমিরে হাজির এর নেতৃত্বে উট ও গরুর উপর বহন করে কুর্খের উদ্দেশ্যে মিন্জানিক বা নিক্ষেপ যন্ত্র নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে এটা সিকরিত রাজ্যে রাখা ছিল। এর দেখা শুনা নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত ছিল। সঙ্গী-সাথীসহ তিনি এটাকে চালিয়ে নিয়ে যান। সৈন্য বাহিনী কুর্খের অভিযানে যাওয়ার জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। শহরের উপকণ্ঠে সৈন্যরা অস্ত্র শস্ত্রসহ সমবেত হয় এবং তথায় শিবির স্থাপন করা হয়। উত্তম পরিণতি দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্।

এ মাসের চার তারিখ সোমবার রাষ্ট্রীয় বীর তাওয়াশী কায়ূর আস-সিকরী মৃত্যুবরণ করেন। পাঁচ তারিখ মঙ্গলবার সকালে সেই প্রাচীন গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়, যা তাওয়াশী জহীর উদ্দীন এর গোরস্থানের সামনে বাবুল জাবিয়ার কাছে তিনি তৈরি করেছিলেন। মসজিদে যুবান এর দায়িত্বে থাকার পূর্বে তিনি দুর্গের খাযেন ছিলেন। এর আগে এ যায়গাটি তুবা তিকরিতির মালিক তাকিউদ্দীনের অধিকারে ছিল। অনেক দিন পর তার দুই ভাতিজা-সালাহুদ্দীন ও শরফুদ্দীনের নিকট হতে আমির তানকুয উচ্চমূল্যে ক্রয় করেন। দুই ভাইয়ের যে পরিমাণ সম্পত্তি ছিল, তার চেয়ে অধিক পরিমাণ সম্পত্তি তিনি এর বিনিময়ে প্রদান করেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ থেকে তিনি যে অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করেন তার প্রতি তান্কুয তার উপর প্রভাব খাটিয়ে সেটি করায়াত্ব করেন এবং বেশ কিছুদিন পর তাকে ফেরৎ দেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রচুর সম্পদ ও ওয়াকফ রেখে যান। এ মাসের ছয় তারিখ বুধবার সৈন্যবাহিনী অভিযানে বের হয়। এ বাহিনীর মুকাদ্দাম বা নেতৃত্বে ছিল আমির বদরুদ্দীন ইবন্ খতীর। তার সাথে ছিল আর এক মুকাদ্দাম। তিনি হলেন আমির আলাউদ্দিন ইবন্ কারাসানকার।

এ মাসের শেষ তারিখ শনিবার সুশ্রী যুবক শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন্ ফারাজ ইন্তিকাল করেন। আরুস নামক মিনারার তিনি ছিলেন স্থায়ী মুআয্যিন। সুললিত কণ্ঠে তিনি আযান দিতেন। নগরবাসীর নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তি। মন-মানসিকতার দিক দিয়ে যেমন ছিলেন সুন্দর মানুষ, তেমনি ছিলেন মধুর কণ্ঠ-স্বরের অধিকারী। তার সম-সাময়িক কোন কারী বা কোন মুআযযিন তার সমকক্ষ বা কাছাকাছিও ছিল না। শেষ জীবনে তিনি উত্তম পথে সৎ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হন। মানুষের মেলামেশা থেকে দূরে থাকেন এবং নিজের উন্নয়নে ব্যাপৃত থাকেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন ও উত্তম ঠিকানা দান করুন। ঐ দিন যোহরের পর জানাযা শেষে সুফিয়া গোরস্তানে তার ভাইয়ের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

যিলহাজ্জ মাসের পাঁচ তারিখ বৃহস্পতিবার শায়খ বদরুদ্দীন ইবন্ নুসহান ইন্তিকাল করেন। গোটা দেশের মধ্যে তিনি ছিলেন সপ্ত কিরআ'তের কারী। ঐ দিন জোহরের পর মসজিদে জানাযা আদায় শেষে বাবুল ফারাদীসে তাকে দাফন করা হয়।

যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখ রোববার 'আরাফা' দিবসে আকরা উম্মুস সালিহ গোরস্তানে উপস্থিত হন। বালাবাক্কার শায়খ বদরউদ্দীন ইবন্ নুসহান কাজী শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন্ নকীবের পরিবর্তে তিনি এখানে আসেন। তার আগমনের সংবাদ পেয়ে অনেক আলিম ও কাজী সেখানে উপস্থিত হয়। তার এ আগমন ছিল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। তথায় এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানে তিনি কিছু কিরআত পাঠ করেন এবং নিম্নোক্ত আয়াতের ই'রাব সম্পর্কে আলোচনা করেন যথা: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ "আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে, তারা যেন ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জন্য কল্যাণকর।" এ মাসের শেষে দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বেড়ে যায়। খাবারের জন্যে রুটি সরবরাহ দারুন ভাবে হ্রাস পায়। রুটি বানাবার চুল্লীর কাছে মানুষের ভীড় জমে যায়। মাখন ও খেজুরের রস মিশ্রিত যবের রুটি উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। এক সের যবের রুটি একশ ছিয়াশি দিরহামে বিক্রি হয়। ক্রমান্বয়ে মূল্য এত পরিমান বেড়ে যায় যে, এক রতল পরিমান রুটি এক দিরহামে বিক্রি হতে থাকে। রুটির মানগত বিবেচনায় এর চেয়ে কম বা বেশী দামে বিক্রি হয়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ভিক্ষুক ও সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে যায়। পরিবারের ছোট ছেলেমেয়েরা ক্ষুধায় ছটফট করতে থাকে। অভাবের তাড়নায় পরিবেশ ভারী হয়ে উঠে। তবে আল্লাহ্র দয়া অসীম। কেননা মানুষ যখন এহেন তীব্র দ্রব্যমূল্যের যাঁতাকলে পিষ্ঠ হতে থাকে, তখন অনেক অঞ্চলে যব, গম ও শস্য ফসল কাটা শুরু হয়ে যায়। তা না হলে অবস্থা অন্য রকম হয়ে যেত। কিন্তু মানুষের প্রতি আল্লাহ্র দয়া অসীম। তিনি চূড়ান্ত ফয়সালাকারী ও নিয়ন্ত্রক। যা ইচ্ছা করেন, তাই তিনি বাস্তবায়িত করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই।

হিজরী ৭৪৪ এবং (খৃষ্টাব্দ ১৩৪৪) সাল

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন মুসলমানদের সুলতান ছিলেন মালিকুন নাসির ইমাদুদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন ইসমাঈল ইবন্ মালিকুন নাসির নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ মালিকুল মানসূর সাইফুদ্দীন কালাউন আস-সালিহী। মিসরে তার নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন আফসানকার আস-সালারী। গত বছর যারা মিসরের কাজী ছিলেন, এ বছরও তারাই স্ব স্ব পদে বহাল থাকেন। দামিস্কে তার নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন তাগার দামার আল্হামাবী। এখানেও পূর্বের বছরের কাজীগণ স্বপদে বহাল থাকেন। অনুরূপভাবে মন্ত্রী, খতীব, মসজিদ ও খাজানার পরিদর্শক, ওয়াক্ফ এস্টেটের পরিচালক এবং নগরীর মেয়র তারাই থাকেন, যারা আগের বছর ছিলেন।

বছরের শুরু থেকেই মিসর ও সিরিয়ার সৈন্য বাহিনী অত্যন্ত কঠোরভাবে কুর্ক অবরোধ করে রাখে। নিক্ষেপযন্ত্র স্থাপন করা হয়। অবরোধের উপকরণ ছিল প্রচুর। মিসর ও সিরিয়া থেকে

আরও সৈন্য পাঠাবার জন্যে লিখিত পত্র প্রেরণ করা হয়। সফর মাসের দশ তারিখ বৃহস্পতিবার একদল সৈন্য কুর্খ থেকে দামিস্কে যায়। এরপর নতুন নতুন সৈন্য-বাহিনী কুর্খে আসতে থাকে। মিসর থেকে দু'হাজার এবং সিরিয়া থেকে দু'হাজার সৈন্য এসে যোগ দেয়। কুর্খের বাইরে একটি নিক্ষেপণ যন্ত্র ভঙ্গুর অবস্থায় সৈন্যদের নিকট পড়ে থাকে। আহমদী মিসরে প্রত্যাবর্তনের পর অবরোধ কার্যক্রমের গতি কিছুটা থমকে দাঁড়ায়।

রবিউল আওয়াল মাসের দুই তারিখ শনিবার সায়্যিদ শরীফ ইমাদুদ্দীন আল-খাশাব মাদ্রাসা আমিয়ার পাশে সীরাজী সড়কের মুখে কুশাক নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। দ্বিপ্রহরের পূর্বে উমাইয়া মসজিদে জানাযার পর বাবুস সগীর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও বিচক্ষণ লোক। তিনি অধিক সময় ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। সুন্নতের প্রতি ছিল তার প্রবল আকর্ষণ। তিনি সুন্নতের উপর আমলকারীদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। যেসব লোক শায়খ তাকীউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার সাহচর্য লাভ করেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর নিকট হতে তিনি অনেক উপকৃত হন। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তার বড় মাপের সহযোগী। একবার তাকে সায়দানা ইয়ামা' নামক জনৈক পাদ্রির নিকট প্রেরণ করা হলে তিনি তার হাত কিছু সময়ের জন্যে অপবিত্র করে তাদের পরম পবিত্র গোস্ত-বাইরে নিক্ষেপ করেন। নিজের ঈমানী শক্তি ও বীরত্ব দিয়ে ঐ বস্তুকে চরমভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেন। আল্লাহ্ তার ও আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

এ মাসের সাত তারিখ বৃহস্পতিবার মন্ত্রী, বিভাগীয় প্রধান, বায়তুল মালের রক্ষক, আওকাফ কর্মকর্তা ও মসজিদের দায়িত্বশীলগণ এক জায়গায় সমবেত হয়। তাদের সাথে ছিল শাবল, কোদাল হাতে একদল শ্রমিক। তারা বাবে মাশহাদে অবস্থিত পাথরের নীচে সারিয়ার দিক থেকে মাটি খনন করতে থাকে। জনৈক জাহিল অজ্ঞ লোকের দেয়া তথ্য অনুসারে তারা এ কাজ করে। লোকটি জানিয়েছিল যে, ঐ স্থানে মাটির নীচে বহু মূল্যবান সম্পদ পুঁতে রাখা হয়েছে। কর্মকর্তাগণ তার এ কথা শুনে সুলতানের নায়িবের সাথে পরামর্শ করলে তিনি মাটি খননের নির্দেশ দেন। সাধারণ জনগণ কৌতুহল দেখার জন্যে এখানে সমবেত হয়। নায়িবের নির্দেশে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিয়ে মসজিদের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। লোকজন চলে যাওয়ার পর খনন কাজ শুরু করা হয়। একবার, দুইবার এবং তিনবার খনন চালিয়েও মাটি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায়নি। খননের এ ঘটনা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। দূরের লোকজন অবাক ও বিস্মিত হয়ে এ কাজ দেখার জন্যে ভীড় জমায়। যার কথার প্রেক্ষিতে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে ধরে বন্দী করা হয় এবং খননকৃত স্থান মাটি দ্বারা ভরাট করে পূর্বের মত করে দেয়া হয়।

রবিউল আওয়াল মাসের আঠার তারিখ সোমবার হালবের কাজী নাসিরুদ্দীন ইবন্ খাশ্শাব ডাক বাহনে চড়ে দামিস্কে যাওয়ার পথে আদিলিয়া কাবিলায় অবতরণ করেন। তিনি লোকদেরকে জানান যে, তিনি খ্যাতনামা মুহাদ্দিস হাফিজ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আলী ইবন্ উবায়ক সুরুজী আল-মিসরীর সালাতে জানাযা এ মাসের আট তারিখ শুক্রবার হালবে পড়েছেন।

আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। হিজরী ৭১৫ (১৩১৬ খৃ.) সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। হাদীস শাস্ত্রে তার অগাধ-পাণ্ডিত্য ছিল। আসমাউর রিজাল তার মুখস্ত ছিল। সব রকম হাদীস সংগ্রহ করে তার থেকে দুর্বল হাদীস তিনি বের করতেন।

রবিউল আখির মাসের শুরুতে কাসিউন ভূ-খণ্ডে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। জামি' মুজাফ্ফারির সন্নিকটে-অবস্থিত সালিহিয়া বাজার ভস্মিভূত হয়। অগ্নিকাণ্ডে যেসব দোকান পুড়ে যায়, তার সংখ্যা প্রায় একশ বিশ। দূর অতীতে এতবড় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড আর দেখা যায়নি। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এ মাসের ছয় তারিখ শুক্রবার এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয় যে, শহরের জামে' মসজিদের মিনারায় যেভাবে যিকির করা হয়, দেশের সকল মিনারায় যেন সেভাবে যিকির করা হয়। এ নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকরী করা হয়। এ মাসের দশ তারিখ মঙ্গলবার শাফিঈ মাযহাবের কাযিউল কুযাত কাজী তাকিউদ্দীন সুবুকির নিকট তার গুপ্ত ধনভাণ্ডার থেকে কিছু অংশ সুলতানের দিওয়ানে ধার হিসেবে প্রদান করার জন্যে চাওয়া হয়। কিন্তু তিনি তা দিতে কঠোরভাবে অস্বীকৃতি জানান। ফলে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সুলতানের নায়িবের পক্ষ হতে কয়েকজন গুপ্তচর এসে ইয়াতিমদের ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে সেখান থেকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম জোর পূর্বক নিয়ে যায়। এগুলো তারা কতিপয় আরবকে প্রদান করেন, যারা সুলতানের দিওয়ানের প্রাপ্য দিতে বিলম্ব করেছিল। এ ক্ষেত্রে আরও অনেক চমকপ্রদ ঘটনা এ সময় সংঘটিত হয়, যার তুলনা নেই।

জুমাদাল উলা মাসের দশ তারিখ বুধবার আমাদের উস্তায শায়খুল ইমাম আলিম আল্লামা, ইলমের বিভিন্ন শাখার উপর প্রখ্যাত সমালোচক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ শায়খ ইমাদুদ্দীন আহমদ ইবন্ আবদুল হাদী আল-মুকাদ্দাসী আল-হাম্বলী ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাকে আপন রহমতের চাদরে বেষ্টন করুন ও জান্নাতের প্রশস্ত ময়দানে আশ্রয় দান করুন। প্রায় তিন মাস যাবত শরীরে উদগত এক ফোঁড়া ও অবিরাম জ্বরে তিনি ভুগছিলেন। এরপর তার অবস্থার অবনতি ঘটে এবং ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হন। ক্রমান্বয়ে তার শরীর দুর্বল হতে থাকে। অবশেষে ঐ দিন আসরের আজানের পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, মৃত্যুর পূর্বে তার জবান থেকে সর্বশেষে বেরিয়ে আসে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স) তাঁর প্রেরিত রাসূল। "হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমাকে তওবাকারী ও পবিত্র লোকদের মধ্যে শামিল করে নিন। বৃহস্পতিবার জামে' মুজাফ্ফারীতে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার সমস্ত কাজী, বিশিষ্ট আলিম ও আমির, ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণ তার জানাযায় উপস্থিত থাকেন। জানাযায় প্রচুর লোকের সমাগম হয়। জানাযার সমগ্র জামায়াতে নূর ও আলো চমকাতে থাকে। রওজাহ নামক গোরস্থানে সাইফ ইবন্ মাজদ (রহ) এর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। হিজরী ৭০৫ (খৃ. ১৩০৬) সালে রজব মাসে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়নি। ইলমের বিভিন্ন শাখায় তার দক্ষতা এত বেশী ছিল, যা অনেক বড় বড় শায়খদেরও ছিল না। হাদীস, নাহু, সরফ, ফিক্হ, তাফসীর, উসূলে ফিক্হ, উসূলে তাফসীর, তারিখ ও ইলমে কিরআতের অগাধ জ্ঞান তিনি অর্জন করেন। তার রচিত অনেকগুলো তা'লীক ও সংকলন রয়েছে। তিনি আসমায়ে রিজাল ও তুরুকে হাদীসের হাফিজ ছিলেন। জারহ্ ও

তা'দীল এবং ইল্লাতুল হাদীস সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। তার বুঝশক্তি ছিল প্রখর, আলোচনায় দক্ষ, উত্তম মেধা সম্পন্ন, আসলাফদের পদ্ধতির অনুসরণ, কিতাব ও সুন্নাহর আনুগত্য ও ভাল কাজে সহনশীলতায় তিনি ছিলেন সকলের নিকট দৃষ্টান্ত।

এ মাসের শেষ দিকে মঙ্গলবারে তিনি হাম্বলী মাযহাবের মিহ্রাবে পাঠ দান করেন। এ মিহরাবটি ছিল আমাদের সাথী শায়খুল ইমাম 'আল্লামা শরফুদ্দীন ইবন্ কাজী শরফুদ্দীন হাম্বলীর জন্যে নির্দিষ্ট। তিনটি হালকায় তিনি এ দারস পেশ করতেন। কাজী তাকিউদ্দীন ইবন্ হাফিজ (রহ) এর পরিবর্তে তিনি পাঠদান করেন। বহু সংখ্যক কাজী ও আলিম উলামা তার দারসে অংশ গ্রহণ করতো। তার পাঠদান পদ্ধতি ছিল খুবই চমৎকার। এক দরসে তিনি: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ "নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফ ও ইহসানের নির্দেশ দেন," আয়াতের ব্যাখ্যায় সন্তানদের মধ্যে কাউকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করেন। জুমাদাল উলা মাসের দুই তারিখ বৃহস্পতিবার সৈন্যবাহিনী কুর্খ অভিযানে বের হয়। দুইজন আমির এ বাহিনীর মুকাদ্দাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারা হলেন আমির শিহাবুদ্দীন ইবন্ সাবাহ ও আমির সাইফুদ্দীন কালাউন। অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও জাঁক-জমকের সাথে তারা এ অভিযানে বের হন।

এ মাসের একুশ তারিখ সোমবার সকালে হাসান ইবন্ শায়খ সাক্কাকীনী সূকে খায়লে নিহত হন। রাফিজী সম্প্রদায়ের আকিদা ও কথাবার্তা তার থেকে প্রকাশ পাওয়ার পর তাকে হত্যা করা হয়। কেননা, রাফিজী আকিদা সুস্পষ্টভাবে কুফরী মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন কট্টরপন্থী রাফিজী। তাদের আকিদা মতে শায়খাইন অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দীক ও উমার (রা) কাফির। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা ও হাফসা (যথাক্রমে আবু বকর ও উমার (রা) এর কন্যা সম্পর্কে তারা মিথ্যা অপবাদ দেয়। তাদের বিশ্বাস জিবরাঈল ফিরিশতাকে ওহী দিয়ে 'আলীর নিকট পাঠান হয়; কিন্তু তিনি ভুল করে 'আলীর পরিবর্তে মুহাম্মাদের নিকট ওহী নিয়ে যান। তাদের আকিদা বিশ্বাসে এ জাতীয় আরও বাতিল কথা-বার্তা রয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন। বাস্তবে তারা লাঞ্ছিত হয়েছেও। তার পিতা শায়খ মুহাম্মাদ সাক্কাকীনী রাফিজী ও শী'আ মাযহাব সম্পর্কে ভাল আপত্তি পোষণ করতেন। এ সম্বন্ধে তিনি একটি কাসিদাও রচনা করেন। শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবন্ তাইমিয়া তার জবাব দেন। তবে শায়খুল ইসলামের বেশ কয়েকজন ছাত্র বলেছেন যে, মৃত্যুর পূর্বে সাক্কাকী তার মাযহাব থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আহলি সুন্নাতের অনুসারী হন। গ্রন্থকার বলেন, আমি শুনেছি সাক্কাকী যখন নিজেকে আহলে সুন্নাতের অনুসারী বলে ঘোষণা দেন, তখন তার এই দুশ্চরিত্র পুত্র হাসান তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেয়।

রজব মাসের পাঁচ তারিখ সোমবার রাত্রে আমির সাইফুদ্দীন তান্কুজ সিরিয়ার নায়িব এর শবদেহ দামিস্কে বাবে নাসর এর সন্নিকটে তার নির্মিত মসজিদের সংলগ্ন কবরস্থানে আনা হয়। মৃত্যুর সাড়ে তিন বছর বা তারও পরে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে তার লাশ এখানে স্থানান্তর করা হয়। তার কন্যা–নাসিরের স্ত্রী, স্বীয় পুত্র সুলতান মালিক সালিহ্ এর নিকট দাবি জানালে তিনি এতে অনুমতি দেন। তারা চেয়েছিল কুদ্স শরীফে তার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে তাকে দাফন

করতে। কিন্তু তাতে সফল না হওয়ায় দামিস্কে তার নিজস্ব গোরস্থানে নিয়ে আসা হয় এবং তার শেষ কৃত্য তথায় নিশ্চিত করা হয়। এ সময় কাজী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন।

শা'বান মাসের এগার তারিখ মঙ্গলবার আমাদের সঙ্গী আমির সালাহউদ্দীন ইউসুফ তিকরীতী ইবন্ আখিস-সাহিব তাকিউদ্দীন ইবন্ তাওবাতাল উযীর কাসাঈন শহরে নিজ গৃহে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র চল্লিশ বছর। মেধা, ধীশক্তি, বিচক্ষণতা ও তত্ত্বজ্ঞানে তিনি ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার প্রতি তার ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। তার সরাসরি ছাত্রদের প্রতি বিশেষভাবে এবং যেসব আলিম তাকে এক নজর দেখেছে তাদেরকে সাধারণভাবে তিনি ভালবাসতেন। অন্যকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়া, ইহ্‌সান করা এবং ফকীর ও সত্যপন্থী লোকদের ভালবাসা তার অন্যতম বৈশিষ্ট। কাসিউনে পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। এ মাসের পনের তারিখ শনিবার দামিস্কে মৃদু ভূমিকম্প হয়। ফলে অনেকেই তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু কয়েকদিন পর অব্যহতভাবে খবর আসতে থাকে যে, এ ভূমিকম্পে হাল্ব শহর দারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অনেক দালান-কোঠা বিধ্বস্ত হয়েছে। এমনকি হাল্ব দুর্গের কতিপয় বুরুজ ভেঙ্গে গেছে। দামিস্কের বহু ঘর-বাড়ি, মসজিদ, তীর্থস্থান ও প্রাচীর ভূমিকম্পের ফলে মাটিতে ধ্বসে যায়। হাল্বের পার্শ্ববর্তী দুর্গের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশী। সংবাদ পাওয়া যায় যে, মাম্বাজ শহরে সামান্য কয়টি ঘর-বাড়ি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ঐসব বিধ্বস্ত ঘরের নীচে চাপা পড়ে অনেকেই প্রাণ হারায়।

শাওয়াল মাসের শেষ দিকে দুইজন আমিরের নেতৃত্বে কুর্‌খ অভিযানে একদল সৈন্য যাত্রা করেন। আমির দুইজন হলেন আলাউদ্দীন খুরাসানকার এবং আমিরুল হজ্জ বায়দামার। এ সময় খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, কুর্‌খের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে, রাজনৈতিক শৃংখলা ভেঙ্গে গেছে এবং খাদ্য-ঘাটতি মহামারি আকার ধারণ করেছে। সেখানকার শাসক ও সমাজপতিদের কয়েকটি দল খাসিকী আমির আহমদ ইবন্ নাসিরকে এড়িয়ে বের হয়ে পড়ে। সকাল থেকেই তারা কালাউনের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের সাথে বিভিন্ন হালকার মুকাদ্দামগণ মিসরে চলে যান। তারা সুলতানকে জানিয়ে দেয় যে, আহমদ ইবন্ নাসিরের সংগৃহীত খাদ্য-রসদ দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। শুভ পরিণতির জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

যিল্‌হাজ্জ মাসের আটাশ তারিখ বুধবার রাতে কাজী ইমাম আল্লামা বুরহান উদ্দীন ইবন্ আবদুল হক ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের শায়খ। ইবন্ হারীরির পরে দীর্ঘদিন যাবত তিনি মিসরের প্রধান বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। এ দায়িত্ব হতে অব্যহতি নিয়ে তিনি দামিস্কে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাগারদামার নায়িব থাকাকালে আযরাবিয়ায় স্বীয় পিতা কাজী আমির উদ্দীনের পক্ষে দারস প্রদান করেন। পিতার ইন্তিকালের তিন দিন পূর্বে রোববার হতে তিনি দারস দেয়া শুরু করেন। সালিহিয়া যাওয়ার পথে আরযা নামক ভূখণ্ডে অবস্থিত নিজ উদ্যানে বুরহান উদ্দীন (রহ) ইন্তিকাল করেন। পরের দিন কাসিউনে নির্মিত শায়খ আবু উমার গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জামি' মুজাফ্‌ফারীতে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। কাজী, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জানাযায় উপস্থিত হন।

হিজরী ৭৪৫ (খৃ. ১৩৪৫ সাল)

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন গোটা মিসর ও সিরিয়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন মালিকুস সালিহ ইবন্ ইসমাঈল ইবন্ সুলতান মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ মালিকুল মানসূর কালাউন। মিসর ও সিরিয়ার কাজী পদে তারাই বহাল থাকেন যারা পূর্ববর্তী বছরে দায়িত্ব পালন করেন। মিসরের নায়িব ছিলেন আলহাজ্জ সাইফুদ্দীন, আর তার উজির ছিলেন সেই ব্যক্তি, যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। একান্ত সচিব কাজী মাকিনুদ্দীন, সেনা অধিনায়ক কাজী ইলমুদ্দীন ইবনুল কুতুব, প্রধান হিসাব নিরীক্ষকের নাম পূর্বে এসেছে। দিওয়ান সমূহের ডাইরেক্টর ইলমুদ্দীন নাসিরী। আওকাফের পরিচালক আমির হুসামুদ্দীন নাজীবী, বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক আলাউদ্দীন শারনূখ এবং ভাণ্ডারখানার পরিদর্শক ছিলেন কাজী তাকিউদ্দীন ইবন্ আবুত-তায়্যিব। অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তা ও পরিচালকগণ তারাই ছিলেন যাদের নাম পূর্বের বছরে উল্লেখ করা হয়েছে। দফতর সম্পাদক ছিলেন কাজী বদরুদ্দীন ইবন্ ফজলুল্লাহ কাতিবুসসির। বিচারকমণ্ডলী ছিলেন কাজী আমিনুদ্দীন ইবন্ কালানুসী, কাজী শিহাবুদ্দীন ইবন্ কায়সারানী, কাজী শরফুদ্দীন ইবন্ শামসুদ্দীন ইবন্ কায়সারানী, কাজী শরফুদ্দীন ইবন্ শামসুদ্দীন ইবন্ শিহাব মাহমুদ ও কাজী আলাউদ্দীন শরনূখ।

বছরের শুরু মুহাররম মাসের প্রথম দিন ছিল শনিবার কুরূখ দূর্গে তখন অবরোধ চলছিল। তবে কুরূখ শহর ইতিমধ্যে সৈন্যদের দখলে আসে। আমির সাইফুদ্দীন কবলিয়া সেখানকার নায়িব নিযুক্ত হন। মিসর থেকে এসে তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মিসর ও সিরিয়ার সৈন্যগণ দূর্গ অবরোধ করে রাখে। অপর দিকে নাসির আহমদ ইবন্ নাসির দূর্গ ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করতে ও বশ্যতা স্বীকার করে ভাইয়ের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। এভাবে অবস্থা জটিল ও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং যুদ্ধ-দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ নীতি অবলম্বনের কারণে বহু সংখ্যক সৈন্য ও কুরূখবাসী নিহত হয়। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটনা উত্তম সিদ্ধান্তের দিকে মোড় নেয়। এর অল্পকিছু দিন আগে আমির সাইফুদ্দীন আবু বকর ইবন্ বাহাদুর আল কুরূখের একবার বন্দী হয়েছিলেন। একই সময়ে নাসির আহমদের একদল মামলুকও দূর্গ থেকে পলায়ন করে। এই মামলুকগণ নাসির আহমদের ঘনিষ্ট বন্ধু ও সাহায্যকারী শুহায়ব আহমদের হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। সৈন্যগণ আবুবকরকে নাসির আহমদের নিকট হতে চলে আসার পরামর্শ দেয়। এর ফলে তিনি নাসিরের আক্রোশ হতে রক্ষা পাবেন এবং মিসরে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন। এ দিকে যখন এ অবস্থা চলছিল, তখন দূর্গ লক্ষ্য করে দিনরাত পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। দূর্গের অভ্যন্তরে ভিত্তিমূলে আঘাত করে ধ্বসে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। কেননা এর প্রাচীর গাত্র এত মজবুত ও তৈলাক্ত ছিল যে, শত আঘাত করেও এর কিছুই করা সম্ভব ছিল না। কিছুদিন পর অবরোধ কার্যক্রম কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। তবে বাহির থেকে দূর্গের মধ্যে যাতে খাদ্য রসদ না যায় বা এমন কিছু প্রবেশ না করে, যার সাহায্যে ভিতরে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান করতে পারে, এ ব্যাপারে সতর্কতা জারী করা হয়। ভাল পরিণতির জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়। সফর মাসের পঁচিশ তারিখ বুধবার কুরূখ থেকে দূত এসে সংবাদ জানায় যে, দূর্গ জয় হয়েছে। প্রবেশ দ্বার জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, আমির আহমদ ইবন্ নাসিরের দলবল নিরাপত্তা চেয়ে প্রার্থনা করেছে এবং আমির আহমদকে বন্দী করে বাহনে উঠিয়ে

মিসরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব ঘটনা এ মাসের তেইশ তারিখ সোমবার জোহরের পরে সংঘটিত হয়। শেষ পরিণতি ভাল করার মালিক আল্লাহ্। রবিউল আওয়াল মাসের চার তারিখ জুম'আর দিন সকালে দূর্গে সু-সংবাদ ঘোষণা করা হয়। কুরখ শহরের বিজয় ও একক আনুগত্য প্রতিষ্ঠার আনন্দে সুলতান মালিক সালিহ-এর নির্দেশক্রমে গোটা দেশকে নতুন সাজে সজ্জিত করা হয়। সাত তারিখ সোমবার পর্যন্ত আনন্দ অব্যাহত থাকে। অত:পর জোহরের পর সাজ-সজ্জা নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। এতে অধিকাংশ জনগণ দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। কতিপয় লোক গুজব রটায় যে, আমির আহমদের বিজয় হয়েছে এবং যেসব আমির তার নিকটে আছে, তারা তার আনুগত্য গ্রহণ করেছে। আসলে এ সংবাদের কোন ভিত্তি ছিল না। রবিউল আওয়ালের তের তারিখ রোববার সকালে অনুসন্ধানী সৈন্যগণ কুরখ থেকে এসে তবলাখানাত ও সৈন্য বাহিনীতে প্রবেশ করে এবং আহমদ ইবন্ নাসিরের পতনের সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

রবিউল আওয়াল মাসের এগার তারিখ শুক্রবার উমাইয়া মসজিদে শায়খ আমিন উদ্দীন আবু হাইয়্যান নাহুবীর সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। মিসরে দীর্ঘদিন যাবত তিনি শায়খ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নব্বই বছর পাঁচ মাস বয়সে তিনি মিসরে ইন্তিকাল করেন। এরপর রবিউস সানি মাসে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, সুলতান আমির আহমদকে হত্যা করা হয়েছে। তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং হস্তদ্বয় কর্তন করা হয়েছে। দেহের অবশিষ্ট অংশ কুরখে দাফন করা হয়েছে। এরপর তার কর্তিত মস্তক ভ্রাতা মালিকুস সালিহ ইসমাঈলের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এ মাসের চব্বিশ তারিখ কর্তিত মস্তক ভ্রাতার কাছে এসে পৌঁছে। এভাবে তার পতনের ঘটনায় জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কিছুদিন পর শায়খ আহমদ সরঈ সুলতান মালিক সালিহ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অনেকগুলো দাবিনামা পেশ করেন। দাবিনামার মধ্যে ছিল জুলুম-অত্যাচার পরিহার করা, খাজনা প্রত্যাহার করা, তবলাখানাতের দায়িত্ব আমির নাসির উদ্দীন ইবন্ বাকতাশ এর উপর ছেড়ে দেয়া এবং দামিস্কে দুর্গসহ অন্যান্য স্থানে বন্দীকৃত আমিরগণকে মুক্তি দেয়া ইত্যাদি। সুলতার তাঁর সকল দাবি মেনে নেন। শায়খ আহমদের লিখিত দাবিনামায় ত্রিশটিরও বেশী দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। রবিউস সানি মাসের শেষ দিকে মালিকুস সালিহ-এর নিকট শায়খ আহমদের পেশকৃত তালিকা উত্থাপন করা হলে তিনি এর সবগুলো অথবা ইবন্ মালিকুল কামিল এবং আমির সাইফুদ্দীন বালুকে মাসের শেষ দিন বৃহস্পতিবার মুক্তি দেন। অনেকগুলো দাবি পূরণ করে এর প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকেন।

এ মাসের মধ্যেই বাবুল ফরজের বাইরে একটি মিনারা তৈরি করা হয় এবং একটি প্রাচীন গৃহকে মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করা হয়। এ মাদ্রাসাকে হানাফিয়া মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং একটি মসজিদ, ওযুখানা ও মুসাল্লা নির্মাণ করা হয়। এ সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক আমিরে হাজিব আমির সাইফুদ্দীন তাকতাম আল্ খলিলের দিকে করা হয়। তিনি হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি মাদ্রাসাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান, যা বর্তমানে কাসাইনে অবস্থিত।

জুমাদাল উখরা মাসের দশ তারিখ সোমবার রাত্রে আমাদের সাথী বন্ধু মুহাদ্দিস তাকিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ সদর উদ্দীন সুলায়মান আল-জা'বারী ইন্তিকাল করেন। তিনি শায়খ জামালউদ্দীন মুযির জামাতা এবং শরফুদ্দীন আবদুল্লাহ ও জামাল উদ্দীন ইব্রাহীমের পিতা। এরা

ব্যতীত তার আরও কতিপয় পুত্র-কন্যা ছিল। ব্যকারণে এবং কবিতা রচনায় তার বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল। পুরো দুই দিন এবং তৃতীয় দিনের কিছু সময় অচেতন থাকার পর উল্লিখিত তারিখে মধ্যরাতে তার ইন্তিকাল হয়। 'ঈশার সালাতের পর আমি কিছু সময় তার নিকট ছিলাম তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে। ঐ সময় তিনি আমার সাথে কথা বলেন ও এক পর্যায়ে হাসি-ঠাট্টা করেন। তখন তার জীবন প্রবাহ ছিল অতি ক্ষীণ। আমি চলে আসার পরে ঐ রাতেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। আল্লাহ্ যেসব কাজে ও কথায় অসন্তুষ্ট হন, তিনি সেসব থেকে তওবা করে আমাকে সাক্ষ্য রাখেন। জীবিত থাকলে সাক্ষ্যদান পরিহার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। সোমবার জোহরের সময় তার সালাতে জানাযা আদায় করা হয় এবং বাবুস-সগীর গোরস্থানে তার পিতা মাতার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

রজব মাসের বাইশ তারিখ শুক্রবার বাবুন-নাসরের বর্হিদেশে অবস্থিত তানকুয জামে' মসজিদে কাজী ইমাদুদ্দীন ইবনু আলী ইবন্ দাউদ কাফজারী এ পদ হতে অব্যহতি পাওয়ায় সাইফুদ্দীন তাগারদামার ও ঐ দিন সে মসজিদে তার নিকট উপস্থিত ছিলেন।

রজব মাসের উনত্রিশ তারিখ শুক্রবার কাজী ইমামুল আলম জালালুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন্ কাযিউল কুযাত হুসামুদ্দীন রূমী আল্-হানাফী ইন্তিকাল করেন। দামিস্কের মসজিদে জুমু'আর সালাতের পর তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। বহু সংখ্যক কাজী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর জানাযায় উপস্থিত হয়। খাতুনিয়া জওয়ানিয়ার সন্নিকটে অবস্থিত যারদ্কাশ এর পাশে তার নিজের নির্মিত মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে তাকে দাফন করা হয়। মিসরে তার পিতা প্রধান বিচারপতি থাকা অবস্থায় তিনি হানাফী মাযহাবের কাজী পদে নিযুক্ত হন। ৬৫১ হিঃ (১২৫৩ খৃ:) সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। পরে পিতার সাথে সিরিয়া চলে আসেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মালিকুল মানসূর ক্ষমতা গ্রহণের পর তার পিতাকে মিসরের এবং এই পুত্রকে সিরিয়ার কাজী পদ দান করেন। এরপর তিনি এ পদ থেকে অব্যহতি লাভ করে হানাফীদের তিনটি উচ্চমানের মাদ্রাসায় পাঠদানে রত থাকেন। শেষ জীবনে তিনি শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলেন। এটা ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তি যথাযথভাবে কার্যকর ছিল। ইলমের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী।

শা'বান মাসের চব্বিশ তারিখ বুধবার শায়খ নাজমুদ্দীন 'আলী ইবন্ দাউদ আল্-কাফজারী ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন মসজিদে তান্কুজের খতীব এবং জাহিরিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। মৃত্যুর অল্পদিন আগে এ পদ থেকে তিনি সরে দাঁড়ান। তার স্থানে কাজী ইমাদুদ্দীন ইবনুল ইয্ হানাফী অধিষ্ঠিত হন। নাসরে ও মসজিদে জিরাহ্ এর নিকট তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ইবন্ শীরাজীর গোরস্থানে পিতার কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। তার জানাযায় বহু সংখ্যক কাজী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হন। তিনি ছিলেন ইলমুন-নাহুর উস্তায। এছাড়া আরও বহু বিষয়ে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তবে নাহু সরফে তার ব্যুৎপত্তি ছিল সবচেয়ে বেশী।

এই সময়ের মধ্যে শায়খুস সালিহ আল-আবিদ আন নাসিক শায়খ 'আবদুল্লাহ জরীর আয্-যারঈ ইন্তিকাল করেন। তার সালাতে জানাযা যোহরের পর উমাইয়া মসজিদে, বাবুন-নাসরে এবং সুফিয়া কবরস্থানের নিকট অনুষ্ঠিত হয়। অত:পর ঐ কবরস্থানে শায়খ তাকিউদ্দীন

ইবন্ তাইমিয়ার কবরের কাছে তাকে সমাহিত করা হয়। তিনি অত্যন্ত মধুর সুরে এবং বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় ইবাদতে মশগুল থাকতেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানুষকে তিনি কুরআন শিক্ষা দেন। তিনি রমাদান মাসের শেষ দশ দিন উমাইয়া মসজিদে হাম্বলী মিহরাবে ইতিকাফে থেকে ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। এ সময় আরও লোকজন তার সঙ্গে ইতিকাফে শরীক হতো।

রমাদান মাসের দুই তারিখ শুক্রবার শায়খুল ইমামুল আলম আল্-আলিম, আল্-আবিদ, যাহিদুল ওয়ারা' আবু 'উমার ইবন্ আবুল' ওয়ালিদ আল-মালিকি ইন্তিকাল করেন। তিনি উমাইয়া মসজিদে মালিকি মাযহাবের জন্যে নির্ধারিত মিহ্রাবে সাহাবার ইমাম ছিলেন। সালাত শেষে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য লোক তার জানাযায় হাজির হয়। তার অসাধারণ যোগ্যতা ও কল্যাণকারী ফাতাওয়া দানের কথা স্মরণ করে লোকেরা আক্ষেপ প্রকাশ করে। মসজিদে তারিখের নিকটে অবস্থিত আবুল গুণদলবী মালিকির কবরের কাছে স্বীয় পিতা ও ভ্রাতার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। উক্ত মিহরাবের জন্য তার শিশু পুত্রকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। অবশ্য তার ইমামতি করার যোগ্যতা অর্জন পর্যন্ত অন্য এক জনকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। আল্লাহ্ তার কল্যাণ ও তার পিতার প্রতি রহম করুন।

রমাদান মাসের ছয় তারিখ মঙ্গলবার সকালে প্রচুর পরিমাণ বরফ পড়ে। দীর্ঘকালের মধ্যে দামিস্কে এত পরিমাণ বরফ কখনো পড়েনি মানুষজন বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছিল। দয়া ও প্রশংসা সবই আল্লাহ্র। ছাদের উপর বরফ জমে জমে স্তূপ হয়ে যায়। মানুষের কাজকর্ম ও চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ির ছাদ থেকে রাস্তার অলি-গলি পর্যন্ত বিছান সাদা বরফ চিকচিক করতে থাকে। এ অবস্থায় সরকারী ভাবে রাস্তা থেকে বরফ সরিয়ে ফেলার নির্দেশ জারি করা হয়। কেননা, রাস্তা বন্ধ থাকার ফলে মানুষের আয়-উপার্জনও বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে অভাবী লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বরফ সরাবার কাজের মাধ্যমে উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেন। বরফের কারণে অনেক দিন পর্যন্ত মানুষকে বহু দুর্ভোগ পোহাতে হয়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রমাদান মাসের তেইশ তারিখ শুক্রবার উমাইয়া মসজিদে নায়িব অর্থাৎ আমির 'আলাউদ্দীন জাওলির জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে তার জীবন ও কর্মের উপর কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদুল ফিতর দিবসে এত পরিমাণ শিলাবৃষ্টি হয় যে, খতীব ঈদগাহে যেতে সমর্থ হননি। নায়িবে সুলতানও ঘর থেকে বের হতে পারেননি। আমির ও কাজীগণ ঈদগাহের পরিবর্তে দারুস-সা'আদায় সমবেত হয়। খতীব সেখানে গিয়ে তাদেরকে নিয়ে তথায় ঈদের সালাত আদায় করেন। অধিকাংশ লোক এ দিন ঈদের সালাত নিজ নিজ বাড়িতে পড়ে।

যিলহাজ্ব মাসের একুশ তারিখ রোববার কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন সুবুকী আশ শাফিঈ জামিয়াতুল বারানিয়া মাদ্রাসায় শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ নকীবের পক্ষে দারস প্রদান করেন। বহু

সংখ্যক কাজী, আমির, আলিম ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তার দারসে উপস্থিত হয়। তিনি কুরআন মজিদের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াতের দারস পেশ করেন, যথাঃ

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

"সে (সুলায়মান (আ) বললোঃ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য, যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। তুমি তো পরম দাতা" (সাদ, ৩৫)। যিলহাজ্ব মাসে শহরের কুকুর হত্যা করার ফাতাওয়া চাওয়া হয়। অধিকাংশ আলিম মারার পক্ষে ফাতাওয়া দেয়। ফলে কুকুর মেরে ফেলা হয়। এ মাসের পঁচিশ তারিখ শুক্রবার মেরে ফেলা কুকুরগুলো শহরের বাইরে বাবে সগীরের নিকট গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়ার জন্যে সরকার নির্দেশ দেয়। তবে ভাল ছিল সমস্ত কুকুর মেরে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে দেয়া, যাতে এর দুর্গন্ধে মানুষের কষ্ট না হয়। ইমাম মালিক ইবন্ আনাস (র) বলেছেন, মানুষের বসবাসের সুবিধার্থে কোন নির্দিষ্ট শহরের সমস্ত কুকুর মেরে ফেলা বৈধ। অবশ্য প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে। এ ফাতাওয়া উছমান ইবন্ 'আফ্ফান (রা) খুতবার মধ্যে কুকুর হত্যা করার ও কবুতর যাবাহ করার নির্দেশ দিতেন।

হিজরী ৭৪৬ (খৃ. ১৩৪৬) সাল

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন মিসর, সিরিয়া, হারামায়ন, হালব ও অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের সুলতান ছিলেন মালিকুস সালিহ ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবন্ নাসির ইবন্ মানসূর। মিসর ও সিরিয়ায় কাজী পদে পূর্বের বছরে যারা নিযুক্ত ছিলেন, তারাই এ বছর বহাল থাকেন। মুহাররামের ষোল তারিখ শুক্রবার মাযা শহরের জামে' মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। আমির বাহাউদ্দীন মারজানী ও মসজিদ নতুনভাবে নির্মাণ করেন। বাহাউদ্দীনের পিতা মিনায় মসজিদে খায়ফ তৈরি করেছিলেন। 'মাযার' এ মসজিদটি নির্মাণ সৌন্দর্যে, প্রশস্ততায় ও শান শওকাতে অতুলনীয়। আল্লাহ্ এর প্রতিষ্ঠাতাকে কবুল করুন। মাযার অধিবাসী ও শহরের অন্যান্য বাসিন্দাসহ বিপুল সংখ্যক লোক নিয়ে জুমআর সালাতের মাধ্যমে মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। আমি ছিলাম খতীব অর্থাৎ গ্রন্থকার শায়খ ইমাদুদ্দীন (রহ)। প্রশংসা ও করুণা আল্লাহ্রই প্রাপ্য। পরস্পর প্রতিযোগিতা ও মুকাবিলা করার বৈধতার ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করা নিয়ে সর্বত্র প্রচুর আলোচনা সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এর কারণ হলো- শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ কায়্যিম আল্-জাওযিয়া এ বিষয়ের উপর পূর্বেই এক পুস্তক রচনা করেন। এ পুস্তকে উক্ত মাসআলায় তিনি শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার মতামতের সাহায্য নেন। এরপর তুর্কীস্থানের আলিমদের এক জামা'আত এ সম্পর্কে ফাতাওয়া প্রদান করে; কিন্তু তারা শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার দিকে এর সম্পর্ক করেনি। ফলে, কেউ কেউ ধারণা করে যে, এটা তারই মত। অথচ চার মাযহাবের কোন ইমামের নিকট তা স্বীকৃত নয়। এ কারণে এ ফাতাওয়া প্রত্যাখ্যান করা হয়। শাফিঈ মাযহাবের কাজী ফাতাওয়াটি তলব করেন। মাসআলাটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা হয়। এ আলোচনা ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হয়নি, যতক্ষণ শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ কায়্যিম আল্ জাওযিয়া জমহুরদের সাথে একমত পোষণের ঘোষণা না দেন।

মালিকুস সালিহ ইসমাঈলের মৃত্যু

এ বছর রবিউস সানি মাসের তিন তারিখ বুধবার শেষ বেলায় সুলতান মালিকুস সালিহ ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবন্ নাসির ইবন্ মানসূরের মৃত্যুর ঘোষণা দেয়া হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আপন সহোদর মালিকুল কামিল সাইফুদ্দীন আবুল ফাত্তাহ্ শাবানকে পরবর্তী সুলতান ঘোষণা করে যান। তিনি চার তারিখ বৃহস্পতিবার রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ দিনটি ছিল একটি স্মরণীয় দিন। বার তারিখ বৃহস্পতিবার দিনের শেষে শুক্রবার রাতে দামিস্কে এ সংবাদ পৌঁছে। সুলতানের অসুস্থতার জন্যে দূত সিরিয়া থেকে প্রায় বিশ দিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন। আমির সাইফুদ্দীন মুঈয মালিকুল কামিলের বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। তার সাক্ষাতের জন্যে সৈন্য বাহিনীও এই সাথে আসেন। শুক্রবার সকালে সকল নায়িব মুকাদ্দাম ও অবশিষ্ট আমিরদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করা হয়। তখন দারুস সা'আদায় সুলতান মালিকুল কামিলের জন্যে নির্দিষ্ট সৈন্যগণ উপস্থিত ছিলেন। চারিদিকে সুসংবাদ ছড়িয়ে দেয়া হয়। শহর সুসজ্জিত করা হয় এবং খতীবগণ ঐ দিন মালিকুল কামিলের নামে খুৎবা পাঠ করেন। আল্লাহ্ তাকে মুসলমানদের জন্যে কল্যাণকামী করুন। রবিউস সানি মাসের বাইশ তারিখ সোমবার সকালে কাজী জামালউদ্দীন হুসায়ন ইবন্ কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন সুবুকী আশ্-শাফিঈ জামিয়া বারানিয়া মাদ্রাসায় পাঠদান করেন। তার পিতা তার অনুকূলে এ পদ ত্যাগ করেন। এ ব্যাপারে তিনি সুলতানের নির্দেশনামাও সংগ্রহ করেন। বহু সংখ্যক কাজী, আমির, ফকীহ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দারসে উপস্থিত হন। পাঠ দানের সময় তিনি স্বীয় পিতা ও হানাফী মাযহাবের কাজীর মাঝখানে বসেন। অত:পর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দারস শুরু করেন, যথা:

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"আর আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা উভয়ে বলেছিল: সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদেরকে তার বহু মু'মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।" (সূরা নাম্ল, ১৫)। ঐ বৈঠকে দার্শনিক শরীফ মুহাম্মাদ উদ্দীন দারস সম্পর্কে কটুক্তিসহ তীর্যক ভাষায় সমালোচনা করেন। এতে উপস্থিত লোকজন তার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং দারস শেষে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে দাবি জানায়। এ সময় দামিস্কের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন তাগারদামারকে মিসরে তলব করা হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন অসুস্থ। রোগের কারণে তিনি কয়েক জুম'আয় উপস্থিত হতেও সক্ষম হননি। অপর দিকে হালবের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগাকে দামিস্কের নায়িব পদে নিযুক্ত করার জন্যে সুলতানের দূত হালবে তাকে আনার উদ্দেশ্যে গমন করে। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, আলহাজ্ব আরকাতাবা হালবের নায়িব হিসেবে নির্বাচিত হন। জুমাদাল উলা মাসের চার তারিখ শুক্রবার আমির সাইফুদ্দীন তাগারদামার নায়িব এর যাবতীয় আসবাবপত্র, অশ্ব, উট, মালামাল, সম্পদ ভাণ্ডার ও তবলাখানা'সহ সন্তান-সন্ততি নিয়ে শান শওকত ও জাঁক-জমকের সাথে বের করেন। স্ত্রী ও কন্যাদের বহন করার জন্যে পাল্কী, হাওদা ও পর্দার ব্যবস্থা করা হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। এসব আয়োজন যখন করা হচ্ছিল, তখন তিনি অবস্থান করছিলেন দারুস-সা'আদার অভ্যন্তরে। পাঁচ তারিখ শনিবার শেষ রাতে আমির সাইফুদ্দীন তাগারদামার নিজেই দারুস সা'আদা হতে

বেরিয়ে আসেন এবং অসুস্থতার কারণে স্ট্রেচারে উঠে নিরাপদে আসেন। ঐ দিন সূর্য উদয়ের পর উস্তায দারুল আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আল্-বাহনাবী হালব থেকে এখানে পৌছেন। তখন সাইফুদ্দীন তাগারদামার তার নিকট দারুস-সা'আদার দায়িত্বভার বুঝে দেন। জনগণ এ ব্যবস্থা দেখে খুশী হয় এবং তাদের ভালবাসা ও অভিনন্দন জানাতে তথায় সমবেত হয়।

জুমাদাল উলা মাসের বার তারিখ শনিবার সুলতানের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগার সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে গোটা সেনাবাহিনী অত্যন্ত শৃংখলার সাথে আগমন করে। তাদেরকে সাক্ষাৎ দেয়ার জন্যে আমির ইয়ালবাগা দারুস-সা'আদা থেকে নেমে বাবুস-সিরে্ এসে দাঁড়ান, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তিনি দরজার চৌকাট চুম্বন করেন। তারপর দারুস সা'আদায় ফিরে যান।

এ মাসের চৌদ্দ তারিখ সোমবার বিকেলে সুলতানের নায়িব তেরজন বন্দির হাত-পা কর্তন করেন। আদালতে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় এদের প্রত্যেকের হাত কর্তন করার ফয়সালা হয়। তবে হাতের সাথে তিনি পাও কেটে ফেলার-নির্দেশ দেন। কারণ এরা বারবার একই অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল। এছাড়া মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত তিন অপরাধিকে কীলকে উঠিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। এরূপ শাস্তি দেয়ার ফলে সমাজে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টির পথ বন্ধ হওয়ায় জনগণ অত্যন্ত খুশী হয়।

আমির সাইফুদ্দীন তাগারদামার মিসরে চলে যাওয়ার কয়েক দিন পর জুমাদাল উখরা মাসের দ্বিতীয় দশকে তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য মৃত্যুর ঘটনা ঘটে এ মাসের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার রাত্রে। এক বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি স্বীয় পুত্র ও গৃহশিক্ষকের নিকট থেকে আদেশ জারি করে বহু সম্পদ আদায় করেন। আল্লাহ্ই এ বিষয় অধিক ভাল জানেন।

এ মাসের বার তারিখ সোমবার কাজী আলাউদ্দীন ইবন্ 'আয্ আল্ হানাফী নায়িবুল হুকুম আকস্মিকভাবে তার সালিহিয়া উদ্যানে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। মাদ্রাসায়ে জাহিরিয়ার কর্তৃত্ব তার হাতে আসার পর তিনি মারা যান। স্বীয় চাচা কাজী ইমাদুদ্দীন ইসমাঈলের নিকট থেকে তিনি এর দায়িত্বভার বুঝে নেন। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একদিন মাত্র তিনি এখানে দার্স প্রদান করেন। তিনি ছিলেন অসুস্থ। এরপর তিনি সালিহিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু রোগ দীর্ঘায়িত হওয়ার এক পর্যায়ে তার ইন্তিকাল হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

শাওয়াল মাসের এগার তারিখ শনিবার এক কাফেলা হিজাজ শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। শহরাঞ্চলের অনেক লোক তাদের সাথী হয়। এ সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। রমাদান মাসে বৃষ্টি অত্যন্ত কম হওয়ায় এ বৃষ্টি পেয়ে লোকজন খুবই আনন্দিত হয়। লোকজন খুশী হলেও হাজীদের ব্যাপারে এর ক্ষতির বিষয়ে আশংকা করে। এরপর অনবরত বৃষ্টি হতে থাকে। এটা আল্লাহ্র দয়া ও মেহেরবানী এবং এর জন্যে প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। তবে হাজীরা বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন পথ অতিক্রম করতে থাকে। নিরাপত্তা ও সাহায্য সহযোগিতা করার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। হাজীরা যখন পথ চলছিল, তখন দুই পাথরের মাঝখানে পৌছলে তারা প্রবল

বর্ষণের সম্মুখীন হয়। এরপর তারা শস্য-ক্ষেতের দিকে মনযোগ দেয় এবং কঠিন পরিশ্রম করার পর ফসল উৎপন্ন করে। তাদের মধ্য হতে অধিকাংশ লোকই প্রত্যাবর্তন করে। আশ্চর্য ও বিস্ময়কর অনেক ঘটনা তারা বর্ণনা করে। সফরের কষ্ট, বৃষ্টির বিড়ম্বনা ও দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার বিবরণ তারা মানুষের নিকট দেয়। এ কাফেলার মধ্য হতে কেউ কেউ বসরা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সেখানে তারা আল্লাহ্র কৃপায় অনুকূল পরিবেশ লাভ করে। কেউ বর্ণনা করেছেন যে, অনেক পর্দানশীল মহিলাও খালি পায়ে ক্ষেত-খামার ও কংকরময় ভূমির উপর দিয়ে অনেক কষ্টে হেঁটে চলে। আমিরুল হজ্ব ছিলেন সাইফুদ্দীন মালিক আস এবং কাজী ছিলেন বালাবাক্কা শহরের হাকিম শিহাবুদ্দীন ইবন্ শাজারা।

হিজরী ৭৪৭ (১৩৪৭ খ্রি.)

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন মিসর, সিরিয়া, হারামায়নসহ অন্যান্য এলাকার সুলতান ছিলেন মালিকুল কামিল সাইফুদ্দীন শা'বান ইবন্ মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ মালিকুল মানসূর কালাউন। তখন মিসরে তার কোন নায়িব ছিল না। মিসরে যারা পূর্বের বছরে কাজী ছিলেন, এ বছরও তারাই বহাল থাকেন। দামিস্কের নায়িব পদে আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আল্ বাহ্তারী অধিষ্ঠিত থাকেন। দামিস্কের কাজী পদে পূর্বের কাজীরাই বহাল থাকেন। তবে কাযিউল কুযাত ইমাদুদ্দীন ইবন্ ইসমাঈল হানাফী পদ থেকে অব্যহতি নেন। তদস্থলে তার পুত্র নাজমুদ্দীন কাযিউল কুযাত হন। নাজমুদ্দীন সরকারী দায়িত্ব পালনসহ নূরিয়া মাদ্রাসায় দারস্ দেয়ার কাজ চালিয়ে যান। তার পিতা ইমাদুদ্দীন কেবল রায়হানিয়া মাদ্রাসার দার্সের উপর সন্তুষ্ট থাকেন।

এ বছর মুহাররম মাসের ষোল তারিখ শুক্রবার শায়খ তাকিউদ্দীন শায়খুস সালিহ মুহাম্মাদ ইবন্ শায়খ মুহাম্মাদ ইবন্ কাওয়াম সাফাহ শহরে নিজ বাড়িতে ইন্তিকাল করেন। জুমা'আ শেষে জামে' আক্ওয়ামে তার সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাড়িতেই তাকে দাফন করা হয়। কাজী বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বহু লোক তার জানাযায় অংশগ্রহণ করে। তার মৃত্যুর ছয় মাস বিশ দিন পর তার ভ্রাতার মৃত্যু হয়। এ ছিল অত্যন্ত কঠিন ধৈর্যের বিষয়।

বছরের শুরুতেই কায়সারিয়া নামক বিশাল বাণিজ্যিক ভবন উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। নায়িবে সুলতান আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা বাবুল ফারজের পাশে এ ভবন নির্মাণ করেন প্রতি মাসে প্রায় সাত হাজার দিরহাম এখান থেকে ভাড়া বাবদ আদায় হতো। এ ভবনের অভ্যন্তর ভাগে বাণিজ্যিক কেন্দ্র, মাঝখানে হাওয ও মসজিদ, সম্মুখভাগে দোকানপাট ও উপরে ছিল আবাসিক ব্যবস্থা।

রবিউল আওয়াল মাসের বার তারিখ সোমবার সকালে মাশহাদে উছমানে নূর খুরাসানির এক শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জামি তান্কুজে তিনি লোকদের কুরআন শুনাতেন এবং অযূ ও সালাতের নিয়ম-কানুন শিখাতেন। এ বৈঠকে তার উপর অভিযোগ আনা হয় যে, চার ইমামের কারও কারও ব্যাপারে তিনি সমালোচনা করেন। তাছাড়া আকায়েদের কোন কোন বিষয়ে তিনি আপত্তি তোলেন এবং হাদীসের মতনের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে ইবারত সংযোজন করেন। অভিযোগের পক্ষে কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়। অভিযোগগুলো এতই গুরুতর যে, ঐ

দিনই তাকে অপসারণ করে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরান। কিন্তু ঐ মাসের বাইশ তারিখ বৃহস্পতিবার আমির আহমদ ইবন্ মুহিন্না-মালিকুল আরব তার ব্যাপারে সুলতানের নায়িবের নিকট সুপারিশ করেন। এরপর তাকে তার সামনে হাজির করেন এবং পরে তার পরিবার পরিজনের কাছে পাঠিয়ে দেন। জুমাদাল উলা মাসের তের তারিখ শুক্রবার নায়িবে সুলতান আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আল্ বাহতাবী আননাসিরী দামিস্কের উপকণ্ঠে বাবে নাসর এর নিকট তানকুজ মসজিদে জুমআর সালাত আদায় করেন। শাফিঈ ও মালিকী মাযহাবের কাজী ও গুরুত্বপূর্ণ আমিরগণ তার সাথে সালাত আদায়ে শরিক হন। ইকামত দেয়া হলে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান। কতিপয় সশস্ত্র মামলুক পাহারায় নিয়োজিত থাকায় সালাতে যোগদান থেকে বিরত থাকে। সালাত শেষ হলে তিনি উল্লিখিত আমিরদের সাথে দীর্ঘক্ষণ যাবত পরামর্শ করেন। এরপর নায়িব সেখান থেকে উঠে দারুস সা'আদায় চলে যান। দিনের শেষ প্রহর যখন ঘনিয়ে আসে তখন নায়িব তার খাদিম, মামলুক, চাকর-নওকর, আত্মীয়-স্বজন তীর-ধনুক, অস্ত্র ও আসবাবপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং মসজিদে কদমের সামনে এসে অবস্থান নেন। সৈন্যবাহিনী এবং আমির উমারাগণও দিনশেষে বেরিয়ে পড়েন। এসব আয়োজন দেখে লোকজন বিচলিত হয়ে পড়ে। ঘটনাক্রমে সে রাত্রে চন্দ্র গ্রহণ হয়। এরপর সৈন্যগণ কাপড়ের নীচে যুদ্ধের পোষাক পরিধান করে। নায়িবের কাছে তীর, ঢাল, অশ্ব জমা করা হয়। কি ঘটছে, মানুষ তার কিছুই জানতে পারেনি। বস্তুতঃ এ রকম করার কারণ হলো সুলতানের নায়িবের নিকট গোপন সংবাদ পৌঁছে যে, সাগাদের নায়িব দামিস্ক দখল করার উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হয়েছে। এ সংবাদে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি ঘোষণা করেন যে, আমার যদি মৃত্যু আসে, তাহলে বিছানার উপর নয় অশ্ব পৃষ্ঠেই আমার মৃত্যু হবে। সৈন্য ও আমিরগণ পলায়নের অভিযোগের আশঙ্কায় বের হয়ে আসে। ডানে-বামে তারা অবস্থান নেয়। নায়িব ঐ স্থান ত্যাগ না করে অটলভাবে অবস্থান করে তার কাজ চালিয়ে যান। আমিরদের সাথে কখনও একত্রে কখনও পৃথক পৃথকভাবে আলোচনায় বসেন এবং একটি সিদ্ধান্তের পক্ষে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। তা হলো মালিকুল কামিল শা'বানকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়া। কারণ অনেক আমিরকে বিনা কারণে তিনি আটক করে রেখেছেন। এছাড়া এমন নিকৃষ্ট ও নীচু পর্যায়ের কাজ করেছেন, যা ঐ পদের জন্যে শোভনীয় নয়। উপস্থিত লোকজন এ জাতীয় অনেক দোষ ক্রটির উল্লেখ করে। এই সাথে তাদের দাবি হলো-মালিকুল কামিলের পরিবর্তে তার ভাই আমির হাজী ইবন্ নাসিরকে ক্ষমতায় বসাতে হবে। কেননা, তার গঠন আচরণ ও ব্যবহার উৎকৃষ্ট। তিনি তাদেরকে এ ব্যাপারে সর্বদা পীড়াপিড়ি করতে থাকেন। অবশেষে তারা প্রস্তাবে সম্মত হয়। তার কথায় একমত পোষণ করে এবং যে দিকে ইঙ্গিত করেন, তার আনুগত্য করে ও তার বায়'আত গ্রহণ করে। এরপর বিভিন্ন শহরে এই মর্মে দূত প্রেরণ করেন যে, দামিস্কের সকল অধিবাসী ও অধিকাংশ মিসরবাসী যে বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, তাতে যেন তারা সম্মত হয়। এরপর তিনি সাধারণ কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের দিকে মনোনিবেশ করেন। মালিকুল কামিল যেসব লোককে বন্দী করে মানসূরা দুর্গে আটক রেখেছিল, তাদেরকে বের করে আনা হয় এবং তাদের পদ ও সম্পদ যা মালিকুল কামিল হরণ করেছিল, তা ফেরৎ দেয়া হয়। এভাবে সমগ্র রাজ্যব্যাপী

অপসারণ, নিযুক্তি, গ্রহণ ও প্রদান কাজ চলতে থাকে। এ মাসের আঠার তারিখ বুধবার ব্যবসায়ীদেরকে আহ্বান করা হয় এবং তাদের নিকট নগদ মূল্যে রাষ্ট্রের শস্য ভাণ্ডার বিক্রি করা হয়। মূল্য আদায়ের পর তারা গিয়ে বারানিয়া শহর থেকে পণ্য সংগ্রহ করবে। সরকারী প্রথামত কাজী, আমির ও নেতৃস্থানীয় লোকজন তার নিকট উপস্থিত হয়। এদিকে উপরোল্লিখিত স্থানেই তিনি তাঁবুতে অবস্থান করেন। কোন শহরও ঘেরাও করা লাগেনি, আর কোন দূর্গও অবরোধ করার প্রয়োজন হয়নি।

জুমাদাল উখরা মাসের চার তারিখ বৃহস্পতিবার দশজনের একটি অগ্রবর্তী সেনাদল বের হয়। তারা মিসর থেকে আগত আমির ও অন্যান্য লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করে দেশের অবস্থা স্বাভাবিক থাকার কথা জানাবার অভিপ্রায় ব্যাক্ত করে। কিন্তু নায়িব তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারেননি। বরং তাদের কাউকে ধরে শাস্তিও দেন। তাদেরকে তিনি দূর্গে পাঠিয়ে দেন। অন্যদিকে দামিস্ক বাসীরা দু'ভাবে বিভক্ত। একভাগ মিসরীদের বিরোধিতার কারণে বর্তমান ব্যবস্থার সমর্থক এবং অন্যভাগ সুলতান কামিলের পক্ষে পূর্বের অবস্থার প্রতি আস্থাশীল। এদিকে মিসর বাহিনী নিকটে এসে পৌঁছে যায়। এ অবস্থায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। আর এ কারণে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা, তিনি উত্তম পরিণতি দানের মালিক।

ঘটনার ফলাফল এই যে, সাধারণ জনগণ সত্য-মিথ্যা ও সমর্থন বর্জনের মধ্যে দুলতে থাকে। সুলতানের নায়িব ও বড় বড় বিশিষ্ট আমিরগণ সিদ্ধান্তের উপর অটল অবিচল থাকে। কিন্তু মিসরের আমিরগণ সুলতানুল কামিল শাবান ও তদীয় ভ্রাতা আমির হাজীর ব্যাপারে ভীষণ মতদ্বৈততায় লিপ্ত হয়। তবে আমিরদের অধিকাংশই আমির হাজীর সমর্থক ছিল। এরপর নায়িবের নিকট পরপর সংবাদ আসতে থাকে যে, মিসরের সেনাবাহিনী সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। তাদের মধ্যে এমন কিছু সৈনিক আছে, যারা বর্তমান রাজনৈতিক বিষয়কে চূড়ান্তভাবে মজবুত করতে চায়। এরপর নেতৃস্থানীয় আমিরগণ রাতে মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। তারা অন্যান্য আমিরগণের সাথে বৈঠকে বসেন, যারা সুলতানের প্রতি আস্থাশীল ছিল। আলোচনান্তে সবাই আমির হাজীর ব্যাপারে ঐকমত্য পোষন করে। এই সাথে তবলাখানাত স্থাপন করা হয়। অন্যান্য লোক নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত মেনে নেয় এবং সুলতানুল কামিলকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা তার অপরাধসমূহ আলোচনায় নিয়ে আসে। তার অনুগত কতিপয় আমিরকে হত্যা করা হয়। সুলতানুল কামিল ও তার সাহায্যকারীরা এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে। তার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এ সময় সুলতানুল কামিলের জামাতা আরগুন 'আলাঈ ও আমির হাজীর পক্ষ সমর্থন করে। এরপর আমির হাজীকে রাজ সিংহাসনে বসান হয় এবং মালিকুল মুজাফ্ফার উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ সংবাদ নায়িবের কাছে পৌঁছলে তিনি নিজ এলাকায় সুসংবাদ ছড়িয়ে দেন। দূর্গের নায়িবের নিকট সংবাদ পাঠালে তিনি সুসংবাদ হিসেবে গ্রহণ করতে বিরত থাকেন। তাকে তাঁবুতে ডেকে পাঠালে তিনি সেখানে হাজির হতেও অস্বীকার করেন, এরপর তিনি দূর্গের গেট বন্ধ করে দেন। এতে জনগণ বিচলিত হয়ে পড়ে এবং শহরব্যাপী খারাপ প্রভাব পড়ে। বিদ্যমান খাদ্য রসদ একত্রিত করা হয়। দূর্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। দূর্গের অধিবাসীরা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী সকাল সন্ধ্যায় সুলতানুল কামিলের জন্য দু'আ করে। জনগণ

তাদের অভ্যাসমত সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে গুজব রটায়। দূরত্ব বেশী হওয়ার কারণে এটা সম্ভব হয়। এ কারণে তাদের অনেককে শাস্তি ভোগ করতে হয়। মাসের পরবর্তী সোমবার হাসার নায়িব সুলতানের নায়িবের আনুগত্য স্বীকার করে জাঁক-জমকের সাথে দামিস্কে আগমন করেন। প্রচলিত নিয়মে তাকে অভ্যর্থনা জানান হয়।

এ অবস্থা যখন বিরাজ করছিল, তখন এই মর্মে এক পত্র এসে পৌঁছে যে, মিসরের হাজিবুল হাজিব আমির সাইফুদ্দীন বায়গারা সুলতান মালিকুল মুজাফ্ফারের বাই'আত গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আগমন করছেন। পত্রের সুসংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়। শহর সুসজ্জিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। লোকজন আনন্দে শহরের সৌন্দর্য বর্ধন করে এবং উন্নতমানের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে। কিন্তু অধিকাংশ জনগণ একে একটি ধোঁকা ও চক্রান্ত বলে ধারণা করে। কেননা, মিসরের সেনাবাহিনী নিকটে এসে পৌঁছে যায়। দূর্গের নায়িব সুসংবাদ দিতে বিরত থাকে। অধিকন্তু তিনি দূর্গের নিরাপত্তা আগের চেয়ে জোরদার করেন। দূর্গের গেট বন্ধ করে দেন। প্রয়োজনে কেবলমাত্র বারানিয়া ও জাওয়ানিয়া নামক দুটি ছোট দরজা সাময়িকভাবে খোলা হয়। এসব কারণে জনগণের মধ্যে সন্দেহের দানা বাঁধে। তাদের বক্তব্য হল, এই পত্র যদি কিছুমাত্র সত্য হতো, তা হলে পত্র প্রাপ্তির আগে দূর্গের নায়িব এ সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত হতেন। অবশেষে মঙ্গলবার দুপুর বেলা সকল সন্দেহ অবসান ঘটিয়ে পত্র অনুযায়ী আমির সাইফুদ্দীন বায়গারা শিবিরে এসে পৌঁছেন। শিবিরে উপস্থিত লোকজন তাকে স্বাগত জানায় ও মর্যাদার আসনে বসায়। তার কাছে সুলতানুল মুজাফ্ফারের পক্ষ থেকে সুলতানের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগার দেয়া নিয়োগপত্র ছিল। তিনি সকল আমিরের নিকট সালাম প্রেরণ করেন। তারা এতে অত্যন্ত খুশী হয় ও সুলতানের বায়'আত গ্রহণ করে। সব কথা বাস্তবায়িত হয়। সব প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ্রই প্রাপ্য। এরপর বায়গারা বাহনে চড়ে দূর্গে গমন করেন। সেখানে গিয়ে তলোয়ার কোষমুক্ত করে পায়ে হেটে দূর্গে প্রবেশ করে নায়িবের কাছে যান। তাকে অতি দ্রুত বায়আত করান, মাগরিবের পর দূর্গের মধ্যে সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়। এখানকার খবর শুনে তিনি এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এতে মানুষের মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে উঠে। দূর্গকে ভালরূপে সুসজ্জিত করা হয়। শহরকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়। জনগণের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠে। এ মাসের এগার তারিখ বৃহস্পতিবার সুলতানের নায়িব শিবির ত্যাগ করে শহরে প্রবেশ করেন। বিশেষ অনুসন্ধানী বাহিনী তার সামনে থাকে। তবলাখানাতও স্বাভাবিক নিয়মে চলে। নায়িবকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে শহরবাসীগণ নগর গেট পর্যন্ত এগিয়ে আসে এবং যিম্মীরা বাইবেল হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে। রাস্তায় রাস্তায় প্রদীপ জ্বালান হয়। এ ছিল এক স্মরণীয় দিন।

এ বছর রামাদান মাসে জামিয়া বারানিয়ায় মাত্র ছয় বছর বয়সী এক শিশু বালক সালাতে তারাবীহতে খত্মে কুরআন করে। আমি ঐ বালককে দেখেছি, পড়া শুনেছি ও যাচাই করেছি। দেখেছি, সে অতি দক্ষ হাফিজ ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করে। এটা সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা। এ মাসের প্রথম দশকে দুটি হাম্মামখানার নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সুলতানের নায়িব ছাবিতিয়ার বাকরাবে সুলতানে আতিকের সরাইখানায় এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এর আশপাশে চৌবাচ্চা, হাওড়া ও মশকের ব্যবস্থা রাখা হয়। এগার তারিখ রোববার নায়িবে সুলতান

চারকাজী, বায়তুল মাল ও অর্থ সচিব তিন্লে মুসতাকিনে সমবেত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, সুলতানের নায়িব এই ভূখণ্ডে জামে' তান্‌কুজের ন্যায় একটি মসজিদ করার দৃঢ় সংকল্প করেছেন। এ সম্বন্ধে তারা পরামর্শ করার জন্য বসেন। পরামর্শে সংকল্প অনুযায়ী তথায় একটি মসজিদ করার সিদ্ধান্ত হয়। বাস্তবায়নের তাওফীক দেয়ার মালিক আল্লাহ্। যিল্‌কাদ মাসের তিন তারিখ বৃহস্পতিবার শায়খ যাইনুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন্ তাইমিয়ার ভাই। আল্লাহ্ উভয়কে রহম করুন, এ মাসের বার তারিখ শনিবার শায়খ আলী আল-কুত্‌নানী কুত্‌ন শহরে ইন্তিকাল করেন। কয়েক বছর যাবত তার কর্মকাণ্ড এলাকায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। কৃষক ও যুবকদের একটি দল তার অনুসারী হয়। তারা আহমদ ইবন্ রিফাঈর তরিকা অনুসরণ করতো। তার কার্যাবলী বেশ প্রসার লাভ করে ও চতুর্দিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। অনেক বড় বড় আলিম সাক্ষাতের জন্যে তার কাছে যায়। তাদের তরিকামতে সামা অনুষ্ঠান করা হতো। তার বহু অনুসারী বাতিল এবং মনগড়া চমক লাগান কথাবার্তা বলতো। এ কারণে তিনি মানুষের নিকট পছন্দনীয় ছিলেন না। কারণ তিনি যদি মুরিদদের অবস্থা জানতে না পারেন, তা হলে তো তিনি জাহিদ হন; আর যদি তাদেরকে একই অবস্থার উপর রেখে দেন, তাহলে তো তিনি তাদের মতই হলেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা এ বিষয়ে সম্যক অবগত।

এ মাসের শেষে অর্থাৎ যিলকদ মাসের ঈদ কুরবানীর পরে মালিকুল উমারা তিন্লে মুসতাকিনে দূর্গের পাশে প্রস্তাবিত জামে' মসজিদের নির্মাণ কাজে সবিশেষ গুরুত্ব দান করেন। সেখানে যত ঘর-বাড়ি ছিল সব ভেঙ্গে ফেলা হয়। কাজ দ্রুত গতিতে চালান হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রচুর পাথর সংগ্রহ করা হয়। অধিকাংশ পাথর আনা হয় মিসরের 'রাহ্‌বা' অঞ্চল থেকে। সেখানে আকাবাতুল কিতাবের শীর্ষে মিনারার পাদদেশ থেকে প্রচুর পাথর পাওয়া যায়। এছাড়া কাসিউন পর্বত থেকেও অনেক পাথর আনা হয়। উট ও অন্যান্য বাহনে করে এসব পাথর বহন করে আনা হয়। এ বছরের শেষে অর্থাৎ সাতশ' সাতচল্লিশ হিঃ (১৩৪৭ খৃ.) সালের শেষ দিকে গমের দাম দু'শ দিরহাম বা তার চেয়ে কিছু কম দরে বিক্রি হয়। কোন কোন সময় এর চেয়েও বেশী দামে বিক্রি হতে দেখা যায়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)।

হিজরী ৭৪৮ (১৩৪৮ খৃ.) সাল

এ বছর যখন শুরু হয়। তখন মিসর, সিরিয়া, হারামাইন ও অন্যান্য এলাকার সুলতান ছিলেন মালিকুল মুজাফফার আমির হাজী ইবন্ মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ কালাউন। মিসরে তার নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন আরকাতিয়া। মিসরের কাজী হিসেবে তারাই বহাল ছিলেন, যারা পূর্বের বছরে ছিলেন। সিরিয়ার নায়িব ছিলেন সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আন-নাসিরী এবং সেখানে পূর্বের কাজীগণই স্বপদে বহাল থাকেন। কেবলমাত্র কাজী ইমাদুদ্দীন হানাফী স্বীয় পুত্র কাযিউল কুযাত নাজমুদ্দীনের অনুকূলে অবসর নেন। পিতার জীবদ্দশায়ই পুত্র যোগ্যতার সাথে বিচারকার্য পরিচালনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হাজিবুল হিজাব ছিলেন ফখরুদ্দীন ইয়াস।

এ বছরের শুরু থেকেই সুলতানের নায়িব বড় ধরনের উদ্যোগ নিয়ে জামে' মসজিদ নির্মাণের কাজ চালিয়ে যান। যার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল বিখ্যাত তিন্লে মুসতাকিনের নিকট 'সূকে খায়লের' পশ্চিম পাশে। মুহাররম মাসের তিন তারিখ কাযিউল কুযাত শরফুদ্দীন মুহাম্মাদ

ইবন্ আবু বকর হামাদানী আল মালিকির ইন্তিকাল হয়। জামে' মসজিদে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং ময়দানুল হাসায় পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দিয়ানতদারী, উত্তম চরিত্র ও মানুষের প্রতি ইহ্সানের জন্য লোকজন গভীর আবেগের সাথে শোক প্রকাশ করে।

মুহাররম মাসের চব্বিশ তারিখ রোববার মালিকী মাযহারের কাজীর দায়িত্ব কাজী জামালউদ্দীন মুসাল্লাতির উপর অর্পন করা হয়। যিনি এর আগে কাজী শরফুদ্দীনের নায়িব ছিলেন। দিনের শেষভাগে তাকে কাজীর খিল'আত দেয়া হয়। রবিউল আওয়াল মাসে 'সূকে খায়লে' নির্মাণাধীন নতুন জামে' মসজিদের জন্যে শহর থেকে অনেকগুলো স্তম্ভ আনা হয়। শহরের উপকণ্ঠের অধিবাসীরা চাচ্ছিল তার চেয়ে আরও ভাল প্রাসাদ নির্মাণ করতে। তাই তারা সেগুলো রেখে দিয়ে তার পরিবর্তে অন্য স্তম্ভ রেখে দেয় এবং তা পরিষ্কার রাস্তার মাথায় স্থাপন করে। তারা সূকে ইলবিয়্যিন' থেকে স্তম্ভগুলো সংগ্রহ করে, যা ঐ পথেই ছিল। এ স্তম্ভের মাথা ছিল বল আকৃতি গোলাকার, যার সাথে লোহার কড়া লাগান ছিল। হাফিজ ইবন্ আসাকির বলেছেন, এ কারণে জানোয়ার দ্বারা ঘুরান হলে এর থেকে রস নির্গত হতো। রবিউল আওয়াল মাসের সাতাশ তারিখ রোববার লোকজন ঐ স্তম্ভ এখান থেকে উত্তোলন করে। অথচ প্রায় চার হাজার বছর পর্যন্ত এটা এখানেই পড়েছিল। এর গূঢ় রহস্য আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমি নিজে বর্তমানে সে স্তম্ভটি দেখেছি। 'সূকে আলবিয়্যিনে' তা কাঠের উপরে পড়ে আছে। লোকজন একে 'সূকে কাবিরের' উল্লিখিত মসজিদে নিয়ে যাবে এবং বাবে জোবিয়াতুল কাবির দিয়ে একে বের করা হবে। রবিউল আওয়ালের শেষ দিকে নায়িবের নির্মিত মসজিদের ভিত্তি উপরে উঠে যায়। এর ভিত করার সময় প্রাচীরের নীচে পাওয়া কূপ ও ইতিমধ্যে শুকিয়ে যায়। যাবতীয় প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্।

রবিউস সানি মাসের শেষ তারিখে মিসর থেকে সংবাদ আসে যে, মিসরে বেশ কয়জন বিশিষ্ট আমিরকে বন্দী করা হয়েছে। যেমন হিজাযী ও আকসানকার নাসিরী প্রমুখ যারা তাদের সাথে ছিল তাদেরকেও গ্রেফতার করা হয়। এ সংবাদে সিরিয়ার সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ অস্থিরতা বিরাজ করে। এর মধ্যে জুমাদাল উলা মাস শুরু হয়ে যায়। সৈন্যদের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পায়। মিসরের ঘটনার জন্যে নায়িবে সুলতান আমিরগণকে দারুস-সা'আদায় আহবান করেন। আলোচনা শেষে সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, কেউ কাউকে কোন প্রকার কষ্টের মধ্যে ফেলবে না এবং সকলে মিলে একক শক্তিতে পরিণত হবে। মালিকুল উমারা এদিন দারুস সা'আদা ছেড়ে কসরে আবলাকে চলে আসেন। তিনি নিজেকে যে কোন ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখেন। তার অনুচরবর্গও এই নীতি অবলম্বন করে। এ মাসের চৌদ্দ তারিখ বুধবার মিসরের জনৈক আমির সুলতানের এক পত্র নিয়ে আসেন। কাসরে আবলাকে আমিরদের উপস্থিতিতে তার সামনে পত্র পাঠ করে শুনান হয়। এই পত্রে ইয়ালবাগাকে মিসরের নায়িব বানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে মিসরে যেতে বলা হয়। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এ প্রতিশ্রুতি একটা চক্রান্ত ব্যতীত কিছুই নয়। সুতরাং তিনি যেতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি আরও বলে দেন যে, আমি আর কখনও মিসরে যাব না। সেই সাথে এ কথা বললেন যে, সুলতান যদি দামিস্কের ক্ষমতার প্রতি খুবই আগ্রহী হন, তাহলে আমাকে যে কোন শহরের দায়িত্ব দিতে পারেন, আমি তাতে রাজি। এভাবে তিনি

প্রেরিত পত্রের জওয়াব দেন। পরদিন পনের তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে তিনি বের হয়ে জাসুরার সন্নিকটে শিবির স্থাপন করেন, যেখানে এর আগের বছর তিনি শিবির স্থাপন করেছিলেন এবং তাও ছিল এই জুমাদাল উলা মাসেই। সে আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। জুম'আর রাত তিনি সেখানেই কাটান। আমিরদেরকেও তিনি গত বছরের ন্যায় তার আশপাশে তাঁবু স্থাপন করার নির্দেশ দেন। ষোল তারিখ শুক্রবার জুম'আর সালাতের পর আমিরগণ হঠাৎ দূর্গের কাছে সমবেত হয় এবং দূর্গের অভ্যন্তর থেকে দুটি হলুদ রং-এর সুলতানী পতাকা নিয়ে আসে এবং যুদ্ধের দামামা বাজাতে থাকে। এদিকে জনগণ এর কোন রহস্যই জানতে বুঝতে পারেনি। সকলেই সুলতানের পতাকার নীচে সমবেত হয়। একমাত্র নায়িব ও তার কন্যা, ভগ্নি ও পরিবারের লোকজন ব্যতীত আর কেউ এখানে আসতে বিলম্ব করেনি। আমির সাইফুদ্দীন কালাউন ছিলেন সৈন্যদলের দুই মুকাদ্দামের অন্যতম। নায়িবের পরে তার আমিরদের মধ্যে গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী। আমিরগণ তার নিকট অতি দ্রুত আনুগত্য প্রকাশের জন্যে সংবাদ পাঠায়। কিন্তু তিনি আসেন নি। এরপর আমিরগণ বারবার তার কাছে দূত প্রেরণ করে, কিন্তু তিনি তাদের প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণ করেননি। তখন তারা দ্রুত ঢোল, তবলা, বাঁশরী বাদ্যযন্ত্রসহ যুদ্ধের বর্ম পরিধান করে তার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তার কাছে পৌছে দেখতে পান যে, তিনি অশ্বে আরোহণ করে পলায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যখন তারা তার সামনে উপস্থিত হন, তখন তিনি সাঙ্গ-পাঙ্গসহ দ্রুত কেটে পড়েন। সৈন্যরা পশ্চাদ্ধাবন করেও তাকে ধরতে পারেনি। এদিকে সাধারণ জনগণ ও তুর্কী গোলামরা তার সৈন্য শিবিরের সমস্ত যব, বকরী, তাঁবু লুট করে নিয়ে আসে। তারা তার তাঁবু ও রশি টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে। এভাবে তার হাজার হাজার দিরহাম মূল্যের সম্পদ ধ্বংস করে দেয়। এরপর মিসর থেকে আগত হাজিবে কবিরকে তার সন্ধানে বের হওয়ার আহবান জানান হয়। তিনি ছিলেন ইবন্ সাবাহার ঘনিষ্ঠজন। নির্দেশ পেয়ে তিনি আশরাফিয়ার পথে যাত্রা করেন। এরপর পথ পরিবর্তন করে কারইয়াতাইন বা দুই গ্রামের পাশ দিয়ে অগ্রসর হন।

রোববার দিন সাগাদ এর নায়িব আমির ফখরুদ্দীন ইয়াস এখানে আগমন করেন। আমির ও মুকাদ্দামগণ তাকে অভ্যর্থনা জানায়। এরপর তিনি কসর বা প্রাসাদে অবতরণ করেন। দিনের শেষ দিকে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি অভিযানে বের হন। দামিস্কের একজন সৈন্যকেও ছেড়ে দেয়া হয়নি। সবাই তার সহযাত্রী হয়। ইয়ালবাগার বিরুদ্ধে এ অভিযান পরিচালিত হয়। উভয়েই বারিয়্যারদ্দে ছাউনি ফেলেন। গ্রাম ও মরুচারীরা চতুর্দিক থেকে তার কাছে আসে। অভিযান থেকে বিরত থাকার জন্য তারা বারবার তাকে অনুরোধ করে। অবশেষে তিনি হামার দিকে গমন করেন। সেখানকার নায়িব প্রতিরোধের জন্য বেরিয়ে আসেন। অধিক পথ চলায় ও চারিদিক থেকে শত্রুতা ও বাঁধা আসায় তিনি ও তার সঙ্গীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। শেষে তিনি বাধ্য হয়ে আত্মসমপর্ণ করেন। তার ও সঙ্গীদের সমস্ত তলোয়ার একত্রিত করে নিয়ে নেয়া হয় এবং হামায় তারা গ্রেপ্তার অবস্থায় থাকেন। তলোয়ারগুলো মিসরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ সংবাদ মাসের চৌদ্দ তারিখ বুধবার সকালে দামিস্কে পৌছে। প্রথা অনুযায়ী দূর্গে ও বাবুল মাবাদিনে সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়। সৈন্যরা চারিদিক থেকে হামা অবরোধ করে তার সম্পর্কে সুলতানের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকে। দামিস্কের সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়াস হিমসে অবস্থান করেন। তারাবলিসের

সৈন্যরাও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ মাসের উনত্রিশ তারিখ বৃহস্পতিবার সৈন্যরা দামিস্কে প্রত্যাবর্তন করে। ইয়ালবাগাকে গ্রেপ্তার অবস্থায় হাঁকিয়ে আনা হয়। তার পিতাও ছিলেন তার সাথে। তার অনুগত আমির ও সৈন্যরাও একই ভাবে আসে। রাত্রে ঈশার পরে সৈন্যরা তাকে নিয়ে প্রবেশ করে। তাকে নিয়ে যখন ফাসুস-সাবিআ অতিক্রম করা হয়, তখন রাত্রি অধিক হওয়ায় বাজারসমূহ বন্ধ হয়ে যায়, ঘরের বাতি নিভিয়ে ফেলা হয় এবং মসজিদের মিহ্‌রাব ও জানালা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর শায়খ রাসলান হয়ে বাবে সগিরের বাবে শরকী অতিক্রম করা হয়। এরপর তারা মুসাল্লার পাশ দিয়ে মসজিদে দাইয়ান পার হয়ে যায়। এভাবে তারা মিসরের পানে ছুটে চলে। তার ব্যাপারে ও তার সাথে বের হয়ে আসা সাথীদের ব্যাপারে যে নির্দেশ ছিল, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে ও তাদের অর্থ-সম্পদ এবং গোপন ভাণ্ডারের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সুলতানের পক্ষ হতে অব্যাহতভাবে দূত আসতে থাকে। এক পর্যায়ে জুমাদাল উখরা মাসের বুধবার মিসর থেকে আগত জনৈক দূত সংবাদ জানায় যে, ইয়ালবাগাকে কাকুন ও গাবারার মাঝামাঝি স্থানে হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের দুজনের মাথা সুলতানের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একই সাথে গাবারায় সেই তিন আমিরকেও হত্যা করা হয়, যারা মিসর থেকে বেরিয়ে আসে। হাকিমুল ওয়াযির ইবন্ সারদ্ ইবন্ বাগদাদী, দাওয়াদার তাগায়তামার ও বায়দামার বদরী মুকাদ্দামকেও হত্যা করা হয়। সুলতান তার উপর কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করেন। তিনি তাদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেন। গাজা পর্যন্ত পৌঁছালে সুলতানের দূতের সঙ্গে দেখা হয়। দূতের কাছে নির্দেশ ছিল, যেখানে তাদের সাক্ষাৎ হবে, সেখানেই তাকে হত্যা করতে হবে। অনুরূপ নির্দেশ ইয়ালবাগার ক্ষেত্রেও ছিল যে, পথে যেখানেই তাকে পাওয়া যাবে, সেখানেই তাকে হত্যা করতে হবে। এরপর দূত গাজা অতিক্রম করার পর ফাহ্‌মা উপত্যকার কাছে পথে ইয়ালবাগাকে পেয়ে যায়। দূত তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এবং শিরোচ্ছেদ করে সুলতানের কাছে নিয়ে যায়। এ সময় মিসর থেকে দুজন আমির ইয়ালবাগার সম্পদ ও রাজকীয় অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করতে আগমন করেন। তাদের কাছে মূল্যবান অলংকার ও স্বর্ণ সোপর্দ করা হয়। পরে তার থেকে গৃহীত সম্পদ ও সূকে খায়লে' তিনি যে জামে' মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন, তাতে তিনি যা কিছু ওয়াক্‌ফ করেছিলেন, তা বিক্রি করার নির্দেশ দেয়া হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে, উক্ত মসজিদের জন্যে তিনি যা ওয়াক্‌ফ করেন, তার মধ্যে ছিল কায়সারিয়া প্রাসাদ যা বাবুল ফারজের বাইরে তিনি নির্মাণ করেন। আরও ছিল পাশাপাশি নির্মিত দুটি হাম্মামখানা, যা তিনি খানে সুলতানে আতিকের পশ্চিমে বাবুল জাবিয়ায় তৈরি করেছিলেন এবং অন্য জনপদে গড়ে তোলা বিশেষ প্রাসাদ, যা তিনি নিজের জন্যে তৈরি করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ই সমধিক জ্ঞাত। এরপর অবশিষ্ট হামার সাথীগণকে তলব করা হয়। নির্দেশের সাথে সাথে তাদেরকে মিসরে হাজির করা হয়। এরপর আর তাদের খবর পাওয়া যায়নি। জানা যায়নি যে, কি পন্থায় তাদেরকে শেষ করা হয়েছে।

এ বছর জুমাদাল উখরা মাসের আঠার তারিখ মঙ্গলবার সকালে আমির সাইফুদ্দীন আরগুন শাহ দামিস্কের নায়িব হয়ে আসেন। তিনি আগমন করেন হালব থেকে। তিনি যখন হালব থেকে যাত্রা করেন, তখন আমির ফখরুদ্দীন আল্ হাজিব দামিস্ক অভিমুখে রওনা হন।

অত্যন্ত শান শওকতের সাথে আরগুন শাহ দামিস্কে প্রবেশ করেন। তার পরিধানে ছিল রাজকীয় পোষাক ও পাগড়ি দুই দিক থেকে তিনি এ সমস্ত প্রাপ্ত হন। তার শারীরিক গঠন প্রকৃতির সাথে তানকুযের গঠন প্রকৃতির অনেক মিল ছিল। তিনি দারুস সা'আদায় অবস্থান করেন ও সেখানে হুকুম জারী করেন। তার মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

এ মাসের তেইশ তারিখ বৃহস্পতিবার আমির কারাসানকার এর সালাতে জানাযা উমাইয়া মসজিদ ও বাবে নাসর এর বর্হিভাগে আদায় করা হয়। তার জানাযায় কাজী, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও আমিরগণ উপস্থিত হন। অতঃপর জামে' কারিমের নিকট ময়দানে হাসায় পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। সমাজের প্রথা অনুযায়ী কাঁচের ফানুসের মধ্যে অর্ধরাত্রে বাতি জ্বালান হয়। অনাবৃষ্টি, অভাব ও দুর্ভিক্ষের কারণে সাধারণ জনগণ এরূপ বাতি জ্বালাতে সক্ষম হয়নি। খাদ্য শস্য এত কম হয় যে, এক রতল বরং কোন কোন সময় এক উকিয়া (এক রতলের বার ভাগের এক ভাগ বা সাত মিছকাল) খাদ্য এক দিরহাম দিয়ে কিনতে হতো। শুধু খাদ্য নয়, সকল দ্রব্যেরই দাম ছিল চড়া। এক রতল যয়তূন সাড়ে চার দিরহামে বিক্রি হতো। অনুরূপ ভাবে টুকরি, সাবান, ঢাল ও সুগন্ধি প্রতি রতল তিন দিরহামে বিক্রি হতো। সকল খাদ্য দ্রব্যের দাম ছিল উর্ধ্বমুখী। শুধু গোস্তের দামটা কিছু কম ছিল। এক রতল গোস্তের দাম ছিল সোয়া দুই দিরহাম। হাওরানের অধিকাংশ লোক দূর দূরান্তের এলাকা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতো। মূল্য বেশী পাওয়ার জন্যে তারা দামিস্ক থেকে প্রচুর গম আমদানী করতো। লোকের কাছে তারা নিম্ন মানের গম প্রতি মুদ (দুই রতল) চার দিরহামে বিক্রি করত। জনগণ ছিল কঠিন দারিদ্র্য পীড়িত। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র আশ্রয় স্থল ছিলেন মহান আল্লাহ্। কেউ ভ্রমণে বের হলে নিজের প্রয়োজন মিটাবার এবং অশ্ব ও জন্তু-জানোয়ারের খাওয়ার পানি জোগাড় করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। কেননা, রাস্তার আশপাশের সমস্ত পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। এ দিকে আল্-কুদ্সের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয় ও বিপর্যস্ত।

এভাবে চলার পর অবশেষে শা'বান মাসের শেষ দশকে মহান আল্লাহ্র করুণার বারিধারা বান্দার উপর নেমে আসে। ফলে দেশ ও দেশের অধিবাসীরা সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। উপত্যকা, পুকুর ও কুয়ার পানি জমা হওয়ায় লোকজন নিজেদের বাড়ি-ঘরে ফিরে আসে। ক্ষেত-খামার সবুজ শস্যে ভরপুর হয়ে উঠে। অথচ কিছুদিন আগে এখানে এক কাতরা পানিও ছিল না। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নায়িবে সুলতানের নিকট এর সুসংবাদ আসতে থাকে। তাকে অবহিত করা হয় যে, সমগ্র দেশব্যাপী বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। বনু হিলাল পাহাড়ে প্রচুর বরফ জমে যায়। দামিস্কের আশেপাশের পাহাড়ের উপরেও পর্যাপ্ত পরিমাণ বরফ জমেছিল। প্রজা সাধারণের মনে আনন্দের ঢেউ খেলতে থাকে। জনগণ এক কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে। এজন্যে যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী মহান আল্লাহ্। শা'বান মাসের শেষ তারিখে মহান আল্লাহ্র অশেষ দয়ায় মানুষ তাঁর করুণা প্রাপ্ত হয়।

রমাদান মাসের একুশ তারিখ মঙ্গলবার শায়খ ইয্যুদ্দীন মুহাম্মাদ আল্-হাম্বালী সালিহিয়ায় ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন জামে' মুজাফ্ফার মসজিদের খতীব। সে যুগে যে ক'জন পূণ্যবান

ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত ছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। বহু মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তিনি তাদের তালকীন দিয়েছেন।

মুজাফ্‌ফারের হত্যা ও নাসির হাসান ইবন্ নাসিরের দায়িত্ব গ্রহণ

রমাদান মাসের শেষ দশকে গাজার নায়িবের পক্ষ হতে প্রেরিত জনৈক দূত এসে দামিস্কের নায়িবের নিকট সংবাদ দেয় যে, সুলতান মালিকুল মুজাফ্‌ফার হাজী ইবন্ নাসির মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন। আমিরদের সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটলে এক পর্যায়ে আমিরগণ তাকে বয়কট করে কুব্বাতান নাসরে সমবেত হন। এরপর গুটি কয়েক লোক নিয়ে মুজাফ্‌ফার তাদের উপর চড়াও হলে সেখানেই তিনি নিহত হন। তথায় এক কবরে তার লাশ পুঁতে রাখা হয়। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তার মৃতদেহ কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

পরবর্তী জুমু'আর দিন শেষ প্রহরে নিহত মুজাফ্‌ফারের ভ্রাতা সুলতানুন নাসির হাসান ইবন্ সুলতানুন নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ কালাউনের নিকট বায়'আত গ্রহণ করার জন্যে মিসর হতে জনৈক আমির আগমন করেন। ফলে মানসূরা দূর্গে সুসংবাদের ঘোষণা দেয়া হয়। শহর পরিপূর্ণভাবে সাজান হয়। মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় স্বল্প সময়ের মধ্যে জনগণও তাদের সাধ্যমত এতে অংশ গ্রহণ করে। শনিবার সকালে গোটা শহর অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়। জনগণের মধ্যে ঐক্য-সংহতি ও শৃংখলা, ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করা হয়। শাওয়াল মাসের বিশ তারিখ মঙ্গলবার হালবের নায়িব আমির ফখরুদ্দীন ইয়াস পরিবেষ্টিত অবস্থায় আগমন করেন। তিনি দারুস-সা'আদায় এসে নায়িবে সুলতানের সাথে মিলিত হন। এরপর তাকে দুর্গের মধ্যে সংকীর্ণ কোঠায় রাখা হয়। বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি তার সার্বিক বিষয় দামিস্কের নায়িবের অধীনে ন্যাস্ত করে দেন। এ ব্যাপারে যখন যা করা হয়, তা তাকে জানিয়ে দেয়া হয়। এভাবে মানসূরা দূর্গে এক জুম'আ পর্যন্ত রাখা হয়। এরপর তাকে মিসরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ডাক বাহনে আরোহন করান হয়। কিন্তু তার সাথে কি আচরণ করা হয়, সে সংবাদ আর জানা যায়নি।

যিল্‌কাদ মাসের তিন তারিখ সোমবার রাত্রে শায়খ হাফিজে কাবির মুআর্‌রিখে ইসলাম শায়খুল মুহাদ্দিসীন শামসুদ্দীন আবু 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবন্ 'উছমান আয্-যাহাবী তুরবাতু উম্মিস সালিহে ইন্তিকাল করেন। যোহরের সময় দামিস্কের জামে' মসজিদে তার জানাযার সালাত আদায়ান্তে বাবুস সাগীরে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে হাদীসের শায়খ ও হাফিজের ধারা শেষ হয়ে যায়।

যুলকাদাহ মাসের ষোল তারিখ রোববার আমি (গ্রন্থকার) শামসুদ্দীন সাহাবীর পরিবর্তে তুরবাতু উম্মিস সালিহে হাজির হই। এ প্রতিষ্ঠানের ওয়াক্‌ফকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন। কাজী ও ফকীহদের এক বিশিষ্ট জামায়াত তথায় উপস্থিত হয়। আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় এ দিনে প্রদত্ত দারস্ ছিল একটি স্মরণীয় দারস। এ দিনের দারসে আমি যে হাদীসটি পেশ করি, তার বর্ণনা সূত্র হলো: ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন, ইমাম শাফিঈ (র) থেকে তিনি ইমাম

মালিক (র) থেকে, তিনি যুহরী (র) থেকে। তিনি আবদুর রহমান ইবন্ কা'ব ইবন্ মালিক (র) থেকে তিনি স্বীয় পিতা কা'ব ইবন্ মালিক (র) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ مُعَلَّقٌ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ.

অর্থাৎ "মুমিন বান্দার রূহ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসে তার দেহে পুনঃস্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত জান্নাতের বৃক্ষে পাখীর আকারে ঝুলন্ত থাকবে।" এ মাসের উনিশ তারিখ বুধবার একদল লোক বাড়ির আংগিনা থেকে কিছু মাল লুট করে। সুলতানের নায়িবের নির্দেশক্রমে তাদের মধ্য হতে এগারজনের হাত কেটে দেয়া হয় এবং দশজনের দেহে পেরেক ঢুকিয়ে শাস্তি দেয়া হয়। সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও অপরাধীকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এ শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

হিজরী ৭৪৯ (১৩৪৯ খৃ.) সাল

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন মিসর ও সিরিয়ার সুলতান ছিলেন মালিকুন নাসির নাসিরুদ্দীন হাসান ইবন্ মালিকুল মানসূর। মিসরে তার নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা এবং উজির ছিলেন মুনজিক। মিসরে যারা কাজী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তারা হলেন, ইয্যুদ্দীন ইবন্ জামা'আত আশ-শাফিঈ, তাকিউদ্দীন আখনা'ঈ আল-মালিকী, আলাউদ্দীন ইবন্ তুরকুমানী আল-হানাফী ও মুওয়াফ্ফিক উদ্দীন মুকাদ্দাসী আল-হাম্বলী। কাতিবে সির ছিলেন কাজী আলাউদ্দীন ইবন্ মুহিউদ্দীন ইবন্ ফজলুল্লাহ আল-উমরী। সিরিয়ার নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন উরগুন শাহ আন-নাসিরী। হাজিবুল হিজাব ছিলেন আমির তাবারদামার আল-ইসমাঈলী। দামিস্কের কাজী পদে যারা নিযুক্ত ছিলেন, তারা হলেন, কাযিউল কুযাত, তাকিউদ্দীন সুবুকী আশ-শাফিঈ, কাযিউল কুযাত নাজমুদ্দীন আল্ হানাফী, কাযিউল কুযাত জালালুদ্দীন মুসাল্লাতী আল্-মালিকী ও কাযিউল কুযাত আলাউদ্দীন ইবন্ মুনজা আল্-হাম্বলী। কাতিবে সির ছিলেন কাজী নাসিরুদ্দীন হাল্বী আশ-শাফিঈ। এছাড়াও তিনি হালবের সামরিক বিভাগের কাজী এবং তথায় অবস্থিত আসাদিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতেন। অথচ তিনি অবস্থান করতেন দামিস্কে। এ সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল মহামারিতে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ প্রতিনিয়ত আসতে থাকে। এক এলাকার সংবাদ পাওয়া যায় যে, মহামারীতে সেখানকার বহু লোক মারা গেছে। এরপর জানাযায় যে মহামারী ফিরিঙ্গীদের দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং কিবরিসের অধিকাংশ বা তার চেয়ে কিছু কম নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে। গাজা এলাকায়ও এরূপ ভয়াবহ মহামারীর ঘটনা দেখা দেয়। গাজার নায়িবের প্রেরিত এক দূত দামিস্কের নায়িবের নিকট এসে জানায় যে, মুহাররম মাসের দশ তারিখ থেকে সফর মাসের দশ তারিখের মধ্যে সেখানে দশ হাজারের বেশি লোক মারা যায়। মহামারী থেকে বাঁচার জন্যে উপায় হিসেবে রবিউল আওয়াল মাসের সাত তারিখ শুক্রবার জুমু'আর সালাতের পর বুখারী শরীফ পড়া হয়। কাজীগণসহ অনেক লোক তাতে শরিক হয়। বুখারী এক খতমের পরে আরও এক চতুর্থাংশ পড়া হয়। এরপর বালা মুসীবত দূর করার জন্যে মহান আল্লাহ্র নিকট দু'আ করা হয়। এ উদ্যোগ তারা তখন নেয়, যখন জানতে পারে যে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় এই বালা দেখা দিয়েছে, তখন তাদের আশংকা হয় যে, এটা দামিস্কেও অনুপ্রবেশ

করতে পারে। ফলে আল্লাহ্ তা'লা এ শহরকে হিফাজত করেন। অবশ্য কিছুসংখ্যক লোক এ শহরকে হিফাজত করেন। অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক ইতিপূর্বে এ রোগে মারা যায়। এ মাসের নয় তারিখে লোকগণ মিহরাবে সাহাবায় সমবেত হয়ে অতি বিনয় ও ব্যাকুলতার সাথে 'সূরা নূহ্' তিন হাজার তিনশ ষাটবার পাঠ করে। কারণ তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এভাবে পড়ার নির্দেশ পায়। এ মাসেও প্লেগ মহামারীতে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। প্রতিদিন কমপক্ষে একশ লোক মারা যেতে থাকে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কোন বাড়িতে এ রোগ ঢুকলে ঐ বাড়ির অধিকাংশ লোক মারা না যাওয়া পর্যন্ত রোগ বের হতো না। অবশ্য শহরে লোকসংখ্যা অধিক হওয়ায় তুলনামূলকভাবে মৃতের সংখ্যা কম মনে হতো। এ মাসে এ সময়ের মধ্যে জনগণের বিরাট এক সংখ্যা মহামারীতে শেষ হয়ে যায়। মৃতের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই ছিল বেশী। কেননা, পুরুষের তুলনায় এ রোগে মহিলারাই বেশী আক্রান্ত হতো। এ বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে রবিউস সানি মাসের ছয় তারিখ শুক্রবার মাগরিব হতে সকল সালাতে খতীবগণ কুনুতে নাযিলা পড়তেন ও দু'আ করতেন। এর ফলে মানুষের মধ্যে বিনয়-নম্রতা, কাতরতা ও মহান আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। এ মাসে মৃত্যের সংখ্যা অত্যাধিক বেড়ে যায় এবং প্রতিদিন প্রায় দুই'শ লোকেরও বেশী মারা যেতে থাকে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কোন কোন দিন এর দ্বিগুণ লোকও মারা যায়। জন জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মৃতদের দাফন কাফনে বিলম্ব হতে থাকে। যারা মৃত্যুবরণ করতো, তাদের দাফন কাজের ব্যয় বেড়ে যায়। মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। চোর ও ভিক্ষুকের উপদ্রব বেড়ে যায়। কারণ একটা লাশ দাফন করা বাবদ অনেক অর্থ আদায় করা হতো। অবশেষে নায়িবে সুলতান লাশ গোসল করান, কাফন-দাফন ও বহন করা বাবদ মজুরী গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। শহরের বাইরে লাশের ভীড় জমে যায়। নাগরিকগণ এ ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করে। তবে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলে। আল্লাহ্ই একমাত্র সাহায্য কারী।

এ মাসের তেইশ তারিখ সোমবার শহরে এই মর্মে ঘোষণা দেয়া হয় যে, সর্বস্তরের জনগণ তিন দিন সওম পালন করবে। তারপর চতুর্থ দিন অর্থাৎ শুক্রবারে মসজিদে কুদামে সমবেত হয়ে আল্লাহ্র নিকট কান্নাকাটি করে মহামারী সরিয়ে নেয়ার জন্যে দু'আ প্রার্থনা করবে। এ ঘোষণা শুনার পর অধিকাংশ লোক সওম পালন করে। তারপরে লোকজন মসজিদে গিয়ে শুয়ে থাকে। তারা রাত্রি জাগরণ করে, যেভাবে রাত্রি জাগরণ করা হয় রমাদান মাসে। সাতাশ তারিখ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতের পর চারপাশের দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে লোকজন ছুটে আসে। ইহুদী, নাসারা, সামমারা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু-কিশোর, ফকীর, আমির ও কাজীরা ফরজের সালাত শেষে এখানে চলে আসেন। অবিরত ভাবে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে মহান আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতে থাকে। ইতিমধ্যে সূর্য অনেক উপরে উঠে যায়। এ ছিল এক স্মরণীয় দিন।

জুমাদাল উলা মাসের দশ তারিখ বৃহস্পতিবার জোহরের সালাতের পর ষোলজন মৃতের জানাযা মসজিদের খতীব এক সাথে পড়ান। এ দৃশ্য দেখে মানুষ ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। এ সময় মহামারী ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমনকি শহরে একই সময়ে এ রোগে প্রায় তিনশ

লোক আক্রান্ত হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আর এক ওয়াক্ত সালাতের পর পনেরজন মৃতের জানাযা দামিস্কের মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আর একবার একইসাথে এগারজনের জানাযা পড়ান হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি রহম করুন। এ মাসের একুশ তারিখ সোমবার নায়িবে সুলতান শহরের কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেন। কেননা, তখন শহরের সর্বত্র কুকুরের উপদ্রব বেড়ে যায়। নাগরিকগণ কুকুরের দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। রাত্রবেলা রাস্তায় মানুষকে কামড়াতে থাকে। ঘর-বাড়ি অপবিত্র হতে থাকে। এ ধরনের অনেক নাগরিক সমস্যা দেখা দেয়, যার থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। গ্রন্থকার বলেন, কুকুর হত্যা সম্পর্কে হাদীসে যেসব বর্ণনা এসেছে, আমি তা একত্রিত করেছি এবং হত্যার নির্দেশ মনসূখ হওয়ার বিষয়ে ইমামদের মতভেদও উল্লেখ করেছি। 'উমার (রা) খুতবায় কবুতর যাবাহ করতে ওহাব (র)-এর রওয়ায়েতের বরাত দিয়ে নির্দিষ্ট শহরের কুকুর শাসক এর অনুমতি দেন তবে কুকুর হত্যা করা বৈধ হবে।

এ মাসের আটাশ তারিখ সোমবার যায়নুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন্ শায়খুনা হাফিজ সুফী নূরিয়া দারুল হাদীসে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন আমাদের শায়খ ও উস্তাদ। সূফিয়া গোরস্তানে তার পিতার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। জুমাদাস সানিয়া মাসের মাঝামাঝি সময়ে মৃতের হার অনেকগুণ বেড়ে যায়। এর থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাওয়া হয়। পরিচিত অপরিচিত সাধারণ ও বিশিষ্ট অসংখ্য লোক মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহম করুন ও জান্নাত দান করুন। আল্লাহ্ই একমাত্র উদ্ধারকারী। প্রায় অধিকাংশ দিনই জামে' মসজিদে একশ'রও বেশী মৃতের জানাযা পড়া হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এসব ছাড়া অনেক মৃতব্যক্তির জানাযা পড়ার জন্যে জামে' মসজিদে আনা হয়নি। শহরের উপকণ্ঠে ও দূরবর্তী জনপদে কত যে লোক মারা যায়, তার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহম করুন, আমিন।

এ মাসের সাতাশ তারিখ সোমবার সদর শামসুদ্দীন ইবন্ সাবাব ইন্তিকাল করেন। তিনি উটের নাকে ব্যবহার করার মহর তৈরির ব্যবসা করতেন। তিনি মাদ্রাসা সাবাবিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। দারুল কুরআন নামে এর পরিচিতি বেশী। আদিলিয়া কবিরার সামনে জাহিরিয়ার নিকটে এর অবস্থান। দীর্ঘদিন থেকে এ স্থানটি পরিত্যক্ত ও অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিল। এই ব্যক্তি স্থানটি আবাদ করেন এবং হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য এখানে দারুল কুরআন ও দারুল হাদীস প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এবং তার পরে অনেকেই এ প্রতিষ্ঠানে বহু কিছু ওয়াক্ফ করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সদয় হউন।

রজব মাসের আট তারিখ শুক্রবার জুমু'আর সালাতের পর কাজী 'আলাউদ্দীন ইবন্ কাজী শাহ্বার গায়েবানা জানাযা পড়ান হয়। এরপর একই সাথে একচল্লিশজন মৃতের জানাযা পড়া হয়। মসজিদের ভিতরে লাশের লাইন দেয়া হয়। কিন্তু সংকুলন না হওয়ায় কিছু সংখ্যক লাশ মসজিদের বাইরে 'বাবুস সির'এর নিকট রাখা হয়। খতীব ও নকীব বাইরে এসে সকলের জানাযা একসাথেই পড়ান। এ ছিল এক স্মরণীয় সময় এবং এর মধ্যে রয়েছে বিরাট শিক্ষা। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জন জীবনের এই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে বিখ্যাত ব্যবসায়ী আফরিদুন ইন্তিকাল করেন। তিনি 'তুরবাতু বাহাদুর আস' বরাবর অবস্থিত বাবুল জাবিয়ার কাছে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। মসৃণ রঙ্গিন পাথর দ্বারা এর প্রাচীর গাঁথা হয়। এ প্রতিষ্ঠানকে তিনি দারুল কুরআনে পরিণত করেন। অনেক মূল্যবান সম্পদ তিনি এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াক্ফ করেন। তিনি ছিলেন একজন স্মরণীয় বরণীয় উদার মানুষ। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন ও তাকে উত্তম ঠিকানা দান করুন।

রজব মাসের তিন তারিখ শনিবার শায়খ 'আলী আল-মাগরিবির জানাযা পড়া হয়। তিনি ছিলেন শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার অন্যতম ছাত্র। সাফহে কাসিউনে জামে' আফরামীতে তার ইন্তিকাল হয় এবং সাফহায় তাকে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। অধিক পরিমাণ ইবাদত, কৃচ্ছসাধনা, সাদামাটা জীবন যাপন ও সর্বক্ষেত্রে পরহেযগারী অবলম্বন করা ছিল তার বৈশিষ্ট্য। পার্থিব জীবনে কোন সরকারী পদ তিনি কখনও গ্রহণ করেননি। তার কোন সম্পদ ছিল না। সরকারের পক্ষ হতে যা কিছু ভাতা আসতো, অল্প অল্প করে তা খরচ করতেন। তিনি ছিলেন ইলমে তাসাওউফের অনুসারী। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও তিন সন্তান রেখে যান। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহম করুন।

রজব মাসের সাত তারিখ বুধবার সকালে জামে' মুজাফ্ফারীতে কাজী যায়নুদ্দীন ইবন্ নাজীহ-এর জানাযা পড়া হয়। তিনি কাজী হাম্বলীর নায়িব ছিলেন। সাফহে কাসিউনে তাকে দাফন করা হয়। বিচার কাজে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি অনেক বিরল গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। দীনদারী ও 'ইবাদতগুজারি তার অন্যতম বৈশিষ্ট। তিনি ছিলেন শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার ঘনিষ্ট ছাত্র। কয়েকটি বিষয়ে তার মধ্যে ও কাজী শাফিঈর মধ্যে বিরোধ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তবে পরবর্তিতে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়।

এ মাসের বার তারিখ সোমবার যোহরের আযানের পর দামিস্ক এবং এর আশপাশের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়। আকাশ ধূলা বালিতে পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর তা কৃষ্ণ আকার ধারণ করে সমগ্র দেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মানুষ এক-চতুর্থাংশ সময় পর্যন্ত এ পরিস্থিতির কবলে কাটায়। এ সময় তারা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় কামনা করে, ক্ষমা চায় ও কান্নাকাটি করে। এ অবস্থার সাথে সমাজে বিরাজমান মহামারী হতে মুক্তি কামনা করে, দু'আ করে। লোকের আশা ছিল যে, এ ঝড়-ঝঞ্ঝা শেষ হওয়ার সাথে প্লেগ-মহামারিরও অবসান ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি; বরং মহামারীর প্রকোপ আরও বেড়ে যায়। এর থেকে পরিত্রাণদানকারী একমাত্র মহান আল্লাহ্। এ সময় দামিস্কের উমাইয়া মসজিদে প্রতিদিন প্রায় দেড়শ বা ততোধিক মৃতের জানাযা পড়া হতে থাকে। শহরের আশপাশ এলাকায় যারা মারা যেত এবং যিম্মীদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করতো, তারা এ সংখ্যার বাইরে। শহরের বাসিন্দা ও উপকণ্ঠের অধিবাসীদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা ছিল অনেকগুণ বেশী। বর্ণিত আছে যে, অধিকাংশ দিন এই সংখ্যা প্রায় হাজার পর্যন্ত হয়ে যেত। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই সময়ে একদা জামে' মুজাফ্ফারী মসজিদে যোহরের পর শায়খ ইব্রাহীম ইবনুল মুহিবের জানাযা পড়া হয়। তিনি জামে' উমাইয়া ও জামে' তানকুযে হাদীস বিষয়ের পাঠদান করতেন। তার উত্তম পাঠদান ও উচ্চতর যোগ্যতার কারণে হাদীস শোনার মজলিসে প্রচুর লোকের সমাগম হত। জানাযার পরে সাফহে কাসিউনে

তার লাশ দাফন করা হয়। প্রচুর লোক তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। রজব মাসের সাতাশ তারিখ রাতে উমাইয়া মসজিদে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ রাতটি লায়লাতুল মি'রাজ নামে পরিচিত। সাধারণত মানুষ এ মসজিদে সমবেত হতো না। কেননা, প্রতিনিয়ত তাদের মধ্য হতে লোক মারা যেত, রুগীদের সেবা করতে হতো এবং মৃতদের কাফন দাফন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো। এ রাত্রে এক অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়। কিছু লোক শহরের উপকণ্ঠে তাঁবুতে থাকতো। তারা মসজিদে আসতে বিলম্ব করে। পরে তারা অবশ্য আসে। কিন্তু তাদের অভ্যাস অনুযায়ী লোকের প্রচুর ভীড় জমে যায়। ভীড়ের কারণে তাদের অনেকেই সেখানে মারা যায়। এই সময়ে প্রতিদিন মহামারীতে যে পরিমাণ লোক মারা যেত, তাদের সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ হবে। এ সংবাদ পেয়ে নায়েবে সুলতান অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি বেরিয়ে এসে তাদেরকে সেখানেই পান। এর জন্যে দায়ী ব্যক্তিদেরকে সকাল বেলা লোহা গরম করে ছ্যাঁকা দিতে নির্দেশ দেন। এরপর তাদেরকে ক্ষমা করেন। নগরীর মেয়রকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। শহরের নায়েবকে রাত্রেই শাস্তি দেন। দারোয়ানদেরকে বাবুন নসরে শরীরে পেরেক ফুটিয়ে শাস্তি দেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, এখন থেকে 'ইশার সালাতের পর কেউ চলাচল করতে পারবে না। এরপর তিনি এ বিষয়ে অন্য সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

ইতিমধ্যে শা'বান মাস শুরু হয়ে যায়। তখনও প্রচুর লোক মারা যেতে থাকে। অনেক সময় লাশের দুর্গন্ধ শহরময় ছড়িয়ে পড়তো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শা'বান মাসের তের তারিখ বৃহস্পতিবার শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ সালাহ-এর ইন্তিকাল হয়। তিনি ছিলেন মাতরাযীনে কায়মারিয়া কবিরা মাদ্রাসার শিক্ষক। শা'বানের চৌদ্দ তারিখ তার জানাযা পড়া হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন কাজী ইমাদুদ্দীন ইবন্ শারীযী। তিনি ছিলেন নগরীর মুহতাসিব বা হিসাব রক্ষক এবং দামিষ্কের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তিনি দীর্ঘদিন জামি' উমাইয়ার পরিদর্শকও ছিলেন। কখনও কখনও বিভিন্ন আওকাফের পরিদর্শনের দায়িত্বও তার উপর ন্যাস্ত করা হতো। একই সময়ে উভয়ের লাশ জানাযার জন্যে একত্রিত করা হয়। এরপর সাফহে কাসিউনে তাকে সমাহিত করা হয়।

শাওয়াল মাসের শেষ দশকে আমির কারাবাগা দুওয়ায়দার, আন্-নায়িব হাকরুস-সিমাকরা পশ্চিমে নিজ বাসগৃহে ইন্তিকাল করেন। বাড়ির পাশে তিনি একটি পারিবারিক গোরস্থান ও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। বাড়ির অদূরে একটি ছোট নতুন মার্কেটও তিনি চালু করেন। তিনি এ মার্কেটের পূর্বে ও পশ্চিমে দুইটি গেট নির্মাণ করেন। উচ্চ পদ মর্যাদার কারণে তিনি এতে অনেক মূল্যবান জিনিস সংযুক্ত করেন। কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা কম থাকায় মার্কেটটি ক্রমান্বয়ে পরিত্যাক্ত ও বন্ধ হয়ে যায়। তার জানাযায় আমির, কাজী ও পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হন। জানাযার পর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি বহু অর্থ ও ধন-সম্পদ রেখে যান। সুলতানের নায়িব সেগুলো কব্জা করেন।

যিলকাদ মাসের সাত তারিখ মঙ্গলবার উমাইয়া জামে' মসজিদের খতীব, খতীব তাজুদ্দীন 'আবদুর রহিম ইবন্ কাজী জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ 'আবদুর রহিম কাজবিনী দারুল খিতাবাতে মারা যান। মানুষ ব্যাপকহারে যে মহামারিতে মারা যাচ্ছিল, তিনিও সেই-একই মহামারিতে

আক্রান্ত হন। দুই দিন রোগে ভোগার পর তার মৃত্যু হয়। তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং সন্তানরাও একই রোগে মারা যায়। তার মৃত্যুর দু'দিন পর তার সহোদর সদরুদ্দীন আবদুল কারিমও ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর দিন যোহরের পরে বাবুল খিতাবার নিকট খতীব তাজুদ্দীনের জানাযা পড়া হয় এবং সূফিয়া গোরস্থানে তার পিতা ও দুই ভাই বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ এবং জামালউদ্দীন 'আবদুল্লাহ্‌র কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। মহান আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহম করুন।

এ মাসের নয় তারিখ বৃহস্পতিবার খতীবের শূন্য পদ পূরণের বিষয় নিয়ে বহু সংখ্যক কাজী, ফকীহ ও মুফতী সুলতানের নায়িবের কাছে সমবেত হয়। এই মজলিসে শায়খ জামালউদ্দীন ইবন্ মাহমূদ ইবন্ জুমলাকে ডেকে আনা হয়। নায়েবে সুলতান তাকে এ পদে নিয়োগ দেন এবং অন্যান্য যেসব পদে তিনি কর্মরত ছিলেন, সেগুলি প্রত্যাহার করে নেন। এর ফলে জনতার মধ্যে দলাদলীর সৃষ্টি হয়। তখন কাজী বাহাউদ্দীন আবুল বাকাকে জাহিরিয়া বারানিয়া এর পাঠদান থেকে এনে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। তার অন্যান্য খিদমতের বিষয়ে লোকজন বিন্যাস করে নেয়। সুতরাং খুতবা দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব তার হাতে রইল না। সেদিনই তিনি লোকজন নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করেন। জুমু'আর দিন সকালে তাকে খতীবের পোষাক প্রদান করা হয়। তিনি জুমু'আর সালাতে ইমামতি করেন এবং প্রচলিত নিয়মে খুতবা প্রদান করেন।

এ বছর যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখ আরাফা দিবস ছিল শনিবার। কাজী শিহাবুদ্দীন ইবন্ ফজলুল্লাহ এই দিন ইন্তিকাল করেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ার গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করতেন। এ পদ হতে অব্যাহতি পাওয়ার পর তার ইন্তিকাল হয়। এই পদে থাকাকালে তিনি অতিরিক্ত শাসন কর্তৃত্ব, প্রভাব বিস্তার বা আর্থিক সুবিধা ভোগ করেননি। রুকনিয়ার সন্নিকটে পূর্ব প্রান্তে সাফ্‌হে কাসিউনে তিনি এক বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। গোটা কাসিউনে এ ধরনের প্রাসাদ আর ছিল না। তিনি উদভাবনী প্রতিভার চূড়ান্ত স্বাক্ষর ছিলেন। তার যুগে তিনি ছিলেন কাজী ফাজিল এর সদৃশ। ইবাদত সংক্রান্ত বহু কয়টি-কিতাব তিনি রচনা করেন। তিনি ছিলেন উত্তমভাষী, প্রত্যুৎপন্নমতি খ্যাতিমান হাফিজ, উচ্চাংগের ভাষাবিদ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি আলিম ও ফকীরদের অত্যন্ত মহব্বত করতেন। পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রম না হতেই তিনি মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেন। নিজ বাসগৃহে বাবুল ফারাদিসের অভ্যন্তরে তার ইন্তিকাল হয়। উমাইয়া মসজিদে জানাযা শেষে ইয়াগমুরিয়ার নিকটে সাফ্‌হায় স্বীয় পিতা ও ভ্রাতার পাশে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন।

এই সময়ে শায়খ আব্দুল্লাহ ইবন্ রশীক আল্-মাগরিবী ইন্তিকাল করেন। আমাদের শায়খ আল্লামা ইবন্ তাইমিয়ার গ্রন্থসমূহ থেকে তিনি কপি তৈরি করতেন। শায়খ ইবন্ তাইমিয়ার লেখা সম্পর্কে তিনি খুবই অবগত ছিলেন। তাঁর কোন লেখা হারিয়ে গেলে, তিনি তা স্মরণ করে দিতেন। তিনি নির্ভুলভাবে অতি দ্রুত লিখতে পারতেন। তিনি ছিলেন দীনদার ও আবিদ। অধিক পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন ও উত্তমভাবে সালাত আদায় করতেন। তার অনেকগুলো সন্তান-সন্ততি ছিল। অনেক ঋণের বোঝা রেখে তিনি ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন ও তাকে ক্ষমা করুন, আমিন।

হিজরী ৭৫০ (১৩৫০ খৃ.) সাল

এ বছরের যাত্রা যখন শুরু হয় তখন, মিসর, সিরিয়া, হারামায়নসহ অন্যান্য অঞ্চলের সুলতান ছিলেন মালিকুন-নাসির হাসান ইবন্ নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ কালাউন। মিসরের নায়িব ও রাজ্যসমূহের শাসনকর্তা ছিলেন সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা। মিসরের কাজী পদে তারাই বহাল থাকেন, যারা পূর্বের বছরে ছিলেন। সিরিয়ার নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন উরগুন শাহ আন-নাসিরী। দামিস্কের কাজী পদে আগে যারা ছিলেন, তারাই বহাল থাকেন। অনুরূপভাবে পূর্বের বছরে যারা যে দায়িত্বে ছিলেন এ বছরও তারা সেই দায়িত্বে থাকেন। তবে কেবলমাত্র খতীব ও মুহতাসিব পদে পরিবর্তন আসে।

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম মেহেরবানীতে এ বছর প্লেগ-মহামারী অনেক হ্রাস পায়। মৃতদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বন্টন ও সংরক্ষণের দপ্তর সংখ্যা প্রায় বিশে নেমে আসে। অথচ এ জাতীয় দপ্তরের সংখ্যা ইতিপূর্বে প্রায় পাঁচশ-তে পৌছে গিয়েছিল। সাতশ' উনপঞ্চাশ হিজরির মাঝামাঝি সময়ও এ সংখ্যা বহাল ছিল। এরপর থেকে মহামারির প্রাদুর্ভাব ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়নি। কেননা, মুহাররম মাসের চার তারিখ বুধবার ফকীহ শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবন্ ছিকাহ এবং তার পুত্র ও ভাই এক ঘন্টার মধ্যে এই রোগে মারা যান। সকলের জানাযা একসাথে পড়া হয় এবং একই কবরে সবাইকে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহম করুন।

মুহাররাম মাসের পঁচিশ তারিখ বুধবার আমাদের সাথী শায়খ ইমাম আলিম, আবিদ, সাহিদ, নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন্ 'আবদুল কাদির ইবন্ সাইগ আশ্-শাফিঈ ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন ইমাদিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। তার মধ্যে বহু সদগুণ ও ফযীলত বর্তমান ছিল। সালফে সালিহীনদের তরিকার উপর তার জীবন অতিবাহিত হয়। অধিক পরিমাণ ইবাদত করা, তিলাওয়াত, কিয়ামুল-লায়ল, নীরবতা পালন ও উত্তম ব্যবহার ছিল তার বৈশিষ্ট্য। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন ও জান্নাতে উত্তম ঠিকানা দান করুন।

সফর মাসের তিন তারিখ বুধবার তাকিউদ্দীন ইবন্ রাফিনুরিয়া দারুল হাদীসের মুহাদ্দিস শায়খ পদে যোগদান করেন। বহু আলিম, কাজী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সে মজলিশে যোগদান করেন।

নায়িবে সুলতান উরগুন শাহ গ্রেফতার

রবিউল আউয়াল মাসের তেইশ তারিখ বৃহস্পতিবার রাত্রে দামিস্কের নায়িব সুলতান আমির সাইফুদ্দীন উরগুন শাহ গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের আগে তিনি নিজ পরিবার-পরিজনসহ কসরে আবলাকে স্থানান্তর হন। মধ্যরাত পর্যন্ত তারা কিছুই বুঝতে পারেননি। অর্ধরাত্রে হঠাৎ করে তারবলিসের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন আলজীবাগা আল্ মুজাফ্ফারী আন-নাসিরী কতিপয় আমির ও কিছু লোক নিয়ে এসে আবলাক প্রাসাদ ঘিরে ফেলেন। এদের কয়েকজন প্রাসাদে ঢুকে পড়েন। উরগুনশাহ সে সময় পরিবারের লোকদের সাথে গভীর ঘুমে অচেতন ছিলেন। ঘুম ভেংগে গেলে তিনি তাদের কাছে এগিয়ে যান। তারা তখন তাকে নিজেদের কব্জায় নেয় ও

গ্রেপ্তার করে। এরপর তারা তার থেকে প্রয়োজনমত লিখে নেয়। রাত শেষে প্রভাত হলে অধিকাংশ লোকই জানতে পারেনি রাত্রে কি ঘটেছে। লোকজনের মধ্যে এ বিষয় নিয়ে বেশ চর্চা হতে থাকে। তুর্কী সৈন্যরা উক্ত আমির সাইফুদ্দীন আলজীবাগার নিকট সমবেত হয়। তিনি শহরের উপকণ্ঠে এসে অবস্থান নেন এবং উরগুন শাহর সমস্ত সম্পদ করায়াত্ব করেন। এভাবে যিনি রাত্রে ছিলেন মহা শক্তিধর, দিনের বেলা হলেন লাঞ্ছিত, হতভাগ্য। যিনি সন্ধ্যা বেলায় ছিলেন আমাদের জন্যে সুলতানের নায়িব, সকাল বেলায় হয়ে গেলেন ফকির, মিসকিন। সুতরাং পবিত্র সেই মহান সত্তা যার হাতে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত, যিনি শাহানশাহ রাজাধিরাজ:

يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ يَشَاءُ وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ.

"তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা তিনি পরাক্রমশালী করেন, আর যাকে ইচ্ছা তিনি হীন করেন।" এ ঘটনাটি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সাথে তুল্য, যথা– মহান আল্লাহ্র বাণী:

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ . أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ . أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.

"তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে রাতে, যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন? অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে পূর্বাহ্নে, যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত? তারা কি আল্লাহ্র কৌশলের ভয় রাখে না? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহ্র কৌশল হতে নিরাপদ মনে করেনা।" (সূরা আ'রাফ: ৯৭-৯৯)। এরপর রবিউল আউয়ালের চব্বিশ তারিখ শুক্রবার রাত্রে তাকে যবাই করে এমনভাবে রাখা হয় যে, দেখলে মনে হবে নিজেই আত্মহত্যা করেছেন। আল্লাহ্ই এ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।

এক অতীব বিস্ময়কর ঘটনা

৭৫০ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসের আটাশ তারিখ মঙ্গলবার দামিস্কে সৈন্য বাহিনী ও তারাবলিসের নায়েব আমির সাইফুদ্দীন আলজীবাগার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। যিনি দামিস্কের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন উরগুন শাহ নাসিরীকে বৃহস্পতিবার রাত্রে গ্রেপ্তার করেন ও শুক্রবার রাত্রে হত্যা করেন। এরপর তিনি ময়দানে আখজারে অবস্থান নিয়ে উরগুন শাহের অর্থ-সম্পদ ও ধন-ভাণ্ডার সংগ্রহ করে নিজের আয়ত্বে নেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আমিরগণ এতে আপত্তি জানিয়ে এগুলো সুলতানের দুর্গে প্রেরণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তাদের কথায় আমল দিলেন না। এর ফলে তারা তার গোটা তৎপরতাকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং উরগুন শাহকে গ্রেফতার ও হত্যা করার নির্দেশ সম্বলিত পত্র যা তার কাছে রক্ষিত আছে, সে ব্যাপারে অভিযোগ আনে। তারা সংগোপনে দুর্গে ও আবওয়াবুল মুবাদীনে চলে যায়। অপর দিকে আলজীবাগা তার সাথীদের নিয়ে যাত্রা করে। এদের সংখ্যা ছিল একশর কিছু কম। কারও বর্ণনামতে তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর ও আশি কিংবা আশি ও নব্বই এর মাঝামাঝি। তারা সৈন্যদের উপর হত্যার

প্রত্যাশায় আক্রমণ করে। আর সৈন্যরা আত্মরক্ষার জন্যে আক্রমণ প্রতিহত করে। কিন্তু তাদের নিকট হত্যা করার বা লড়াই করার কোন লিখিত নির্দেশ ছিল না। এ জন্যে অধিকাংশই রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে। অবশ্য তাদের মধ্য হতে একটি অংশ সামনে অগ্রসর হয়। এদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট আমিরও ছিলেন। তিনি হলেন আমিরুল কবির সাইফুদ্দীন আলজীবাগা আল-আদিলী। তার দক্ষিণ হস্ত কর্তন করা হয়। এই দলের সংখ্যা ছিল প্রায় নব্বই। হালকা ও মুস্তাশ্দিমীনের সৈন্যদের মধ্য হতে আরও কয়েকজন নিহত হয়। এরপর-অবস্থার পরিবর্তন হয় ও বাধাদানকারীগণ চলে যায়। ফলে আলজীবাগা মুজাফ্ফারী উরগুন শাহের আস্তাবল খানায় বাধা অশ্বসমূহ হতে যে পরিমাণ ইচ্ছা নিয়ে আসে। অতঃপর পশ্চাৎ চিন্তা করে মুজার নিম্নাঞ্চল দিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। উরগুন শাহের ভাণ্ডার থেকে যে ধন-সম্পদ নিয়েছিলেন, সেগুলো তার সঙ্গেই ছিল। এ সবকিছু নিয়ে তিনি অব্যাহত ভাবে পথ অতিক্রম করেন। সৈনিকদের মধ্য হতে কেউ তার অনুসরণ করেনি। আমির ফখরুদ্দীন ইয়াস তার সঙ্গে ছিলেন। তিনি ছিলেন হাজিব। এর আগে গত বছর তিনি হালবের নায়িব ছিলেন। সাথীদের নিয়ে তারা উভয়ে তারাবলিসের উদ্দেশ্যে গমন করেন। এদিকে সিরিয়ার আমিরগণ এ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে সুলতানকে অবহিত করেন। জবাবে সুলতানের পক্ষ হতে প্রেরিত দূত এসে জানায় যে, যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সে সম্পর্কে সুলতান কিছুই জানেন না। আলজীবাগা সুলতানের যে চিঠি প্রদর্শন করেছেন তা মিথ্যা এবং তার নিজের তৈরি। এ সময় সরকারী নির্দেশ আসে, যেন সিরিয়ার চার হাজার সৈন্য আলজীবাগাকে ধরার জন্যে ছুটে যায় এবং তাকে গ্রেফতার করে। সাফাদের নায়িবকে গোটা বাহিনীর মুকাদ্দাম বা অধিনায়ক করা হয়। রবিউস সানির মাসের প্রথম দশকে তারা এ উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হয়। এ মাসের ছয় তারিখ বুধবার সৈন্যরা সাইফুদ্দীন আলজীবাগা আল্ আদিলীকে যুদ্ধক্ষেত্রে তালাশ করতে বের হয়। তিনি ছিলেন অন্যতম আমিরে উলুফ মুকাদ্দাম। সাত তারিখ বৃহস্পতিবার শহরে ঘোষণা দেয়া হয় যে, সৈন্যরা যার কাছে যাবে সে যেন আগামী কাল অভিযানে বের হতে বিলম্ব না করে। সুতরাং অতি ভোরে বিরাট বাহিনীসহ তারা দ্রুত বেরিয়ে পড়ে। শহরের নিরাপত্তায় নিয়মিত নায়িবের স্থলাভিষিক্ত করা হয় আমির বদরুদ্দীন খতীবকে। তিনি নায়িবদের নিয়ম অনুযায়ী দারুস সা'আদায় বসে আদেশ নির্দেশ জারী করেন। এ মাসের ষোল তারিখ শনিবার মাগরিব ও 'ঈশার সালাতের মাঝামাঝি সময়ে সৈন্যদের সেই বাহিনী শহরে প্রবেশ করে, যারা আলজীবাগা মুজাফ্ফারীকে ধরার উদ্দেশ্যে অভিযানে বেরিয়েছিল। তারা আলজীবাগাকে গ্রেফতার ও বন্দী করে লাঞ্ছিত অবস্থায় সাথে নিয়ে আসে। অনুরূপভাবে ফখরু ইয়াস হাজিবও ধৃত হয়ে তাদের সাথে আসে। দারুস সা'আদার বরাবর বাবুন-নাসর সেতুর দুর্গে তাদেরকে লাঞ্ছিত অবস্থায় রাখা হয়। সাময়িকভাবে নিযুক্ত নায়িব আমির বদরুদ্দীন খতীবের উপস্থিতিতে এসব কাজ সম্পন্ন হয়। এ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে জনগণ অত্যন্ত আনন্দবোধ করে। সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ্। এ মাসের আঠার তারিখ সোমবার তাদের দুজনকে দূর্গ থেকে বের করে 'সূকে খায়লে' নিয়ে আসা হয় এবং সৈন্যদের মাঝখানে রাখা হয়। এরপর জনসাধারণের দেখার সুবিধার্থে উঁচু কাঠের উপর তাদের দেহ বেঁধে রাখা হয়। কিছুদিন এ অবস্থায় থাকার পর তাদের মৃতদেহ নামিয়ে ফেলা হয় এবং মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা হয়।

জুমাদাস সানিয়াহ মাসের প্রথম দিকে হালবের নায়িব সাইফুদ্দীন কাতলাব শাহ এর মৃত্যুর খবর আসে। তার মৃত্যুর খবর শুনে অনেক লোক সন্তোষ প্রকাশ করে। কারণ মহামারীর সময়ে হামা শহরে তিনি অতি গর্হিত নীতি অবলম্বন করেন। বর্ণিত রয়েছে যে, সেখানে কেউ মারা গেলে তার পুত্র-কন্যা সন্তান জীবিত থাকলেও তিনি মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যেতেন। তাছাড়াও সাধারণ লোকের নিকট হতে অনেক সময় তিনি জোর পূর্বক তার সম্পদ দখল করতেন। এভাবে বহু সম্পদ তার হাতে জমা হয়ে যায়। হালবের নায়িবের মৃত্যুর পর আমির সাইফুদ্দীন আরকাতিয়াকে তথায় স্থানান্তর করা হয়। অথচ উরগুন শাহের মৃত্যুর পর দামিস্কের নায়িব পদে তাকে মনোনীত করা হয়েছিল। লোকজন তার সাথে সাক্ষাতের জন্যে বেরিয়ে আসে। কিন্তু হালবের এক বাড়িতে তিনি অবস্থান নিলে সে বাড়িতেই তিনি মারা যান। এর আগে কাতলাবশাহ ঐ বাড়িতে উঠলে অল্পক্ষণ পরেই মারা যান। সুতরাং যে সম্পদ তিনি সঞ্চয় করেছিলেন দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও তা তার কোন উপকারে আসেনি।

জুমাদাল উখরা মাসের এগার তারিখ বৃহস্পতিবার আমির সাইফুদ্দীন আয়তামাশ আন্-নাসিরী দামিস্কের নায়িব হিসেবে মিসর থেকে আগমন করেন। নিয়ম অনুযায়ী তার সামনে সৈন্যবাহিনী হাজির হয়। তিনি চৌকাঠ চুম্বন করেন এবং রাজকীয় বিশেষ পোষাক পরিধান করেন ও তরবারী হাতে নেন। সেখানে তিনি তার নিয়োগপত্র ও বিধি-বিধান পেশ করেন। এরপর নায়িবদের প্রথামত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অবস্থান করেন। সেখান থেকে আনুষ্ঠানিকতার পর দারুস সা'আদায় গিয়ে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। প্রজা সাধারণ তাকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়। তার দৈহিক অবয়ব ও গঠন ছিল খুবই সুন্দর। সিরিয়া প্রায় আড়াই মাস যাবত একজন পূর্ণাঙ্গ নায়িব থেকে শূন্য অবস্থায় ছিল। যে দিন তিনি সিরিয়ায় প্রবেশ করেন, সেদিন তবলাখানাতের চারজন আমিরকে আটক করা হয়। তারা হলেন কাসিমী ও আলে আবু বকরের সন্তানগণ। তাদেরকে দূর্গের মধ্যে আটকে রাখা হয়। কেননা সিরিয়ার নায়িব উরগুন শাহর বিরুদ্ধে তারা আলজী বগা মুজাফ্‌ফারীকে সাহায্য করেছিলেন।

জুমাদাস সানিয়াহ মাসের পনের তারিখ সোমবার কাজী নাজমুদ্দীন ইবন্ কাজী ইমাদুদ্দীন তারসূখী আল্-হানাফী হাকিম নিযুক্ত হন। সুলতানের স্বাক্ষরিত চিঠি ও মিসর হতে প্রেরিত খিল'আতের ভিত্তিতে তিনি এ পদ লাভ করেন। জুমাদাল উখরা মাসের ষোল তারিখ মঙ্গলবার কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন সুবুকী ও শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ কায়্যিম আল্-জাওযিয়ার মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে ও সমঝোতা সৃষ্টি হয়। আমির সাইফুদ্দীন ইবন্ ফজল মালিকুন আরব এর মধ্যস্থতায় দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয়। কাযিউল কুযাত এর উদ্যানে মীমাংসার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তালাক সংক্রান্ত মাসআলায় অতিরঞ্জিত ফাতাওয়া দেয়ার জন্যে শামসুদ্দীনের উপর দোষারোপ করেন।

এ মাসের ষোল তারিখ শুক্রবার আমির সাইফুদ্দীন উরগুন শাহর লাশ সুফিয়া গোরস্থান থেকে তার নিজের তৈরি তারিমা গোরস্থানে স্থানান্তর করা হয়। তিনি এই গোরস্থান ও তৎসংলগ্ন মসজিদ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু উভয়ের কাজ শেষ হওয়ার আগেই আলজীবাগা মুজাফ্‌ফারীর হাতে নিহত হন। তারা তাকে যবাই করে হত্যা করে এবং সে রাত্রেই সূফিয়া গোরস্থানে শায়খ তাকিউদ্দীন ইবনুস-সালাহর কবরের পাশে তাকে দাফন করে। এরপর

উল্লেখিত তারিখে রাত্রিবেলা তার নিজ গোরস্থানে তার লাশ স্থানান্তর করা হয়। রজব মাসের উনিশ তারিখ শনিবার শহরের সকল মসজিদের মুআযযিনগণ ফজরের আযান নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘন্টা আগে দেয়। আজানের পর মুসল্লিগণ তাদের অভ্যাস অনুযায়ী উমাইয়া মসজিদে বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণের বিন্যাস অনুসরণ করে সালাত আদায় করে। পরে তারা দেখল যে সালাতের ওয়াক্ত এখনও হয়নি, তখন মসজিদের খতীব সকলকে নিয়ে পুনরায় সালাত আদায় করেন। সালাতের জন্যে দ্বিতীয়বার ইকামত দেয়া হয়। এ ছিল এমন এক ঘটনা যা সচারাচর হয় না।

শা'বান মাসের আট তারিখ বৃহস্পতিবার কাযিউল কুযাত আলাউদ্দীন ইবন্ মুনজা আল্-হাম্বলী সামরিয়ায় ইন্তিকাল করেন। জোহরের সময় উমাইয়া মসজিদে তাঁর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বাবুন-নাসর এর বাইরে আর একবার জানাযা পড়া হয় এবং সাফহে কাসি-উনে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

রমাদান মাস শুরু হলে সোমবার দিন সকালে শায়খ জামালউদ্দীন মারদারীকে মাদ্রাসা সালিহিয়া থেকে দারুস-সা'আদায় ডেকে পাঠান হয়। এর কয়েক দিন আগে তাকে আপন মাযহাবের কাজী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি উপস্থিত হলে নায়িব ও অন্যান্য কাজীদের সামনে খিলআত বা কাজীর বিশেষ পোষাক হাজির করা হয়। এ সময় তাকে উক্ত পোশাক পরিধান করতে এবং পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান হয়। কিন্তু তিনি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। বারবার তাকে এ পদ গ্রহণ করতে বলা হয়। কিন্তু তিনি আরও শক্তভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন ও অস্বীকৃতি জানান। অবশেষে ক্রোধ ও ক্ষোভের সাথে বেরিয়ে যান এবং সরাসরি সালিহিয়া মাদ্রাসায় প্রবেশ করেন। এর ফলে লোকজন তাকে অধিক শ্রদ্ধার সাথে দেখে। কাজীগণ ঐ দিন দারুস সা'আদায় সমবেত হন। যোহরের সালাত আদায়ের পর তারা তার নিকট দূত প্রেরণ করেন। সংবাদ পেয়ে তিনি তথায় হাজির হন। কাজীগণ সম্মিলিতভাবে তাকে বারবার অনুরোধ করলে শেষ পর্যন্ত তিনি প্রস্তাবে সম্মত হন এবং খিলআ'ত পরিধান করেন। এরপর উমাইয়া জামে' মসজিদে চলে যান। সেখানে আসরের পর তার নিয়োগপত্র পাঠ করে শুনান হয়। কাজীগণ তার সাথে থাকেন। লোকজন তাকে প্রাণ খুলে অভিনন্দন জানায়। তারা তার দ্বীনদারী, পবিত্রতা, ফযীলত ও আমানতদারীর জন্যে খুবই আনন্দবোধ করে। এর কয়েক দিন পর ফকীহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ মুফলিহ আল্-হাম্বলী কাযিউল কুযাত জামালুদ্দীন আল্-মুরদাবী আল-মুকাদ্দাসীর পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত হয়ে হুকুম পরিচালনা করেন। ইবন্ মুফলিহ ছিলেন তার জামাতা। যুল-কা'দাহ, মাসের শেষ দশকে ফকীহ, ইমাম মুহাদ্দিস মুফীদ, আমিন উদ্দীন আল্-আয়জী আল্-মালিকী মাদ্রাসা নাসিরিয়া জাওয়ানিয়ার দারুল হাদীসের শায়খ হিসেবে হাজির হন। সদর আমিন উদ্দীন ইবন্ কালানিসী ঐ প্রতিষ্ঠানের উক্ত পদ আমিন উদ্দীনের জন্যে ছেড়ে দিয়ে আসেন। তিনি একই সাথে বায়তুল মালেরও উকীল ছিলেন। পদস্থ কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এ বছরের শেষ দিকে তারিমা গোরস্থান নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়। দামিস্কের নায়িব সুলতান উরগুন শাহ এর প্রতিষ্ঠাতা। অনুরূপভাবে এখানে নির্মাণাধীন মসজিদের কাজও একই সাথে শেষ হয়। লোকজন এ মসজিদে সালাত আদায় করে। এর আগে এখানে ছিল একটি ছোট মসজিদ। তিনি একে বড় করেন ও সংস্কার

করেন। সম্পূর্ণ তৈরির পর একে উমাইয়া জামে' মসজিদের মতই মনে হতো। মহান আল্লাহ্ তাঁর এ অবদান কবুল করুন।

হিজরী ৭৫০ (১৩৫১ খৃ.) সাল

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন মিসর ও সিরিয়ার সুলতান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন নাসির হাসান ইবন্ নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ কালাউন। মিসরে তার নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা এবং তার ভাই সাইফুদ্দীন মুনজাক ছিলেন উজীর। মিসরের একদল প্রবীন লোক ছিলেন তার পরামর্শ সভার সদস্য। মিসরের কাজী ও কাতিবুস্ সির হিসেবে পূর্বের বছরের লোকই বহাল থাকেন। সিরিয়ার নায়িব ছিলেন সাইফুদ্দীন ইরতিমাশ আন-নাসিরী। সিরিয়ায় গত বছর যারা কাজী পদে ছিলেন, এ বছরও তারাই বহাল থাকেন। কেবলমাত্র হাম্বলী মাযহাবের কাজী পদে পরিবর্তন হয়। এ পদে ছিলেন শায়খ জামাল উদ্দীন ইউসুফ আল-মারদাবী। কাতিবুস 'সির' বা একান্ত সচিব পদেও পরিবর্তন আনা হয়। শায়খুশ শুয়ূখ ছিলেন তাজুদ্দীন। সম্পাদকমণ্ডলী আগে যারা ছিলেন তারাই বহাল থাকেন। তবে এদের মধ্যে শরফুদ্দীন আবদুল ওহাব ইবন্ কাজী আলাউদ্দীন ইবন্ শামারনুখকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া মুহতাসিব পদে কাজী ইমাদুদ্দীন ইবন্ আয়ফুর, আওকাফের পরিচালক শরীফ, উমাইয়া জামি মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক ফখরুদ্দীন ইবন্ আফীফ এবং নগরীর খতীব পদে জামাল উদ্দীন মাহমূদ ইবন্ জুমলা নিয়োজিত হন।

নায়িবে সুলতানের নিকট মিসর থেকে আগত এক পত্রের কারণে মুহাররাম মাসের দশ তারিখ শনিবার গোটা শহরে এই মর্মে ঘোষণা দেয়া হয় যে, মহিলারা লম্বা-চওড়া আস্তিন বিশিষ্ট জামা, রেশমী চাদর, মসৃণ পোশাক, দামি কাপড় ও সংকীর্ণ ব্লাউজ পরতে পারবে না। জানা গেছে যে, এ ব্যাপারে মিসরে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। এমন কি বর্ণনায় এসেছে যে, এ অপরাধের দায়ে মিসরে কয়েকজন মহিলাকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এ বছরের শুরুতেই দারুল কুরআনের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় ও কিছু অংশ সংস্কার করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি তানকুজের স্ত্রীর কবরের পাশে এমন এক মহল্লায় অবস্থিত, যার আশেপাশে বিশিষ্ট লোকদের গমনের দ্বার স্থাপিত। দারুল কুরআন একটি হল রুমের ন্যায়, যা ইবন্ হামযার মওলা উচ্চ পর্যায়ের আলিম সফিউদ্দীন আম্বরের মাদ্রাসায়ে তাওয়াশীর আকৃতি সদৃশ। আল্লাহ্ এ প্রতিষ্ঠান কবুল করুন। জুমাদাল উলা মাসের পাঁচ তারিখ রোববার মাদ্রাসায়ে তীবানিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা মূলত আমির সাইফুদ্দীন তীবান এর গৃহ। জামিয়া জাওয়ানিয়া ও উমমুস-সালিহ এর মাঝামাঝি স্থানে এটি অবস্থিত। ওসিয়াত অনুযায়ী আমি এর এক তৃতীয়াংশ খরিদ করি ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করি। ঘরের জানালাগুলি রাস্তামুখী করে পুনঃস্থাপন করা হয়। ঘরের কিনারা ছিল সম্মুখ পানে। এখানে এ দিনের দারসে শায়খ কামালউদ্দীন ইবন্ যামলিকানির চাচাত ভাই শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবন্ শরফুদ্দীন উপস্থিত থাকেন। মাদ্রাসার ওয়াকফকারী তাকে এ বিষয়ে ওসিয়াত

করে যান। তার সাথে আরও উপস্থিত হন কাযিউল কুযাত সুবুকী আল-মালিকী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি দল। দারস দিতে গিয়ে তিনি নিম্নের আয়াতটি পেশ করেন, যথা: مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا "আর আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তার নিবারণকারী নেই" (সূরা ফাতির:২)। এ সময়ে দামিস্কে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। জুমাদাল উলা মাসের ছাব্বিশ তারিখে মাগরিবের সালাতের ওয়াক্তে দামিস্কের জামি মসজিদের দরোজায় একজন মুআযযিন ব্যতীত আর কোন মুআযযিন হাজির হয়নি। যে আসে, সে একসাথে আযান দেয়ার জন্যে অন্যদের অপেক্ষা করে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখে কেউ আসেনি। তখন সে একাই আযান দেয়। আযান শেষে ইমাম যখন সালাতের জন্যে তাকবিরে তাহরিমার পর হাত বাঁধেন তখন মুআযযিনরা এসে সালাতে অংশ গ্রহণ করে। পর্যায়ক্রমে আসতে আসতে তাদের সংখ্যা প্রায় দশ এর কাছাকাছি চলে যায়। এ ঘটনা আশ্চর্য এই জন্যে যে, ত্রিশের ঊর্ধ্বে মুআযযিনদের সংখ্যা থাকা সত্ত্বেও একজন ব্যতীত আর কেউ সময় মত হাজির হতে পারেনি। বহু সংখ্যক প্রবীণ লোক বলেছেন, তারা এ রকম ঘটনা ঘটতে আর কখনও দেখেননি।

জুমাদাস সানিয়াহ মাসের সতের তারিখ সোমবার কতিপয় কাজী মাশহাদে উছমানে সমবেত হন। তারা একটি মাসআলার ব্যাপারে এখানে আসেন। ঘটনা হলো মু'তামিদের গৃহটি ছিল ওয়াক্ফ সম্পত্তি। গৃহটি-ছিল শায়খ আবু উমার ইয়ালবাগার মাদ্রাসা সংলগ্ন। জনৈক হাম্বলী আলিম এ গৃহটিকে দারুল কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এর উপরে ফকীরদের জন্যে কিছু ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল। শাফিঈ মাযহাবের কাজী এ হুকুমের বিরোধিতা করেন। কেননা, ভবিষ্যতে এটা দারুল হাদীসে পরিণত হয়ে যাবে। এরপর তারা ভিন্ন আর পন্থা বের করলো এবং বললো, এ ঘর পুরোটা বিধ্বস্ত করা হবে না এবং হুকুমেরও কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। কেননা, ইমাম আহমদের মতে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে, যদি সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত করা হয় এবং তার থেকে উপকৃত হওয়ার মত কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। অত:পর হানাফী কাজী ঘর যেভাবে ছিল সেভাবে রাখার সিদ্ধান্ত দেন। শাফিঈ ও মালিকী মাযহারের কাজীদ্বয়ও এর সমর্থন করেন। এভাবে উদ্ভূত সমস্যার নিরসন হয়ে যায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক শাখা-প্রশাখা বের হয় ও আশ্চর্য রকম বিষয়ের সৃষ্টি হয়।

জুমাদাস সানিয়াহ মাসের সাতাশ তারিখ বুধবার সকালে মাদ্রাসা মুস্তাজিদার দারোয়ানকে যবাইকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এ মাদ্রাসাকে তীবানিয়া মাদ্রাসা হিসেবে সবাই চিনে। উম্মে সালিহ এর পাশে এর অবস্থান। তার কাছ থেকে উক্ত মাদ্রাসার অনেক সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়। কে তাকে হত্যা করেছে, তা বের করা সম্ভব হয়নি। দারোয়ান লোকটি ছিল অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির ও বিশ্বস্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহম করুন।

শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ কাইয়িম আল-জাওযিয়ার জীবনী

রজব মাসের তের তারিখ বৃহস্পতিবার রাত্রে 'ঈশার সালাতের আযানের সময় আমাদের সাহিব শায়খুল ইমাম আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ আবু বকর ইবন্ আইয়ূব আয্যারঈ ইনতিকাল করেন। তিনি জাওযিয়া সম্প্রদায়ের ইমাম ও এর প্রতিষ্ঠাতার পুত্র। পরদিন যোহরের সালাতের পর উমাইয়া জামে' মসজিদে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাবুস সগীর গোরস্থানে

মায়ের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। ছয়শ একানব্বই হিজরী (১২৯৩ খৃ.) সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করে অন্যান্য বিষয়ের 'ইল্ম অর্জনে ব্যাপৃত হন। তিনি অনেকগুলো বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হন। বিশেষ করে তাফসীর, হাদীস ও এতদুভয়ের উসূল বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়া হিজরী সাতশ বার সালে মিসর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর সাহচর্যে থাকেন। তার সান্নিধ্যে থেকে তিনি বহু ফায়দা সংগ্রহ করেন। তার নিজের সংগ্রহও কম ছিল না। সব মিলিয়ে অনেকগুলো বিষয়ে তিনি তার যুগের 'আলিমকুলের সর্বশীর্ষে আরোহণ করেন। এরপরেও তিনি রাত-দিন ইলম অন্বেষণে লেগে থাকেন ও আল্লাহ্র নিকট নিবিড়ভাবে দু'আ করেন। তার কিরআত ও স্বভাব-চরিত্র ছিল খুবই উন্নত। মানুষকে অধিক ভালবাসতেন, কাউকে হিংসা করতেন না ও কষ্ট দিতেন না। কারও দোষ অন্বেষণ করতেন না, কারও সুখ্যাতি দেখে ঈর্ষান্বিত হতেন না। যে কোন লোকের চেয়ে আমি তার সাহচার্য বেশী পেয়েছি এবং সবার চেয়ে আমি ছিলাম তার বেশী প্রিয়। আমাদের যুগে গোটা দেশের মধ্যে তার চেয়ে অধিক 'ইবাদতকারী আছে বলে আমার জানা নেই। সালাত আদায়ে তার ছিল এক বিশেষ বৈশিষ্ট। তিনি সালাতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন এবং রুকু ও সিজদায় দীর্ঘ সময় কাটাতেন। কখনও কখনও তার কোন কোন সাথীরা এজন্য তাকে তিরস্কারও করতো। কিন্তু তিনি সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না এবং তা স্খলনের চেষ্টাও করতেন না। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। ছোট বড় অনেকগুলো কিতাব তিনি রচনা করেন। তিনি তার হাতের লেখা দ্বারা বেশ কতগুলো পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন। পূর্ববর্তী আলিমদের লেখা কিতাব থেকে তিনি এতো পরিমাণ উপাদান সংগ্রহ করেন, যার এক দশমাংশও অন্য কেউ সংগ্রহ করতে পারেনি। যা হোক তিনি তার কাজে কর্মে বিভিন্ন হালাত ও অবস্থায় ও সামাজিক জীবনে কিছুটা ধৈর্যহীন ছিলেন। অবশ্য সার্বিক বিচারে তার মধ্যে কল্যাণ ও উত্তম চরিত্রের প্রাধান্য ছিল। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন ও রহম করুন। তালাকের মাসআলায় সমস্যা সমাধানের জন্যে তিনি এমন মতামত সংগ্রহে লিপ্ত হন, যা শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়া অনুসরণ করতেন। এ কাজে তার সহযোগী ছিলেন কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন আস-সুবুকী। এ মাসআলার কারণগুলো কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত, যার বর্ণনা অতি দীর্ঘ। বহু লোক তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন। কাজী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাধারণ ও বিশেষ সব শ্রেণীর লোক তাঁর জানাযায় শরীক হয়। তার লাশ বহনকারী খাট-কাঁধে নেয়ার জন্যে আগ্রহী লোকদের প্রচুর ভীড় জমে যায়। মৃত্যুকালে তার বয়স ষাট বছর পূর্ণ হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

শা'বান মাসের বার তারিখ সোমবার শায়খুল ইমাম আল্লামা শামসুদ্দীন ইবন্ কাইয়িম আল্ জাওযিয়ার পুত্র শরফুদ্দীন 'আব্দুল্লাহ মাদ্রাসায়ে সদরিয়ায় পিতার পরিবর্তে শিক্ষাদানে আত্ম নিয়োগ করেন। শিক্ষার্থীরা তার পাঠদানে সন্তুষ্ট হয়। প্রথম দিনের পাঠদানে ইলম ও আহলে ইলমের ফযীলত সম্পর্কে তিনি সুন্দর নযীর পেশ করেন।

এ সময়ে দামিস্কে এমন এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে, যে রকম ঘটনা দুইশ বছরের মধ্যে ঘটতে দেখা যায়নি। তা হলো দামিস্কের জামি মসজিদে শা'বান মাসের পনের তারিখের রাত্রে 'লাইলাতুল বারাআতে' দীর্ঘ দিনের প্রচলিত চেরাগ ও ফাঁনুস জ্বালান প্রথা বাতিল হয়ে যায়। সারা

বছর ধরে মসজিদে যেমন একটি ফানুস জ্বালান হয়ে থাকে, এবার এ রাত্রেও একটিমাত্র ফানুস জ্বালান হয়। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র। আহলে ইলম ও দীনদার পরহেজগার লোকজন এতে অত্যন্ত খুশী হয়। এই ঘৃণিত বিদ্আত প্রথা বাতিল হওয়ায় তারা আল্লাহর শোকর করে। এ প্রথার কারণে শহরে নানা ধরনের অনাচার সৃষ্টি হতো। উমাইয়া জামে' মসজিদে ফানুস ভাড়া করে আনা হতো। সুলতান মালিকুন নাসির হাসান ইবন্ মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ কালাউন এর নির্দেশক্রমে এ প্রথা বাতিল হয়। আল্লাহ্ তার শক্তিকে দৃঢ় করুন। এ ব্যাপারে আমির হুসামুদ্দীন আবু বকর আন্-নাজীবী মিসরে প্রচুর চেষ্টা চালান। আল্লাহ্ তাঁর চেহারা উজ্জ্বল করুন। এ সময়কালে তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। আমি তার নিকট রক্ষিত এই বিদ্আত বাতিল হওয়া সম্পর্কে লিখিত ফাতাওয়া দেখেছি। ঐ ফাতাওয়ার উপর শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়া শায়খ কামালুদ্দীন ইবন্ যমলিকানীসহ আরও কতিপয় আলিমের স্বাক্ষর রয়েছে। অবশেষে আল্লাহ্ এ ফাতাওয়া বাস্তবায়ন করিয়ে দেন। তাই সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি পাওয়ার মালিক একমাত্র তিনিই। অথচ এই বিদআত কাজটি প্রায় চারশ' পঞ্চাশ বছর আগের থেকে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত মানব সমাজে প্রচলিত ছিল। এটাকে উঠিয়ে দেয়ার জন্যে কত ফকীহ, কাজী, মুফতী, আলিম, আবিদ, যাহিদ, নায়িবে সুলতান ও অন্যান্য লোক প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ সদয় হয়ে আমাদের সময়ে উঠিয়ে দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

রমাদান মাসের শুরুর দিকে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার সাদৃশ অবস্থা দূর অতীতে বড় একটা দেখা যায় না। অবস্থাটি সৃষ্টি হয় ফকীহ ও মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে। তা হল ইবনুন-নাসিহ হাম্বলী সালিহিয়ায় ইন্তিকাল করেন। তার দায়িত্বে ছিল সালিহিয়ায় হাম্বলীদের মিশ্রিত পাঠদানের অর্ধেকাংশ। অপর অর্ধেকের দায়িত্ব ছিল শায়খ শরফুদ্দীন ইবন্ কাজী শরফুদ্দীন এর উপর, যিনি দামিস্কে হাম্বলীদের অন্যতম শায়খ। তিনি তাকে অপর অর্ধেকের দায়িত্ব দেয়ার প্রতিশ্রুতি পালনের আহবান জানান। কাজী আলাউদ্দীন ইবনুল-মুনজা হাম্বলী প্রথমেই তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু কাযিউল কুযাত জামাল উদ্দীন আল-মারদাবী আল্ হাম্বলী এতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। তিনি তার নায়িব শামসুদ্দীন ইবন্ মুফলিহকে এর দায়িত্ব দেন। এরপর এ দিনের শুরুতে কাযিউল কুযাত সেখানে দারস পেশ করেন। এ অবস্থা দেখে অবশিষ্ট কাজীত্রয় উক্ত শায়খ শরফুদ্দীনসহ নায়িবে সুলতানের কাছে যান এবং বিরাজমান অবস্থা ব্যাখ্যা করে শুনান। সবকিছু শুনার পর নায়িবে সুলতান তাকে পাঠদানের নির্দেশ দেন। অত:পর কাজীত্রয় এবং কতিপয় হাজিব তাকেসহ উল্লিখিত মাদ্রাসায় গমন করেন। বহু সংখ্যক আলিম ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়। তাদের উপস্থিতিতে শায়খ শরফুদ্দীন দারস পেশ করেন। তিনি অনেক ফজীলত ও গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাকে পেয়ে লোকজন অত্যন্ত খুশী হয়।

এ বছর শওয়াল মাসে যারা হজ্বে গমনের জন্যে উদ্যোগ নেয়, তাদের মধ্যে মিসরের নায়িব ও অধিনস্ত রাজসমূহের নিয়ন্ত্রক আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগ আন্-নাসিরীও ছিলেন। আমিরদের একটি দলও তার সফর সঙ্গী হয়। এ কাফিলা যখন হজ্বের জন্যে যাত্রা করে কিছু দূর অগ্রসর হয়, তখন কতিপয় আমির নায়িবের ভাই আমির সাইফুদ্দীন মুনজিকের উপর চড়াও হয়। মুনজিক ছিলেন রাষ্ট্রের উজির ও দারুল ইসতাদারিয়ার উস্তাদ। রাজ্যের যত অভাব

অভিযোগ ও প্রয়োজন এখানেই পেশ করা হত। প্রয়োজন প্রার্থীরা স্বর্ণ ও অন্যান্য হাদিয়া উপঢৌকনসহ তার দরবারে আসতো। আমিরগণ তাকে আটক ও বন্দী করে। এ মাসের শেষ দিকে এ সংবাদ নিয়ে সরকারী দূত সিরিয়ায় আসে। অল্প কয়দিন পর আমির সাইফুদ্দীন শায়খুন এখানে এসে পৌছেন। শাহী ফরমানের অধীনে তিনি ছিলেন মিসর সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাকে দামিস্কের দূর্গে আবদ্ধ করা হয়। কয়েকদিন পর সেখান থেকে বের করে তাকে আলেকজান্দ্রীয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। আল্লাহ্ই এ সম্পর্কে ভাল জানেন। এ সময় দূত তার ও মুনজিকের সিরিয়ায় অবস্থিত দপ্তর দুটি সংরক্ষণ করার সংবাদ দেন ও তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে হতাশা ব্যক্ত করেন। এর পাশাপাশি সংবাদ পাওয়া যায় যে, ইয়ালবাগাকে পথিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার তরবারি সুলতানের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সময় মিসর থেকে জনৈক আমির এখানে আগমন করেন। আমিরগণ তার নিকট সুলতানের প্রতি আনুগত্যের শপথ করেন। এরপর তিনি হালবে যান। সেখানকার আমিরগণও হলফনামা পাঠ করেন। তারপর তিনি দামিস্কে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর আবার মিসরে চলে যান। এই দীর্ঘ সফরে নায়িব ও আমিরদের পক্ষ হতে প্রচুর উপহার সামগ্রী তার হাতে আসে।

যিল্‌কাদ মাসের বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার সিরিয়ার বড় দুইজন প্রবীন আমিরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা হলেন–শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবন্ সাবাহ ও মালিক আস। নায়িবে সুল্‌তান ও আমিরদের উপস্থিতিতে দারুস সা'আদা থেকে তাদেরকে উঠিয়ে মানসূরা দূর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। দারুস-সাআদা থেকে পায়ে হাটিয়ে দারুল হাদীসের পাশ দিয়ে দূর্গের দ্বার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদেরকে বন্দী করে জেলখানায় আটক রাখা হয়। এ সময় খবর পাওয়া যায় যে, কাজী ইলমুদ্দীন যায়নূরকে সুলতান মিসরের উজির নিযুক্ত করেছেন। উত্তম খিল'আত তাকে প্রদান করেছেন। এতো মূল্যবান খিল'আত দেওয়ার কথা অতীতে শোনা যায়নি। তিনি আমির ও মুকাদ্দামগণকেও খিল'আত দান করেন। অনুরূপভাবে আমির সাইফুদ্দীন তাসবাগাকেও খিল'আত দান করেন এবং তাকে মিসরের দাওদারিয়ায় মুকাদ্দাম হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পাঠান।

যিলহাজ্ব মাসের প্রথম দিকে সংবাদ ছড়ায় যে, সাগাদের নায়িব শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবন্ মাসাদ আশ্-শারিখানাতকে মিসরে তলব করা হয়েছে। কিন্তু তিনি আহ্বানে সাড়া দেননি। বরং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সাগাদের দূর্গকে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় পরিণত করেন। দূর্গের মধ্যে অবস্থান করার ও আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এর মধ্যে সৈন্য, অস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণ সংগ্রহ করেন। এক পর্যায়ে দামিস্কে নায়িবের নিকট দূত এসে সংবাদ জানায়, যেন দামিস্কের সমস্ত সৈন্যসহ তিনি সে দিকে যাত্রা করেন। সুতরাং সৈন্যগণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বের হয়ে পড়ে। এরপর আত্‌লাব বা অনুসন্ধানী বাহিনী তাদের পতাকা নিয়ে বের হয়। তাদের কয়েকজন বেরিয়ে আসলে নায়িবে সুলতানের বধোদয় হয় এবং তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে চার হাজারের বিনিময়ে চারজন মুকাদ্দাম বা জেনারেলকে সরিয়ে নিলে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

যিলহাজ্ব মাসের বার তারিখ বৃহস্পতিবার মিনায় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিবরণ হলো, মিসর ও সিরিয়ার আমিরগণের সাথে ইয়ামানের শাসক মালিকুল মুজাহিদের তীব্র বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়। একে কেন্দ্র করে ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সারের নিকট উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড

লড়াই বাঁধে। অবশেষে ইয়ামানের শাসক মালিকুল মুজাহিদ বন্দী হলে লড়াইয়ের অবসান হয়। তাকে আটক করে মিসরে নিয়ে যাওয়া হয়। হাজীদের পক্ষ হতে এ মর্মে মিসরে পত্র আসে। যিলহাজ্ব মাসের শেষ দিকে সংবাদ ছড়ায় যে, হালবের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন উরগুন আল-কামিলী তার মামলুক ও বিশেষ বাহিনী নিয়ে রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন। হালবের সৈন্য বাহিনী তাকে ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বাঁধা দিতে গিয়ে তাদের অনেকেই আহত হয় এবং বেশ কিছু সংখ্যক নিহত হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এরপর তিনি পথ অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হন। বর্ণিত আছে যে, তার লক্ষ্য হল হিজাযের পথে হজ্জে গমনকারী (মিসরের নায়িব) সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগার সাথে পথিমধ্যে সাক্ষাৎ করা ও তাকে নিয়ে দামিস্কে যাওয়া। যদি দেখা যায়, দামিস্কের নায়িব সাগাদ অবরোধে ব্যস্ত আছেন, তাহলে অতর্কিত হামলা চালিয়ে দামিস্ক দখল করা। এ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যখন সঙ্গীদের নিয়ে পথ চলছিলেন, তখন ডাকাতদের কবলে পড়েন। তারা চারিদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং সবকিছু লুট করে নিয়ে যায়। তখন তার সাথে অবশিষ্ট থাকে মামলুকদের একটি ক্ষুদ্র দল। এরপর তিনি হামায় যান। তথাকার নায়িবকে ভাগাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি এতে অসম্মতি ব্যক্ত করেন। এরপর তিনি হিমসে যান। সেখানে পৌঁছে একাই সুলতানের নিকট যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। ফলে, হিমসের নায়িব তার কাছে এগিয়ে আসেন। হাসিবদের মধ্যে কয়েকজন এবং কতিপয় 'মুকাদ্দিমিনে উলুফ' এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করে। মাসের সাতাশ তারিখ শুক্রবার জুমু'আর সালাতের পর শান-শওকতের সাথে তিনি হাজির হন এবং দাবি-দারিয়ার সমতল ভূমিতে স্থাপিত দারুস সাআদায় প্রবেশ করেন।

হিজরী ৭৫২ (১৩৫২ খৃ.) সাল

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন সিরিয়া, মিসর, হারামায়ন শরিফায়ন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও ভূখণ্ডের সুলতান ছিলেন মালিকুন নাসির হাসান ইবন্ সুলতান মালিক মুহাম্মাদ ইবন্ সুলতান মালিকুল মানসুর কালাউন আস-সালিহী। মিসরে তার নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা, যিনি, হারিসুত্‌-তায়র' বা পাখী চোর নামে খ্যাত। তিনি ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগার ভারপ্রাপ্ত নায়িব। তিনি হজ্জের উদ্দেশ্য হিজাযের পথে গমন করছিলেন। আমিরদের একটি জামায়াতও তার সঙ্গে ছিলেন। তার অনুপস্থিতিতেই সুলতান তাকে অপসারণ করেন। শায়খূনকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করেন। উজীর মুনজিককে আটক করেন। তিনি ছিলেন গৃহ শিক্ষক ও মুকাদ্দামে আলফ। সুলতান তার ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। তাকে পরিবর্তন করে তদস্থলে কাজী ইলমুদ্দীন যায়নূরকে উজীর নিযুক্ত করেন। তিনি আমির সাইফুদ্দীন তসবগা নাসিরিকে দাবিদারিয়ার চাকুরি ফিরিয়ে দেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ পদ থেকে অব্যহতি দেয়ার পর তিনি সিরিয়ার আমির হিসেবে তথায় অবস্থান করেন। বছরের শেষ দিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। মিসরের 'কাতিবে-সির' ও কাজী পদে পূর্বের লোকই বহাল থাকেন।

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন সাগাদ রাজের অবস্থা ছিল খুবই সংকটাপন্ন। সাগাদের নায়িব দূর্গের নিরাপত্তা জোরদার করেন। তার মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র জমা করেন। খাদ্য-রসদ সৈন্য-

সামন্ত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখেন। পুরো রাজ্য যুদ্ধাংদেহি অবস্থায় পরিণত হয়। মিসর দামিস্কে তারাবলিস ও অন্যান্য রাজ্য হতে সৈন্যরা সাগাদ অভিমুখে যাত্রা করে। এর সাথে হিজাজে গমনকারী ইয়ালবাগা ও তার সঙ্গীদের ভয়াবহ পরিণতিও যোগ হয়ে, এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। দামিস্কের নায়িব এই ভয়ের মধ্যে ছিল যে, না জানি এ হামলা এ দিকে গড়ায়, তাহলে সঙ্গী-সাথীসহ সবকিছু শেষ হয়ে যাবে! এ ভয়ে তথাকার সবারই অন্তর ছিল ভীত। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এ সময়ে আরও এক আশ্চর্য ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। তা হলো ইয়ামানের গভর্নর এ বছর হজ্ব করতে মক্কায় আসেন। তার মধ্যে ও মক্কার গভর্নরের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। কারণ তিনি তার ভাই বাঈছাকে মক্কার গভর্নর করতে চান। আজলান মিসরের আমির ও সাইফুদ্দীন বাযলার মক্কায় ছিলেন। অনেক লোক তার সঙ্গী সাথী ছিলেন। ইয়ামানীরা এদের এক ভাই ইয়ালবাগাকে গ্রেপ্তার করে আটকিয়ে রাখে। তারা এদের উপর শক্তি প্রদর্শন করে ও দুর্বল মনে করে। এরা ধৈর্যধারণ করে হজ্বের কাজ সম্পন্ন করে। অবশেষে হজ্ব সম্পন্ন হয় এবং লোকজন হজ্বের যাবতীয় কার্যাবলী শেষ করে মুক্ত হয়। এরপর ইয়াওমুননফর বা মক্কা ত্যাগের প্রথম দিন ছিল বৃহস্পতিবার। এ দিন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখী হয় এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে উভয় পক্ষের অনেক লোক মারা যায়। ইয়ামানী লোক মারা যায় বেশী। এ সংঘর্ষ হয় ওয়াদিয়ে মুহাস্সারের নিকট। এ ঘটনা আরও বিস্তৃত হয়ে তুর্কী হাজীদের গ্রাস করতে পারে সন্দেহে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় বেদুঈনরা তাদের মালামাল ছিনিয়ে নিবে ও হত্যা করবে। কিন্তু তারা তাদেরকে-এ ভয় থেকে মুক্ত রাখেন ও ইয়ামানীদের বিরুদ্ধে তুর্কীদের সাহায্য করেন। ইয়ামানের মালিক মুজাহিদ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েও তুর্কীদের হাত থেকে রেহাই পাননি। তারা তাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় ধরে বন্দী করে আনে। সাধারণ লোকজন ইয়ামানবাসীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রচুর মাল সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। ছোট-বড়, কম-বেশী কিছুই তাদের জন্যে অবশিষ্ট রাখেনি। আমিরগণ মালিক মুজাহিদের ব্যক্তিগত অর্থ-ভাণ্ডার, মাল-সম্পদ, খাদ্য-বস্ত্র, আসবাবাপত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র সবকিছু কব্জা করে। তার অশ্ব ও উট নিয়ে আসে। তার বাহন ও লোকজনের উপর হামলা করে। এদের সাথে তারা তুফায়লকেও হাজির করে। সে গত বছর মদীনা শরীফের উপর অবরোধ স্থাপন করেছিল। তাকে বন্দী করে গলদেশে বেড়ি লাগিয়ে দেয়া হয় এবং এমনভাবে টেনে আনা হয়, যেভাবে গ্রেপ্তারকৃত আসামীকে টেনে আনা হয়ে থাকে। এরপর তারা সে দেশ থেকে দ্রুত নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তন করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা এমন কিছু তৎপরতা চালায় যা-আজও মানুষ আলোচনা প্রসঙ্গে স্মরণ করে।

মুহাররাম মাসের তেইশ তারিখ মঙ্গলবার সিরিয়ার কাফেলা চিরাচরিত অভ্যাস ও প্রথা অনুযায়ী শহরে প্রবেশ করে। ঘটনাক্রমে এই দিনেই আবার সাগাদ শহর থেকে এক দূত আগমন করে। দূত জানায় যে, আমির শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন্ মাশাদ আশ-শারানজাতা, যিনি দীর্ঘ দিন ধরে অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্যপনা ও বিদ্রোহ প্রদর্শন করে আসছেন, তিনি শেষ পর্যন্ত সাগাদের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছেন। তিনি সেখানে যাওয়ার পথ-ঘাট বন্ধ করে দিয়েছেন, ভিন্ন মতের অশ্ববাহিনী ও পদাতিক বাহিনী মেরে শেষ করেছেন। খাদ্য রসদ ও অস্ত্র-শস্ত্র এনে মওজুদ করেছেন, নিজের অনুগত মামলুক ও পদাতিক লোক জমায়েত করেছেন। কিন্তু

যখনই তিনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন যে, ইয়ালবাগা আরূশ গ্রেপ্তার হয়েছেন, তখনই তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। যুদ্ধের অগ্নি নির্বাপিত হয়। সকল প্রকার চক্রান্ত থেমে যায়, মানসিক অস্থিরতা বেড়ে যায়, অবস্থান দুর্বল হয়ে যায়। তওবা ও আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে, শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধানে আগ্রহী হয়ে উঠে এবং ভীত ও শংকিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তখন মুক্তি পাওয়ার কোন জায়গা ছিল না। চিন্তা-ভাবনা করে শিহাবুদ্দীন অবশেষে স্বীয় তরবারি সুলতানের নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং নিজেই বাহনে উঠে মালিকুন নাসিরের কাছে গিয়ে হাজির হয়। আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন, যেন তার প্রতি তিনি সদয় হন এবং তাঁর অন্তরকে কবুল করেন।

সফর মাসের পাঁচ তারিখ রোববার আমির সাইফুদ্দীন উরগুন আল-কামিলী হালবের নায়িব হিসেবে মিসর থেকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন। তার সফর সঙ্গী ছিলেন মিসরের আমির সাইফুদ্দীন তশবাগা আদ-দাওয়াদার। তিনি সিরিয়ার নায়িবের জামাতা ছিলেন। সিরিয়ার নায়িব ও বড় বড় আমিরগণের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তশবাগা দাওয়াদার মসজিদ কাসাব মহল্লায় দারে মুনজিতে তার স্ত্রীর নিকট অবস্থান নেন। এই বাড়িটি দারে হানীন ইবন্ হানদার নামে পরিচিত। গত বছর একে নতুনভাবে সংস্কার করা হয়। হালবে আগমনের দ্বিতীয় দিনে তারা উভয়ে এ বাড়িতে যান। রবিউল আওয়াল মাসের চার তারিখ বুধবার তিন মাযহাবের কাজী একত্রিত হন। এরপর তারা হাম্বলী কাজীকে সংবাদ দেন। তাদের ইচ্ছা শায়খ আবু উমার এর মাদরাসা সংলগ্ন মু'তামিদের বাড়ির সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা। এই বাড়ির ওয়াক্‌ফ রহিত করে এবং গেট ভেঙ্গে ফেলে দারুল কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেয়ার ফাতাওয়া দেয়া হয়েছিল। এ ফাতাওয়ার সমর্থনে সুলতানের লিখিত নির্দেশও চলে আসে। শাফিঈ মাযহাবের কাজী এতে বাঁধা দেয়ার ইচ্ছে করেন। কিন্তু সুলতানের নির্দেশ আসলে সকলে ঐকমত্যে পৌছেন। তাই হাম্বলী কাজী আর হাজির হয়নি। তিনি বলেন, নায়িবে সুলতান না আসা পর্যন্ত তিনি বৈঠকে অংশ গ্রহণ করবেন না। রবিউল আওয়াল মাসের পনের তারিখ বৃহস্পতিবার কাজীউল্ কুজাত তাকিউদ্দীন সুবুকীর সন্তান কাজী হুসায়ন দারুল হাদীস আশরাফিয়ায় পিতার স্থলে শায়খ পদে আসীন হন। তার সামনে কিছু হাদীস পাঠ করা হয়। মুহাদ্দিসগণ এগুলো তার জন্যে তাখরীজ করেছিলেন। কিন্তু শহরে এই কথা রটে যায় যে, পিতা তার ছেলের জন্যে পদ থেকে সরে যান। এ বিষয় নিয়ে লোকমুখে অনেক কিছু চর্চা হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে বিস্তারলাভ করে। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, তিনি পুত্রের জন্য গাযালিয়া ও আদিলিয়ার পদ থেকে অবসর নেন এবং পুত্রকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। আল্লাহ্‌ই এ বিষয়ে ভাল জানেন।

জুমাদাস সানিয়াহ মাসের পাঁচ তারিখ বৃহস্পতিবার শেষ রাতে জাওয়ানিয়ার বড় বাজারে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। বাজারের নামিদামি দোকান-পাট পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। এ আগুন ফাওখিরা ও মানাজিলিনের দোকান জ্বালিয়ে গারাবিল গলিতে প্রবেশ করে। সেখান থেকে বাবী ফাঁটল দিয়ে ধাবিত হয়। এরপরে আমিদ গলির পথে ছড়িয়ে পড়ে। এ অংশটি পুড়ে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ফজরের আযানের পর নায়িবে সুলতান ঘটনাস্থলে আসেন এবং আগুন নিভিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এ সময় মুতাওয়াল্লি, কাজী

শাফিঈ ও হাজিব তথায় উপস্থিত হন। লোকজন আগুন নিভাবার চেষ্টায় লেগে যায়। তারা আগুন নিভাতে এগিয়ে না আসলে অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হতো। এ আগুনে কোন লোকের পুড়ে মরার খবর আমরা পাইনি। অবশ্য বহু আসবাবপত্র মালামাল ও বিভিন্ন রকম সম্পদ পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায়। এ আগুনে জামে' মসজিদের কিছু অংশ বিনষ্ট হয় যার মূল্য প্রায় এক লক্ষ দিরহাম। আল্লাহ্ই সম্যক পরিজ্ঞাত।

একটি চমকপ্রদ ঘটনা

জুমাদাল উলা মাসের পনের তারিখ রোববার হাম্বলী কাজীর নিকট ইয়াহূদীদের একটি দল আত্মসম্পর্ণ করে ইসলাম গ্রহণ করে। এই দলটি ইসলাম ও আহলে ইসলামদের সম্পর্কে এক ধরনের উপহাসের অবতারণা করে। কেননা, তারা তাদের মধ্য হতে এক লোককে মৃত সাজিয়ে লাশ বহনকারী খাটে উঠিয়ে কিছু লোকের কাঁধে উঠিয়ে দেয়। নকল লাশ বহনকারীদের সামনে থেকে কিছু লোক কলেমা শরীফ ও দু'আ সশব্দে পড়তে থাকে, যেমন করে মুসলমানরা করে থাকে। এই সাথে তারা সূরা ইখলাসও পাঠ করে:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ـ

"বলুন: তিনিই আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" তাদের এই উপহাসমূলক কর্মকাণ্ড মুসলমানদের কয়েকজন আলিম দেখে ফেলে। তারা তাদেরকে ধরে নিয়ে নায়িবে সুলতানের হাতে সোপর্দ করে। তিনি এদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব এক হাম্বলী কাজীর উপর দেন। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, আত্মসম্পর্ণ করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না। ঐ দিনই তাদের মধ্য হতে তিনজন ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের একজনের তিন শিশু সন্তানও ইসলামে দীক্ষিত হয়। পরের দিন আরও আটজন ইসলাম কবুল করে। মুসলমানরা তাদেরকে নিয়ে বাজারের রাস্তায় রাস্তায় প্রদক্ষিণ করে এবং উচ্চস্বরে কলেমা ও তাকবির পাঠ করে। বাজারের দোকানীরা এসব নও মুসলিমকে প্রচুর হাদিয়া উপহার প্রদান করে। এরপর তাদেরকে নিয়ে মসজিদে যায় ও সালাত আদায় করে। সালাত শেষে তাদেরকে দারুস সা'আদায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং বহু মালামাল প্রদান করা হয়। তারা খুশী হয়ে কলেমা ও তাসবীহ পাঠ করতে করতে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এ দিনটি মানুষের নিকট একটি স্মরণীয় দিন ছিল। যাবতীয় প্রশংসা ও অনুগ্রহ দানের মালিক আল্লাহ্।

সুলতান মালিকুস-সালিহ এর রাজত্ব সালাহুদ্দীন ইবন্ মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ মালিকুল মানসূর কালাউন আস-সালিহী

এ বছর রজব মাসের মাঝামাঝি সময়ে মিসর থেকে এক দূত এসে খবর দেয় যে, আমিরদের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে সুলতান মালিকুন নাসির হাসান ইবন্ নাসির ইবন্ কালাউনের পতন হয়েছে এবং তার ভাই মালিকুস সালিহকে সুলতান পদে বসাতে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তার মাতা ছিলেন সালিহা বিনৃত মালিকুল উমারা তানৃকুয। যিনি দীর্ঘ দিন যাবত সিরিয়ার নায়িব ছিলেন। এ সময় তার বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। বিভিন্ন এলাকা থেকে আমিরগণ হলফ নেয়ার

জন্যে আগমন করেন। রাজকীয় প্রথা অনুযায়ী সুসংবাদ ঘোষণা করা হয় এবং শহর সুসজ্জিত করা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, মালিকুন নাসির হাসানকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়। সে সব আমিরগণ ফিরে আসতে শুরু করেন, যারা আলেকজান্দ্রীয়ায় নির্বাসনে ছিলেন। যেমন শায়খুন, মুনজাক প্রমুখ। লোক পাঠিয়ে নায়িব ইয়ালবাগাকে কুরূখ থেকে নিয়ে আসা হয়। হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তাকে এখানে বন্দী করে রাখা হয়। মিসরে ফিরে এসে তিনি ইয়ামানের গভর্নর মালিকুল মুজাহিদের জন্যে সুপারিশ করেন। তিনি কুরূখ দুর্গে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। তার সুপারিশে মুজাহিদকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্ত হয়ে তিনি হিজাযে চলে যান। ইয়ালবাগাকে গ্রেপ্তার করার সময় সেসব আমির সুলতানের আশেপাশে ছিলেন। যেমন আমির আখওয়ার ও মায়কালী, বাগাফখরী প্রমুখ; তাদেরকে নজরবন্দী করে আলেকজন্দ্রীয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। রজব মাসের সতের তারিখ শুক্রবার দামিস্কের জামে' মসজিদে মালিকুস সালিহ এর নামে খুত্বা দেয়া হয়। এরপর রেওয়াজ অনুযায়ী নায়িবে সুলতান, আমির ও কাজীগণ সুলতানের জন্যে দু'আ করার জন্য মাকসূরা প্রাসাদে সমবেত হন।

রজব মাসের শেষ দশকে নায়িবে সুলতান সাইফুদ্দীন আয়তামাশকে দামিস্ক থেকে অব্যহতি দিয়ে মিসরে ডেকে পাঠান হয়। পরবর্তী বৃহস্পতিবার তিনি মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শা'বান মাসের এগার তারিখ সোমবার আমীর সাইফুদ্দীন আরগুন আল্-কামিলী আগমন করেন। তিনি ছিলেন হলেবিয়ার নায়িব এবং সেখান থেকেই আসেন। এ দিনে অত্যন্ত জাঁক-জমকের সাথে তিনি দামিস্কে প্রবেশ করেন। তার আগমন পথে অভ্যর্থনা দিয়ে তাকে এগিয়ে আনতে আমির, মুকাদ্দিম ও পদস্থ কর্মকর্তাগণ অগ্রসর হন। পথ চলতে চলতে তাদের কেউ হলেব পর্যন্ত, কেউ হামাত পর্যন্ত এবং কেউ হিমস পর্যন্ত পৌঁছে যান। এ দিনে এমন এক আশ্চর্য ও অদ্ভূত পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যেমনটি দীর্ঘ কালের মধ্যে দেখা যায়নি। তার বিচক্ষণতা, সাহসিকতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার জন্য জনগণ খুবই সন্তুষ্ট হয়। তার মধ্যে কোমলতা ও সহৃদয়তার বৈশিষ্ট ছিল খুবই প্রবল। প্রথা অনুযায়ী তিনি দারুস সা'আদায় প্রবেশ করেন। শনিবারে তিনি বিশাল এক সমাবেশ করেন। কেউ কেউ বলেন, স্মরণ কালের মধ্যে এত বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়নি। তিনি যখন বাবুল ফারজ অতিক্রম করেন, তখন তিনজন মহিলা সামনে এসে 'তারখায়ন' নামক এক প্রভাবশালী আমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। নতুন নায়িব তখন উপস্থিত ঐ আমিরকে তার অশ্ব থেকে নামিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশ মতে তাকে নামিয়ে দেয়া হয়। এরপর তাকে ঐ মহিলাদের সাথে একটি কাঁচের বড় কক্ষে অবস্থান করতে বলেন। উমাইয়া জামে' মসজিদে শাবান মাসের পনের তারিখ রাত্রে বিশেষ ধরনের বাতি জ্বালাবার প্রাচীন প্রথা গত বছর যা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, তা এ বছরও বহাল থাকে। সুলতান নাসির হাসানের নির্দেশে এ প্রথা বন্ধ করা হয়েছিল। জন সাধারণ এতে অত্যন্ত খুশী প্রকাশ করে। এটা ছিল এমন এক বড় ধরনের সংস্কার কাজ, যার সদৃশ গত তিনশ বছরের মধ্যে দেখা যায়নি। এই দিনে ও পরবর্তী সময়ে শহরে হুকুম জারি করা হয় যে, কেউ যদি কোন সৈনিককে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পায়, সে যেন তাকে অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে নামিয়ে দেয় ও তার সৈনিক পোষাক খুলে নেয়। আর এরূপ নেশাগ্রস্থ সৈনিককে কেউ যদি দারুস সা'আদায় হাজির করতে পারে, তাহলে তার খাদ্য বরাদ্দ তাকে দেয়া হবে। নায়িবের এ পদক্ষেপের কারণে জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়।

মাদক ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তবে আঙ্গুরের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়। রুটি ও গোশ্তের দাম কমে যায়। যেখানে এক রতল পরিমাণ রুটি বিক্রী হতো সাড়ে চার দিরহামে, তা এখন পাওয়া যায় মাত্র আড়াই দিরহামে বা তার চেয়ে কমে। নায়িবের শাসন প্রভাবের ফলে সমাজ জীবনে শান্তি নেমে আসে। চারদিকে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তার ন্যায় বিচার দান-দাক্ষিণ্য, উদারতা, ইনসাফ, গভীর জ্ঞান ও ধীশক্তির প্রশংসায় মানুষ পঞ্চমুখ হয়ে উঠে।

শা'বান মাসের আঠার তারিখ সোমবার আমির আহমদ ইবন্ শাহ্ আশ্ শারিখানা এখানে এসে পৌছেন। সাগাদে তিনি অবাধ্যতা প্রকাশ করেছিলেন এবং তার পরিণতিও ভোগ করেছিলেন। আলেকজন্দ্রীয়ায় তাকে বন্দী করে রাখা হয়। এরপর সেখান থেকে মুক্তি দিয়ে হামাতের নায়িব পদ প্রদান করা হয়। হামায় যাওয়ার পথে দামিস্কে প্রবেশ করেন। দামিস্কের নায়িবের সাথে এক জামা'আত সহকারে বের হন। নায়িবের দক্ষিণ পাশ দিয়ে তিনি চলেন এবং দারুস স'আদায় তার খিদমতে অবস্থান করেন। তার সম্মুখ দিয়ে হামায় যাত্রা করেন। এ মাসের একুশ তারিখ বৃহস্পতিবার আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আগমন করেন। তিনি ছিলেন মিসরের নায়িব। তিনি হিজাযে গ্রেপ্তার হন। এরপর কুর্‌খে বন্দী অবস্থায় তাঁকে রাখা হয়। পরে তাকে সেখান থেকে বের করে এখানে আনা হয় এবং হালব এর নায়িব পদ প্রদান করা হয়। সুলতানের নায়িব তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সম্মানে দারুস-সা'আদায় ভোজ সভার আয়োজন করা হয়। এরপর তিনি ওয়াতাত বারযার তাঁবুতে ফিরে যান। ময়দানে আখদারে তার জন্যে শিবির স্থাপন করা হয়।

হিজরী ৭৫৩ সাল (১৩৫৩ খ্রি.)

এ সাল যখন শুরু হয়, তখন মিসর, সিরিয়া, হারামায়ন শরীফায়ন এবং এর অনুগত অঞ্চলসমূহের সুলতান ছিলেন মালিকুস-সালিহ সালাহুদ্দীন, সালিহ ইবন্ সুলতান, মালিকুন-নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ মালিকুল মানসূর কালাউন। খলীফার উপাধি ছিল আল্-মু'তাজিদ লি-আমরিল্লাহ। মিসরের নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন কাবলাই। মিসরের কাজী হিসেবে তারাই বহাল থাকেন, যাদের উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। উজির ছিলেন কাজী ইবন্ যাম্বুর। সুলতানের বয়স কম হওয়ার কারণে রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ছিলেন সচিবদের একটি দল। তারাই ছিলেন নীতি-নির্ধারক। এদের ফয়সালা ব্যতীত কিছুই হতো না। এদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন তিনজন সচিব বা উলুল আমর। তারা হলেনঃ সাইফুদ্দীন শায়খুন, অতার ও তুর'আয়মাশ। দামিস্কের নায়িব পদে ছিলেন সায়ফুদ্দীন আরগুন আল-কামিলি। সেখানে পূর্বে যারা কাজী ছিলেন তারাই বহাল থাকেন। হাল্‌বিয়ার নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আরূশ, তারাবলিসের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন বাকলামিশ এবং হামাতের নায়িব আমির শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন্ মাশাদ আশ্-শারিখানা। যারা হজ্জে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাসের নয় তারিখে দামিস্কে পৌছেন, যা সচরাচর দেখা যায় না। তাদের থেকে জানা যায় যে, আসবার মাদাবিগের আলা পর্যন্ত পৌছলে মুআযযিন শামসুদ্দীন ইবন্ সা'ঈদ মৃত্যুবরণ করেন।

সফর মাসের ষোল তারিখ সোমবার রাত্রে বাবে জাবরুনের পূর্ব পাশে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এ অগ্নিতে তথায় অবস্থিত কারু-কার্যময় বিশাল ও বিখ্যাত দোকান পুড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এমন কি নুহাসের বাবে আসফার পর্যন্ত পৌছে যায়। তখন জামে' মসজিদের কর্মচারীগণ ছুটে আসে। তারা যার উপরে নুহাস স্থাপিত ছিল, তার কিছু অংশ তুলে ফেলে এবং ঐ দিনই মাশহাদে আলীর নিকট অবস্থিত মাকসূরায়ে হালবিয়ার খাযানায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে দ্রুত ফিরে এসে তারা নুহাসে লাগান খাশাব বা কাঠ ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা চালায়। এ কাজে কর্মকারদের কুঠার দ্বারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে ছাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু এটি ছিল খাশাবে সানবীর' যা অত্যন্ত শক্ত ও দৃঢ়ভাবে স্থাপিত। এর জন্য লোকজন আফসোস করতে থাকে। কেননা, দামিস্কে শহরের এটি একটি সুন্দর স্থাপনা ও প্রাচীন নিদর্শন। প্রায় চার হাজার বছর আগে থেকে এটা এখানে বিদ্যমান। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

দামিস্কের ঐতিহাসিক বাবে জাবরুনের ইতিবৃত্ত

এ বস্তুটি এ বছরই ভেঙ্গে যায়, ধ্বংস হয় ও বিলীন হয়ে যায়। এটি হলো দামিস্কের জামে' মসজিদের বাবে সির। বিশ্বে যত প্রাসাদ অট্টালিকা আছে, তার মধ্যে এর চেয়ে প্রশস্ত ও উঁচু দরজা আর কোথাও নেই। এর দুটি স্তম্ভ ছিল নুহাসে আসফার' বা 'হলুদ মসৃণ পাথরের'। এর কীলকও ছিল নুহাসে আসফারের যা ঝিলমিল করতো। এ ছিল দুনিয়ার এক আশ্চর্য বিষয়। দামিস্কে এটি একটি সৌন্দর্যতম নিদর্শন। এর নির্মাণ কাজ পরিপূর্ণতা লাভ করে। আরবের কবিরা তাদের কবিতায় এর উল্লেখ করেছে। মানুষ মুখে মুখে এর চর্চা করে। জনৈক বাদশাহর নাম অনুসারে এর নাম রাখা হয় 'বাবে জাবরুন'। বাদশাহর নাম হলো, জাবরুন ইবন্ সা'দ ইবন্ 'আদ ইবন্ আওস ইবন্ আদম ইবন্ সাম ইবন্ নূহ্। এই বাদশাহ এ দরজাটি তৈরি করেন। হযরত ইব্রাহীম খলীল (আ) এর পূর্বে এটি নির্মিত। হাফিজ ইবন্ আসাকির তার ইতিহাসে এবং অন্যরা তাদের স্ব-স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এর নির্মাণ কাল ছামূদ ও হূদেরও পূর্বে। এর উপরে ছিল সুরক্ষিত কক্ষ এবং নয়নাভিরাম প্রাসাদ। কারও মতে নির্মাণকারীর নাম অনুসারে এর নামকরণ হয়েছে। নির্মাণকারী মিস্ত্রীর নাম জাবরুন। হযরত সুলায়মান (আ) এর নির্দেশে তিনি এটি নির্মাণ করেন। কিন্তু প্রথম মতই অধিক প্রসিদ্ধ ও খ্যাত। সুতরাং প্রথম মত গ্রহণ করলে এ দরজার বয়স আরও বাড়বে অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার বছর। এর পরেও এ দরজা মূল থেকে উত্তোলন করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, বরং দক্ষ ও অভ্যস্ত হাতেই সম্ভব। কেননা হিজরী সাতশ' তিপ্পান্ন সালের সফর মাসের ষোল তারিখ সোমবার সকালে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তার কিছু অংশ এদিকে এসে একে জ্বালিয়ে দেয়। তখন জামিয়ার লোকজন এসে তার থেকে চাদর বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তার উপর শক্তি প্রয়োগ করে এবং নুহাসের গায়ের চামড়া অর্থাৎ 'খাশাবে-সানবীর' খুলে ফেলে। নির্মাণকারী ঐ দিনই এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে। যে কুঠার দ্বারা তা ভাঙ্গার চেষ্টা করা হচ্ছিল, তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। দেখলাম, অসীম শক্তি প্রয়োগ ছাড়া তার মধ্যে কুঠার প্রবেশ করছে না। মহান সেই সত্তা, যিনি ঐসব লোকদের

সৃষ্টি করেছেন, যারা প্রথমে এটা তৈরি করেছিল। এখন এই যুগের লোকজন অনুমান করে বলছে যে, এতকাল ও এতজাতি বিলীন হওয়ার পর এটা ধ্বংস হলো:

وَلٰكِنْ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٍ۔ فَلَا اِلٰهَ اِلَّا رَبُّ الْعِبَادِ۔

"প্রত্যেক বস্তুর বিদ্যমান থাকার নির্দিষ্ট সময় লিখিত আছে। বান্দার প্রতিপালক যিনি, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।"

বাবে জাবরুনের প্রাচীনত্য এবং এর বয়সকাল চার হাজার কিংবা পাঁচ হাজার বছরের কাছাকাছি

হাফিজ ইবন্ আসাফির বাবে জাবরুনের প্রথম ইতিহাস স্বীয় গ্রন্থে দামিস্কের প্রতিষ্ঠা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এই নগরীর সাবেক হাকিম বা শাসনকর্তা কাজী ইয়াহ্ইয়া ইবন্ হামযা তাবলাহীর সূত্রে নিজস্ব সনদে তিনি এ বর্ণনা দেন। কাজী ইয়াহইয়া ছিলেন ইবন্ 'উমার ও আওযাঈর ছাত্র। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন্ 'আলী দামিস্কে অবরোধ করে বনু উমাইয়াদের নিকট থেকে দখল করে নেন। বিজয়ের পর তিনি দামিস্কের প্রাচীর বেষ্টনী ভেঙ্গে দেন। ভগ্ন-প্রাচীরের নীচে একটি পাথর পাওয়া যায়। জনৈক পাদ্রি লেখাটির পাঠ উদ্ধার করে বলেন, এখানে লেখা আছে: আফসোস এই নিদর্শন পাথরটি একদিন অন্যের দখলে চলে যাবে। তোমার প্রতি যে অসৎ উদ্দেশ্য পোষণ করবে, আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করবেন। যখন তোমার বাবুল বারিদের পশ্চিম জাবরুন দুর্বল হয়ে যাবে, তখন এ অবস্থার সৃষ্টি হবে। পাঁচ এর অধিকারী ব্যক্তি তোমার প্রাচীর গুড়িয়ে দিবে। চার হাজার বছর বহাল থাকার পর এ অবস্থা আসবে। এরপর তোমার পূর্ব-পার্শ্বের জাবরুন যখন দুর্বল হবে, তখন সেই ব্যক্তি তোমার সামনে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন, পাঁচ এর পরিচয় আমরা পেয়েছি, অর্থাৎ পাঁচজনেরই নামের প্রথম অক্ষর ع যথা:

عَبْدُ اللهِ بْنِ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدُ الْمُطَّلِبْ۔ عَيْنٍ بْنِ عَيْنٍ بْنِ عَيْنٍ بْنِ عَيْنٍ بْنِ عَيْنَ۔

এ বর্ণনা অনুযায়ী আবদুল্লাহ ইবন্ আলীর হাতে প্রাচীর ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত চার হাজার বছর সময়ের ব্যবধান হয়। কেননা, আবদুল্লাহ ইবন্ 'আলীর হাতে প্রাচীর ধ্বংস হয় একশ বত্রিশ হিজরী (৭৪৯ খৃ.) সালে। তারিখে কবিরে আমরা এভাবেই উল্লেখ করেছি। এ হিসেব অনুযায়ী এ বছর এভাবেই উল্লেখ করেছি। এ হিসেবে অনুযায়ী এ বছর (৭৫৩ হিজরী) বাবে জাবরুন বিধ্বস্ত হওয়া পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান হয় চার হাজার ছয়শ একুশ বছর।

ইবন্ আসাকির কোন কোন রাবি থেকে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আ) সর্ব প্রথম দামিস্কে নগর তৈরি করেন। হারানের পরে ও প্লাবনের শেষে তিনি এটি নির্মাণ করেন। কারও মতে যুল-কারনায়নের নির্দেশে তার গোলাম দামাসগাস্ত এর স্থপতি। কারও মতে এর নির্মাতার নাম 'আদ, উপাধি দামিস্ক। সে খলীলের গোলাম ছিল। এগুলো ছাড়া আরও বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। তবে সকল মতের মধ্যে প্রসিদ্ধ মত হলো যে, গ্রীকরা এ শহর প্রতিষ্ঠা করে। কেননা এ শহরের ইবাদতখানাসমূহের মিহরাবের মুখ প্রথমে ছিল উত্তর মেরুর দিকে। এরপর যখন

নাসারাদের দখলে আসে, তখন তারা এখানে পূর্ব দিক মুখ করে সালাত আদায় করতো। এরপর দামিস্কের কর্তৃত্ব আসে মুসলমানদের হাতে। তারা এখানে কা'বা শরীফের দিকে এ দক্ষিণ দিক ফিরে সালাত আদায় করে। ইবন্ আসাকিরসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলেন, দামিস্কে মোট সাতটি বাব ছিল। প্রত্যেক বাবের কাছে সপ্ত হায়কালের বা নক্ষত্রের একটি করে হায়কালের প্রতিকৃতি রাখা ছিল। যথা: ১। বাবুল কামার, একে বলা হত বাবুস-সালামাহ। দামিস্কবাসীরা এর নাম দিয়েছিল বাবুল ফারামিস আস্-সগির; ২। আতারিদ হায়কালের জন্যে বাবুল ফারাদিস আল-কবির; ৩। জোহরা নক্ষত্রের হায়কালের জন্যে বাবু তুমা; ৪। শামস বা সূর্যের জন্যে বাবুশ শারকী; ৫। মারিখ হায়কালের জন্যে বাবুল জাবিয়া; ৬। মুশতারি হায়কালের জন্যে বাবুল জাবিয়াতিস সগির এবং ৭। যাহ্ল হায়কালের জন্যে বাবু কায়সান।

রজব মাসের প্রথম দিকে খবর ছড়ায় যে, হালবের নায়িব ইয়ালবাগা আরুশ তারাবলিসের নায়িব বাকলা মাশ এবং হালবের নায়িব আমির আহমাদ ইবন্ মাশাদ আশ্ শারিখার সাথে জোট বেধে সুলতানের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসার পরিকল্পনা করেন। শায়খুন ও তার দু' নায়িবকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত তারা আনুগত্য করবে না। এরা দুজন ছিলেন মিসরের দুই রাষ্ট্রীয় কর্ণধার। তারা তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে দামিস্কের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন উরগুন আল কামিলিকে সাথে নেয়ার জন্য সাথে থাকতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এসব গোপন ষড়যন্ত্রের বিবরণ দিয়ে তিনি মিসরে পত্র লিখেন। এ সংবাদ পেয়ে লোকজন বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা এর ভয়াবহ পরিণতির চিন্তায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে। এ মাসের আট তারিখ সোমবার নায়িবে সুলতান আমিরগণকে তার নিকট কসরে আবলাকে একত্র করেন। নায়িবে সুলতান মালিকুস-সালিহর পক্ষে পুনর্বার বায়'আত গ্রহণ করতে শপথ নেন। তারা সুলতানের হুকুম শুনতে, আনুগত্য করতে ও আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতে ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ গ্রহণ করেন। রজব মাসের সতের তারিখ বুধবার রাতে পাহাড়ী জনগণ নেমে আসে। হালবিয়ার সৈন্য ও তাদের সাথে তারাবলিস ও হামাতের থেকে আগত সৈন্যদের দ্বিতীয়বারের নির্যাতন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এদেরকে ক্ষেত খামার থেকে উঠিয়ে এনে জড় করা হয়। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। এসব পাহাড়ী লোকের পদচারণায় ময়দানবাসী ও তাদের ফলের বাগান ও অন্যান্য জিনিসের প্রচুর ক্ষতি হয়।

এ মাসের বিশ তারিখ শনিবার নায়িবে সুলতান সাইফুদ্দীন উরগুন দামিস্কের সৈন্যবাহিনীসহ রাতে বের হন। এবং মুসলমানদের সাথে লড়াই করার সংকল্প নিয়ে কিস্ওয়ার দিকে অগ্রসর হন। শহরে একজন সৈন্যও অবশিষ্ট ছিল না। সকাল হলে জনগণ জানতে পারে যে, তাদের মধ্যে নায়িবও নেই কোন সৈন্যও নেই। এদের থেকে নগরী এখন শূন্য। নায়েবের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত নায়েব আছেন আমির সাইফুদ্দীন আল্জায়বাগা আল্-আদিলী। বাগান ও উপত্যকা গিরিপথ থেকে লোকজন শহরে এসে উঠে। অধিকাংশ আমির তাদের মাল-সম্পদ ও পরিবার পরিজন মানসূরা দূর্গে নিয়ে আসে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমির ইয়ালবাগার প্রবেশ করার সময় নিকটবর্তী হলে লোকজন মনোক্ষুণ্ন হয়ে পাশে অবস্থিত পল্লী-গ্রামের লোকজন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তারা সালিহিয়ার আশেপাশে বাগানে ও শহরের উপকণ্ঠে আশ্রয় নেয়। শহরের যে অংশ দূর্গের সাথে মিলান ছিল, তার দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেয়া

হয়। যেমন বাবুন নাসর, বাবুল ফারাজ ও বাবুল ফারাদিস। মহল্লার অধিকাংশ ঘর-বাড়ি জনশূণ্য হয়ে পড়ে। তারা তাদের প্রয়োজনীয় মাল-সম্পদ, আসবাবাপত্র ও গৃহপালিত পশু বাহনে উঠিয়ে ও শ্রমিকদের দ্বারা বহন করে শহরে নিয়ে আসে। এদের কাছে সংবাদ পৌছে যে, আগমনকারী সৈন্যরা পথের আশ-পাশের বাড়িঘর থেকে যবের ছাতু, তেল ও পশু আহারের জন্যে লুট করে নেয়। কোন কোন মূর্খ লোক এগুলো ছাড়া আরও বিভিন্ন রকম ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। মানুষ এ অবস্থায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অন্তরের অস্থিরতা বেড়ে যায়।

ইয়ালবাগা আরুশের দামিস্কে প্রবেশ

রজব মাসের চব্বিশ তারিখ বুধবার হালবের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আরুশ সঙ্গী ছিল হালবিয়া ও অন্যান্য স্থানের সৈন্যবাহিনী, তারাবলিসের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন বাকলামাশ, হামাতের নায়িব আমির শিহাবুদ্দীন আহমদ ও সাগাদের নায়িব আমির আলাউদ্দীন তায়বাগা। তার উপাধি ছিল বারতাক। তিনি একদিন পূর্ব দিকে যাত্রা করেন। ইয়ালবাগার সঙ্গে ছিল হালব ও অন্যান্য স্থানের অনেকগুলো দূর্গের বহু সংখ্যক তুর্কী ও তুর্কমান সৈন্য। তারা দামিস্কের দূর্গের কাছে সুলতানের নায়িবদের জায়গায় অবস্থিত সূকে খায়লে অবস্থান নেয়। যেসব সৈন্য তার সঙ্গে এসেছিল, তাদেরকে সামনে আসার নির্দেশ দেন। সৈন্যরা পোষাক পরিধান করে উত্তম অবস্থায় তার সামনে আসে। তবলাখানাতের আমিরদের মধ্য হতে যারা এসেছিলেন, তাদের সংখ্যা প্রায় ষাট। অথবা তার চেয়ে কিছু কম বা কিছু বেশী। যারা তা প্রত্যক্ষ করেছিল, তাদের বর্ণনা হতে এ তথ্য পাওয়া যায়। সময় যখন দ্বি-প্রহর তখন কুবৃরায়ে ইয়ালবাগার কাছে কবরস্থান ও মসজিদে কাদামের নিকট তার জন্যে স্থাপিত তাঁবুর দিকে তিনি চলে যান। এ ছিল এক স্মরণীয় দিন। লোকজন সৈন্য সংখ্যার আধিক্য দেখে ভীত হয়ে পড়ে। অনেকে দামিস্কের গভর্নরের নিকট সাথীদের নিয়ে চলে যাওয়ার আবেদন জানায়, যাতে তারা মুকাবিলায় না আসে। আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন তাদেরকে সেই মতে ঐকমত্যে পৌছার তাওফিক দেন, যার মধ্যে মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত। এ সময় দূর্গের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন ইবাজীর নিকট রক্ষিত এরগূনের অর্থ সম্পদ চেয়ে সংবাদ প্রেরণ করা হয়; কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বরং দূর্গকে আরও সুদৃঢ় করেন, গোপন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তার মধ্যে পদাতিক ও তীরন্দাজ বাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র জমা করেন। কতিপয় নিক্ষেপযন্ত্র স্থাপন করেন, যার সাহায্যে বুরুজের উপর দিয়ে নিক্ষেপ করে দূরে রাখা যায়। নগরবাসীকে নির্দেশ দেয়া হয়, তারা যেন দোকানপাট না খুলে এবং বাজার বন্ধ রাখে। নগরীর একটা বা দুইটা দরজা খোলা রেখে বাকী সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে তার প্রতি সৈন্যদের ক্রোধ ও ঘৃণা বৃদ্ধি পায়। তারা অনেক ধরণের অপকর্ম করার সংকল্প করে। কিন্তু পরে তারা লোকজন থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ্ই নিরাপত্তা দেয়ার মালিক। তবে সামনে ও পার্শ্বে অবস্থানকারী সৈন্যরা নাগালের মধ্যে প্রাপ্ত পল্লীতে, বাগ-বাগিচায়, আংগুর ও ফসলের ক্ষেত-খামারে হানা দিয়ে নিজেদের ও পশুদের খাদ্য খাবার সংগ্রহ করে। এর চেয়ে অতিরঞ্জিত কাজও তারা করে ফেলে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তারা গ্রামের অনেক বাড়ি-ঘরে লুটতরাজ চালায় এবং নারী ও কিশোরীদের উপর নির্যাতন করে। ফলে মুসীবতের সীমা অতিক্রম করে যায়। ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী

লোকদের উপর অত্যাচার নির্যাতন হয় বিভিন্নরকম– যা প্রকাশ করতে কলম থেমে যায়। আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা, তিনি তাদের উত্তম পরিণতি দান করুন।

ইতিমধ্যে শা'বান মাস শুরু হয়ে যায়। ভীত-শংকিত অবস্থায় নগরবাসীদের সময় কাটতে থাকে। পল্লী ও শহর উপকণ্ঠের লোকজন তাদের বাড়িঘরের আসবাবপত্র, পশু, সন্তানাদি ও স্ত্রী-কন্যাদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। শহরের অধিকাংশ গেট বন্ধ থাকে। শুধু ফারাদিস ও জাবিয়া নামক দুটি গেইট খোলা রাখা হয়। প্রতিদিনই গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন মহল্লায় লুট-তরাজের ঘটনা শোনা যায়। শেষ পর্যন্ত সালিহিয়ার অনেকেই, বরং অধিকাংশ লোক বেরিয়ে যায়। অনুরূপ শহরের মূলকেন্দ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজনও বাসা-বাড়ি ছেড়ে দেয়। তারা তাদের পরিচিত লোকজন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আশ্রয় নেয়। কেউ কেউ ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে রাস্তার উপর ঠাঁই নেয়। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। যেসব প্রবীন লোক কাযানের যুগ পান, তাদের অনেকেই বলেন, সে সময়ের তুলনায় এ সময়টি অধিক কঠিন ও পীড়াদায়ক। এরা ক্ষেতের ফসল ও বৃক্ষের ফল কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। অথচ এ দুটিই মানুষের জীবন ধারনের প্রধান অবলম্বন। শহরবাসীরা যখন শুনতে পেল যে, তারা মহিলাদের ইজ্জত নষ্ট করছে, তখন তাদের অস্থিরতা শতগুণ বেড়ে যায়। তারা প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতের পর ঐসব অত্যাচারী আমির ও তাদের অনুসারীদের জন্য বদ-দু'আ করতো। এ দিকে দূর্গের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন ইবাজী অব্যাহত ভাবে লোকের মন থেকে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা দূর করে শক্তি ও হিম্মত বৃদ্ধি করতে থাকেন। তিনি তাদেরকে সংবাদ শুনান যে, বিজয়ী সৈন্যরা সুলতানের সাথে মিসর থেকে বেরিয়ে গাজার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, যেখানে দামিস্কের সৈন্যরাও আছে। এর উদ্দেশ্য, যাতে তারা সবাই তার খিদমতে চলে আসে। ঘোষকরা চারিদিকে এ সংবাদ ছড়িয়ে দেয়। ঘোষণা শুনে মানুষ খুশী হয়। এর ফলে চাঞ্চল্যতা সৃষ্টিকারী সংবাদ থেমে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। জনগণ প্রতিদিন ও প্রতি ঘন্টায় উত্তম অবস্থায় ও নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত হয়। এরপর সুলতান তথায় আগমন করেন। আল্লাহ্ তাকে সাহায্য দান করুন। মানসূরা দূর্গের ভিতর মসজিদে দাইয়ানের নিকট তার জন্যে স্থান প্রস্তুত করা হলে আমিরগণ বাহন থেকে নেমে পায়ে হেটে আসেন। তিনি ছিলেন লাল রং-এর মূল্যবান কুবা পরিহিত। একটি উৎকৃষ্ট অভিজাত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অশ্বের উপর আরোহন করে তিনি আগমন করেন। অশ্বটি কখনও প্রশিক্ষণ পথ হতে বিচ্যুত হয় না। সুলতানের উজ্জ্বল উদ্ভাসিত চেহারায় বাদশাহী ও রাজকীয় আভা যেন ফুটে উঠেছে। উঁচুমানের কয়েকজন আমির সুলতানের মাথার উপরে একটি রেশমী সামিয়ানা তুলে ধরে রাখে, যে যখন তাকে প্রত্যক্ষ করেছে, সে তখন তার জন্যে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করেছে। আর নারীরা দুআ করেছে ক্ষীণ কণ্ঠে। এ দিনটি ছিল এক স্মরণীয় দিন এবং পদক্ষেপটি ছিল প্রশংসনীয়। মুসলমানদের উপর আল্লাহ্ তাকে বরকতময় করুন। এরপর সুলতান মানসূরা দূর্গে অবস্থান করেন। সুলতানের সাথে খলীফা মু'তাজিদ আবুল ফাতাহ ইবন্ আবু বকর আল-মুসতাকফী বিল্লাহ আবুর রাবী সুলায়মান ইবন্ হাকিম বি আমরিল্লাহ আবুল আব্বাস আহম্মদ আগমন করেন। তিনি সুলতানের বাম দিকে তার পাশের বাহনে সাওয়ার ছিলেন। এ দিনের শেষ দিকে সিরিয়ার নায়িব এর সাথে সমস্ত আমির

মাদ্রাসায়ে দিমাগিয়ায় মিলিত হয়। তাদের আগে দুজনই ইয়ালবাগা ও তার সাথী বিদ্রোহীদের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন।

এ মাসের দ্বিতীয় তারিখ শুক্রবার সুলতান (আল্লাহ্ তাঁর হাতকে শক্তিশালী করুন) উমাইয়া জামে' মসজিদে উপস্থিত হন এবং সেই স্মরণীয় জায়গায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন, যেখানে দাঁড়িয়ে নায়িবে সুলতান সালাত আদায় করতেন, (আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করুন)। তিনি তার জন্যে গমনে ও প্রস্থানে দু'আ করেন ও আন্তরিক মুহাব্বত প্রকাশ করেন। আল্লাহ্ তার দু'আ কবুল করুন। পরবর্তী শুক্রবার মাসের নয় তারিখেও তিনি অনুরূপ সবাই একত্রে সমবেত হন। এ সময় গ্রন্থকার শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবন্ কাছীর খলীফা মু'তাজিদ বিল্লাহ আবুল ফাতাহ ইবন্ আবু বকর ইবন্ মুসতাকফী বিল্লাহ 'আব্বাস আহমদের সাথে কথা বলেন। আমরা তাকে সালাম জানাই। তিনি তখন বাবুল ফরজের ভিতরে মাদ্রাসায়ে দিমাগিয়ায় অবস্থান করছিলেন। আমি তাকে হাদীসের একটি জুয (এক রাবীর বর্ণিত সব হাদীস) পড়ে শুনাই। এ হাদীস ইমাম ইদ্রীস (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ হাদীস শায়খ ইযযুদ্দীন ইবন্ জবা আল-হামবী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আহমদ ইবন্ হুসায়ন (র) থেকে তিনি ইবনুল মাযহাব (র) থেকে, তিনি আবু বকর ইবন্ মালিক (র) থেকে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন্ আহমদ (র) থেকে, তিনি তার পিতা আহমদ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি উভয়ের কথা উল্লেখ করেন। বলার উদ্দেশ্য হলো, তিনি ছিলেন একজন সুদর্শন যুবক, মিষ্টভাষী, কোমল হৃদয়, প্রখর ধী-শক্তি সম্পন্ন ও বলিষ্ঠ লেখনীর অধিকারী। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

এ মাসের চৌদ্দ তারিখে ইয়ালবাগার সঙ্গীদের মধ্যে যেসব আমির বন্দী হয়েছিল, তাদের আটককৃত তরবারি নিয়ে হালব থেকে দূত এসে পৌছে। পরের দিন, পনের তারিখ বৃহস্পতিবার সুলতান মালিকুস-সালিহ তারিমা থেকে কসরে আবলাকে আসেন রাজকীয় শান-শওকাতের সাথে। তবে জুম'আর দিন তিনি মসজিদে যাননি। বরং কসরে আবলাকে থেকেই সালাত আদায় করেন। জুমু'আর দিন সকাল বেলা আমির সাইফুদ্দীন শায়খুন ও ত্বার তাদের সঙ্গী সৈন্যদের নিয়ে হালব থেকে আগমন করেন। ইয়ালবাগা ও তার সঙ্গীদের নাগাল পাননি। কেননা, তারা অবশিষ্ট থাকা মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে যালগাদির তুরকুমান শহরে চলে যায়। তবে তার সঙ্গী বেশ কয়েকজন আমিরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা উল্লিখিত আমিরদ্বয় শায়খুন ও ত্বার এদের সাথে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। উভয় আমির কসরে আবলাকে সুলতানের কাছে হাজির হন। সুলতানকে তারা সালাম জানায়, মাটি চুম্বন করেন ও সুসংবাদ দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ত্বার পূর্ব-উত্তর দিকে দারে আয় তামাশে এবং শায়খুন জাহিরিয়া বারানিয়ার সন্নিকটে অবস্থিত দারে-ইয়াসুল হাজিবে অবস্থান করেন। অন্যান্য সৈনিকগণ শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন। অপর দিকে আমির সাইফুদ্দীন উরগূন হালবের নায়িব হয়ে সেখানেই অবস্থান করেন। এ পদ তিনি সুলতানের থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার নিয়োগপত্রে তাকে বিশাল উপাধিতে ভূষিত করা হয়। নায়িব নিযুক্ত হয়ে তিনি মূল্যবান খিলআত পরিধান করেন এবং তিনি এর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব প্রদান করেন। এর উদ্দেশ্য হলো, যাতে ইয়ালবাগা ও তার ভক্তদের উপর প্রভাব পড়ে। এরপর সুলতান মিসরীদের নিয়ে এবং তাদের সাথে যেসব সিরিয় সৈন্য যোগ দিয়েছিল তাদের সবাইকে নিয়ে একসাথে ময়দানে আখজারে ঈদের সালাত আদায়

করেন। কাজী তাজুদ্দীন আল-মুনাবী আল-মিসরী ঈদের খুত্বা পাঠ করেন। তিনি সুলতানের নিয়োগাদেশক্রমে মিসরীয় সৈন্যদের জন্যে কাজী পদে দায়িত্বরত ছিলেন এবং এর জন্যে তাকে খিলআত দেওয়া হয়। আল্লাহ্ই সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।

ইয়ালবাগার সঙ্গী সাত আমিরের মৃত্যুদণ্ড

শাওয়াল মাসের তিন তারিখ সোমবার আসরের পূর্বে সুলতান কসরে আবলাক থেকে তারিমায় আসেন। তার মাথার উপরে ছিল কুব্বা ও পাখী। আমির বদরুদ্দীন ইবনুল খাতীর উভয়টা বহন করেন। তারিমা প্রাসাদে এসে তিনি আসন গ্রহণ করেন। সৈন্যগণ তার সামনে দূর্গের মধ্যে বসে। হাল্ব থেকে যে আমিরগণ তাদের সঙ্গে এসেছিলেন তাদেরকে তারা সুলতানের সামনে হাজির করে। একজন করে আমির পেশ করা হতো। তার বিষয়ে পরামর্শ করা হতো। কারও ক্ষেত্রে সুপারিশ গ্রহণ করা হতো এবং কাউকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হতো। সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকর করা হতো। এভাবে মোট সাতজনকে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে পাঁচজন তবলাখানত এবং দুইজন মুকাদ্দামা আল্ফ্। এদের মধ্যে সাগাদের নায়িব বুরনাকও ছিলেন। অবশিষ্টদের ব্যাপারে সুপারিশ গৃহীত হয়। তাদেরকে হত্যা না করে জেলখানায় আটক করা হয়। এদের সংখ্যা ছিল পাঁচজন। শাওয়াল মাসের পাঁচ তারিখ বুধবার দামিস্কের সাতজন আমিরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা বিভিন্ন রাজ্যে সন্ত্রাস ছড়ায় এবং একদল সৈন্যকেও ভাগিয়ে নেয়। অন্যান্য বাসিন্দাদেরও তারা প্ররোচিত করে।

সুলতানের দামিস্ক থেকে মিসর অভিমুখে যাত্রা

শাওয়াল মাসের সাত তারিখ শুক্রবার সুলতান তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে উমাইয়া মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে কসরে আবলাক থেকে বের হন। আবুন-নাসর পর্যন্ত পৌছলে সৈন্যরা বাহন থেকে নেমে সুলতানের অগ্রভাগে পায়ে হেটে চলে। তখন ছিল শীতকাল এবং প্রচুর ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। অতপর তিনি মাকসূরায় মাসহাফে উছমানীর নিকট সালাত আদায় করেন। সালাতে প্রথম কাতারে তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না। আমিরগণ তার পিছনের কাতারে দাঁড়ায়। তিনি খতীবের খুত্বা শ্রবণ করেন। সালাত আদায়ের পর আওকাফের এক দশমাংশ মুক্ত করে দেয়ার ঘোষণাপত্র পাঠ করে শুনান হয়। এরপর সুলতান তার সঙ্গীদের নিয়ে বাবুন-নাসর দিয়ে বেরিয়ে আসেন। সৈন্যরাও প্রস্তুতি নিয়ে যাত্রা করে। সুলতান এখান থেকে কিস্ওয়ার দিকে অগ্রসর হন। তার সাথে ছিল বিজয়ী সেনাবাহিনী, যারা নির্বিঘ্নে নিরাপদে বিজয়ের গৌরব নিয়ে সুলতানের সঙ্গী হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। সুলতান যখন দামিস্ক হতে বের হন, তখন সেখানে কোন নায়িব ছিল না। এখানে কোন নায়িব পুন:নিয়োগ পর্যন্ত আমির বদরুদ্দীন ইবনুল খতীর অস্থায়ীভাবে কাজ চালাচ্ছিলেন। কিছুদিন পর সুলতানের সহীহ-সালামতে মিসরে পৌছার সংবাদ পাওয়া যায়। যিলকাদ মাসের শেষ দিকে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে নিরাপদে তিনি মিসরে প্রবেশ করেন। এ দিনটি ছিল একটি স্মরণীয় দিন। সুলতান সকল আমিরকে নতুনভাবে খিলআত প্রদান করেন। সিরিয়ার নায়িব হিসেবে আমির আলাউদ্দীন মারদানীকে নিয়োগ দিয়ে খিলআত দান করেন। এক পর্যায়ে আমির ইলমুদ্দীন ইবন্ যাম্বুরকে গ্রেপ্তার করে সাহিব মুওয়াফ্ফিক উদ্দীনকে উযির নিযুক্ত করেন। যিল্হাজ্জ মাসের পাঁচ তারিখ শনিবার সকালে

আমির আলাউদ্দীন আলাল জমিদার সিরিয়ার নায়িব হিসেবে যোগদানের জন্যে বিশাল এক বাহিনীসহ অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মিসর থেকে এসে দামিস্কে প্রবেশ করেন। সরকারী প্রথা অনুযায়ী আমিরগণ তার সামনে এসে অভিবাদন জানায়। তিনি তুরবাতু বাহাদুর আসে অবস্থান করেন। সৈন্যরা সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে। পূর্বের নায়িবদের ন্যায় নিয়ম অনুযায়ী তিনি দারুস সা'আদাতে অবস্থান করেন। আল্লাহ্ তাকে মুসলমানদের কল্যাণকারী হিসেবে কবুল করুন। এ মাসের তের তারিখ শনিবার সুলতানের দাওয়াদার আমির ইযযুদ্দীন মুগলাতায় মিসর থেকে আগমন করেন এবং কসরে আবলাকে অবস্থান নেন। তিনি হালবে গিয়ে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে ইয়ালবাগা ও তার সঙ্গীদের ধরার জন্যে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

হিজরী ৭৫৪ (১৩৫৪ খ্রি.) সাল

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন মিসর, সিরিয়া, হালব, তৎসংলগ্ন অঞ্চল ও হারামাইন শরীফাইনের সুলতান ছিলেন মালিকুস সালিহ সালাহুদ্দীন সালিহ ইবন্ মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ মালিকুল মানসূর কালাউন আস্-সালিহী। মিসরের নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন কিবলাঈ। গোটা দেশ পরিচালনার পরামর্শ সভার সদস্য ছিলেন তিনজন আমির: সাইফুদ্দীন শায়খূন, সাইফুদ্দীন ত্বার ও সাইফুদ্দীন জারাগতামাশ আন্-নাসিরী। আগের বছরে যারা মিসরের কাজী ও কাতিবুস সির পদে কর্মরত ছিলেন, এ বছরও তারাই স্ব-স্ব পদে বহাল থাকেন। হালবের নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন উরগূন আল্-কামিলী। তিনি এখানে নিয়োগ হয়েছিলেন সেই বিদ্রোহী আমিরত্রয় অর্থাৎ ইয়ালবাগা, আমির আহমদ ও বাকলিমাশের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে, যাদের তৎপরতা সম্পর্কে গত বছরের রজব মাসের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তারা তিনজনই বিলবিয়াসিন রাজ্যে যালগাদির তুর্কমানীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছুদিন পর তুর্কমানী তার উপর মিসরের শাসকের পক্ষ থেকে আক্রমণ হওয়ার ভয়ে আশ্রিত ঐ তিনজনকে হালবের উল্লিখিত নায়িবের নিকট সোপর্দ করেন। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ই সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ দানের মালিক। তারাবলিসের নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন আয়তামাশ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি এর আগে দামিস্কের নায়িব ছিলেন। বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পর অবশেষে সুলতান যখন দামিস্কে ছিলেন তখন তাকে তারাবলিসের নায়িব নিযুক্ত করা হয়।

এ বছরের শুরুতেই ক্রমাগত সংবাদ আসতে থাকে যে, উক্ত আমিরত্রয়, ইয়ালবাগা, বাক্‌লিমাশ ও আমির আহমদ হালবের নায়িব আমির সাইফুদ্দীন উরগূনের কব্জায় এসে গেছে এবং তারা হালবের দূর্গে বন্দী অবস্থায় আছে। তাদের ব্যাপারে সরকারী নির্দেশের অপেক্ষা করা হচ্ছে। মুসলমানরা তথায় অত্যন্ত খুশীর সাথে দিন কাটাচ্ছে। অবশেষে মুহাররাম মাসের সতের তারিখ শনিবার আমির ইয্‌যুদ্দীন মুগলাতাঈ আদ্-দাবীদার হালব থেকে দামিস্কে পৌছেন। তার সাথে ছিল বিদ্রোহী ইয়ালবাগার কর্তিত মস্তক। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এভাবে দমন করেন। এর আগে তার অন্য দুই সহযোগী অর্থাৎ তারাবলিসের নায়িব বাকলিমাশ ও হামাতের নায়িব আমির আহমদের কর্তিত মাথা মিসরে পৌছে। তাদের দুজনের মাথা কর্তন করা হয় হালবে তথাকার

নায়িব সাইফুদ্দীন উরগুন আল-কামিলির সম্মুখে। অতঃপর ইয়ালবাগাকে যখন হাজির করা হয় অন্য দু'জনের ন্যায় তাকেও একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়। আসরের সালাতের পর সূকে খায়লে নায়িবে সুলতান ও সৈন্যদের সামনে প্রকাশ্যভাবে তাকে হত্যা করা হয়। জনগণ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত হয়। এ ধরনের শাস্তি দেওয়ায় সর্বস্তরের মুসলমান আনন্দ প্রকাশ করে। এর জন্যে যাবতীয় প্রশংসার মালিক আল্লাহ্।

রবিউল আওয়াল মাসের আটাশ তারিখ শুক্রবার শাগুর নামক এক মহল্লায় নতুন জামে' মসজিদে জুমু'আর সালাত উদ্বোধন করা হয়। ঐ নতুন মসজিদের নাম মসজিদে মাযার। জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ্ ইবন্ শায়খ শামসুদ্দীন ইবন্ কায়্যিম আল্-জাওযিয়া জুমু'আর খুত্বা প্রদান করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হতে থাকে। অবশেষে মহল্লাবাসীরা একদিন সূকে খায়লে যায়। ঐ দিন ছিল তথায় মানুষের সমবেত হওয়ার দিন। তারা তাদের সাথে তাদের জামি' মসজিদের দুই খলীফার ঝাণ্ডা ও কুরআন মজিদ নিয়ে আসে। নায়িবে সুলতানের নিকট জুমু'আর খুত্বা অব্যাহত রাখার আবেদন জানায়। নায়িব তাৎক্ষণিকভাবে তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন। এরপর এটা জায়িয নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অতঃপর হাম্বলী কাজী খুতবা চালিয়ে যাওয়ার হুকুম দেন। এ বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বহু সমস্যা বিরাজ করে।

রবিউল আখির মাসের সাত তারিখ রোববার আমিরুল কাবির সাইফুদ্দীন আলজীবাগা আল্-আ'দিলী মৃত্যুবরণ করেন। তাকে দাফন করা হয় বাবুল জাবিয়ার নিকট বহু পূর্বে তার নিজের তৈরি গোরস্তানে। তার নামেই এ গোরস্থানের নাম অধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। একটানা প্রায় ষাট বছর যাবত তিনি আমিরের পদে দায়িত্ব পালন করেন। উরগূন শাহের আমলে এক দুর্ঘটনায় তার ডান হাত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আমিরের দায়িত্ব পালন করে যান। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি মানুষের নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা

আমির নাসিরুদ্দীন ইবন্ আক্ওয়াস বা'লাবাক্কার নায়িব নিযুক্ত হলে আমি (গ্রন্থকার) তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য লোকজন আমাকে জানায়, এ যুবকটি প্রথমে মহিলা ছিল পরে পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছে। গোটা তারাবলিসে তার এ ঘটনা ব্যাপকভাবে রটে যায়। দামিস্কে ও অন্যান্য স্থানেও মানুষের কানে কানে এ সংবাদ পৌছে যায়। লোকজন সর্ব মহলে এ নিয়ে চর্চা করতে থাকে। দেখলাম সে একটি তুর্কি টুপি মাথায় পরে দাঁড়িয়ে আছে। সবার সামনে আমি তাকে ডেকে একান্ত আমার কাছে আনলাম। তার পরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার এ পরিবর্তন কিভাবে হলো? আমার প্রশ্ন শুনে সে লজ্জাবোধ করে এবং তার লজ্জার প্রকাশটা ঠিক নারীদের মতই ছিল। এরপর সে তার বিবরণ দিল যে, আমি পনের বছর পর্যন্ত মহিলা ছিলাম। পর্যায়ক্রমে তিনবার আমার বিবাহ হয়। কিন্তু কোন স্বামীই আমাকে স্ত্রী সুলভ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি। তাই-প্রত্যেক বারেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এরপর আমার মধ্যে এক আশ্চর্য ধরনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। স্তন ছোট হয়ে ভিতরে বসে যেতে থাকে। দিনরাত নিদ্রায়

বিভোর হয়ে থাকতাম। অতঃপর গুপ্ত অঙ্গের স্থান থেকে কি একটা বেরিয়ে আসতে থাকে অল্প অল্প করে। ক্রমান্বয়ে সেটি বড় হয় এবং পুরুষাঙ্গ ও অন্ডকোষ আকারে প্রকাশ পায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেটা কি বড় না ছোট? সে লজ্জিত হলো এবং পরে বললো, ছোট আংগুলের মত। আবার জিজ্ঞেস করলাম, স্বপ্ন দোষ হয়েছে কি না? সে জানাল, এ জিনিসটি প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট দু'বার স্বপ্নদোষ হয়েছে। তার বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে আমার সাথে এ কথা বলা পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়েছে এক বছর। লোকজন জানায়, তার মধ্যে মহিলাদের বৈশিষ্ট পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। চাল-চলন, অঙ্গ-ভঙ্গি, পোষাক-আশাক ও নাচন-কোচনে নারীদের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলা থাকাকালীন তোমার কি নাম ছিল? সে বললো, নাফিসা। জিজ্ঞেস করলাম, বর্তমান নাম কি? সে জানাল, বর্তমান নাম 'আবদুল্লাহ। সে আরও জানায়, তার মধ্যে যখন এই পরিবর্তন সাধিত হয়, তখন সে এ বিষয়টি গোপন রাখে। পরিবারের কাউকে, এমনকি তার পিতাকে ও জানায়নি। এক পর্যায়ে তাকে চতুর্থবার বিবাহ দেয়ার জন্যে তার পরিবারবর্গ উদ্যোগ নেয়। তখন সে তার মাকে জানায় যে, আমার মধ্যে এই এই পরিবর্তন হয়েছে। পরিবারের লোকজন যখন বিষয়টি অবগত হলো, তখন তারা সুলতানের নায়িবের নিকট সবিস্তারে ঘটনা প্রকাশ করে। সরকারী রেজিষ্ট্রারে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর বিষয়টি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যুবকটি দামিস্কে গমন করে এবং সুলতানের নায়িবের সামনে যায়। নায়িব তার নিকট ঘটনা জানতে চাইলে সে ঐ বিবরণই দেয়, যে বিবরণ আমার কাছে দিয়েছে। এরপর হাজিব সাইফুদ্দীন কাহ্লান ইবনুল-আকওয়াস যুকটিকে তার কাছে টেনে নেন ও উত্তম পোশাক পরিধান করান। যুবকটি দেখতে খুবই সুদর্শন ছিল তবে তার চেহারায়, কথাবার্তায় ও চাল-চলনে নারীর বৈশিষ্ট বিদ্যমান। সুতরাং মহাপবিত্র সেই সত্তা যিনি যেরূপ ইচ্ছা সেরূপই করতে সক্ষম। এটা এমন এক বিরল ঘটনা, যা বিশ্বের বুকে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। আমার নিকট আর একজনের ঘটনা জানা আছে। তার পুরুষাঙ্গ ছিল ভিতরের দিকে ঢুকান, অদৃশ্য। এরপর চামড়া ছেদ করে তা বের করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক হলে ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে তা পরিপূর্ণ লিঙ্গে পরিণত হয়। তখন সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা মূলতঃ পুরুষাঙ্গই ছিল। আর একজনের ঘটনা জানা যায় যে, তার পুরুষাঙ্গের মাথা বন্ধ অবস্থায় প্রকাশ পায়। তার নাম রাখা হয় খাত্তানুল কামার। এ জাতীয় ঘটনা সমাজে অনেকই ঘটতে দেখা যায়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

রজব মাসের পাঁচ তারিখ মঙ্গলবার আমির ইয্যুদ্দীন ইয়াকতিয়া আদ্-দাবিদার হালব থেকে আগমন করেন। এবং সেখানকার ঘটনা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি জানান, হালবের সৈন্যগণ তাদের নায়িবের সাথে চলে যায়। সেখানকার দুর্গসমূহের নায়িব ও সেনাধ্যক্ষ খাল্ফ ইবন্ যালগাদির তুর্কমানী নায়িব ইয়ালবাগার ও তার সমর্থকদের পক্ষ নেন এবং সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সহযোগিতা করেন। শুধু তাই নয়, ইয়ালবাগার সাথে দামিস্কেও চলে আসেন। এখানে তার ঘৃণ্য তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ গত বছরের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তারা তার সমস্ত মাল-সামানা লুট করে নেয়। তার পুত্র সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গের অনেককে বন্দী করে। বিদ্রোহী সৈনিকরা ধরে নিয়ে যায়। এরপর তিনি ইবন্ আরতিনার নিকট আশ্রয় নেন। তিনি তাকে নিজের হিফাজতে নেন ও কাছে রাখেন।

তারপর তার বিষয়ে সুলতানের সাথে যোগাযোগ করেন। কঠিন পরীক্ষা ও প্রচুর কষ্টভোগের পর নিরাপদ আশ্রয় ও হালবী সৈন্যদের মুক্তির সংবাদ পেয়ে লোকজন আনন্দিত হয়। এ মাসের তের তারিখ বুধবার সেইসব আমির প্রত্যাবর্তন করেন যারা সুলতানের মিসরে ফিরে আসা অবধি আলেকজন্দ্রীয় দুর্গে বন্দী ছিলেন। এদের বিরুদ্ধে ইয়ালবাগা আমির সাইফুদ্দীন মালিক আজী, 'আলাউদ্দীন আলী আস-সায়মকদার ও সাতলামাস জালালী উল্লেখযোগ্য। এদের সাথে অবশ্য আরও অনেকেই ছিল। রমাদান মাসের প্রথম তারিখে একটি মাসআলাকে কেন্দ্র করে সমস্যা দেখা দেয়। ঐ মাসআলায় আলিমদের দুইটি মতের মধ্যে একটি মতের পক্ষে মুফতীগণ ফাতওয়া দেন। আমাদের শাফিঈ মাযহাবের আলিমগণই এ মাসআলায় ভিন্ন ভিন্ন দু'প্রকার মত পোষণ করেন। মাসআলাটি হলো, বিধ্বস্ত ও ভেঙ্গে পড়া গির্জা পুনঃনির্মাণ করা জায়েয আছে কিনা? মুফ্‌তীগণ জায়েযের পক্ষে ফাতাওয়া দেন। এতে কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন সুবুকী মুফতীদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি তাদেরকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিন্দা করেন ও ফাতাওয়া দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলেন। এ মাসআলার উপর তিনি একটি পুস্তকও লিখেন। পুস্তকটির নামকরণ করেন, আদ-দাসায়িসু ফিল কানায়িসি"। রামাদানের পাঁচ তারিখে আমির আবুল গাদির তুর্কমানীকে হাজির করা হয়। তিনি গত বছর ইয়ালবাগার সহযোগী হয়ে ঐসব ঘৃণিত কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাকে অভিযুক্ত করে নায়িবের সামনে হাজির করা হয়। অতঃপর এই দিনে তাকে মানসূরা দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়।

হিজরী ৭৫৫ (খৃ. ১৩৫৫) সাল

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন মিসর, সিরিয়া, এদের মিত্র রাজ্য, হারামায়ন শরীফায়ন, তৎসংলগ্ন হিজাজের অন্যান্য অঞ্চল ও অন্যান্য মুসলিম ভূ-খণ্ডের সুলতান ছিলেন মালিকুস-সালিহ সালাহুদ্দীন ইবন্ মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ মালিকুল মানসূর কালাউন আস-সালিহী। তিনি ছিলেন সিরিয়ার নায়িব তানকুজের নাতি। তিনি তখন দৌলতে নাসিরিয়ায় ছিলেন। মিসরে তার নায়িব ছিলেন আমির সাইফুদ্দীন কিবলাঈ আন্-নাসিরি, উজির ছিলেন কাজী মুওয়াফ্‌ফিকুদ্দীন। গত বছর যারা মিসরের কাজী ছিলেন, এ বছরও তারাই বহাল থাকেন। কাযিউল কুযাত ছিলেন ইয্‌যুদ্দীন ইবন্ জামাআত আশ-শাফিঈ। তিনি এ বছর হিজাজ সফরে যান। এ সময় কাজী তাজুদ্দীন মুনাবী তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করেন। আর কাতিবুস্-সির ছিলেন কাজী আলাউদ্দীন ইবন্ ফজলুল্লাহ আল-আদাবী। তিনজন আমির সম্মিলিতভাবে সমগ্র দেশের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। তারা হলেন, সাইফুদ্দীন শায়খুন, সারগাতা মিস আন্-নাসিরি ও আমিরুল কবীর-আদ-দাওয়াদির ইয্‌যুদ্দীন মুগলাতাই আন্-নাসিরি। বছরের শুরু থেকেই আমির সাইফুদ্দীন শায়খুন প্রায় এক মাস পর্যন্ত পেটের পীড়ায় ভুগছিলেন। দামিস্কের নায়িব ছিলেন আমির আলাউদ্দীন আমির আলী আল্-মারদামী। এখানকার কাজী পদে তারাই বহাল থাকেন যারা গত বছর কাজী ছিলেন। নাজিরুদ-দাওয়াবীন (দেওয়ান পরিদর্শক) ছিলেন সাহিব শামসুদ্দীন মূসা ইবন্ তাজ ইসহাক। কাতিবুস-সির ছিলেন কাজী নাসিরুদ্দীন ইবন্ শারাফ ইয়াকুব। শহরের খতীব পদে ছিলেন জামালুদ্দীন মাহমূদ ইবন্ জুমলা

এবং মুহতাসিব ছিলেন শায়খ আলাউদ্দীন আল্ আনসারী- যিনি শায়খ বাহাউদ্দীন ইবন্ ইমামুল মাশহাদ এর ঘনিষ্ট। তিনি তার স্থলে আমিনিয়া মাদ্রাসায় মুদাররিসের দায়িত্বও পালন করেন।

রবিউস সানি মাসে আমির আলাউদ্দীন মুগলাতী আগমন করেন। তিনি আলেকজান্দ্রীয়া দুর্গে বন্দী ছিলেন। পরে সেখান থেকে মুক্তি লাভ করেন। এর আগে তিনি বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন। তারাবলিসের নায়িব হামজা আয়তামাশ এর নিকট রাখার জন্যে তাকে সিরিয়া নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। অপরদিকে মিসরে তার উযির মুনজিক ও মুগলাতায় এর সাথে আলেকজান্দ্রীয়ায় বন্দী ছিলেন। তাকে মুক্তি দিয়ে সাগাদে রাখা হয়, কোন দায়িত্ব দেয়া হয়নি। অনুরূপ মুগলাতায়কেও তারাবলিসে দায়িত্বহীন অবস্থায় থাকতে দেয়া হয়। এভাবেই তারা বেকার জীবন যাপন করেন, যতদিন না আল্লাহ্ কোন ফয়সালা দেন।

এক অপূর্ব ঘটনা

জুমাদাল উলা মাসের ষোল তারিখ সোমবার হিল্লার বাসিন্দা ও রাফিজি সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি দামিস্কের জামে' মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে এই কথা বলে গালাগাল দিচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ (স) এর পরিবার বর্গের উপর যিনি সর্ব-প্রথম জুলুম করেছেন (اول من ظلم ال محمد) তার উপর অভিশাপ! সে বারবার একই কথা বলে চলছিল, কোন বিরতি দিচ্ছিল না। ঐ মসজিদে অন্য লোকদের সাথে সে সালাত আদায় করেনি এবং উপস্থিত জানাযায় ও অন্যদের সাথে শরীক হয়নি। সে একইভাবে উচ্চস্বরে বারবার একই গালি দিচ্ছিল। সালাত শেষে ঐ ব্যক্তির বিষয়টি আমি লোকদের জানাই। লোকজন তাকে পাকড়াও করে। ঐ জানাযায় অন্যান্য লোকদের সাথে শাফিঈ মাযহাবের কাযিউল কুযাতও উপস্থিত ছিলেন। আমি লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আলে-মুহাম্মাদের উপর কে জুলুম করেছে। সে বললো, আবু বকর সিদ্দীক। এরপর সে লোকদের শুনিয়ে শুনিযে চিল্লায়ে বলতে লাগলো, আবু বকর, উমার, উছমান, মুআবিয়া ও ইয়াযিদের উপর আল্লাহ্র লা'নত। এই কথা সে আবারও পুনরুক্তি করল। হাকিম তাঁকে জেলখানায় আবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। এরপর মালিকী মাযহাবের কাজী তাকে হাজির করে দোর্‌রা মারেন। এতদসত্ত্বেও সে জোরে জোরে গালাগাল ও অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে। তার মুখ হতে এমন সব কথা বের হয়, যা নিকৃষ্ট দুর্ভাগা ছাড়া অন্য কারও মুখ দিয়ে বের হয় না। এ অভিশপ্ত ব্যক্তির নাম 'আলা ইবন্ আবুল ফজল ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ হুসায়ন ইবন্ কাছীর। আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করুন। এরপর সতের তারিখ বৃহস্পতিবার লোকটির ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্যে দারুস-সা'আদায় এক বৈঠক আহবান করা হয়। চার মাযহাবের কাজীগণ তথায় হাজির হন। লোকটিকে সেখানে ডেকে আনা হয়। আল্লাহ্র বিধানমতে মালিকী নায়িব তাকে হত্যা করার হুকুম দেন। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে তাকে ধরে দুর্গের পাশে শিরোচ্ছেদ করা হয়। জনসাধারণ তার মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেয় এবং কর্তৃত মাথা নিয়ে গোটা শহর প্রদক্ষিণ করে ও ঘোষণা দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) এর সাহাবাগণকে যারা গালি দেয়, এই হলো তাদের শাস্তি। এই মূর্খ ব্যক্তিটি কাজী মালিকির গৃহ থেকে বিতর্কে লিপ্ত হয়। রাফিজীদের মতবাদ সম্বলিত কিছু লিখিত পুস্তক তার কাছে ছিল। ইবন্ মাতহারের ভক্তদের থেকে এমন কিছু কিতাবপত্র পাওয়া যায়, যা কুফরী ও বেদীনী কথাবার্তায় পূর্ণ। আল্লাহ্ একে ও তাদেরকে

হতভাগ্য করুন। এ সময় এক সরকারী নির্দেশনামা আসে যে, জিম্মীরা যখন পথ চলবে, তখন বিশেষ ধরনের কাপড় দ্বারা মাথা ঢেকে রাখবে।

রজব মাসের আঠার তারিখ শুক্রবার দামিস্কের জামি মসজিদের মাকসূরা কক্ষে নায়িবে সুলতান, আরবীয় আমির গুরুত্বপূর্ণ আমির উমারা, নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের উপস্থিতিতে সুলতানের লিখিত ফরমান পাঠ করে শুনান হয়। ফরমানে জিম্মীদের মাথায় বিশেষ ধরনের কাপড় পরিধান অপরিহার্য শর্ত বলে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া আরও কতিপয় বিধি নিষেধও তাতে উল্লেখ করা হয়। যেমন সুলতানের দিওয়ান, আমিরদের দপ্তর এবং অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদেরকে খাদিম বানান যাবে না। তারা দশ হাতের বেশী পাগড়ি লম্বা করতে পারবে না। তারা ঘোড়া ও খচ্চরে আরোহণ করতে পারবে না, বরং প্রয়োজন হলে গাধার উপর আড়াআড়িভাবে বসতে পারবে। জিম্মীরা তাদের চিহ্ন ব্যতীত কোথাও প্রবেশ করতে পারবে না। চিহ্ন হিসেবে ঘন্টা অথবা পিতল বা শিষার আংটি হাতে পরতে হবে। জিম্মী মহিলারা মুসলিম রমনীদের সাথে একই হাম্মামখানায় প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের জন্য পৃথক হাম্মামখানা থাকবে। ফরমানে আরও বলা হয় যে, নাসারাদের ইযার হবে নীল সুতার এবং ইহুদীদের ইযার হবে হলুদ সুতার তৈরি। তারা যে জুতা পরবে, তার একটা হবে কাল এবং অন্যটা হবে সাদা। তাদের মিরাস বন্টন হবে শরীআতের বিধান অনুযায়ী।

জুমাদাল উখরা মাসের বিশ তারিখ রোববার রাত্রে বাবুল জাবিয়ার দেওয়ালে আগুন ধরে যায়। এর ফলে বাবুল জাওয়ানী থেকে বাবুল বারানী পর্যন্ত যেসব মূল্যবান সম্পদ ও খাদ্যদ্রব্য ছিল, তা থেকে মুসলমানগণ বঞ্চিত হয়। রমাদান মাসের প্রথম দিন শায়খুল ইমাম, আল-আলিমুল বারি শামসুদ্দীন ইবন্ নাক্কাশ আল-মিসরী আশ্ শাফিঈ দামিস্কের উমাইয়া মসজিদে আগমন করেন এবং মিহরাবে সাহাবায় অবস্থান নেন। এখানে ছিল তার ওয়াজের নিধারিত তারিখ। বহু আলিম, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণ তথায় ওয়াজ শুনার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। তার ওয়াজের ভাষা ছিল সাবলিল, প্রাঞ্জল। আলোচনার মধ্যে ছিল না কোন জড়তা, বিহ্বতা ও স্থবিরতা। শ্রোতারা ওয়াজ শুনে মুগ্ধ হয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ওয়াজ মাহফিল প্রায় আসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

রমাদান মাসের তিন তারিখ রোববার সকালে দামিস্কের মসজিদের উঠানে নাসরের পাশে কাজী কামালউদ্দীন হুসায়ন ইবন্ কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন সুবুকী আশ-শাফিঈর সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন তার নায়িব। জানাযায় নায়িবে সুলতান আমির আলাউদ্দীন আলী শহরের কাজীগণ, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণসহ বহু সংখ্যক সাধারণ মুসল্লী উপস্থিত হয়। জানাযা এত বিশাল হয় যে, দেখলে ঈর্ষা আসা স্বাভাবিক। তার পিতা কাযিউল কুযাত দুই ব্যক্তির উপর ভর দিয়ে জানাযায় উপস্থিত হন। তার চেহারায় শোকের আলামত দুঃখ ও কষ্ট ছাপিয়ে উঠেছিল, তিনি পুত্রের জানাযায় ইমামতি করেন। তার উন্নত চরিত্র ও আত্ম নিয়ন্ত্রণের প্রশংসায় লোকের মনে আফসোসের উদয় হয়। অন্যের উপরে তার কোন মন্দ প্রভাব কখনও পড়েনি। তার বিচার ফয়সালা হত নিখুঁত, এ ক্ষেত্রে তার নির্মল অন্তরের ছাপ ফুটে উঠতো। বেশ কয়েকটি মাদ্রাসায় তিনি শিক্ষকতা করতেন। তন্মধ্যে জামিয়া বারানিয়া ও আজরাবিয়া উল্লেখযোগ্য। ফাতওয়া প্রদান ও সভাপতির ভূমিকা পালন করতেন। ইলমুন নাহু, ফিক্‌হ,

ফারাইজসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার পাণ্ডিত্য সর্ব মহলে স্বীকৃত। সাফহে কাসিউনের বিখ্যাত গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

মালিকুন নাসির হাসান ইবন্ মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ কালাউন এর সুলতান পদে প্রত্যাগমন

শাওয়াল মাসের দুই তারিখ সোমবার অধিকাংশ আমির একত্রিত হয়ে আমির শায়খুন এর সাথে ও আমির ত্বাজ শিকারে যাওয়ায় তার স্থলাভিষিক্ত সারগাতামাশের সাথে আলোচনা করে ঐকমত্যে পৌছায় যে, তানকুযের নাতি মালিকুস সালিহ সালিহ ইবন্ নাসিরকে সুলতানের পদ হতে অব্যহতি দিয়ে তদস্থলে তদীয় ভ্রাতা মালিকুন নাসির হাসানকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এ দিনই এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। এ দিকে সালিহকে গৃহবন্দী করে মাতা খুওয়ানদাহ বিনত আমির সাইফুদ্দীন তানকুযের দায়িত্বে সোর্পদ করা হয়। তানকুয ছিলেন সিরিয়ার সাবেক নায়িব ও কতলাবুতার। তার সহোদর সুনতুম এবং সুলতানুস-সালিহ এর বৈপিত্রিয় ভাই উমার ইবন্ আহমদ ইবন্ বাকতামার আস-সাকীকে আটক করে রাখা হয়। এ উপলক্ষ্যে মিসরে বিশাল খুতবার আয়োজন করা হয়। এতদসত্ত্বেও এ সংবাদ ও নতুন সুলতানের বায়'আতের খবর সিরিয়ায় পৌছে এ মাসের তের তারিখ বৃহস্পতিবার। এ কারণে আমির ইয্‌যুদ্দীন আয়দামার আশ্-শামসী এখানে আগমন করেন এবং খিলআত দেওয়ার পর নায়িবের নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। প্রথা অনুযায়ী আমিরগণ দারুস-সাআদায় এসে সমবেত হয়। নতুন সুলতানের সুসংবাদ প্রচার করা হয়। গোটা শহর সুসজ্জিত করা হয়। জুমু'আর দিন খতীবগণ মিম্বর থেকে সুলতানের নামে খুতবা প্রদান করেন। সুলতানের নায়িব কাজী ও কর্মকর্তাগণ খুতবায় উপস্থিত থাকেন। শাওয়াল মাসের উনিশ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে আমির সাইফুদ্দীন মুনজিক তারাবলিসের নায়িব পদে নিযুক্তি পেয়ে দামিস্কে আসেন। তিনি আমির ইয্‌যুদ্দীন আয়দামার এর সাথে কসরে আবলাকে অবস্থান করেন। কিছুদিন এখানে থাকার পর নিজ স্থানে চলে যান। শাওয়াল মাসের ছাব্বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে আমির সাইফুদ্দীন তাজ ছাব্বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে আমির সাইফুদ্দীন তাজ হালবের নায়িব পদে নিয়োগ পেয়ে একদল সঙ্গীসহ মিসর থেকে এখানে আসেন। কবিবাতে অবস্থিত জামি করিমুদ্দীনের নিকট সুলতানের নায়িবের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। নায়িবে সুলতান তাকে অভিনন্দন জানান এবং বাবুল ফারাদিস পর্যন্ত তার সাথে এগিয়ে যান। সেখান থেকে গমন করে তিনি ওয়াতওয়াত বারযায় পৌছেন এবং তথায় রাত্রি যাপন করেন। তিনি পরদিন সকালে সেখান থেকে হালব এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি ছিলেন আমির শায়খুনের সদৃশ; বরং তার চেয়ে শক্তিশালী। বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ অবদান ও প্রশংসনীয় ভূমিকা থাকার কারণে তিনি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

হিজরী ৭৫৬ (খৃ. ১৩৫৬) সাল

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন ইসলাম ও মুসলমানদের সুলতান ছিলেন সুলতান মালিকুন নাসির হাসান ইবন্ মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ মালিকুল মানসূর কালাউন আস-সালিহী। এ সময় মিসরে সুলতানের কোন নায়িব এবং উযির ছিলনা। কাজী হিসেবে তারাই ছিলেন, যারা

গত বছর ছিলেন। দামিস্কের নায়িব ছিলেন আমির আলী মারদানী। এখানকার কাজী, হাজিব, খতীব ও কাতিবুস-সির তারাই ছিলেন, যারা এর আগে উক্ত পদগুলোতে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া হালবে আমির সাইফুদ্দীন তাজ, তারাবলিসে মুনজিক, হামায় আসতাদমার আমরী, সাগাদে আমীর শিহাবুদ্দীন ইবন্ সাবাহ, হিমসে আমির নাসিরুদ্দীন ইবনুল আকওয়াস ও বা'লাবাক্কাতে আলহাজ্জ কামিল নায়িব পদে নিযুক্ত হন।

সফর মাসের নয় তারিখ সোমবার আমির উরগুন আল-কামিলিকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘদিন যাবত তিনি দামিস্কের নায়িব ছিলেন। এরপর কিছুদিন তিনি হালবেও নায়িবের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তাজ যখন হালবের দায়িত্বে আসেন, তখন তাকে মিসরে তলব করা হয়। মিসরে উপস্থিত হলে তাকে বন্দী করে আলেকজান্দ্রীয় দূর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সফর মাসের কোন এক শনিবারে দামিস্কে শাফিঈ মাজহাবের কাজী হিসেবে কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আবদুল ওহাব ইবন্ কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন সুবুকীকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করে নিয়োগ দেয়া হয়। পিতার জীবদ্দশায় পুত্রও গৌরবের অধিকারী হন। তাকে সালাম ও শ্রদ্ধা জানাতে লোকজন এগিয়ে যায়।

রবিউস সানী মাসের ছাব্বিশ তারিখ, রোববার, সকালে কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন সুবুকী পুত্র তাজুদ্দীন 'আবদুল ওহাব কাযিউল কুযাত ও দারুল হাদীস আশরাফিয়ার শায়খ পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সম্মানে মিসর অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সফরে তার সাথে পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনদের একটি জামায়াতও সঙ্গী হয়। এদের মধ্যে তার দৌহিত্র কাজী বদরুদ্দীন ইবন্ আবুল ফাতাহ এবং অন্যান্য লোকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাত্রার পূর্বে লোকজন তাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানায়। স্বাস্থ্যগতভাবে তিনি ছিলেন দুর্বল। বার্ধক্য ও দুর্বলতার মধ্যে এই দীর্ঘ কষ্টকর সফরে যাওয়ায় কেউ কেউ তার জীবনের ব্যাপারে আশংকা বোধ করে।

জুমাদাস সানি মাসের ছয় তারিখ শুক্রবার জোহরের পর কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন ইবন্ আলী ইবন্ আবদুল রাফী ইবন্ তাম্মাম আস-সুবুকী আল-মিসরী আশ্-শাফিঈর সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তিন তারিখ সোমবার রাত্রে মিসরে তার ইন্তিকাল হয়। উপরোল্লিখিত তারিখে সকাল বেলা তাকে দাফন করা হয়। এ সময় তার বয়স তিরানব্বই বছর অতিক্রম করে চতুর্থ মাসে প্রবেশ করে। প্রায় সতের বছর তিনি দামিস্কে বিচারকাজ পরিচালনা করেন। এরপর পুত্র কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আবদুল ওহাবকে স্থলাভিষিক্ত করে অব্যাহতি নেন। এরপর একদল লোক সাথে নিয়ে মিসরে চলে যান। মিসরে আসার একমাস পূর্ণ না হতেই তার ইন্তিকাল হয়। তার মৃত্যুর পর শোক প্রকাশ ও সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। তার পুত্রকে মাদ্রাসায়ে ইয়া'কুবিয়ায় ও মাদ্রাসায়ে কায়মারিয়ায় নিয়োগ প্রদান করা হয়। এভাবে শোকসন্তপ্ত পুত্রকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করতে লোকজনের আগমন অব্যাহত থাকে। কাযিউল কুযাত সুবুকী যৌবনকালে মিসরে মুহাদ্দিসগণ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। এরপর সিরিয়া গমন করেন। সেখানে তিনি নিজে হাদীস শুনান, হাদীস সংকলন করেন ও হাদীসের তাখরীজ বা উদ্ধৃতি দান করেন। তিনি বিক্ষিপ্তভাবে বহু কল্যাণকর বিষয়ে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করেন। বিচারকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি লেখার কাজও চালু রাখেন এবং মৃত্যু অবধি তা অব্যহত থাকে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতেন।

আমাকে জানান হয়েছে যে, তিনি নিয়মিত রাত জেগে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

এ বছর জুমাদাল উলা মাসে এই মর্মে সর্বত্র খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, অভিশপ্ত ফিরিঙ্গীরা পশ্চিম তারাবলিস শহর দখল করে নিয়েছে। মালিকী কাযিউল কুযাতের লেখা কিতাবে আমি পড়েছি যে, তারা এ বছর রবিউল আওয়াল মাসের প্রথম তারিখ জুমু'আর রাত্রে ঐ শহর অধিকার করে। তবে পনের দিন পর মুসলমানগণ তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। ফিরিঙ্গীরা মুসলমানদের যত লোককে হত্যা করেছিল, পুনরুদ্ধার অভিযানে মুসলমানরা তার দ্বিগুণ লোক হত্যা করে। সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্রই। নগর অধ্যক্ষ বন্দীদের মাল-সামানা চেয়ে সেরিয়ায় সংবাদ পাঠায়। ফিরিঙ্গীদের হাতে যেসব মুসলমান এখনও বন্দী আছে তাদেরকে মুক্ত করে আনার জন্যে এ উদ্যোগ নেয়া হয়। এ বছর রজব মাসের এগার তারিখ বুধবার মালিকী কাজী কাযিউল কুযাত জামাল উদ্দীন মুসাল্লাতী বা'লাবাক্কার ঘটনার সাথে জড়িত রাস গ্রামের দাউদ ইবন্ সালিম নামক এক নাসরানীকে হত্যা করার ফয়সালা দেন। ঐ ব্যক্তি নবী (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাঁকে গালি দেয় এবং এমন নিকৃষ্ট ভাষায় কটূক্তি করে, যা এখানে উল্লেখ করা শোভনীয় নয়। বা'লাবাক্কাতে অনুষ্ঠিত বিচার মজলিসে তার প্রতি এ অভিযোগ প্রমাণিত হয়। সে নিজে স্বীকার করে এবং লাবওয়াত গ্রামের বাসিন্দা আহমদ ইবন্ নূরুদ্দীন আলী ইবন্ গাজী সাক্ষ্য দেয়। ঐই দিন আসরের আযানের পর সূকে খায়লে এ অভিশপ্ত নাসরানীকে হত্যা করা হয়। হত্যার পর লোকজন তার লাশ আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। এর ফলে মুমিনদের অন্তরে আল্লাহ্ শান্তি প্রদান করেন। সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহ্রই।

এ বছর শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ রোববার সকালে কাজী বাহাউদ্দীন আবুল বাকা সুবুকী মাদ্রাসায়ে কায়মারিয়ায় পাঠদান করেন। তার চাচাত ভাই কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আবদুল ওহাব ইবন্ কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন সুবুকী তাকে এ পদ অর্পণ করে নিজে অব্যহতি নেন। অনেক কাজী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দরসে উপস্থিত হন। নিম্ন বর্ণিত আয়াত দ্বারা তিনি দারস শুরু করেন :

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَىٰٓ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔

"আর তারা (আনসাররা) তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও" (সূরা হাশর : ৯)। এই দিন জোহরের পর শায়খুশ্-শাব আল্ ফাদিল আল্ মুহাসসিল জামাল উদ্দীন 'আবদুল্লাহ ইবন্' আল্লামাহ শামসুদ্দীন ইবন্ কায়্যিম আল্-জাওযিয়া আল্-হাম্বলীর জানাযা পড়া হয়। বাবুস-সগীর গোরস্থানে পিতার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। বিপুল সংখ্যক লোক জানাযায় অংশ গ্রহণ করে। তিনি ছিলেন বহু ইলমের ধারক-বাহক, তীক্ষ্ণ মেধা ও ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন পণ্ডিত। তিনি ফাতাওয়া দিতেন, পাঠদান করতেন, পুনরালোচনা করতেন ও মুনাযারা করতেন। একাধিক বার পবিত্র হজ্জ পালন করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন ও তার কবরকে রহমতের পানি দ্বারা সিক্ত করুন।

শাওয়াল মাসের নয় তারিখ সোমবার দিনের বেলায় সূকে কাত্তানীন বা সুতা ব্যবসায়ীদের বাজারে আগুন ধরে যায়। সুলতানের নায়িব, হাজেব ও কাজীগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

বাজারের কর্মচারী ও আগন্তুক সবাই আগুন নিভাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। অবশেষে আগুনের তেজ কমে আসে। কিন্তু বহু দোকানপাট ও ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমি পরদিন সকালে গিয়ে দেখি, আগুন যেমন ছিল তেমনই আছে, ধোঁয়া উপরে উঠছে। আগুন নিভাতে লোকজন প্রচুর পানি ঢালছে, কিন্তু আগুন কিছুতেই নির্বাপিত হচ্ছে না। দেওয়াল ও প্রাচীর পড়ে গেছে, ঘর-দরজা পুড়ে ভেঙ্গে পড়েছে এবং ঘরের বাসিন্দারা অন্যত্র সরে গেছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হিজরী ৭৫৭ (খৃ. ১৩৫৭) সাল

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন মিসর, সিরিয়া, হারামাইনসহ অন্যান্য মুসলিম রাজ্যের সুলতান ছিলেন মালিকুন-নাসির হাসান ইবন্ মালিকুন-নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ মালিকুল মানসূর কালাউন আস-সালিহী। মিসরে কোন নায়িব এবং উযির ছিল না। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব কয়েক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিল। প্রথমে আমীর সাইফুদ্দীন শায়খুন, তারপরে আমীর সাইফুদ্দীন সারগাতামাশ এবং তারপরে আমীর ইয্যুদ্দীন মুগলাতায় আদ্-দাওয়ায়দার এ দায়িত্ব পালন করেন। মিসরের কাজী পদে তারাই বহাল থাকেন, যারা আগের বছরে কর্মরত ছিলেন। কেবলমাত্র শাফিঈ 'মাযহাবের কাজী পরিবর্তন হয়। এ পদে ছিলেন মরহুম তাকিউদ্দীন সুবুকীর পুত্র কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আবদুল ওহাব। এছাড়া নায়িব পদে হালবে আমির সাইফুদ্দীন ত্বাজা, তারাবলিসে আমির সাইফুদ্দীন মুনজিক, সাগাদে আমির শিহাবুদ্দীন ইবন্ সাবাহ, হামায় ইয়াদমার আল-আমরী। হিমসে আলাউদ্দীন ইবন্ মুআজ্জাম এবং বালাবাক্কুতে আমির নাসিরুদ্দীন আকওয়াস কর্মরত ছিলেন।

রবিউল আওয়াল মাসের প্রথম দিকে উমাইয়া মসজিদের সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্যে সংস্কার কাজ শেষ হয়। কাজের মধ্যে ছিল মসজিদের মেঝে ও দেওয়ালে উজ্জ্বল পাথর বসান। মাকসূরা ও কুব্বার মধ্যে লাগান মুক্তাপাথর ধৌত করা, উত্তম গালিচা বিছান, ফাঁনুস ও ঝাড়বাতি আরও উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ করা ইত্যাদি। নায়িবে সুলতানের নির্দেশক্রমে আমির আলাউদ্দীন আয়দাগামাশ নামক তবলাখানাতের জনৈক আমিরের তত্ত্বাবধানে এ সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়।

এ বছর রবিউস সানি মাসের আটাশ তারিখ শুক্রবার আরজুর আমির সাইফুদ্দীন বারাকের সালাতে জানাযা জামে' তানকুজে অনুষ্ঠিত হয় এবং সূফিয়া গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। উন্নত চরিত্র, অধিক পরিমাণ সালাত আদায়, প্রচুর দান-সদকা করা এবং ভাল কাজ ও ভাল লোকদের মহব্বত করার জন্য তিনি লোকের প্রশংসা অর্জন করেন। শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি তার দুই পুত্র নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ও সাইফুদ্দীন আবু বকর প্রত্যেকের জন্য দশটি করে নেযা দেয়ার অসিয়াত করেন। এছাড়া সুলতানের আসতাবলের পিতার চাকরী নাসিরউদ্দীন মুহাম্মাদকে দেয়া হয়। জুমাদাল উলা মাসের চার তারিখ বৃহস্পতিবার আমির সাইফুদ্দীন বারাক (রহ)-এর দুই পুত্র আমির ভ্রাতৃদ্বয় নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ ও সাইফুদ্দীন আবু বকরকে কবিলার অন্য দুই আমিরের পরিবর্তে খিল'আত প্রদান করা হয়। ওয়াক্ফ সম্পত্তি স্থানান্তর করা যাবে কি না, এ মাসআলা নিয়ে হাম্বলী

আলিমদের মধ্যে এ মাসে ইখতিলাফ ও বিরোধ দেখা দেয়। ইবন্ কাজী আল্ জাবাল আল হাম্বলী আমির সাইফুদ্দীন তায়দামার আল-ইসমাঈলী হাজিবুল হিজাব এর ওয়াক্ফ কৃত গৃহের ওয়াক্ফের যেসব শর্ত ছিল, তা স্থানান্তরিত জায়গায় কার্যকর থাকবে। এ ফয়সালা অনুযায়ী স্থানান্তর সম্পন্ন করা হয়। এ মাসআলায় শাফিঈ, হানাফী ও মালিকী মাযহাবের কাজীত্রয় একমত পোষণ করেন। কিন্তু হাম্বলী কাজী কাজীউল-কুজাত জামাল উদ্দীন মারদাবী আল মুকাদ্দাসী এতে অত্যন্ত ক্ষীপ্ত হন এবং এ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে মজলিসে আহ্বান করেন। মজলিসে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। তাদের অধিকাংশ আলিম এই দাবী করেন যে, ওয়াক্ফ সম্পত্তি স্থানান্তরের ব্যাপারে ইমাম আহমদের মাযহাব হচ্ছে প্রয়োজনে ও জরুরী অবস্থায় এবং ওয়াক্ফকৃত সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে, কেবল তখনই তা স্থানান্তর করা যাবে। শুধুমাত্র অতিরিক্ত সুবিধা অর্জন কিংবা বেশী বেশী উপকার পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করা যাবে না। এ মাসআলায় শায়খ তাকিউদ্দীন ইবন্ তাইমিয়ার মতামতকেও গ্রহণ করতে তারা কুণ্ঠিত হয়। এই মাসআলায় ইমাম আহমদের মতামত তার দুই পুত্র-সালিহ্ ও হারব্ এবং আবু দাউদ ও আরও কয়েকজনের সূত্রে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, স্থানান্তরের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেলে স্থানান্তর করা জায়েয। এ বিষয়ের উপর তিনি স্বতন্ত্র একটি পুস্তকও রচনা করেছেন। গ্রন্থকার শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবন্ কাছীর বলেন, আমি ঐ পুস্তক দেখেছি, আলোচিত বিষয়ে অবগত হয়েছি। লেখাটি উৎকৃষ্ট ও কল্যাণকর। যে কেউ পুস্তকটি পড়বে, ফিকহ শাস্ত্র সম্পর্কে তার ধারণা থাকলে নির্দ্বিধায় বুঝতে পারবে যে, এটাই ইমাম আহমদের মাযহাব। হযরত 'উমার (র)-এর একটি কাজ থেকে ইমাম আহমদ তার মতের পক্ষে দলীল হিসেবে এটি পেশ করেন। ইমামের পুত্র সালিহ বর্ণনা করেন ইয়াযিদ ইবন্ আওফ (র) থেকে, তিনি বর্ণনা করেন মাসউদী (র) থেকে, তিনি বর্ণনা করেন কাসিম ইবন্ মুহাম্মাদ (র) থেকে। তিনি বলেন, হযরত উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে ইবন্ মাসউদকে লিখিত নির্দেশ পাঠান, যেন তিনি কূফার জামি মসজিদকে সূকে তামারিনে স্থানান্তর করেন এবং মসজিদে জামি' আতিকের স্থানে বাজার নিয়ে আসেন। ইবন্ মাসউদ (রা) খলীফার নির্দেশমত স্থানান্তরের কাজ সম্পন্ন করেন,

ان عمر كتب الى ابن مسعود ان يحول المسجد الجامع بالكوفة الى موضع سوق التمارين
ويجعل السوق فى مكان المسجد الجامع العتيق. ففعل ذالك.

এ বর্ণনাটি সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, কেবল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্যেও স্থানান্তর করা বৈধ। কেননা, মসজিদে আতিককে বাজারে পরিণত করা অপরিহার্য ছিল না; শুধু অধিক সুযোগের জন্যে তা করা হয়। উক্ত বর্ণনার সনদে যদিও কাসিম ও উমার এবং কাসিম ও ইবন্ মাসউদের মধ্যে ইনকিতা' আছে তবুও সাহিবে মাযহাব ইমাম আহমদ (র) এর উপর দৃঢ়তা পোষণ করেন এবং এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন। আলোচ্য মাসআলায় এ বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। অত:পর মাসের আটাশ তারিখ সোমবার এ বিষয়ের উপর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জুমাদাল উলা মাসের চব্বিশ তারিখ বুধবার রাত্রে বাবুল ফারাজের বাইরে এক ভয়াবহ অগ্নি কাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ আগুনে ত্বাজ, ইয়ালবাগা ও তওয়াশী বিনত তানকুজের বিরাট বিস্তৃত মহল পুড়ে যায়। এছাড়া ঘর-দরজা, দোকান-পাটসহ আরও বহু কিছু পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায়। মানুষের মাল-সম্পদ, আসবাবপত্র, খাদ্যোপকরণ, পিতলের মালামাল ও আরও অনেক কিছু বিনষ্ট হয়ে যায়। মালামাল বাদে অন্য যা কিছু ক্ষতি হয়, তারই মূল্য হবে দশ লক্ষ দিরহাম বা তার চেয়েও বেশী। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অনেক লোক বর্ণনা করেছে যে, এই মহলগুলোতে সূদী কারবার জুয়া খেলাসহ বিভিন্ন রকম অনৈতিক ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড চলতো।

জুমাদাল উলা মাসের সাতাশ তারিখ সংবাদ আসে যে, অভিশপ্ত ফিরিঙ্গীরা সাগাদ শহর আক্রমণ করেছে। তারা সমুদ্র পথে সাতটি জাহাজে করে আসে। শহরের বেশকিছু লোক তারা হত্যা করে, অনেক মাল লুট করে এবং অনেককে বন্দীও করে। জুমা'আর দিন ফজরের সময় তারা এ হামলা চালায়। অপর দিকে মুসলমানরা প্রতিরোধ করে বহু সংখ্যক ফিরিঙ্গী হত্যা করে এবং তাদের একটি জাহাজ ভেঙ্গে দেয়। ফিরিঙ্গীরা শনিবার অপরাহ্নে আসরের পূর্বে আগমন করে এবং ওয়ালী জুরায়হ মুছকাল এসে উপস্থিত হয়। এ সময় নায়িবে সুলতান ঐ দিকে অবিলম্বে সেনা অভিযান চালাবার নির্দেশ দেন। আল্লাহ্‌র ফদলে সৈন্যরা ঐ রাত্রেই অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। হাজিবুল হিজাব অভিযানের নেতৃত্ব দেন। সাগাদে নায়িব আমির শিহাবুদ্দীন ইবন্ সাবাহ তাদের অভ্যর্থনায় নেমে আসেন। অত:পর দামিস্কে বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়। এ সময় ফিরিঙ্গীরা যেসব মালামাল সংগ্রহ করেছিল সেগুলিসহ বন্দীদের নিয়ে সমুদ্র-বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরিঙ্গীদের এক সম্ভ্রান্ত শায়খকে আটক করেছিল। এই শায়খ সকলের পরে ময়দান ত্যাগ করবে বলে পিছনে পড়েছিল। তখন মুসলিম সৈন্যগন বন্দী বিনিময়ের জন্যে ফিরিঙ্গীদের সাথে যোগাযোগ করে এবং বন্দী প্রতি পাঁচশ দিরহাম মুক্তি পণ দিতে সম্মত হয়। এর ফলে ফিরিঙ্গীরা মুসলমানদের বন্দী ফান্ড থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার দিরহাম সংগ্রহ করে। তাদের হাতে আর কোন বন্দী অবশিষ্ট থাকেনি। একজন ফিরিঙ্গী বালক সর্বক্ষণ মুসলমানদের সঙ্গে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু শায়খে জারীহ তাদের নিকট তাকে প্রত্যার্পণ করে। এ পর্যায়ে ফিরিঙ্গীরা পিপাসায় ভীষণভাবে কাতর হয়ে পড়ে। তাই সেখানে অবস্থিত একটি নহর থেকে পানি পান করার জন্যে তারা অগ্রসর হয়। কিন্তু মুসলিম সৈন্যগণ দ্রুত গিয়ে তাদেরকে বাধা দেয় এবং এক কাতরা পানিও দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেয়। সে কারণে কাল বিলম্ব না করে যা কিছু গণিমত সাথে ছিল তাই নিয়ে মঙ্গলবার রাতেই তারা সেখান থেকে প্রস্থান করে। ফিরিঙ্গীদের যেসব নেতৃস্থানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ লোক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছিল তাদের মস্তক কর্তন করে দামিস্কের দুর্গের উপরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। মুসলমানরা যখন এই কাজে লিপ্ত, তখন সংবাদ আসে যে ফিরিঙ্গীরা ইনাস আক্রমণ করেছে। তারা রবিজ অধিকার করে দূর্গ অবরোধ করে আছে। ঐ দূর্গে নগরের নায়িব অবস্থান করছে। সংবাদ বহনকারীরা জানায় যে, ফিরিঙ্গীরা শহরের বহু অধিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এদের মুকাবিলার জন্যে হালবের অধিপতি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা তিনি যেন নিজ ইচ্ছা ও শক্তিবলে এই বাহিনীকে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে

বিজয় দান করেন। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে আরও সংবাদ ছড়ায় যে, আলেকজান্দ্রীয়া শত্রু সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত এ সংবাদের সঠিক তথ্য জানা যায়নি। এর জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য কামনা করা হয়। জুমাদাস সানিয়াহ মাসের চার তারিখ শনিবার সায়দায় নিহত ফিরিঙ্গীদের ত্রিশজনেরও বেশী লাশের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসা হয়। এগুলো দুর্গের শীর্ষে ঝুলিয়ে রাখা হয়। মুসলমানগণ উখরা মাসের বাইশ তারিখ বুধবার রাত্রে বাবুস-সগীরের অভ্যন্তরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ঘটনার সূত্রপাত হয় মসজিদে শানাশীনের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র বাজারের নিকট অবস্থিত চিনি তৈরির কারখানা থেকে। আগুনে ঐ কারখানা এবং আশপাশের দোকান-পাটসহ আবু নসর হাম্মামখানা পর্যন্ত যা কিছু ছিল সবই পুড়ে যায়। উক্ত ক্ষুদ্র বাজার ও তৎসংলগ্ন ঘরবাড়িও এ অগ্নি থেকে রক্ষা পায়নি। এ অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাবুল ফারজের অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতির প্রায় সমপরিমাণ কিংবা তার চেয়েও বেশী হবে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সুলতানের নায়িব অকুস্থলে হাজির হন। ‘ঈশার সালাতের সময় এ ঘটনা সংঘটিত হয়। তখন প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। এছিল মহা-প্রতাপশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহ্‌র ধার্যকৃত ঘটনা।

জুমাদাস সানিয়াহ মাসের আটাশ তারিখ মঙ্গলবার রাত্রে শায়খুর রুওয়াত শায়খ ইয্‌যুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন্ ইসমাঈল ইবন্ ‘উমার আল-হামাবী ইনতিকাল করেন। পরদিন যোহরের পর উমাইয়া জামে' মসজিদে তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাবুস সগীর গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। হিজরী ছয়শ আশি (খৃ ১২৮২) সালের রবিউল আওয়াল মাসের দুই তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অনেক হাদীস তিনি সংগ্রহ করেন এবং জীবনের শেষের দিকে একদল বর্ণনাকারীর বরাতে এককভাবে তিনি হাদীস রিওয়ায়েত করেন। তার মৃত্যুর সাথে বায়হাকীর সুনানে কবীরের সিমা'বা শুনান বন্ধ হয়ে যায়।

রজব মাসের পনের তারিখ জুমু'আর রাত্রে সাফহে কাসিউনে সালিহিয়া মহল্লায় এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এ ঘটনায় তথাকার হাম্বলী মসজিদের সামনের বাজার উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সম্পূর্ণটাই পুড়ে ভষ্মিভূত হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

রামাদান মাসের পাঁচ তারিখ শুক্রবার সূকে খায়লের পশ্চিম পাশে নব নির্মিত মসজিদে খুতবা প্রদান করা হয়। এই মসজিদটি সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আন-নাসিরী কর্তৃক নির্মিত হয় এবং এই দিনে উদ্বোধন করা হয়। মসজিদটি ছিল সুন্দর কারুকার্যময় ও শোভনীয়। শায়খ নাসিরুদ্দীন ইবন্ রাবওয়া আল্ হানাফী খুতবা পেশ করেন। অবশ্য খুতবা দেয়ার অধিকার নিয়ে তার সাথে শায়খ শামসুদ্দীন আশ শাফিঈ আল্-মুসিলির কিছুটা বিরোধ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তিনি তার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ইয়ালবাগা নাসিরীর লিখিত নিয়োগপত্র ও সরকারী অনুমোদনের প্রমাণপত্র দেখান। কিন্তু ইবন্ রাবওয়ার প্রমাণ ছিল আরও শক্তিশালী। কেননা তিনি শায়খ কিয়ামুদ্দীন ইতকানী আল্-হানাফীর নায়িব এবং মিসরেই তার অবস্থান। তাছাড়া সুলতানের নিয়োগপত্রও তার কাছে রয়েছে। আর এ নিয়োগ মুসিলির নিয়োগের পরে দেয়া হয়। সুতরাং ইবন্ রাবওয়ার পক্ষেই ফায়সালা হয়। এরপর তিনি দারুস-সা'আদা থেকে পাঠান কাল বর্ণের খিল'আত পরিধান করেন। এবং তারা তার সামনে খলীফাসুলভ কালো বর্ণের সসেজ পরিধান করে হাজির হয়। মুয়াজ্জিনগণ নিয়ম অনুযায়ী তাকবীর দেয়। তিনি এ দিন

উৎকৃষ্ট খুতবা পেশ করেন। আলোচ্য বিষয়ের অধিকাংশই কুরআনের ফযীলত সম্পর্কে। মিহরাবে দাঁড়িয়ে সালাতে তিনি সূরা ত্বা-হা এর প্রথম থেকে পাঠ করেন। অনেক আমির, সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বেশ কিছু কাজী সালাতে উপস্থিত থাকেন। এ দিনটি একটি স্মরণীয় দিন হিসেবে গণ্য হয়। লেখক বলেন, উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলাম এবং খতীবের নিকটেই ছিলাম।

একটি আশ্চর্য বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। যিলকাদ মাসে একটি পত্র সম্পর্কে আমি অবগত হই। তারাবলিস থেকে এক ব্যক্তি তার এক বন্ধুর নিকট এই পত্র লিখেছে। পত্রের বিষয়বস্তু এই: বন্ধুবর! আপনি শায়খ ইমাদুদ্দীন কে-এখানকার ঘটনা জানাবেন। উপকূলীয় এলাকা তথা তারাবলিস থেকে বায়রূত হয়ে গোটা কাসরাওয়ান অঞ্চল ভয়াবহ দাবানলে পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে। এ অঞ্চলের সমস্ত পাহাড় জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। চিতা, সরীসৃপ, শৃগাল, শূকরসহ সকল জীবজন্তু মারা গেছে। বনের পশুরা পালিয়ে আশ্রয় নিতে পারে এমন কোন ঝোঁড়ঝাপ অবশিষ্ট নেই। বেশকিছু দিন পর্যন্ত এ দাবানল স্থায়ী থাকে। আগুনের ভয়ে মানুষ দৌড়ে সমুদ্রকূলে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। তেল উৎপাদনকারী অগণিত যয়তূন গাছ পুড়ে যায়। অবশেষে আল্লাহ্র হুকুমে বৃষ্টিপাত হলে আগুন নির্বাপিত হয়। বৃষ্টি বর্ষণ হয় তাশরীনে। এ বছর যিলকাদ মাসে এ ঘটনা ঘটে। পত্র লেখক বলেন, একটি আশ্চর্য বিষয় হলো, একটি বৃক্ষ হতে একটি পাতা ঝরে পড়ে। এক বাড়ির ছাইগাদা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। পাতাটি গড়িয়ে ঐ ধোঁয়ার মধ্যে পড়ে। এর থেকে আগুন উঠে ঐ বাড়ির আসবাবপত্র কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য যাবতীয় সামগ্রী পুড়ে ভষ্ম হয়ে যায়। এর মধ্যে অনেক রেশমী কাপড় এবং অলংকারাদিও ছিল। এই শহরের অধিকাংশ লোক দরজিয়া ও রাফিজী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। পত্রের লেখক মুহাম্মাদ ইবন্ ইয়ালবান তার বন্ধুর নিকট যে পত্র লিখেছে, আমি তা থেকে উদ্বৃত করলাম। আমার কাছে মনে হয়েছে উভয়ই বাচাল। এসব আশ্চর্য ছাড়া কি?

এই মাসে অর্থাৎ যিল্‌কাদে শায়খ ইসমাঈল ইবন্ ইয়য্ হানাফী ও তার কতিপয় হানাফী বন্ধুদের সাথে বিবাদ-বিতর্ক দেখা দেয়। এর কারণ হলো, তিনি কোন এক মকদ্দমায় এক ব্যক্তির উপর বাড়াবাড়ি করেন। এ ঘটনা তাকে তিন দিন বিচারের মজলিসে হাজির হতে বাধ্য করে। তিনি তাদের নিকট বিদ্রোহী অহংকারী হিসেবে আবির্ভূত হন। শেষে যখন তিনি বিচারের মজলিসে উপস্থিত হন। তখন হানাফী নায়িব কাজী শিহাবুদ্দীন আল্-কাফারী তার আদালত বা বিশ্বস্ততা তিরোহিত হওয়ার ফায়সালা দেন। এরপর খবর জানা গেল যে, তিনি মিসরের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সংকল্প করছেন। তখন নায়িব লোক পাঠিয়ে তাকে ধরে এনে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন এবং নিজ গৃহে অবস্থান করার জন্য ছেড়ে দেন। অবশ্য তার ব্যাপারে কাযিউল কুযাত সুপারিশ করেন। এতে ভাল ফল দেখা যায়। সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহ্রই।

হিজরী ৭৫৮ (খৃ. ১৩৫৮) সাল

এ বছর যখন শুরু হয়, তখন মুসলিম জাহানের খলীফা ছিলেন আমিরুল মু'মিনীন মু'তাজিদ বিল্লাহ আবু বকর ইবন্ মুসতাকফী বিল্লাহ আবুর রবি' সুলায়মান আল-'আব্বাসী।

মিসর ও তার অঙ্গ রাজ্যসমূহে, সিরিয়া ও তৎসংলগ্ন রাজ্যসমূহে হারামায়ন শরীফায়ন ও অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের সুলতান ছিলেন মালিকুন নাসির হাসান ইবন্ মালিকুন নাসির মুহাম্মাদ ইবন্ মালিকুল মানসূর কালাউন আস-সালিহী। মিসরে তার কোন নায়িব ও উযির ছিল না। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দুইজন শীর্ষ আমিরের উপর ন্যাস্ত ছিল। আমিরদ্বয় হলেন, সাইফুদ্দীন শায়খুন ও সারগাতামিশ আন্-নাসিরী। মিসরের কাজী হিসেবে তারাই বহাল থাকেন, যারা গত বছর কর্মরত ছিলেন। সিরিয়ার দামিস্কে নায়িব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন আমির আলাউদ্দীন আমির আলী আল্ মারদানী। দামিস্কের কাজী পদে তারাই বহাল ছিলেন, যাদের উল্লেখ গত বছরের আলোচনায় করা হয়েছে।

টীকা: ১। উকিয়া: অর্ধেক রতলের ষষ্ঠমাংশ; $\frac{১}{১২}$ পাউন্ড; এক আউন্স।

টীকা: ২। তাশরীন: তুর্কী মাসের নাম। ইংরেজী অক্টোবর মাস।

টীকা: ৩। দরজিয়া: আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আদ দরজীর অনুসারী এক সম্প্রদায়ের দিকে সম্পর্ক। লেবানন ও হাওরানে এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

একটি অভিনব ঘটনা

এ বছর রজব মাসের চব্বিশ তারিখ বুধবার দামিশকের জামে' মসজিদ তথা মাশহাদে আলী প্রমুখ-এর প্রতিবেশী এবং তাদের অনুসারী একদল ফকীর এমন কিছু গৃহে হানা দেয় যেগুলো মদ ও হাশীশ বিক্রির অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। তারা অনেকগুলো মদের পাত্র ভেঙে ফেলে, তাতে যে মদ ছিল, সেগুলো ফেলে দেয় এবং অনেকগুলো হাশীশ ইত্যাদি নষ্ট করে ফেলে।

তারপর তারা মজুদদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পরিচালনা করে। তখন বারযাবিয়া কাসাবারিয়ার মধ্যে প্রজারা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং হাতাহাতি লড়াই হয়। অনেকে তরবারী পর্যন্ত উন্মুক্ত করে ফেলে। যেমনটি ওপরে আলোচিত হয়েছে। অগত্যা বাদশাহ মদীনা ও আলবাব এর গভর্নরের নিকট মদ্যপ ও হাশীশীদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যের আবেদন করলে তারা সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে।

তারা বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে আসে এবং একস্থানে পতাকা গেড়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের চারপার্শ্বে গিয়ে ভিড় জমায়। কিন্তু অপরাহ্নে নকীব ও খাযানদারিয়ার একদল লোক বেরিয়ে এসে জামে' মসজিদের প্রতিবেশীদের একদল লোককে ধরে এনে হাতুড়ি দ্বারা পেটায়। তারা তাদেরকে নগরীতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘোষণা দিতে থাকে, এ হলো সুলতানের পতাকা তুলে অবৈধভাবে সমবেত হওয়ার শাস্তি।

এ ঘটনায় মানুষ বিস্মিত হয়ে পড়ে এবং এ কাজের প্রতিবাদ জানায়। তারা জনতার মধ্য থেকে দুই প্রতিবাদী ব্যক্তিকে ধরে তাদের একজনকে পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং অপর ব্যক্তিকেও প্রহার করে। তাতে সেও মৃত্যুবরণ করেছে বলে কথিত আছে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এ বছরের শা'বান মাসে আমীর সাইফুদ্দীন তামার আল-মাহমানদার-এর আযাদকৃতা দাসীদের একজন সম্পর্কে সংবাদ বেরোয় যে, সে মহিলা আনুমানিক সত্তর দিনের গর্ভবতী ছিল। এ সময়েই সে প্রসব করতে শুরু করে। একে একে লাগাতার কিংবা বিরতি দিয়ে দিয়ে সে মহিলা চল্লিশ দিনে প্রথমে চৌদ্দটি এবং পরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। তাদের গঠন-আকৃতি এমন ছিল যে, কম লোকই কোন্‌টি কন্যা, আর কোন্‌টি পুত্র, তা পার্থক্য করতে সক্ষম হয়।

এ সময় সংবাদ আসে যে, সুলতানের এক মামলুক মিসর ও সিরীয় অঞ্চলের শাসনকর্তা আমীর সাইফুদ্দীন শায়খুলকে তাঁবুতে পেয়ে তাকে তরবারী দ্বারা একাধিক আঘাত হানে। তাতে তার দেহের কয়েক স্থানে জখম হয়। তার মধ্যে একটি জখম হয় মুখে, একটি হয় হাতে। তাঁকে আহত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ঘটনায় একদল আমীর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এমনকি কথিত আছে যে, তারা মুকাবিলার জন্য প্রতিপক্ষকে আহ্বান জানায়। কিন্তু তারা এগিয়ে আসেনি। এ বিষয়ে জোরালো ভাষায় খুতবা পাঠ করা হয়। তারা এই ঘটনার জন্য আমীর সাইফুদ্দীন সারাগতামাশকে অভিযুক্ত করেন। আমীরগণ দাবি করেন, এ ঘটনা আমীর সাইফুদ্দীন ও তার অনুচরদের সহযোগিতায় ঘটেছে। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

হালবের হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা আরগুন আল্-কাসেমীর মৃত্যু

তিনি এ বছর শাওয়াল মাসের ছাব্বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার বায়তুল মুকাদ্দাসে মৃত্যুবরণ করেন এবং মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বস্থ নিজের তৈরীকৃত কবরস্থানে সমাধিস্থ হন। তিনি হালবের পর কিছুদিন দামিশকের নায়েবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তারপর সেই অঘটন সংঘটিত হয়, যার মূলে ছিল ইয়ামবাগা। আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন। অগত্যা তিনি হালব চলে যান। তারপর কিছুকাল ইসকান্দারিয়ায় কারারুদ্ধ থাকেন। পরে সেখান থেকে মুক্তিলাভ করে বায়তুল মুকাদ্দাসে বসতি স্থাপন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। শরীফ ইব্‌ন যুবাইক তাকে শাস্তি প্রদান করেছিলেন।

আমীর শায়খুন এর মৃত্যু

যিল্‌কদ মাসের ছাব্বিশ তারিখ শুক্রবার রাতে মিশরীয় অঞ্চল থেকে আমীর শায়খুন এর মৃত্যুসংবাদ আসে এবং পরদিন নিজ কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাতে মাযহাব চতুষ্টয়ের উপর গবেষণার ব্যবস্থা করেন এবং দারুল হাদীস ও সূফীদের জন্য খানকা প্রতিষ্ঠিত করেন। তার জন্য তিনি বিপুল পরিমাণ সম্পদ ওয়াক্‌ফ করেন এবং প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষকও নিয়োগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি বিপুল সম্পদ, মিসর ও সিরিয়ায় দেশময় অনেক নথিপত্র, একাধিক কন্যাসন্তান ও স্ত্রী রেখে যান। উল্লিখিত সুলতানের সন্তানগণ উইলসূত্রে তার ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। তার মৃত্যুর পর তারই দলভুক্ত অনেক আমীর মিসরের শাসনক্ষমতা বহাল রাখেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, ইয্‌যুদ্দীন বাকতায়া, দাওয়াদার ও ইবন্ কারসুন। তার মা হলেন সুলতানের বোন। সুলতান কারসুন-এর পর তার জন্য শায়খুনকে রেখে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

৭৫৯ হিজরী সাল

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন মিসর, সিরিয়া, হারামাইন শরীফাইন ও তার অনুগত অঞ্চলগুলোর ইসলামী সম্রাট ছিলেন আল-মালিকুন নাসির হাসান ইবনুল মালিক আন-নাসির মুহাম্মদ ইবনুল মীরক আল-মানসুর কালাউন হীরন আব্দুল্লাহ্ 'আস-সালিহী। বিগত বছরের যিলকদ মাসের ছাব্বিশ তারিখে আমীর শায়খুন এর মৃত্যুতে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি আমীর শায়খুন এর ত্যাজ্য সম্পত্তির বিপুল অংশ লাভ করেন। যেমন– সোনা-রূপার সম্ভার, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্য। অনুরূপ দাস-দাসী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি, যার হিসাব করা কষ্টসাধ্য ও দুষ্কর। আমাদের জানামতে মিসরীয় অঞ্চলে এ যাবত কোন নায়েব বা উজির তার মতো সম্পদশালী ছিলেন না।

এ বছরও বিচারক তারাই ছিলেন, যারা ছিলেন বিগত বছর। দামিশকের নায়েব, কাজীও তারাই ছিলেন, যারা বিগত বছর ছিলেন। শুধু হানাফী কাজী পরিবর্তিত হন। নাজমুদ্দীন আত্-তুসীর পরিবর্তে এ বছর হানাফী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত শারফুদ্দীন আল্-কুকরী। নাজমুদ্দীন আত্-তুসী বিগত বছর শা'বান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। এ বছর হালবের নায়েব ছিলেন সাইফুদ্দীন তাম। তারাবলিসের মানজাক, হামাতের ইসতাদমার আল-আমরী, জাগাদের শিহাবুদ্দীন ইবনু সারূহ, হিমসের সারাহুদ্দীন খলীল হীরন খাজ্বারক এবং বাআলাবাক্কা এর নাসিরুদ্দীন আল-আকওয়াস।

মুহাররমের চৌদ্দ তারিখ সোমবার সকালে বিদ্রোহী তাজকে শায়েস্তা করার কাজে হাসবের বাহিনীকে সাহায্য করতে চার হাজার সৈন্য হাসবের অভিমুখে রওনা হয়। মুহাররমের একুশ তারিখে ঘোষক রাজ্যের নায়েবের পক্ষ থেকে এইমর্মে ঘোষণা দেয় যে, হাদীদে অবস্থিত অবশিষ্ট সৈন্যরাও যেন রওনা হয় এবং আল-নায়ল বাজারে গিয়ে সমবেত হয়। আর আমীর তায়েব নগরীতে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে তারা ছামিয়্যতুল ইকাব অভিমুখে রওনা হয়।

যখন নায়েব সুলতানের বাহিনীর সঙ্গে মিসরীয় অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সংবাদটি সুনিশ্চিত হলো, তখন জনতা ভয়ে কেঁপে উঠলো। তারা দারুস সাআদা পরিত্যাগ করে দুর্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। বহু আমীর নগরীর অভ্যন্তরে নিজ নিজ বাসভবনে আত্মগোপন করেন এবং আন-নাস্‌র ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে মানুষ অধিক ভীত হয়ে ওঠে। তারপর আল-কারাদীস, আল-কারজ ও আল-জাবিয়া ব্যতীত নগরীর সব কটি ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। হাজীদের প্রবেশের জন্য এ তিনটি ফটক খোলা রাখা হয়।

মুহাররমের তেইশ তারিখ শুক্রবার সকালে রাজবাহন প্রবেশ করে। তাজ এবং হুরানের আশীর-এর কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকায় জনতা সুলতানকে স্বাগত জানাতে ব্যর্থ হয়।

এদিকে হুরানের প্রধান প্রহরী আমীর সাইফুদ্দীন এর বিদ্রোহ এবং তার সারখাদ দূর্গে বন্দী করার সংবাদ আসে। আমীর জামালুদ্দীন আল-হাজিব এর সঙ্গে তার তরবারীটি এসে পৌছায়। তাকে ছানিয়ার নিকট ওয়াতাকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

তাজ তার বাহিনী নিয়ে কাতীদা ফটকের সন্নিকটে এসে পৌঁছায় এবং তার অগ্রভাগ সিরিয়ার নায়েবের বাহিনীর অগ্রভাগের মুখোমুখি হয়। তবে সংঘাত বাঁধেনি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য।

পরে তিনি ও নায়েব সন্ধির বিষয়ে পত্রবিনিময় করেন। প্রস্তাব হয়, 'তাজ' আত্মসমর্পণ করে দশবাহনের বহর নিয়ে সুলতানের নিকট গিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে নেবেন। এ কাজে নায়েব সুলতান মধ্যস্থতা করবেন। তার ব্যাপারে তিনি সুলতানের নিকট যতটুকু সম্ভব নমনীয়তা প্রদর্শন করবেন।

এই প্রস্তাবে 'তাজ' সম্মত হন এবং অসিয়তে তিনি সাক্ষী থাকবেন। তাকে তলব করা হয়। নায়েব সুলতান আমকারের বিচারপতি কাজী শিহাবুদ্দীনকে তার নিকট প্রেরণ করেন। ইনি গিয়ে উপস্থিত হলে 'তাজ' স্বীয় পুত্র ও পিতার নামে অসিয়ত করেন। এই অসিয়তে তিনি মারদানীর আমীর আলাউদ্দীন এবং আমীরে সারাগতামাশকে সাক্ষী রাখেন।

নায়েব সুলতান মুহাররমের চব্বিশ তারিখে শনিবার মাগরিবের পর এবং ঈশার আগে ফিরে আসেন। জনতা তার জন্য অনেক দু'আ করে এবং তার ভূমিকায় অত্যধিক আনন্দিত হয়। আমীর 'তাজ' আনুগত্য মেনে নেয়ায় এবং বিপুলসংখ্যক সৈন্য থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ না করায় জনগণ সন্তোষ প্রকাশ করে। অথচ তার দুই ভাই ও সহচরগণ তাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করছিল।

মারদানীর গভর্নর আমীর আলাউদ্দীন রাজ্যের নায়েবের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমস্যার সমাধানের সংবাদ জানায়। তার বক্তব্যের বিবরণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের প্রতি পরম অনুগ্রহ করেছেন। তাদের মাঝে পরস্পর যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। 'তাজ' কাতাদায় এসে পৌঁছুলে আমরাও খান লাজীনের সন্নিকটে গিয়ে উপণীত হই। আমি তার নিকট এই বার্তা দিয়ে একজন মামলুককে প্রেরণ করি যে, নির্দেশ এসেছে আপনি মাত্র দশটি বাহনের বহর নিয়ে মিসরীয় অঞ্চলে চলে যান। যদি যান, তাহলে আহ্লান, সাহ্লান। অন্যথায় ধরে নেয়া হবে যে, আপনি সমস্যার মূল। আমি জুমা'র রাতে সারা রাত বাহিনী নিয়ে ঘোরাফেরা করি। সে সময়ে তিনি অস্ত্রসজ্জিত ছিলেন। অবশেষে আমার মামলুক তার মামলুককে সঙ্গে করে ফিরে আসে। এসে জানায়, তিনি যেভাবে পূর্ণ বাহিনী নিয়ে এসেছেন, তদ্রূপ সমস্ত বাহিনীকে নিয়েই যাওয়ার দাবি করছেন। আমি বললাম, সুলতানের নির্দেশ অনুপাতে দশটি মাত্র বাহন নিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনো পথ নেই। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি ফিরে যান। পরে মিসর থেকে আসা আমীর দাবি জানায়, 'তাজ' আপনার নিকট তার মামলুকদের নিয়ে প্রবেশের আবেদন জানাচ্ছে।

যাহোক, তিনি দামিশক অতিক্রম করে কাসওয়া পৌঁছে সেখানে তার বাহিনী অবতরণ করে। সেখান থেকে তিনি সুলতানের নির্দেশনা মোতাবেক দশ বাহন সৈন্যসহ রওনা হন। আমি বললাম, এভাবে দামিশক প্রবেশ করা ব্যতীত এবং সুলতানের আদেশ মান্য না করে তার আর কোন পথ নেই। তার নিকট যদি অশ্ব, জনবল ও অস্ত্র-শস্ত্র থাকে, তবে তো আমার নিকটও তার কয়েকগুণ বেশী আছে। উত্তরে আমীর আমাকে বললেন, আপনি তার মূল্য ভুলে যাবেন না। আমি বললাম, যা শুনছেন, তার অন্যথা হবে না।

অগত্যা তিনি ফিরে যান। একটি তীর নিক্ষেপ করলে যতদূর যায়, বড়জোর অতটুকু যাওয়ার পরই তাদের নিকট থাকা আমাদের দূতরা এসে সংবাদ জানায় জামাত ও তারাবলিসের বাহিনী এবং তাদের সঙ্গে থাকা দামিশকের সৈন্যরা এসে পৌঁছেছে। তারা আর 'তাজ' এক হয়ে গেছে। শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে বাহিনী নিয়ে রওনা হয়ে পড়ি এবং আমার সামনে দুটি ইউনিটকে প্রেরণ করে বলে দেই, তোমরা আগত বাহিনীগুলোর নজর রাখো, আর তারা তোমাদের দেখে বুঝুক, আমরা তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছি। ঠিক এমন সময় 'তাজ' এর দূত এসে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে এবং জানায়, 'তাজ' বাহনে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। আর কাতীদায় তিনি যে দাবি জানিয়েছিলেন তাও প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

দিনটি ছিল শুক্রবার। আমি রাতে একদল সৈন্য নিয়ে অস্ত্রহাতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত টহল দিতে থাকি। আমার আশংকা ছিল, এটি প্রত্যাহার নাও হতে পারে। কিন্তু গুপ্তচররা এসে সংবাদ জানায়, তারা তাদের তীর-বর্শা ও অধিকাংশ অস্ত্র গুটিয়ে নিয়েছে। তাতে আমরা তার আনুগত্য ও আদেশ মান্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হই। শনিবার সকালে 'তাজ' অসিয়ত করে দশটি বাহন সৈন্য নিয়ে মিসরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওনা হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য।

সফর মাসের চব্বিশ তারিখ সোমবার সারখাদ দূর্গে কারারুদ্ধ প্রধান প্রহরী মিসরীয় অঞ্চল থেকে এ উদ্দেশ্যে আসা দূতের সঙ্গে প্রবেশ করেন। একদল আমীর ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি নিজ গৃহে অনেক দান-সদকা করেন। তাতে জনগণ অত্যন্ত খুশি হয়। তিনি ও জনগণ বলতে শুরু করে, তিনি মর্যাদার সঙ্গে মিসরীয় অঞ্চলে গমন করবেন এবং সেখানে এক হাজার দিরহাম ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি লাভ করবেন। কিন্তু মাসের সাতাশ তারিখ মানুষ কিছু বুঝে উঠতে না উঠতে তিনি আল-মানসূরা দূর্গে শৃংখলিত অবস্থায় প্রবেশ করেন। উক্ত আনন্দের পর মানুষ এই বিষাদময় সংবাদে বিস্মিত হয়ে পড়ে। যাহোক, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তা ঘটেই থাকে।

রবিউল আউয়ালের চার তারিখ বুধবার প্রহরীকে নিয়ে জামে' মসজিদের চত্বরে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার তাকে দূর্গ থেকে বের করে দারুল হাদীসে উপস্থিত করা হয়। বিচারপতিগণ বিভিন্ন অভিযোগের নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সেখানে উপস্থিত হন। নয় তারিখ সোমবার মিসরীয় অঞ্চল থেকে উক্ত প্রহরীকে নিয়ে যেতে দূত আসে। ফলে তাকে সুলতানিয়া দূর্গ থেকে বের করে আনা হয়। তিনি নায়েব সালতানার নিকট এসে তার পায়ে চুম্বন করেন। তারপর নিজ বাড়িতে চলে যান। সেদিনই সসম্মানে মিসরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওনা হয়ে যান। বিপুলসংখ্যক জনতা তার আগে আগে এগিয়ে যায় এবং তার জন্য দু'আ করে। এ ছিল এক অভিনব ঘটনা। সারখাদের কারাজীবনে তিনি অনেক কষ্ট ভোগ করেন। পরে সেখান থেকে মুক্তি লাভ করেন। তারপর দামিশকের দুর্গে আটক হয়ে সেখান থেকেও মুক্তিলাভ করেন। এসব ঘটনা ঘটে এক মাসের মধ্যে।

জুমাদাল ঊলার বারো তারিখ রবিবার নায়েব সালতানার দামিশক থেকে পদচ্যুতির সংবাদ আসে। সোমবার দিন আর তিনি বাহনের চড়েননি এবং বিচারালয়ে উপস্থিত হননি। পরে তদন্তে বিষয়টি নিশ্চিত হয় এবং এ তথ্যও জানা যায় যে, তিনি হালবের নায়েব পদে অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন, আর হালবের নায়েব দামিশকের নায়েবের দায়িত্ব লাভ করছেন। ফলে তার সাধুতা,

বদান্যতা ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গে তার সদ্ব্যবহারের ফলে অধিকাংশ মানুষ এর জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করে। কিন্তু সহচররা তার আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নে অসম্মতি প্রকাশ করে। তাতে ব্যাপক বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং তারা নগরীর অধিকাংশ এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এই সূত্র ধরে নগরীর অধিবাসীদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

পঁচিশ তারিখ শনিবার সকালে মারদানীর আমীর পদচ্যুত নায়েবের সন্ধানে নায়েবের পদমর্যাদা নিয়ে দামিশক থেকে রওনা হন। প্রকাশ্য মাঠে তার তাঁবু স্থাপিত হয়। জনতা অনুসন্ধান কাজে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

এদিন নায়েবের রওনা হওয়ার সামান্য পরে আমীর সাইফুদ্দীন তাইদামার আল-হাজিব প্রহরার দায়িত্বে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে মিসরীয় অঞ্চল থেকে রওনা হন। জনতা মশাল হাতে বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে মিলিত হয় এবং তার জন্য দু'আ করে। তার পর সেদিনই তিনি মালিকুল উমারার খেদমতে রওনা হয়ে যান। তিনি মালিকুল উমারার হাতে চুম্বন করেন এবং আমীরগণ তাকে উপঢৌকন প্রদান করেন। তারা পরস্পর সমঝোতা করে নেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

নায়েবুস সালতানা মানজাক-এর দামিশকে প্রবেশ

এ ঘটনাটি ঘটে জুমাদাল উখরার চব্বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে। তিনি হালবের দিক থেকে প্রবেশ করেন। সে সময় যথারীতি তার সামনে ছিল আমীরগণ ও সেনাবাহিনী। তার আগমন উপলক্ষ্যে মশাল জ্বালানো হয়। জনগণ বেরিয়ে আসে। অনেকে ছাদে রাত কাটায়। দিনটি ছিল ভয়ানক।

রজব মাসের শেষের দিকে রাজ্যের নায়েব রাবওয়ায় এসে উপস্থিত হন। বিচারপতি ও আমলাদের এবং মুফতীদেরকে উপস্থিতকরার আদেশ তিনি জারী করেন। সেদিন যাদের তলব করা হয়েছিল, আমিও তাদের একজন ছিলাম। আমিও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই।

সেদিন রাজ্যের নায়েব রাবওয়ার নির্মিত ভবনগুলো ভেঙে ফেলার এবং হাম্মামখানাগুলো বন্ধ করে দেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এই ভবনগুলো বিচারকার্য পরিচালনা করার নিমিত্ত নির্মাণ করা হয়েছিল। আর হাম্মামখানার ময়লা-আবর্জনা গিয়ে এমন একটি নদীতে নিপতিত হতো, মানুষ যার পানি পান করতো। ফলে মানুষ রাবওয়ায় যাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। সেদিন নায়েব মহিলাদের আস্তিন সংকীর্ণ করার এবং ঘণ্টা বাজানো ও গাধার পিঠে সওয়ার হওয়া অব্যাহত রাখার সার্কুলার জারী করেন।

শা'বানের শুরুর দিকে শুক্রবার আসরের পর রাজ্যের নায়েব রাহবায় অবস্থিত রুমী প্রাচীরের উপর দাঁড়ানোর লক্ষ্যে রওনা হন। তাতে বাজারের ব্যবসায়ীরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং দোকানপাট সব বন্ধ করে ফেলে। তারা ধরে নেয়, নায়েব-এর জন্য আদেশ করেছেন। তাতে নায়েব ক্ষুব্ধ হন এবং পরে উক্ত দেয়ালটি গুঁড়িয়ে ফেলার এবং সেটি বিচারালয়ের পার্শ্বস্থিত শিল্প ভবনে আন-নাসর এর বাইরে অবস্থিত ভবনটির নিকট স্থানান্তরিত করার আদেশ জারী করেন। সেটি অবিলম্বে নির্মাণ করার এবং গুঁড়িয়ে দেয়া দেওয়ালের পাথরগুলো সেখানে স্থানান্তরিত করার আদেশ দেন। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

দামিশকের তিন বিচারকের পদচ্যুতি

শা'বানের নয় তারিখ বুধবার মিসরীয় অঞ্চল থেকে একজন দূত আসে। তার সঙ্গে একটি বার্তা ছিল। তাতে নতুন বিচারকদের প্রতি সালাম ছিল। আর ছিল শাফেয়ী, হানাফী ও মালিকী কাজীদের পদচ্যুতির সংবাদ। তা ছাড়া এই বার্তায় কাজী বাহাউদ্দীন আবুল বাকা আস-সুবুকীকে শাফেয়ী বিচারক ও শায়খ জামালুদ্দীন ইবনুস সিরাজ আল-হানাফীকে হানাফী বিচারকের নিযুক্তির সংবাদও ছিল। জনতা তাদের নিকট গিয়ে তাদেরকে এজন্য সালাম ও অভিবাদন জানায়। এর জন্য এসে তারা ভিড় জমায়। তাদের সংবাদ জানানো হয় যে, মালিকী কাজী অচিরেই মিসরীয় অঞ্চল থেকে ফিরে আসবেন।

শা'বানের সাতাশ তারিখ শনিবার মিসরীয় অঞ্চল থেকে দূত এসে পৌঁছায়। তার সঙ্গে দুটি নিয়োগপত্র ও দুটি মর্যাদার পোশাক ছিল। এগুলো ছিল শাফেয়ী ও হানাফী বিচারকদ্বয়ের জন্য। তারা পোশাক দুটি পরিধান করে দারুস সা'আদা থেকে উমাবী জামে' মসজিদে গমন করেন। তারা আল-মাকসুরার মিহরাবে উপবেশন করেন। শায়খ নুরুদ্দীন ইবনুস সারিম আল-মুহাদ্দিস মিহরাবের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে প্রধান বিচারপতি কাজী বাহাউদ্দীন আবুল বাকা আশ্-শাফেয়ীর নিয়োগপত্রটি হুবহু পাঠ করে শোনান। কাজী জামালুদ্দীন ইবনুস সিরাজ আল-হানাফীর নিয়াগপত্রটি পাঠ করেন শায়খ ইমাদুদ্দীন ইব্নুস সিরাজ আল-মুহাদ্দিস। তার পর সেখানেই তারা বিচারকার্য পরিচালনা করেন। তার পর বাহাউদ্দীন আবুল বাকা আল-গাযালিয়ায় গিয়ে সেখানে দারস প্রদান করেন এবং হানাফী কাজী তাঁর ডান পার্শ্বে উপবেশন করেন। আমিও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি সন্দেহপূর্ণ দিবসে রোযা রাখার বিষয়ে আলোচনা করেন। তারপর তার সঙ্গে হানাফী কাজী জামালুদ্দীন আল-মাদরাসাতুন নূরিয়ায় গমন করেন। সেখানে তিনি দারস প্রদান করেন। প্রধান বিচারপতি বাহাউদ্দীন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তারপর বাহাউদ্দীন আল-মাদরাসাতুল আদিলিয়া আল-কাবীরিয়ায় গমন করে সেখানে إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

রমযানের আট তারিখ বুধবার সকালে মালিকী কাজী মিসরীয় অঞ্চল থেকে এসে নগরীতে প্রবেশ করেন। তিনি মর্যাদার পোশাক পরিধান করে আল-উমাবী জামে' মসজিদের আল-মাকসুরায় প্রবেশ করেন। সেখানে বিচারপতিবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে তাঁর নিয়োগপত্র পাঠ করা হয়। শায়খ নুরুদ্দীন ইবনুস সায়িম পত্রখানা পাঠ করেন। তিনি হলেন কাযিউল কুযাত শরফুদ্দীন আহমাদ ইব্নুশ শায়খ শিহাবুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনুশ শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আসকার আল-ইরাকী আল্-বাগদাদী। ইনি একাধিকবার সিরিয়া এসেছিলেন। তারপর কুতুবুদ্দীন আল-আখাবীর নায়েব হিসেবে বাগদাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পর মিসরীয় অঞ্চলের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। পিতার পরে তিনি আল-মুসতানসিরিয়ায় দারস প্রদান করেন। দিময়াতেও শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তারপর দায়িত্ব পরিবর্তন করে

দামিশকে মালিকীদের কাজী নিযুক্ত হন। ইনি সুদর্শন ও আন্তরিক লোক ছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণে এবং হাসিমুখে কথা বলতেন। তিনি সচ্চরিত্রবান ও মহানুভব ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাওফীক দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্।

মিসরীয় অঞ্চলের আমীরদের প্রধান আমীর তারাগতামাশ এর গ্রেপ্তারি

রমাদান মাসের পঁচিশ তারিখ শনিবার আমাদের নিকট তার গ্রেপ্তারের সংবাদ আসে। এ সংবাদও আসে যে, মাসের বিশ তারিখ সোমবার সুলতানের উপস্থিতিতে তাকে কাবু করা হয়। তারপর তার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা আসতে থাকে। তবে তার সহায়-সম্পদ ক্রোক হওয়া এবং তার সহচর ও অনুগামীদের ধৃত হওয়ার ব্যাপারে সুনিশ্চিত সংবাদ আসে। রাষ্ট্রীয় সার্কুলার অনুসারে যাদের প্রহার ও শাস্তি প্রদান করা হয়, তাদের একজন হলেন কাজী জিয়াউদ্দীন ইব্ন খাতীব রাইতুল আবার। কথিত আছে যে, তিনি সাজা ভোগ করতে গিয়ে প্রাণ হারান। তিনি মিসরীয় অঞ্চলে আগমনকারী লোকদের বিশেষত দামিশকের অধিবাসীদের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় একাধিক দায়িত্ব পালন করেছেন। শেষ জীবনে সুলতান নগরীর সকল আওকাফের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাকে অর্পণ করা হয়েছিল। তিনি উমাভী জামে' মসজিদ প্রভৃতির বিষয়ে কথা বলেছেন। তাতে কাতিব প্রমুখ পেশাদারদের কিছু ভাতা চালু হয়ে যায়। নানা বিশেষ ও সাধারণ বিষয়ে আমীর তারাগতামাশ-এর সঙ্গে তার মিল ছিল। আর সে কারণেই তাকে প্রাণ হারাতে হলো। তিনি প্রায় আশি বছর বয়স লাভ করেছিলেন।

বিচারকদের পুনর্নিয়োগ

তারাগতাশ শাফেয়ী, হানাফী ও মালিকী, দামিশকের এই তিন বিচারককে পদচ্যুত করেছিলেন। যেমনটি উপরে আলোচিত হয়েছে। তাদের ইবন্ জামাআ পদচ্যুত হন এবং ইবন্ আকীল নিয়োগ লাভ করেন। তারাগতামাশ বন্দী হওয়ার পর সুলতান তাদেরকে যার যার পদে পুনর্বহালের সার্কুলার জারী করেন। দামিশকে এ সংবাদ পৌঁছলে বিচারকত্রয় বিচারকার্য থেকে বিরত থাকেন। শুধু ঈদের রাতে চাঁদ দেখার জন্য উমাভী জামে' মসজিদে হাজির হন। তারা ঈদের দিন সকালে নায়েবের সঙ্গে বিচারকদের রীতি অনুযায়ী ঈদগাহে গমন করেন। সে সময়ে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে তারা বিচারালয় পরিত্যাগ করেন। প্রধান বিচারপতি আবুল বাকা আশ-শাফেয়ী যাঈফারিয়্যায় নিজ বাগানে ফিরে যান। কাযিউল কুযাত ইবনুস সিরাজ তাদীলছু নিজ বাড়িতে চলে যান এবং কাযিউল কুযাত শরফুদ্দীন আল-মালিকী ছামছামিয়্যার অভ্যন্তরে সালিহিয়ায় চলে যান। এই শেষোক্ত ব্যক্তিটির জন্য বহু মানুষ ব্যথিত হয়েছিল। কেননা, তিনি মিসরীয় অঞ্চল থেকে নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত অবস্থায় এসেও চমৎকারভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট হয় যে, ইনি পদচ্যুত হননি এবং তিনি স্বপদে বহাল রয়েছেন। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। তাতে তার সহচর, ভক্তবৃন্দ ও বহু সাধারণ মানুষ আনন্দিত হয়।

পরে শাওয়াল মাসের চার তারিখ শনিবার দূত কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন ইবনুস সুবুকীর নামে শাফেয়ী বিচারকের এবং কাযিউল কুযাত শরফুদ্দীন আল-কুদরীর নামে হানাফী বিচারকের

নিয়োগপত্র নিয়ে আসে। কাযিউল কুযাত শরফুদ্দীন আল মালিকী আল-ইরাকী মালিকী বিচারকের পদে বহাল থাকেন। সিরিয়ার বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ এবং সুলতানের সঙ্গে দামিশক গমন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনাতে সুলতান তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন। সুলতানের এই সিদ্ধান্তে মানুষ আনন্দিত হয়।

যিলকদ মাসের তিন তারিখ সোমবার মুহাদ্দিস শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ আল্‌-হাম্বলী মৃত্যুবরণ করেন এবং পরদিন আস-সাফহে সমাধিস্থ হন। তিনি প্রায় ষাট বছর বয়স পেয়েছিলেন। তিনি অনেক লিখেছেন এবং সনদও লাভ করেছেন। স্বাধীন লোকদের নাম এবং পরবর্তী শায়খদের থেকে তাদের বর্ণনা সম্পর্কে তাঁর বেশ জানাশোনা ছিল। হাফিয আল্‌-যারযালী থেকে তিনি বহু হাদীস লিপিবদ্ধ করেন এবং প্রতিটি হাদীসের সনদ লিখে রাখেন। হাফিজ আল-বারযালী তাঁর শ্রবণকৃত প্রতিটি হাদীসের সত্যায়ন করেছেন। কিন্তু কাজটি সমাপ্ত হওয়ার আগেই আল-বারযালী মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

আল-ফাওকানী জামে' মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা বাহাউদ্দীন ইবনুল মারজানীও মৃত্যুবরণ করেন। এটি মূলত মসজিদই ছিল। ইবনুল মারজানী এটিকে জামে' মসজিদে রূপান্তরিত করেন এবং একটি খুতবাও দান করেন। সাতশত আটচল্লিশ হিজরীতে আমি-ই তাতে সর্বপ্রথম খুতবা দেই। বাহাউদ্দীন ইবনুল মারজানী কিছু হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেন।

আমাদের নিকট আরবের স্বনামধন্য এক শাসনকর্তা আমীর সাইফুদ্দীন ইব্‌ন ফজল ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন মাহনার নিহত হওয়ার সংবাদ আসে। ইনি একাধিকবার আলে মাহনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, যেমনটি হয়েছিলেন তাঁর পূর্বে তার পিতা। তাঁর কোনো এক চাচাত ভাই অনিচ্ছাকৃত আক্রমণে তাকে হত্যা করে ফেলে। লোকটি তরবারী দ্বারা তার মাথায় আঘাত করলে তিনি চৈতন্য হারিয়ে ফেলেন। পরে আর সংজ্ঞা ফেরেনি। দিনকতক এই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দামিশ্‌ক থেকে মানজাক-এর পদচ্যুতি

যিলহজ্জের দুই তারিখ রবিবার মিসরীয় অঞ্চল থেকে একজন আমীর আগমন করেন। তার সঙ্গে ছিল দামিশকের নায়েবের নিয়োগপত্র। ইনি হলেন আমীর সাইফুদ্দীন মানজাক। তিনি ছাগাদ আল-মাহরূসার নায়েব পদে নিযুক্তি লাভ করেন। যিল্‌হজ্জের নয় তারিখ সকালে তিনি ছাগাদ আল্‌-মাহরূসা গমনের উদ্দেশ্যে দারুস সা'আদা থেকে রওনা হয়ে সাতহুল মাযযায় গিয়ে উপণীত হন। সাত্‌হুল মাযযায় ঈদ পালন করে তিনি ছাগাদ অভিমুখে রওনা হন। অশান্তিকামী ও মদ্যপ প্রমুখ ব্যক্তি তার এই বিদায়ে আনন্দিত হয়।

ঈদের দিন দারুস সা'আদায় আমীরদের উদ্দেশ্যে সুলতানের পত্র পাঠ করে শোনানো হয়। এই পদে মারাদানীর আমীরকে নায়েব নিযুক্তি, তার প্রত্যাবর্তন, আনুগত্যের আদেশ, শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার কথা উল্লেখ ছিল। আমীর শিহাবুদ্দীন সাবৃহ ছাগাদের নায়েব পদ পরিত্যাগ করে ফিরে এসে আশ্‌-শামিয়াতুল বারানিয়্যার সন্নিকটে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত নিজ বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করেন। যিল্‌হজ্জ মাসের একুশ তারিখ শনিবার দূত প্রধান

প্রহরী তাইদামার আল্-ইসমাঈলীকে হামাত নগরীতে দেশান্তরিত করার বার্তা নিয়ে আগমন করে। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

৭৬০ হিজরী সাল

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন মিসর, সিরিয়া ও তার অনুগামী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের রাজা ছিলেন আল্-মালিকুন নাসির হাসান ইবনুস্ সুলতান আল্ মালিকুন নাসির মুহাম্মদ ইবনুস সুলতান আল-মালিকুল মানসুর কালাউন আস-সালিহী। বিগত বছর মিসরে যারা তাঁর কাজী ছিলেন এ বছরও তাঁরাই বহাল থাকেন। দামিশকে তাঁর নায়েব ছিলেন মারদানীর আমীর আমীর আলাউদ্দীন। বিগত বছর সিরিয়ায় যাঁরা বিচারক ছিলেন, মালিকী বিচারক ছাড়া অন্য সবাই এ বছরও বহাল থকেন। জামালুদ্দীন আল-মিসলাতী তাঁকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে শরফুদ্দীন আল-ইরাকীকে নিয়োগদান করেন। প্রধান প্রহরী ছিলেন আমীর শিহাবুদ্দীন সাবৃহ। নগরীর খতীবগণ বিগত বছর যাঁরা ছিলেন, এ বছর তাঁদের অধিকাংশই বহাল থাকে।

মুহাররমের তিন তারিখ বুধবার আমীর আলাউদ্দীন হালবের নায়েব পদ পরিত্যাগ করে দামিশকের নায়েব পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দামিশকে চলে যান। তাঁকে পেয়ে মানুষ আনন্দিত হয় এবং রাস্তায় বেরিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। জনতা নগরীর রাস্তায় রাস্তায় তাঁর জন্য বীরত্বের পাগড়ি বহন করে। আমীর শিহাবুদ্দীন ছানাদের নায়েব পদের পরিবর্তে দামিশকের প্রহরী প্রধানের পোশাক পরিধান করেন।

যিল্হজ মাসের সাতাশ তারিখ শনিবার আল্ উলা থেকে হাজীদের পত্র আসে। পত্রে তারা জানায়, মদীনার শাসনকর্তা যখন সুলতানের পোশাক পরিধান করে, তখন দু'জন ঘাতক তাঁর উপর আক্রমণ করে। সে সময়ে তিনি তার বাহনে মদীনায় প্রবেশ করছিলেন। ঘাতকরা তাকে হত্যা করে ফেলে। তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাঁর গোলামগণ হাজীদের উপর চড়াও হয়, যারা সে সময়ে মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন। গোলামরা তাদের মালামাল লুণ্ঠন করে এবং অনেককে হত্যা করে। হাজী জনবাহিনীকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে নগরীর ফটকগুলো বন্ধ করে দেয়। তারা নগরীর কিছু অংশ জ্বালিয়ে দেয়। সুলতানের বাহিনী নগরীতে প্রবেশ করে জনতাকে জালিমদের হাত থেকে রক্ষা করে। সুলতান এ মাসের বিশ তারিখ শনিবার যথারীতি দামিশকে প্রবেশ করেন। সে সময় তার বাহনের সামনে ছিল সেই দুই ঘাতক, যারা মদীনার গভর্নরকে হত্যা করেছিল। তার নামে অনেক দুর্নাম বর্ণিত হয়েছে। যেমন– তিনি গোঁড়া রাফেজী ছিলেন। সম্ভব হলে তিনি হযরত আবুবকর ও উমর (রা) কে হুজরা থেকে বের করে দিতেন। ইত্যাদি তিনি নানা কথা প্রচলিত আছে যেগুলো সঠিক হলে তার ঈমানই ছিল না বলে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ সব জানেন।

সফর মাসের ছয় তারিখ মঙ্গলবার সকালে প্রধান প্রহরী আমীর শিহাবুদ্দীন সাবৃহ এবং তাঁর দুই আমীর পুত্র ধৃত হন। তাদেরকে আল্-মানসূরা দুর্গে আটক করে রাখা হয়। তার দিনকয়েক পর আমীর নাসিরুদ্দীন ইবন খারবাক তাকে নিয়ে মিসর চলে যান। যাওয়ার সময় ইবন সাবৃহ এর পায়ে বেড়ি ছিল। বর্ণিত আছে যে, মাঝপথে এই বেড়ি খুলে দেওয়া হয়েছিল।

সফরের তেরো তারিখ সোমবার তারাবলিসের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন আব্দুল গণী আগমন করেন। তাঁকে প্রথমে দুর্গে নিয়ে স্থান দেওয়া হয়। পরে আমীর আলাউদ্দীন ইব্‌ন আবুবকর তাঁকে নিয়ে মিসরীয় অঞ্চলে চলে যান। ইতিমধ্যে সংবাদ আসে যে, মানজাক দূত হয়ে সুলতানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু গাজা ও তার মাঝে এক ফার্লং পথ বাকি থাকতে তিনি খাদেমদের নিয়ে সুলতান থেকে পালিয়ে আত্-তীহ অঞ্চলে চলে যান। গাজার নায়েব সংবাদ পেয়ে তাঁর সন্ধানে লোক প্রেরণ করেন এবং তাঁকে কাবু করে ফেলেন। বিষয়টি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ সবই জানেন।

সিরিয়ার নায়েব আমীর আলী আল মারদীনীর আটক হওয়ার ঘটনা

রজবের বাইশ তারিখ বুধবার সকালে সৈন্যবাহিনী অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দুর্গের দিকে এগিয়ে যায়। দুর্গে আত-তারিমা অংশে আনন্দ উদযাপন করা হয়। আমীরগণ সকল দিক থেকে এসে তবলখানায় একত্রিত হয়। পুরো বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করেন আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির 'আল-হাজিব'। রাজ্যের নায়েব দারুস সা'আদার অভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করেন। দূতগণ তাঁর ও বাহিনীর মাঝে যাতায়াত করতে থাকে। তারপর তিনি বের হয়ে ক্ষুদ্র একটি কাফেলা নিয়ে সাবধানতার সাথে মিসরীয় অঞ্চল-অভিমুখে রওনা হন। আন্-নাস্‌র ফটকে পৌঁছে তিনি সিরীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা অনুভব করেন। ফলে, জনতা তার প্রতি মমতা ও অনুশোচনায় কেঁদে ফেলে। কেননা, তিনি সৎকর্মপরায়ণ শাসক ছিলেন, প্রজাদের কষ্ট দিতেন না এবং আলিম, ফকীর ও বিচারকদের প্রতি সদয় ছিলেন।

এ মাসের তেইশ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে তিন আমীরের প্রতি নজরদারি আরোপ করা হয়। তারা হলেন, কয়েক হাজার সৈনিকের অগ্রসেনানীদের একজন আমীর সাইফুদ্দীন তাইফাজিহী, আরেক অগ্রসেনানী আমীর সাইফুদ্দীন ফাতলীখা আদ-দুয়াদার এবং তবলখানার আমীরদের একজন আমীর আলাউদিন আইদাগমাশ আল-মারদানী। এরা সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যারা রাজ্যের উল্লিখিত নায়েবের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। এরা ছিলেন সহচর ও গল্পের সঙ্গী। নায়েবের প্ররোচনায় এরাই সৈন্য ও তবলখানা প্রদান করেছিল। এদেরকে আটক করে শিকল পরিয়ে আল-মানসূরা দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদেরকে অন্যান্য আমীরদের সঙ্গে রাখা হয়। তারপর সংবাদ বের হয় যে, আমীর আলী গাজা অতিক্রম করার পর ফিরে আসেন এবং অবরুদ্ধ ছাগাদ নগরীর নায়েব পদে তার নিযুক্তির পত্র আসে। তাতে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। তার সঙ্গী-সহচরগণ তাতে আনন্দিত হয়।

রজবের ষোলো তারিখ বৃহস্পতিবার দামিশকের গভর্নর এসে পৌঁছান, যাকে মিসরীয় অঞ্চলের নায়েবের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে তাকে কয়েকবার উক্ত পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছিল। তিনি একাধিকবার মাটি ছুঁয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কিন্তু সুলতান তাকে ক্ষমা করেননি। ইনি ছিলেন সিরিয়ার নায়েব ইয়ালবাগা আল-বাহনাবীর ভাই আমীর সাইফুদ্দীন ইসতাদমার। সে সময় তাঁর কন্যা সুলতানের স্ত্রী ছিলেন। এ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার তার গভর্নর দামিশক এসে দারুস সা'আদায় অবস্থান গ্রহণ করেন। বিচারকবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসে তাঁকে সালাম জানান এবং তাঁর প্রতি মমতা প্রকাশ করেন। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

হুরান গ্রামে সংঘটিত ঘটনা

তারা ছিল হুরান গ্রামের বিখ্যাত নাগরিক। এই গ্রামটি ছিল সিরিয়ার নায়েবের নিজস্ব অঞ্চল। তারা ছিল য়ামানের হলিবিয়্যা গোত্র। তাদেরকে বনু লুব্স এবং বনু নাশীও বলা হতো। গ্রামটি ছিল একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। যে কোন অপরাধী, দস্যু-তস্কর ও ছিনতাইকারী সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতো। রুয়াইমান গোত্রের শয়তান-চরিত্রের এক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তার নাম ছিল উমর এবং ডাক নাম ছিল দানিত। লোকটি অনেক সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে লুটতরাজ শুরু করে দেয়। ঠিক সে সময়ে গভর্নর যার প্রচলিত নাম শানকাল মানকাল তাকে ফিরিয়ে নিতে আসেন। তিনি গ্রামের অধিবাসীদের উমর দানিতকে দিতে বললে তারা তাকে অস্বীকৃতি জানায় এবং তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা ছিল বিশাল একটি দল। অগত্যা গভর্নর পিছনে হটে যান এবং তাদেরকেও তাদের মতো অন্যদেরকে কাবু করতে সুলতানের নিকট সেনাসাহায্য চেয়ে আবেদন পাঠান। সুলতান তবলখানার কয়েকজন আমীর এবং একশত তীরন্দাজ সৈন্য দিয়ে তাকে সাহায্য করেন। কিন্তু উক্ত গ্রামবাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা সৈন্যদের গায়ে পাথর ছোঁড়ে এবং তাদের এবং নগরীর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তখন তুর্কি সেনারা চতুর্দিক থেকে তাদের প্রতি বর্শা দ্বারা আক্রমণ চালিয়ে তাদের একশরও অধিক লোককে হত্যা করে ফেলে। অগত্যা তারা পিছপা হয়ে পালিয়ে যায়। গভর্নর তাদের প্রায় ষাট ব্যক্তিকে বন্দি করেন। আদেশ করেন, নিহতদের মাথাগুলো কেটে এই বন্দিদের গলায় ঝুলিয়ে দাও। প্রতিজন কৃষকের ঘর লুণ্ঠিত হয় এবং সেসব সম্পদ নায়েব সালতানার গোলামদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যার পরিমাণ ছিল তিনশত দিরহাম। তারপর গভর্নর বসরায় ফিরে যান। সে সময় বিভিন্ন গোত্রের প্রধানরা তার সঙ্গে ছিল।

আমীর সালাহুদ্দীন ইব্ন খাস তুর্ককে এ সংবাদটি প্রদান করা হয়। ইনি উক্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধকারী আমীরদের একজন ছিলেন। ইনি যখন কতিপয় বন্দির ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হন, বন্দিদের সঙ্গে এরূপ আচরণ তিনি একাধিকবার করেছেন। একপর্যায়ে তিনি এক যুবককে যবাই করে মাথাটা তার বৃদ্ধ পিতার গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এরপর তিনি তাদের নিয়ে বসরায় গিয়ে উপণীত হন। বসরার দুর্গের চারপার্শ্বে লাঠি গেড়ে তাতে তাদের মাথাগুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়। তাতে এমন তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় যে, হুরানের অধিবাসীদের মধ্যে এমন ক্ষোভ আর কখনো সৃষ্টি হয়নি। আর এ সবই ছিল তাদের কর্মফল। আল্লাহ্ বান্দার প্রতি একবিন্দু জুলুম করেন না। আল্লাহ্ বলেন, আর এভাবে আমি কর্মফল হিসেবে এক জালিমকে আরেক জালিমের উপর লেলিয়ে দিয়ে থাকি।" ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

রাজ্যের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন ইস্তাদমার আল্ বাহনাবীর অনুপ্রবেশ

এ বছর শা'বান মাসের এগারো তারিখ সোমবার আমীর সাইফুদ্দীন ইস্তাদ্মার আল্-বাহনাবী মিসরের পক্ষ থেকে নায়েব হিসেবে দামিশ্কে প্রবেশ করেন। জনতা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়, এমনকি তাঁকে কেন্দ্র করে তারা বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে। তিনি পায়ে হেঁটে

আতাবা চুম্বন করতে এলে জনতা তাঁর দর্শনলাভে ধন্য হয়। রাজ্যের প্রধান প্রহরী এবং পরবর্তীতে অবরুদ্ধ হাসবের নায়েব হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির তাঁকে সহযোগিতা করেন। তিনি কিবলামুখী হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। তাঁর জন্য জমকালো ফরাশ ও মঞ্চ স্থাপন করা হয়।

পরে যখন তিনি বাহনে আরোহণ করেন, তখনও বায়দামির তার সহযোগিতা করেন। তিনি মাওকাব অভিমুখে এগিয়ে যান। তারপরও তিনি রীতি অনুযায়ী দারুস সা'আদায় ফিরে আসেন।

এদকে দিনের শেষে আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির-এর নামে হালবের নায়েব পদে নিযুক্তির পত্র আসে। মঙ্গলবার শেষবেলা আসরের পর দূত আগমন করেন। তিনি যে বার্তাটি নিয়ে আসেন, তাতে কাজী বাহাউদ্দীন আবুল বাকা, তার সন্তানগণ ও পরিজনের শূন্য হাতে তারাবলিসে দেশান্তরের নির্দেশ ছিল। বিষয়টি তাঁর নিজের, পরিজন ও ঘনিষ্ঠজনদের জন্য এক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। তাঁর জন্য বহু মানুষ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তিনি জুমার রাতে সফরে রওনা হন। তবে তাঁকে তাঁর পক্ষ থেকে কাউকে নায়েব নিযুক্ত করে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। ফলে তিনি তাঁর বড় পুত্র ইয্যুদ্দীনকে নায়েব নিযুক্ত করেন।

শাওয়াল মাসে সংবাদ বেরোয় যে, আমীর সাইফুদ্দীন মানজাক–যিনি শামের নায়েব ছিলেন এবং পালিয়ে গিয়েছিলেন, যার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না, তিনি মারদান-এর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন এবং বাহদান নগরীতে ধৃত হয়েছেন। এখন তিনি হেফাজতে আছেন এবং সুলতান তাকে আটকে রাখতে আদেশ করেছেন। বহু মানুষ এই ঘটনায় বিস্মিত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরে আর তার কোন খবর জানা যায়নি। যারাই তাকে দেখেছে, তারাই ধারণা করেছে যে, লোকটি তিনি। কিন্তু পরে জানায় লোকটি আসলে এক ফকীর, যার চেহারা সাইফুদ্দীনের চেহারার সঙ্গে মিল ছিল।

যিল্‌কদ মাসে খবর বের হয় যে, আরব রাজা আমীর ইয্‌যুদ্দীন ফাইয়াজ ইব্‌ন মাহনা সুলতানের আনুগত্য পরিত্যাগ করে ইরাক অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। ফলে রাহবায় অবস্থিত দামিশক বাহিনী, যারা ছিল চার গ্রুপে চার হাজার এবং হাল্‌ব অঞ্চলের সৈন্যদের নিকট রাজার নির্দেশ পৌঁছায় যে, তোমরা ইয্‌যুদ্দীন্ বি্‌ন ফাইয়াজ ইব্‌ন মাহনাকে খুঁজে বের করে। সুলতানের সামনে হাজির করো। কিন্তু তারা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। সাইফুদ্দীন ইরাক পৌঁছে যায়।

৭৬১ হিজরী সাল

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন মুসলমানদের রাজা ছিলেন আল্‌-মালিকুন নাসির হাসান ইব্‌নুল মালিকুন নাসির মুহাম্মদ ইব্‌নুল মালিকুল মানসূর কালাউন। আর মিসর ও শামের কাজীগণ বিগত বছর যারা ছিলেন, তাঁরা-ই বহাল থাকেন। শামের নায়েব ছিলেন ইয়ালবাগা আল্‌-বাহনাবীর ভাই আমীর সাইফুদ্দীন ইস্‌তাদমার। গোপন বিষয়াদির কাতিব ছিলেন কাজী আমীনুদ্দীন ইবনুল কালানিসী।

মুহাররমের শুরুর দিকে সংবাদ আসে যে, শায়খ সালাহুদ্দীন আল্-আলায়ী মুহাররমের তিন তারিখ সোমবার বায়তুল মুকাদ্দাসে মৃত্যুবরণ করেছেন। পরদিন যোহর নামাযের পর মসজিদুল আকসায় তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং রাহবার নায়েবের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ছেষট্টি বছর। আল্-কুদ্‌সে অবস্থানকালে তিনি আল্-মাদরাসাতুস সালাহিয়্যার শিক্ষক এবং ত্রিশ বছর দারুল হাদীস আস-সাকারিয়্যার শায়খ ছিলেন। তিনি গ্রন্থ রচনা করেন, সংকলন করেন এবং সনদ গ্রহণ করেন। আল-আলী, আন-নাযিল, তাখরীজুল আজযা ও আল-ফাওয়াইদ বিষয়ে তার দীর্ঘ হাত ছিল। ফিক্‌হ, লুগাত ও আরবী আদবে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। কিন্তু তাঁর হস্তাক্ষরে দুর্বলতা ছিল। তবে যা লিখতেন, তা বিশুদ্ধ লিখতেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো দামিশকের আস্-সাম্‌মাতিয়্যা খান্‌কার নামে ওয়াক্‌ফ করে দেন। তার মৃত্যুর পর খতীব বুরহানুদ্দীন ইব্‌ন জামা'আ আছ-ছারখাসিয়্যার অধ্যাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন।

মুহাররমের ছয় তারিখ বৃহস্পতিবার আল-বাব এর শাসনকর্তা ইব্‌ন বাহাদুর আশ্‌শীরাজীকে নজরবন্দি করা হয় এবং আযরারিবার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দানের নির্দেশ জারি করা হয়। কেননা, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি কাহলাম আল্-হাজিব ও কাজী হাসসান নু'মান আল্-বালকা থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছেন। তবে প্রকৃত ঘটনা হলো, এটি ছিল তাদের কোনো এক শত্রুর মিথ্যা অভিযোগ। এই অন্যায়ের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

তারপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ প্রমাণিত হয় যে, সে সরকারী সার্কুলার জালিয়াতি করে থাকে। এর সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে আস্-সারিমিয়ার একজন শিক্ষককেও গ্রেপ্তার করা হয়। কেননা, সে লোকটি উক্ত মাদরাসায় তার নিকট অবস্থান করছিল। তার সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি আল্ মাদরাসাতুল আকরিয়ার নামে একটি সার্কুলার চেয়েছিলেন। এই অপরাধে তাকেও শাস্তি প্রদান করা হয় এবং আটক রাখা হয়।

অনুরূপভাবে আমীর শিহাবুদ্দীনকেও আটক করা হয় যিনি নগরীর প্রশাসক ছিলেন। তার অপরাধ ছিল, তিনি নিজের জন্য রাজ্যের গভর্নর হওয়ার সার্কুলার জারি করে নিয়েছিলেন। গোপন বিষয়াদির লেখক বিষযটি টের পেয়ে রাজ্যের নায়েবকে তা অবহিত করেন। ফলে নায়েব তাকে গ্রেপ্তার করে বন্দী করে রাখেন।

মুহাররমের পনেরো তারিখ শনিবার রাতে হাজীদের পত্র আসে। তাতে সংবাদ ছিল যে, তারা নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। এ মাসের একুশ তারিখ শনিবার রাতে মাগরিবের পর তাদের বাহন প্রবেশ করে। তারপর কাদামাখা ও রোদেপোড়া হাজীগণ প্রবেশ করেন। এই রোদ-কাদায় পুরান নগরীর হাজীরা অনেক কষ্ট করে ফিরে আসেন। তাদের অনেকগুলো উট বসে পড়ে এবং বহুসংখ্যক নারী বন্দী হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বিষয়টি মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চব্বিশ তারিখ সোমবার সার্কুলার জালিয়াতকারী লোকটির হাত কর্তন করা হয়। তার নাম ছিল আসসিরাজ উমর আস্-সাকতী আল-মিসরী। লোকটি ছিল যুবক। হাত কাটার পর তাকে

খাঁচায় ঢুকিয়ে উটের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রক্তপাত বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তার সঙ্গে শায়খ যাইনুদ্দীন যায়দকে উটের পিঠে বসিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বিষণ্ন মনে উটের পিছনে একাধারে বসে থাকেন। তার মাথা ছিল উন্মুক্ত। অনুরূপভাবে আল-বদরুল হিমসী আরেকটি উটে সওয়ার হন। গভর্নর শিহাবুদ্দীনকে বসানো হয় আরেক উটে। তার গায়ে ছিল ছোট একটি পোশাক, মোজা ও কাবা। তাদেরকে নগরীর অলি-গলিতে ঘোরানো হয়। সেইসঙ্গে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, এ হচ্ছে সুলতানের নির্দেশনামা জালিয়াতের শাস্তি। অবশেষে তাদেরকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মানজাক-এর আটক হওয়া এবং এক বছর দামিশকে লুকিয়ে থাকার পর আত্মপ্রকাশ

মুহাররমের সাতাশ তারিখ বৃহস্পতিবার এক ব্যক্তি রাজ্যের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন ইস্তাদমার এর নিকট এসে সংবাদ দেয় যে, মানজাক আশ্শারফুল আ'লা ভবনে অবস্থান করছেন। সঙ্গে-সঙ্গে নায়েব একদল নিরাপত্তাকর্মী ও তাঁর খাস লোককে উক্ত ভবন অভিমুখে প্রেরণ করেন। তারা মানজাককে অতি সংগোপনে নায়েব-এর নিকট এনে হাজির করে। নায়েব সাল্তানাহ তাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। তাকে সাক্ষাত দান করেন এবং একই আসনে বসান। তিনি তার সঙ্গে কোমল আচরণ করেন, তাকে পান করান ও আপ্যায়িত করেন। কেউ-কেউ বলেন, মানজাক সেদিন রোযাদার ছিলেন এবং নায়েবের নিকট ইফতার করেন। তারপর তাকে নিজের পোশাক থেকে একটি দান করেন। তারপর তাকে বন্দী করে সে রাতেই অর্থাৎ জুমার রাতে একদল সৈন্য ও কোনো এক আমীরের সাথে সুলতানের নিকট পাঠিয়ে দেন। তাদের মাঝে রক্ষী প্রধান হুসামুদ্দীনও ছিলেন। নায়েব তাঁর পুত্রকে দিনের শুরুতেই মানজাক-এর তরবারী সহ পাঠিয়ে দেন। এই বিচারে জনগণ যারপরনাই বিস্মিত হয়। অধিকাংশ মানুষ জানতই না যে, তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের ধারণা ছিল, তিনি আশপাশের কোন অঞ্চলে অবস্থান করেন। তারা জানতো না যে, তিনি দামিশকের মধ্যাঞ্চলে অবস্থান করেন এবং সদম্ভে চলাফেরা করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি দামিশকের জামে' মসজিদে জুমা'র জামাতে হাজির হতেন এবং পোশাকে ও ভাবভঙ্গিতে দম্ভ প্রদর্শন করে চলাফেরা করতেন। কিন্তু কোনো সতর্কতাই তাকদীরকে ঠেকাতে পারেনি। সবকিছুরই নির্দিষ্ট গন্তব্য থাকে। তিনি যে তরবারী ও যে পোশাকে দম্ভ প্রদর্শন করতেন, মালিকুল উমারা সেগুলোও পাঠিয়ে দেন। অবশেষে তাকে শিকল পরিয়ে আমীর ও রক্ষীদের প্রহরায় মিসরীয় অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মালিকুল উমারার পুত্র তার পিতা ও প্রহরী প্রধানের জন্য অনেক উপহার-উপঢৌকন নিয়ে ফিরে আসে। সেই উপহারের মধ্যে অনেকগুলো পোশাকও ছিল। জুমার দিন আমীরগণ সেসব পোশাক পরিধান করেন। জনতা প্রদীপ ইত্যাদি হাতে নিয়ে সমবেত হয়। তারপর একের পর এক সংবাদ আসতে থাকে যে, মানজাক সুলতানের নিকট গিয়ে পৌঁছেছেন। সুলতান তাকে ক্ষমা করে দেন। তার পোশাক তারই পরিধানে থাকে। সুলতান তাকে ধারালো তরবারী, উন্নত গোড়া ও মূল্যবান পোশাক ও অনেক সম্পদ উপহার দেন এবং তাকে নিরাপত্তা দান করেন। তাছাড়া আমীর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও তাকে নানা ধরনের উপহার দান করেন। আরও সংবাদ আসে যে, মীর আলী দূত হয়ে ছাগাদ থেকে হামাত আসেন। এসে তিনি সফরের চার তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে আল্-আবলাক প্রাসাদে অবতরণ করেন এবং সাত তারিখ শনিবার রাতে ফিরে যান।

সফর মাসের আঠারো তারিখ বৃহস্পতিবার কাজী বাহাউদ্দীন্ আবুল বাকা একটি নির্দেশ নিয়ে তারাবলিস থেকে আগমন করেন। তাতে সিদ্ধান্ত ছিল যে, তিনি পূর্বের বেতন-ভাতায় দামিশকে ফিরে আসবেন। ইতিপূর্বে তাঁর পুত্র অলিউদ্দীন তাঁর নায়েব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি এলে বহুসংখ্যক মানুষ মাঝপথেই তার সঙ্গে মিলিত হয়। প্রধান বিচারপতি তাজুদ্দীন হারামতা এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি নিজ গৃহে এসে পৌঁছলে জনতা এসে তাকে অভিবাদন জানাতে থাকে এবং তাঁর নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে আসায় তারা আনন্দ প্রকাশ করে।

এ মাসের শুরুতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়। প্রচণ্ড বরফপাতও হয়। সময়টা ছিল ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। ফলে, কয়েক মাসের পিপাসার্ত বাগানগুলো পরিতৃপ্ত হয়। ইতিপূর্বে মানুষ পানির জন্য অনেক কষ্ট পাচ্ছিল এবং অনেক অর্থ ব্যয় করছিল। এমনকি পানির জন্য তারা মারামারি পর্যন্ত করতো। এই সংকটপূর্ণ সময়টা ছিল ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীর প্রথম কদিন। এ সময়টায় নদ-নদীতে পানি কম থাকায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

হুরান নগরীগুলোরও একই অবস্থা ছিল। এই নগরীগুলোর অধিবাসীরা দূর-দূরান্ত থেকে পানি সংগ্রহ করতো। পরে আল্লাহ্ পাক দয়াপরবশ হন। ফলে পানিতে খাল-বিল ভরে যায় এবং প্রচুর বৃষ্টি ও বরফপাত হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। বৃষ্টি লাগাতার চলতে থাকে। যেন এ বছর জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বন্যা হয়। মনে হয় যেন ফেব্রুয়ারী মাসটাই জানুয়ারী মাস। অথচ জানুয়ারীতে একটি নালাও প্রবাহিত হয়নি।

এ মাসে আমীর সাইফুদ্দীন মানজাক মসজিদে আকসার পশ্চিম পার্শ্বে সুলতানের জন্য একটি মাদ্রাসা ও একটি খানকা তৈরি করতে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করেন। তিনি সোনার পানি দ্বারা লিখিত ফরমানটি দামিশকে নিয়ে আসেন। মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে। তাতে তার ভূঁয়সী প্রশংসা ছিল। কেননা, তিনি দেশের অনেক খিদমত করেন। তাছাড়া তার আগের ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষমার কথাও এতে উল্লেখ ছিল এবং চমৎকার ভাষায় তার জীবনচরিত বর্ণিত ছিল।

রবিউস সানি মাসের শুরুর দিকে ইব্ন হিলাল-এর মামলুক, যিনি বিপুল ধনসম্পদের মালিক ছিলেন, তার নামে ত্রিশটি সার্কুলার জারি করা হয়, যেটি একজন দূত বহন করে নিয়ে আসে। তাতে তার থেকে সাত লাখ দিরহাম তলব করা হয় এবং বাবুন নাতাফীনের সন্নিকটে নির্মিত তার ভবনটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। সেইসঙ্গে এ নির্দেশও জারি করা হয় যে, এ স্থানে ইয়াতীমদের জন্য একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করা হোক এবং তার জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে সম্পত্তি ওয়াক্ফ্ করা হোক। এছাড়া আরো নির্দেশ জারি করা হয় যে, দেশের প্রতিটি বড় মাদ্রাসার জন্য অনুরূপ ওয়াকফের ব্যবস্থা করা হোক। এ ছিল একটি শুভ উদ্যোগ। মুআল্লিম মানজার কালবিলম্ব না করে উল্লিখিত অর্থ হস্তান্তর করে দেন। সেখান থেকে দুই লাখ দিরহাম দশজন আমীরের সঙ্গে মিসরীয় অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কেরানী ও নথিপত্র সংরক্ষণকারীদের প্রতি নজরদারি

রবিউস সানি মাসের পনেরো তারিখ বৃহস্পতিবার মিসরীয় অঞ্চল থেকে এক আমীর এই নির্দেশ নিয়ে আগমন করেন যে, সুলতানের নথিপত্র সংরক্ষনকারীদের উপর নজরদারি আরোপ

করতে হবে। কারণ, তারা সুলতানের ত্রাণ তহবিলের সম্পদ তসরুফ করছে। ফলে আল্ বারামিয়া বিচারালয়ে তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করা হয় এবং তাদেরকে বিপুল পরিমাণ অর্থ জরিমানা করা হয়। এই জরিমানা আদায় করতে গিয়ে তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বিছানাপত্র ও তৈজসপত্র ইত্যাদি পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তাতে তাদের একজন এমন নিঃস্ব হয়ে যায় যে, বাধ্য হয়ে লোকটি তার কন্যাদেরকে বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে যায়। তা দেখে লোকেরা কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং তার জন্য সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করে। অবশ্য পরে তাদের মধ্যে যারা একেবারে দুর্বল ও নিঃস্ব ছিল, তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং জরিমানা শুধু পদস্থদের উপর বহাল থাকে। যেমন– আস্-সাহিব ও মুস্তাস্তকীন প্রমুখ। তাদেরকে বেঁধে বেদম প্রহার করা হয়। আস-সাহিব থেকে অনেক অর্থ আদায় করা হয়। আর তিনি এই জরিমানা আদায় করতে গিয়ে আমীর ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ব্যবসায়ীদের নিকট সাহায্য চাইতে বাধ্য হন। তারা তাকে বিপুল অর্থ সাহায্য দিয়ে দায়মুক্ত করেন। তাকেও প্রহার করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ফাইয়াজ ইব্ন মাহ্নার মৃত্যু

এ মাসের আঠারো তারিখে এই মর্মে এমন খবর বের হয় যাতে বহু মানুষ আনন্দিত হয় এবং সুলতানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে। কারণ, তিনি সুলতানের আনুগত্য থেকে বের হয়ে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলেন। পরে মুনাফিক অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তিনি মানুষের উপর বহু যুলুম করেছিলেন। তিনি কোনো কারণ ব্যতিরেকে রমযানের রোযা বর্জন করতেন। সঙ্গী সহচরদের প্ররোচনায় মৃত্যুর আগের বছর তিনি এমন কাজ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

ইব্ন হিলাল-এর মামলুক আল্ মুআল্লিম মানজার-এর বিস্ময়কর ঘটনা

রবিউস সানি মাসের ২৪ তারিখে জনতা আল্-মুআল্লিম আল্ হিলালীর নিকট থেকে ছয় লাখ দিরহাম নিয়ে তাকে মুক্ত করে দেয়। ফলে তিনি মুক্তির আনন্দ নিয়ে বাবুন নাতাফীন-এর নিকটস্থ নিজ বাসভবনে রাত কাটান। রাত পোহাবার পর তিনি হাম্মাম অভিমুখে রওনা হন। ইতিমধ্যে মিসরীয় অঞ্চল থেকে সুলতানের পক্ষ থেকে তার সহায়-সম্পদ ক্রোক করার বার্তা নিয়ে দূত আসে। ফলে, প্রহরী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন দিক থেকে এসে তার বাসভবন ও সহায়-সম্পত্তি ঘেরাও করে ফেলে। সুলতান তার ও তার পুত্রের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করেন। কঠিন মুহূর্তে তারা মহিলাদেরকে গৃহ থেকে বের করে দেন এবং তাদের থেকে অলংকারাদি ও মণিমুক্তা খুলে নেওয়া হয়। জনসাধারণ ও কাজীগণ এসে উপস্থিত হন এবং সম্পত্তি ক্রোকের সময় তার সামনে সাক্ষী উপস্থিত করেন। প্রথম দিনই অনুসন্ধান করে তারা তিন লাখ সত্তর হাজার দিরহাম মূল্যের রূপার সন্ধান পায়। সময়ের অভাবে কিছু বাক্স খোলা সম্ভব হয়নি এবং বেশ কিছু সম্পদের অনুসন্ধান নেওয়া সম্ভব হয়নি। অবশেষে রবিবার দিনও তারা অনুরূপ সম্পদের সন্ধান লাভ করেন। রাতে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটতে পারে, সেজন্য প্রহরীরা বাড়ির দরজা ও ছাদে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি ও তার সন্তানরা আল্‌মানসুরা দুর্গে

নিরাপত্তা হেফাজতের মধ্যে রাত কাটান। তার এই কঠিন বিপদের সময় বহু মানুষ তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে।

এ মাসের শেষের দিকে আমীর নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ ইবনুদ দাওয়াদার আস্-সাবরী মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তার ওস্তাদের নিকট অনেক মর্যাদাসম্পন্ন এবং অত্যন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পরে আল্লাহ্ তার ওস্তাদের মন পরিবর্তন করে দেন। ফলে তিনিও তাকে প্রহার করেন এবং তাকে পদচ্যুত করে কারারুদ্ধ করেন। মানুষের নিকট তার মর্যাদা কমে যায়। এমনকি তিনি একজন অতি সাধারণ মানুষে পরিণত হন। অথচ এর আগে তিনি অতিশয় মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আল্লাহ্ পাকের এই অধিকার আছে যে, তিনি যে কোন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অসম্মান করতে পারেন।

এ সতেরো তারিখ রবিবার সকালে আল্-মুআমিমুন হিলালী ও তার পুত্রগণ মুক্তি লাভ করেন। এত দিন তারা আল্-মানসূরা দুর্গে আটক ছিলেন। এ সময় তাদের বাড়িঘর ও সহায়-সম্পদ তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তার গৃহে যে নগদ অর্থ পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো ফেরত দেওয়া হয়নি। যার পরিমাণ ছিল তিন লাখ বিশ হাজার দিরহাম। তবে তার মূলধন ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কেননা, আল্লাহ্ পাক বলেছেন,

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔

"যদি তোমরা তাওবা কর, তা হলে তোমাদের মূলধন তোমাদের প্রাপ্য হবে। তোমরাও যুলুম করবে না, তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না।"

তারপর নগরীতে ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, শাস্তি তাকে এজন্য দেওয়া হয় যে, সে যাকাত দিত না এবং সুদের কারবার করতো। সুলতানের রক্ষী, নগরীর প্রশাসক ও অন্যান্য আমলা-কর্মকর্তাগণ নগরীর হাটবাজার ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ঘোষণা ছড়িয়ে দেয়। এ মাসের আটাশ তারিখে কেরানীদেরকে মুক্তি দিয়ে নিজ নিজ অঞ্চল ও পরিজনের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে রাজকীয় ফরমান আসে। তাদের মুক্তিতে জনগণ আনন্দিত হয়। কেননা, বন্দী জীবনে তারা অনেক কষ্ট ও শাস্তি ভোগ করছিল। কিন্তু তাদের মুক্ত জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

এ মাসের শেষ দিকে শায়খ শিহাবুদ্দীন আল-মাকাদিসী ও আল-ওয়ায়েয মতবিনিময় করেন। তিনি মিসরীয় অঞ্চল থেকে মিহরাবুস সাহাবায় এসে উপস্থিত হন। জনগণ তার নিকটে এসে জড়ো হয়। শাফেয়ী ও মালিকী বিচারপতিগণও উপস্থিত হন। তখন তিনি কুরআনের কয়েকটি আয়াতের তাফসীর বিষয়ে কথা বলেন। সে সময় তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে সারগর্ভ কিছু আলোচনা করেন। এতে শ্রোতারা অনেক উপকৃত হন। অবশেষে জনগণ তাকে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য বিদায় জানায়। তিনি দু'আ শুরু করলে জনতা দু'আ করা অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে যায়। উক্ত মজলিসে আমি তাকে তার আকার-গঠন, কথাবার্তা ও আদব-কায়দায় অনেক সুন্দর পেয়েছি। আল্লাহ্ তার ও আমাদের মঙ্গল করুন। আমীন!

জুমাদাস সানিয়ার ১ তারিখে হালবের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির একটি সেনাদল নিয়ে সীষ নগরীতে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে গমন করেন। আল্লাহ্ তাকে বিজয় ও সাহায্য দান করেন।

এ মাসের ১ তারিখে ভোরবেলা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দূর্গবাসীরা দেখতে পায় যে, আরবের উচ্চপদস্থ একদল আমীর পাগড়ি মাথায় এবং রশি হাতে এসে খন্দকের অভ্যন্তরে ঢুকে যালাবিয়ার পুলের দিক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের দু'জন চলে যায় এবং তৃতীয় জনকে কারাগারে রেখে যায়, যেন এই লোকটি দুর্গবাসীকে বন্দী করতে থেকে যায়। তাতে রাজ্যের নায়েব দূর্গের নায়েবের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তার দুই পুত্র নাকীব ও তার ভাইকে মারধর করে কারাগারে আটক করে রাখেন। পরে এ ঘটনা উল্লেখ করে সুলতানের নিকট পত্র লিখেন। ফলে সুলতানের পক্ষ থেকে দূর্গের নায়েবের পদচ্যুতি এবং তাকে বহিষ্কার করা সংক্রান্ত নির্দেশ এসে পৌছায়। তারপর সুলতান তাকে তার শাসনামলের ছয় বছরে যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ কুক্ষিগত করেছিলেন, তার হিসাব দিতে বলেন। সেইসঙ্গে তার এক পুত্রকে নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে এবং অপর এক পুত্রকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত করেন। পিতা-পুত্র তিনজন একসঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত হন।

এ মাসের সাতাশ তারিখ সোমবার হাসবের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামি-এর নিকট থেকে আমীর তাজুদ্দীন জিবরীল আগমন করেন। ইনি সীস রাজ্যের দুটি নগরী জয় করেন। সেগুলো হলো, তারসুস ও উয্নাহ। সাইফুদ্দীন বায়দামির এই বিজিত নগরীদ্বয়ের চাবি উল্লিখিত জিবরীল-এর সঙ্গে সুলতানের নিকট পাঠিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে তিনি অতি অল্প সময়ে অনায়াসে অন্য অনেকগুলো দূর্গ জয় করেন। গোপন তথ্যাদির লেখক কাজী নাসিরুদ্দীন একটি সারগর্ভ ও চমৎকার বক্তব্য প্রদান করেন। আমি একটি কিতাবের সূত্রে জানতে পেরেছি যে, উয্নার মন্দিরের দরজাগুলো বিভিন্ন বাহনে করে মিসরীয় অঞ্চলে নিয়ে আসা হয়েছিল। আমার মতে, এগুলো হল আস-সাফহে অবস্থিত আন-নাসিরিয়ার দরজাসমূহ। কাযানের ঘটনার বছর সীষ এগুলো নিয়ে এসেছিল। আর উক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল ৬৯৯ হিজরী সনে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।

এ মাসের শেষের দিকে আমরা সংবাদ পেলাম যে, শায়খ কুতুবুদ্দীন হারমাস, যিনি সুলতানের শায়খ ছিলেন স্বীয় মাখদুমের সান্নিধ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছেন এবং তাকে মারধর করে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে এবং বাড়িটি ধ্বংস করে দিয়ে তাকে মিসরে দেশান্তরিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি দামিশক গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বাবুল ফারজের বাইরে অবস্থিত আল-মাদরাসাতুল জালীলায় অবতরণ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তিনি একজন যোগ্য শায়খ এবং চমৎকার আরবী ভাষায় কথা বলতে সক্ষম। তাছাড়া তিনি নানাবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি বিনয়ী ও আল্লাহ্ওয়ালা মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তাকে উত্তম পরিণতি দান করুন। পরে তিনি আযরাবিয়া চলে যান।

রজব মাসের ৭ তারিখ শনিবার সকালে শায়খ শরফুদ্দীন আহমাদ ইবন্ হাসান ইবন্ কাজী আল-জাবাল আলহাম্বলী কায়রোর আল মা'যিয়ায় সুলতান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় একদল

হাম্বলীকে পাঠদানের অনুমতি লাভের আবেদন নিয়ে মিসরীয় অঞ্চলে গমন করেন। তাকে বিদায় জানাতে বিচারপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

নায়েবুস সালতানাহ ইসতাদমির আল্-বাহনাবীর অব্যাহতি প্রসঙ্গে

রজব মাসের ২৫ তারিখ বুধবার নায়েবুস সালতানাহ আমীর সাইফুদ্দীন ইস্তাদমিরকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। ইনি হলেন ইয়ালবাগা আল-বাহনাবীর ভাই। দুয়াদার আস্-সাগরি-এর সঙ্গে প্রেরিত সুলতানের এক পত্রের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সে সময়ে তিনি ইবন্ বাবিক মাঠের এক প্রান্তে আরোহী অবস্থায় ছিলেন। য়াহুদী ও নাসারাদের কবরস্থানের নিকট ফিরে আসার পর প্রধান রক্ষী তাকে ও তার সঙ্গে থাকা সৈন্যদের আটক করে জোরপূর্বক তারাবলিসের উপকণ্ঠে নিয়ে যায়। ফলে তিনি শায়খ রাসলান রাস্তা থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং দারুস সা'আদা গিয়ে পৌঁছুতে ব্যর্থ হন। তাতে নগরী নায়েব শূন্য হয়ে পড়ে এবং সুলতানের নির্দেশ মোতাবেক প্রধান প্রহরী তার শাসনভার হাতে তুলে নেন। পরে হালবের নায়েবে আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামিরকে নায়েব নিযুক্ত করা হয়।

শা'বান মাসে আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির এর দামিশকের নায়েব পদে নিযুক্তির পত্র এসে পৌঁছে। তার নামে নির্দেশ জারি করা হয় যেন তিনি হালবের একদল সৈন্য নিয়ে আমীর খিয়ার ইব্নে মাহনাকে সুলতানের খিদমতে হাজির করেন। হামাত ও হিমসের নায়েবের নামেও অনুরূপ নির্দেশ জারি করা হয় যেন তারা এ কাজে আমীর সাইফুদ্দীন বাহাদামিরকে সহযোগিতা করেন।

মাসের ৪ তারিখ শুক্রবার তারা সালমিয়্যার নিকট খিয়ার-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তাদের মাঝে সংঘাত বাধে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমীর তাজুদ্দীন আদ্-দুয়াদার আমাকে জানিয়েছেন, আরবরা তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। আরবরা সংখ্যায় ছিল অনেক-প্রায় আটশত। পক্ষান্তরে হামাত, হেমস ও হালবের তুর্কি ছিল একশত পঞ্চাশ জন। কিন্তু তুর্কিরা আরবদের উপর বর্শা ছুঁড়ে তাদের বহুসংখ্যক মানুষকে হত্যা করে। তুর্কিদের মাত্র একজন লোক নিহত হয়। তাও এভাবে ঘটে যে, এক তুর্কি আরব মনে করে অপর এক তুর্কিকে বর্শা ছোঁড়ে। আর তাতে উক্ত তুর্কি প্রাণ হারায়।

এভাবে সংঘাত চলতে থাকে। দামিশকের কিছু সংখ্যক আমীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। নাবেবুমের সুলতানও এসে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ওদিকে আমীর উমর ওরফে মুসাম্মা ইব্ন মুসা ইব্ন মাহ্না মিসরীয় অঞ্চল থেকে আরবদের আমীর নিযুক্ত হয়ে আগমন করেন। তার সঙ্গে আসেন আরবদের আমীর বদরুদ্দীন ইব্ন জামায; এসে মুসাম্মা আল্-কাসরুল আব্লাকে অবতরণ করেন। আমীর রামলা অবতরণ করেন যথারীতি আত-তাওযিয়ায়। তারপর উভয়ে আমীর খিয়ারকে খুঁজে বের করে সুলতানের সমীপে হাজির করতে বেরিয়ে পড়েন। শুভ পরিণাম আল্লাহ্রই হাতে।

নায়েবুস সাল্তানাহ আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির এর দামিশ্ক প্রবেশ

এ ঘটনাটি ঘটে শা'বান মাসের উনিশ তারিখ শনিবার সকালে। তিনি স্বীয় বাহিনীসহ হালবের দিক থেকে এগিয়ে যান। শনিবার রাতটা বারাযা নগরীতে অতিবাহিত করেন। হামাত

ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে লোকজন এসে তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সে সময়ে আরবদের সঙ্গে তার সংঘাত বাঁধে, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

এদিন তিনি সমভিব্যহারে দামিশকে প্রবেশ করেন। তাকে স্বাগত জানাতে বিপুল লোকের সমাগম ঘটে। তিনি রীতি অনুযায়ী আতাবা চুম্বন করেন। তারপর পায়ে হেঁটে দারুস সা'আদায় গমন করেন। তারপর তার সহচরগণ জাঁকজমকপূর্ণ মূল্যবান পোষাক পরে এগিয়ে যায়। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, দৃঢ়তা, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ে বাধাদানের গুণের কারণে মুসলমানরা তার আগমনে আনন্দিত হয়। আল্লাহ্ তাকে শক্তি-সামর্থ্য দান করুন।

রমযানের দুই তারিখ শুক্রবার হাম্বলীরা আল-কাবীবাত জামে' মসজিদে খুতবা দান করেন এবং নায়েবুস সুলতানের আদেশে হাম্বলী মাজহাবের কাজী কাজী শিহাবুদ্দীনকে পদচ্যুত করা হয়। কেননা, নায়েবুস সুলতান জানতেন, তিনি নিয়োগের দিন থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত হাম্বলীদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

এ মাসের ষোল তারিখ শুক্রবার উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ওরফে ইব্ন দাবাদিব আদ্‌দাক্কাক লোহার আঘাতে নিহত হন। তার এই হত্যাকাণ্ড এমন একদল লোক প্রত্যক্ষ করেন, যাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয়। প্রায়ই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গালাগালি করতো। একসময় মালিকী বিচারপতির আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণে অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ায় তার জন্য মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়। আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন এবং তাকে স্বীয় রহমত থেকে বঞ্চিত করুন।

এ মাসের ছাব্বিশ তারিখ সোমবার মুহাম্মদকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ইনি ইব্ন মা'যাদ-এর অনুসারী, তার ডাকনাম যুবালা। মহানবী (সা)-কে গালি দেয়া এবং কুফ্‌রী বক্তব্য প্রদানের অপরাধে তাকে এই শাস্তি প্রদান করা হয়। বর্ণিত আছে যে, লোকটি অনেক নামায পড়তো ও রোযা রাখতো। কিন্তু পাশাপাশি হযরত আবুবকর, উমর ও উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর শানে এবং নবী (সা)-এর ব্যাপারে শিয়াদের অনুরূপ উক্তি প্রকাশ করায় এদিন তাকে আল-খায়ল বাজারে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হলো। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

শাওয়ালের তেরো তারিখ রাজ বাহনে আল্-হাজীজ-এর বিচারপতি মুহাদ্দিস মুফতি শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন সানাদ ও আমীর নাসিরুদ্দীন ইব্ন কারাসিনকায় রওনা হন।

শাওয়াল মাসের শেষের দিকে হাসানা নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। লোকটি আশ-শাগূর অঞ্চলে দর্জির কাজ করত। লোকটি ফেরাউনের সমর্থক ছিল। আল্লাহ্ তাকে অভিসম্পাত করুন। সে বিশ্বাস করতো যে, ফেরাউন ইসলাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এই দাবির পক্ষে সে প্রমাণ দিত যে, নিমজ্জনের উপক্রম হলে ফেরাউন বলেছিল ঃ

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ.

"আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইসরাইল যাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয় তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই।"

কিন্তু আল্লাহ্ বলেন,

الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ۔

"এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।
এর মর্ম সে বোঝেনি।

সে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটির মর্মও বোঝেনি,

فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُوْلٰى۔

"আল্লাহ্ তার থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিশোধ নিয়েছেন।"

সে এ আয়াতের অর্থও বুঝতে পারেনি,

فَأَخَذَهُ اللّٰهُ أَخْذًا وَبِيْلًا۔

"আল্লাহ্ তাকে কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করেন।"

আল্লাহ্র এ বাণীর অর্থও সে বুঝেনি,

فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيْلًا۔

"ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।"

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আরও বহু এমন আয়াত ও উক্তি রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, ফেরাউন সবচেয়ে বড় কাফির ছিল। ইয়াহুদি, নাসারা ও মুসলমান সব ধর্মের মানুষ এ ব্যাপারে একমত।

যিল্‌কদ মাসের ছয় তারিখ শুক্রবার সকালে নায়েবুস-সুলতানের অনুসন্ধানে মিসরীয় অঞ্চলের দূত আগমন করে। এ কাজে যথারীতি মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। ফলে নায়েব রাজপ্রাসাদের উপযোগী মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে মিসরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওনা হল। তিনি চৌদ্দ তারিখ সকালে রওনা হন। তাকে বিদায় জানাতে বিচারপতি এবং নিরাপত্তা বাহিনী ও আমীরদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বেরিয়ে আসেন।

যিলহজ্জ মাস শুরুর দিকে নায়েবুস-সুলতানের নিজ হাতে লেখা একখানা পত্র প্রধান বিচারপতি তাজুদ্দীন আশ-শাফেয়ীর হাতে এসে পৌছায়। তাতে তিনি তাকে পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসে তলব করেন এবং আস্-সালীল এর কবর যিয়ারতের আহ্বান জানান। সুলতান তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে যে মূল্যবান উপহার প্রদান করেন, পত্রে তারও বিবরণ প্রদান করেন। পরে চার তারিখ শুক্রবার জুমা'র নামাযের পর প্রধান বিচারপতি ছয়জন দূতসহ রওনা হয়ে যান এবং সংগে কিছু মূল্যবান উপহারও নিয়ে যান। আঠার তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি ফিরে আসেন।

এ মাসে এবং এর আগের মাসে বিভিন্ন স্থানে বন্যা হয়। সেসবের কিছু চিহ্ন আমরা দেখেছি বা'লাবাক্কা নগরীতে। এসব প্লাবনে অনেক গাছগাছালি ও বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়ে যায়। বিভিন্ন বাড়িতে তার চিহ্ন রয়ে যায়। একটি বন্যা হয় জা'লুস নামক স্থানে। এই বন্যা বহু সম্পদ নষ্ট করে ফেলে। উক্ত অঞ্চলের বিচারপতি এবং তাঁর সঙ্গে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ডুবে মারা যান। তারা

কতগুলো টিলার উপর দাঁড়ানো ছিল। কিন্তু বিশাল এক ঢল এসে সেসব গুঁড়িয়ে দেয়। তারা তা প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে প্রাণ হারায়।

একটি বন্যা হয় হাসাজামাল অঞ্চলে। তাতে বহু গাছ, ছাগল ও আঙ্গুর ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে যায়। একটি বন্যা হয় জালবে। এ বন্যায় তুর্কমান ও অন্যান্য অঞ্চলের বহু মানুষ নারী-পুরুষ-শিশু এবং ছাগল ও উট মারা যায়। এসব ঘটনা যারা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের লিখিত গ্রন্থাদি থেকে আমি তথ্য পেয়েছি। তারা লিখেছেন যে, সে সময় বড়-বড় শিলাপাত হয়েছিল, যার এক একটির ওজন ছিল সাতশত দিরহামের সমান। কোনটি এর চেয়েও বড় আবার কোনটি ছোট।

দাঁড়ি, ভ্রু ও গোঁফ মুণ্ডনের অপরাধে কালান্দারিয়াদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপের নির্দেশ। এটি ইব্ন হাযিম এর বর্ণনামতে সর্বসম্মত হারাম। আর কোনো কোনো ফকীহের মতে মাকরূহ

যিলহজ্জ মাসের পনেরো তারিখ মঙ্গলবার দামিশকের সুলতানের পক্ষ থেকে একখানা পত্র আসে। তাতে তিনি কালান্দারিয়াদেরকে মুসলমানদের বেশ-ভূষা ধারণ করতে এবং অনারব ও অগ্নিপূজকদের বেশ বর্জন করতে নিষেধ দেন। অন্যথায় এই নব আবিষ্কৃত বেশ এবং নিন্দনীয় পোশাক বর্জন না করা পর্যন্ত তাদেরকে সুলতানের রাজ্যে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়। ঘোষণা দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তি এই আদেশ মান্য না করবে, তাকে শরীয়ত মুতাবিক শাস্তি দেওয়া হবে এবং দেশ থেকে উৎখাত করা হবে। আর সাথে তাদেরকে হাশীশ খেতে বারণ করা হয়। এবং যারা তা খাবে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ঘোষণা প্রদান করা হয়। যেমনটি কোনো কোনো ফকীহ এ ব্যাপারে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। যাহোক মঙ্গলবারেই দেশের সর্বত্র এ ব্যাপারে ঘোষণা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

আমরা এ মাসে সংবাদ পাই যে, যিল্হজ্জের পাঁচ তারিখ মঙ্গলবার শায়খ আস-সালিহ আশ্-শায়খ আহমাদ ইব্ন মূসা আয্-যার'য়ী ড্যাবরাস নগরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইনি সৎ কাজের আদেশ, অন্যায়ে বাধাদান এবং সুলতান ও সরকারের নিকট জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যাপৃতদের একজন ছিলেন। বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর মর্যাদা ছিল। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

এ মাসে আমীর সাইফুদ্দীন কাল্হান ইবন্ আক্ওয়াসও মৃত্যুবরণ করেন। ইনি দামিশকের রক্ষীপ্রধান ও আমীর ছিলেন। পরে এই সকল পদ থেকে তিনি বিচ্যুত হন এবং সুলতান তাকে তারাবলিসে নির্বাসিত করেন। অবশেষে ওখানেই তিনি মারা যান।

নায়েবুস সালতানাহ আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির মিসরীয় অঞ্চল থেকে ফিরে আসেন। বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পথে সুলতানের পক্ষ থেকে তিনি প্রাপ্যেরও অধিক মর্যাদা ও অনুকম্পা লাভ করেন। জিলহজ্জের নয় ও দশ তারিখে এখানে অবস্থান করে পরে শিকারের উদ্দেশ্যে তিনি গাবা আরসূকের পথে রওনা হন। কিন্তু পথে এক রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শিকারের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে দ্রুত দামিশক চলে যান। মাসের একুশ তারিখ সোমবার সকালে মহা সমারোহে তিনি দামিশক প্রবেশ করেন। জনগণ তাঁকে স্বাগতম জানাতে রাস্তায় নেমে আসে। তিনি

কারুকার্যখচিত আবা পরিহিত অবস্থায় দামিশকে প্রবেশ করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

৭৬২ হিজরী সন শুরু

এ বরকতময় বছরটি যখন শুরু হয়, তখন মিসরীয় ও সিরীয় অঞ্চল, হারামইন শরীফায়ন ও অন্যান্য অঞ্চলের বাদশাহ ছিলেন হাসান ইবনুল মালিকুন নাসির আন্‌নাসির মুহাম্মদ ইবনুল মালিকুল মানসূর কালাউন আস-সালিহী। মিসরীয় অঞ্চলে তাঁর কোনো নায়েব ছিল না। উক্ত অঞ্চলে বিগত বছর যাঁরা বিচারপতি ছিলেন, এ বছরও তারাই বিচারপতির পদে বহাল ছিলেন। তখন তাঁর উজির ছিলেন কাজী ইব্‌ন আন্‌সাহাব। দামিশকে সিরিয়ার নায়েব ছিলেন আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির আল্‌-খাওয়ারিজমী। কাজী, খতীব, অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিবর্গ, সেনাপ্রধান ও হিসাব প্রধান বিগত বছর যারা ছিলেন, এ বছরও তারা-ই বহাল থাকেন। উজির ছিলেন ইবন্ কাযবীনা। গোপন তথ্যাদির লেখক ছিলেন কাজী আমীনুদ্দীন ইবনুল কালানিসী। কোষাগারের দায়িত্বশীল ছিলেন কাযী সালাহুদ্দীন আস্‌-সাগাফী। ওয়াকফ বিভাগের যিম্মাদার ছিলেন আমীর নাসিরুদ্দীন ইব্‌ন ফজলুল্লাহ। নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান ছিলেন আল-ইউসুফী। অতঃপর আমীর পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি মিসরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওনা হন। নগরপ্রধান ছিলেন নাসিরুদ্দীন। আর সেনাপ্রধান ছিলেন ইবনুশ শুজায়ী।

মুহাররমের ছয় তারিখ সোমবার সকালে হামাতের নায়েব আমীর আলী হামাত থেকে বের হয়ে মিসর গমনের উদ্দেশ্যে দামিশকে প্রবেশ করেন। প্রথমে আল্‌-কাস্‌রাল আবলাকে অবতরণ করে পরে ইয়ালবাগায় অবস্থিত নিজ বাড়িতে পৌছে যান। জনতা তাকে সালাম জানাতে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। নয় তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। তারপর তিনি মিসরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওনা হন।

মুহাররমের ঊনিশ তারিখ শনিবার হাসান ইবনুশ শাগুরকে কারাগার থেকে বের করে মালিকী বিচারপতির আদালতে উপস্থিত করা হয়। সে ফেরাউনের মুমিন হওয়ার ব্যাপারে বক্তব্য দান করে এবং ফেরাউনের পক্ষে বিভিন্ন দলীল উপস্থাপন করে। এভাবে সে একবার, দুবার এবং তিনবার আরোপিত অভিযোগের স্বীকৃতি প্রদান করে। লোকটি ছিল বয়োবৃদ্ধ, অন্ধ ও সাধারণ। ভালভাবে প্রমাণ পেশ করার ক্ষমতা তার ছিল না।

ফেরাউন যখন ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন সে বলেছিল, “আমি ঈমান আনলাম তার উপর, যার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুসলমানদের একজন।” পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি তাকে ফেরাউনের মুমিন হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত করেছিল।

ফেরাউনের উল্লিখিত বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, “এখন! এর আগে তো তুমি নাফরমানি করেছিলে, আর তুমি তো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। আজ আমি তোমার দেহকে মুক্তি দেব, যেন সেটি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে।”

আর এই মূর্খ ধরে নিয়েছে যে, ফেরাউনের এই ঈমান তার উপকারে আসবে। কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন,

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.

"আর তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো, তখন বললো, আমরা ঈমান আনলাম এক আল্লাহ্র উপর এবং তাঁর সঙ্গে যাদের শরীক করতাম, তাদেরকে অস্বীকার করলাম। আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর তারা যে ঈমান আনে, তা তো তাদের উপকারে আসবে না। এটাই আল্লাহ্র রীতি। অতীতেও তাঁর বান্দাদের ক্ষেত্রে এ রীতি কার্যকর হয়েছে। আর তখন কাফিররা ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ্ পাক আরও বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا.

"নিশ্চয় যাদের ব্যাপারে তোমার রবের বাণী স্থির হয়ে গেছে, তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না। যদিও তাদের নিকট সকল নিদর্শন এসে হাজির হয়; যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। আল্লাহ্ বললেন, তোমাদের দু'আ কবুল হয়ে গেছে।"

তারপর আরেকদিন তাকে হাজির করা হয়। কিন্তু সে তার ভ্রান্ত মতবাদের উপর অটল থাকে। ফলে তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। এবার সে তাওবার কথা প্রকাশ করে। তারপর তাকে শিকল পরিয়ে কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়। তারপর তৃতীয়বার আদালতে উপস্থিত করা হলে সে স্পষ্ট ভাষায় তাওবার ঘোষণা দেয়। নগরীতে তার এই তাওবার ঘোষণা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া দেওয়া হয়।

চৌদ্দ তারিখ বুধবার রাতে চন্দ্র ম্লানভাবে উদিত হয়। তা মেঘের নিচেই চাপা পড়ে থাকে। ফলে খতীব ঈশার পূর্বে সালাতুল খুসূফ আদায় করেন। তিনি প্রথম রাকাতে সূরা আনকাবূত এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরা ইয়াসীন পাঠ করেন। তারপর মিম্বরে চড়ে খুতবা দান করেন এবং ঈশার পর মিম্বর থেকে অবতরণ করেন। এ সময়ে তাঁর সামনে হাজীদের পত্রাবলি উপস্থাপন করা হয়। তাতে তারা সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তার সংবাদ প্রদান করে।

যিলহজের শুরু থেকে এবং তারও আগ থেকে এই দিনগুলো পর্যন্ত পানির বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। এ মাসের শেষ নাগাদ এই ধারা অব্যাহত থাকে। এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা, যেমনটি বিভিন্ন শায়খ উল্লেখ করেছেন। এগুলো ছিল পাহাড়ি ঢলের পানি, যা নদীপথে এসে জলোচ্ছ্বাসের রূপ ধারণ করেছিল।

মুহাররমের এগারো তারিখ বুধবার যোহরের আগে রাজবাহন এসে প্রবেশ করে এবং হজের আমীর শাবাকতামির আল্-মারদানির প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। ইনি মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন। আল্লাহ্ তার মর্যাদা দান করুন এবং অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। পরে কারাসিনকারের সঙ্গে হজ কাফেলা ফিরে এলে তিনি মিসরীয় অঞ্চলে চলে যান।

আমরা জানতে পারি যে, মক্কার আমীর সানাদ সুলতানের বাহিনীর সাথে প্রতারণা করে; যারা ইব্‌ন কারাসিনকারের সঙ্গে অভিযানে রওনা হয়েছিল। আমীর সানাদ প্রতারণার মাধ্যমে আক্রমণ চালিয়ে বাহিনীর অনেক লোককে হত্যা করে এবং তাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে নেয়। অগত্যা তারা নিরস্ত্র অবস্থায় মিসরীয় অঞ্চলে ফিরে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

শাওয়ালের শুরুর দিকে মিসরীয় অঞ্চল থেকে একের পর এক ধ্বংসের সংবাদ আসতে থাকে। এটি হয়েছিল নীল নদের প্রবাহ বন্ধ হয়ে পানির রং বিবর্ণ হওয়ার ফলে। আমরা জানতে পারি যে, প্রতিদিন উক্ত অঞ্চলের দুই হাজারেরও অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করতো। প্রত্যহ রোগাক্রান্ত হতো এর চেয়েও বেশিসংখ্যক। এর ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। বিশেষ করে চিনি, পানি ও ফলের দাম অনেক বেড়ে যায়। সুলতান নগরীর রাজপথে বেরিয়ে আসেন। তিনিও ভাবনায় পড়ে যান। অবশ্য পরে আল্লাহ্‌র মেহেরবানিতে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

রবিউস সানির তিন তারিখে মিসরীয় অঞ্চল থেকে ইরাকের শাসনকর্তার দূত ইবনু হুজাফ সুলতানের কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আগমন করে। সুলতান তাতে এই শর্তে সম্মতি প্রদান করেন যে, মহর হিসেবে তার কন্যাকে বাগদাদের রাজত্ব দান করতে হবে। তিনি দূতদেরকে মূল্যবান রাজকীয় উপঢৌকন প্রদান করেন। সেই সঙ্গে সুলতান বায়তুল মালের অর্থে একটি গ্রাম ক্রয় করে দামিশকের তাওয়াবীসের সন্নিকটে প্রস্তাবিত খানকার নামে তা ওয়াক্‌ফ করে দিতে আদেশ দেন। গায়বার নায়েব এবং প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দূতের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বেরিয়ে আসে।

রবিউস সানির সাত তারিখ রবিবার হালব থেকে আসা ফকীহ শামসুদ্দীন আল-ইরাকীর হস্তলিখিত একখানা পত্র পাঠ করে শোনানো হয়। তাতে লেখা ছিল, তিনি রবিউল আউয়ালের সতের তারিখ সোমবার আদালতে নায়েবুস সালতানার নিকটে উপস্থিত ছিলেন। সে সময় আদালতে এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হয়, যার একটি সন্তান জন্ম লাভের পর সে সাথে সাথেই মারা গেছে। সন্তানটিকেও তার সাথে উপস্থিত করা হয়। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তা প্রত্যক্ষ করে। বাচ্চাটির কাঁধ, মাথা ও মুখমণ্ডল সমান এবং গোলাকার এবং একই দিকে তার দুটি মুখ ছিল। আমি পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি মহান সৃষ্টিকর্তা, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র।

আমি সংবাদ পাই যে, এ মাসে মিসরের আল্‌-মাদরাসাতুস সুলতানিয়ার জন্য নির্মিত মিনারটি ভেঙে পড়ে। মিনারটি ছিল অভিনব আকারে নির্মিত চমৎকার এক শিল্পকর্ম। ভেঙে পড়ার কারণ হলো- উল্লিখিত মাদ্রাসার ফটকের গম্বুজের উপরে এক ভিত্তির উপর দুটি মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল। বিধ্বস্ত মিনারের নীচে চাপা পড়ে মাদ্রাসার নির্মাণকর্মী, পথচারী ও মাদ্রাসার মকতবের ছাত্র মিলে বহু মানুষ প্রাণ হারায়। উপস্থিত শিশুদের ছয়জন ব্যতীত সবাই মারা যায়। এই দুর্ঘটনায় নিহতদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশত। কেউ এরও বেশি, আবার কেউ এর চেয়ে কম উল্লেখ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

এ মাসের উনত্রিশ তারিখ সোমবার নায়েবুস সালতানাহ আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির ক্ষতিকর গাছ-গাছালি ও আগাছা পরিষ্কার করার জন্য প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর পুরো

সেনাবাহিনী, সকল আমীর ও সহচরগণও বের হয়। তারা প্রত্যেকে নিজ হাতে এবং গোলাম ও চাকরদের দ্বারা কাজ করায়। তাদের নিকট আল্-মারজ, আল্-গুতা ও অন্যান্য অঞ্চলের একদল কৃষককে হাজির করা হয়। সুলতান পরবর্তী মাসের পাঁচ তারিখে শনিবার ফিরে আসেন। এ কয়দিনে তিনি আগাছা ও ক্ষতিকর গাছপালা বিনষ্ট করে জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলেন।

এ সময়ে অভিনব একটি ঘটনা ঘটে। তা হলো– তাদের একদল মানুষ ফজরের আগে সদকার রুটি নেওয়ার জন্য একস্থানে সমবেত হয়। সেখানে তারা পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হয়। কয়েক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে ধরে বেদম প্রহার করে তার থেকে এক থলে কেড়ে নেয়, যাতে প্রায় চার হাজার দিরহাম এবং কিছু সোনা ছিল। তারপরও তারা দম্ভের সাথে চলে যায়। আক্রান্ত লোকটির সংজ্ঞা ফিরে এলে, সে আর আক্রমণকারীদের পায়নি। সে এ ব্যাপারে নগর প্রশাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু অপরাধীদের আর ধরা সম্ভব হয়নি। যারা তার থেকে থলেটি নিয়েছিল, তারা আমাকে বলে যে, তার থেকে তারা তিন হাজার দিরহাম, তিন দিনার ৫ মনের দুটি দিনার এবং এক হাজার দিরহাম মূল্যের একটি বন্দুক ছিনিয়ে নেয়। তারা আমাকে এমনটি-ই বলে, যদি তারা সত্য বলে থাকে।

জুমাদাল উলার পাঁচ তারিখ শনিবার সকালে প্রধান বিচারপতি শরফুদ্দীন আলহানাফী শায়খ আলী ইবনু বান্নাকে তলব করেন। তিনি উমাভী জামে' মসজিদের মাটিতে বসে ওয়াজ করতেন। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, যেন তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর সমালোচনা করছেন। ফলে তাকে হাজির করে এর থেকে তাওবা করানো হয় এবং প্রধান বিচারপতি শরফুদ্দীন আস-সুফরী তাকে জনতার উদ্দেশ্যে কথা বলতে নিষেধ করে দেন এবং তাকে কারারুদ্ধ করে রাখেন। পরে আমার নিকট সংবাদ আসে যে, তিনি তার মুসলমান হওয়ার রায় প্রদান করে সেদিনই তাকে মুক্ত করে দেন।

এই ইবনুল বান্না ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন। যিনি জন্মসূত্রে মিসরী ছিলেন। হাদীস শ্রবন ও পাঠ করতেন এবং মাঝে-মধ্যে ওয়াজ করতেন। বহু সাধারণ মানুষ তার ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। জনতা অতি সহজে তার বক্তব্য বুঝতে পারতো। অনেক সময় তিনি রসিকতামূলক কথা বলে লোকদের হাসাতেন।

অতঃপর তিনি আট তারিখ মঙ্গলবার যথারীতি মাহফিলের আয়োজন করেন। উক্ত মাহফিলে তিনি যথারীতি বক্তব্য রাখেন। ফলে উল্লিখিত বিচারপতি পুনরায় তাকে তলব করে তিরস্কৃত করেন।

সম্রাট আল-মানসূর সালাহুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল মালিকুল মুযাফ্ফার হাজী ইবনুল মালিকুন নাসির মুহাম্মদ ইবনুল মালিকুল মানসূর কালাউন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আস্ সালিহী-এর রাজত্ব এবং তাঁর চাচা আল-মালিকুন নাসির হাসান ইবনুল মালিকুন নাসির মুহাম্মদ ইবনুল মালিকুল মানসূর কালাউন-এর রাজত্বের পতন

ইনি হলেন আল-মালিকুন নাসির হাসান ইবনুল মালিকুন নাসির। লোকটির লোভ বেড়ে গিয়েছিল। প্রজাদের প্রতি তার আচার আচরণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের জীবনযাত্রা ও

আয়-উপার্জনে সংকট সৃষ্টি করেছিল। তিনি এত অধিক পরিমাণ ভবন নির্মাণ করেছিলেন, যার বেশির ভাগই ছিল অপ্রয়োজনীয়। তিনি রাজকোষাগারের অধিকাংশ সম্পদ কুক্ষিগত করে নিয়েছিলেন এবং তদ্দারা বহুসংখ্যক গ্রাম ও নগরী ক্রয় করেছিলেন। এ বিষয়গুলো জনজীবনে মারাত্মক সংকট ও সমস্যার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু কি বিচারপতি, কি গভর্নর, কি উলামায়ে কিরাম, কি সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ, কেউ এর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পায়নি। এমনকি তার ও মুসলমানদের কল্যাণের পক্ষে কোনো উপদেশ দেওয়ার হিম্মতও কারও হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি তারই বাহিনীকে তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন এবং তার প্রজাদের বিশিষ্ট ও সাধারণ সকল মানুষের অন্তর ঘুরিয়ে দেন। একপর্যায়ে আল্লাহ্ পাক তারই একান্ত আপনজন আমীরুল কাবীর সাইফুদ্দীন্ ইয়ালবাগা আল-খাসিকীর হাতে তার মৃত্যু হয়।

ঘটনাটি এভাবে ঘটে যে, সুলতান তাকে আটক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সুলতানের এই পদক্ষেপের ব্যাপারে সীমালংঘন করেন। একদিকে সুলতান তাকে ধরতে রওনা হন, অপর দিকে তিনিও নিজ বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কায়রোর ওতাকাত নামক স্থানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। উভয় পক্ষ সংঘাতে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে সুলতান পরাজিত হন এবং উভয় পক্ষের বেশ কিছু মানুষ নিহত হয়। সুলতান আল্-জাবাল দুর্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে বাহিনী দুর্গ অবরুদ্ধ করে রাখে। রাতে তিনি কুর্খে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্গ থেকে বের হওয়ামাত্র ধরা পড়ে যান এবং ইয়ালবাগা আল-খাসিকির ঘরে আবদ্ধ হন। ঘটনাটি ঘটে এ বছরের জুমাদাল উলার নয় তারিখ বুধবার।

এভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা আমীর সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আল-খাসিকীর হাতে চলে আসে। তারপর এক পর্যায়ে সম্রাট আল-মানসূর সালাহুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল মুযাফফর হাজীর নামে বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। খতীবগণ তাঁর নামে খুতবা দান করেন এবং তার নামে মুদ্রা চালু হয় এবং স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ করে তাঁর নামে বায়'আত গ্রহণ করা হয়। তখন তিনি বারো বছরের বালক। কারো কারো মতে চৌদ্দ বছর। কেউ বলেন, ষোলো বছর। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি তার পিতা আন-নাসির মুহাম্মদ ইবন্ কালাউন-এর আমলের আইন পুনর্বহাল এবং আল-মালিকুন নাসির হাসানের সকল আইন বাতিলের ঘোষণা প্রদান করেন এবং তিনি যেসব ভাতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সেসব পুনরায় চালু করেন। তিনি তাশতিমোরকে আল-কাসিমীকে ইসকান্দারিয়ার কারাগার থেকে বের করে এনে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেন। এ মাসের ষোল তারিখ বুধবার সকালে আমীর সাইফুদ্দীন বাবলার মাধ্যমে দামিশকে এ সংবাদ পৌঁছে যায়। তার জন্য দুর্গে আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং আমীরদের তবলখানার ফটকসমূহে উৎসব পালন করা হয় এবং নগরীকে পুরোদমে সজ্জিত করা হয়। সেদিনই সকালে দারুস সা'আদায় তার নামে বায়'আত গ্রহণ করা হয় এবং নায়েবুস সালতানা থেকে মর্যাদার পোশাক খুলে নেয়া হয়। তাতে অধিকাংশ আমীর ও জনসাধারণ আনন্দিত হয়। ক্ষমতা মূলত আল্লাহ্রই। মহান আল্লাহ্ বলেন,

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ.

"বলো : রাজত্বের অধিকারী– হে আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নাও।"

একপর্যায়ে আল-জামরিয়ায় একটি পাথরের গায়ে কিছু লিপি পাওয়া যায়। মামুনকে সেগুলো পাঠ করে শোনানো হয়। তাতে লিখা ছিল :

ما اختلف الیل والنهار ولا۔دارت نجوم السماء فی الفلك

الا لنقل النعیم من ملك۔قد زال سلطانه الی ملك

وملك ذی العرش دائم ابدا۔لیس بفان ولا بمشترك

এই যে রাত-দিনের বিবর্তন, আর আকাশে তারকারাজির বিচরণ, এসব হলো নেয়ামতসমূহ একজনের রাজত্ব থেকে আরেকজনের রাজত্বে স্থানান্তরের জন্য। আর 'আরশের অধিপতির রাজত্ব চিরকাল অটুট রয়েছে এবং থাকবে, যার কোন ধ্বংস নেই এবং যাতে কোন অংশীদারও নেই।"

সুলাইমান ইব্‌ন আব্দুল মালিক ইব্‌ মারওয়ান সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি জুমা'র নামায পড়তে বের হন। তিনি সুঠাম ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তখন তার ভরা যৌবন। তিনি সবুজ পোশাক পরিধান করে বের হন। তিনি তার দৈহিক গঠন ও পোশাকের প্রতি বার বার তাকাচ্ছিলেন। বিষয়টি তাকে চমৎকৃত করে তোলে। তিনি তার বাসভবনের ফটকের নিকট পৌঁছলে তারই এক রক্ষিতা দাসীর আকৃতিতে এক নারী জিন এসে তার নিকট নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করে :

انت نعمة كنت تبقى۔غر أن لاحياة للانسان

ليس فيما علمت فيك عيب۔يذكر غير انك فان

"আপনি একটি নেয়ামত হতেন, যদি আজীবন বেঁচে থাকতেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো মানুষের কোন হায়াত নেই।"

আমি যতটুকু জানি, আপনার মাঝে কোনো দোষ নেই। তবে একটিমাত্র দোষ আছে, আর তা হলো : আপনি ধ্বংসশীল।"

সুলায়মান ইব্‌ন আব্দুল মালিক দামিশকের মসজিদে প্রবেশ করে মিম্বরে চড়ে জনতার উদ্দেশে ভাষণ দান করেন। তিনি উচ্চস্বরের অধিকারী ছিলেন। যখন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে কথা বলতেন তার বক্তব্য মসজিদের সব মানুষ শুনতে পেত। কিন্তু আবু তার কণ্ঠে জোর নেই। ধীরে-ধীরে তার কণ্ঠ স্তিমিত হয়ে আসে। এখন সামনের লোকেরাও তার বক্তব্য শুনতে পাচ্ছে না।

নামায আদায় করে তিনি বাসায় ফিরে গিয়ে উক্ত দাসীকে যার বেশে নারী জিন তার সামনে হাজির হয়েছিল, তাকে হাজির করে জিজ্ঞাসা করেন : উক্ত পংক্তি দুটো তুমি কীভাবে আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলে? দাসী বলল : আমি তো আপনাকে কোনো কবিতা শোনাইনি। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার! আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি আমাকে কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলে। আল্লাহ্ তার উপর রহমত নাযিল করুন।

এ মাসের ষোলো তারিখ শনিবার সকালে অসুস্থ অবস্থায় তারাবলিসের পদচ্যুত নায়েব এবং দামিশকের সাবেক নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন এসে পৌঁছান। এসে তারা দারুসসাআদায় প্রবেশ করেন। কিন্তু নায়েবুস সালতানাহ তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হননি।

এ মাসে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, আল্-জাবিয়া ফটকের দিক থেকে একটি সাকী এসে এমন কতগুলো কুকুরছানার নিকট এসে তাদের দুধপান করায় যাদের মা মারা গিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল মারয়াম গির্জার এক প্রান্তে। এ ঘটনাটি একাধিকবার ঘটেছিল। মুহাদ্দিস নুরুদ্দীন আহমাদ ইবনু মাকসূস ঘটনাটি নিজ চোখে দেখেছেন বলে আমাকে জানান। জুমাদাল উখরার মধ্য দশকে নায়েবুস সালতানার পক্ষ থেকে এক ঘোষক নগরীতে ঘোষণা দেয় যে, মহিলারা যেন পর্দাসহ চলাফেরা করে এবং পোশাক দ্বারা সর্বাঙ্গ ঢেকে নেয় আর যেন কোনো সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। মহিলারা এই ঘোষণা মান্য করে চলে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য।

আরবের আমীর জাব্বার ইব্ন মাহনা মহা সমারোহে আগমন করেন এবং নায়েবুস সালতানাহ মাঝপথে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আল-আবওয়াবুশ্ শরীফাহ ছিল তার গন্তব্যস্থল।

রজবের শেষের দিকে আমীর সাইফুদ্দীন তামার আল-মাহমানদার গাজার নায়েব-এর পদত্যাগ করে ফিরে আসেন। নায়েবুস সালতানাহ বেশ কিছু অঞ্চলের কর মওকুফ করেছেন। যেমন– আল্-হাদায়া, আল-খাযাল, আল্-মারদাদান, হালব, তাবাবী ইত্যাদি এলাকা। তা ছাড়া হিসাব গ্রহণকারীদের থেকে যে কর উসূল করা হতো, আধা দিরহাম বাদে বাকি সব এবং লাশ দাফনকারীদের পারিশ্রমিক থেকে লাশপ্রতি যে সাড়ে তিন দিরহাম কর আদায় করা হতো, তাও মওকুফ করে দেন। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য থেকেও অনেক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। মোটের উপর এ বছর মানুষ অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

শাবান মাসে আমীর হাব্বার ইব্ন মাহনা মিসরীয় অঞ্চল থেকে এসে আল্-কাসরুল আবলাকে অবতরণ করেন। নায়েবুস সালতানাহ তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং উভয়ে উভয়কে সম্মান করেন। অতপর অল্প কিছুদিন পরই তিনি ফিরে যান। যেসব আমীর আল্-ইসকান্দারিয়ায় আটক ছিলেন, তারা মাসের সাত তারিখ শুক্রবার সকালে এসে পৌছান। তাদের মাঝে ছিলেন আমীর শিহাবুদ্দীন ইব্ন সাব্হ, সাইফুদ্দীন তাহীদামির আল্-হাজিব, তাইবারিফ, মুকাদ্দিম আল্ফ ও উমর শাহ। উমর শাহ আর নায়েবুস সালতানাহ আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির মুসলমানদের স্বার্থে পর্যায়ক্রমে কর মওকুফ করে দেয়ার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। আমি জানতে পেরেছি যে, আমীর সাইফুদ্দীন এর প্রতিজ্ঞা ছিল, সম্ভব হলে তিনি প্রজাদের থেকে সকল কর মওকুফ করে দিতেন।

একটি অভিনব ও বিস্ময়কর ঘটনা

আমি জানতে পেরেছি যে, নায়েবুস সালতানাহ আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির মিসরীয় অঞ্চলের নেতা আমীর সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আল্-হাসিকীর সমালোচনা করেছেন। তার মনে সন্দেহ ঢুকে যায় যে, তিনি তাকে শাম থেকে প্রত্যাহার করার চেষ্টা করছেন। আর আমাদের নায়েবের তো শক্তি ও প্রতিপত্তি রয়েছে। ফলে ধীরে-ধীরে তিনি ইয়ালবাগার আনুগত্য থেকে সরে যেতে থাকেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সুলতানের আনুগত্য বহাল থাকে। তার মনে এই সন্দেহও জাগ্রত হয় যে, সুযোগ পেলে ইয়ালবাগা তাকে পদচ্যুত করবেন। ফলে টিকে থাকার লক্ষ্যে তিনি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ঘটনাক্রমে এই পরিস্থিতিতেই দামিশকের আল মানসূরা দুর্গের

অধিপতি আমীর সাইফুদ্দীন বারযাক আন-নাসিরী মৃত্যুবরণ করেন। ফলে দূর্গের দখল বুঝে নিতে নায়েবুস সালতানাহ তার সহচরদের প্রেরণ করেন। তিনি নিজেও গিয়ে তাতে প্রবেশ করেন। দূর্গে প্রবেশ করে তিনি আমীর যায়নুদ্দীন যুবালা যিনি ফকীহ ছিলেন এবং পরে নায়েব পদে অধিষ্ঠিত হন, ডেকে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ান এবং তাকে দুর্গের প্রাচীর, বুরুজ খোলা, বন্ধ করা, প্রাসাদ ও সংখ্যা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করান। এই পরিস্থিতিতে এই ঘটনায় মানুষ বিস্মিত হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে কোনো নায়েবের বেলায় এমন ঘটনা ঘটেনি। তিনি দারুস সা'আদা বরাবর অবস্থিত ফটকটি খুলে দেন। নায়েবুস সালতানাহ এই ফটক দ্বারা দলবলসহ দুর্গে যাতায়াত করতেন এবং তার দেখাশোনা করতেন। আল্লাহ্ তাকে শক্তি দান করুন!

শাবানের পনের তারিখ শনিবার তিনি যথারীতি বাহনে আরোহণ করেন এবং শামের নায়েবে আমীর সাইফুদ্দীনকে তলব করেন। সে সময় তিনি নিজ গৃহে বন্দী অবস্থায় ছিলেন, তিনি চলাফেরাও করতেন না, কেউ তাকে দেখতও না। তাকে নায়েবুস সালতানার নিকট হাজির করা হয় এবং তিনি তার সঙ্গে ভ্রমণে রওনা হন। অনুরূপ মিসরীয় অঞ্চল থেকে আগত আমীরগণও। তারা বলেন, তাবতারিক, যিনি হাজারো আমীরের একজন ছিলেন এবং তায়দামির আল্-হাজিবও। পক্ষান্তরে ইব্ন সাবৃহ ও উমর শাহ জুমার দিন সন্ধ্যায় রওনা হন।

নায়েবুস সালতানাহ তাদেরকে আল্-খায়ল বাজারে ভ্রমণ করিয়ে তাদের নিয়ে দারুস সা'আদায় অবতরণ করেন। সেখানে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং এই মর্মে একমত হন যে, তারা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে, ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুর মুকাবিলা করবে এবং কোনো শক্তি যুদ্ধ করতে চাইলে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সুলতান হলেন তাদেরই ওস্তাদ আল্-মালিকুল মানসূর ইব্ন হাজী ইবনু নাসির ইব্ন কালাউন-এর পুত্র। ফলে তারা সবাই নাযেবুস সালতানার আনুগত্য মেনে নেয় এবং শপথ নিয়ে বেরিয়ে যায়। নায়েবুস সালতানাহ নিজে অভ্যাস মুতাবিক জাঁকজমকের সঙ্গে সেখানেই অবস্থান করেন। আমি আল্লাহ্র নিকট তাঁর উত্তম পরিণাম প্রার্থনা করছি।

শা'বান মাসের ষোলো তারিখ রবিবার সকালে মালিকুল উমারা লবন ও বিনোদনের কর মওকুফ করে দেন। নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, কোনো নারী যেন পুরুষকে এবং পুরুষ নারীকে গান না শোনায়। এটি ছিল জনগণের জন্য ব্যাপক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়।

আঠারো তারিখ মঙ্গলবার নায়েবুস সাল্তানাহ সাইফুদ্দীন বায়দামির দুর্গের বুরুজের উপর মিন্জানিক স্থাপনের কাজ শুরু করেন এবং চারদিকে চারটি বুরুজ স্থাপিত হয়। আমার নিকট সংবাদ আসে যে, জনগণ বিভিন্ন বুরুজের উপর ছয়টি মিনজানিক দেখতে পেয়েছিল। তারপর সেখান থেকে সাধারণ লোকদের সরিয়ে কুর্দ, তুর্কমান প্রভৃতি সাহসী লোকদের বহাল করেন এবং সেখানে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য, তৈজসপত্র ও যুদ্ধাস্ত্রের সমাগম ঘটান। এভাবে কোনো শক্তি দ্বারা দুর্গ অবরুদ্ধ হলে তা প্রতিহতকরার সকল আয়োজন সম্পন্ন করেন। উদ্যানবাসীরা যখন দেখে, দুর্গে কতগুলো মিনজানিক স্থাপন করা হয়েছে, তখন তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের অধিকাংশ বাগান ত্যাগ করে নগরীতে ফিরে যায়। তাদের কেউ কেউ নগরবাসীদের কাছে তাদের মূল্যবান সম্পদ ও জিনিসপত্র গচ্ছিত রাখে। নায়েবুস সালতানার এই পদক্ষেপ সুফল বয়ে আনে।

আমার কাছে একটি ফাতাওয়া আছে, যার বক্তব্য নিম্নরূপ : এক রাজা একটি গোলাম ক্রয় করেছে। পরে সদাচার ও দান-দক্ষিণার মাধ্যমে তাকে লালন-পালন করে বড় করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই গোলাম একদিন তার উপর চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করে এবং তার মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে সব কুক্ষিগত করে ফেলে। তারপর সে নিহত রাজার রাজত্ব দখল করে নেয়। তারপর সে রাজ্যের এক নায়েবকে হত্যা করতে লোক প্রেরণ করে। এমতাবস্থায় তাকে প্রতিহত করা যাবে কি? এই নায়েব যদি আপন জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে লড়াই করে নিহত হয়, তা হলে তিনি শহীদ হবেন কি? যে ব্যক্তি নিহত রাজার উত্তরাধিকার উদ্ধারের চেষ্টা করে, সে এর ছাওয়াব পাবে কি? এসব বিষয়ে শরীয়তের সিদ্ধান্ত জানালে বাধিত হব।

উত্তরে আমি যে লোকটি আমীরের পক্ষ থেকে আমার নিকট এসেছিল, তাকে বললাম, তার উদ্দেশ্য যদি হয়, তার ও আল্লাহ্র মাঝে যে দায়িত্ব আছে, তা থেকে মুক্ত হওয়া, তাহলে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। পক্ষান্তরে, তার এই ফাতাওয়া তলব দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় রাষ্ট্রক্ষমতা সংহত করা এবং আমীরদেরকে তার অনুগত বানানো, তা হলে এ বিষয়ে আগে বড় বড় মুফতি শায়খদের ফাতাওয়া গ্রহণ করা আবশ্যক। সঠিক সিদ্ধান্ত দানে তাওফীক দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্।

শাম দেশের সকল আমীর নায়েবুস সালতানার নিকট সমবেত হন। এমনকি বলা হয় যে, তাদের মাঝে রাজ্যের নায়েবদের সতেরজন আমীর ছিলেন। তাদের প্রত্যেকে জাঁকজমকপূর্ণ বহর নিয়ে আসেন। এসে তারা দারুস সা'আদায় অবতরণ করেন এবং সেখানে নিমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ আসে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত আমরি মানজাক আত্-তারজাকিসী নায়েবুস সালতানার পক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। এ সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নায়েব একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। প্রতিনিধি ফিরে এসে সংবাদের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। সেই সঙ্গে এ সংবাদও জানায় যে, তিনি গাজা ও তার নায়েবকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। আর এই অভিযানকে সফল করার লক্ষ্যে সকল আয়োজনও সম্পন্ন করেছেন। তা ছাড়া তিনি আল-জাদায় চেকপোস্ট বসিয়ে পথচারীদের তল্লাশীর ব্যবস্থা করেছেন। এসব পদক্ষেপের ফলে উক্ত অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে। এখন মানুষ নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারছে। অনুরূপভাবে দামিশক ও তার আশপাশের অঞ্চলেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। এসব অঞ্চলে এখন আর কেউ বাড়াবাড়ি করছে না, কেউ কারও উপর যুলুম করছে না এবং কেউ অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করছে না। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য। ব্যতিক্রম শুধু এটুকু যে, কতিপয় উদ্যানবাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নগরীতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাদের মূল্যবান সম্পদগুলো অন্যদের কাছে গচ্ছিত রেখে ভীতুমনে সেখানে অবস্থান নেয়। দুর্গের বুরুজের মাথায় ছয়টি মিনজানিক স্থাপনের ঘটনা দেখে তাদের এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

তারপর নায়েবুস সালতানাহ চার বিচারপতি ও সকল আমীরকে উপস্থিত করেন। তারা একখানা পত্র তৈরি করে। গোপন তথ্যাদির লেখক তাদের উপস্থিতিতে পত্রখানা লিপিবদ্ধ করেন। তাতে উল্লেখ করা হয় যে, তারা সুলতানের প্রতি সন্তুষ্ট, ইয়ালবাগার প্রতি রুষ্ট এবং তারা সুলতানের রাজ্য পরিচালনায় কোন হস্তক্ষেপ করবেন না। বিচারপতিগণ এই পত্রে সাক্ষী

থাকেন। তারা পত্রখানা একজন গোলামের মাধ্যমে ইয়ালবাগার সহকারী আমীর তাইবাগা আত্-তাবীল এর নিকট মিসরীয় অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন।

মানজাক দূত মারফত নায়েবুস সালতানাকে এইমর্মে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন যে, আপনি মিসরীদের শায়েস্তা করতে বহিনী নিয়ে এসে পড়ুন। ফলে, শামের নায়েব একটি বাহিনী ঠিক করে নেন, যারা তার সাথে অভিযানে রওনা হবে। শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখ শনিবার রাতে বাহিনী রওনা হয়। তারা আমীর মানজাক-এর সাহায্যার্থে শামের সাবেক আমীর ইসদামার এর নেতৃত্বে রওনা হয়। তারা সংখ্যায় ছিল দুই হাজার। এ বাহিনীটি রওনা হওয়ার পর রমযানের আট তারিখ মঙ্গলবার রাতে তিন হাজার সৈন্যের আরও একটি বাহিনী রওনা হয়। এ বিষয়ে পরে আলোচনা আসবে

এ বছর শা'বান মাসের চব্বিশ তারিখ মঙ্গলবার শায়খ হাকিম আলাউদ্দীন মোগলতাই মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন যায়দানিয়্যায় তিনি সমাধিস্থ হন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সংগ্রহে বিপুলসংখ্যক কিতাব ছিল। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

রমযানের এক তারিখে আলকাতরা, কাঁচ ও সীসা বিক্রির জন্য একদল ব্যবসায়ীকে আন্-নাসর ফটকের বাইরে উপস্থিত করা হলে, তারা এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানায়। ফলে তাদের কয়েকজনকে আল-হাজিব ও নথি প্রস্তুতকারীর উপস্থিতিতে প্রহার করা হয়। তাদের একজন ছিলেন– শিহাবুদ্দীন ইবনুস সাওয়াদ। অবশ্য পরদিন তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার রাতে ঈশার সালাতের পর অগ্রসেনানীর নেতৃত্বে বাহিনী রওনা হয়। তারা হলেন, ইব্‌ন সাব্‌হ ও ইব্‌ন তারগিয়াহ। রমযানের দশ তারিখ বুধবার সকারে তারাবলিসের নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন তাওমান দামিশকে প্রবেশ করেন। মালিকুল উমারা সাইফুদ্দীন ইয়াদমার আল্-আকসারের নিকট গিয়ে তিনি তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। পরে উভয়ে একসঙ্গে মহাসমারোহে দামিশক প্রবেশ করেন। দামিশক পৌঁছে তাওমান আল্-কাসরুল আব্‌লাকে অবতরণ করেন। তার সঙ্গে যেসব সৈন্য এসেছিল, তারা ইয়ালবাগার সেই দূর্গে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে, যার উপর মিনজানিক স্থাপন করা হয়েছিল। সে সময়ে দুর্গ কঠোর সেনাপ্রহরায় নিরাপদ হয়ে উঠেছিল এবং নায়েবুস সালতানাহ পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে অবস্থান করছিলেন।

বৃহস্পতিবার সকালে তাওমান গাজায় গিয়ে মালিকুল উমারার সঙ্গে সাক্ষাত করতে মনস্থ করেন। যাওয়ার সময় তিনি তার সিরীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নেন। সে সময়ে মানজাক ও তার সঙ্গীরা সেখানে অবস্থান করছিলেন। তিনি রওনা হয়ে যান এবং দুর্গের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তাতে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ই মানুষকে উত্তম পরিণতি দান করেন।

মালিকুল উমারা বায়দামির-এর দামিশক থেকে গাজায় প্রবেশ

সাল্‌তানাতের নায়েব এবং তারাবলিসের নায়েব রমযানের বারো তারিখে আল্-মানসূরায় জুমার নামায আদায় করেন। তারপর উভয়ে মাকসূরাতুল খিতাবায় ভাষণ দান করেন। তারপর নায়েবুস সালতানাহ দারুস সা'আদায় চলে যান। সেখানে রাতযাপন করে ফজর নামায আদায় করেন। তারপর তিনি ও তারাবলিসের নায়েব বাহিনীর পিছনে পিছনে রওনা হন। আমীরদের অবশিষ্ট সৈন্যরাও রওনা হয়।

অনুরূপভাবে বিচারপতিগণও রওনা হন। গোপন তথ্যাদির লেখক এবং কোষাগারের দায়িত্বশীল প্রমুখও রওনা হন। শনিবার ভোরবেলা দেখা গেল, দামিশকে একজন সৈনিকও অবশিষ্ট নেই। আছেন শুধু আল্-গায়বার নায়েব আমীর সাইফুদ্দীন ইব্ন হাময আত্-তুর্কমানি। আল্-বার এর গভর্নর, নগরপতি আমীর বদরুদ্দীন সাদাকাহ ইব্ন আওহাদ, নগরীর হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিচারপদিদের নায়েবগণ ও দূর্গের অধিপতি। মিনজানিকগুলো যথারীতি স্থাপিত অবস্থায়ই ছিল।

রবিবার সকালে প্রথমে বিচারপতিগণ ফিরে আসেন। তারপর দুপুর নাগাদ ফেরেন মালিকুল উমারা বায়দামির ও তাওমান তামার। তারা সকলেই উর্দি পরিহিত এবং অস্ত্রসজ্জিত ছিলেন। তারা উভয়েই উভয়ের ব্যাপারে শংকিত ছিলেন। পাছে একজন অপরজনকে আটক করে ফেলেন কিনা। অবশেষে একজন দারুস সা'আদায় প্রবেশ করেন, অপরজন চলে যান আল-কাসরুল আবলাকে।

আসরের সালাতের পর মানজাক ও দামিশকের সাবেক নায়েবুস সালতানাহ ইস্তাদমির এসে পৌছান। দু'জনই বায়দামির কর্তৃক গঠিত বাহিনী দ্বারা প্রতারিত হন। রক্ষী বাহিনীর প্রধান আমীর সাইফুদ্দীন তামার ওরফে মাহমানদার মানজাককে বলেন, আমরা সকলেই তো মিসরবাসীদের সেবায় নিয়োজিত। আমরা বায়দামির এর সাহায্যে আপনার আনুগত্য করব না। দু'জনে প্রথমে কথা কাটাকাটি হয় এবং পরে যুদ্ধ শুরু হয়। মানজাক পরাজিত হন। তামার ও মানজাক এর সঙ্গীরা যার যার গন্তব্যে ফিরে যান। সঙ্গীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইব্ন সাবুহ ও তাহীদামির। পনেরো তারিখ সোমবার সকালে তাওমান তামার, তাবতারিক এবং দামিশকের কোনো আমীরের চিহ্নও পাওয়া গেল না। তারা সকলে মিসর শাসনকর্তার আনুগত্য মেনে নিয়ে চলে যান। ইব্ন কারামিনকার, বায়দামির মানজাক ও ইসতাদমার ব্যতীত দামিশকের একজন আমীরও অবশিষ্ট থাকলেন না। দূর্গ যথাস্থানে পড়ে রইল। মিনজানিকগুলো জায়গা মতো স্থাপিতই রইলো। জনগণ বায়দামির এর ভয়ে জড়সড়ো হয়ে গেল।

ষোল তারিখ সোমবার দুপুরবেলা দুর্গে উৎসব পালিত হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, সুলতান ইয়ালবাগা আল-ফাসিকীকে শামে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তারপর মাগরিবের সালাতের পর উৎসব শুরু হয়, যা ঈশার পর চলতে থাকে। প্রতিটি উৎসবের সময় তিন আমীর– মানজাক, বায়দামির ও ইস্তাদমির উর্দি পরিহিত অবস্থায় বাহনে চড়ে নগরীর বাইরে কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তারপর ফিরে আসেন। জনগণের কেউ বিষয়টি স্বীকার করলো আবার কেউ করলো না। এদিকে নগরী অবরোধ শুরু হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

পরে স্পষ্ট হয় যে, এসব উৎসবের কোন বাস্তবতা ছিল না। ফলে দূর্গের দেওয়াল নির্মাণ ও ইট-পাথর বহনের কাজ ত্বরান্বিত হয়। মানুষ ছাগল ও অন্যান্য সহায়-সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে তৎপর হয়ে ওঠে।

এদিকে সংবাদ আসে যে, ইয়ালবাগা মিসরের সমুদয় বাহিনী নিয়ে গাজা আক্রমণ করেছেন। এ সংবাদ পেয়ে আস-সাহিব, কাতিবুস সির্, শাফেয়ী বিচারপতি, সেনাপ্রধান ও তার সহকারীগণ এবং নগর প্রশাসক বেরিয়ে আসেন। তারা আমীর এবং আলীর সঙ্গে যার নামে

দামিশকের নিয়োগপত্র এসেছিল তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হামাত অভিমুখে রওনা হন। তাতে নগরী শাসকশূন্য হয়ে পড়ে যে, হিসাবরক্ষক আর কতিপয় বিচারপতি ছাড়া নগরীতে প্রশাসনের আর কেউ অবশিষ্ট থাকলেন না। জনগণ রাখালবিহীন ছাগলপালের ন্যায় হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি স্থির ও শান্ত থাকে, কেউ কারও উপর কোন সীমালংঘন করছে না। বায়দামির, মানজাক ও ইসতাদমির দূর্গকে দুর্ভেদ্যরূপে গড়ে তুলতে সেনা ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। আল্লাহ্ তাঁর কাজের উপর প্রবল। "তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের ধরবেই, যদিও তোমরা শক্ত দুর্গে, বুরুজের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ কর।"

আমীর বায়দামির মাসের উনিশ তারিখে আশ্-শিবাকুল কামালীতে মাশ্হাদে উছমানে জুমার নামায আদায় করেন। বিচারপতিদের নামায পড়ার স্থানে বায়দামির-এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মানজাকও নামায আদায় করেন। সে সময় সেখানে কোনো রক্ষী বা সেনাকর্মকর্তা কেউ ছিল না। নগরীতে প্রশাসনের কোন লোক ছিল না। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য ছাড়া সেনাবাহিনীও ছিল না। সকলে সুলতানের সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন। প্রশাসনিক নেতারা গেছেন শামের গৃহবন্দী নায়েব আমীর আলীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে। তারপর তিনি দুর্গে ফিরে আসেন। ইসতাদমার নামাযে উপস্থিত হননি। কারো মতে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি দুর্গে নামায আদায় করেছেন।

মাসের বিশ তারিখ শনিবার সুলতানের পক্ষ থেকে দামিশকের নায়েবের নিকট দূত এসে জানায়, আপনি সুলতানের আনুগত্য মেনে নেবেন নাকি বিরোধিতা করবেন, বলুন। সেই সঙ্গে সুলতান দুর্গের দখলগ্রহণ, তাতে ভাষণ দান, অস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ এবং মিনজানিক ও দেওয়াল বিলুপ্তির লক্ষ্যে লোক প্রেরণ করেন। তা ছাড়া রাজা-বাদশাহদের ন্যায় রাজকীয় সম্পদ কীভাবে ব্যয় করা হবে, তারও নির্দেশনা প্রদান করেন। ফলেমালিকুল উমারা তাতে বিব্রত বোধ করেন। তিনি জানান, আমি দুর্গে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছি। তারা গিয়ে দুর্গের ফটক খোলা পায় অথচ সেটি সুলতানের দূর্গ। তাই তারা তাতে প্রবেশ করেনি।

সুলতান ও তার মধ্যকার এই টানাপড়েনের মূল হলো শরীয়ত এবং চার বিচারপতি। তিনি উত্তর লিখে বাক্তাবাহ আদ-দুয়াইদার এর মামলুক কানকাল্দি নামক দূতের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। তার সাথে দশ আমীরের অন্যতম আমীর ছারিমুদ্দীনকেও প্রেরণ করেন।

রমযানের বাইশ তারিখ সোমবার জোহর নাগাদ নগরীর ফটকসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। পরে আন্-নাস্র ও আল-কারজ ফটক ব্যতীত সবগুলো খুলে দেওয়া হয়। জনগণ কঠিন অবরোধ ও সংকটে নিপতিত হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পাশাপাশি সুলতান ও আল-মানসুরা বাহিনীরও ফিরে আসার সময় ঘনিয়ে আসে। বুধবার সকাল নাগাদ পরিস্থিতি পূর্বের ন্যায় বরং তদপেক্ষা বেশি ভালো হয়ে যায়। আমীর সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আল্ খাসিকী ইয়ালবাগা গম্বুজে অবতরণ করেন। তিনি মহাসমারোহে আগমন করেন। তার বাহন এখানেই তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এদিন বায়দামির দুর্গে প্রবেশ করে এখানেই নিরাপদে অবস্থান করেন।

এ মাসের পঁচিশ তারিখ বৃহস্পতিবার আন্-নাস্‌র ও আল্-ফারজ ব্যতীত সবগুলো দুর্গ বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এবং মানুষ দুর্গে আটকা পড়ে। মিসরীয়রা বানিয়াস নদী, তার শাখা নদী এবং দারুস সা'আদার প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়। তাতে তীব্র পানি ও খাদ্যসংকট দেখা দেয়। মানুষ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কূপ থেকে পানি এনে প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করে। আধা দিরহাম মূল্যের এক মশক পানি এক দিরহামে বিক্রি হয়। অবশ্য সেদিনই আসরের সময় সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। ফলে, মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

আবার শুক্রবার সকারে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখা যায় যে, সবগুলো ফটক আবারও বন্ধ হয়ে গেছে। সূর্যোদয়ের পরও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আন্-নাসর এবং আল-কারজ ফটক খোলা হয়নি। ফলে ইয়ালবাগা তার পক্ষ থেকে চারজন আমীর প্রেরণ করেন। তারা হলেন, সাবেক দূর্গ অধিপতি যায়নুদ্দীন, যুবালা, বাদশাহ সালাহুদ্দীন ইবনুল কামিল। শায়খ আলী, তিনি বায়দামির এর পক্ষ থেকে রাহবার নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন এবং অপর এক আমীর।

তারা এসে নগরীতে প্রবেশ করে নগরীর ফটকগুলোর তালা ভেঙে ফটকগুলো খুলে ফেলেন। তা দেখে বায়দামির তাদের নিকট চাবি পাঠিয়ে দেন।

সুলতান আল্-মালিকুল মান্‌সূর এর সাজুয়া ঘাঁটির পশ্চিম মাছতাবায় উপনীত হওয়া

এ ঘটনাটি ঘটে রমযান মাসের ছাব্বিশ তারিখ শুক্রবার। বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে সুলতান মাছতাবার নিকট অবতরণ করেন, যার মালিক ছিলেন তারই এক ভাই আল্-মালিকুল আশ্‌রাফ খলীল ইবনু মানসূর কালাউন। আমীরগণ এবং বিভিন্ন নগরীর নায়েবগণ তাঁর হাত এবং তাঁর সামনে এসে মাটি চুম্বন করার জন্য উপস্থিত হন। যেমন, হালতের নায়েব এবং হামাতের নায়েব। হামাতের নায়েব ছিলেন, আমীর আলাউদ্দীন আল্ মারদানী। তাকে দামিশকের নায়েব পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং এই মর্মে তাকে নিয়োগপত্রও প্রদান করা হয়েছিল। আর তিনি যখন হামাত অবস্থান করছিলেন, তখন তার নিকট দূত প্রেরণ করা হয়েছিল। রমযানের সাতাশ তারিখ শনিবার আমীর আলাউদ্দীন আলী আল-মারদানীকে দামিশকের নায়েব পদে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং তাকে নতুনভাবে দামিশকে ফিরিয়ে আনা হয়। তিনি সুলতানের হাতে চুমো খেয়ে তাঁর ডান পার্শ্বে আরোহণ করেন। নগরবাসী তাসে স্বাগত জানাতে বেরিয়ে আসে। সে সময়ে দুর্গ ছিল বায়দামিরের দখলে। তিনি জুমা'র রাতে দুর্গে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন মানজাক, ইস্‌তাদমার ও তাঁর বিশিষ্ট সহচরগণ। তখন তাক্‌দীদের যবান থেকে ঘোষিত হচ্ছিল,

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ.

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের ধরবেই, যদিও তোমরা সীষাঢালা সুরক্ষিত দুর্গেও থাক।"

রবিবার তিনি প্রধান বিচারপতিদের ডেকে পাঠান এবং সহজ শর্তে চুক্তি সম্পাদন করার জন্য তাদেরকে বায়দামির নিকট প্রেরণ করেন। তারপর যা ঘটে তার বিবরণ পরে আসছে। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

বায়দামির এর দুর্গ থেকে বের হওয়ার কারণ ও তার বিবরণ

এ মাসের আটাশ তারিখ রবিবার সুলতান প্রধান বিচারপতিদেরকে বায়দামির ও তার সহচরদের নিকট প্রেরণ করেন। শায়খ শরফুদ্দীন ইব্‌ন কাজী আল্-জাবাল আল্ হাম্বলী এবং মিসরী বাহিনীতে হানাফীদের বিচারপতি শায়খ সিরাজুদ্দীন আল্-হিন্দী আল্-হানাফী তাদের সঙ্গে গমন করেন। উদ্দেশ্য ছিল, যেন অবরোধ শুরু করার আগেই তারা বায়দামির ও তার সঙ্গীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সন্ধি করে নেন। বায়দামির ছাগাদ ও বাআলাবাক্কা নগরী অবরোধের লক্ষ্যে প্রায় ছয় হাজার লোক জড়ো করেছিলেন। সুলতানের প্রতিনিধিদল বিচারপতিগণ ও তাদের সঙ্গীরা বায়দামির-এর সাথে মিলিত হয়ে তাকে সুলতান ও বিশিষ্ট আমীরদের সম্পর্কে জানান যে, আপনি যদি সমঝোতায় আসেন, তাহলে তারা আপনার নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করেছেন। বায়দামির বলেন, আমাকে পরিজনসহ বায়তুল মুকাদ্দাসে থাকার সুযোগ দিতে হবে, আর মানজাককে সীষ নগরীর কোন একস্থানে নিরাপদে বসবাস করার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। ইস্‌তাদমির দাবি জানান, আমি আমীর সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগার আল্-ফাসিকীর সহকারী হয়ে থাকতে চাই।

বিচারপতিগণ আমীর যায়নুদ্দীন জিবরীলকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান ও আমরিদের বিষয়টি অবহিত করেন। তারপর তারা সুলতানের উত্তর নিয়ে পুনরায় বায়দামির নিকট গমন করেন। সুলতান ও আমীরগণ জিবরীলকে মর্যাদার পোশাক পরিয়ে দেন। তারপর তিনি বিচারপতিদের খেদমতে ফিরে যান। সে সময় আমীর ইস্‌তাবগা ইবনু আবুবকরী তাদের সঙ্গে ছিলেন। তারা দুর্গে প্রবেশ করেন এবং সকলে সেখানে রাত যাপন করেন। আর আমীর বায়দামির তার পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ মাতরাযীনে নিজ বাড়িতে ফিরে যান। এ মাসের উনত্রিশ তারিখ সোমবার আমীরগণ দূর্গ থেকে বের হন। সে সময়ে জিবরীল তাদের সঙ্গে ছিলেন। তার পর বিচারপতিগণ প্রবেশ করে দূর্গকে তার সমুদয় সম্পদসহ আমীর ইসতাবগা ইবনু আবুবকরীর হাতে সোপর্দ করেন।

সুলতান মুহাম্মদ ইব্‌নু মালিক আমীরে হাজ্জ ইব্‌নু মালিক মুহাম্মদ ইব্‌নু মালিক কালাউন-এর স্বীয় বাহিনী ও আমীরদের নিয়ে দামিশ্‌কে প্রবেশ

এ বছর রমযান মাসের উনত্রিশ তারিখ সোমবার বিচারপতিগণ আল্-ওয়াতাকুশ শরীফে ফিরে আসেন। সে সময়ে তাদের সঙ্গে ছিল দুর্গে অবস্থান নিয়ে থাকা আমীরগণ। সুলতানের পক্ষ থেকে তাদের এবং তাদের সহচর ও সন্তানদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল। বিচারপতিগণ প্রবেশ করেন এবং উল্লিখিত আমীরগণ তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। এখানে বিচারপতিদের পরিধান থেকে মর্যাদার পোশাক খুলে নেয়া হয়। তারা অপারগ ও অক্ষম অবস্থায় ফিরে যান। আর উল্লিখিত আমীরদেরকে একটি দুর্বল ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেকের পিছনে একজন করে প্রহরী বসানো হয়। আর প্রত্যেক প্রহরীর হাতে একটি করে বড় খাপমুক্ত খঞ্জর ছিল, যাতে আমীরদের কেউ আক্রমণ করে তাদের হত্যা করতে না পারে। তাদেরকে প্রকাশ্যে মানুষের সামনে দিয়ে প্রবেশ করানো হয়, যাতে তারা তাদের লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করে। মানুষ চতুর্দিক থেকে এসে রাস্তায় ভীড় জমায়। তাদের সংখ্যা কত ছিল, তা আল্লাহ্‌ই ভালো

জানেন। হয়তো এক লাখ, কিংবা তার চেয়েও বেশি ছিল। জনতা একটি ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পেল। প্রহরীরা তাদের নিয়ে সেই সবুজ মাঠটিতে প্রবেশ করে, যেখানে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। সেখানে আমীরদের বসানো হয়। তারা ছিলেন ছয়জন। তিন নওয়াব, জিবরীল, ইব্ন ইসতাদমার এবং আরও একজন। তাদের প্রত্যেকেরই ধারণা ছিল, তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করা হবে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দামিশকের উদ্দেশ্যে দলে দলে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়। তারা তাদের সাথে দামিশকে প্রবেশ করে। যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

এসব কিছু সম্পন্ন হলে আসরের পর সুলতান প্রবেশ করেন। সে সময়ে তার পরিধানে ছিল নানা ধরনের পোশাক। তারাবলিসের সাবেক নায়েব সাইফুদ্দীন তাওমান তামার ও আমীরগণ সুলতানের সামনে সামনে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেন। সুলতানের ঘোড়ার পায়ের নিচে গালিচা বিছানো ছিল। আর পিছনে উল্লাস প্রকাশ করা হচ্ছিল। তিনি আল্‌-বদরিয়ার পরিবর্তে আল্‌-মানসূরা দূর্গে প্রবেশ করেন। তাতে যেসব মিনজানিক ও অস্ত্র স্থাপন করা হয়েছিল, তিনি তা পরিদর্শন করেন। তাতে বায়দামির ও তার সঙ্গীদের প্রতি তাঁর ক্ষোভ বেড়ে যায়। তিনি প্রাসাদে অবতরণ করে রাজ সিংহাসনে উপবেশন করেন এব আমীর ও নওয়াবগণ তাঁর সামনে বসে পড়েন। অধিকার প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরে আসে। তাঁর প্রবেশ এবং তাঁর চাচা আস্‌-সালিহ এর প্রবেশ রামাদানের প্রথম দিন সংঘটিত হয়। আর এ ঘটনা ঘটে রামাদানের উনত্রিশ তারিখে। কারও কারও মতে মাসের শেষ দিন। আল্লাহ্ ভাল জানেন। মানুষ সাজ-সজ্জার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

মাসের শেষ দিন মঙ্গলবার সকালে সেই অভিশপ্ত আমীরদের দূর্গে স্থানান্তরিত করা হয়, যারা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। তাদেরকে দূর্গের বিভিন্ন বুরুজে লাঞ্ছিত অবস্থায় আলাদা আলাদাভাবে রাখা হয়। অথচ ইতিপূর্বে তারা উক্ত দূর্গে নিরাপত্তার সাথে শাসক হিসেবে অবস্থান করেছিল। কিন্তু এখন তারা শৃংখলিত, লাঞ্ছিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত। তারা ছিল নেতা, এখন তারা নিরীহ। তারা ছিল সম্মানিত, এখন তারা অপদস্থ। এদের সঙ্গীদেরও অনুসন্ধান করা হয়। তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা অংকের অর্থ কিংবা উচ্চপদের ক্ষমতা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে বলে নগরীতে ঘোষণা দেওয়া হয়। এদিন কাতিবুস-সির আর-রঈস আমীনুদ্দীন ইব্নু কালানিসীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তার থেকে দশ লাখ দিরহাম দাবি করে তাকে দুর্গপতি আমীর যায়নুদ্দীন যুবালার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই দুর্গটি তার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ইব্ন কারাসিনকারকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন এই অর্থ আদায় না করা পর্যন্ত তাকে না ছাড়ে। সুলতান ও তাঁর আমীরগণ সবুজ মাঠে ঈদের নামায আদায় করেন। তাঁর জন্য বিশাল সামিয়ানা টাঙানো হয়। আল্‌-মানসূরা বাহিনীতে শাফেয়ীদের বিচারক কাজী তাজুদ্দীন্ আস্‌-সাবী আশ্‌-শাফেয়ী নামাযের ইমামতী করেন। আমীরগণ সুলতানের সঙ্গে মাদ্রাসার ফটক দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন। সেখানে তাদের জন্য আহারের আয়োজন করা হয়। আহার শেষে তারা নিজ-নিজ বাড়ি-ঘর ও প্রাসাদে ফিরে যায়। এদিন দামিশকের নায়েব আমীর আরী সুলতানের মাথার মুকুটটি বহন করেন। সুলতান তাকে মূল্যবান উপহারে ভূষিত করেন।

এদিন তারাবলিসের সাবেক নায়েব আমীর তাওমান তামার গ্রেফতার হন। পরে তিনি মুক্ত হয়ে বায়দামির-এর নিকট চলে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকেন। তারপর মিসরীদের নিকট গিয়ে তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কিন্তু তারা অপারগতা প্রকাশ করে। তিনি মাথায় করে রুটি নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। অবশ্য পরে তারা তাকে হিমসের নায়েব নিযুক্ত করেন। কিন্তু হিমসের অধিবাসীরা তাকে তাচ্ছিল্য ও লাঞ্ছিত করে। যখন তিনি সেখান থেকে ফিরে যেতে ইচ্ছা করেন এবং কাবুলে পৌঁছেন, তখন হিমসবাসী তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যয় এবং তার কাছে এক লাখ দিনার দাবি করে, যা তিনি বায়দামির থেকে নিয়েছিলেন। তারপর তাকে হিমসের নায়েব পদে পুনর্বহাল করা হয়।

বৃহস্পতিবার সংবাদ ছড়ায় যে, হাসান আন্-নাসির মিসরের তাওয়াশিয়া ও খাসিকিয়া অঞ্চলের একদল মানুষের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেন। পরে তাদের মাঝে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। হুসায়নকে সেই মহলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে তিনি আবদ্ধ ছিলেন। এভাবে আল্লাহ্ এই গোষ্ঠীটির অনিষ্টতা দূর করে দেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।

এদিন শেষবেলা কাজী নাসিরুদ্দীন ইব্ন ইয়াকুব রঈস আলাউদ্দীন ইবনু কালানিসীর পরিবর্তে গোপন তথ্যাদি লিপিবদ্ধকরণ, দুটি মাদ্রাসা এবং প্রধান শায়খের দায়িত্ব পালন করেন। আলাউদ্দীন ইবন্ কালানিসীকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। জনতা কাজী নাসিরুদ্দীনকে অভিনন্দন জানায়।

শাওয়াল মাসের তিন তারিখ শুক্রবার সকালে শামী আমীদের একটি দল আটক হন। তাদের কয়েক জন ছিলেন দুই হাজিব বা রক্ষীপ্রধান– সালাহুদ্দনি ও হুসামুদ্দীন, রক্ষীপ্রধানের ভ্রাতুষ্পুত্র মাহ্মানদার, তামার, নাসিরুদ্দীন ইবনু মালিক সালাহুদ্দীন ইব্নু কামিল, ইব্ন হামযা, তারসানী, দুই সহোদর ভাই বাগা যুফার ও বালজাত। এদেরকে এবং রক্ষীপ্রধান তামারকে খায়রে বহিষ্কার করা হয়। অনুরূপ মিসরের এক আমীর কাদিবীকেও হাজুবিয়ায় বহিষ্কার করা হয়।

শাওয়ালের সাত তারিখ মঙ্গলবার আরবের ষোলজন আমীরকে আল্-মানসূরা দুর্গে আটক করা হয়। তাদের একজন ছিলেন উমার ইবন্ মূসা মাহনা, যার উপাধি ছিল 'মুছাম্মা', যিনি কিছু দিনের জন্য আরবের আমীর ছিলেন। একজন ছিলেন, সুআয়বিল ইব্ন মাহনা। এ ছাড়া আরও কয়েকজন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, এর কারণ হলো, ফজল গোত্রের কিছু লোক আমীর সাইফুদ্দীনকে নাজেহাল করেছিল। তারা তাকে জোরপূর্বক হাল্ব নিয়ে যায় এবং তার থেকে কিছু মালসম্পদ ছিনিয়ে নেয়। এই সূত্র ধরে তাদের মাঝে যুদ্ধ চলতে থাকে।

বৃহস্পতিবার মাগরিবের সালাতের পর তুর্কি ও আরবের উনিশজন আমীরকে শিকল পরিয়ে মিসরীয় অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের কয়েক জন হলেন, বায়দামির, মানজাক, ইসতাদমার, জিবরীল, সালাহুদ্দীন আল-হাজিব, হুসামুদ্দীন ও বালজাক প্রমুখ। দুইশত সশস্ত্র বীর যোদ্ধা তাদের নিয়ে মিসরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওনা হয়। আর তাদের স্থলে একদল সাহসী লোককে আমীর নিযুক্ত করা হয়। তাদের মাঝে কাউশ-এর সন্তানরাও ছিল। রঈস আমীনুদ্দীন

ইবন্ কালানিসীকে জরিমানা আদায়পূর্বক দুর্গাধিপতির পদ থেকে অব্যাহতি প্রাদান করা হয়। ক্ষমতাচ্যুত হয়ে তিনি নিজ বাড়িতে চলে যান। জনগণ তাকে অভ্যর্থনা জানায়।

সুলতানের মিসরের উদ্দেশ্যে দামিশক থেকে বের হওয়া

শাওয়াল মাসের দশ তারিখ শুক্রবার সকালে ইয়ালবাগার বাহিনী মহাসমারোহে রওনা হয়ে যায়। এই বহর এত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল যে, এমনটি অতীতে কখনও দেখা যায়নি। বেশীরভাগ যাত্রী তার একদিন আগেই চলে গিয়েছিল। এদিকে সুলতান জোহরের আযানের পূর্বে উমাবী জামে' মসজিদে গিয়ে হাজির হন। তিনি ও তাঁর সহচর মিসরীয় আমীর এবং শামের নায়েবগণ মাশহাদে উসমানে নামায আদায় করেন। নামাযের পর কালবিলম্ব না করে আন্-নাস্র ফটক পার হয়ে আল-কাসওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। জনতা যথারীতি রাস্তাঘাট ও বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা অবলোকন করতে থাকে। আস্-সাগা আল্-খাওয়াসসীন ও বাবুল বারীদে এদিন পর্যন্ত সাজসজ্জা অব্যাহত থাকে। ফলে জাঁকজমকপূর্ণ এ অবস্থা প্রায় দশদিন অব্যাহত থাকে।

শাওয়ালের এগারো তাখি শনিবার শায়খ আলাউদ্দীন আল্-আনসারীকে হিসাবের দায়িত্বে ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং ইমাদুদ্দীন ইবনু সীরাজীকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। শাওয়ালের ষোল তারিখে যথারীতি রাজবাহক ফিরে আসে। তখন আমীর ছিলে মুস্তফা আল্-বীরি।

বৃহস্পতি ও শুক্রবার এই দুদিনে দামিশকের চারজন আমীর মৃত্যুবরণ করেন। তারা হলেন, তাশজিমার যুফার, তাইবানা আল্-গায়ল, কয়েক হাজার সৈনিকের সেনা-অধিনায়ক নওরোজ ও তামার আল্-মাহ্মাম্দার। ইনি এক হাজার সৈনিকের অধিনায়ক, রক্ষীপ্রধান এবং কিছুকালের জন্য গাজার নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। পরে মিসরীরা তাকে আমীরের পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করে। ইনি রোগাক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন রোগে ভুগে শুক্রবার মৃত্যুবরণ করেন এবং পরদিন শনিবার আস্-সূফিয়ায় নিজ কবরস্থানে সমাধিস্থ হন। তাকে কবরস্থানের ভিতরে দাফন না করে ফটকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

আমীর নাসিরুদ্দীন ইবনুল আক্ওয়াশ শাওয়ালের বিশ তারিখ সোমবার মৃত্যুবরণ করেন এবং কুবায়বাতে তিনি সমাধিস্থ হন। তিনি বা'আলাবাক্কা ও হিমসের নায়েব পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরে তিনি ও তার ভাই কাল্হান নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং স্বদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে বিতাড়িত হতে থাকেন। অবশ্য পরে আমীর ইয়ালবাগা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে আনেন। এর অল্প কদিন পরই নাসিরুদ্দীন মারা যান। তিনি অনেক কীর্তির স্বাক্ষর রেখে যান। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো, আকাবাতুয যামানার সন্নিকটে অবস্থিত মনোরম সরাইখানাটি, যা গণমানুষের অনেক উপকার করছে। তাছাড়া বা'আলাবাক্কাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি জামে' মসজিদ, একটি হাম্মাম ও একটি সরাইখানা রয়েছে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছির ছাপ্পান্ন বছর।

এ মাসের ছাব্বিশ তারিখ রবিবার কাজী নুরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন কাযিউল কুযাত বাহাউদ্দীন ইব্ন আবুল বাকা আশ্-শাফেয়ী আল্-মাদরাসাতুল আতাবুকিয়ায় দারস প্রদান করেন। তাঁর

পিতা কাজী বাহাউদ্দীন এক রাজাদেশে তাকে এ পদে অধিষ্ঠিত করেন। সে সময় বিচারপতিগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ এর উপর আলোচনা করেন। এদিকে কাজী নাজমুদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন উসমান আন্‌-নাবুলুসী আশ্‌-শাফেয়ী ওরফে ইব্‌নু জাবী আল্‌-মাদরাসাতুল আসরুনিয়্যায় দারস প্রদান করেন। কাজী আমীনুদ্দীন ইবনু কালানিসী তাকে এ পদে অধিষ্ঠিত করেন। শাওয়ালের উনত্রিশ তারিখ সোমবার সকালে কাজী বাহাউদ্দীন আবুল বাকা প্রথমে আল-মাদ্‌রাসাতুর রূহিয়্যায় এবং পরে আম্‌-মাদরাসাতুল কায়মারিয়ায় দারস প্রদান করেন। তার পিতা উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে তাকে রাজাদেশে নিয়োগদান করেন। এই উভয় দারসে বিচারপতিগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট উপস্থিত থাকেন।

শাওয়ালের শেষ দিন বৃহস্পতিবার সকালে শায়খ আসাদ ইব্‌নু শায়খ আল্‌-কুরদীকে উটের পিঠে চড়িয়ে নগরীর প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে ঘোরানো হয় এবং ঘোষণা দেওয়া হয়, এটি সেই ব্যক্তির শাস্তি, যে সুলতানের উপর সীমালংঘন করে এবং সুলতানের নায়েবদের মর্যাদা বিনষ্ট করে। তারপর তাকে উটের পিঠ থেকে নামিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে নগরীতে ঘোরানো হয় এবং উপরোক্ত ঘোষণা প্রদান করা হয়। তারপর তাকে কারারুদ্ধ করে তার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দাবি করা হয়। অথচ ইনি বায়দামির-এর বিশিষ্ট সহযোগীদের একজন ছিলেন। তাঁর আমলে ইনিই দুর্গের অধিপতি ছিলেন।

যিল্‌কদ মাসের এগারো তারিখ সোমবার সকালে প্রধান বিচারপতি বদরুদ্দীন ইব্‌ন আবাল ফাত্‌হকে আলাউদ্দীন ইব্‌ন মামারনূখ-এর পরিবর্তে সেনাবাহিনীর বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। আর এজন্য জনগণ তাকে অভিনন্দন জানান। তবে ইতিপূর্বে তিনি যে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তাও যথারীতি পালন করেন। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে খচ্চরে চড়ে তিনি যান্নারীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। আঠারো তারিখে সোমবার আস্‌-সালিহিয়্যায় অবস্থিত আর-রুকনিয়্যার অধ্যাপনার দায়িত্ব প্রধান বিচারপতি শরফুদ্দীন আল্‌-কুফরী আল-হানাফীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এক রাজাদেশে কাজী ইমাদুদ্দীন ইবনু ইয্‌য-এর হাত থেকে এনে আল্‌-কুদ্‌রীকে এ দায়ত্ব প্রদান করা হয়। মানুষ উল্লিখিত মাদ্রাসায় গিয়ে এর জন্য তাকে অভিনন্দন জানায়।

যিল্‌হজ্জ মাসে আজলূন-এর প্রত্যন্ত এক গ্রামে কৃষকদের মাঝে একাধিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে উভয় পক্ষের বেশ কিছু লোক মারা যায় এবং আজলূনের পূর্বাঞ্চলে হাতা নামক স্থানে বহু বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয় এবং গাছপালা কাটা যায়।

যিল্‌হজ্জের বারো তারিখ শনিবার সূর্যোদয়ের পরও দামিশকের ফটকসমূহ খোলা হয়নি। ফলে জনগণ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এমনটি করা হয়েছিল কাসবানা নামক আমীরের উপর নজরদারির লক্ষ্যে। তিনি পূর্বাঞ্চলীয় কোনো এক নগরীতে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। ফলে প্রথমে তার প্রতি নজরদারি আরোপ করা হয় এবং পরে তাকে আটক করা হয়।

যিলহজ মাসের ছাব্বিশ তারিখ বুধবার রাতে আমীর সাইফুদ্দীন তাজ বায়তুল মুকাদ্দিস থেকে ফিরে আসেন এবং আল্‌-আবলাক প্রাসাদে অবতরণ করেন। ইস্‌কান্দারিয়ায় কারারুদ্ধ

থাকা অবস্থায় রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যেমনটি আমরা উপরে আলোচনা করেছি। পরে এই মর্মে অনুমোদন পত্র আসে যে, তিনি দেশের যেকোন অঞ্চলে চান অবস্থান করতে পারবেন। কিন্তু মিসর প্রবেশ করতে পারবেন না। এই অনুমতিপত্র পেয়েই তিনি এসে আল্-আবলাক প্রাসাদে অবতরণ করেন। সর্বস্তরের মানুষ এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে; নায়েবুস সাল্তানাহ থেকে নিয়ে সকল পদের মানুষ এসে তাকে সালাম জানায়। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, তিনি দামিশকে একটি বাড়ি ক্রয় করে কিংবা ভাড়া নিয়ে বসবাস করবেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

৭৬৩ হিজরী সাল

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন মিসরীয় ও সিরীয় রাজ্যসমূহ, হারামাইন শরীফাইন এবং অন্যান্য অনুগত ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের রাজা ছিলেন সুলতান আল-মালিকুল মানসূর সালাহুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন্ মালিকুল মুযাফ্ফার আমীর হাজ্জ ইব্ন মালিকিল মানসূর কালাউন। তিনি বিশেরও কম বয়সী তরুণ ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তার প্রধান সহযোগী ছিলেন ইয়ালবাগা। মিসরীয় অঞ্চলের নায়েব তাশ্তিমোর। সেখানকার বিচারপতি পূর্বে যাঁরা ছিলেন, তখনও তারা-ই বহাল থাকেন। উজির ছিলেন সাইফুদ্দীন কাতবীনা। ইনি কঠিন এক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। দামিশকে শামের নায়েব ছিলেন আমীর আলাউদ্দীন আল্-মারগনী। তাঁর বিচারপতিগণ ছিলেন বিগত বছর যারা ছিলেন, তারাই। অনুরূপ খতীব, রাজকোষের জিম্মাদার ও হিসাব নিয়ন্ত্রক ছিলেন আলাউদ্দীন আল্-আনসারী। ইনি বিগত বছর শামে ফিরে এসেছিলেন। রক্ষীপ্রধান ছিলেন কামারী। তার সহযোগী ছিলেন আস্-সুলায়মানী এবং মিসরের অপর এক ব্যক্তি। আর গোপন তথ্যাদির লেখক ছিলেন বিচারপতি তাজুদ্দীন আশ্-শাফেয়ী, কাজী নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকুব আল্-হাল্বী। জামে' মসজিদের ব্যবস্থাপক ছিলেন কাজী তকিউদ্দীন ইব্ন মারাজিল।

প্রধান বিচারপতি তাজুদ্দীন আশ্-শাফেয়ী বর্ণনা করেন যে, তিনি এ বছরের শুরুতে শাফেয়ী বিচারপতির সঙ্গে একজন হানাফী বিচারপতিকেও ছাগাদ নগরীর বিচারপতি হিসেবে নিয়োগদান করেন। ফলে হামাত, তারাবলিস ও ছাগাতে দু'জন করে বিচারপতি নিযুক্ত হন : একজন শাফেয়ী এবং একজন হানাফী মাযহাবের।

মুহাররমের দুই তারিখে নায়েবুক সাল্তানাহ প্রায় পনেরো দিন নিরুদ্দেশ থাকার পর ফিরে আসেন। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কারীর নগরীতে এবং উক্ত নগরীর অগ্রবর্তী বাহিনীর একদল সৈনিককে নিজের পক্ষে নিয়ে নেন। কিন্তু একপর্যায়ে তারা আটক হয়ে যায়। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, তিনি আজলুস নগরী বিভিন্ন গোত্রকে টার্গেট করেছিলেন। আমি এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে জানান যে, তিনি কারীর নগরীতে কোন সীমালংঘন করেননি। আর গোত্রগুলো সমঝোতা করে নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঐকমত্য করে নেয়। সে সময়ে বাহিনী তাদেরই নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনি জানান, আরবরা তুর্কিদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। ফলে তুর্কিরা আরবদের পরাজিত করে এবং তাদের বিপুলসংখ্যক লোককে হত্যা করে। কিন্তু পরে আরবদের পক্ষে একটি বিশেষ সহযোগী বাহিনী এসে পড়লে তুর্কিরা ছারাহ উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। আরবরা সেখানে তাদের ঘিরে ফেলে। কিন্তু পরে আরবরা পালিয়ে পিছপা হয়ে যায়।

তুর্কিদের একজন লোকও নিহত হয়নি। শুধু তাদের একজন আমীর আহত হয়েছিল। অপরদিকে আরবদের নিহত হয়েছিল পঞ্চাশেরও অধিক লোক।

মুহাররমের বাইশ তারিখ শনিবার হাজীগণ ফিরে আসেন। রাজবাহন সোমবার ঈশার পর শহরে প্রবেশ করে। তার প্রবেশ উপলক্ষ্যে সেদিন কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি, যেমনটি অতীতে করা হতো। প্রচণ্ড শীত ছিল বলে এমনটি করা হয়েছিল। এমনকি বর্ণিত আছে যে, সে সময় শীতের প্রকোপে প্রায় একশত লোক মারা যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কিন্তু এই কাফেলা নিরাপদে ও অনেক সহজে এসে পৌঁছায়। শুধু মক্কার শাসনকর্তা আজলানের এক ভাই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুতে উক্ত নরগবাসী উল্লসিত হয়েছিল। কারণ সে তার ন্যায়পরায়ণ ভাই আজলানের উপর জুলুম ও সীমালংঘন করছিল। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

অত্যন্ত অভিনব একটি স্বপ্ন

আমি তথা এই গ্রন্থের রচয়িতা সাতশত তেষট্টি হিজরীর মুহাররম মাসের বাইশ তারিখ সোমবার রাতে শায়খ মুহিউদ্দীন নববী (রহ) কে স্বপ্নে দেখি। আমি তাকে বললাম, শায়খ! আপনি আপনার ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল-মুহাযযাবে ইবৃন হায্ম-এর রচনাবলী থেকে কোন তথ্য গ্রহণ করেননি কেন? তিনি বললেন, তার কারণ হচ্ছে, আমি তার রচনা পছন্দ করি না। আমি বললাম, তা অবশ্য ঠিক, তিনি মৌলিক ও শাখাগত সকল বিষয়ে পরস্পর বিরোধী তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তার শাখাগত আলোচনাগুলো তত সুন্দর নয়, আর মৌলিক তথ্যাবলি অনির্ভরযোগ্য। এ কথাটি বলতে গিয়ে আমি আমার কণ্ঠকে এমন উঁচু করে ফেলি যে, ঘুমিয়ে থাকা সত্ত্বেও আমি নিজেও সেই আওয়াজ শুনতে পাই। তারপর আমি তাকে খেজুর গাছ সদৃশ কিংবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট ধরনের সবুজ ভূমির প্রতি ইংগিত করি, যাতে কোনো ফসল উৎপন্ন হয় না এবং যা পশুচারণেরও কাজ দেয় না। আমি তাকে বললাম, এ হলো ইবৃন হায্মের ভূমি যাতে তিনি ফসল উৎপাদন করেছেন। শায়খ নববী বললেন, দেখো, তাতে কোনো ফলদার বৃক্ষ কিম্বা উপকারী বস্তু কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? আমি বললাম, চাঁদের আলোতে এখানে আরাম করাই যাবে শুধু.। এ হলো আমার স্বপ্নের সারাংশ। আমার মনে ভাবনা জাগে, আমি যখন শায়খ মুহিউদ্দীনকে ইবৃন হাযমের সংশ্লিষ্ট ভূমির প্রতি ইংগিত করি, তখন ইবৃন হায্ম আমাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন কথা না বলে নিশ্চুপ থাকেন।

সফর মাসের তেইশ তারিখ বৃহস্পতিবার হিসাবের দায়িত্ব কাজী ইমামুদ্দীন ইবনু সিরাজির হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আলাউদ্দীন আল্-আনসারী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে এ দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়ার কারণে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জনতা যথারীতি তাকে স্বাগত জানায়।

সফর মাসের ছাব্বিশ তারিখ শনিবার উল্লিখিত শায়খ আলাউদ্দী আল্-আনসারী আল্-মাদরাসাতুল আমিমিয়্যায় মৃত্যুবরণ করেন। জোহর নামাযের পর আল্-উমাবী জামে' মসজিদে তাঁর নামাযে জানাযা আদায় করা হয় এবং হিরাহ জামে' মসজিদের মিহরাবের পিছনে বাবুস

সাগীর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর বয়স চল্লিশ বছর অতিক্রম করেছিল। তিনি আল-মাদরাসাতুল আমিমিয়্যায় পাঠদান করেন এবং দুবার রাষ্ট্রীয় হিসাবের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছোট ছোট কয়েকটি সন্তান এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদ রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। আল্লাহ্ তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করুন এবং তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। তাঁর মৃত্যুর পর এক রাষ্ট্রীয় নির্দেশে প্রধান বিচারপতি তাজুদ্দীন ইবনু সুবুকী মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সফর মাসের শেষ দশকে আমাদের নিকট মিসরের মালিকী প্রধান বিচারপতি আল্-আখানায়ীর মৃত্যু এবং তার স্থলে তার ভাই বুরহানুদ্দীন ইব্ন কাযিউল কুযাত ইল্মুদ্দীন আল্-আখমায়ী আশ্-শাফেয়ীর নিয়োগ লাভের সংবাদ আসে। ইনি মিসরের হিসাবক পদে নিয়োজিত ছিলেন এবং সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। সেই সঙ্গে তাঁর মরহুম ভাইয়ের আরেক দায়িত্ব অর্থাৎ রাজকোষের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়।

রবিউল আউয়াল মাসের চার তারিখ রবিবার সকালে কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আবু নাস্‌র আব্দুল ওয়াহহাব ইব্ন কাযিউল কুযাত তকিউদ্দীন ইবনুল হামান ইব্ন আব্দুল কাযী আস্‌সুবুকী আশ্-শাফেয়ী পরলোকগত শায়খ আলাউদ্দীন আল্-মুহতাসিব-এর পরিবর্তে আল্-আমীমিয়্যার অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বেশ কিছু আলিম, আমীর, ফকীহ ও সাধারণ মানুষ তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তাঁর সেই দারসে বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগত ঘটে। তিনি পবিত্র কুরআনের এ আয়াত أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ এবং এর পরবর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আর এসব আয়াত থেকে বেশ কিছু বিধান বের করেন। তিনি মধুর ও আকর্ষণীয় ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বেশ কিছু উপমা উপস্থাপন করেন। এসব তিনি স্বাভাবিকভাবে ও অবলীলায় আয়ত্ব করেন। তাতে শ্রোতারা বেশ উপকৃত হয়। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ মানুষ সকলে তাঁর প্রশংসা করেন। এমনকি বিশিষ্টজনদের কেউ কেউ বলেন যে, তারা এমন দার্‌স ইতিপূর্বে আর শোনেননি।

এ মাসের পঁচিশ তারিখ সোমবার সদর বুরহানুদ্দনি ইব্ন লুলু আল্-হাউজী কুসাঈনের নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি একদিনের বেশী জীবিত ছিলেন না। পরদিন জোহর নামাযের পর দামিশকের জামে' মসজিদে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্ত ও স্বজনরা তাঁর লাশ নিয়ে আন-নাসর ফটক দিয়ে বের হয়। নায়েবুস সাল্‌তানাহ আমীর আমরী তাঁর সালাতে জানাযায় ইমামতি করেন। পরে বাবুস সাগীরের নিকটে অবস্থিত কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁকে তাঁর পিতার কবরের নিকটে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। তাঁর মাঝে মানবতাবোধ ছিল, ছিল জনসেবার চরিত্র। সরকারের নিকট তাঁর মর্যাদা ছিল। নায়েবুস সাল্‌তানাহ প্রমুখ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তিনি আলিম ও সৎপকর্মপরায়ণ লোকদের ভালবাসতেন। তিনি নিয়মিত হাদীস শ্রবণ করতেন। তার বিপুল ধনৈশ্বর্য ও খ্যাতি ছিল। তিনি প্রায় আশি বছর হায়াত পেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

মিসরীয় অঞ্চল থেকে দ্রুত এসে সংবাদ জানায় যে, শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুন্নাক্কাশ আল্-মিসরী মিসরে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সুবিজ্ঞ ও স্পষ্টভাষী বক্তা ছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁর অনেক দক্ষতা ছিল। তিনি সুদক্ষ কথাশিল্পী ছিলেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের নিকট তার অবাধ যাতায়াত ছিল। তিনি বিপুল ধনসম্পদের মালিক ছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

দূত আরও সংবাদ নিয়ে আসে যে, কাযিউল কুয্যাত শরফুদ্দীন আল্-মালিকী আল্-বাগদাদী ক্ষমতা লাভ করেছেন। ইনি শামে মালিকীদের কাজী ছিলেন। পরে উক্ত পদ থেকে অপসারণ করে তাঁকে মিসরে কোষাগারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কারণ, এ পদের জন্য তিনি উপযুক্ত লোক ছিলেন। তাতে তার ভক্তরা আনন্দিত হয়।

রবিউল আখারের সতেরো তারিখ রবিবার নেতা আমীনুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুস্ সদর জামালুদ্দীন আহমাদ ইব্নুল রঈস শারফুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল কালানিসী মৃত্যুবরণ করেন। ইনি ছিলেন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সর্বশেষ ব্যক্তি। ইনি তাঁর পিতা এবং চাচা আলাউদ্দীন-এর ন্যায় রাষ্ট্রের বড় বড় দায়িত্ব পালন করেন। তবে ইনি তাঁর পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। কেননা, ইনি দীর্ঘকাল কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং সেনাবাহিনীর বিচারপতির দায়িত্বও পালন করেন। পরে তিনি প্রধান শায়খ এবং আন্-নাসিরিয়্যাহ ও আশ্-শামিয়্যাহ আল্-জাওয়ামিয়ার অধ্যাপনার পাশাপাশি গোপন তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ইতিপূর্বে তিনি আল্-আসূরিয়্যায় ছত্রিশ বছর দারস প্রদান করেন। অবশেষে গত বছর যখন সুলতান ফিরে আসেন, তখন তিনি তাকে বড়-বড় সব কটি পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ জরিমানা প্রদানের আদেশ জারি করেন, যার পরিমাণ ছিল প্রায় দুই লাখ দিনার। তিনি সহায়-সম্পদ বিক্রি করে এবং হাতে অবশিষ্ট থাকা বেতন-ভাতার অর্থ দ্বারা উক্ত জরিমানা আদায় করে একজন সাধারণ ও নিরীহ মানুষের মত জীবন যাপন করেন। অবশেষে একদিন হঠাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সামান্য রোগ অনুভব করেন, যা অন্য কেউ টের পায়নি। আসরের সময় দামিশকের জামে' মসজিদে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জনতা তাকে নিয়ে আন্-নাতিফানীন ফটক হয়ে সায়হে কাসিয়ূনে অবস্থিত পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করে। আল্লাহ্ তার উপর রহমত নাযিল করুন।

আঠারো তারিখ সোমবার জামালুদ্দীন ইব্ন কাযিউল কুযাত শরফুদ্দীন আল্-কুফ্রী আল্-হানাফীকে বিচারকের পদে আসীন করা হয়। এভাবে তাকে বিচারকার্যে তাঁর পিতার সহকর্মী নিযুক্ত করা হয়। সুলতানের পক্ষ থেকে তাকে 'কাযিউল কুযাত' উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি দারুস সা'আদায় মর্যাদার পোশাক পরিধান করেন। তারপর কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আস্-সুবুকীকে সঙ্গে করে আন্-নূরিয়ায় এসে মসজিদে উপবেশন করেন। সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। কিন্তু কোন দারস অনুষ্ঠিত হয়নি। জনতা এসে এসে তাঁকে অভিবাদন জানায়।

মঙ্গলবার সকালে শায়খ আস্-সালিহ আল্-আবিদ আন্-নাসিক আল্-জামি' ফাতহুদ্দীন ইবনুশ শায়খ যায়নুদ্দীন আল্-ফারিকী মৃত্যুবরণ করেন। ইনি দারুল হাদীস আল্-আশরাফিয়ার ইমাম, উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোষাগারের নিয়ন্ত্রক এব জামে' মসজিদের মুয়াযযিন ছিলেন। তিনি

নব্বই বছর বয়স পেয়েছিলেন। এই দীর্ঘ বয়স তিনি ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করেন। সেদিনই সকালে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জনতা তাকে নিয়ে আন্-নাসর ফটক পার হয়ে আস্-সালিহিয়্যার দিকে বেরিয়ে যায়। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

জুমাদাল উলার দশ তারিখ সোমবার সকালে শামের ছোট নায়েব কারারিগা দাওয়াদার দূত হয়ে আগমন করেন। তনি শায়খ জামালুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন কাজী শরফুদ্দীন আল্-কুফরীর নামে হানাফী আদালতের কাজী পদে নিযুক্ত হওয়ার ফরমান নিয়ে আসেন। তার পিতার দাবি অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি দারুস সা'আদায় মর্যাদার পোশাক পরিধান করেন এবং তাকে মালিকীর নিচে বসানো হয়। পরে তারা জামে' মসজিদ থেকে আল্-মাকসূরায় এসে পৌছান। এখানে তাঁর নিয়োগপত্র পাঠ করে শোনানো হয়। হিসাব বিভাগের নায়েব বা প্রতিনিধি শামসুদ্দীন ইব্নুস সুবুকী পত্রখানা পাঠ করে শোনান। তাঁর দু'জন সঙ্গীকে তার নায়েব নিযুক্ত করা হয়। তারা হলেন— শামসুদ্দীন্ বিন মানসূর ও বদরুদ্দীন ইবনুল খারাশ। তারপর তিনি আন্-নূরিয়ায় এসে সেখানে দারস প্রদান করেন। তার পিতা এর কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

খলীফা আল্-মু'তাজিদ বিল্লাহর মৃত্যু

জুমাদাল উলার মধ্য দশকে কায়রোতে এ ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার তাঁর নামায অনুষ্ঠিত হয়। কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন্ আশ্-শাফেয়ী নিজ ভাই শায়খ বাহাউদ্দীনের পত্রের সূত্রে আমাকে এ সংবাদ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তাদের উভয়ের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্-এর খিলাফত

মু'তাজিদ বিল্লাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ আলী আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল মু'তাজিদ আবুবকর আল্-ফাত্হ ইব্নুল মুস্তাকফী বিল্লাহ আবুর রবী' সুলায়মান ইবনুল হাকিম বিআমরিল্লাহ আবুল আব্বাস (রহ)-এর হাতে খিলাফতের বায়'আত গৃহীত হয়।

জুমাদাল উলায় মিসরীয় অঞ্চল থেকে দূত আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল রাষ্ট্রীয় পতাকা, একাধিক নিয়োগপত্র এবং মিসর শাসনকর্তার তরফ থেকে মসুল ও সানজারের শাসকদ্বয়ের জন্য প্রদত্ত মর্যাদার পোশাক ও উপঢৌকন যেন তারা উভয় অঞ্চলে তার নামে খুতবা দান করেন। দামিশকের শাসনকর্তা কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আশ্-শাফেয়ী আস্-সুবুকী তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর দুই বিচারপতির জন্য দুটি নিয়োগপত্র প্রেরণ করেন। সংবাদদাতারা আসলে এমনটিই সংবাদ প্রদান করেন। তাদেরকে সুলতানের প্রেরিত বস্তুসামগ্রীসহ দুই রাজ্যে প্রেরণ করা হয়। এটি এমন অভিনব ঘটনা, যেমনটি ইতিপূর্বে কখনও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

জুমাদায সানিয়ায় নায়িবুস সাল্তানাহ মারজুল ফাস্লাহ অভিমুখে রওনা হন। সে সময় তার দেহরক্ষীগণ, সেনা-অধিনায়কগণ এবং গোপন তথ্যাদির লিপিকার ও তার সহকারীগণ নায়েবের সঙ্গে ছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল, তারা সেখানে কিছুকাল অবস্থান করবেন। এ সংবাদ শুনে এক

আমীর মিসরীয় অঞ্চল থেকে দূত হয়ে এগিয়ে আসেন। কাফেলা দ্রুত এগিয়ে এসে এ মাসের একুশ তারিখ রবিবার সকালে প্রবেশ করেন। নায়িবুস সাল্তানাহ রীতি অনুযায়ী মাওকাবে উপস্থিত হন এবং আমীর সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আস-সালিহীকে মর্যাদার পোশাক পরিধান করান। মিসরীয় অঞ্চল থেকে নির্দেশ আসে, আজই সাইফুদ্দীন কালহান এর পরিবর্তে সদর শামসুদ্দীন বিন্ মারকার উপরে দাওয়াদারকে মর্যাদার পোশাক পরানো হোক। এই আদেশনামা নিয়ে তিনি মিসরীয় অঞ্চল থেকে আগমন করেন। ফলে এদিন সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, কাজী শামসুদ্দীন আল-কুফরী আল্-হানাফী আদালতে কাযিউল কুযাত আল-মালিকিয়্যার উপরে উপবেশন করবেন। কিন্তু এদিন তিনি উপস্থিত হননি। মালিকীকে তার উপরে বসানোর আদেশদানের পরে এ ঘটনা ঘটে।

রজবের দুই তারিখ কাযিউল কুযাত জামালুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মুকাদ্দাসী আল্-হাম্বলীর নায়েব ও তাঁর জামাতা কাজী আল-ইমাম আল্-আলিম শামসুদ্দীন ইব্ন মুফলিহ আল্-মুকাদ্দাসী আল্-হাম্বলী মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি পুত্র-কন্যা মিলে সাত সন্তান রেখে যান। ইলমের বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বিশেষ করে ইলমুল ফুরু-এ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইমাম আহমাদ (রহ)-এর মাযহাবের তিনি সুযোগ্য মুখপাত্র ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি কিতাব হলো, আল্-মুকান্না, যা প্রায় ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। কাযিউল কুযাত জামালুদ্দীন আমাকে এ তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি শায়খ মাজদুদ্দীন ইব্ন তাইমিয়ার গবেষণালব্ধ বিধিবিধানেরও দুই খণ্ডে সংকলন করেছেন। এসব ছাড়াও তাঁর আরও বহু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এ মাসের দুই তারিখ বৃহস্পতিবার যোহর নামাযের পর আল্-মুযাফ্ফরী জামে' মসজিদে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং শায়খ আল্-মুয়াফ্ফাক-এর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগত হয়। সব ক'জন কাজী এবং বিপুলসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাতে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁর কবরকে সম্মানিত করুন।

রজবের চার তারিখ শনিবার নায়েবুস সাল্তানাহ আতিকা কবরস্থানের প্রতিবেশীদের একদল লোককে প্রহার করেন। তারা জামে' মসজিদ কেন্দ্রিক এক ঘটনায় নায়েব ও তাঁর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বেআদবি করেছিল। একদল ফকীর চেয়েছিল, জামে' মসজিদটি দখল করে তাকে গায়কদের আস্তানা বানাবে। কিন্তু হাম্বলী কাজী তাকে মসজিদরূপেই বহাল রাখার রায় প্রদান করেন। কেননা, তাতে মিম্বর স্থাপিত ছিল।

এদিকে ফকীরদের নেতা একটি নির্দেশ নিয়ে আগমন করে, যাতে মসজিদটি তার হাতে তুলে দেওয়ার আদেশ ছিল। কিন্তু এলাকাবাসী বিষয়টি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বিষয়টিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে অভিহিত করে। এতে তাদের কিছু লোক আপত্তিকর উক্তি করে। ফলে নায়েবুস সাল্তানাহ তাদের একদল লোককে উপস্থিত করে তাদের বেত্রাঘাত করেন এবং নগরীতে তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা প্রদান করেন। ফলে, জনতা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে এবং মাগরিবের পর কুব্বাতুন নাসরের নিচে ইতিপূর্বে যে চেয়ারটিতে বসে

কুরআন পাঠ করা হতো, সেখানে হাদীস পাঠেরও দিন-তারিখ ঘোষণা করে। কাজী ইমাদুদ্দীন ইব্‌নুশ শীরাজীর এক পুত্র বিষয়টির নেতৃত্ব প্রদান করে। নির্ধারিত দিনে শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবনুস সিরাজ হাদীস পাঠ করেন। এই মাহফিলে বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগত ঘটে। তিনি হাদীসে সীরাতে নববী থেকে একটি অংশ পাঠ করেন। এ ঘটনা ঘটে এ মাসের প্রথম দশকে।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

তাবরিজ ও খুরাসান নগরী থেকে এক অনারব যুবকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তার দাবি ছিল, সে বুখারী, মুসলিম, জামিউল মাসামীদ, যামাখ্‌শারীর কাশশাফ প্রভৃতি গ্রন্থ মুখস্ত জানে। রজব মাসের শেষ দিন বুধবার সে উমাবী জামে' মসজিদের উত্তর দেওয়ালের কাছে আল্-কালাসাহ ফটকের সন্নিকটে বুখারীর শুরু থেকে কিতাবুল ইলম-এর মাঝামাঝি স্থান পর্যন্ত মুখস্ত পাঠ করে। আমি বুখারী শরীফের একটি কপি হাতে নিয়ে তার পাঠ মিলিয়ে দেখি। দেখলাম, সে চমৎকারভাবেই পাঠ করলো। পার্থক্য এটুকু ছিল যে, লোকটি অনারব হওয়ার কারণে দু-একটি শব্দের উচ্চারণে ব্যতিক্রম হচ্ছিল। মাঝে-মধ্যে একই কারণে কিছু শব্দগত ভুলও হচ্ছিল। সেই অনুষ্ঠানে সাধারণ ও বিশিষ্ট মিলে বহুসংখ্যক লোক এবং একদল মুহাদ্দিস উপস্থিত ছিলেন। যুবকের যোগ্যতায় সবাই বিস্ময় প্রকাশ করে। অনেকে দাবি জানায়, কিতাবের অবশিষ্ট অংশও আমরা এভাবে শুনতে চাই। ফলে পরদিন আমরা উক্ত স্থানে সমবেত হই। সেদিনটি ছিল শা'বান মাসের এক তারিখ। শাফেয়ী প্রধান বিচারপতি এবং একদল বিজ্ঞ লোকও সেখানে উপস্থিত হন। সাধারণ মানুষ এসে জড়ো হয় দলে দলে। যুবক যথারীতি হাদীস পাঠ করে। আজকের পাঠ গতদিনকার ন্যায় দীর্ঘ হয়নি, মাঝেমধ্যে হাদীস ছুটে যায় এবং কোনো কোনো শব্দের উচ্চারণে ভুল হয়। পরে হানাফী ও মালিকী বিচারকদ্বয় এলে তাদের উপস্থিতিতেও কিছু হাদীস পাঠ করে। বিচারপতিদ্বয় ও জনতা তাকে ঘিরে দাঁড়ায় এবং তার যোগ্যতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে। কেউ কেউ এগিয়ে গিয়ে তার হাতে চুমো খাওয়ার চেষ্টা করে। আমি তাকে হাদীস শোনানোর লিখিত অনুমতি প্রদান করি। তাতে সে আনন্দিত হয়ে এবং বলে, আমি একমাত্র আপনার উদ্দেশ্যে এবং আপনার অনুমতি লাভের আশায় আপন দেশ ত্যাগ করে এসেছি। আমাদের দেশে আপনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তারপর জুমা'র রাতে মিসর ফিরে যায়। বিচারপতিগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রায় একলাখ দিরহাম উপহার দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন।

দামিশ্‌কের নায়েব পদ থেকে আমীর আলীকে অব্যাহতি প্রদান

শাবানের এগারো তারিখ রবিবার মিসরীয় অঞ্চল থেকে দামিশকের নায়েব পদ থেকে আমীর আলীর অব্যাহতিপত্র নিয়ে একজন দূত আগমন করেন। তিনি আমীরদেরকে দারুস সা'আদায় উপস্থিত করে পত্রখানা পাঠ করে শোনান। তারপর তাকে মূল্যবান পোশাক উপহার দেয়া হয় এবং দুমায় একটি গ্রাম এবং তারাবলিস নগরীতে আরেকটি গ্রাম তার নামে লিখে দেওয়া হয়। তাকে এই সুযোগও প্রদান করা হয় যে, তিনি দামিশক, বায়তুল মুকাদ্দাস, হিজায যে কোন রাজ্যে খুশি বসবাস করতে পারেন। ফলে সেদিনই তিনি সহচরবৃন্দ ও চাকরদের নিয়ে দারুস সা'আদা ত্যাগ করেন এব কুছাঈনে অবস্থিত আল-খালীলি ভবনে গিয়ে ওঠেন। এই ভবনটি তার জন্য নতুনভাবে মেরামত করা হয়েছিল এবং পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত করা হয়েছিল। এটি একটি জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ। জনতা তার জন্য আক্ষেপ করতে থাকে।

কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আব্দুর ওয়াহ্হাব ইবনুস্ সুবুকী আশ্-শাফেয়ীকে মিসরীয় অঞ্চলে ডেকে পাঠানো

সাতশত তেষট্টি হিজরী সনের শাবান মাসের এগারো তারিখ রবিবার আসরের পর কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আব্দুল ওয়াহ্হাবকে ডেকে পাঠানো হয়। রক্ষীপ্রধান ও আল-গায়বার নায়েব কামারীকে তাঁর নিকট প্রেরণ করে সংবাদ পাঠানো হয়, যেন আজই তিনি এসে উপস্থিত হন। তিনি একদিনের সময় চাইলে তাঁকে একদিনের সময় দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে তাঁর ভাই তাজুদ্দীন-এর পরিবর্তে তাঁরই আরেক ভাই শায়খ বাহাউদ্দীন ইবনুস সুবুকীকে সিরিয়ার বিচারকের পদে নিয়োগদান করা হয়। পাশাপাশি তাদের ভাগিনা কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীনের নায়েব নিযুক্ত করারও আবেদন জানানো হয়। জনতা তাকে বিদায় জানাতে সমবেদনা প্রকাশ করতে বেরিয়ে আসে। তিনি শা'বানের বারো তারিখ সোমবার আসরের পর নিজ প্রাসাদ থেকে বাহনে চড়ে মিসরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওনা হন। বিচারপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার সামনে এগিয়ে চলে। এমনকি প্রধান বিচারপতি বাহাউদ্দীন আবুল বাকা আস্-সুবুকী পর্যন্ত তার সঙ্গ নেন। ইনি তাকে আল্-জাশুরা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেন। অন্যরা আল্-জাশুরা অতিক্রম করে আরও সামনে এগিয়ে যায়। দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পরিণতির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সকলকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

আরও একটি অভিনব ও বিস্ময়কর ঘটনা

শা'বানের বিশ তারিখ মঙ্গলবার শায়খুশ শাফেয়ীয়্যাকে শায়খ আল্লামা কামালুদ্দীন ইব্‌নু শুরায়শীর উদ্যানে আহ্বান জানানো হয়। সেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি দল উপস্থিত হন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শায়খ আল্লামা শামসুদ্দীন ইবনু মুসিলী আশ্-শাফেয়ী, রাজকোষের জিম্মাদার শায়খ ইমাম আল্লামা সালাহুদ্দীন আস্-সাফ্‌দী, শায়খ ইমাম আল্লামা শামসুদ্দীন আল্-মুসিলী আশ্-শাফেয়ী, অভিধান বিশারদদের অন্যতম শায়খ ইমাম আল্লামা মাজ্‌দুদ্দীন মুহাম্মদ ইয়াকুব আশ্-শীরাযী। ইনি শায়খ আবু ইসহাক আল্ ফীরোযাবাদীর বংশধর। খতীব আল্-ইমাম 'আল্লামা সদরুদ্দীন ইবনুল-ইয্-আল্-হানাফী, কারী, মুহাদ্দিস ও বালাগাত বিশারদদের ন্যতম শায়খ ইমাম আল্লামা নুরুদ্দীন আলী ইবনু সায়িম। তারা অভিধান বিষয়ে লিখিত আত্-তামীমি আল্-বারমাকীর আল্-মুন্‌তাহা কিতাবের চল্লিশেরও অধিক খণ্ড উপস্থিত করেন। এটি আন্-নাসিরিয়ার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি। তাছাড়া শায়খ কামালুদ্দীন ইবনু শুরায়শিনীর পুত্র আল্লামা বদরুদ্দীন মুহাম্মদও উপস্থিত হন। উক্ত মজলিসে আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। আর প্রত্যেকের হাতে উক্ত কিতাবের একটি করে খণ্ড ছিল। তারপর আমরা তাকে উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করি। তিনি প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মূল্যবান উত্তর প্রদান করেন। তাতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আরবী অভিধানের সকল গ্রন্থের খুঁটিনাটি সব বিষয় তাঁর মুখস্ত। তবে দু-একটি বিষয় জানা না থাকলে তা ধর্তব্য নয়। এ ছিল বিস্ময়কর এক ঘটনা।

নায়েবুস সাল্‌তানাহ সাইফুদ্দীন আশ্‌তিমুর-এর প্রবেশ

এ ঘটনাটি ঘটে রামাদানের শুরুর দিকে শনিবার। দেহরক্ষীগণ ও গোটা সেনাবাহিনী তাঁর সামনে উপস্থিত ছিল। তিনি আল-খায়ল বাজার অভিমুখে এগিয়ে যান। পরে আস্-সির ফটকের

নিকট এসে অবতরণ করেন এবং 'আতাবা' চুম্বন করেন। তারপর পায়ে হেঁটে দারুস সা'আদায় চলে যান। সে সময় জনতা তার সামনে হাঁটতে থাকে। এখানে এসে তিনি সর্বপ্রথম যে রায়টি প্রদান করেন, তাহলো– বিগত দিন এক ব্যক্তি আস্-সালিহিয়্যার গভর্নরকে হত্যা করেছিল। ইনি সেই ঘাতকের ফাঁসির রায় প্রদান করেন। লোকটি গভর্নরকে হত্যা করে পালিয়ে যাওয়ার সময় জনতা তাকে ধাওয়া করে তাদেরও একজনকে সে হত্যা করে এবং অন্য কয়েকজনকে আহত করে। পরে সে ধরা পড়ে। শূলিতে ঝুলিয়ে তাকে আস-সালিহিয়্যার চারদিকে ঘোরানো হয়। দিনকয়েক পর সেখানেই সে মারা যায়। লোকটি কঠিন শাস্তি পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। পরে তথ্য বের হয় যে, এই ব্যক্তি আরও বহু মানুষকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন।

কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন ইব্ন আব্দুল ওয়াহ্হাব এর পবির্তে তার ভাই কাযিউল কুযাত বাহাউদ্দীন আহমাদ ইব্ন তাকিউদ্দীন এর আগমন

ইনি মঙ্গলবার আসরের পর আগমন করেন। এসে সর্বাগ্রে মালিকুল উমারার সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে সালাম জানান। তারপর পায়ে হেঁটে দারুল হাদীসে গিয়ে সেখানে সালাত আদায় করেন। তারপর পায়ে হেঁটে আল্-মাদ্রাসাতুর রুকনিয়্যায় গিয়ে সেখানে তার ভাই সেনাবাহিনীর বিচারপতি কাযিউল কুযাত বদরুদ্দীন ইব্ন আবুল ফাত্হ-এর নিকট অবস্থান করেন। জনতা তাকে সালাম জানাতে ছুটে আসে। কিন্তু বিনয়বশতঃ তাকে 'কাযিউল কুযাত' বলে সম্বোধন করাকে অপছন্দ করেন। নিজ মাতৃভূমি সন্তানাদি ও পরিজন ত্যাগ করে আসতে হলো বলে তিনি আক্ষেপ করতে থাকেন। চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্রই হাতে।

শাওয়ালের আঠার তারিখ বৃহস্পতিবার রাজবাহন রওয়ানা হয়। হাজ্জীদের আমীর আল-মালিক সালাহুদ্দীন ইবনুল মালিক আল্-কামিল ইবনুস সাঈদ আল্-আদিলুল কাবীর এবং তার কাজী বাআলাকতে অবস্থিত আল্-আমীনিয়্যা মাদ্রাসার শিক্ষক শায়খ বাহাউদ্দীন ইব্ন সা'দও এ তারিখে রওনা হন। এ মাসে আল্-মাদ্রাসাতু তাকবিয়ার ওয়াক্ফ সম্পত্তি মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করার রায় ঘোষিত হয় এবং মালিকুল উমারার উপস্থিতিতে চারজন বিচারপতি এ রায়ে সম্মতি প্রদান করেন।

যিল্কদ মাসের তিন তারিখ রবিবার রাতে কাজী নাসিরুদ্দনি মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকুব ইন্তিকাল করেন। ইনি গোপন তথ্যাদির লিপিকার, প্রধান শায়খ এবং দামিশকের আন্-নাসিরিয়াতুল হাওয়ানিয়্যাহ ও আশ্-শামিয়্যাতুল জাওয়াবিয়্যাহ এবং হালবের আল্-আসাদিয়্যার শিক্ষক ছিলেন। ইনি হালবের গোপন তথ্যাদির লেখক এবং সেনাবাহিনীর বিচারের দায়িত্বও পালন করেন। শায়খ কামালুদ্দীন আয্-যামলিকানীর আমলে তিনি হালবের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কিছুকাল ফাতাওয়া প্রদান করেন। সাত্শত সাতাশ হিজরীতে উক্ত অঞ্চলে তাঁকে হদ কায়েমেরও অনুমতি প্রদান করা হয়। আর তিনি জন্মগ্রহণ করেন সাতশত সাত হিজরীতে। তিনি আত্-তাম্বীহ ও ইব্ন হাজিব-এর মুখ্তাসার কিতাব পাঠ করেন। তিনি বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্বভাব-চরিত্র ছিল খুবই ভাল। কখনও তাঁর থেকে কোন মন্দ আচরণ প্রকাশ পায়নি। তাঁর মাঝে দীনদারী ও চারিত্রিক পবিত্রতা ছিল। একবার তিনি আমার কাছে ঈমানের

কসম খেয়ে বলেন যে, জীবনে তিনি কখনো অশ্লীল কাজ করেননি এবং সে ধরনের কোন কাজের কল্পনাও তার মনে স্থান দেননি। তিনি কখনও ব্যভিচার করেননি, মাদক সেবন করেননি, হাশীশ খাননি। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁর কবরকে মর্যাদায় ভূষিত করুন।

সেদিনই যোহরের সালাত আদায়ের পর তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জনতা আন্-নাস্র ফটক দিয়ে তাঁর লাশ নিয়ে বের হয়। নায়িবুস সাল্তানাহ দারুস সা'আদাহ থেকে বের হয়ে তাঁর জানাযায় উপস্থিত হন। তাকে আস্-সূফিয়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। জনতা তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে পড়ে এবং ফকীহদের একটি দলও এসে ভিড় করে।

৭৬৪ হিজরী সাল

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন মিসর, সিরিয়া, হিজায–এসবের অনুগত ইসলামী সাম্রাজ্যের সুলতান ছিলেন আল্-মালিকুল মানসূর সালাহুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু মালিকিল মানসূর আল্-মুযাফ্ফরী হাজী ইব্নুল মালিকুন নাসির মুহাম্মদ ইবনুল মালিকুল মানসূর কালাউন আস্-সালিহী। বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নরগণ ছিলেন তাঁর অনুগত। সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা। মিসরের বিচারপতিবৃন্দ বিগত বছর যারা ছিলেন, তারাই বহাল থাকেন। শুধু শাফেয়ী বিচারপতি ইব্‌ন জামা'আ এবং হাম্বলী বিচারপতি মুআযিযুদ্দীন হিজাযে বদলি হন। দামিশকের নায়েব ছিলেন আমীর সাইফুদ্দীন কাশ্তিমোর আল্-মানসূরী। শাফেয়ীদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন শায়খ বাহাউদ্দীন ইবন্ কাযিউল কুযাত তকিউদ্দীন আস্-সুবুকী। তার ভাই কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন এ বছর মিসরে অবস্থান গ্রহণ করেন। হানাফীদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন শায়খ জামালুদ্দীন ইব্‌ন কাযিউল কুযাত শরফুদ্দীন আল্-কুফরী। তাঁর পিতা তাঁকে এ পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি আদ্-দাকানিয়্যায় অধ্যাপনার পাশাপাশি তিলাওয়াত ও ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন।

এ বছর মালিকীদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন জামালুদ্দীন আল-মিসলাতী এবং হাম্বলীদের শায়খ ছিলেন জামালুদ্দীন আল্-মারদাবী মাহমুদ ইব্‌ন জুমলা। নগরীর হিসাব নিয়ন্ত্রক ছিলেন–শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবনুশ শীরাজী। আর গোপন তথ্যাদির লিপিকার ছিলেন জামালুদ্দীন 'আবদুল্লাহ ইব্‌নুল আছীর। ইনি মিসরীয় অঞ্চল থেকে নাসিরুদ্দীন ইব্‌ন ইয়াকুব-এর পরিবর্তে আসেন বিগত বছরের শেষ দিন। নথিপত্র সংরক্ষণের যিম্মাদার ছিলেন বদরুদ্দীন হাসান আন্-নাবলুসী। কোষাগারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন, কাজী তকিউদ্দীন ইব্‌ন মারাজিল। মুহাররমের বাইশ তারিখ শুক্রবার আসরের পর রাজবাহন বৃষ্টির ভয়ে প্রাসাদে ঢুকে পড়ে। তার কদিন আগে প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল। তাতে হুরান, মাশাতীখ প্রভৃতি অঞ্চলের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

এ মাসের সাতাশ তারিখ বুধবার ভোর রাতে দুর্গের ফটক উন্মুক্ত হওয়ার আগে এক অশ্বারোহী আল্-কারজ ফটকের দিক থেকে এনে আল-জাওয়ানিয়া দুর্গের ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ে। উল্লিখিত ফটকের দিক থেকে একটি শিকল ঝুলানো ছিল। আন্-নাস্র ফটকের দিক

থেকে ছিল আরেকটি শিকল। এ শিকলগুলো এ উদ্দেশ্যে ঝুলানো হয়েছিল, যাতে কোন অশ্বারোহী আল্-মানসূরা দুর্গের ফটক অতিক্রম করতে না পারে। কিন্তু এই অশ্বারোহী প্রথম শিকলটি ভেঙে ফেলে। তারপর দ্বিতীয়টিও ভেঙে এগিয়ে যায়। তারপর আন্-নাস্র ফটক দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু লোকটি মুখোশ পরিহিত ছিল বলে কেউ তাকে চিনতে পারেনি।

সফরের এগার তারিখ এবং তার আগের দিন এক দূত আমীর সাইফুদ্দীন যুবালাকে সসম্মানে মিসরীয় অঞ্চলে নিয়ে যেতে আসেন। এই আমরিকে দুর্গপতির পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছিল, যার কারণ উপরে আলোচিত হয়েছে। এ বছরের সফর মাসের ষোল তারিখ রবিবার সিরিয়ার শাফেয়ী বিচারক শায়খ বাহাউদ্দীন ইবনুস সুবুকী দামিশক থেকে মিসরীয় অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁকে বিদায় জানাতে বিচারপতিগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বেরিয়ে আসেন। তাকে বিদায় জানানোর সময় জানতে পারি যে, তার ভাই কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন মিসরীয় অঞ্চলের বিচারকের পোশাক পরিধান করেছেন। এখন তিনি সিরিয়া হয়ে মিশর যাচ্ছেন। আরও জানতে পারি যে, তাঁর ভাই সিরিয়ার প্রতি অসন্তুষ্ট। চৌদ্দ তারিখ জুমা'র রাতে কাজী সালাহুদ্দীন আস্-সাকাফী আমাকে তাঁর কিছু স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।

সফরের একুশ তারিখ জুমা'র রাতে জামে' মসজিদের পার্শ্বে আল্‌মারিস্তান আদ্-দাকাকীতে বৃহৎ আয়তনের একটি তাঁবু স্থাপিত হয়। জামে' মসজিদের পুনঃনির্মাণ কাজ সমাপ্তি উপলক্ষ্যে এই আয়োজন করা হয়। এই পুনঃনির্মাণকাজে মসজিদের চারটি বৃহৎ ভবনকে শ্বেত পাথর দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। ছাদের সঙ্গে উজ্জ্বল আলোর বড় বড় অনেকগুলো ঝাড়বাতি ঝুলানো হয় এবং পশ্চিম পার্শ্বে সুদর্শন একটি অফিসকক্ষ নির্মাণ করা হয়। সবগুলো ভবনকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় চুনা দ্বারা শুভ্র করে তোলা হয়। মূল্যবান জিনিসপত্র, বিছানা ও লেপ-তোষক ইত্যাদি সুন্দর-সুন্দর বস্তুসামগ্রী দ্বারা সাজানো হয়। আল্লাহ্ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বিশিষ্ট ও সাধারণ ব্যক্তিদের বিভিন্ন দল তাঁবুতে এসে উপস্থিত হয়। পরবর্তী জুমা'র দিন নায়েবুস সাল্‌তানাহ নামাযের পর তাতে প্রবেশ করেন। কারুকার্যখচিত আকর্ষণীয় ভবন দেখে তিনি বিস্মিত হন। বর্তমান অবস্থার আগে এই ভবনের কীরূপ দশা ছিল, তা তাকে অবহিত করা হয়। তিনি পুনঃনির্মিত ভবনের নৈপুণ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রবিউল আখার মাসের শুরুর দিকে কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আস্-সুবুক্ সিরিয়ার বিচারকের পদ নিয়ে মিসরীয় অঞ্চল থেকে ফিরে আসেন। এ মাসের চৌদ্দ তারিখ ভোরে এসে তিনি প্রথমে দারুস সা'আদায় নায়িবুস্ সাল্‌তানাকে সালাম করেন। তারপর কুছাঈনে অবস্থিত আমীর আলীর বাসভবনে গিয়ে তাঁকে সালাম করেন। তারপর দুপুরের আগে তিনি আল্-আদিলিয়্যায় গমন করেন। তারপর আম্-খাস্ নির্বিশেষে জনতা এসে তাকে সালাম জানায় এবং আবার ফিরে আসায় তাকে অভিনন্দন জানায়। তিনি জনতাকে ধন্যবাদ জানান।

তারপর ষোল তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে তিনি দারুস সা'আদায় মর্যাদার পোশাক পরিধান করেন। তারপর উক্ত পোশাক পরিহিত অবস্থায় আল্-আদিলিয়্যায় গমন করেন। সেখানে বিচারপতিগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে তাঁর নিয়োগপত্র পাঠ করা হয়। জনতা, কবি ও প্রশংসাকরীগণ তাঁকে অভিনন্দন জানান।

কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীনকে হুসায়ন ইব্ন মালিকিন নাসিরের মৃত্যুসংবাদ জানানো হয়। এই মৃত্যুতে তার ঔরষজাত সন্তানদের আর কেউ জীবিত ছিল না। তাতে অনেক আমীর ও রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ আনন্দিত হয়। কেননা, তিনি মেজাজী মানুষ ছিলেন এবং বিভিন্ন অন্যায়-অপকর্মে জড়িত ছিলেন।

তাঁকে কাজী ফখরুদ্দীন সুলায়মান ইবন্ কাজী ইমাদুদ্দীন ইব্নু শীরাযীরও মৃত্যুসংবাদ জানানো হয়। তাঁকে তাঁর পিতার পরিবর্তে দামিশকের হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। অধিক বয়স ও দুর্বলতার কারণে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন। মিসরীয় অঞ্চলে তাঁকে মর্যাদার পোশাক পরানো হয়েছিল। নিয়োগ ও সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর যখন তিনি বাহনে আরোহণ করবেন, ঠিক সেসময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুদিন অসুস্থ থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই দুর্ঘটনায় তাঁর পিতা অত্যন্ত ব্যথিত হন। জনতা তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। আমি তাঁকে ধৈর্যশীল, ছাওয়াব প্রত্যাশী, ক্রন্দনকারী, ইন্নালিল্লাহ পাঠকারী এবং ব্যথিত অবস্থায় পেয়েছি।

ছাগলের ট্যাক্স থেকে অর্ধেক মওকুফ করা সংক্রান্ত সুসংবাদ

সাদুদ্দীন মাজিদ ইব্নুত্ তাজ ইসহাক মিসরীয় অঞ্চলের অফিসার পদে নিযুক্ত হন। তার এই পদে অধিষ্ঠিতি ও আগমনে এবং তার আগের জনের অপসারণ ও বিদায় গ্রহণে জনতা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ছাগলের ট্যাক্স থেকে অর্ধেক মওকুফ করে দেন। ইতিপূর্বে এই ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল সাড়ে চার দিরহাম। তিনি অর্ধেক কমিয়ে তা সোয়া দুই দিরহামে কমিয়ে আনেন। রবিউল আকারের বাইশ তারিখ সোমরা নগরীতে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। তাতে মানুষ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য। এ কারণে মানুষ তাঁর জন্য বেশি পরিমাণে দু'আ করতে শুরু করে। পরে শুক্রবার জুমা'র নামাযের পর আসরের আগে জনতাকে এই ঘোষণাপত্রটি পাঠ করে শোনানো হয়।

এ মাসের বিশ তারিখ সোমবার ফকীহ শামসুদ্দীন ইবনুস সাকাফীকে দারুস সা'আদায় প্রহার করা হয়। কারণ, তিনি আত্-তাওয়াবীস খানকাহর সমালোচনা করেছিলেন। ঘটনাটি হলো– এমন একদল লোকের সাথে তাঁর দেখা হয়, যারা প্রধান শায়খ কাতিবুস-সির বা একান্ত সচিবের নিকট যুলমের বিচার প্রার্থনা করেছিল। ইনি তাদের সঙ্গে ওয়াকফকারীর শর্তের জটিলতা ও কাঠিন্য নিয়ে কথা বলেন। এই আলোচনায় উল্লিখিত সাকাফী এ সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করে। ফলে প্রদান শায়খ তাঁকে প্রহার করতে উদ্যত হন। কিন্তু কেউ সুপারিশ করলে প্রথমবারের মতো তিনি এ থেকে বিরত হন। তিনি পুনরায় কথা বললে এবারও অন্যদের সুপারিশে তাকে রেহাই দেওয়া হয়। কিন্তু তৃতীয়বারও একই ধারায় কথা বললে এবার তাকে প্রহার করা হয় এবং কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেওয়া হয়। অবশ্য দুই কি তিন রাত পর তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এ মাসের ছাব্বিশ তারিখ রবিবার শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান বিচারপতি তাঁর মাদ্রাসাগুলোতে দারস প্রদান করেন এবং ওয়াক্ফকারীর শর্ত মোতাবিক আন্ নাসিরিয়্যা আল-জাওয়াবিয়্যার

দারসে হাজির হন। 'কাতিবুস-সির' কাজী নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তা ভাই এই পদে অধিষ্ঠিত হন। একদা একদল বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং কতিপয় কাজী তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি সূরা ফাতহের إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

জুমাদাল উলার এক তারিখ শুক্রবার প্রধান ইমামের পিছনে ফজর নামায আদায়ের পর হিমসের কাজী কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু হাসান আল্-হাকিম এর জানাযা আদায় করা হয়। তিনি তাঁর শ্যালক কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আস্-সুবুকী আশ্ শাফেয়ীর সঙ্গে দেখা করতে দামিশক গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। কিছুদিন রোগে ভোগার পর তিনি দামিশকে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে জামে' মসজিদে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁকে সাফহে কাসিউনের কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি বিরাশি বছর বয়স পেয়েছিলেন। তিনি হাদীস পাঠ করেন এবং কিছু কিছু বর্ণনাও করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

এ মাসের তিন তারিখ রবিবার হাল্বের হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের বিচারকদ্বয়, উক্ত অঞ্চলের খতীব, শায়খ শিহাবুদ্দীন আল্-আয্রুয়ী, শায়খ যায়নুদ্দনি আল্-বারীনি এবং তাদের সঙ্গে আরও অনেকে আগমন করেন। এসে তারা আল্-মাদরাসাতুল ইক্বালিয়্যায় অবতরণ করেন। তাঁরা এবং শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান বিচারপতি কামালুদ্দীন আল্ মিসরী মিসরীয় অঞ্চলে আহত হন। তারা এ মাসের দশ তারিখ শনিবার মিসরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওনা হন।

বৃহস্পতিবার দূর্গ অধিপতি আমীর যায়নুদ্দীন যুবাল্য মহাসমারোহে মিসরীয় অঞ্চল থেকে আগমন করেন। জনতা প্রদীপ হাতে রাস্তায় নেমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে। তিনি দারুয যাহাবে অবতরণ করেন। জনতা দূর্গ অধিপতির পদে ফিরে আসার জন্য তাঁকে স্বাগত জানাতে থাকে। তাঁর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এটি তৃতীয় ঘটনা। কেননা, তিনি প্রশংসাযোগ্য উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই গুণ তিনি সাধনা করে অর্জন করেন।

একুশ তারিখ বৃহস্পতিবার নায়েবুস সাল্তানাহ, শাফেয়ী ও হানাফী বিচারকদ্বয়, গোপন তথ্যাদির লিপিকার এবং একদল আমীর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আল্-মাকসূরায় নামায আদায় করেন। উক্ত মজলিসে ছাগল প্রতি দুই দিরহাম ট্যাক্স মওকুফ করা সংক্রান্ত সুলতানের পত্র পাঠ করে শোনানো হয়। ফলে সুলতানের জন্য এবং আরও যারা এ কাজে ভূমিকা রাখেন তাদের জন্য দু'আ করা হয়।

কিছু বিস্ময়কর ঘটনা

এ মাসে পানি বেড়ে যায়। খাল-নদী উপচে পানি প্রবাহিত হতে শুরু করে। বারাদী নদী উপচে পানি আল্-খায়ল বাজারে প্রবাহিত হয়। এমনকি পার্শ্ববর্তী সমগ্র অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়। তাতে নৌকা চলাচল করতে শুরু করে। নৌকায় চড়ে মানুষ একদিক থেকে আরেক দিকে পথ অতিক্রম করে। এই অবস্থা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। নায়িবুস সাল্তানাহ ও সেনাবাহিনী উক্ত অঞ্চল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। তবে জানা যায় যে, নায়িবুস সাল্তানাহ দিনকয়েক শাহী আস্তাবলের দরজার সামনে অবস্থিত প্রাসাদে অবস্থান করেন। এমন ঘটনা ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। আমার জীবনে কোনদিন এমন কাণ্ড দেখিনি। তাতে বহু ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হয়। বহু পর্যটক পানিবন্দী হয়ে দেশে ফিরে যায়।

জুমাদাল উলার বিশ তারিখ মঙ্গলবার রাতে ঈশার নামাযের পর সদর শামসুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইবনুশ শায়খ ইয্‌যুদ্দীন ইব্‌ন মুযজী আত্‌-তানূখী মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন জোহর নামাযের পর দামিশকের জামে' মসজিদে তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং সাফ্‌হে কাসিয়ূনে তাকে দাফন করা হয়।

এদিন সকালে ইয়ালবাগা জামে' মসজিদের খতীব শায়খ নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ আল্‌-কারনাবী আল্‌-হানাফী মৃত্যুবরণ করেন। জোহরের নামাযের পর তারও নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাকে আস্‌-সূফিয়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর পরিবর্তে কাযিউল কুযাত কামালুদ্দীন আল্‌-ফাখরী আল্‌-হানাফী ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এদিন আসর নামাযের সময় কাজী আলাউদ্দীন ইব্‌ন কাযী শরফুদ্দীন ইব্‌ন কাযী শামসুদ্দীন ইবনুশ শিহাব মাহমূদ আল্‌-হালাবী মৃত্যুবরণ করেন। বুধবার তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং সাফ্‌হে কাসিয়ূনে তাকে দাফন করা হয়।

এ মাসের তেইশ তারিখ শুক্রবার কাযিউল কুযাত জামালুদ্দীন আল্‌-ফাখরী আল্‌-হানাফী ইয়ালবাগা জামে' মসজিদে শায়খ নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ আল্‌-কারণাবী (রহ)-এর পরিবর্তে খুতবা দান করেন। নায়েবুস সাল্‌তানাহ আমীর সাইফুদ্দীন কাশ্‌তিমোর তাঁর নিকট উপস্থিত হন। কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আশ্‌-শাফেয়ী তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করেন। একদল আমীর ও বিশিষ্ট ব্যক্তি জামাতে অংশগ্রহণ করেন। এদিন জুমা'র জামাতে বিপুল লোকের সমাগম ঘটে। ইবন্‌ নাবাতা সুস্পষ্ট ভাষায় সারগর্ভ খুতবা দান করেন।

জুমাদাল আখিরার পনেরো তারিখ রবিবার শায়খ শরফুদ্দীন কাজী আল্‌-হাম্বলী সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগার আহ্বানে মিসরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওনা হন।

রজবের দুই তারিখ মঙ্গলবার দুই মাতাল এক ইয়াহুদীর বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে যায়। তাদের একজন ছিল মুসলিম এবং অন্যজন ইয়াহুদী। মুসলমান লোকটি ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় আর ইয়াহুদীর একটি চোখ উপড়ে যায় এবং হাত ভেঙে যায়। তাকে নায়িবুস সাল্‌তানার নিকট হাজির করা হয়।

শায়খ শরফুদ্দীন ইব্‌ন কাযী আল্‌-জাবাল গাজার কাছাকাছি পৌঁছানোর পর মিসরীয় অঞ্চলে মহামারী দেখা দেওয়ায় ফিরে আসেন। পরে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস চলে যান। তারপর তিনি স্বদেশে ফিরে যান এবং রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে মিসরে মহামারী ও প্লেগ রোগের তীব্রতা লাভ করার সংবাদ নিয়ে বহু পত্র আসে। জানানো হয় যে, প্রতিদিন প্রায় এক হাজার লোক আক্রান্ত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে পরিচিতজনদের মধ্যেও বেশ কিছু লোক মারা গেছেন। যেমন, কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আল মানাবীর দুই পুত্র এবং কাতিবুল হাকাম ইব্‌নু ফুরাত ও তার পরিবারের সকল সদস্য। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এ মাসের শেষের দিকে মিসরে একদল লোকের মৃত্যুসংবাদ আসে। তাদের একজন হলেন আবু হাতিম ইবনুশ্‌ শায়খ বাহাউদ্দীন আস্‌ সুবুকী আল্‌-মিসরী। ইনি বিশেরও কম বয়সী যুবক ছিলেন। এই বয়সেই তিনি মিসরের বিভিন্ন মজলিসে দারস প্রদান করেন এবং খুত্‌বা দান করেন। কিন্তু তার পিতা তাঁকে হারিয়ে ফেলেন। জনগণ তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত হয়। তাঁর চাচা কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আস্‌-সুবুকী তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

কাযিউল কুযাত শিহাবুদ্দীন আহমাদ আর-রাবাজী আল্-মালিকীরও মৃত্যুসংবাদ আসে। তিনি দু'বার হালবের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে তিনি পদচ্যুত হয়ে মিসর চলে যান এবং সেখানে কিছুকাল বসবাস করে পূর্বপদে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ বছরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরে তাঁর দুই পুত্রও মারা যায়।

শাবানের ছয় তারিখ রবিবার নায়িবুস সাল্তানাত সকল আমীরকে নিয়ে খিয়ার ইবন মাহনার সন্ত্রাসীদল ও অনুচরদের শায়েস্তা করতে তাদমার অভিমুখে রওনা হন। তারা তাদমার নগরীর একটি অংশকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বহু গাছপালা পুড়িয়ে ফেলেছিল এবং অনেক সম্পদ লুটে নিয়েছিল। আর তারা আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারা এ কাজ করেছিল তাদের জায়গীর ও সম্পদের মালিকানা বিলুপ্ত করা এবং তাদের উপর হয়রানী করার কারণে। পরে নায়েবুস সালতানাত তাদেরকে উক্ত অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রওনা হন। আমীর হামযা খায়্যাত তাদের সঙ্গে ছিলেন। ইনি তবলখানার আমীরদের একজন ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি 'খিয়ার' এর রক্ষীপ্রধান ছিলেন। পরে তিনি তার আনুগত্য পরিত্যাগ করে আল্-আমীরুল কবীর ইয়ালবাগা আল্-খাসিফীর নিকট চলে আসেন এবং তাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, যদি তিনি তাকে খিয়ার-এর মাথা কেটে আনতে আদেশ করেন, তা হলে তিনি তা-ই করবেন। যাহোক, ইনি সৈন্যসহ একটি আদেশনামা নিয়ে খিয়ার-এর উদ্দেশ্যে রওনা হন। তারা তাদ্মার গিয়ে উপণীত হলে সন্ত্রাসীরা সিরিয়ার নায়িব-এর সামনে থেকে পালিয়ে যায়। তাঁর ভয়ে তারা তাঁর মুকাবেলা করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তারা হামযা ইব্ন খায়্যাযের প্রতি নযর রাখে। পরে জানতে পারি যে, তারা রাতে তাঁর বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের একদল লোককে হত্যা করে এবং অন্যরা আহত হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সম্রাট আশ্রাফ নাসিরুদ্দীন-এর রাজত্ব

এ বছর তথা সাতশত চৌষট্টি হিজরী সনের উনিশ তারিখ রবিবার সন্ধ্যায় মিসরীয় অঞ্চল থেকে এক আমীর এসে আল্-আবলাক প্রাসাদে অবতরণ করেন। তিনি সংবাদ নিয়ে আসেন যে, বাদশাহ মানসূর ইবনু মুযাফ্ফার হাজী ইবনুল মালিকুন নাসির মুহাম্মদ ইব্ন কালাউন-এর রাজত্বের পতন ঘটেছে। তিনি গ্রেফতার হয়েছেন এবং বাদশাহ আল্-আশরাফ শা'বান ইব্ন হুসায়ন আন্-নাসির ইব্নু মানসূর কালাউন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তখন তার বয়স ছিল প্রায় বিশ বছর। এ সংবাদে আল-মানসূরা দূর্গে উৎসব পালিত হয় এবং জনগণ শনিবার দিন আনন্দ-ফূর্তির জন্য সাজসজ্জায় মেতে ওঠে।

কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন এবং আস্-সাহিব সা'দুদ্দীন মজিদ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, শা'বানের পনের তারিখ মঙ্গলবার আল্ মালিকুল মানসূর পদচ্যুত হয়েছেন এবং আল্-মালিকুল আশরাফ নাসিরুদ্দীন শা'বান সিংহাসনে সমাসীন হয়েছেন এবং তাঁর হাতে বায়'আত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এদিন বজ্রপাত ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং নালা-নর্দমা পানিতে ভেসে যায়। রাস্তা-ঘাটে পানি জমে যায়। এ ঘটনায় মানুষ বিস্মিত হয়ে পড়ে। এদিকে এই ঘটনা, অপরদিকে শা'বানের শুরুতে মিসরে মহামারীর ঘটনা ঘটে। বিপদের উপর বিপদ নেমে আসে। তবে মহামারীর ঘটনা

বেশির ভাগ ঘটে ইয়াহুদীদের মাঝে। প্রতিদিন পঞ্চাশজন করে লোক মারা যায়। আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী নেই।

এ মাসের সাত তারিখ সোমবার বাহিনী সম্পর্কে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, বেদুঈনরা রাহ্বাগামী বাহিনীর উপর আক্রমণ করে তাদের কিছু সৈন্যকে হত্যা করেছে, লুট করেছে এবং আহত করেছে। ওদিকে দূত নতুন সুলতানের হাতে বায়'আত করতে নায়িব ও আমীরদের পিছনে রওনা হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাকে মুসলমানদের জন্য বরকতময় করুন। কিন্তু পরে বেদুঈনদের একদল পরাজিত আমীর শোচনীয় অবস্থায় ফিরে আসে। তারপর তাদমারের নায়িবুস সাল্তানার সঙ্গে থাকা বাহিনীতে তাদের ফিরিয়ে নিতে মিসরীয় অঞ্চল থেকে দূত আসে। তাদেরকে নানারকম শাস্তির এবং জায়গীর প্রত্যাহারের ভয় দেখিয়ে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

রামাদান মাসে প্লেগ রোগের কারণে অবস্থা গুরুতর অবস্থা ধারণ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এ ঘটনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইয়াহুদীরা। ১লা শাবন থেকে ২রা রামাদান পর্যন্ত প্রায় এক হাজার লোক প্রাণ হারায়। যেমন, এ বিষয়ে রাজকোষ জিম্মাদার কাজী সালাহুদ্দীন আস্ সাকাফী আমাকে অবহিত করেছেন। তারপর রামাদান মাসে তাদের মৃত্যুর হার আরও বেড়ে যায়। ওদিকে মুসলমান ও জিম্মিদের মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় আশিতে।

এ মাসের এগারো তারিখ শনিবার জোহরের পর আমরা বয়োঃবৃদ্ধ শায়খ সদর বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্নুর রাকাক ওরফে ইবনুল জাওযী এবং শায়খ সালাহুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন শাকির আল্ লায়ছীর জানাযার নামায আদায় করি। শেষের জন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রায় দশ খণ্ডে সমাপ্ত একটি অনবদ্য ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। আল্লাহ্ তাদের উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাদের ক্ষমা করে দিন।

খতীব জামালুদ্দীন মাহমুদ ইব্ন জুম্লাহ্-এর মৃত্যু এবং তাঁর পরিবর্তে তাজুদ্দীন-এর দায়িত্ব গ্রহণ

তিনি সোমবার জোহরের পর আসরের আগ মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আস্-সুবুকী আশ্-শাফেয়ী তাঁর পরিবর্তে আসর নামাযের ইমামতি করেন। ইনি ফজর নামাযেরও ইমামতি করেন এবং সূরা মায়িদার শেষ দিককার আয়াত يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ পাঠ করেন। অতঃপর সূর্য উদিত হলে এবং মাকরূহ ওয়াক্ত অতিবাহিত হলে বাবুল খিতাবার নিকট খতীব জামালুদ্দীন-এর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন জামে' মসজিদে তাঁর জানাযায় বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগম ঘটে। তাঁর জানাযা আল্-বারীদ ফটক দিয়ে বের করে নেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে জনসাধারণ ও অন্যান্যদের একটি দল বের হয়। আস্-সালিহিয়্যায় তাঁর জানাযায় বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগম ঘটে। কাযিউল কুযাত আশ্-শাফেয়ী কতিপয় লোক দ্বারা লাঞ্ছিত হন। ফলে তাদের ধরে আদব শিক্ষা দেওয়া হয়। সেদিন তিনি যোহর নামাযে উপস্থিত হয়েছিলেন। এরপর অবশিষ্ট দিনগুলোতেও যোহর ও আসরের নামাযে তিনি হাজির হন। এই আসা-যাওয়ার কারণে জামে' মসজিদের ফকীহ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাত ঘটে। শায়খ জামালুদ্দীন ইবন্ কাযিউল কুযাত তাঁর পক্ষে জুমা'র খুতবা দান করেন। তাজুদ্দীন প্রথম দিকে দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

সোমবার আসরের পর শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবন উবায়দুল্লাহ আল্-বাআলাবাক্কী ওরফে ইবনুন নাকীব-এর জানাযা আদায় করা হয় এবং আস্-সূফিয়ায় তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি প্রায় সত্তর বছর বয়স পেয়েছিলেন। তিনি ইলমে কিরাআত, নাহু ছরফ ও আরবী ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। ফিক্হ ইত্যাদি শাস্ত্রেও তাঁর দখল ছিল। কারীদের প্রধান হিসেবে উম্মুস সালিহ-এ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্নু আব্বাস এবং আত্-তুরবাতুল্ল আশ্রাফিয়ার শায়খ আমীনুদ্দীন আব্দুল ওহ্হাব ইব্নুস সাল্লার এর পরিবর্তে দায়িত্ব পালন করেন।

শাওয়ালের ছয় তারিখ বুধবার নায়িবুস সালতানাহ সেনাবাহিনী নিয়ে রাহবা ও তাদমার এর দিক থেকে মাহনার উত্তরসূরী ও তার বেদুঈন সহচরদের শায়েস্তা করতে বের হন।

এ মাসের দশ তারিখ শনিবার রাতে রাজকোষের জিম্মাদার শায়খ সালাহুদ্দীন খলীল ইব্ন আইবেক মৃত্যুবরণ করেন। রবিবার সকালে জামে' মসজিদে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনি আস্-সূফিয়ায় সমাধিস্থ হন। তিনি ইতিহাস, অভিধান ও আরবী সাহিত্য বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কবিতাও রচনা করেন। তিনি প্রায় দুই শত পুস্তকের রচয়িতা।

এ মাসের দশ তারিখ শনিবার বিচারকমণ্ডলি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দারুস সা'আদায় সমবেত হয়ে কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আস্-সুবুকীর উমাবী জামে' মসজিদের খতীব পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা এ বিষয়ে নায়েবুস সালতানার নিকট পত্র লিখেন।

এ মাসের এগারো তারিখ রবিবার দামিশকের নায়েব পদ থেকে নায়েবুস সালতানাহ সাইফুদ্দীন কাশতিমোর-এর অব্যাহতি দেয়া এবং সাফাদ-এর নায়েব পদে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। ফলে, তিনি তার পরিবার-পরিজনকে আশ্-শারকুল আ'লা থেকে তার বাগাহিজীর বাড়িতে সরিয়ে নেন এবং সাফাদ যাওয়ার লক্ষ্যে সাত্হুল মাযযায় গমন করেন। শাওয়ালের চৌদ্দ তারিখ বৃহস্পতিবার বিপুলসংখ্যক হাজীর হজ কাফেলার সঙ্গে তিনি বাহনে চড়ে রওনা হন।

শাওয়ালের একুশ তারিখ বৃহস্পতিবার কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আল্-মিসলাতী আল্-মালিকীর ভাইয়ের ছেলে কাজী আমীনুদ্দীন মৃত্যুবরণ করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ার পাশাপাশি তিনি হাজুদ্দীন আল্-মিসলাতির জামাতা এবং নায়েবও ছিলেন। অল্প বয়সেই তার মৃত্যু হয়।

এ মাসের শেষের দিকে যে অভিনব ঘটনাগুলো ঘটে, তার একটি হলো, মহিলা ও অনেক সাধারণ মানুষের মাঝে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে নবীজি (সা)-কে মসজিদে জিয়ারের পূর্ব দরজার সন্নিকটস্থ তুঁত গাছের নিকট দেখেছে। এ স্বপ্নের সংবাদ শুনে মহিলারা উক্ত তুঁত গাছটি দেখতে ছুটে যায়। তারা মহামারী থেকে আরোগ্য লাভের জন্য উক্ত গাছের পাতা ব্যবহার করতে শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উক্ত স্বপ্নের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

যিল্কদ মাসের সাত তারিখ শুক্রবার কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আস্-সুবুকী দামিশকের জামে' মসজিদে সারগর্ভ এক ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর উক্ত ভাষণে জনগণ বিমুগ্ধ হয়। তারপর তিনি রীতিমত ভাষণ দিতে থাকেন।

এ মাসের আঠারো তারিখ মঙ্গলবার আল-উমাবী জামে' মসজিদ ইত্যাদির পরিচালক আস্-সাহিব তকিউদ্দীন সুলায়মান ইব্ন মুরাজিল মৃত্যুবরণ করেন। তান্কুয-এর শাসনামলে ইনি জামে' মসজিদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইনিই জামে' মসজিদের কিব্লার দিকের পশ্চিম অংশটি নির্মাণ করেন এবং পুরো কাজ সমাপ্ত করেন। কিব্লার দিকের দেওয়ালের সঙ্গে একটি মিহ্রাব হানাফীদের জন্য এবং একটি মিহ্রাব হাম্বলীর জন্য তৈরি করেন। তা ছাড়া তিনি আরও অনেক অবদান রাখেন। তিনি সাহসী লোক ছিলেন। আমানতদার, কৃতজ্ঞ এবং খ্যাতিমান লোক ছিলেন। কাবীবাতে নিজ বাসভবনের সামনে নিজ হাতে তৈরি করা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। তিনি আশির অধিক বয়স পেয়েছিলেন।

এ মাসের উনিশ তারিখ মঙ্গলবার মসজিদে দারুল হিজ্র-এর ইমাম শায়খ বাহাউদ্দীন আব্দুল ওহ্হাব আল্-আকযীমি আল্-মিসরী মৃত্যুবরণ করেন। আসরের সালাতের পর উমাবী জামে' মসজিদে তাঁর নামাযে জানাযা আদায় করা হয় এবং তুয়ুরিয়্যীনের সন্নিকটে কস্র ইব্ন হাল্লাতে তাঁকে দাফন করা হয়। উসূলে ফিক্‌হে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। কালাম শাস্ত্রেও তিনি এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার কিছু বিষয় গৃহীত হয়েছে এবং কিছু গ্রহণযোগ্য নয়।

নায়েবুস সাল্তানাহ মান্কালীবাগার প্রবেশ

যিল্কদ মাসের সাতাশ তারিখ বৃহস্পতিবার নায়েবুস সালতানাহ মানকালী বাগা নায়েব নিযুক্ত হয়ে মহাসমারোহে হালব থেকে দামিশক প্রবেশ করেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি অসুস্থ ছিলেন। এসে তিনি যথারীতি দারুস ও সা'আদায় অবতরণ করেন।

যিলহজ্জ মাসের এক তারিখ সোমবার কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আস্-সুবুকী আশ্-শাফেয়ী দামিশকের জামে' মসজিদের খতীব পদে অধিষ্ঠিত হন। তারপর তিনি যথারীতি প্রতি জুমায় খুতবা দান করতে থাকেন। এ মাসের দুই তারিখ মঙ্গলবার কাজী ফাত্হুদ্দীন ইবনুশ্ শহীদ আগমন করেন এবং তিনি মর্যাদার পোশাক পরিধান করেন। জনগণ তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য বেরিয়ে আসে। বৃহস্পতিবার সামীসাতিয়্যার শায়খ কাতিবুস সির্ কাজী ফাত্হুদ্দীন ইবনুশ শহীদ আগমন করেন। জোহরের সালাতের পর বিচারকমণ্ডলী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর সমীপে হাজির হন। এর জন্যও তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হয়। এদিন শায়খ জামালুদ্দীন ইবনুর রাহাবীকে কোষাগারের পরিচালক এবং শায়খ শিহাবুদ্দীন আয্-যুহরীকে বিচার বিভাগের মুফতী পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

৭৬৫ হিজরী সাল

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন মিসর, সিরিয়া, হারামাইন ও এসবের অনুগত রাষ্ট্রগুলোর সুলতান ছিলেন আল্-মালিকুল আশ্রাফ নাসিরুদ্দীন শা'বান ইবন্ সায়্যিদ হুসায়ন ইবনুস সুলতান আল মালিকুন নাসির মুহাম্মদ ইব্নু মানসূর কালাউন আস্-সালিহী। সে সময়ে তার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তাঁর পক্ষে রাজ্যগুলোর শাসক ছিলেন আল্-আমীরুল কবীর নিযামুল মুল্ক

সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আল-খাসিকী। মিসরের বিচারকমণ্ডলী তারাই ছিলেন, যাঁরা ছিলেন বিগত বছর। উযির ছিলেন ফাখ্রুদ্দীন ইব্ন কায্বীনা। দামিশকের নায়েব ছিলেন আমীর সাইফুদ্দীন মান্‌কালী বাগা আশ্-শামসী। ইনি উত্তম চরিত্রের মানুষ ছিলেন। বিগত বছর দামিশকের বিচারপতি যাঁরা ছিলেন, এ বছরও তারাই বহাল থাকেন। তথাকার নথিপত্র সংরক্ষণের জিম্মাদার ছিলেন আস্-সাহিব সাদুদ্দীন মাজিদ। সেনাপ্রধান ছিলেন ইল্‌মুদ্দীন দাউদ। আর গোপন তথ্যাদির লিপিকার ছিলেন কাজী ফাত্হুদ্দীন ইব্নুশ্ শহীদ এবং রাজকোষের দায়িত্বশীল ব্যক্তি ছিলেন কাজী জামালুদ্দীন ইবনুর রাহাবী।

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখনও মরণব্যাধি প্লেগ অব্যাহত ছিল। তবে বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছিল। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য। শনিবার কাযিউল কুযাত বাহাউদ্দীন আবুল বাকা আস্-সুবুকী আমীর ইয়ালবাগার আহ্বানে মিসরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওনা হন। তাঁর পরে মুহাররমের চৌদ্দ তারিখ সোমবার দামিশকের কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আল্-হাকিম এবং তার খতীব রওনা হন। এ দুজনের পর রওনা হন শায়খ শরফুদ্দীন ইব্ন কাজী আল্-জীল আল্-হাম্বলী। অনুরূপ আহ্বান পেয়ে রওনা হন শায়খ যাইনুদ্দীন আল-মান্ফ্লাতীও।

মুহাররমের মধ্য দশকে মৃত্যুবরণ করেন আমাদের বন্ধু শায়খ শামসুদ্দীন ইবনুল আত্তার আশ্-শাফেয়ী। লোকটি বিজ্ঞ ও কর্মঠ ছিলেন। তিনি দামিশকের জামে' মসজিদে মাশহাতে আলী ইবনুল হুসায়ন-এর ইমাম, জামে' মসজিদের পরিচালক এবং বিভিন্ন মাদ্রাসার ফকীহ ছিলেন। তাঁর হাদীস চর্চার একটি মাদ্রাসা ছিল। তাঁর বয়স পঞ্চাশের উপর কয়েক বছর অতিক্রম করেছিল। তিনি বিবাহ করেননি। মুহাররমের চব্বিশ তারিখে একটি সিরীয় কাফেলা দামিশক এসে পৌছায়। তারা এ বছরের শান্তি, নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধার জন্য সরকারের প্রশংসা করে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

সফরের এগারো তারিখ রবিবার আমাদের বন্ধু শায়খ ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন খালীফা আশ্ শাফেয়ী আল্-মাদরাসাতুল ফাত্হিয়্যায় দারস প্রদান করেন। বিশিষ্ট ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের একটি দল তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তিনি পবিত্র কুরআনের এ আয়াত إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا। এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

এ মাসের পনেরো তারিখ বৃহস্পতিবার নগরীতে ঘোষণা দেওয়া হয়, যিম্মীরা অবনত মস্তকে চলাফেরা করবে এবং ছোট পাগড়ি ব্যবহার করবে, কোনো কাজে অন্যের সেবা নিতে পারবে না, ঘোড়া ও খচ্চরে চড়তে পারবে না, নতমুখে গাধায় আরোহণ করবে, তাদের ও তাদের স্ত্রীদের গলায় ঘন্টা ঝুলানো থাকবে এবং জুতাজোড়ার একটি কালো এবং অপরটি অন্য রংয়ের ব্যবহার করবে। এ ঘোষণায় মুসলমানরা আনন্দিত হয় এবং এ বিষয়ে আদেশদানকারীর জন্য দু'আ করে।

রবিউল আউয়ালের তিন তারিখ রবিবার কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন বিচারক ও খতীবের পদে বহাল থাকা অবস্থায় মিসরীয় অঞ্চল থেকে আগমন করেন। জনগণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং নিরাপদে ফিরে আসায় তাঁকে স্বাগত জানায়। এ মাসের সাত তারিখ বৃহস্পতিবার কাজী আস্-সাহিব আল্-বাহনাসী দামিশকের নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্বশীল পদের পোশাক পরিধান করেন। জনতা তাঁকে স্বাগত জানায়। তিনি দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন শুরু করেন।

এ মাসের এগার তারিখ সোমবার কাযিউল কুযাত বদরুদ্দীন ইবন আবুল ফাত্হ স্বীয় মামা কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন-এর পরিবর্তে দামিশকের শাফেয়ী প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করে মিসরীয় অঞ্চল থেকে আগমন করেন।

রবিউল আউয়ালের পাঁচ তারিখ বৃহস্পতিবার বাবুল ফারজের বাইরে অবস্থিত পুলটি পুড়ে যায়। নায়িবুস সাল্তানাহ, রক্ষীপ্রধান, দুর্গপতি ও পদস্থ কর্মকর্তা প্রমুখ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এদিন সকালে অতিবৃষ্টির ফলে নদ-নদীর পানি বেড়ে যায়। এমনটি ঘটে ফেব্রুয়ারী মাসের শুরুর দিকে। আল্-খায়ল বাজার পানিতে প্লাবিত হয়ে যায়। এমনকি পানি আল্-কারাদীস ফটক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ইয়ালবাগা জামে' মসজিদের নিকট অবস্থিত কাঠের পুলটি ভেঙে যায়। আয-যালাবিয়া পুলটি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেটিও ভেঙে ফেলা হয়।

এ মাসের বারো তারিখ বৃহস্পতিবার রক্ষীপ্রধান কামারীকে দারুস সা'আদার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিচারপতিদেরকে তার হাত থেকে রক্ষা করা হয়। তাতে বহু মানুষ আনন্দিত হয়। তিনি অল্প ক'জন লোক নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে যান। তার অপরাধ ছিল, তিনি শরীয়তের বিধান অমান্য করে চলতেন।

এ মাসের শেষ দিকে মিসরীয় অঞ্চলে কাজী তাজুদ্দীন আল-মানাবীর মৃত্যুবরণ এবং তাঁর স্থলে কাযিউল কুযাত বাহাউদ্দীন বিন আবুল বাকার মিসর সেনাবাহিনীর বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

এ দিনগুলোতে শায়খ সিরাজুদ্দীন আল্ বালকীনি সিরিয়ার শায়খ বাহাউদ্দীন আহমাদ ইবন কাযিউল কুযাত আস্-সুবুকীর সঙ্গে বিচার বিভাগের মুফ্তী পদে অধিষ্ঠিত হন। সেই সঙ্গে তিনি সিরিয়ার বিচারপতির পদেও অধিষ্ঠিত হন। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তারপর তিনি সসম্মানে মিসর ফিরে আসেন এবং তার ভাই তাজুদ্দীন চলে যান সিরিয়া। অনুরূপ হানাফী বিচার বিভাগের মুফ্তী পদে আল্-বালকীনির সঙ্গে শায়খ শামসুদ্দীন ইব্নুস সানায়ে-কেও নিযুক্তি প্রদান করা হয়। ইনিও হানাফী মায্হাবের মুফতী ছিলেন।

এ বছর রবিউল আউয়ালের সাত তারিখ সোমবার শায়খ নুরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্নু শায়খ আবু বকর কাওয়াম সাফ্হে জাবাল কাসিয়ূনে মৃত্যুবরণ করেন। মানুষ তাঁর জানাযায় ছুটে যায়। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের বিজ্ঞ আলিম ও ফকীহদের একজন ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি কয়েক বছর আন্-নাসিরিয়্যা আল-বারানিয়্যায় দারস প্রদান করেন। তা ছাড়া বাবুল ফারজের অভ্যন্তরে আর-রিবাতুদ দাবীতেও দারস প্রদান করেন। তিনি মাদ্রাসাগুলোতে উপস্থিত থাকতেন। আমার নিকট আল্ মাদ্রাসাতুল নাজীবিয়্যাতেও অবস্থান করেছিলেন। তিনি সুন্নাহকে ভালবাসতেন এবং তাকে ভালভাবে বুঝতেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

জুমাদাল উলার এক তারিখে কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আশ্-শাফেয়ী দারবুল কালবীতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় দারুল হাদীসের শায়খ পদে অধিষ্ঠিত হন। এই মাদ্রাসাটি ওয়াক্ফকারী জামালুদ্দীন 'আবদুল্লাহ ইবন মাহাম্মদ ইবন ঈসা আন্-নাবীদের বাসভবন ছিল। ইনি আমীর তায-এর ওস্তাদ ছিলেন। উক্ত মাদ্রাসায় তিনি হাম্বলীদের জন্য পাঠের ব্যবস্থা করেন। শায়খ

বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্ন কায়্যিম আল্-জাওযিয়্যাকে তাদের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি দারস প্রদান করতেন। অনেক হাম্বলী তাঁর দারসে উপস্থিত হতো। তারপর বহু ঘটনা ঘটে যা বিস্তারিত লিখতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। নায়িবুস সালতানাহ দারসে হাম্বলীদের উপস্থিতি কামনা করেন এবং আদেশ প্রদান করেন যেন হাম্বলীদের স্বতন্ত্রভাবে পাঠদান করা হয়।

এ মাসের একুশ তারিখ সোমবার চারজন বিচারকের আদালত থেকে উকিলদের প্রত্যাহার করা সংক্রান্ত সুলতানের একটি পত্র পাঠ করা হয়। ফলে তারা ফিরে যায়।

জুমাদাল আখিরার আট তারিখ বৃহস্পতিবার আস্-সালিহিয়্যায় হাম্বলীদের শায়খ শামসুদ্দীন ওরফে আল্-বীরি মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনই আসরের সালাতের পর আল্-মুযাফ্ফরী জামে' মসজিদে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁকে আস্ সাফহে কাসিয়ূনে তাকে দাফন করা হয়। তিনি প্রায় আশি বছর বয়স পেয়েছিলেন।

এ মাসের চৌদ্দ তারিখে দারুস সা'আদায় এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে চারজন বিচারপতি এবং মুফতীদের একটি দল অংশগ্রহণ করেন। আমাকেও উক্ত বৈঠকে আহ্বান জানানো হলে আমিও তাদের সঙ্গে উপস্থিত হই। উক্ত বৈঠকে আল্-মাদরাসাতুদ্ তাদ্মারিয়্যার ওয়াকফকারীর আত্মীয় ও তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা কঠোরভাবে তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।

রজবের প্রথম দশকে এদিক সেদিক বহু পঙ্গপালের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে। ফলে জনজীবনে সমস্যা দেখা দেয়। তারা ফল-ফলাদি ও ফসলাদির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

শাবানের তিন তারিখ সোমবার বিচারপতিগণ ও রাজকোষের জিম্মাদার বাবে কীসানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। জনগণের স্বার্থে সুলতান কীসান ফটক খুলে দিতে চেয়েছিলেন। কেননা, পঙ্গপালের আক্রমণে নানা ধরনের শস্য বিনষ্ট হয়েছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

প্রায় দুইশত বছর বন্ধ থাকার পর কীসান ফটক খুলে দেওয়া

শাবানের ছাব্বিশ তারিখ বুধবার নায়িবুস সালতানাহ ও বিচারপতিগণ কীসান ফটকের নিকট সমবেত হন। কারিগররা মিসরীয় অঞ্চল থেকে আসা সুলতানের নির্দেশ, নায়েবুস সালতানার আদেশ ও বিচারপতিদের অনুমোদনক্রমে ফটক খোলার কাজ শুরু করে। তারা এ কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায়-ই রমযানের চাঁদ উদিত হয়।

শা'বানের শেষ দশকে শরীফ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবৃন আলী ইবনু হাসান ইব্ন হামযা আল্-হুসায়নী আল-মুহাদ্দিস আল-মুহাসসিল আগমন করেন। ইনি বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি হাদীস পাঠ করেন, শ্রবণ করেন, সংকলন করেন এবং মুসনাদে ইমাম আহমাদের রাবীদের নাম সংকলন করেন। রাবীদের নাম বিষয়ে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত অথচ উপকারী গ্রন্থ রচনা করেন। তাওমা ফটকের অভ্যন্তরে বাহাউদ্দীন আল্-কাসিম ইব্ন আসাকির হাদীস শিক্ষার জন্য যে মাদ্রাসাটি ওয়াকফ করেছিলেন, তিনি তার শায়খের দায়িত্ব পালন করেন। রামাদানের শেষের দিকে বুখারী খতম সম্পন্ন করা হয়।

মিহবাবুস সাহাবার নিকটে বুখারীর পাঠক শায়খ ইমাদুদ্দীন ইব্‌নুস সিরাজ ও শায়খ বদরুদ্দনি ইব্‌নুশ শায়খ জামালুদ্দীন আশ্‌-শুরায়শীর মাঝে বিতণ্ডা সংঘটিত হয়। তাঁরা সাক্ষীদের উপস্থিতিতে يبشر শব্দটিকে কেন্দ্র করে পরস্পর পরস্পরকে মন্দ বলেন। কোনো কপিতে শব্দটি يشير। ইবনুস সিরাজ হাকিম আল্‌-মুযী থেকে বর্ণনা করেছেন, সঠিক হলো শব্দটি يبتر। এ ক্ষেত্রে তিনি সত্যই বলেছেন এবং তার প্রতিপক্ষ ইব্‌নু মুযীর অভিমতকে ভুল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেন। ফলে অপর পক্ষ হাফিয মুযীর পক্ষ অবলম্বন করেন। তারপর প্রথমে ইবনুল মুযী বক্তব্য প্রদান করেন। তারপর তাঁর পিতা শায়খ জামালুদ্দীন দাঁড়িয়ে সূফীদের মতো করে নিজের মাথাটা উন্মুক্ত করে ফেলেন। কিন্তু ইব্‌নু সিরাজ তাঁর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করেননি। একপর্যায়ে বিষয়টির মীমাংসার জন্য তারা শাফেয়ী মাযহাবের বিচারপতির শরণাপন্ন হন। বিচারপতি হাফিয আল্‌-মুযীর পক্ষ অবলম্বন করে। এভাবে ঘটনা চলতে থাকে। তারপর তারা একাধিকবার সমঝোতায় উপণীত হন। অবশেষে সকলে ইবনুস সিরাজের অভিমত মেনে নিতে সম্মত হন। এরপর সংঘাত বন্ধ হয়।

রামাদানে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। প্রায় এক শত লোক মারা যায়। কারো কারো মতে, মৃতের সংখ্যা একশত ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কারো কারো মতে, একবার ও কথা দ্বিতীয় অভিমতটিই সঠিক বলে ধারণা করা হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও একটি দল মারা যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাগানগুলোতে পঙ্গপাল বেড়ে যায়। তারা বিপুল পরিমাণ শস্য ও ফলফলাদি ধ্বংস করে ফেলে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় এবং উৎপাদন কমে যায়। খেজুর বিক্রি হয় দুইশত কিন্‌তারেরও অধিক মূল্যে। চাল বিক্রি হয় আরও বেশি দামে। ইতিমধ্যে কীফান ফটক খোলার কাজ শেষ হয়ে যায়। তারা তার নাম রাখে আল্‌ বাবুল কিবালী। সেখান থেকে রাস্তা পর্যন্ত পুল স্থাপন করা হয় যা ছিল দশ হাত চওড়া। মানুষ পায়ে হেঁটে ও ঘোড়ায় চড়ে উক্ত পুল দ্বারা চলাচল শুরু করে। সুন্দর একটি পুল তৈরি হয়ে যায়। মানুষ ইয়াহূদী বসতির উপর দিয়েও চলাচল শুরু করে। তাদের দখলদারিত্ব খর্ব হয়ে যায়। জনতা তাদের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। মানুষ এই বরকতময় ফটক দ্বারা চলাচল শুরু করে।

শাওয়াল মাস যখন শুরু হয়, ততক্ষণে পঙ্গপাল দেশের বিপুল পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস করে ফেলে। ফসলাদি ও গাছপালা বিনষ্ট করে ফেলে। সিরিয়াবাসী চরম বিপর্যয়ে নিপতিত হয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে যায় এবং মানুষের কান্নাকাটি বেড়ে যায়। এই ধ্বংস অব্যাহত থাকে। আমরা আমাদের বহু সঙ্গী ও বন্ধুকে হারিয়ে ফেলি। প্রতিনিয়তই সংবাদ শুনতে হচ্ছিল যে, অমুক মারা গেছে। কিন্তু এ সময়ে ধ্বংসশীলতা কমে আসে। মৃত্যুর হার কমে পঞ্চাশে নেমে আসে। যিল্‌কদ মাসে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আরও কমে যায়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। মৃত্যুর সংখ্যা বিশে নেমে আসে। মাসের চার তারিখে একটি হাতি ও একটি জিরাফ কায়রো থেকে দামিশকে নিয়ে আসা হয়। তাদেরকে আল্‌-আবলাক প্রাসাদের সন্নিকটস্থ সবুজ মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়। জনতা তাদের দেখতে বেরিয়ে আসে।

এ মাসের নয় তারিখ শুক্রবার শায়খ জামালুদ্দীন আব্দুস সামাদ ইব্‌ন খলীল আল্‌-বাগদাদী ওরফে ইব্‌নু খাযরীর জানাযা আদায় করা হয়। তিনি বাগদাদের মুহাদ্দিস ও বক্তা ছিলেন। আহ্‌লুস্‌ সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী ছিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁর উপরে রহমত নাযিল করুন।

সিরিয়া জয়ের দিন থেকে দামিশক প্রাচীরের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় খুত্বা পুনঃচালু করা প্রসংগে

এ ঘটনাটি ঘটে তৃতীয় জুমায়। সেই জামে' মসজিদে, যেটি সিরিয়ার নায়েব সাইফুদ্দীন মানকালী বাগা পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। পরে জানা যায় যে, দিনটি ছিল এ বছরের যিল্‌কদ মাসের চব্বিশ তারিখ। সাধারণ লোকের নিকট এ মসজিদটি 'মসজিদুল শাযিরী' বলে পরিচিত। তারীখে ইব্‌ন আসাকিরে মসজিদটির নাম 'মসজিদুশ্ শাহীযুরী' নামে উল্লেখিত হয়েছে। দীর্ঘ বয়স ও পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে মসজিদটি বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, গুটিকতক লোক ব্যতীত কেউ তাতে প্রবেশ করতো না। সাইফুদ্দীন মানকালী বাপা এটির পূর্ব-পশ্চিম দিক এবং ছাদ নতুনভাবে সম্প্রসারণ করেন আর উত্তর দিকে বিশেষভাবে একটি চত্বর বিভিন্ন জামে' মসজিদের মত একাধিক বারান্দাসহ তৈরি করেন। পুরাকালে এটি খ্রিস্টানদের গির্জা ছিল। পরে এটি তাদের থেকে নিয়ে মসজিদ বানানো হয়। তারপর এই মুহূর্ত পর্যন্ত সেটি মসজিদরূপেই বহাল আছে। পরে যখন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলো, তখন একাধিক নালা কেটে তাতে পানির ব্যবস্থা করা হয় এবং তাতে মিম্বর স্থাপন করা হয়, তখন নায়েবুস সালতানাহ বাহনে চড়ে এসে কীসান ফটক দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করেন। তারপর তিনি ইয়াহুদী বসতির উপর দিয়ে মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হন। বিচারক বিশিষ্ট ও সাধারণ নির্বিশেষে জনগণ এসে তাঁর নিকট ভিড় জমায়। আন্-নাজিয়ার শিক্ষক এবং উপাধি জামে' মসজিদের হানাফী ইমাম শায়খ সদরুদ্দীন ইব্‌ন মানসূর আল্ হানাফীকে উক্ত মসজিদের খতীব নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু প্রথম আযানের পর তিনি খতীবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে অক্ষম হয়ে পড়েন। কেউ বলেন, হঠাৎ এক রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে, আবার কেউ অন্য সমস্যার কথা বলেন। ফলে সেদিন কাযিউল কুযাত জামালুদ্দীন আল-হানাফী আল-কুদরী খুতবা দান করেন।

যখন যিল্‌হজ মাস শুরু হয়, তখন আল্লাহ্ দামিশক থেকে প্লেগ দূর করে দেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। নগরবাসীর জীবনে স্বাভাবিক মৃত্যুর ধারা ফিরে আসে। এরপর আর কেউ উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়নি। যা হয়, তা সাধারণ ব্যাধি।

৭৬৬ হিজরী সাল

এ বছরটি যখন শুরু হয়, তখন সুলতান ছিলেন আল-মালিকুল আশরাফ নাসিরুদ্দীন শাবান। মিসর ও সিরিয়ার গভর্নর পূর্বে যাঁরা ছিলেন, তারাই বহাল থাকেন। মাসের চব্বিশ তারিখ সোমবার সকালে রাজবাহন প্রবেশ করে। তারা জানায়, খাদ্যঘাটতি একটি উটের মৃত্যু এবং দুটির পলায়নের ফলে এই প্রত্যাবর্তনে তাদের অনেক কষ্ট স্বীকার কতে হয়েছে। মিসরীয় অঞ্চল থেকে কাযিউল কুযাত বদরুদ্দীন ইব্‌ন আবুল ফাত্‌হও বহরের সঙ্গে আগমন করেন। তাঁর এসে পৌছানোর আগেই তাঁর মামা তাজুদ্দীন এর সঙ্গে তার নিয়োগপত্র এসে পৌছায়।

মুহাররম মাসে নায়েবুস সালতানাহ আত্তায়ম উপত্যকার দুটি গ্রাম ধ্বংস করে দেয়ার আদেশ জারি করেন। প্রথম দুটি হচ্ছে মাশআরা ও তালবাছা। এর কারণ হলো, গ্রাম দুটির অধিবাসীরা সরকারের অবাধ্য এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ছিল। গাম দুটি ছিল সুরক্ষিত।

সেখানে পৌঁছতে হলে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হতো। ঘোড়া ছাড়া সেখানে যাওয়া যেত না। নায়েবুস সালতানার আদেশে গ্রাম দুটি ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে উপত্যকার নিম্নাঞ্চলে নতুন বসতি আবাদ করা হয়, যেখানে শাসকের আদেশ পৌঁছানো সহজ ছিল। আর্-মালিক সালাহুদ্দীন ইবনুল কামিল আমাকে জানান যে, তালবাসা গ্রামে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য চড়াও হয়েছিল। তারা সেখানকার ধন-সম্পদ কয়েক দিন সময় ব্যয় করে পাঁচশত গাধায় বহন করে নতুন বসতিতে নিয়ে আসে।

সফরের ছয় তারিখ জুমার দিন নামাযের পর কাযিউল কুযাত জামালুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন কাযিউল কুযাত শরফুদ্দীন আহমাদ ইব্ন কাযিউল কুযাত ইবনুল হুসায়ন আল্-মুযী আল্ হানাফীর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় এক মাস রোগে ভোগার পর উল্লিখিত জুমার রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তেতাল্লিশ বছর বয়স পেয়েছিলেন। তিনি হানাফীদের কাযিউল কুযাত পদে দায়িত্ব পালন করেন, তিনি ইয়ালবাগা জামে' মসজিদে খতীবের দায়িত্ব পালন করেন, আন-নাফীসিয়্যার শায়খের দায়িত্ব পালন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে হানাফী মাদ্রাসায় দারস প্রদান করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাবে কীসান এর অভ্যন্তরে আল্-মুস্তাজাদ্দ জামে' মসজিদে নায়েবুস সালতানার উপস্থিতিতে খুতবা প্রদান করেন।

সফর মাসে বাগদাদের হিসাব নিয়ন্ত্রক ও তথাকার হাম্বলীদের কাজী শায়খ জামালুদ্দীন উমর ইবনুল কাজী আব্দুল হাই ইব্ন ইদরীস আল্-হাম্বলী মৃত্যুবরণ করেন। রাফেজীরা তাঁর উপর চড়াও হয়ে উজিরের সামনে তাকে বেদম প্রহার করে। আর তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। তিনি সত্যের অনুসারী, সৎ কাজের আদেশ দানকারী এবং অন্যায়ে বাধা দানকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাফেজীসহ বিভিন্ন বিদআতী গোষ্ঠীর ঘোর বিরোধী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁর কবরকে রহমত দ্বারা সিক্ত করুন।

সফরের নয় তারিখ মঙ্গলবার শায়খ শামসুদ্দীন ইব্ন সানাদ আন-নাফীসিয়্যার শায়খ পদে অধিষ্ঠিত হন। কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন এবং একদল বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তিনি উবাদা ইব্ন সামিত (রা) এর হাদীস لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীনকে নিতে মিসরীয় অঞ্চল থেকে দূত আসে। ফলে তিনি তাঁর পরিজনকে উটের পিঠে চড়িয়ে আগেই রওনা করিয়ে দেন। রবিউল আউয়ালের এগারো তারিখ শুক্রবার তাঁর বংশের একদল লোক তাদের দেখতে সেখানে গমন করে। নায়িবুস সাল্তানার রাহবা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। তারপর তিনি ফিরে আসেন। জুমাদাস সানিয়ার পনেরো তারিখ সোমবার কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আস-সুবুকী মিসরীয় অঞ্চল থেকে ফিরে আসেন। জনগণ রাস্তায় নেমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তাঁকে সালাম ও মোবারকবাদ জানাতে জনতার ভিড় লেগে যায়।

নরাধম রাফেজীর হত্যাকাণ্ড

রবিউল আউয়ালের সতেরো তারিখ বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে আল্-উমাবী জামে' মসজিদে এক ব্যক্তিকে পাওয়া যায় যার নাম ছিল মাহমুদ ইব্ন ইবরাহীম আশ শীরাযী। লোকটি

হযরত আবুবকর ও উমরকে গালি দিচ্ছিল এবং প্রকাশ্যে তাঁদের অভিসম্পাত করছিল। ফলে তাকে ধরে মালিকী কাজী কাযিউল কুযাত জামালুদ্দীন আল্-মিসলাতীর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। কাজী তাকে প্রথমে তাওবার আহ্বান জানান। কিন্তু সে তাতে অস্বীকৃতি জানালে বেত্রাঘাত করা হয়। প্রথম আঘাতের পর সে বলে,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللّٰهِ.

যখন দ্বিতীয় আঘাতকরা হয়, তখন সে আবুবকর ও উমর (রা) কে অভিসম্পাত করে। ফলে জনগণ তার উপর চড়াও হয়ে তাকে এমন বেদম প্রহার করে যে, লোকটি মরে যাওয়ার উপক্রম হয়। কাজী সাহেব জনতাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এই অবস্থায়ও সে রাফেজী সাহাবাদের গালাগালি ও অভিসম্পাত দিতে থাকে। সে বলে, তারা ভ্রান্তির উপর ছিল। সেই অবস্থায় তাকে নায়েবুস সালতানার নিকট নিয়ে যাওয়া হয় এবং সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয় যে, সে বলছে, সাহাবীরা ভ্রান্তির উপর ছিলেন। তখনই কাজী তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। ফলে নগরীর প্রকাশ্য জনপদে নিয়ে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন। এই লোকটি একসময় মাদ্রাসা আবূ উমরের ছাত্র ছিল। কিন্তু পরে জানা যায় যে, সে রাফেজী। ফলে হাম্বলী কাজী তাকে চল্লিশ দিন কারারুদ্ধ করে রাখেন। কিন্তু সেই শাস্তি তার কোনো উপকারে আসেনি। মুক্তি পাওয়ার পর সে যেখানে-সেখানে সাহাবাদের গালাগালি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সে সময়ে তার বয়স হয়েছিল পঞ্চান্ন বছর।

আলাউদ্দীন ইব্ন আবুল বাকা আস্ সুবুকীর নায়েব পদে অধিষ্ঠিত হওয়া

এদিনের শেষ ভাগে অর্থাৎ মাসের আট তারিখ বৃহস্পতিবার কাযিউল কুযাত আলাউদ্দীন ইব্ন কাযিউল কুযাত বাহাউদ্দীন ইব্ন আবুল বাকা আল-আদিলিয়্যাতুল্ কাবীরা মাদ্রাসায় কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন-এর নায়েব হিসেবে এজলাস করেন। সেই সঙ্গে তিনি কাযিউল কুযাত শামসুদ্দীন আল্-আযা ও কাযিউল কুযাত বদরুদ্দীন ইব্ন ওয়াহীবার নায়িব পদে অধিষ্ঠিত হন। অবশ্য কাযিউল কুযাত বদরুদ্দীন ইব্ন আবুর ফাত্হ ও নায়িব পদে বহাল রাখেন। তবে তা ঘটে বিশেষ এক প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে যে তিনি কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন এর সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে বিচার-ফয়সালা করবেন।

এ মাসের বাইশ তারিখ সোমবার নায়িবুস সালতানাহ আমীর নাসিরুদ্দীন ইবনুল আওয়া নগরপতিকে হাজির করে তাঁর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং তাকে প্রহার করার আদেশ প্রদান করেন। ফলে তাঁরই সামনে তার কাঁধের উপর লঘু আঘাত করা হয়। তারপর তাকে বরখাস্ত করা হয় এবং আমীর ইলমুদ্দীন ইবনুল আমীর সফিউদ্দীন্ বিন আবুল কাসিম আল্-বসরাবীকে তদস্থলে নিয়োগ দান করেন। ইতিপূর্বে ইনি নথিপত্র সংরক্ষণ, বায়তুল মুকাদ্দাস ও আল্খালীল প্রভৃতি বড়-বড় রাজ্যের অধিপতির দায়িত্ব পালন করেন। ইনি হলেন শায়খ ফখরুদ্দীন উছমান ইবনু শায়খ ছাফিউদ্দীন ইব্ন আবুল বাকা আত্-তামীমী আল্-হানাফীর পুত্র। দীর্ঘ একশত বছরেরও বেশি সময় বসরার আল্-আমানিয়্যাহ ও আল-হাকীমিয়্যার অধ্যাপনার দায়িত্ব তাদের হাতে ছিল। এবার নায়েবুস সাল্তানাহ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে

নগর প্রশাসক নিযুক্ত করেন। অগত্যা তিনি উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মর্যাদার পোশাক পরিধান করেন। ইতিপূর্বে একবার তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সে সময় তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও নৈতিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর শাসনে জনগণ সন্তুষ্ট ও আনন্দিত ছিল। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

ইয্‌যুদ্দীন ইব্‌ন জামা'আর পদত্যাগের পর কাযিউল কুযাত বাহাউদ্দীন আস্‌-সুবুকীর মিসরের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হওয়া

মিসরীয় অঞ্চল থেকে দূত মারফত সংবাদ আসে যে, কাযিউল কুযাত ইয্‌যুদ্দীন আব্দুল আযীয ইব্‌ন কাযিউল কুযাত বদরুদ্দীন ইব্‌ন জামাআ এ মাসের যে কোনো তারিখ সোমবার বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে তিনি অটল রয়েছেন। ফলে আল-আমীরুল কবীর ইয়ালবাগা তাঁকে রাজি করানোর জন্য তাঁর নিকট কয়েকজন আমীরকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি সম্মত হননি। অগত্যা আল-আমীরুল কবীর কয়েকজন বিচারপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং তাঁর নিকট যান। তাঁরা তাঁকে অনুনয়-বিনয় করলেও তিনি সম্মতি প্রদান করেননি, বরং ইস্তফার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। ফলে আল্‌-আমীরুল কবীর তাঁকে বলেন, তাহলে আপনার পরে কাকে নিয়োগ দান করব আপনি সঠিক করে দিন'। তিনি বলেন, আমি শুধু এটুকু বলব যে, একজন লোক এ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না। তাকে ছাড়া যাকে খুশি নিয়োগ দিন।

কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আস্‌-সুবুকী আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন, আপনারা ইবনে আকীলকে নিয়োগ দেবেন না। ফলে আল্‌-আমীরুল কবীর কাযিউল কুযাত বাহাউদ্দীন আবুল বাকাকে নিয়োগ দান করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি প্রথমে দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তবে পরে তা গ্রহণ করেন এবং মর্যাদার পোশাক পরিধান করেন। কাযিউল কুযাত শায়খ বাহাউদ্দীন্ বিন কাযিউল কুযাত তকিউদ্দীন আস্‌-সুবুকী জুমাদাস সানিয়ার তেইশ তারিখ সোমবার সেনাবাহিনীর বিচারকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। ইতিপূর্বে এ পদটি আবুল বাকার ছিল।

রজবের সাত তারিখ সোমবার শায়খ আসাদ আল-মুরাবিহীর খাদিম শায়খ আলী আল্‌-মুরাবিহী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মাঝে অনেক মানবতা ছিল এবং তিনি সৎ কাজের আদেশ দিতেন এবং অন্যায়ে বাধা দান করতেন। তিনি নায়িবদের নিকট যাতায়াত করতেন এবং গভর্নরদের নিকট চিঠি পাঠাতেন। তাঁর পত্র গ্রহণ করা হতো। সাধারণ মানুষের মাঝে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তিনি সৎকর্মশীল ও গরীব বৎসল ছিলেন। তাঁর হাতে বিপুল অর্থ ছিল যদ্দারা তিনি দীর্ঘদিন যাবত ব্যবসা করেন। অবশেষে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যোহরের সালাতের পর জামে' মসজিদে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁকে সাফহে কাসিয়ূনে নিয়ে যাওয়া হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন।

শা'বানের সাতাশ তারিখ মঙ্গলবার আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির, যিনি সিরিয়ার নায়েব ছিলেন, আগমন করেন। এসে তিনি মাযানাতে ফীরোয-এর সন্নিকটে অবস্থিত নিজ বাড়িতে অবতরণ করেন। তিনি দারুস সা'আদায় নায়িবুস সাল্‌তানাকে সালাম করার পর জনতা এসে

তাঁকে সালাম জানাতে শুরু করে। তাঁর নামে দুটি তবলখানা, এক হাজার মুদ্রা এবং গাজা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত অঞ্চলের শাসনক্ষমতা লিখে দেওয়া হয়। মালিকুল উমারা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। তাঁর এই ক্ষমতায় ফিরে আসায় জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। উমাবী জামে' মসজিদসহ বিভিন্ন স্থানে কয়েক খতম বুখারী পাঠ করা হয়। একদিনে ছয় যায়গায় শায়খ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাছীর এর উপস্থিতিতে বুখারী পাঠ করা হয়। তার প্রথমটি হলো মসজিদে ইব্‌ন হিশাম, ভোরবেলা সূর্যোদয়ের আগে। তারপর আন্-নাস্‌র এর নিচে। তারপর আল্-মাদরাসাতুল নূরিয়ায়। যোহরের পর তানকূয জামে' মসজিদে তারপর আল্-মাদরাসাতুল আযিয়্যায়। তারপর উজির ইবনুল মালউস-এর কন্যা আসমার আঙিনায় আসরের আযান পর্যন্ত। তারপর আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্-কুসাঈন অঞ্চলে ও মালিকুল উমারা আমীর আলীর বাড়িতে। কুব্বাতুন নাস্‌র এর পরে এবং আন্-নূরিয়ার আগে বাবুয যিয়ারার অভ্যন্তরে হাম্বলী মিহরাবে সহীহ মুসলিম পাঠ করা হয়। সকল প্রার্থনা আল্লাহ্‌রই নিকট, তিনিই সাহায্যকারী ও সহজকারী। এ ধারায় বিভিন্ন আমীর প্রমুখের বাড়িতে-বাড়িতেও বুখারী পাঠ করা হয়। বিগত বছরগুলোতে কখনো এমনটি করা হয়নি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য।

শাওয়ালের দশ তারিখ মঙ্গলবার শায়খ নুরুদ্দীন আলী ইব্‌ন আবুল হায়জা আল্-কারকী আশ্‌শাওবাকী এর পর দামিশকী আশ্-শাফেয়ী মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আমার বাল্যশিক্ষার সাথী ছিলেন। আমি যখন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করি, তখন তাঁর বয়স ছিল এগারো বছর। তিনি চারিত্রিক পবিত্রতা নিয়ে বেড়ে ওঠেন। শায়খ বদরুদ্দীন ইব্‌ন সায়হাম-এর নিকট সাত কিরাত শিক্ষা করেন। তবে তিনি তাঁর নিকট শিক্ষা সমাপন করতে পারেননি। তিনি ইমাম নবুবীর আল্-মিন্‌হাজের অনেকখানি অধ্যয়ন করেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী লোক ছিলেন। এর জন্য মানুষ তাকে ভালোবাসতো এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভে আগ্রহী ছিল। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। পবিত্র কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতগুলো তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং সুন্দরভাবে নামায আদায় করতেন। তিনি রাত জেগে নামায পরতেন। তিনি মাশ্‌হাদে ইবনে হিশামে কয়েক বছর বুখারী শরীফ পাঠ করেন। তিনি উচ্চকণ্ঠের অধিকারী এবং স্পষ্টভাষী ছিলেন। পরে তিনি জামে' মসজিদের আল্-হালবিয়্যা মাদ্রাসার শায়খের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। তিনি আম্-খাস অর্থাৎ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রতি মাসের শেষ দশক বেশ ক'জন কারীর সঙ্গে মিহরাবুস সাহাবায় কাটাতেন। সেখানে তারা সারা রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন। এ বছর ঈদের রাতে একাকী উক্ত মিহরাবে জাগ্রত রাত কাটান। তারপর অসুস্থ হয়ে পাঁচ দিন পড়ে থাকেন। পরে শাওয়ালের দশ তারিখ মঙ্গলবার যোহরের সালাতের পর দারবুল আমীদে মৃত্যুবরণ করেন। আসরের সালাতের সময় উমাবী জামে' মসজিদে তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং পারিবারিক কবরস্থান আল্-বাবুস সগীরে পিতার নিকট সমাধিস্থ হন। তাঁর জানাযায় বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগত হয়েছিল। তিনি সাত বছর বয়সের একটি কন্যাসন্তান রেখে যান। মানুষ তার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁর কবরকে রহমত দ্বারা সিক্ত করুন। তিনি প্রায় পঁয়ষট্টি বছর হায়াত পেয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি সাত বছর বয়সী যে কন্যাসন্তান রেখে যান, তার নাম ছিল আয়িশা। তাকে তিনি কুরআনের "সূরা

মুলক" পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন এবং আল্-আরবাঈনুন নাওয়াবিয়্যা মুখস্ত করিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর ও তার পিতার উপর রহমত নাযিল করুন। আমীন।

এ মাসের বারো তারিখ বৃহস্পতিবার সিরীয় বাহন ও হজ্জ কাফেলা রওনা হয়। এই কাফেলার আমীর ছিলেন তবলখানার এক আমীর আলাউদ্দীন আলী ইব্ন ইল্মুদ্দীন আল্-হিলালী।

শায়খ আবদুল্লাহ আল্-মূলতী মারা যান এ মাসের চৌদ্দ তারিখ রবিবার। ইনি উমাবী জামে' মসজিদের এক পরিচিত প্রতিবেশী ছিলেন। তার জীবনের বৈচিত্র্যময় অনেক কাহিনী রয়েছে। তিনি হারীরিয়্যার অনুরূপ পোশাক পরিধান করতেন। তার আকৃতি ছিল কুৎসিত। অনেক মানুষ তাকে ভালো মানুষ হিসেবে ভক্তি করতো। স্বভাব ও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যারা তাকে অপছন্দ করতো, আমি তাদের একজন ছিলাম।

যিলকদ মাসের পঁচিশ তারিখ বৃহস্পতিবার পূর্বদিক থেকে একটি কাফেলা আগমন করে। তাদের সঙ্গে তথাকার কূপের পানিভর্তি কতগুলো পাত্র ছিল। সেই পানির বৈশিষ্ট্য ছিল, সামারমার নামক একটি পাখি তার অনুসরণ করতো। পাখিটির পালক ছিল হলুদ বর্ণের, দেখতে ঠিক খুত্তাফ পাখির মত। এই পাখিটি যে নগরীতে থাকতো, সেখানে কোন পঙ্গপাল এলে সঙ্গেসঙ্গে তাকে নিঃশেষ করে ফেলতো কিংবা খেয়ে ফেলতো। ফলে পঙ্গপাল হয়তো দ্রুত সরে পড়ত, নয়তো ভক্ষিত হয়ে যেত। তবে আমি এমন ঘটনা কখনো প্রত্যক্ষ করিনি।

যিল্হজের পনের তারিখে দারুল হিজারায় নির্মীয়মান আল্-কায়সারি প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। এটির অবস্থান ছিল আদ্-দাহ্শাহ বাজারের সামনে। এসব ঘটনা ঘটে আল্-মামূর জামে' মসজিদের পরিচালক মালিকুল উমারার নির্দেশে। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। জামে' মসজিদের যিম্মাদার সদর ইয্যুদ্দীন আস্-সাররাদী আমাকে জানিয়েছেন যে, উক্ত নির্মাণকাজে জামে' মসজিদের প্রায় ত্রিশ হাজার দিরহাম ব্যয় হয়েছিল।

এ মাসের শেষের দিকে তুলার ট্যাক্স বা কর মওকুফ করে দেওয়া হয়। ফলে জনগণ এ বিষয়ে আদেশ দানকারীর জন্য অনেক দু'আ করে। আর এ জন্য মুসলমানরা পরম আনন্দ প্রকাশকরে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য।

৭৬৭ হিজরী সাল

এ বছরটি যখন শুরু হয় তখন মিসর, সিরিয়া, হারামাইন ও এসবের অনুগত রাষ্ট্রসমূহে সুলতান ছিলেন আল্-মালিকুল আশরাফ ইবনু হুসায়ন ইব্নু মালিকুন নাসির মুহাম্মদ ইব্ন কালাউন। তখন তাঁর বয়স ছিল দশ কি তার চেয়ে কিছু বেশী। সে সময় সেনাবাহিনী প্রধান ও রাষ্ট্রের পরিচালক ছিলেন আমীর সাইফুদ্দীন ইয়ালবাগা আল-খাসিকী। মিসরে শাফেয়ী বিচারক ছিলেন বাহাউদ্দীন আবুল বাকা আস্-সুবুকী। অন্যান্য বিচারপতিগণ বিগত বছর যাঁরা ছিলেন, তারাই বহাল থাকেন। দামিশকের নায়েব ছিলেন আমীর সাইফুদ্দীন মানকালী বাগা। দামিশকের বিচারপতিগণ বিগত বছর যাঁরা ছিলেন, তাঁরাই বহাল থাকেন। শুধু হানাফী বিচারক পরিবর্তিত

হয়। তখন ছিলেন শায়খ জামালুদ্দীন ইবনু সিরাজ শায়খুল হানাফিয়্যাহ। খতীব ছিলেন কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আশ্-শাফেয়ী। গোপন তথ্যাদির লিপিকার ও প্রধান শায়খ ছিলেন কাজী ফাত্‌হুদ্দীন ইব্‌নু শহীদ। আর রাজকোষের পরিচালক ছিলেন শায়খ জামালুদ্দীন ইব্‌নুর রাহাবী।

জুমা'র দিন আসরের পর মাগরিবের সালাতের প্রাক্কালে রাজবাহন প্রবেশ করে। কিন্তু অধিকাংশ নাগরিকই বিষয়টি টের পায়নি।

আলেকজান্দ্রিয়ার উপর ফিরিঙ্গীদের আক্রমণ

মুহাররমের শেষ দশকে দামিশক নগরীতে ফিরিঙ্গীদের উপর নজরদারি শুরু করা হয় এবং তাদেরকে আল্-মানসূরা দূর্গে আটকে রাখা হয়।

বর্ণিত আছে যে, সে সময়ে কারবাসের শাসনকর্তা তাদের সঙ্গে ছিল এবং মিসরীয় বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া নগরী সুরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। মহান আল্লাহ্ তাকে সুরক্ষিত রাখুন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী মাসের আলোচনায় আসবে। আমরা যতটুকু সংবাদ পেয়েছি তাহলো, জনগণ কয়েকদিন আলেকজন্দ্রিয়া থেকে দূরে একস্থানে অবস্থান করে। তারপর মামিয়া নামক এক তাতার নেতা উক্ত অঞ্চলটি অবরোধ করে। সে একদল ফিরিঙ্গীর সহায়তায় নগরীটি জোরপূর্বক দখল করে নেয় এবং অনেক লোককে হত্যা করে। তাদের বহু সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। মামিয়া তার রাজা হয়ে যায়।

এ মাসের শেষ দিন শুক্রবার শায়খ বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্‌ন শায়খ শামসুদ্দীন ইব্‌ন কায়্যিম আল্-জাওযিয়্যাহ মাযযায় অবস্থিত নিজ বাগিচায় মৃত্যুবরণ করেন এবং বাবুস সাগীর কবরস্থানে তার পিতার নিকট সমাধিস্থ হন। জাররাহ জামে' মসজিদে আসর নামাযের পর তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতিগণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, একদল ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ তাঁর জানাযায় উপস্থিত হন। তাঁর জানাযা বিশাল এক সমাবেশে রূপ ধারণ করে। তিনি আটচল্লিশ বছর বয়স পেয়েছিলেন। পিতার পথ ধরে তিনি ইল্‌মুন্‌নাহু ও ফিক্‌হ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি সাদ্‌রিয়া ও তাদমারিয়ার শিক্ষক ছিলেন। জামে' মসজিদের পরিচালনা এবং জামে' ইব্‌ন সালহানের খতীবের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। মৃত্যুর সময় তিনি এক লাখ দিরহাম মূল্যের সম্পদ রেখে যান।

তারপর আসে সফর মাস, যার প্রথম দিনটি ছিল শুক্রবার। কতিপয় গ্রহ বিশেষ আমাকে বলেন, এদিন, তথা এ মাসের এক তারিখ শুক্রবার মঙ্গলগ্রহ ব্যতীত অবশিষ্ট সবকটি গ্রহ বৃশ্চিকের ভিতরে একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। বিগত দিনের বহু বছরেও এমন ঘটনা ঘটেনি। অপরদিকে মঙ্গলগ্রহটি ধনুক কক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। এ ঘটনার পাশাপাশি আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে অভিশপ্ত ফিরিঙ্গীদের আক্রমণেরও ঘটনা ঘটে। তারা মুহাররমের বাইশ তারিখ বুধবার এই নগরীতে এসে পৌছায়। এসে তারা নগরীতে কোন নায়েব বাহিনী, সমুদ্রের হিফাযতকারী এবং কোন সাহায্যকারীকে পায়নি। তারা নগরীর বড় বড় ফটকগুলো পুড়িয়ে দিয়ে শুক্রবার সকালে নগরীতে প্রবেশ করে এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তারা নগরীর পুরুষদেরকে হত্যা করে, ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয় এবং নারী ও শিশুদের বন্দি করে। ক্ষমতা একমাত্র মহান

আল্লাহ্র। তারা শুক্র, শনি, রবি, সোম ও মঙ্গলবার সেখানে অবস্থান করে। বুধবার দিন মিসরীয় বাহিনী এসে পৌঁছায়। এসে তারা ফিরিঙ্গীদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারা প্রায় চল্লিশ হাজার লোককে বন্দি করেছিল এবং সোনা ও রেশম প্রভৃতি মহামূল্যবান বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুট করেছিল। এদিন দুপুরের সময় সুলতান ও আল্-আমীরুল কাবরি ইয়ারবাগা এসে পৌঁছান। ততক্ষণে পরিস্থিতি নাজুক হয়ে যায়। নগরীতে যত ছাগল ছিল, সবগুলোকে নদীর কূলে স্থানান্তরিত করা হয়। বন্দিদের আর্তচিৎকার, অভিযোগ এবং মুসলমানদের নিকট তাদের আর্জি-ফরিয়াদ শোনা যাচ্ছিল। তাদের আহাজারিতে কলিজা ফেটে যাচ্ছিল, চোখে অশ্রু প্রবাহিত করছিল এবং কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দামিশকবাসী এ সংবাদ শুনে খুবই ব্যথিত হয়। শুক্রবার মসজিদের মিম্বরে এই হৃদয়বিদারক কাহিনী শোনানো হয়। শুনে শ্রোতারা অনেক ক্রন্দন করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মিসরীয় অঞ্চল থেকে নায়িব সালতানার নিকট আদেশনামা আসে যে, খ্রিস্টানদেরকে সিরিয়া থেকে বের করে দাও, আলেকজান্দ্রিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর নির্মাণে এবং ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। বাহন তৈরি করতে তাদের সম্পদের এক চতুর্থাংশ নিয়ে নাও। ফলে তারা খ্রিস্টানদের অপদস্থ করে এবং তাদেরকে ঘর থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয়। খ্রিস্টানরা ভয় পেয়ে যায় যে, তাদের হত্যা করা হয় কিনা? কিন্তু তাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়, তারা তার উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয়। ফলে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। অথচ এই আচরণ শরীয়তসম্মত ছিল না।

সফর মাসের ষোল তারিখ শনিবার নায়েবুস সালতানার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে আল্-মায়দানুল আখবারে তলব করা হয়। সেদিন বাদ আসর বল খেলা শেষে আমাদের সাক্ষাত ঘটে। আমি তাঁকে অনেক মিশুক হিসেবে পাই। তাঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিপূর্ণ যোগ্য, বিচক্ষণ, সুভাষী এবং মহানুভব দেখেছি। আমি তাঁকে বলি, খ্রিস্টানদের ব্যাপারে যা কিছু করা হচ্ছে, তা বৈধ নয়। তিনি বলেন, মিসরের কতিপয় ফকীহ আল্-আমীরুল কবীরকে এর পক্ষে ফতওয়া দিয়েছেন। আমি বলি, না, শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা জায়েয নয় আর কারও পক্ষে এরূপ ফতওয়া দেওয়াও উচিত নয়। তারা যে যিম্মি হিসেবে জিযিয়া প্রদান করছে, এটাই তো তাদের লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এর অতিরিক্ত তাদের থেকে একটি দিরহাম নেওয়াও জায়িয হবে না। এ বিষয়টি আমীরের অজানা নয়।

তিনি বলেন, আমি কী করব, আদেশনামা তো এমনই এসেছে আমার পক্ষে তো এর বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব নয়। আমি তার সামনে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করি, যাতে সতর্কীকরণের জন্য ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে; কিন্তু যে ভয় দেখানো হয়েছিল, তা কার্যকর করা হয়নি। যেমন, হযরত সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ) বলেছিলেন, আমাকে একটি ছুরি এনে দাও। আমি তাকে দুই খণ্ড করে দেই। যেমনটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার এই দৃষ্টান্তে তিনি অত্যন্ত প্রীত হন এবং বলেন, আমার অন্তরেও এ ব্যাখ্যাই বিরাজ করছিল, আপনি খোলাসা করে দিলেন। তিনি এই মর্মে মিসরে পত্রও লিখেন, দশ দিন পর যার

উত্তর আসবে। তিনি আমাকে অনেক খাতির যত্ন করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

তারপর রবিউল আউয়ালের শুরুর দিকে আমি দারুস সা'আদায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হই। তখন তিনি আমাকে সুসংবাদ প্রদান করেন যে, তিনি ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য।

তারপর রবিবার সকালে তিনি গির্জায় সমবেত খ্রিস্টানদেরকে তাঁর সামনে তলব করেন। তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় চারশত। তাদেরকে তিনি সম্পদের এক চতুর্থাংশ দিয়ে দিতে বাধ্য করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তারপর গভর্নরগণ আলবার ও বায়তুল মুকাদ্দাস প্রভৃতি অঞ্চলে খ্রিস্টানদের থেকে এই অর্থ আদায়ে বেরিয়ে পড়েন।

রবিউল আউয়ালের শুরুতে কাযিউল কুযাত তকিউদ্দীন আস্-সুবুকী আশ্-শাফেয়ী কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা হন। রবিউল আউয়ালের পাঁচ তারিখ বুধবার দারুস সা'আদায় নায়েবুস সাল্তানার সঙ্গে মিলিত হয়ে পত্রের উত্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাকে জানান যে, কাবরাস ও ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি নিতে সরকারী নির্দেশ এসেছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য। নায়িবুস সালতানাহ একাই বাহিনীকে প্রস্তুত করে দামিশক থেকে বৈরুতের দিকে পাঠিয়ে দেওয়ার এবং মাসের শেষ দিন নৌযান নির্মাণের কাজ শুরু করার আদেশ দেন। সে দিনটি ছিল শুক্রবার। আল্-কাস হাম্মামের নিকটে আল্-মাদরাসাতুল বাদরাইয়ার উত্তর দিকে অবস্থিত শরীফ আত-তা'আগনীর ওয়াকফকৃত দারুল কুরআন চালু করা হয় এবং সেখানে হাদীস চর্চার কাজ আরম্ভ হয়। আর উক্ত প্রতিষ্ঠানের ওয়াকফকারী কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আস্-সুবুকী তাতে উপস্থিত হন।

কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আস্-সুবুকীর উপলক্ষ্যে বৈঠক অনুষ্ঠান

রবিউল আউয়ারের চব্বিশ তারিখ সোমবার কাযিউল কুযাত তাকিউদ্দীন আস্-সবুকীর পত্র কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আশ্-শাফেয়ীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিষয়টি নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে দারুস সা'আদায় বিশাল এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমিও উক্ত বৈঠকে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের একজন ছিলাম। ফলে আমি উক্ত মজলিসে উপস্থিত হই। তিনজন বিচারপতি এবং চার মাযহাবের একদল লোক এবং আরো অনেকে তাতে সমবেত হন। সিরিয়ার নায়েব সাইফুদ্দীন মানকালী বাগাও তাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মিসরীয় অঞ্চলে এসে পত্র মারফত নায়েবুস সালতানাকে এ বিষয়ে জনগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করার লক্ষ্যে উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠানের আদেশ জারি করেন। পত্রে তিনি পরস্পর বিরোধী দুটি বিবরণ উপস্থাপন করেন। একটি তার পক্ষে, অপরটি বিপক্ষে। বিপক্ষের বিবরণে মালিকী ও শাফেয়ী বিচারকদ্বয় এবং অপর একদল লোকের স্বাক্ষর ছিল। তাতে এমন কিছু আপত্তিকর উক্তিও ছিল, যা শুনতে কান অপছন্দ করে। অপরটি বিভিন্ন মাযহাবের একাধিক ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত তার প্রশংসার বিবরণ ছিল। তাতে এই স্বীকারোক্তিও ছিল যে, আমি তার মাঝে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।

উভয় পক্ষ সমবেত হলে নায়িবুস সালতানাহ আদেশ দেন যে, উভয় পক্ষকে একাধিক বৈঠকে আলাদা করে ফেল। তাতে উভয় পক্ষ আলাদা হয়ে যায় এবং পরস্পর আলাপ-আলোচনায় মত্ত হয়। নায়িবুস সালতানার দুই নায়িব কাজী শামসুদ্দীন আল-গাযা ও বদরুদ্দীন ইবন্ ওহাব প্রমুখ তাঁর মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করেন। কাযিউল কুযাত জামালুদ্দীন আল-হাম্বলী ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, তিনি যে অভিযোগ আরোপ করেছেন, তা প্রমাণিত। উপস্থিত কেউ-কেউ তার উত্তর প্রদান করেন। একপর্যায়ে কাজী আল-গাযা হাম্বলীকে বলেন ঃ আপনি কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীনের প্রতি শত্রুতার প্রমাণ দিলেন। তাতে কথা বেড়ে যায়, আওয়াজ উচ্চকিত হয় এবং অনেক বিতণ্ডা হয়। কাযিউল কুযাত জামালুদ্দীন আল্-মালিকীও হাম্বলীর অনুরূপ কথা বলেন। তার উত্তরও আসে একই রকম। বৈঠক দীর্ঘায়িত হয় এবং বাকবিতণ্ডার মধ্য দিয়েই সবাই বিদায় গ্রহণ করে। আমি যখন ফটকে এসে পৌছাই, তখন নায়িবুস সালতানাহ আমাকে তাঁর নিকট ফিরে যেতে আদেশ দেন। দেখলাম, উভয় পক্ষের অবশিষ্ট লোকজন এবং তিনজন বিচারপতি বসে আছেন। নায়িবুস সালতানাহ তাদের ও কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন-এর মাঝে সমঝোতা করে দিতে ইংগিত করেন। অর্থাৎ উভয় কাযী যেন তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। ফলে শায়খ শরফুদ্দীন ইব্ন কাযী আল-জাবাল ইংগিত করেন এবং আমিও ইংগিত করি। ফলে মালিকী নমনীয় হয়; কিন্তু হাম্বলী অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। অগত্যা আমরা বিষয়টি পূর্ববৎ অমীমাংসিত রেখেই উঠে যাই।

তারপর আমরা শুক্রবার আসরের পর নায়েবুস সালতানার ডাকে তাঁর নিকট সমবেত হই। এখানে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপণীত হই এবং বিভিন্ন পত্রের সর্বসম্মত উত্তর লিপিবদ্ধ করা হয়। তারপর সেসব পত্র নিয়ে দূত মিসরীয় অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। তারপর রবিউল আখারের উনিশ তারিখ জুমার নামাযের পর আমরা আবারও দারুস সা'আদায় একত্রিত হই। এ বৈঠকে তিনজন এবং আরো একদল লোক উপস্থিত হন। নায়িবুস সাল্তানাহ বিচারপতিগণ এবং শাফেয়ী বিচারপতির মাঝে সমঝোতা করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। শাফেয়ী বিচারপতি তখন মিসরে অবস্থান করছিলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর এতটুকু সুফল আসে যে, তাদের বিতণ্ডা প্রশমিত হয়। এ বিষয়ে আমরা আগামী বছরের বিবরণে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্।

রবিউল আখারের এক তারিখে ওস্তাদ দাউদ মৃত্যুবরণ করেন। ইনি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন এবং সেই সঙ্গে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নথিপত্র সংরক্ষণেরও দায়িত্ব পালন করেন। এই দুটি দায়িত্ব তাঁর মাঝে একত্রিত হয়। আমার জানামতে, অন্য কারো ক্ষেত্রে এ দুটি দায়িত্ব একত্রিত হয়নি। তিনি সেনাবাহিনী পরিচালনায় সবচেয়ে অভিজ্ঞ, সৈন্যদের নাম এবং জায়গীরের ক্ষেত্র জানায় অধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তার পিতা সেনাবাহিনীর উপ-অধিনায়ক ছিলেন। তিনি ইয়াহুদী ছিলেন। মৃত্যুর বছর দশেক আগে তার এই পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। তার বাহ্যিক অবস্থা ভাল ছিল। মৃত্যুর মাঝখানেক আগে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন। তারপর এদিন তার মৃত্যু ঘটে। আসরের সালাতের পর উমাবী জামে' মসজিদে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর নিজ বাগিচা বুহুশে তারই হাতে তৈরি কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর।

এ মাসের শুরুতে খ্রিস্টান মহিলাদের নিকট থেকে ট্যাক্স হিসেবে নেওয়া অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে সরকারী নির্দেশ আসে। কেননা, মহিলাদের নিকট থেকে ট্যাক্স উসূল করা বেআইনী। আল্লাহ্ ভাল জানেন। মাসের পনেরো তারিখ সোমবার নায়েবুস সাল্তানাহ (আল্লাহ্ তাঁকে সম্মান দান করুন) যিম্মিদের বাগানে-বাগানে হানা দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন। হানা দিয়ে সেসব স্থানে নানা প্রকার ফল নিংড়ানো মদ পাওয়া যায়। খুঁজে-খুঁজে বের করে সব মদ ঢেলে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র জন্য। সেই মদে নালানর্দমা ও রাস্তা-ঘাট ভেসে যায়। তারপর তা তুজা নদীতে প্রবাহিত হয়। যেসব যিম্মির নিকট উক্ত মদ পাওয়া গিয়েছিল, সুলতান তাদের থেকে মোটা অংকের জরিমানা আদায় করার আদেশ দেন।

কয়েকদিন পর নগরীতে ঘোষণা করা হয় যে, যিম্মি মহিলারা, মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে গোসলখানায় প্রবেশ করবে না। বরং তারা তাদের জন্য নির্মিত স্বতন্ত্র গোসলখানায় গোসল করবে। যিম্মি পুরুষরা মুসলিম পুরুষদের সঙ্গে প্রবেশ করতে হলে কাফিরদের গলায় পরিচিতিবাহক চিহ্ন থাকবে। যেমন, ঘণ্টা, আংটি ইত্যাদি। যিম্মি মহিলাদের আদেশ করা হয়, তারা যেন মোজা দুটি দুই রংয়ের পরিধান করে। যেমন, একটি সাদা, অপরটি হলুদ ইত্যাদি।

এ মাসের–তথা রবিউল আখারের উনিশ তারিখ শুক্রবার তিন বিচারপতি এবং মুফ্তীদের একটি দল আহুত হন। শাফেয়ীদের থেকে শাফেয়ী বিচারপতির দুই নায়েব, তারা হলেন, কাজী শামসুদ্দীন আল্-গাযা ও কাজী বদরুদ্দীন ইব্ন ওহবাহ, শায়খ জামালুদ্দীন ইব্ন কাজী আয্-যায়দানী, আল্-মুছান্নিফ শায়খ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাছীর, শায়খ বদরুদ্দীন হাসান আয-যারযী এবং শায়খ তকিউদ্দীন আল্-কারিকী। অপরদিক থেকে দুই শহিউল কুযাত জামালুদ্দীন আল্-মালিকী ও আল্-হাম্বলী, শায়খ শরফুদ্দীন ইবন্ কাজী আল্-জাবাল আল্-হাম্বলী, শায়খ জামালদ্দীন ইবনুশ শুরাইশিলী, শায়খ ইয্যুদ্দীন ইব্ন হামযা ইব্ন শায়খুস সালামিয়্যাহ আল্-হাম্বলী ইমাদুদ্দীন আল্-হান্নায়ী। আমি দারুস সা'আদার সভাকক্ষে নায়িবুস সালতানার সঙ্গে একত্রিত হই। নায়িবুস সালতানাহ মূলমঞ্চে উপবেশন করেন। আমরা তার চারপার্শ্বে বসি। তিনি সর্বপ্রথম বলেন, আমরা তুর্কিরা ও অন্যান্যরা যখন মতবিরোধে ও বিবাদে লিপ্ত হতাম, তখন আমরা আলিমদের শরণাপন্ন হতাম। তারা আমাদের মাঝে সমঝোতা করে দিত। এখন আমরা এমন এক অবস্থায় উপণীত হয়েছি যে, আমাদের আলিমরাই বিরোধ ও বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় কে তাদের মাঝে মীমাংসা করবে? তারপর তিনি বিচারপতিদের মাঝে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তা মিটিয়ে ফেলার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাদের কেউ কেউ নিজ অবস্থানের উপর অটল থাকেন এবং মীমাংসায় আসতে অস্বীকৃতি জানান। তারপর উপস্থিতদের মাঝে পরস্পর বিবাদ চলতে থাকে। এরপর তারা কতিপয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সবশেষে নায়িবুস সাল্তানাহ বলেন, আপনারা কি আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ "আল্লাহ্ পাক তার বিগত জীবনের গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন"–এটা শোনেননি? এবার তাদের হৃদয়গুলো গলে যায়। তিনি মিসর থেকে আসা পত্রের উত্তর লিখতে কেরানীকে আদেশ করেন। এই অবস্থায় আমরা বেরিয়ে আসি। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

কাযিউল কুযাত আস্-সুবুকরি দামিশ্ক প্রত্যাবর্তন

জুমাদাল উলার উনত্রিশ তারিখ বুধবার কাযিউল কুযাত আস্-সুবুকী কাওয়ার দিক থেকে আগমন করেন। একদল বিশিষ্ট ব্যক্তি ছামীন নামক স্থানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি কাসওয়া নামক স্থানে এসে পৌছলে লোক সমাগম অনেক বেড়ে যায়। কাযিউল কুযাত আল্-হানাফিয়্যাহ শায়খ জামালুদ্দীন ইবনু সিরাজ কাসওয়ার দিকে এগিয়ে আসেন। তিনি শাহ্রা ঘাঁটির সন্নিকটে এসে পৌছুলে অগণিত মানুষ তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়। তারা প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁকে স্বাগত জানায়; এমনকি নারীরা পর্যন্ত। জনতা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তিনি আল-জাসুরার নিকটবর্তী হলে উৎফুল্ল জনতা তাকবীর ধ্বনি দেয়। তিনি আন্-নাস্র ফটকের নিকটে এসে পৌছুলে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। তাঁর সঙ্গে জনতা রাস্তা উপচে বাইরে ছিটকে পড়ছিল। তারা তাঁর জন্য দু'আ করছিল এবং তাঁর আগমনে আনন্দ প্রকাশ করছিল। তিনি দারুস সা'আদায় প্রবেশ করেন এবং নায়েবুস সালতানাহকে সালাম জানান। আর আস্রের পর জামে' মসজিদে প্রবেশ করেন। সে সময়ে তার সঙ্গে অনেক প্রদীপ ছিল। নেতৃস্থানীয় লোকের সংখ্যা ছিল সাধারণের চেয়ে বেশি।

জুমাদাল আখিরার দুই তারিখ শুক্রবার কাযিউল কুযাত আস্-সুবুকী দারুস সা'আদায় গমন করেন। নাযেবুস সালতানাহ মালিকী ও হাম্বলী কাযীদেরকে ডেকে তাদের মাঝে আপস মীমাংসা করে দেন। তাদের তিনজন তাঁর থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে জামে' মসজিদে গমন করেন। তাঁরা দারুল খিতাবায় প্রবেশ করে সেখানে সমবেত হন এবং শাফেয়ী বিচারপতি অপর দু'জনকে আপ্যায়িত করেন। পরে তারা শাফেয়ী কাযীর সারগর্ভ ভাষণে উপস্থিত হন। পরে তিনজন জুয়ার দিক থেকে বেরিয়ে মালিকীর বাসভবনের দিকে চলে যান। সেখানে তাঁরা একত্রিত হন এবং মালিকী তাঁর সামর্থ্য অনুপাতে অন্যদের আপ্যায়িত করেন।

এ মাসের শুরুর দিকে মিসরীয় অঞ্চল থেকে রাজাদেশ আসে, যেন আমীরের জায়গীর থেকে অর্ধেক একান্তভাবে তাঁর জন্য রাখা হয় এবং বাকী অর্ধেক তাঁর বাহিনীর জন্য বরাদ্দ করা হয়। এই সিদ্ধান্তে বাহিনীর সঙ্গে সদয় আচরণ ও সুবিচার প্রদর্শন করা হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য। আরও আদেশ প্রদান করা হয় যে, যেন বাহিনীকে প্রস্তুত করা হয়, প্রতিযোগিতা ও বর্শা নিক্ষেপের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়, আর যেন তারা যে কোন সময় অভিযানে বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। ফলে তারা এসবের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ফিরিঙ্গীদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যেমনটি আল্লাহ্ পাক বলেছেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔

"আর তোমরা শক্তি ও ঘোড়া সংগ্রহ করে সাধ্য পরিমাণ তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করো, যাতে তোমরা তদ্দ্বারা আল্লাহ্র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত করতে পার।"

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে বলেন,

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ۔

"শুনে রাখো, নিক্ষেপই হলো আসল শক্তি।"

অপর এক হাদীসে নবীজি (সা) বলেন,

إِرْمُوْا وَارْكَبُوْا وَأَنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ-

"তোমরা নিক্ষেপ করো এবং আরোহণ করো। তবে নিক্ষেপণই আমার নিকট অধিক প্রিয়।"

সোমবার যোহরের পর দারুস সা'আদায় কাযিউল কুযাত জামালুদ্দীন আল-মারদাবী আল্-হাম্বলীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের সুরাহার জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটি হয় মিসরীয় অঞ্চল থেকে আসা এক আদেশের ভিত্তিতে। অভিযোগটি ছিল, জামালুদ্দীন অন্যায়ভাবে কিছু ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রি করে ফেলেছেন।

মিসরীয় অঞ্চলের আমীরদের মাঝে সংঘটিত একটি ঘটনা

জুমাদাল আখিরার শেষ দশকে আমীর সাইফুদ্দীন তাইবাগা আত্-তাবীল-এর সঙ্গে একদল আমীর আল্-আমীরুল কাবীর ইয়ালবাগা আল-খাসিকীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সংবাদ পেয়ে আল্-খাসিকী কুব্বাতুল কাস্‌র-এর দিকে এগিয়ে আসেন। এখানে তাঁর সঙ্গে তারা মুখোমুখি হয়। উভয় পক্ষে সংঘাত বাঁধে। তাতে একদল লোক নিহত হয়, অবশিষ্টরা আহত হয়। শেষ পর্যন্ত তাইবাগা আহত অবস্থায় আটক হন। আরগুন আস-সা'র দী আদদুযাইদারও আটক হন। তারা ছাড়া বেশ কিছু আমীরও বন্দি হন। আল্-আমীরুল কাবীর ইয়ালবাগা জয়লাভ করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

রজবের দুই তারিখ শনিবার দামিশকের নায়িব আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির আমীর ইয়ালবাগার আহ্বানে মিসরীয় অঞ্চল অভিমুখে রওনা হন। ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং কাবরাস জয় করতে নৌ-অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করার জন্য তাকে ডেকে পাঠান। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

বাগদাদের একটি ঘটনা

বাগদাদের বিশিষ্ট নেতা ও ব্যবসায়ী শায়খ আব্দুর রহমান আল্-বাগদাদী ও শায়খ শিহাবুদ্দীন আল্-আত্তার বাগদাদী আমাকে বলেছেন, ইরাক ও কোরাসানের রাজা তুয়াশী মারজানের হাত থেকে বাগদাদকে পুনরুদ্ধারের পর তিনি তুয়াশীকে হাজির করে তাকে সম্মান দেখান এবং উপহার প্রদান করেন। তারপর তার উভয়ে এই মর্মে একমত হন যে, তারা দুজনে মিলে উজিরের ভাই আমীর আহমাদের ফিতনা নির্মূল করবেন। ফলে সুলতান তাকে তাঁর সামনে হাজির করে ছুরিকাঘাত করে তার বুক বিদীর্ণ করে ফেলেন। তারপর জনৈক আমীরকে আদেশ করলে তিনি তাকে হত্যা করে ফেলেন। এভাবে আহ্লুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত বিশাল এক বিজয় লাভ করে। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায় এবং তারা শায়খ জামালুদ্দীন আল্-আম্বারীর হত্যার প্রতিশোধ পেয়ে যায়, যাকে উজির আর-রাফেজী হত্যা করেছিলেন। এর পরিণামে অল্প ক'দিন পরই আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করেন।

কাযিউল কুযাত ইয্যুদ্দীন আব্দুল আযীয ইব্ন হাতিম আশ্-শাফেয়ীর মৃত্যু

শাবান মাসের প্রথম দশকে মিসরীয় অঞ্চল থেকে কাযিউল কুযাত বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন জামা'আর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে পত্র আসে। আল্লাহ্ তাঁকে মর্যাদায় ভূষিত করুন। তিনি জুমাদাল

আখিরার দশ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন এবং এগারো তারিখে বাবুল মু'আল্লায় তাকে দাফন করা হয়। বর্ণিত আছে যে, তিনি কুরআন তিলাওয়াত করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। শায়খ মুহিউদ্দীন আর-রাহ্বী আমাকে বলেছেন, বদরুদ্দীন মুহাম্মদ প্রায়ই বলতেন, আমার কামনা, যেন আমি চাকুরিচ্যুত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি এবং আমার মৃত্যু যেন দুই হারামের মধ্যে এক হারামে হয়। মহান আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি বিগত বছর চাকুরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে মক্কায় হিজরত করেন। তারপর আল্লাহ্র রাসূলের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা যান। পরে আবার মক্কায় ফিরে যান এবং সেখানেই উল্লিখিত তারিখে তিনি মারা যান। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁর কবরকে স্বীয় রহমত দ্বারা সিক্ত করুন। তিনি ছয়শত তিরানব্বই হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে হিসেবে তিনি তিয়াত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। দুনিয়াতে তিনি সুউচ্চ মর্যাদা, উচ্চপর্যায়ের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে শিক্ষকতা করার গৌরব অর্জন করেন। পরে তিনি সকল পদ থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি গ্রহণ করে ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করেন এবং হারামায়ন শরীফায়নে বসবাস শুরু করেন যেন তিনি জেনে ফেলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। ফলে উত্তম পাথেয় সংগ্রহের জন্য তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

শাওয়ালের নয় তারিখ মঙ্গলবার গভর্নর বাশারাত ওরফে মিখাইল আমার নিকট এসে হাজির হন। তিনি আমাকে সংবাদ দেন যে, সিরিয়ার জনগণ তার হাতে এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ করেছে যে, তারা তাকে ইন্‌তাকিয়ার গভর্নরের পরিবর্তে দামিশকের গভর্নর নিযুক্ত করবে। আমি তাকে বললাম, এটি তাদের একটি নতুন চিন্তা। কারণ, গভর্নর হবে চার অঞ্চলের। যথা, ইস্কান্দারিয়া, আল্-কুদ্স, ইনতাকিয়া ও রুমিয়া। ফলে রোমান গভর্নরকে ইস্তাম্বুল তথা কুস্তুন্তিনিয়া বদলি করা হয়। কিন্তু অনেকে বিষয়টিতে আপত্তি উত্থাপন করে। এ সময়ে এটি ছিল তাদের সবচেয়ে বড় নব সৃষ্টি। কিন্তু তিনি এই মর্মে ওজরখাহী করেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ইন্‌তাকিয়ারই গভর্নর। তাকে সিরিয়ায় অবস্থান করার অনুমতি এ কারণে দেওয়া হয়েছে যে, নায়িবুস সালতানাহ তাকে তাঁর ও জনগণের পক্ষ থেকে কাবরাসের শাসনকর্তার প্রতি পত্র লেখার আদেশ করেছিলেন। যে পত্রে কাবরাস শাসনকর্তার ইস্কান্দারিয়ার জনগণের প্রতি শত্রুতার ফলে তাঁকে অপমান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে, এর উল্লেখ থাকবে। তিনি তাঁর প্রতি ও ইস্তাম্বুলের রাজার প্রতি যে পত্রগুলো প্রেরণ করা হয়েছিল, আমাকে সেগুলো পড়ে শোনান। আল্লাহ্ তাকে এবং যাদের প্রতি এই পত্রগুলো প্রেরণ করা হয়, তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন। আমি তার সঙ্গে তাদের ধর্ম এবং মালফিয়্যাহ, ইয়াকুবিয়্যাহ ও নাস্তুরিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস সম্পর্কে কথা বলি। দেখলাম যে, সে কিছু কিছু বিষয় বুঝতে পারছে। কিন্তু শেষ ফলাফল হলো যে, সে ছিল একটা গাধা এবং বড় কাফিরদের একজন। আল্লাহ্ তাকে অভিসম্পাত করুন।

এ বছর আমার নিকট সংবাদ আসে যে, ইরাক ও খোরাসানের রাজা সুলতান উয়াইস ইবনু শায়খ হাসান তুয়াসী মারজানের হাত থেকে বাগদাদকে উদ্ধার করেন। এই তুয়াসী ইরাক ও খোরাসানে তাঁর নায়িব ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি সুলতানের আনুগত্য প্রত্যাহার করে নেন। ফলে সুলতান বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বাগদাদ এলে মারজান পালিয়ে যায়, আর উয়াইস দাপটের সঙ্গে বাগদাদ প্রবেশ করেন। দিনটি ছিল শুক্রবার।

শা'বানের সাতাশ তারিখ শনিবার আমীর সাইফুদ্দীন বায়দামির এক লাখ সৈন্যের অধিনায়ক দামিশক প্রভৃতি সকল অফিসে ইয়ালবাগার নায়েব এবং নৌবাহিনী নৌযান তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আগমন করেন। এসেই তিনি সকল করাতি কাঠ ও লোহা মিস্ত্রীদের সমবেত করে তাদেরকে কাঠ কাটতে বৈরুত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দেন। রমযানের দুই তারিখ বুধবার তাদের রওনা করে দেয়া হয়। তিনিও সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বের হন। সাহায্য করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। কিন্তু লোহা ও কাঠ মিস্ত্রিদের একটি দল তাদের পিছনে রওনা দেয়। পথে তারা যত আরোহীকে পায়, তাদের সবাইকে বাহন থেকে নামিয়ে দিয়ে তারা তাতে চড়ে গন্তব্যস্থান অভিমুখে রওনা হয়। কিন্তু তারা পরিবারের হাতে দিয়ে যাওয়ার জন্য অগ্রিম কোন পারিশ্রমিক পায়নি। ফলে, তারা রওনা হওয়ার সময় তাদের পরিজন ও সন্তানরা কান্নাকাটি করে। অথচ অগ্রিম কিছু পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার তাদের ছিল।

এক সরকারী নির্দেশ এবং সাফাদ-এর নায়িব বা প্রতিনিধি ইস্তাদমার এর আদেশে বুরহানুদ্দীন মুকাদাসী আল-হানাফী তকিউদ্দীন ইরান কাযিউল কুযাত শরফুদ্দীন-এর পরিবর্তে জামে' মসজিদে খুত্বা দান করেন। দিনটি ছিল রমযানের চার তারিখ শুক্রবার। সেদিন তার নিকট বিপুলসংখ্যক লোক উপস্থিত হয়েছিল।

এ মাসের চব্বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার পদচ্যুত কাযিউল কুযাত জামালুদ্দীন আল্-মারদাবীর পরিবর্তে হাম্বলী বিচারক পদে কাযিউল কুযাত শরফুদ্দীন ইব্ন কাজী আল্-জাবাল-এর নিয়োগপত্র পাঠ করা হয়। জামালুদ্দীন আল্-মারদাবীর সঙ্গে বিভিন্ন কারণে মালিকী বিচারপতিও পদচ্যুত হন। নিয়োগপত্রটি হাম্বলী মিহরাবে পাঠ করা হয়। তাঁর নিকট হানাফী ও শাফেয়ী বিচারপতিও উপস্থিত হয়েছিলেন। মালিকী বিচারপতি পশ্চিম মিনারের এক কোণে ইতিকাফরত ছিলেন। ফলে তিনি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। তা ছাড়া হামাতের কাজীর সিদ্ধান্তে তিনিও পদচ্যুত হন। এ সময় আস্-সালিহিয়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু খারাপ ঘটনা ঘটেছিল।

রামাদানের ত্রিশ তারিখ বুধবার সকালে কাযিউল কুযাত সারিউদ্দীন ইসমাঈল আল্-মালিকী মর্যাদার পোশাক পরিধান করেন। তিনি পদচ্যুত কাযিউল কুযাত জামালুদ্দীন আল্-মিসলাতীর মালিকী বিচারকের পদ নিয়ে হামাত থেকে এসেছিলেন। জামে' মসজিদের মালিকী অংশে তাঁর নিয়োগপত্র পাঠ করা হয়। বিচারপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

শাওয়ালের সাত তারিখ বুধবার আমীর খিয়ার ইব্ন মাহ্না অনুগত হয় দামিশক আগমন করেন। ইতিপূর্বে তাঁর ও সেনাবাহিনীর মাঝে দীর্ঘ লড়াই সংঘটিত হয়। ক্ষমতার মোহে পড়ে তিনি এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পরে ধরা পড়া কিংবা হত্যার ভয়ে তিনি পালিয়ে যান। এসব ঘটনার পর আজ আল-আমীরুল কবীর ইয়ালবাগার সঙ্গে আপস করার লক্ষ্যে মিসরীয় অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রক্ষীবাহিনী ও জনতা তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। জনগণ তাকে স্বাগত জানাতে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। এসে তিনি আল্-আবলাক প্রাসাদে অবতরণ করেন। হামাতের নায়েব উমর শাহও তার সঙ্গে আগমন করেন। তার সঙ্গে উক্ত প্রাসাদে অবস্থান করে পরদিন তিনি মিসরীয় অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

রাজকোষের পরিচালক কাজী আলিউদ্দীন আব্দুল্লাহ তার পিতা কাযিউল কুযাত বাহাউদ্দীন ইব্ন আবুল বাকা–যিনি মিসরীয় অঞ্চলে শাফেয়ীদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন, এর একখানা পত্র পাঠ করে শোনান। তাতে উল্লেখ ছিল, আল্ আমীরুল কবীর ইবন্ তূলূন জামে' মসজিদে নতুনভাবে দারস শুরু করেন। তাতে তিনি সাত জন হানাফী শিক্ষক নিয়োগ দেন এবং প্রত্যেক ফকীহের জন্য মাসিক চল্লিশ দিরহাম ভাতা চালু করেন। আরও উল্লেখ ছিল যে, একদল হানাফী লোক এই দারসে অংশগ্রহণের কারণে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাবে চলে যান।

উমাবী জামে' মসজিদে তাফসীরের দার্স

সাতশত ষাট হিজরীর শাওয়াল মাসের আটাশ তারিখ বুধবার শায়খ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাছীর মালিকুল উমারা নায়েবুস সালতানাহ আমীর সাইফুদ্দীন মানকালী বাগার চালুকৃত তাফসীরের দারসে উপস্থিত হন। সাইফুদ্দীন মানকালী বাগা তাঁরই তত্ত্বাবধানে মেরামতকৃত জামে' মসজিদের ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যয় করে এই দারসের আয়োজন করেন। আল্লাহ্ তাঁকে এর বিনিময় প্রদান করুন। তিনি প্রত্যেক মাযহাবের পনের জন করে ছাত্রের জন্য মাসিক দশ দিরহাম দারস পরিচালনাকারী ও কেরানীর জন্য বিশ দিরহাম এবং শিক্ষকের জন্য আশি দিরহাম করে ভাতা ধার্য করেন। তিনি যখন উক্ত দারসে উপস্থিত হন, তখন অনেক দান-সদকা করেন। তাঁর সঙ্গে বিচারপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। শিক্ষক সেদিন সূরা ফাতিহার তাফসীর করেন। সেদিন দারসে বহু লোকের সমাগম ঘটেছিল। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য এবং তিনিই তাওফীকদাতা।

সে সময়ে হাম্বলীদের বিচারপতি ছিলেন শায়খ শরফুদ্দীন আহমাদ ইব্নু হাসান কাজী আল্-জাবাল আল্-মাকদিসী। নথিপত্রের সংরক্ষক ছিলেন সা'দুদ্দীন ইব্ন তাজ ইসহাক এবং গোপন তথ্যাদির লিপিকার ছিলেন ফাত্হুদ্দীন ইব্ন শহীদ। ইনি প্রধান শায়খও ছিলেন। সিরিয়ার সেনা-অধিনায়ক ছিলেন বুরহানুদ্দীন ইব্নু হুলী। আর বায়তুল মালের পরিচালক কাজী আলিউদ্দীন ইব্ন কাযিউল কুযাত বাহাউদ্দীন আবুল বাকা।

নায়েবুস সাল্তানার মিসর সফর

এ মাসের একুশ তারিখ রাতে তাশ্তিমোর দুয়াইদার ইয়ালবাগা দূত হয়ে আসেন। এসে তিনি দারুস সা'আদায় অবতরণ করেন। তারপর তিনি ও নায়েবুস সাল্তানাহ বাহনে চড়ে রওনা হন। রক্ষীগণ তাদের সামনে চলতে থাকে। জনগণ তাদের নায়িব বা প্রতিনিধির জন্য দু'আ করতে থাকে। এভাবে তাঁরা মিসরীয় অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যান। মিসর গিয়ে পৌঁছানোর পর ইয়ালবাগা তাকে সসম্মানে বরণ করলেন, তাকে উপহার প্রদান করেন এবং তাকে হালবের গভর্নর হওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ফিরে এসে সানজার আল্-ইসমাঈলীর বাড়িতে অবস্থান করেন। পরে সেখান থেকে হালব চলে যান।

আমি সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম'। মানুষ তাঁর জন্য আক্ষেপ করছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমীর সাইফুদ্দীন যুবালা তার নায়েবের দায়িত্ব পালন করেন, নায়েব আল্-মুঈয আস্-সাইফী কাশ্তিমোর আব্দুল গনীর ফিরে আসা পর্যন্ত। এ বিষয়ে পরে আলোচনা আসবে। মহাররমের ছাব্বিশ তারিখ শনিবার কাজী শামসুদ্দনি ইব্ন মানসূর আল্-হানাফী– যিনি

উপরাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। তাঁকে আল্-বাবুস সগীরে দাফন করা হয়। তিনি প্রায় আশি বছর বয়স পেয়েছিলেন।

এদিন কিংবা এর পরদিন মৃত্যুবরণ করেন আস-সলিহিয়্যার নাযিরুল আওকাফ কাজী শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনুল ওযারাহ। সফর মাসের তিন তারিখ শুক্রবার সকালে নগরীতে ঘোষণা করা হয় যে, সেনাবাহিনীর একজন সৈনিকও যেন বৈরুত সফর থেকে পিছিয়ে না থাকে। ফলে এর জন্য মানুষ এসে সমবেত হয়। সাধারণ মানুষ ও সেনাসদস্যরা প্রতিযোগিতার সাথে যুদ্ধের পোশাক পরে সাত্হুল মাথায় এসে সমবেত হয়। মালিকুল উমারা যিনি সিরিয়ার নায়েব ছিলেন, তিনি যুদ্ধের পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে নিজ বাহিনী নিয়ে আল-জাবিয়া ফটকের অভ্যন্তরে চলে যান। তাঁর পুত্র আমীর নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ ও তার সহচরদের নিয়ে বেরিয়ে যান। আল্-গায়বার নায়েব ও রক্ষীগণ তাঁর সামনে এগিয়ে আসে। তারা বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি বলেন, এখানে আমার কোন কাজ নেই। তবে যদি যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে এখানে আমার কাজ আছে। একদল সাধারণ মানুষ তাদের স্বাগত জানাতে বেরিয়ে আসে। কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আশ্-শাফেয়ী শুক্রবার যথারীতি ভাষণ প্রদান করেন এবং জনগণকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনিও সাধারণের সঙ্গে বৈরুত যুদ্ধে যেতে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য। সন্ধ্যায় জনতা স্ব-স্ব বাড়িঘরে ফিরে যায়। ইতিমধ্যে সংবাদ আসে যে, সমুদ্রে যে নৌযানগুলো দেখা গিয়েছিল, সেগুলো বণিকদের জাহাজ; যুদ্ধ জাহাজ নয়। এ সংবাদে জনমনে স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু এই ফাঁকে তাদের জোশ ও জযবার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যায়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

সফর মাসের পাঁচ তারিখ রবিবার ঈশার নামাযের পর আমীর সাইফুদ্দীন ছারছীকে, যিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হালবের নায়েব ছিলেন, তাকে দামিশকের দারুস সা'আদায় নিয়ে আসা হয়। তারপর তাকে বরখাস্ত করে তারাবলিস পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাকে আমীর আলাউদ্দীন ইব্ন সাবৃহ-এর সঙ্গে প্রেরণ করা হয়।

এ সময় আমাদের কাছে সংবাদ আসে যে, সে সময়ে বিখ্যাত কবি শায়খ জামালুদ্দীন মিসরে আল্-মালিকুল মানসূর-এর এলাকায় মৃত্যুবরণ করেছেন। দিনটি ছিল এ বছরের সফর মাসের সাত তারিখ, মঙ্গলবার। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। এ মাসের আট তারিখ রাতে একদল বন্দী কারাগার থেকে পালিয়ে যায়। ফলে সেদিনই সকালে তাদের পিছনে লোক প্রেরণ করা হয়। তাতে পলায়নকারীদের অধিকাংশই ধরা পড়ে যায়। ধরে তাদের বেদম প্রহার করা হয় এবং তাদেরকে পূর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এ মাসের পনের তারিখ বুধবার নগরীতে ঘোষণা করা হয় যে, ফিরিঙ্গিরা যেন বন্দুক-রাইফেল ব্যবহার না করে। এদিন আমি আল্-গায়বার নায়িব আমীর যায়নুদ্দীন যুবালার সঙ্গে মিলিত হই, যিনি দারুয যাহাবে অবতরণ করেছিলেন। তিনি আমাকে জানান, দূত আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, কাবরাসের শাসনকর্তা রাশি গণনা করে দেখেছে, কাবরাস তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ফলে তিনি তার কাছে থাকা মুসলিম বন্দিদের দুটি নৌযানে করে ইয়ালবাগার নিকট পাঠিয়ে দেন এবং ঘোষণা প্রদান করেন যে, যে ব্যক্তি ছোট কিংবা বড় কোন মুসলমানকে

লুকিয়ে রাখবে, তাকে হত্যা করা হবে। তার প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি প্রতিজন বন্দিকে মুক্ত করে দেবেন।

এ মাসের পনের তারিখ বুধবার শেষবেলায় কাযিউল কুযাত জামালুদ্দীন আল্-মিলাতী আল্-মালিকী মিসরীয় অঞ্চল থেকে আগমন করেন। তিনি মালিকীদের কাযী ছিলেন। পরে বিগত বছর রামাদানের শেষের দিকে তাকে বরখাস্ত করা হয়। পদচ্যুত হয়ে তিনি প্রথমে হজ্জ করেন। পরে তিনি মিসর চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তার নিবেদন গ্রহণ করা হয়নি। কতিপয় রক্ষী তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। তারপর তিনি সিরিয়া এসে জামে' মসজিদের উত্তরে অবস্থিত আত্-তুরবাতুল কামিলিয়্যায় অবস্থান করেন। তারপর তিনি অসুস্থ হয়ে তার কন্যার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁর বহু ছাত্র ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। আল্লাহ্ তার প্রতি রহমত নাযিল করুন।

রবিবার আসরের পর আমীর সাইফুদ্দীন তাইবাগা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে রওনা হয়ে দামিশক গিয়ে পৌছান। সেখানে তিনি আল্-কাসরুল আবলাকে অবতরণ করেন। তার দুই কি তিন দিন পর হামাতের নায়িবের দায়িত্ব নিয়ে হামাত চলে যান। আল্লাহ্ তাঁকে হিফাযত করুন। সংবাদ আসে, আমীর সাইফুদ্দীন মানকালী বাগা দামিশকের নায়েব পদের পরিবর্তে হালবের নায়েব পদে নিয়োগ লাভ করেন। তাছাড়া মিসরে তিনি অনেক মর্যাদা এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ, ঘোড়া ও হাদিয়া লাভ করেন, যার হিসাব বলা দুষ্কর। আরো সংবাদ আসে যে, আমীর সাইফুদ্দীন কাশতিমোর আব্দুল গনী, যিনি মিসরে রক্ষীপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি দামিশকে অবস্থান করেন। তাঁর স্থলে ইয়ালবাগার বাড়ির ওস্তাদ আমীর আলাউদ্দীন তাইবাগা রক্ষীপ্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন এবং তিনি একদিনে তিনটি মর্যাদার পোশাক পরিধান করেন।

রবিউল আউয়ালের এগার তারিখ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, ফিরিঙ্গীরা আলেকজান্দ্রিয়া শহরেও চড়াও হয়েছে এবং এ বিষয়ে সংবাদ নিয়ে মিসরীয় অঞ্চল থেকে দূত এসেছে। তবে দামিশকে যে ফিরিঙ্গীরা ছিল, তাদের ঘেরাও করে দুর্গে বন্দী রাখা হয় এবং তাদের অর্থ-সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়। কাযিউল কুযাত তাজুদ্দীন আশ্-শাফেয়ী সেদিন আমাকে জানিয়েছেন যে, মূল ঘটনা হলো। ফিরিঙ্গি বণিকদের বন্দুক বোঝাই সাতটি নৌযান আলেকজান্দ্রিয়া এসে সেখানে অস্ত্রগুলো বিক্রি করে অন্য জিনিস ক্রয় করে। আল্-আমীরুল কবীর ইয়ারবাগার নিকট সংবাদ আসে যে, এই সাত নৌযানের একটি হলো কাবরাসের শাসনকর্তার ফলে তিনি ফিরিঙ্গীদের বলে পাঠান যে, এই নৌযানটি তোমরা আমার হাতে তুলে দাও। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। এই সূত্রে উভয় পক্ষে সংঘাত বেঁধে যায়। যুদ্ধে উভয় পক্ষের বেশ কিছু লোক প্রাণ হারায়। ফিরিঙ্গীদের অধিকাংশ লোক তাদের সহায়-সম্বল নিয়ে পালিয়ে যায়। ইতিমধ্যে আমীর আলী যিনি দামিশকেরও নায়েব ছিলেন– স্বীয় পুত্র ও মামলুকদের বাহিনী নিয়ে এসে পৌছান। তারপর আমীর আলী ফিরে যান, আর নায়েবুস সাল্তানাহ বৈরুত থেকে যান। তারপর দ্রুত ফিরে আসেন।

আমি জানতে পেরেছি যে, ফিরিঙ্গীরা গাজার তারাবলিস অঞ্চলে এসে আয়না থেকে মুসলমানদের একটি নৌযান জোর করে নিয়ে যায় এবং সেটিকে মানুষের চোখের সামনে জ্বালিয়ে

দেয়। তা প্রতিহত করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। এ ঘটনা ঘটিয়ে ফিরিঙ্গীরা নিরাপদ ফিরে যায়। আর তারা তিনজন মুসলমানকে বন্দী করে নিয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন্। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

আল্-আমীরুল কবীর ইয়ালবাগার হত্যার ঘটনা

রবিউল আখারের সতেরো তারিখ সোমবার রাতে মিসরীয় অঞ্চল থেকে আসা দু'জন বন্দীর মাধ্যমে সংবাদ আসে যে, আল্-আমীরুল কবীর ইয়ালবাগা দামিশকে নিহত হয়েছেন। তারা সংবাদ জানায় যে, তিনি এ মাসের বারো তারিখ বুধবার নিহত হয়েছেন। তাঁরই কতিপয় গোলাম তাঁর উপর হামলা করে ঘটনাস্থলেই তাকে হত্যা করে ফেলে। তাতে পরিস্থিতিতে অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। কয়েকজন আমীর গ্রেফতার হন। অবস্থা জটিল আকার ধারণ করে। আমীর সায়ফুদ্দীন তাশ্তিমোর আন্-নিজামী দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ ঘটনায় মিসরের অধিকাংশ আমীর খুশী হয়। নায়েবুস সাল্তানাহ বৈরুত থেকে দামিশক এসে উৎসব পালনের আদেশ দেন এবং নগরীকে সুসজ্জিত করেন। তাঁর আদেশ পালিত হয় এবং আল্-মানসূরা দূর্গে আটক থাকা ফিরিঙ্গিদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে জনগণ কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।

এ হলো আমার প্রাপ্ত সর্বশেষ ইতিহাস। সকল প্রশংসা আল্লাহক্ষ জন্য। দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা), তাঁর পরিজন ও সাহাবীদের উপর।

ইফা—২০১৯-২০২০—প্র/০৩২.১১.০৩৩—(উ)—৫,২৫০